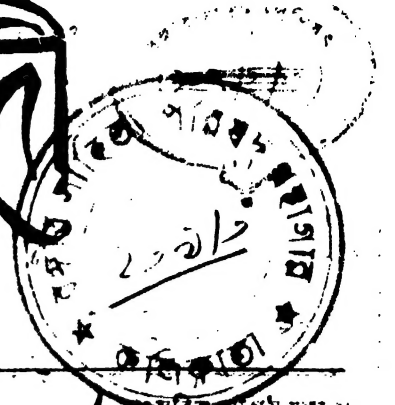




তত্ত্ব-কৌমুদী

[পাক্ষিক পত্রিকা]



৩য় ভাগ।
১ম সংখ্যা।

১৬ই জ্যৈষ্ঠ, শুক্রবার, ১৮০২ শক। ব্রাহ্মসংবৎ ১৯৫১।

বাস্তবিক আশ্রম মল্লিকা
মকসল
প্রতি খণ্ড নবদ ০০

পতিত পুরুষ ও স্ত্রীলোকের ব্রাহ্মসমাজ মধ্যে স্থান প্রাপ্ত হওয়া উচিত কি না? আমরা পূর্বেই বলিয়াছি ধর্মসমাজ মাহেস্তে পাপীর পরিব্রাজ মহারত জ্ঞান করা কর্তব্য। যে ব্যক্তি একবার পতিত সে চিরকালের জন্য পতিত, ব্রাহ্মসমাজ দপনই এমন কথা বলিবেন না। তবে এ বিষয়ে কয়েকটা কথা বিবেচনা আছে। সেগুলি এই; এরূপ কোন পুরুষ বা রমণীকে সমাজে স্থান দিতে গেলে প্রথমতঃ দেখা চাই যে সে ব্যক্তি বাস্তবিক অশুভপু কি না এবং এখনও পাপে লিপ্ত কি না? যদি সে অশুভপু না হয় এবং এখনও পাপে লিপ্ত থাকে, সুতরাং লোক কোনক্রমেই সমাজ মধ্যে স্থান প্রাপ্ত হইতে পারেন না। তবে তাহার অশুভপু উৎপাদনের জন্য যেতঃ তাহা কেহ পরামু পাইতে পারেন।

দ্বিতীয়তঃ যে ব্যক্তি একসময় পাপে লিপ্ত ছিল সে অশুভপু হইলেও কিছুকাল তাহাকে এ ভাবে আশ্রয় দেওয়া উচিত যে কখনও যদি তাহার জন্মমনে কোন নিষিদ্ধভাব বা হর্ষ-লজা থাকে, তদ্বারা আর পাতকনের অপকার না হয়। এই উদ্ভয় বিষয়ে সতর্ক থাকিয়া পতিত ব্যক্তির পবিত্রতা লাভে সহায়তা করিবার উদ্দেশে আশ্রয় দিলে সে কার্য ধর্ম ও যুক্তি উভয় সম্মত হয়। কেহ কেহ এরূপ বলিয়া থাকেন, যে এক ব্যক্তি অশুভপু হইয়া সমাজে গৃহীত হইলেও কখনই তাহাকে সমাজের অপরাপর সভ্যের সমাধিকার লাভ করিতে দেওয়া উচিত নয়। অর্থাৎ মনে কর একব্যক্তি সুরাপায়ী, ব্যভিচারী, প্রবন্ধক ছিলেন; তিনি অশুভাপ সহকারে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করিলেন এবং নিজ জীবন সম্পূর্ণরূপে সংশোধিত করিলেন। এরূপ হইলে তিনি সভ্য থাকিবেন, ব্রাহ্ম অশুষ্ঠানাদিতে নিমন্ত্রণ পাইবেন, অপরাপর সভ্যের ন্যায় সমাজের সভ্য সকলে সমতামত প্রকাশ করিতে পাইবেন, কিন্তু কার্য নির্বাহক সভ্য সভ্য, প্রচারক, বা আচার্য্য প্রভৃতি উচ্চ পদগুলি প্রাপ্ত হইতে পারিবেন না। তাহার কারণ নিয়ম করিতে বলেন, তাহাদের অভিপ্রায় এই যে ধর্মসমাজ মধ্যে কলঙ্কিত অকলঙ্কিতের সমান আদর ও সমান অধিকার হয়, তাহা হইলে কালক্রমে সমাজের পবিত্রতা রক্ষা করা যায় হইবে। একথা কে সম্পূর্ণ অশুভ তাহা বলিতে পারি না, কিন্তু একদা একবার বিচার করা উচিত। আবার বোধ হয় ব্রাহ্মসমাজ

কোন প্রকার কৃত্রিম নিয়ম না করিয়া স্বাভাবিক আধ্যাত্মিক নিয়মের উপর নির্ভর করিলেই হয়। সে নিয়ম কি? সে নিয়ম এই; যখনই কোন ব্যক্তি পাপচরণ করে, তখনই তাহার প্রতি লোকের অশ্রদ্ধা হয়। তাহাটী এক প্রকার ঐশ্বর্যদ্রব্য শাস্তি। অশ্রদ্ধা ভাবিতে এক দিন, কিন্তু পুনরায় গড়িতে দশ দিন লাগে; ইহাও এক প্রকার বিধাতার সুকর নিয়ম। যদি কোন ব্যক্তি বাস্তবিক কলঙ্কিত হন, তাহা হইলে তাহার সাধারণের শ্রদ্ধাভাজন হইতে স্বভাবতঃ অনেক দিন লাগিবে। যতদিন শ্রদ্ধাভাজন না হইতে পারিবেন, ততদিন নিয়মতন্ত্র প্রণালীমতে কার্য চলিলে পূর্বোক্ত পদ-গুলিতে উত্তিবারও সাধ্য নাই। আর যখন দেখিবেন যে, এক ব্যক্তি এক সময় কলঙ্কিত ছিলেন; জানিয়াও আমরা তাঁহার বর্তমান চরিত্র দর্শনে এত মনঃ হইতেছি যে, তাহাকে সদয়ের শ্রদ্ধা না দিয়া থাকিতে পারিতেছি না, যখন দেখিবেন তাহাকে উক্ত উচ্চ পদ সকলে নিয়োগ করিতে আমাদের অধিকাংশ লোকের মনে বাধিতছে না, তখন বুঝিবেন ঐশ্বর্য তাহাকে গ্রহণ করিয়াছেন এবং তিনি আমাদের সর্বোচ্চ অধিকারের উপযুক্ত। এই আধ্যাত্মিক নিয়মের প্রতি দৃষ্টি-পাত করিয়া কল্প করিলে বোধহয় কোন প্রকার কৃত্রিম শাস-নের প্রয়োজন নাও হইতে পারে।

বাল্যবিবাহ যেমন নিষিদ্ধ, দীর্ঘকাল অবিবাহিত থাকাও সেইরূপ অপপ্রার্থনীয়। পুরুষের সহধর্মিণী চাই এবং রমণীর পতি চাই, এই সত্যটা আমাদের পূর্বপুরুষেরা এতদূর অশুভব করিয়াছিলেন যে তাহারা বিবাহকে একটি ধর্ম কর্মের মধ্যে গণ্য করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু বর্তমান সময়ের সুশিক্ষিত ও সুসভ্য সমাজ সকলের ভাব তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। ফুল ও ইংলও প্রভৃতি স্থানে এত পুরুষ ও রমণী অবিবাহিত থাকিতেছেন যে দেখিয়া চিন্তাশীল ব্যক্তিরা শঙ্কান্বিত হইয়া উঠিয়াছেন। যদি কোন গুরুতর দেশহিতকর কার্য সাধনের জন্য কেহ কোমারী ভ্রত অবলম্বন করে তাহা স্বতন্ত্র কথা, কিন্তু বিনা কারণে এতগুলি স্ত্রীলোক ও পুরুষ অবিবাহিত থাকিলে যে দেশের সমূহ অকল্যাণের সম্ভাবনা তাহাতে সন্দেহ নাই। একজন ক্রমশঃ পতিত অনেক পরিচয় পুরুষ

প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া স্থির করিয়াছেন যে অবিবাহিত অপেক্ষা বিবাহিত ব্যক্তির অধিক দীর্ঘায়ু হইয়া থাকেন। ইহারা বিবাহ বিষয়ে লোকের প্রবৃত্তি জন্মাইবার জন্য বিবিধ চেষ্টা করিতেছেন। আমরা একদিনে এমন বাল্যবিবাহ বন্ধ করিবার প্রয়াস পাইতেছি, তেমনি অপর দিকে যে সকল কারণে অন্যান্য দেশের লোকের বিবাহের প্রতি আগ্রহ হইতেছে, সেই সকল কারণ যদি এতদ্বশেও ঘটিতে দি, তাহা হইলে আমাদের সমাজ মধ্যেও অনেক পুরুষ ও রমণীর বিবাহ হুঙ্কর হইয়া উঠিত। সম্রাটের সকলে লোকের বিবাহের প্রতি আগ্রহের একটি প্রধান কারণ রমণীদের বেশ ভূষণ বায় বাহ্যিক। দ্বিতীয় কারণ যুবক যুবকীদের পরাধীন হইবার ভয়। ব্রাহ্মবালক বালিকাদের শিক্ষার সময় পূর্বোক্ত উভয় বিষয়ে বিশেষ সতর্ক হইতে হইবে। শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বালিকাদিগকে এই শিক্ষা দেওয়া উচিত যে মিথ্যার ও মিথ্যার দ্বারা মধ্যস্থিত শ্রেণীর লোকে পরম সূখে কাল যাপন করিতে পারেন। আর বিবাহ দ্বারা পরস্পরকে যে পরাধীনতা স্বীকার করিতে হয়, তাহা ঈশ্বরের অভিপ্রেত, তাহাতে উভয়েরই কল্যাণ হইয়া থাকে।

বিলাতের ইউনিটেরিয়ানদিগের পত্রে পাথ দেখিতে পাই তাঁহারা এই হুঙ্কর করিতেছেন যে তাঁহাদের উপাসনা স্থানে গেলে ভক্তি, আধ্যাত্মিকতা প্রভৃতির কথা শুনিতে পাওয়া যায় না, আচার্য্যগণ কেবল বিজ্ঞান, তর্কশাস্ত্র, প্রভৃতিতে নিজ নিজ পটুতা প্রকাশ করিবার জন্য ব্যস্ত। এই সঙ্গে আর একটি কথা স্মরণ হইতেছে; আমাদের ফ্রান্সিস নিউম্যানের জ্যেষ্ঠ কার্ডিনাল নিউম্যান, কিছুদিন হইল বলিয়াছেন যে প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্মের নাম স্মরণ হইলে তাঁহার চক্ষু সম্পূর্ণ উপস্থিত হয়। এই উভয় প্রকার উক্তি এক সম্প্রদায় লোকের একটি মতের সপক্ষতা করিতেছে। তাহারা বলেন প্রতিবাদ করিয়া যে সমাজের সৃষ্টি হয়, তাহাতে ভক্তি প্রীতি প্রভৃতি স্থিতিতে পারে না; তাহা ক্রমে শুষ্ক হইয়া পড়ে। প্রমাণ স্বরূপ তাঁহারা খ্রীষ্টধর্মের উল্লেখ করিয়া থাকেন। রোমান ক্যাথলিকদিগের মধ্যে ভক্তির আদর্শতা আছে, প্রোটেস্ট্যান্ট সমাজ তাঁহাদের প্রতিবাদ করিয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন সুতরাং তাহার মধ্যে ভক্তি ও আধ্যাত্মিকতার অল্পতা, ইউনিটেরিয়ানগণ আবার প্রতিবাদীদের প্রতিবাদী সুতরাং সেখানে ভক্তির আরও অল্পতা; ভরসি সাহেব আবার ইহাদেরও প্রতিবাদী সুতরাং তাঁহার ভক্তি নাই বলিলেই হয়। এই মতাবলম্বীদিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া কর্তব্য যে খ্রীষ্টধর্ম ও যিহুদা ধর্মের প্রতিবাদ মাত্র, তবে তদনুযায়িত রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের ভক্তির আবির্ভাব হইল কিরূপে? ইহার মধ্যে একটু যুক্তি আছে। যেখানে প্রতিবাদের প্রবলতা, সেখানে ভক্তির ও আধ্যাত্মিকতার আংশিক দুর্গতি হইবার সম্ভাবনা। প্রতিবাদের স্বার্থ দোষ প্রদর্শন, সর্বদা দোষ প্রদর্শন যাহার কার্য, তাহাকে নিরন্তর ঘৃণা বিষয়ে প্রভৃতির মধ্যে বাস করিতে হয়, সুতরাং তাহারও মনে এগুলি প্রবল হয় এবং অপরের হীনতা দর্শনের

সঙ্গে সঙ্গে নিজের উৎকৃষ্টতা দেখা অভ্যাস হইয়া যায়। সুতরাং ন্যায় ভক্তি ও ঈশ্বর প্রীতির শত্রু আর নাই। এইজন্য ভক্তি যাহার অভাব, গঠন কার্যে তিনি অপটু হইয়া পড়েন। কিন্তু প্রতিবাদপ্ৰবায়ণ হইয়া সমাজবদ্ধ হইয়াও যাহারা ভক্তি অপেক্ষা গঠন কার্যে অধিক ব্যাপৃত হইয়া পড়েন, তাঁহাদের প্রদর্শন অপেক্ষা সত্যার্থেষণ কার্যে অধিক রত হইয়া তাঁহারা ভক্তি প্রীতি প্রভৃতির চালনার যথেষ্ট অবসর পান। দেশীয় প্রাচীন ধর্মের প্রতিবাদ করিয়াই ব্রাহ্মধর্মের অভ্যাস, সুতরাং ব্রাহ্মদিগের এই কথা গুলি স্মরণ রাখা ভাল।

প্রসিদ্ধ প্রোফেসর নিউম্যান কিছুদিন হইল বিলাতি ভ্রমণ ভরসি সাহেবকে এক পত্র লেখেন, তাহাতে গীত খ্রীষ্টের নীতি বিষয়ে এইরূপ বলিয়াছেন;—“যখন আপনাকে খ্রীষ্টান বলিয়া বিশ্বাস করিতাম এবং খ্রীষ্টের সকল কথা নিশ্চিত ভ্রম প্রমাদ শূন্য বলিয়া মনে করিতাম, তখনও আমি এবং আমার কতিপয় বন্ধু ইহা দেখিতাম যে তাঁহার নীতি সম্বন্ধীয় উপদেশ পল ও পিটারের উপদেশ অপেক্ষা নিরুপ।” আমরা মনে করিতাম কোন গুঢ় কারণে খ্রীষ্ট মৃত্যুর পূর্বে সম্প্রদায় নীতি প্রচার করেন নাই। বাহ্যিক তাঁহার সকল প্রকার উপদেশের মধ্যেই ক্ষতি লাভের গণনা এত অধিক দেখা যায় যে যৌবন কাল হইতেই আমার মনে তাহা দেখিয়া বিরক্ত হইয়াছে। ভরসি সাহেব ইহার শেষকথা করিয়া খ্রীষ্টের উপদেশের কতকগুলি উদাহরণ উদ্ধৃত করিয়াছেন। এমন কি তাঁহার যে সর্ব প্রথম উপদেশটি গিদিপুর্বে প্রদত্ত হইয়াছিল, তাহার মধ্যে ২০টি স্থানে হয় শাস্তির ভয়, না হয় পুনরাবেবলোভ দেখান হইয়াছে।

আমরা পূর্বে এত অনুধাবন করিয়া দেখি নাই। অন্যান্য কারণে পলকে খ্রীষ্ট অপেক্ষা উন্নতমনা ব্যক্তি বলিয়া সংস্কার ছিল, ভরসি সাহেব আমাদের সেই সংস্কার দূর করিয়া দিলেন। এক সময় পল শ্রবণ করিলেন যে কোরিথুসাসিগণ কেহ তাঁহার দলে, কেহ অপর একজন প্রচারকের দলে হইয়া কলহ করিতেছে; তখন তিনি বলিয়া পাঠাইলেন:—“পল কে? পল কি তোমাদিগকে নিজের নামে দীক্ষিত করিয়াছে?” একস্থলে বাধা হইয়া তিনি নিজে ধর্মের জন্য যত ক্রোধ সহ্য করিয়াছেন তাহা বলিতেছেন, বলিতে বলিতে মনে হইল যদি লোকের তাঁহার প্রতি অবস্থা ভক্তি জন্মে, অমনি নিজের একটি দুর্বলতার কর্ম স্বীকার করিয়া অহুতাপ করিতেছেন। এ বিনয় কেমন স্বাভাবিক, কেমন সুন্দর! ইহার সহিত খ্রীষ্টের একটি ব্যবহারের তুলনা করুন। একবার খ্রীষ্ট শিষ্যদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন “লোকে আমার বিষয় কি ভাবে?” একজন শিষ্য উত্তর করিলেন “কেন ঈশ্বরের প্রেরিত ত্রাণকর্তা মনে করে।” বাইবেলে লিখিত আছে এই কথাতে খ্রীষ্টের মনে আর আনন্দ ধরিল না, তিনি বলিলেন “আমি তোমার উপর আমার ধর্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত করিব।” এক সময় তিনি অলৌকিক ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া লোকদিগকে চমৎকৃত করিতেছিলেন, তাঁহার জননী সেই কার্যের প্রতি কিঞ্চিৎমাত্র

অবস্থা প্রকাশ করতে তিনি মাতার প্রতি বিরক্ত হইয়া উঠিলেন ও তিরস্কার করিলেন। ইহাতে বা কিরূপ গৌরব লোলুপতা প্রকাশ পায়? যাহারা তাঁহাকে ঈশ্বর প্রেরিত বলিয়া স্বীকার না করিত, তিনি তাহাদিগকে স্বর্গ রাজ্যের চোর বলিয়া তিরস্কার করিতেন। 'কি আশ্চর্য্য কুসংস্কারের মোহিনী শক্তি, এই অহঙ্কৃত ব্যক্তির অহঙ্কারও মার্জ্জনীয় বলিয়া সর্বত্র পূজিত হইয়াছে। এই পূর্ণ্যন্ত আমরা এতদিন জানিতাম। নিউম্যান ও ভয়সি সাঁহিব আমাদের চক্ষু আরও খুলিয়া দিলেন। এখন ভাবিয়া দেখি যাহারা প্রতিপদে দেওর ভয় ও পুরস্কারের লোভ দেখাটয়া লোককে সংগে প্ররত করে, তাহাদের উপদেশ কখনই উচ্চ প্রশংসার যোগ্য হইতে পারে না। সংযা তাহা সং বলিয়া আচরণ করিব, পুরস্কারের লোভে নয়, কিন্তু ঈশ্বরের অভীষ্ট জানে। যদি নরনারীকে কোন প্রকার শিক্ষা দিতে হয়, এইরূপ কর্তব্যপরায়ণতার শিক্ষা দেওয়াই উচিত।'

অনেক স্থলে শিক্ষিত ব্যক্তিদিগেরও ব্রাহ্মদিগের প্রতি এক প্রকার ঘৃণা ও বিব্রেষের ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। এ ঘোষণা? ব্রাহ্মেরা বলেন, 'আমরা বিশ্বাসানুরোধে কার্য্য করি, অনেক কার্য্য তাঁহাদের অপ্রিয় হয়, সুতরাং তাঁহাদের বিরুদ্ধে উৎপাদন করে। অভিযোগকারীরা বলেন ব্রাহ্মেরা অহঙ্কৃত, আত্মপ্রদী ও বেহুঁ পরতন্ত্র, সুতরাং তাহারা ঘৃণার পাত্র। একথা শ্রুত যে লোকের অমুরাগ বা বিরাগ আমাদের লক্ষ্য নয়; আমরা যে কার্য্যকে ঈশ্বরের অভীষ্ট কার্য্য বলিয়া মনে করিব, তাহাই কলাফল বিচারশূন্য হইয়া করিব, তাহাতে হয়ত লোকের বিরাগ উৎপাদন করিবে। কিন্তু ব্রাহ্মদের আচার ব্যবহারে দেশের লোক কি সকলস্থলে জানিতে পারে যে যেখানে তাঁহাদের প্রাণে ব্যথা লাগে সেখানে ব্রাহ্মদেরও প্রাণে ব্যথা লাগে; যে কার্য্যে তাঁহাদের হস্ত, তাহার পার্শ্বে ব্রাহ্মদেরও হস্ত; ব্রাহ্মেরা তাঁহাদের দুঃখে দুঃখী ও সুখে সুখী? ইহাকেই বলে আত্মীয়তা, অকপট আত্মীয়তা পাইলে লোকে মাতৃগুন মাপ করে; অনেক বিরুদ্ধাচরণ সত্ত্বেও ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারে না। ইহা না হইয়া অনেক স্থানে দেখা গিয়াছে ব্রাহ্মেরা স্থানীয় লোকদিগের সহিত কোন কার্য্যে বিশেষ যোগ রাখেন না; ধর্ম্ম সম্বন্ধে নিকৃষ্ট বলিয়া মনে মনে অবজ্ঞা করেন; তাঁহাদের মতামতের প্রতি ঘৃণাসূচক উপেক্ষা প্রকাশ করেন; এবং আত্মগরিমার ভাবে সংস্কার কার্য্যে প্ররত হন। ইহার কুফল ফলিয়া থাকে। ব্রাহ্মেরা যেখানে থাকুন, দেশের লোকের সহিত সকল প্রকার দেশহিতকর কার্য্যে মিলিবেন; কোন প্রকার অভাব মোচন বা অত্যাচার নিবারণ আবশ্যক হইলে প্রাণপণে সাহায্য করিবেন; তাঁহাদের রাজনৈতিক সভা, বিজ্ঞানসভা প্রভৃতিতে সর্বাস্তঃকরণে যোগ দিবেন; বিপদে সম্পদে অকপটচিত্তে দুঃখ সুখের অংশী হইবেন, তাহাই হইলে দেখিবেন বিশ্বাসের অনুরোধে বিরুদ্ধাচরণ করিয়াও লোকের ভ্রম ও ভাল বাসা আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইবেন।

নববর্ষারম্ভ ।

অদ্য ১৬ ই ফ্র্যাঠ, অদ্য তত্ত্বকৌমুদীর জন্মদিন। আমাদেব দেশে জন্মতিথির দিন উৎসব করিবার রীতি আছে, ইংরাজদিগের মধ্যেও ঐ দিবস বন্ধ বাধব সকলে নিমন্ত্রিত হন, অনেকে অনেক প্রকার উপহার দিয়া থাকেন, অনেকে আসিয়া আনন্দ প্রকাশ করিয়া থাকেন। অদ্য তত্ত্বকৌমুদীর জন্মদিনে আমরাও পাঠকগণকে পরমেশ্বরের নিকট তত্ত্বকৌমুদীর শুভ কামনা করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিতেছি। 'আমরা আজ সর্বাস্তঃকরণে জগদীশ্বরের চরণে প্রণিপাত করি। যাহার কৃপা দ্বারা রক্ষিত হইয়া আমরা আন এক বৎসর কাল যথাসাধ্য তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধনে সমর্থ হইয়াছি, সেই মঙ্গলময়ের মঙ্গল ইচ্ছার শরণাপন্ন হই।

তত্ত্বকৌমুদীর বয়ঃক্রম দুই বৎসর হইল। এই দুই বৎসর কাল ব্রাহ্মধর্ম্মের ও ব্রাহ্মসমাজের গৌরব ও পবিত্রতা রক্ষার উদ্দেশে ইহাকে অনেক কষ্ট ও অপ্রিয় কথা বলিতে হইয়াছে, অনেকের মতের ও কার্য্যের দোষ প্রদর্শন করিতে হইয়াছে। কিন্তু ঈশ্বর কৃপার সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যক্ষেত্রে যত বিস্তৃত হইতেছে, তাহাদের সহিত বিরোধ তাঁহাদের ভাবগতি লোকে যত স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে পারিতেছেন, তত্ত্বকৌমুদীর অপ্রিয় ভাষার আবশ্যিকতা সেই পরিমাণে হ্রাস হইতেছে।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের যখন জন্ম হয়, তখন অনেকে অনেক প্রকার আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছিলেন। সে সকল আশঙ্কা যে একেবারে গিয়াছে তাহা নহে, কিন্তু এই দুই বৎসর কালের পরীক্ষাতে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের হিতৈষীণ নিশ্চিত অধিক আশাযিত হইয়াছেন। আশঙ্কারীদের প্রথম আশঙ্কা এই ছিল যে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মধ্যে প্রভূত শক্তি ও প্রতিভাশালী একজন নেতা নাই, সুতরাং ইহারা একত্র থাকিয়া কার্য্য করিতে পারিবেন না। গত দুই বৎসরে আমরা কি দেখিতেছি? যে এরূপ কোন নেতা না থাকিলেও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভাগণ মিলিত হইয়া সকল প্রকার কার্য্য করিতে সমর্থ হইয়াছেন। ইহাতে স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে যাহারা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিয়াছেন, তাহারা কোন লোকের আকর্ষণে আকৃষ্ট হন নাই, কিন্তু সত্যের বন্ধনে বন্ধ হইয়াছেন এবং তাহারা ক্রমে নিয়মতন্ত্র প্রণালীর গুণ সকল অনুভব করিতে সমর্থ হইতেছেন। আর কিছু না হয় এক ব্যক্তির উপর নির্ভর না করিলে চলিবে না এই কুসংস্কারটা যদি ভাবিয়া যায় তাহা হইলেও পরম মঙ্গল।

দ্বিতীয় আশঙ্কা এই ছিল, যে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অধিকাংশ সভ্য কেবল সমাজ সংস্কার বিষয়ে উৎসাহী—ভক্তি, প্রীতি, আধ্যাত্মিকতা প্রভৃতির দিকে তাঁহাদের দৃষ্টি নাই, কালক্রমে এই সমাজ ভক্তি ও ধর্ম্মবিহীন হইয়া পড়িবে। জগদীশ্বরের মহৎ নাম ধন্য হউক। তাঁহার উপর নির্ভর করিয়া যাহারা তাঁহার কার্য্যে হস্তক্ষেপ করে, তিনি তাহাদের অভাব রাখেন না। এসম্বন্ধে আমাদের যে কিছু অভাব

আছে, তাহাও তাঁহার কৃপার দ্বারা হইবে। এই দুই বৎসরে তিনি তাহার প্রমাণ দিয়াছেন। তাঁহার কৃপার আমাদের যুগপুরুষদিগের ধর্ম্যভাব ও প্রার্থনাশীলতা দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে। ঈশ্বরের কার্যক্ষেত্রে পরিশ্রম করিবার লোক সকল পশ্চাতে প্রেরিত হইতেছেন। ঈশ্বর তাঁহাদের উৎসাহাশ্রিত প্রজ্জ্বলিত করুন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ এই কথা প্রমাণ করিবেন, ঈশ্বরের কৃপা যাহাদের সহায়, তাহারা এক গুণ বঞ্চিত করিলে দশগুণ ফল প্রাপ্ত হয়।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে তৃতীয় আশঙ্কা এই লুনা গিয়াছিল যে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্যভার যাহারা লইয়াছেন তাঁহাদের অগ্রিকাংশ ব্রাহ্মসমাজের কার্যক্ষেত্রে নূতন লোক, তাহারা যে কার্য সকল সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে সমর্থ হইবেন এরূপ বোধ হয় না। এ আশঙ্কা সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত। শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস উৎপন্ন হওয়া কালসাপেক্ষ। তাহার পক্ষে এই দুই বৎসর কাল নিতান্ত স্বল্প। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভাগণের মধ্যে যিনি যেখানে আছেন, উৎসাহের সহিত কার্য করিয়া যান, তাহারা যদি ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণ সাধনে সমর্থ হন, যদি তাঁহাদের ধর্ম্যভাব ও ঈশ্বর পরায়ণতা দ্বারা বাস্তবিক সমাজের মুখশ্রী উজ্জ্বল হয়, লোকের আশঙ্কা আপনাআপনি তিরোহিত হইবে। সিদ্ধিদাতা পরমেশ্বরের আশীর্ব্বাদে তাঁহাদের সকল শুভ সংকল্প সিদ্ধ হইবে।

চতুর্থ আশঙ্কা এই ছিল যে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রধান উদ্যোগীদিগের মধ্যে অনেকে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের নেতার প্রতি ঈর্ষাবিহিত হইয়া নূতন সমাজ করিয়াছেন এবং নূতন সমাজে তাঁহারা এক এক অবতার হইয়া আপনাদিগের আদিপত্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিবেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নিয়ম প্রণালী যাহারা পর্যালোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা দেখিয়াছেন, এখানে ব্যক্তিগত আদিপত্য স্থাপনের স্থল নাই। কার্যভার ও যত্নের সাধ্য এই আশঙ্কা দূর করিবার চেষ্টা করা হইতেছে। সমাজের শীর্ষ স্থানীয় কর্মচারী যাহারা, তাঁহারা পরিবর্তিত হইয়াছেন, অধ্যক্ষসভা এবং কার্য নির্বাহক সভার কঠকগুলি পুরাতন সভ্যের পরিবর্তে নূতন সভ্য প্রবেশিত হইয়াছেন। সমাজের প্রথম গঠন সময়ে যদিও কয়েক বৎসরের জন্য পুরাতন অভিজ্ঞ লোকদিগের সাহায্য লাভ নিতান্ত প্রার্থনীয় তথাপি পাছে সাধারণের অধিকার লোপ হইয়া ব্যক্তিগত অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইতেছে এরূপ সন্দেহ উপস্থিত হয়, এই আশঙ্কার যত্নের সাধ্য সন্তর্কতা অবলম্বন করা হইতেছে। পশ্চাৎ যখনই আবশ্যক বোধ হইবে, পুরাতন উপাদান পরিহার করিয়া সম্পূর্ণ নূতন উপাদানে সমাজের কার্যকর অঙ্গসকল গঠিত হইতে পারিবে। তবে উত্তরদিকে আশঙ্কা সমাজের উদ্দেশ্যসাধনের পক্ষে বিঘ্নকর, বলিয়া যত্নের মধ্যপন অবলম্বন করিয়া চলা যায়, তাহাই প্রেরণকর বলিয়া বোধ হয়।

সাধারণ সমাজসম্বন্ধে চতুর্থ আশঙ্কার ন্যায় পঞ্চম আশঙ্কাও একটা উপস্থিত হইয়াছিল। সেটি এই যে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ স্থানীয় সমাজ সকলের কমতা ও স্বাধীনতা লোপ

করিয়া তাঁহাদিগকে আপনাদিগের অঙ্গীভূত করিবার প্রয়াসী হইয়াছেন। এ সম্বন্ধে আশঙ্কাও যে অমূলক তাহা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অবাঞ্ছিত নিয়মাবলী ও গত দুই বৎসরের কার্য প্রণালী দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে। সমুদায় ব্রাহ্মসমাজ সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে কার্য করিতে থাকুন, অথচ বদ্ধভাবে সহায়ত্ব ও পরামর্শ প্রভৃতি দ্বারা সাধারণ সমাজের কার্যের সহায়তা করিতে থাকুন, ইহাই এই সমাজের একান্ত অতীষ্ট ও উদ্দেশ্য। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ভ্রাতৃসমাজ সকলের নিকট এই সাহায্য অনেক সময় প্রাপ্ত হইয়া কৃতার্থ এবং কৃতজ্ঞতাপূর্ণ হইয়াছেন। সাধারণ সমাজ নিজের স্বাধীনতা যেক্রপ চান, যাহাতে অন্যের স্বাধীনতা রক্ষা হয়, তাহাও সেইরূপ দেখিতে চান।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের এখনও অনেক অভাব ও ত্রুটি রহিয়াছে, ইহা আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিব। কিন্তু সেই অভাব ও ত্রুটি পূরণের জন্য আমরা চিরকাল প্রস্তুত থাকিব, মঙ্গলবিধাতা ঈশ্বরের নিকট তজ্জন্ম প্রার্থনা করিব, যথাসাধ্য চেষ্টা করিব, বন্ধুগণের সাহায্যও সাধরে গ্রহণ করিব। ঈশ্বরের প্রসাদে এবং সকলের আশীর্ব্বাদে ক্রমে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অভাব সকল পূর্ণ ও মহোন্নতি সম্পন্ন হইতে থাকিবে, ইহা আমরা সম্পূর্ণহৃদয়ে আশা করিতেছি।

ব্রাহ্মের শান্তি কিমে ?

এই গ্রামের প্রচণ্ড উত্তাপ হইতে রক্ষা পাইবার উপায় কি ? সূচত্বর মনুষ্য এই প্রশ্নের মাঝামাঝি প্রবৃত্ত হইয়া উপায় উদ্ভাবন কারতে ছাড়েন নাই। ইহার বিবিধ উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রথম উপায় গ্রামের আরও এই গ্রামপ্রধান দেশ সকল পরিভ্রমণ করিয়া হ্রদীত বায়ু পারিপোষিত, শীত প্রধান গিরিশৃঙ্গে বাস করা; দ্বিতীয় উপায় উশীর নিম্নত দ্বারা বরণ দ্বারা গৃহের দ্বার মুকলকে আচ্ছাদন করিয়া তন্মধ্যে বাস করা। উশীরের বদ্বন্দ্ব এই যে তাহা যখন জল দ্বারা সিক্ত হয়, তখন এক প্রকার স্নিগ্ধতা ও স্নগন্ধ বিস্তার করে। বাহিরের উত্তপ্ত বায়ু যখন সেই আবরণ ভেদ করিয়া প্রবিষ্ট হয়, তখন আর উত্তপ্ত থাকে না। এই সূক্ষ্ম উপায় অবলম্বন করিয়া মনুষ্য প্রচণ্ড গ্রামের মধ্যেও সুখের সন্নিবিষ্টতা অনুভব করিতে পারে।

পূর্বোক্ত দুই উপায়ের অল্পরূপ আধ্যাত্মিক শান্তি লাভেরও দুই উপায় দৃষ্ট হয়। প্রথম উপায় প্রলোভন ও বিঘ্ন বাধা পরিপূর্ণ সংসার পরিভ্রমণ করিয়া, সন্ন্যাসপ্রভৃতি গ্রহণ পূর্বক সাধন ভজনের অঙ্কুর স্থানে গিয়া বাস করা। প্রাচীনকালের ধর্মোপদেশাগণ এই উপায়কে অবলম্বনীয় বলিয়া উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। আমরা এ পথাবলম্বী নহি। সংসার মধ্যে ধর্মসাধন সুকরই হউক আর দুঃকরই হউক, আমাদের সেই পথ। আত্মার শান্তি যদি লাভ করিতে হয়, সংসার মধ্যেই আমাদের দৃষ্টিতে তাহা লাভ করিতে হইবে। সুতরাং আমরা এমন উপায় চাই, যে উপায় পাইলে আমরা সংসারের প্রলোভন পরিপূর্ণ ও বিঘ্নসঙ্কুল হান সকলে বাস করিষ্য অথচ আত্মার পবিত্রতা ও শান্তি রক্ষা করিতে সমর্থ হইব।

একপ কোন প্রকার উপায় আছে কি না? এমন কোন আশ্রয় আছে কি না যদ্বারা আত্মাকে আবৃত করিলে সংসারের প্রতাপ বায়ু আর প্রতাপ হইয়া ভিতরে বাইতে পারিবে না?

আমরা পুরাণের আখ্যায়িকাতে শুনি কখনও কখনও দেবতাদিগের মহিমা কোন কোন বীরের যুদ্ধ হইলে এক প্রকার রহস্য ঘটিত। বীরগণ যে সকল অস্ত্র নিজেপ করিতেন, তাহা দেবতাদিগের শরীরে গিয়া পুষ্প হইয়া পড়িত, শর ধামুকীর ধনুতে যখন আছে তখন শর, লক্ষ্যের শরীরে যখন গেল তখন পুষ্প। জগতের প্রকৃত সাধু ও ঈশ্বর পরায়ণ ব্যক্তিদিগের জীবনেও কি এইরূপ বিচিত্র ঘটনা দর্শন করিয়া যায় না? একই ঘটনা, একই প্রলোভন, তোমার আমার হৃদয়কে বিকৃত করিয়া ফেলিল, কিন্তু এক জন প্রকৃত ধার্মিকের হৃদয়ে হয়ত একটী মহৎ ভাবের উদয় করিল। একই কথা শুনিয়া তোমার আমার ক্রোধের উদয় হইল, আর এক জনের প্রেমের স্রোত উথলিয়া উঠিল। এরূপ কেন হয়? দুই শ্রোতার লোক কি দুই চক্ষে দর্শন করে? এই বিভ্রমতার মর্ম্ম গ্রহণে যাহারা সমর্থ হইয়াছেন, তাহারা সংসার মধ্যে আত্মার পবিত্রতা ও শাস্তি রক্ষার সন্ধান পাইয়াছেন।

আত্মার দুইটী বিশেষ ভাব আছে যাহা সাধিত হইলে মনুষ্য এই অবস্থা লাভে সমর্থ হয়। প্রথম ব্রহ্ম দর্শনের অভ্যাস, দ্বিতীয় ঈশ্বরের ইচ্ছা পালনে সম্পূর্ণ রূপে আত্ম সমর্পণ। ব্রহ্ম দর্শনের অভ্যাস ক'হলে বলে ও তাহা লাভের উপায় কি তাহা কিস্তি ভাঙ্গিয়া বলা আবশ্যক হইতেছে। ইহাতে আত্মার সেই অবস্থা বুঝার যে অবস্থাতে মনুষ্যের বিশ্বাসের চক্ষু এতদূর উজ্জ্বল হয় যে সে সকল ঘটনা ও সকল অবস্থাতে ঈশ্বরের সত্তা ও সুপ্রিয় অশ্রুত্ব করিতে সমর্থ হয়। এই অবস্থাটী উপাসনা-শীলতার চরম ফল। উপাসনা বিশ্বাসের চক্ষুকে উজ্জ্বল করে। যে ঈশ্বর বুদ্ধির চক্ষে অস্তিত্ব ও অগ্রাহ্য, উপাসনা সেই ঈশ্বরকে গ্রাহ্য ও উপভোগ্য পদার্থের ন্যায় করিয়া দেয়। উপাসনা যত প্রাণগত, আন্তরিক ও গাঢ় হয়, ততই বিশ্বাস ঘনীভূত ও সতেজ হয়। এই জন্য ব্রাহ্ম মাত্রেরই পক্ষে উপাসনা পরম স্পৃহণীয় বস্তু হওয়া উচিত। প্রত্যহ উপাসনাকে সরস রাবিবার জন্য বিবিধ উপায় অবলম্বন আবশ্যক। ব্রাহ্ম যখন দেখিবেন উপাসনা সরস হইতেছে না, তখনই তাহাকে অন্তরের ব্যাধি বিশেষ মনে করিবেন। ক্ষণকাল বসিয়া উপাসনা তৃপ্তিকর হইতেছে না বলিয়া যদি সে সাধন ছাড়িয়া দেন, তবে সর্বনাশ। যে পরিমাণে উপাসনা হইতে দূরে পড়িবেন, সেই পরিমাণে এই অবস্থা লাভের পক্ষে ব্যাঘাত হইবে। সে সময়ে প্রতিজ্ঞা পূর্বক ঈশ্বরের দ্বারে, হত্যা দিতে হইবে; হৃদয় সরোবরকে আলোড়ন করিয়া তাহার মধ্যে কোন গুপ্ত ব্যাধি লুকাইয়া আছে তাহা দেখিতে হইবে; সাধু জনের ও মহাপুরুষগণের ভক্তি ও অগুরাগ প্রভৃতি শ্রবণ করিতে হইবে; পরমেশ্বরের কৃপার বিষয় সকল দর্শন করিতে হইবে; একান্ত মনে ধর্ম্ম-পিসায় হইলে লোকের যে ব্যাকুলতা উপস্থিত হয় সেই

ব্যাকুলতা লাভের জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। ছাড়িলে চলিবে না।

দ্বিতীয় অবস্থাটীও অকৃত্রিম ভক্তির সঙ্গে সঙ্গেই আসিবে আসে। ঈশ্বরের প্রতি প্রকৃত ভক্তি ও প্রকৃত নির্ভর যাহার আছে, তিনি তাহার ইচ্ছার অমুগত থাকাকেই সর্বশ্রেষ্ঠ সুখ বলিয়া মনে করেন। ঈশ্বরের প্রিয় কার্য সাধন করা অর্থাৎ কর্তব্য পালন করাই তাহার আত্মার অন্ন পান, স্বপ্ন ইত্যাদি। তাহাতেই তিনি পরম আনন্দ লাভ করেন। তাহার একদিকে বন্ধুত্ব অপরাধকে শত্রুতা, একদিকে ধন অপরাধকে নির্দনতা, একদিকে সুখ অপরাধকে অসুখ, এ সকলের কিছুই তাহার লক্ষ্য থাকে না, কেবল ঈশ্বরের শুভ ইচ্ছার অমুগত থাকাই তাহার লক্ষ্য হয়, সুতরাং নিয়ম বাধ্য প্রলোভন পরিপূর্ণ সংসার মধ্যে তিনি অন্তর প্রাপ্ত হন। তাহার চিত্তের ধৈর্য্য সহজে বিচূড়িত হয় না। এইরূপ আত্ম-সমর্পণের ভাব যাহারা প্রাপ্ত হইয়াছেন, উপাসনার প্রকৃত রসাস্বাদনেও তাহারা সমর্থ হন। ঈশ্বরের রূপ ও এইরূপ লোকের আত্মাতে অব্যাবাহতে নিজ কার্য করিতে সমর্থ হয়।

ব্রাহ্মসমাজের কর্তব্য ভার।

আমরা অনেক দিন হইতে দেখিয়া আসিতেছি যে মধ্যে মধ্যে এক একটা বিধবা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া গুরুজনের আশ্রয় পরিত্যাগ পূর্বক ব্রাহ্মসমাজের আশ্রয় গ্রহণ করিতেছেন। কর্তব্য বোধে ব্রাহ্মদের ইহাদিগকে আশ্রয় দিয়া আসিতেছেন এবং কর্তব্য বোধে অনেক ব্রাহ্মযুগলও এই সকল বিধবার বন্ধন মুক্তি বিষয়ে সাহায্য করিয়া আসিতেছেন। যে সকল হিন্দু গৃহস্থের গৃহ হইতে এই সকল কুলকন্যা ব্রাহ্মদিগের আশ্রয়ে আসিয়াছেন, তাহারা আপনাদিগকে অপমানিত জ্ঞান করিয়া ব্রাহ্মদিগের প্রতি জাতক্রোধ হইয়াছেন। কোন কোন স্থানে দেখিয়া বিস্মিত হইতে হইয়াছে যে শিক্ষিত ব্যক্তিরাও এই সকল ঘটনাকে ব্রাহ্মদিগের প্রতি কটুক্তির অবসর স্বরূপ করিয়াছেন। যাহারা নিশ্চয় দেখিতেছেন বিধবাগুলি চির-বৈধবা হইতে উদ্ধার হইয়া পুনরায় সুখী হইবার পথ পাইতেছে, তাহারাও ব্রাহ্মদিগকে অভিসম্পাত করিতে ত্রুটি করিতেছেন না। সুতরাং এ বিষয়ে ব্রাহ্মদিগের কর্তব্য কি তাহা স্থির করা উচিত হইয়াছে। আমরা অপরাপর কর্তব্যের স্থলে যেমন লোকের অমুরাগ বিরাগ গণনা করি না, সেইরূপ এ বিষয়ে যাহা কর্তব্য বলিয়া অনুভব করিব তাহা যে আর লোকের বিরাগের ভয় করিব না। অতএব এ সময়ে ব্রাহ্মসমাজের কর্তব্য কি তাহার বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া যাউক।

প্রথম প্রশ্ন, ব্রাহ্মসমাজের উদ্দেশ্য কি? না, দেশমধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করা, অর্থাৎ একমাত্র পরমেশ্বরের আরাধনাই যে আমাদের পরিভ্রাণের পথ এই সত্য প্রচার করা। পবিত্র স্বরূপ ঈশ্বরের পূজার সঙ্গে সঙ্গে সকল প্রকার নীতি, চরিত্র ও সনাতনের উন্নতি অসম্ভবত রহিয়াছে। দ্বিতীয় প্রশ্ন, এই

সকল বিধবা দলে দলে ব্রাহ্মসমাজের দিকে আসিতে চাহিতেছেন কেন ? সকল স্থলে এক কারণ নয় । কোথাও বা কোন ব্রাহ্মগণী ক্রিয়ং পরিমাণে শিক্ষা লাভ করিয়া কোন আত্মীয় বা বন্ধুকে ব্রাহ্মসমাজের সাহায্যে ব্রাহ্মধর্মের সত্য সকল অন্তরে প্রবেশ করিয়াছেন, তদবধি ব্রাহ্মদের সমাজ তাঁহার প্রিয় স্থান হইয়াছে, ব্রাহ্মদের উপাসনা তাঁহার আত্মার সুখের স্বরূপ হইয়াছে, ব্রাহ্মদের রীতি নীতি তাঁহার গভীর প্রভাব বস্ত হইয়াছে । এই মানসিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার প্রতি লোকের অত্যাচার ও উপদ্রব বৃদ্ধি পাইয়াছে, সুতরাং আর প্রাচীন সমাজ মধ্যে বাস করিতে পারিতেছেন না । এ এক প্রকার কারণ ; আবার কেহ কেহ বা দেখিতেছেন বিধবার বিবাহ দিতে ব্রাহ্মদিগের আপত্তি, অনেক বিধবা তাঁহাদের দ্বারা পরিণীত হইয়া পতিপুত্র লইয়া সুখের করিতেছেন । দেখিয়া ভাবিতেছেন আমরা কেন নানা প্রকার যতনায় মরি, কেন পরের গলগ্রহ হইয়া জাতিভায়া বা যত্নগণের গঞ্জনা সঞ্চলিত ও অশ্রুজল মিশ্রিত অশ্রুর দ্বারা উদর পূর্ণ করি ; কেন জ্ঞানের সুখ, স্বাধীনতার সুখ, দাম্পত্য প্রণয়ের সুখ, বাৎসল্যের সুখ—সকল সুখে বঞ্চিত হইয়া জীবন যাপন করি, যে সমাজ ও যে আত্মীয় জন শৈশব না ঘুচিতে বিবাহ দিয়া বালবৈধবা ঘটাইয়াছে এবং সেই বৈধবা অপরাধে জন্মের মত এই কঠোর শাস্তি দিয়াছে, সেই সমাজ ও সেই আত্মীয় স্বজনের মায়া করিব না ; যাহারা দেশীয় প্রথার অমুরোধে আমাদের মুখাপেক্ষা করে নাট, আমরাও তাহাদের মুখাপেক্ষা করিব না । এইরূপ চিন্তা করিয়া তাহারাও ব্রাহ্মদিগের আশ্রয় চাহিতেছেন । এখন ব্রাহ্মেরা করেন কি ? যে ধর্ম প্রচারের জন্য তাহারা এক চেট্টা পাইতেছেন, সেই ধর্ম অন্তরে গ্রহণ করাতে যে সকল স্ত্রীলোক ক্রেশে পড়িয়াছেন, তাঁহাদের প্রতি কি ব্রাহ্মেরা এই কথা বলিবেন, কি করি, দেশের লোক বিরক্ত হইবে, আমাদের দ্বারা তোমাদের কোন সাহায্য হইবে না ? পুরুষ হইলে বরং স্বতন্ত্র কথা ছিল ; তাহাদিগকে আশ্রয় না দিলেও তাহারা একদিন কোন উপায়ে আশ্রয়লাভ করিতে পারে, কিন্তু হায় ! হ্রস্ব দেশাচার নিপীড়িত অস্তঃপুরাবরুদ্ধ নিরাশ্রয় বিধবার আশ্রয় রক্ষার উপায় কি ? এরূপ স্থলে বাধ্য হইয়া ব্রাহ্মদিগকে আশ্রয় দিতে হইয়াছে ।

ধর্মার্থে যাহারা আশ্রয় চান, তাঁহাদের বিষয় ত এই গেল, দ্বিতীয় উদ্দেশ্যে যাহারা আশ্রয় অবেষণ করেন তাঁহাদের প্রতি কর্তব্য কি ? বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাতেই স্বীকার করিবেন এই উদ্দেশ্যের অনেক প্রভেদ আছে । একস্থলে আমরা বাধ্য, অপর স্থলে সাহায্য করা না করা আমাদের অগ্রহণ্য সাপেক্ষ । পুরুষই হউক আর স্ত্রীলোকই হউক যদি কেহ অসহায় অবস্থায় কোন প্রকার অত্যাচার ক্রেশ পায়, ব্রাহ্ম অগ্রাহ্য সকলেরই সাহায্য করা কর্তব্য । কিন্তু এই সাহায্যের পরিমাণ সর্বদাই আমাদের শক্তি, সুবিধা ও অবসরের উপরে নির্ভর করে । মনে কর আমাদের হস্তে এরূপ অর্থ আছে যদ্বারা আমরা তিনটি লোকের ভরণপোষণের ব্যয় নির্বাহ করিতে পারি । কিন্তু

একদিকে একজন মৃত ব্রাহ্মের স্ত্রী ও দুইটি পুত্র অনাহারে বাস করিতেছেন অপরদিকে তিনজন বিধবা আশ্রয় চাহিতেছেন । আমরা এরূপ স্থলে সেই ব্রাহ্ম পরিবারটির ভরণপোষণের পরামর্শ দিব, এবং সেই বিধবাদিগকে বলিব অপেক্ষা কর আমাদের তোমাদিগকে আশ্রয় দিবার শক্তি নাই । অগ্র্যে কর্তব্য পরে অগ্রহণ ।

দ্বিতীয় ধর্ম প্রচারকেরা কোন প্রকারে দুই বিন্দু জলসেক করিয়া নিজদলে দুইজন লোক লইতে পারিলে যেমন আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করেন, আমরা সেইরূপ ছলে, কোশলে কোন প্রকারে একটি বিধবাকে ব্রাহ্মসমাজে আনিতে পারিলে পরম পুরুষার্থ সিদ্ধ হইল মনে করি না । সুতরাং কোন ব্রাহ্ম যদি ধর্মের আকর্ষণ ভিন্ন অন্য কোন প্রকার প্রলোভন প্রদর্শন পুঙ্কক কোন বিধবাকে স্বীয় আশ্রয় গ্রহণ করিতে উত্তেজিত বা উৎসাহিত করেন তবে তাঁহার সে কার্য নিন্দনীয় । সেক্ষেপে সংগৃহীত লোক লইয়া ব্রাহ্মসমাজের লাভ নাই বরং অনিষ্টের আশঙ্কা । যাহারা ধর্মার্থে ধর্মসমাজে প্রবেশ করেন না, তাহারা যে চিরদিন জীবনে ধর্মের অহুগত থাকিবেন তাহা তত আশা করা যায় না । অতএব এবিষয়ে নিতান্ত বাগ্রতার প্রয়োজন নাই । বিশেষ লোকে সহজে পিতা মাতা প্রভৃতি গুরুজনদের ও আত্মীয় স্বজনের সহ মমতার পাশ ছিন্ন করে, ইহা কোন ক্রমেই প্রার্থনীয় নয় । প্রকৃত ধর্ম ভাব জন্মিলে এ বন্ধন ছিন্ন না হইয়া উন্নত হয় । কিন্তু তত্ত্বের কোন প্রকার সুখ বা সুবিধার বাসনায় যে সহসা এই সকল বন্ধন ছিন্ন করে, সে যে সমাজ মধ্যে উন্নত হৃদয়ের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিবে এমন আশা করা যায় না । যে রমণী বৃদ্ধ ও মুখু পিতাকে রোগ শয্যায় ফেলিয়া বিবাহ করিতে আসিতেছেন, তিনি যে বিপন্ন স্বামীকে ফেলিয়া সময়ে পলাইবেন না তাহার প্রশ্ন কি ? যে সকল বিধবা আশ্রয়াকাজিকী হন, তাহাদিগকে স্পষ্টাক্ষরে বলা উচিত যে আমরা এতাদৃশ অকৃতজ্ঞতাকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করি এবং যে সকল রমণী বৈধবাকে ব্রত স্বরূপ করিয়া আপনা হইতে গুরুজনদের গুরুত্বকে সুখকর জ্ঞান করেন, তাহাদিগকে আমরা অধিক শ্রদ্ধা করি ।

আশ্রয় যে দেওয়া হইবে তাহাও বিশেষ সতর্ক হইয়া দিতে হইবে । অনেক উৎসাহী ব্রাহ্মসুবেক অতি সদভিপ্রায়ে ও কর্তব্য বোধে কোন কোন স্থলে অনেক যুক্তি বিকৃত কার্য করিয়াছেন । আমরা তাহাদের সদভিপ্রায়ে জন্য তাহাদিগকে শ্রদ্ধা করি, কিন্তু ভবিষ্যতের জন্য তাহাদিগকে সতর্ক করিতে বাধ্য হইতেছি । যদি কোন কুলকন্যাকে আশ্রয় দান করিতে হয়, তাহা তাঁহাব গুরুজনকে জানাইয়া করিতে পারিলে ভাল । যদি নিতান্তই তাঁহাদের অজ্ঞানতারে আশ্রয় দিতে হয় তাহাহইলে কোন ভদ্র পরিবারের সে কার্যে রত হওয়া ভাল । নতুবা তিন জন বা পুরুষ একজন প্রাপ্ত বয়স্ক রমণীকে স্বহস্তে করিয়া বেড়াইতেছেন, ইহা দেখিতেও মন্দ শুনিতেও মন্দ ; ইহাতে যদি লোকে সেই সকল কুলকন্যার প্রতি সন্দেহ করে, তাহাদিগকে ঘোষ

দেওয়া যায় না। কোন সমাজেরই এরূপ প্রথা নয়।
 হাহারা কেবল কলকন্যাগিকে গৃহের বাহির করিবার জন্য
 বাস্ত, কিন্তু তাহাদের চরিত্র ও সুনামের প্রতি দৃষ্টি রাখেন না,
 তাহারা বন্ধুর ন্যায় কার্য্য করিতে গিয়া বাস্তবিক শত্রুর ন্যায়
 কার্য্য করেন। অতএব আমরা পুনরায় ব্রাহ্ম যুবকদিগকে
 বলিতেছি, নিতান্ত সতর্ক হইয়া এই সকল স্থলে কার্য্য করা
 উচিত। ভবিষ্যতে হয়ত এ বিষয়ে আমাদিগকে আরও কিছু
 বলিতে হইবে। সমাজসংস্কারে অগ্রসর ব্রাহ্মগণ এবিষয়ে
 চিন্তা করেন এই আমাদের অমুরোধ।

• উপদেশ।

২রা জ্যৈষ্ঠের বিশেষ উৎসবোপলক্ষে সারংকালিক

উপদেশের সারমর্ম।

এই গ্রীষ্মের দিন রাজপথের ধূলি গুলির দুরবস্থা দেখিয়া
 বড় দুঃখ হয়। দুরন্ত বায়ু তাহাদিগকে এক মুহূর্ত্ত স্থতির
 হইতে দিতেছে না। এদিক হইতে ওদিকে, নিম্ন হইতে উর্দ্ধে,
 উর্দ্ধ হইতে নিম্নে এইরূপে তাহাদিগকে লইয়া জীড়া করি-
 তেছে। কখনও তাহারা বায়ুর পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া গগন
 স্পর্শ করিতেছে, কখনও বা ভূতলে পতিত হইয়া লোকের পদ
 দলিত হইতেছে, ধূলি গুলির কি অপমান! যদি ক্ষণকাল
 বিশ্রামের আশায় লোকের দ্বারে বা গবাক্ষে গিয়া আশ্রয়
 লইতেছে, তখন লোকে সমাজজনী প্রহারে সেখান হইতে
 বিদার করিতেছে, ক্ষণকাল থাকিতে দিতেছে না। ধূলির
 এত নিগ্রহ, কিন্তু সেই ধূলিরাশির মধ্যেই এক খণ্ড প্রস্তর
 পড়িয়া আছে তাহাকে কাঁহারও একটা কথা বলিবার সাধ্য
 নাই। বায়ু মহা বিক্রম প্রকাশ করিয়াও তাহার কিছু করিতে
 পারিতেছে না। সে নিজ স্থানে থাকিয়া ধূলির এই দুর্দশা
 সন্দর্শন করিতেছে। পথের লোকও তাহার মস্তকে পদার্পণ
 করিতে সাহসী হইতেছে না। কারণ তাহার উপর পদার্পণ
 করিলেই ব্যথা পাইতে হয়।

বলি সে প্রস্তর খণ্ড কি? সেও ত ধূলির সমষ্টি, তাহাকে
 চূর্ণ করিলে সেই পথের ধূলির ন্যায় কতকগুলি ধূলি ভিন্ন
 আর কি পদার্থ পাওয়া যায়? সেও যদি ধূলির সমষ্টি হইল,
 তবে সে ধূলির বা এত আদর কেন এবং পথের ধূলির বা
 এত নিগ্রহ কেন? ঐ সমষ্টি-শব্দটীর মধ্যেই তাহার সকল
 শক্তি ও সকল সমাদরের কারণ নিহিত আছে। দশটা বস্ত্র
 যখন স্বতন্ত্র থাকে, তখন তাহাদের এক অবস্থা এবং সেই
 দশটা মিলিয়া যখন একটা হয়, তখন তাহাদের আর এক
 অবস্থা। ঐ প্রস্তর খণ্ডই তাহার প্রমাণ। এই জন্যই বুদ্ধিমান
 লোকে বলিয়া থাকেন যে যেখানে দশজনে মিলিয়া এক হয়,
 সেই ধানেই এক প্রকার নূতন শক্তির আবির্ভাব হয়। আমরা
 বালককালে যে মুমূর্ষু কৃষক ও তাহার পুত্রগণের বিবরণ পাঠ
 করিয়াছি তাহারও উদ্দেশ্য এই সত্য জ্ঞাপন করা। পুত্রগণ
 স্বতন্ত্র স্বতন্ত্রভাবে দশটা কাঠি ভর করিল, কিন্তু একত্র দশটাকে
 জড়িতে পারিল না।

আমরা যে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ নামে এই সমাজটী প্রতিষ্ঠা
 করিয়াছি এবং যাহার জন্য তিথি করিবার জন্য অন্য এখানে
 সমবেত হইয়াছি, এই সমাজ পাঠনের কি প্রয়োজন ছিল?
 নির্জনে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্রভাবে পরমেশ্বরকে ডাকিলে, কি তিনি
 প্রার্থনা গ্রহণ করিতেন না? এরূপে কি কেহ কখনও ধর্ম্ম
 সাধন করেন নাই? তাহাদের সকলের ধর্ম্ম সাধনের কি,
 কোন ফল ফলে নাই? কে এরূপ কথা বলিবেন? যদি ধর্ম্ম
 প্রচার প্রতিষ্ঠা কার্য্যের কথা বল, তাহাও কি একা একা করা
 যাইত না? তবে আমরা সমাজের প্রতিষ্ঠা করিয়া কেন?
 এই কি তাহার উদ্দেশ্য নয়, যে এই সমাজ আমাদের দশ
 জনকে এক করিবে। যদি কোন গৃহস্থে ঘরে একটী মাত্র
 হুন্দর শিশু জন্ম গ্রহণ করে, সেই শিশুকী যেমন স্নেহ ওণে
 সকলের চিন্তকে আবদ্ধ করিয়া তাহাদের পরস্পরকে বাধিবার
 কারণ হয়, তেমনি এই শিশু যাহার জন্য তিথির উৎসব করিতে
 আসিয়াছি, সেও আমাদের দুই শত জনকে এক গৃহে বদ্ধ
 করিয়া এক করিবে। এ কথা কি করনা? বল দেখি ব্রাহ্ম
 ভাই, তুমি যে আজ এখানে উপাসনার আসিয়াছ, বল দেখি
 তুমি আমাকে ভাল বাস কেন? বল দেখি তোমার সুখ
 দেখিলে আমার প্রাণে সুখ হয় কেন? তুমি কি আমার পিতা
 মাতার গৃহে জন্মিয়াছ? তুমি কি আমার সঙ্গে বাল্যকালে
 খেলা খেলা করিয়াছ? তুমি কি আমার সমগ্রামবাসী, আমার
 সমাধ্যায়ী? না, কৈ সংসারে আত্মীয়তার যত কারণ আছে
 তাহাত এখানে নাই, তবে তোমাকে প্রিয় জ্ঞানে এত আনন্দিত
 হইতেছি কেন? এই সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যাহার জন্য তিথির
 আনন্দ উপভোগ করিতে তুমিও আসিয়াছ, আমিও আসি-
 য়াছি, এই সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ তোমাকে আমাকে বাধিয়াছে,
 আমাদিগকে আত্মীয় করিয়া দিয়াছে। বল দেখি ব্রাহ্মিক
 ভগিনি! তোমার সহিত আমার কি সন্ধ? তুমি কি পূর্বে
 আমাকে ভাল বাসিতে, আমি কি পূর্বে তোমাকে চিনি-
 তাম? কৈ না। তবে তোমার প্রসন্ন পবিত্র মুখ দর্শনে
 যে আত্মীয় ভাবিয়া এত আনন্দিত হইতেছি ইহার কারণ কি?
 এই সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কি আমাদের আত্মীয়তাকে মধুর
 করিয়া দেয় নাই? তবে দেখ আমরা পথের ধূলিকণা সক-
 লের ন্যায় জমিয়া প্রস্তর হইতে চলিয়াছি। যাহারা দশজনে
 কোন কঠিন শ্রমসাধ্য কার্য্য করিতে যায়, তাহাদের কত
 সাহস ও উৎসাহ তাহা কি দেখ নাই? যে একাকী, সে যদি
 প্রভূত বলশালীও হয়, তথাপি তাহাকে ভীত হইতে হয়; কিন্তু
 যে জানে যে আমার পশ্চাতে দুই শত জন আছে, সে একাকী
 সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেও অসম্ভব সাহসের সহিত সংগ্রাম
 করিতে পারে। দেশের কুনীতি কুসংস্কারের মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম
 প্রচারকে যদি সংগ্রামের সহিত তুলনা কর, তাহা হইলেও
 আমরা দশজনে এক সন্ধে যখন সেই সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইব,
 তখন আমাদের প্রিয় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ আমাদিগকে সেই
 বন্ধনে বদ্ধ করিবার জন্য জন্মিয়াছে। বল দেখি আজ সাধারণ
 ব্রাহ্মসমাজকে বিশেষ ভাবে প্রিয় বলিয়া অনুভব করিতেছ
 কি না, বল দেখি হুন্দর শিশুকে আশীর্বাদ করিতে ইচ্ছা

হইতেছে কি না? আমাদের জন্মের কি আজ বলিতেছে না। “ওরে শির শিশু, আমাদের অনেকের জন্মের ভাগবাসার ধন, তুই বাঁচিয়া থাক, ঈশ্বর তোকে নির্ঝিল্লি রক্ষা করুন; তুই পরকে আপনায় করিয়া দিয়াছিস, দূরের শোককে প্রাণের নিকটে আনিয়া বাঁধিয়াছিস, তুই ব্রাহ্মসমাজের নিরাশার মধ্যে আশার সমাচার আনিয়াছিস। শির শিশু তুমি আমাদের সকলের স্নেহ আশীর্বাদ ও প্রার্থনা দ্বারা রক্ষিত হইয়া দিন দিন বর্দ্ধিত হও, এবং যে শুভ উদ্দেশ্য সংসাধনের জন্য তোমার জন্ম ঈশ্বর, কৃপার তাহা সাধন করিতে সমর্থ হও।’

এস আজ সকলের সর্বস্বাস্থ্যকরণে এই নিরাকার শিশুকে এই বলিয়া আশীর্বাদ করি। কিন্তু যদি একটা শিশুকে দশ-জনে ভাগবাসে, তাঁহাদের ভাগবাসার চিহ্ন স্বরূপ যে নানা বিধ উপহার দিয়া থাকে। আজ সংবৎসর পরে সকলে চিন্তা কর এই শিশুকে কে কি দিয়াছে? সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের জন্য কে কি করিয়াছে? বালক বৃদ্ধ যুবা যুবতী আমাদের সকলেরই কি কিছু দিবার নাই? কিছু করিবার নাই? তাহা কি সকলে দিয়াছেন? যদি না দিয়া থাকেন তবে অদ্য হইতে সকলে প্রতিক্ষা করুন যে যাহার যতটুকু সাধ্য, ভবিষ্যতে তিনি তাহা দিবেন। যাহার অর্থ আছে তিনি অর্থ দিন, যাহার চিন্তা আছে তিনি চিন্তা করুন, যাহার বুদ্ধি বিদ্যা আছে, তিনি বুদ্ধিবিদ্যার নিয়োগ করুন। ঈশ্বর কৃপায় সাধারণ সমাজ দিন দিন পরিপুষ্ট ও বর্দ্ধিত হইয়া সকলের আরও আনন্দ বর্দ্ধন করিবেন। ঈশ্বর করুন তাহাই হউক।

দার্জিলিং ব্রাহ্মসমাজ।

তৃতীয় সাংসারিক উৎসবে শ্রীমৎ প্রধান আচার্য্যের উপদেশ। ৩০ চৈত্র।

ভক্তিভাজন প্রধান আচার্য্য দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় দার্জিলিং ব্রাহ্মসমাজের উৎসব উপলক্ষে যে সংক্ষিপ্ত উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, উক্ত সমাজের সম্পাদক তাহার সারাংশ আমাদের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন আমরা তাহা আবেশের সহিত প্রকাশ করিলাম।

অদ্য এক বৎসর পূর্ণ হইল। কত সুখ কত দুঃখ কত কষ্ট আমাদের মাথার উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে। অদ্য এই বৎসরের শেষ দিনে, আমরা সকলে মিলিয়া—সকল ভ্রাতার ভ্রাতার মিলিয়া সেই পরম পিতার উপাসনার জন্য এখানে উপনীত হইয়াছি। বৎসরের শেষ দিনে এখানে আমরা সেই প্রেমময় পরমেশ্বরের আরাধনার এই আত্মা সমর্পণ করিতে আসিয়াছি। আমরা অতি ক্ষুদ্র জীব হইয়া সেই দেব দেব পরমেশ্বরের আরাধনার জন্য এখানে একত্র হইয়াছি। এই দিবসের গুরুত্ব অস্বত্ব কর। এই বেলা অমৃত বেলা। এই অমৃত বেলায় সেই অমৃতের উপাসনা করিয়া অমৃত লাভ করিব। তিনিই অমৃত অমৃত অপরিবর্তী। আর সকলই অস্থির, সকলই বায়ুর ন্যায় চঞ্চল। দশবৎসর বেধ কেমন ক্রতবেগে চলিয়া গিয়াছে, তাহার

সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সুখ দুঃখ সকলই অবসান চাইয়াছে। যেমন এক বৎসর আমাদের জীবনের সঙ্গে অতিবাহিত হইল, তেমনি অগণনীয় ঘটনা সকলও কালের সঙ্গে সঙ্গে চলিয়া গেল। এই চঞ্চল জগতের মধ্যে আমাদের এই চঞ্চল জীবনকে কোথায় রাখিয়া আমরা সুখী হইব? সেই জীব সত্য সনাতন পরম পিতার কোড়ে আমাদের এই জীবনকে রাখিয়াই আমরা নিরাপদ হইব ও লাভ লাভ করিব। তখন এই কালের করাল মূর্ত্তি ইহা আমাদের ভয় দিতে পারিবে না। “রবির ভয় রবে না আর রবে না।” যাহা চলিয়া গেল তাহা আর ফিরিয়া আসিবে না। এই পৃথিবী যে আকাশ দিয়া চলিয়া গেল, সে আকাশে সে আর ফিরিয়া আসিবে না। যে স্রোত দিয়া নদীর জল চলিয়া গেল, সে জল আর সে স্রোতে ফিরিয়া আসিবে না। গত বৎসরে আমরা যে সুখ দুঃখ ভোগ করিয়াছি, এবং পরে সে আর তাহা অস্বত্ব করিবে না। চঞ্চল জগতে সকলই নশ্বর, সকলই অস্থির; সেই ভূমি পরমেশ্বরই কেবল এক ভাবে স্বকীয় মহিমাকে চিরকাল অবস্থিতি করিতেছেন। যে ভাগ্যবান পুরুষ এই অক্ষয় ক্রমকে জানেন এবং তাহার শরণাপন্ন হইলেন, তিনি আর এই সংসারে দুঃখে বিচলিত হইবেন না। সেই ঈশ্বর রসধরুণ তৃপ্তিহেতু, তাহাকে পাইয়া সকলে পরিহৃত হয়। তিনি আমাদের পরম সম্পদ, তিনি আমাদের পরম আনন্দ।

হে পরমেশ্বর! তুমি আমাদের সকলের সঙ্গে থাকিয়া উপযুক্তমত আমাদের প্রয়োজনীয় তাবৎ অর্থ বিধান করিতেছ, আমরা তোমার করুণার উপর নির্ভর করিয়া জীবিত রহিয়াছি। গত বৎসরের কত সাংঘাতিক বিপদ হইতে আমাদের রক্ষা করিয়াছ, তাহার জন্য তোমাকে নমস্কার। গত বৎসরে তোমার প্রদানে কত সুখ সম্ভোগ করিয়াছি, তাহার জন্য তোমাকে নমস্কার, গত বৎসরে কত সময়ে আমাদের পাপ পণ হইতে নিবৃত্ত করিয়াছ, তাহার জন্য তোমাকে নমস্কার, গত বৎসরে কত সময়ে পুণ্য ভূমিতে আরোহণ করিবার জন্য আমাদের উৎসাহ দিয়াছ, তাহার জন্য তোমাকে নমস্কার। হে হৃৎকর্ত্তিনিধার পতিতপাবন মুক্তিদাতা পরমেশ্বর! তোমাকে নমস্কার, তোমাকে নমস্কার।

ব্রাহ্মসমাজ।

(১) শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী বাকিপুর সমাজ কর্তৃক আহূত হইয়া উৎসব কার্য সম্পাদনার্থ সেখানে গমন করেন, তথা হইতে মুরসিদাবাদ সমাজের উৎসব সম্পাদনার্থ গমন করিয়াছেন।

(২) শিরাজগঞ্জ হইতে এক জন বন্ধু তাঁহাদের উৎসবের দিগ্-লিখিত বিবরণী মুদ্রিত করিবার অনুরোধ করিয়াছেন।—

গত ২:এ বৈশাখ শিরাজগঞ্জ ব্রাহ্মসমাজের বর্ষ সাংসারিক উৎসব সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এই উপলক্ষে অত্যাশ্চর্য

পতিত বিজয়রূপ গোখারী মহাশয় আধ্বন করিয়াছিলেন। তিনি ১৭ই বৈশাখ সন্ধ্যার পর "ধর্মজীবন" বিষয়ে এবং ২০ই বৈশাখ সন্ধ্যার পর "ব্রহ্মপুঞ্জ" বিষয়ে অত্র টংরাজি বিদ্যালয়ের গৃহে বক্তৃতা করেন। বক্তৃতার বহু লোকের সমাগম হইয়াছিল এবং শ্রোতৃবর্গ বক্তৃতা শুনিয়া বিগলিত হইয়াছিলেন। ২১ই বৈশাখ প্রায় সমস্ত দিবস উৎসব হয়। মধ্যাহ্নে ৩০০ শত আশ্রম কান্দালীকে দধি চিড়া খাওয়ান এবং পরস্পর দেওয়া হয়। বেলা ৫ ঘটিকার সময় নগর সঙ্কীর্তন বাহির হইয়াছিল। সঙ্কীর্তনে এখানকার প্রায় সকল ভক্ত লোকে যোগ দিয়াছিলেন, ব্রহ্ম সঙ্কীর্তনের পশ্চাতে এখানকার স্থানীয় লোকদের এক হরিসঙ্কীর্তনের দল ছিল। এবার কোন কোন হিন্দু মহাশয় নিজে আগ্রহ করিয়া চাঁদা দিয়াছেন এবং বিলক্ষণ রূপ সহায়ত্ব দেখাইয়াছেন। মঙ্গলবার রূপায় এবার অত্যন্ত উৎসাহের সহিত উৎসব কার্য সমাধা হইয়াছে।

গত ২রা জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের জন্ম দিন। উক্ত দিবস সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কলিকাতাবাসি সভাগণ বিশেষ উৎসব করেন। নিম্নলিখিত প্রণালী অনুসারে উৎসব কার্য সম্পাদিত হইয়াছিল। প্রাতে ৬টা হইতে ৭টা পর্যন্ত সঙ্গীত প্রভৃতিতে অতিবাহিত হয়, পরে ৭টার সময় শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় আচার্যের আসন গ্রহণ করেন। তিনি উপাসনাস্ত্রে যে উপদেশ প্রদান করেন তাহার সার মর্ম এই—ঈশ্বরের অব্যক্ত শক্তি দ্বারা যেমন শীতাস্ত্রে তরু সকল নবজীবন ও শোভাতে প্রকাশিত হয়, সেইরূপ ধর্ম সমাজ সকলও জীবনোত্তর বেশ পরিবর্তন করিয়া নবজীবন ও শোভাতে পূর্ণ হয়—এখন পৃথিবীর সর্বত্র ধর্মের পুনরুজ্জীবনের কাল উপস্থিত হইয়াছে এবং আমরা এখানে যে জীবন্ত ধর্মকে ব্রাহ্মধর্ম বলিতেছি, তাহারই ভাবে অন্যান্য দেশীয় ধর্ম সকলও সংস্কৃত ও পুনর্গঠিত হইতে চলিয়াছে। বৈকালে আবার ৫টার সময়ে সভাগণ বেনিরাটোলা লেনে ৪১ নং ভবনে সমবেত হন, সেখানে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মত, গঠন প্রণালী ও ভাবী আশা বিষয়ে একটি বক্তৃতা করেন। এই বক্তৃতাটি প্রবন্ধাকারে প্রকাশ করিবার সংকল্প আছে, সুতরাং তাহার মর্ম এ স্থানে প্রকাশ করিবার প্রয়োজন নাই। বক্তৃতাটির পরেই সাধারণ উপাসনা আরম্ভ হয়। এই উপাসনাকালে উক্ত শাস্ত্রী মহাশয় কর্তৃক যে উপদেশটি প্রদত্ত হইয়াছিল তাহার সারাংশ স্থানান্তরে প্রকাশ করা গেল।

আমরা শুনিয়া আশ্চর্য হইলাম জামালপুরের ব্রাহ্মগণ তাহারিগের মধ্যে ধর্মতত্ত্ব উদ্দীপিত করিবার জন্য বিশেষ রূপে চেষ্টা করিতেছেন। ইতিমধ্যে এক দিবস তাহারা রাত্রি ১২টা হইতে ৪টা পর্যন্ত ধ্যান ধারণা উপাসনা ও সঙ্কীর্তনে অতিবাহিত করেন, ইহাতে বিশেষ উপকার দর্শিয়াছে, মধ্যে মধ্যে এইরূপ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম সভ্য শ্রীযুক্ত বাবু কালীশঙ্কর স্কুল, এম এ, বাবু তারাকিশোর চৌধুরী এক এ ও বাবু

কৃষ্ণকুমার মিত্র বিএর প্রাধান্য উদ্যোগে সম্প্রতি ধোলালকে একটি নূতন ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত হইয়াছে। এই সমাজের স্থাপিত ও উন্নতির জন্য অধ্যাপক মঙ্গলময় পরমেশ্বরর নিকটে সর্বাঙ্গতঃ করণে প্রার্থনা করি।

আগামী ১১ই জুন পেটলাড প্রার্থনা সমাজের দ্বিতীয় সাংবৎসরিক উৎসব হইবে আমরা ইহার নিয়ন্ত্রণ পত্র পাইয়াছি। সর্বসিদ্ধিলাভ প্রার্থনার নিকটে এই দূরস্থান হইতে আমরা উৎসবের সিদ্ধি প্রার্থনা করি।

প্রচারক পণ্ডিত শিবনারায়ণ অগ্নিহোত্রীর প্রথম বৈজ্ঞানিক প্রচার বিবরণ আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি, আগামীয়ারে প্রকাশ করিবার মানস রহিল।

যুগেরই কোন সন্বাদ দাতা লিখিয়াছেন,—সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্য শ্রীযুক্ত মণেন্দ্রচন্দ্র মিত্র ১৬ই মে মৃত্যুরে আগমন করিয়া দুই দিন অবস্থান করিয়াছিলেন। ১৬ই ও ১৭ই মে নিয়মবাদ ও অদৃষ্টবাদ এবং উপাসনা বিষয়ে তাঁহার সহিত আমাদিগের আলোচনা হইয়াছিল। ১৭ই মে তিনি এখানকার বাঙ্গলা স্কুল হলে ব্রাহ্মধর্ম বিষয়ে ইংরাজি ভাষায় এক সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়াছিলেন। বক্তৃতার পর কতকগুলি যুবক জাতি-ভেদাদি কুপ্রথার উল্লেখ করিয়া বক্তৃতার পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন।

সংবাদবার।

আমেরিকান কোন একটি উপাসনালয়ের এক জন উপাসককে কেহ জিজ্ঞাসা করিতে তিনি তাহাদের আচার্যের চরিত্রের কতকগুলি দোষ উল্লেখ করিয়াছিলেন। নির্দোষ আচার্য ব্যতীত আরও অভিযোগ উপস্থিত করেন। বিচারপতিগণ এই মত প্রকাশ করিয়াছেন, যে ধর্মসমাজের পবিত্রতারক্ষার জন্য আচার্যের দোষ শুণ বিচারের ক্ষমতা উপাসক আত্মেরই আছে। আমরাও এত কথা বলি। আচার্যের বা প্রচারকের বিচারের অধিকার উপাসকদিগের নাই, যে দিন এই মত ব্রাহ্মসমাজে গৃহীত হইবে, সেই দিন হইতে ব্রাহ্মসমাজ মধ্যে অসত্য ও পাপের শ্রীবৃদ্ধি আরম্ভ হইবে।

রুস সম্রাট কি বিপদেই পড়িয়াছেন। ভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়কে উৎপীড়ন করিতে এমন রাজা আর নাই, অথচ এত সম্প্রদায়ও আর কোথা দেখা যায় না। সেখানে এক ধর্ম সম্প্রদায় আছে বাহারা গর্তের মধ্যে বাস করে, এক সম্প্রদায় আছে বাহাদিগকে হুমকায় বলে; গীতাতি "প্রাচীন বিশ্বাসী" নামে এক সম্প্রদায় বেথা দিয়াছে রুস গবর্নমেন্ট তাহাদিগকে উৎপীড়ন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তৃতিকে নাস্তিকদিগের উপজবও এমন কোন দেশে নাই। নিহিলিষ্ট নামে এক সম্প্রদায় নাস্তিক সমুদায় রাজাকে বাতিবাস্ত করিয়া তুলিয়াছে, সম্রাটকে কয়েক বার হত্যা করিতে করিতে রাখিয়াছে।

ফরাসি দেশের জেনারেল নামক যোবান কাথলিক সম্প্রদায়ের আর ভয়স্বতা নাই। ফরাসি গবর্নমেন্ট চিরকাল তাহাদের শত্রু। লোকে তাহাদিগকে বর্তমান সাধারণতঃই বহিষ্কৃত

আর তাহাদিগকে নির্ধাতন করিবেন না। কিন্তু তাহা নহে, সম্প্রতি এক আদেশ হইয়াছে যে জেইটগণ ফাল্গুন মাসে আর কার্যক্ষেত্র পাতিতে পারিবেন না, তাহা আছে তাহাও ভাঙ্গিয়া উঠাইয়া লইতে হইবে। শুনিতে পাওয়া যাইতেছে যতক্ষণ না গবর্ণমেন্ট বলপূর্ব্বক ভাঙ্গিয়া দেন, ততক্ষণ জেইটগণ এই আদেশ পালন করিবেন না বলিয়া সংকল্প করিয়াছেন।

একজন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি বলেন যে জেইটগণ, নবম্বরে ডেনমার্ক ও আইসলণ্ড প্রভৃতি স্থানেও প্রাচীন খ্রীষ্টীয় ধর্মের প্রতি নোকেব অশ্রদ্ধা জন্মিয়া ধর্ম সংস্কারের আন্দোলন চলিতেছে, অনেক পার্কারের মতাবলম্বী হইয়াছেন। আমরা দিবা চন্দ্র দেখিতেছি জগতের একটা ঘোরতর পরিবর্তনের দিন আসিতেছে !

আমেরিকা দেশে এক ব্যক্তি সম্প্রতি একটা কলেজ করিবার জন্য তিন লক্ষ টাকা দিয়া গিয়াছেন, তাঁহার অভিপ্রায় এই যে সেই বাটীতে সুতা, বা তামাক বা অন্য কোন প্রকার মাদক আনা হইবে না। যে সকল ছাত্র কোন প্রকার মাদক সেবন করে, তাহাদিগকে লওয়া হইবে না। এক্ষণি তাঁহার আর একটা নিয়ম এই যে সেই বাড়ীতে মদ্যের প্রাণনাশোপনো কোন প্রকার অস্ত্র শস্ত রাখা হইবে না। দেখিয়া বোধ হইতেছে লোকটা মাদক সেবন ও যুদ্ধ এই দুইটিকে নিত্য নিষিদ্ধ কার্য মনে করিতেন।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দির নির্মাণার্থ

অর্থ দান ।

ঈশ্বর কৃপায় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা গৃহ নির্মাণার্থ অল্প সময়ের মধ্যে যেকণ দাতব্য স্বাক্ষরিত ও সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা আমাদের আশার, অশ্রীত বশিতে হইবে। সাধারণের এইরূপ সাহায্য লাভ করান্তেই গত বর্ষের মধ্যে মন্দিরের ভিত্তি ও চহু প্রাচীর নিশ্চিত হইয়াছে। কিন্তু ব্যয়সাধ্য অবিকাংশ কার্য এখনও অসম্পন্ন রহিয়াছে এবং আরও অধিক অর্থ সংস্থান নিত্য আবশ্যক হইয়াছে। মন্দির নির্মাণ কার্য পুনরারম্ভ হইয়াছে। আমরা আগ্রহ ও বিনতি সহকারে প্রার্থনা করিতেছি, এই উপাসনা গৃহের প্রতি দৈবাহিনের অনুগ্রহ ও সহানুভূতি আছে, অবিলম্বে প্রার্থিত সাহায্য প্রদানে অগ্রসর হইয়া সজ্জদতার পরিচর্য্য দিবেন এবং যে সকল সদাশয় মহোদয় ইতিপূর্বে দাতব্য স্বাক্ষর করিয়াছেন, এই সময় স্ব স্ব দাতব্য প্রদান করিয়া কার্য সম্পাদনের সহায়তা করিবেন। তত্ত্বকৌমুদীতে যতদূর বিজ্ঞাপিত হইয়াছে, তৎপরে নিম্নলিখিত দান সকল স্বাক্ষরিত হইয়াছে, আমরা দাতা মহোদয়দিগকে সর্কাস্তঃকরণে ধন্যবাদ করিতেছি:—

পূর্ব্ববারে বিজ্ঞাপিত ১২,৬২৬।০

পূর্ব্ব বিজ্ঞাপিত	১২৬২৬।০
বাবু নন্দলাল সেন, কলিকাতা	১০
প্রভাতচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বালেশ্বর	২০
শরচ্চন্দ্র গুপ্ত, ঢাকা	১৫
আতঃতাব বহু, দায়বিলাং	৫০

বাবু বঙ্কমহারী বহু, ঐ	২০
শ: ভুবান ঐ	৫
হীরাচাঁদ চট্টোপাধ্যায়, ঐ	৫
বিনোদবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়, ঐ	২
রূপনারায়ণ সিংহ, ঐ	২
বংশগোপাল সিংহ, ঐ	১০
রাজনাথায়ণ ঘোষ, ঐ	৫
কালীশঙ্কর দাস, গোপালপুর	২
হরনাথ দাস, কুলীগাম	৫
প্রসন্নকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, জলপাইগুড়ি	২
হরিশঙ্কর মুখোপাধ্যায়, ঐ	১
ক্ষীরোদকুমার সিংহ, ঐ	১০
হাববল ঘোষ, ঐ	৫
মহীপতি বহু, ঐ	৫
তারিণীচরণ দত্ত, ঐ	২
X Y Z ঐ	২
হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ঐ	১
সুরেশচন্দ্র মজুমদার, ঐ	২
যাদবচন্দ্র দে, ঐ	৫
পূর্ণচন্দ্র পাল, ঐ	২
বিহারীলাল গাঙ্গুলী, ঐ	৫
বিহারীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ঐ	৩
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, ঐ	১
রাদিকাচরণ সোম, ঐ	২
কালীমোহন রায়, ঐ	১
হরিশঙ্কর চট্টোপাধ্যায়, ঐ	১
শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়, ঐ	২
শ্রীনাথ বড়ুয়া, ঐ	১
কেশবনাথ চক্রবর্তী, ঐ	১
তানকীনাথ বিশ্বাস, ঐ	২
মহিমচন্দ্র ঘোষ, ঐ	৫
মহিমচন্দ্র দাস, ঐ	১
কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, ঐ	৫
হরিশঙ্কর মুখোপাধ্যায়, ঐ	২
উনেশচন্দ্র রায়, ঐ	১০
ইংলণ্ডের ৩টা বঙ্ক মাং কুমারী কলেট	৫৮
বাবু রাধিকাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা	২৫
সর্দার দয়ালসিং মাজেটীয়া অমৃতসর	১০০০
বাবু চাক্চন্দ্র সরকার, কলিকাতা	১০
হরিশরণ সেন, ঐ	২০
প্রমদাচরণ সেন, ঐ	৫০
হুর্গানন্দ সেন, ঐ	৭৫
ত্রিগুণচন্দ্র সেন, ঐ	৫
বিপিনবিহারী গুপ্ত, ঐ	৫
আতঃতাব চট্টোপাধ্যায় ঐ	১০
একটা বহু, ঐ	১

বাবু নলিনীকান্ত রায়,	১০
„ স্বর্গাক্ষর রায়,	২
„ হরিশচন্দ্র সরকার,	১
„ শ্রীনাথ ঘোষ,	১
„ রামচন্দ্র কুণ্ড,	১
„ গৌরীমোহন বসু, ঢাকা	২৫
„ শরচ্চন্দ্র রায়, ময়মনসিংহ	১০
	২১১১১০

তত্ত্বকৌমুদীর মূল্যপ্রাপ্তি।

২৭ এ এপ্রিল হইতে ২৫ এ মে পর্য্যন্ত।

বাবু শিবচন্দ্র দেব, কোরনগর	৩
„ শশিভূষণ দত্ত, কলিকাতা	১০
„ রজনীনাথ রায়, বর্ধা	৪
„ কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা	৩১০
„ হারানন্দ্র সরকার, ঢাকা	৩
„ কালীনারায়ণ গুপ্ত, ঐ	৩
„ গঙ্গাচরণ সরকার, ঐ	৩
„ পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী, কলিকাতা	১১০
„ রাখালদাস চন্দ্র, বর্ধা	৩
„ সুন্দরীমোহন দাস, কলিকাতা	১০
„ শ্যামলাল দাস, ঐ	১
„ নিখিলচন্দ্র সিংহ, ঐ	২১০
„ নবীনচন্দ্র ঘোষ, বাগাইচী	৮
„ রাধাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, নড়াল	৬
„ আদিত্যকুমার চট্টোপাধ্যায়, কলিকাতা	২
„ বীরেশ্বর সান্যাল, আগা	৩
„ বৈষ্ণবচরণ মুন্সিক, হুগলী	৬
„ ভুবনমোহন বসু, ঐ	১
„ কৈদারনাথ কুপড়ী, বাঁকুড়া	১১০
„ চন্দ্রকান্ত চট্টোপাধ্যায়, চট্টগ্রাম	৫
„ আশুতোষ চক্রবর্তী, কলিকাতা	১
„ আনন্দচন্দ্র রায়, সিলিগুড়ী	৩
„ রজনীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সিরাজগঞ্জ	৩
„ অরুণক ঘোষ, বারুইপুর	২
„ বীরেশ্বর মিত্র, কলিকাতা	১০
„ গঙ্গাগোবিন্দ নন্দী, ঐ	১১০
„ কৈলাসচন্দ্র বাগীচী, সিরাজগঞ্জ	৩
সম্পাদক কুমারখালী ব্রাহ্মসমাজ	২

বিত্তপন।

আগামী ১১ই জুলাই রবিবার অপরাহ্ন ৩ ঘটিকার সময়
বুধাপুর ষ্ট্রীট ১০ নং ভবনে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষ-

সভার দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক অধিবেশন হইবে। তাহাতে নিম্ন-
লিখিত বিষয় সকল বিবেচিত হইবে :-

- ১-কার্য্য নির্বাহক সভার দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক কার্য্য
বিবরণ।
- ২-প্রথম ত্রৈমাসিক আয় ব্যয়ের হিসাব।
- ৩-সভা মনোনয়ন।
- ৪-বিবিধ।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কার্যালয় } শ্রী:রাহিনীমোহন বসু।
২৭ এ মে-১৮৮০ } সম্পাদক।

তত্ত্বকৌমুদীর গ্রাহকদিগের মধ্যে অনেকের নিকট অদ্যাপি
দুই বৎসরের মূল্য প্রাপ্য রহিয়াছে। তাহাদিগের নিকট
বিনীত প্রার্থনা সহর মূল্য প্রেরণে বাধিত করেন। এই সময়
হইতে এক মাসের মধ্যে মূল্য প্রাপ্ত না হইলে আমরা অত্যন্ত
দুঃখের সহিত তাহাদিগের নিকট পত্রিকা প্রেরণে ক্ষান্ত হইতে
বাধ্য হইব।

তাহাদিগের নিকট এক বৎসরের পশ্চাদ্দের বা অগ্রিম
মূল্য পাওয়া যাইবে, তাহারও রূপাপূর্ব্বক স্ব স্ব পাতব্য প্রেরণ
করিয়া আমাদিগকে পরমাত্মস্থিত করিবেন।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কার্যালয় } কার্য্যাব্যাক।
১৬ই জ্যৈষ্ঠ ১২৮৭ }

আমি মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের একখানি জীবন-
বৃত্তান্ত লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। যদি কোন ব্যক্তি তাহার
জীবনীস্বত্বীয় এপর্য্যন্ত সাধারণে অপ্রকাশিত কোন ঘটনা
অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাকে জ্ঞাত করেন, অথবা তাহার লিখিত
কোন পত্রাদি আমার নিকট প্রেরণ করেন, আমি যার পর
নাই বাধিত ও কৃতজ্ঞ হইব।

কলিকাতা } শ্রী:নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।
১০ নং মির্জাপুর ষ্ট্রীট }

বামাবোধিনী পত্রিকা।

এতদেশীয় জীলোকদিগের বিশেষ পাঠোপযোগী এই
পত্রিকা কার্তিকমাস হইতে পুনঃপ্রকাশিত হইতেছে।
তাহার গ্রাহক হইবার ইচ্ছা করেন, অনুগ্রহপূর্ব্বক নিম্নলিখিত
ঠিকানার সংবাদ লিখিবেন ও মূল্য পাঠাইবেন। অগ্রিম

বার্ষিক মূল্য কলিকাতার জন্য ২১০ এবং মুম্বাইয়ের জন্য ২১৫
বাৎসরিক মূল্য বার্ষিক মূল্যের অর্ধেক।

বামাবোধিনী কার্যালয়
৪৪ নং সীতাবাস ঘোষের ষ্ট্রীট
কলিকাতা ১০ই কার্তিক ১২৮৬ }
শ্রীমাতুলকর ঘোষ।
সহকারী কার্যাব্যাহক

বিশেষ বিজ্ঞাপন।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের দাতব্য, প্রচার ফণ্ডের দাতব্য,
তত্ত্ব-কৌমুদীর মূল্য এবং পুস্তকের মূল্য হিসাবে বাহার
নিকট বাহা প্রাপ্য আছে, অগ্রহণপূর্বক এই সময় প্রেরণ
করিলে বিশেষ উপকৃত হওয়া যায়। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের
অনেক ব্যয়ের প্রয়োজন, অর্থাৎ তাহা হ্রাস ও সুশৃঙ্খল-
রূপে নির্বাহিত হইতে পারে না, ইহা বলা বাহুল্য। অতএব
সভা, গ্রাহক ও স্থানীয় এজেন্ট মহোদয়গণ এবিষয়ে বিশেষ
মনোযোগী হন, একান্ত প্রার্থনা।

১৮৮০। ১৫ ই মার্চ }
১৩ নং মুজাপুর ষ্ট্রীট কলিকাতা }
শ্রীউমেশচন্দ্র বসু
সহকারী সম্পাদক।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজমন্দির নির্মাণ জন্য
বাহার। চাঁদা স্বাক্ষর করিয়াছেন, তাঁহাদিগের
নিকট বিনীত নিবেদন যে, তাঁহারা অবিলম্বে
তাঁহাদিগের অঙ্গীকৃত অর্থ প্রেরণ করিয়া বাধিত
করেন। শীঘ্র শীঘ্র অর্থসংগ্রহ না হইলে
সমাজ-মন্দির নির্মাণ কার্য চলা- অকঠিন
হইবে।

১৩ নং মির্জাপুর ষ্ট্রীট, }
কলিকাতা। }
শ্রীকুরুচরণ মহলানবিশ
বিল্ডিং ফণ্ডের সম্পাদক।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্র।



এই যন্ত্রে ইংরেজি ও বাঙ্গালা মুদ্রাক্ষণ কার্য
সুচারুরূপে, অল্প সময়ে এবং উচিত মূল্যে সম্পন্ন
হয়। সংবাদপত্র, পুস্তক, চেক, দাখিলা, রসিদ,

বিল, শিরোনামা, নানা প্রকার ক্ষুদ্র কার্য,
নানা রঙের মুদ্রাক্ষণ, স্বর্ণময় মুদ্রাক্ষণ, ইত্যাদি।

মুদ্রিতকরা বাহার প্রয়োজন হইবে, তিনি
কর্ম্মাধ্যক্ষের নিকট কলিকাতা ৯৩ নং কলেজ
ষ্ট্রীট ভবনে অনুসন্ধান করিবেন।

বিক্রেয় পুস্তক।

নিম্ন লিখিত পুস্তকগুলি ১৩ নং মুজাপুর ষ্ট্রীটে সাধারণ
ব্রাহ্মসমাজের কার্যালয়ে প্রাপ্ত হওয়া যায়। যথা—

পুস্তকের নাম	মূল্য	ডাকমান্দল।
Channing's Complete works	১১০	৮০
Practical Sermons	৫০	০
Memoir of Dr. Carpenter	৫০	১০
Perfect Life	১৫০	৫০
Morning & Evening meditations	১৫০	৫১০
Last Days of Raja Ram		
Mohon Roy	১০	১০
সদ্বীত-হার (বাবু পুত্রীকাক্ষ মুখোপাধ্যায় প্রণীত)	১০	১০
স্বকীর্তী কীর্তি	১০	১০
শিবের সদাচার	১০	১০
ধর্ম্মকুসুম (বালক বালিকাদিগের জন্য)	১০	১০
ভাতীর সঙ্গীত	৫০	১০
অধ্যাত্মতত্ত্ব ও ধর্ম্মসাধন	১০	১০
প্রবন্ধ-লতিকা	১০	১০
Almanac 1880	4 ans	
Second Annual Report 1879 ; 6 ans		
সোপান—নীতি বিষয়ক প্রবন্ধ	১	১০
Brahmo-Year Book 1879 (Miss Collet's)	১০	১০
ব্রহ্মসঙ্গীত	১	১০
এ ২ ভাগ	৫	১০
সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নিয়মাবলী...	১০	১০
এ ইংরাজী	৫০	১০
আহুতানিক ব্রাহ্মদিগের তালিকা ...	৫০	১০
কৃতজ্ঞতা	১০	...
আশ্রয় স্বপ্নদর্শন	১০	১০
শিশু পালন	১০	১০
ব্রাহ্মবচন সংগ্রহ	৫০	১০
ব্রাহ্মসমাজের বর্তমান অবস্থা ...	১০	১০
ধর্ম্মালোচন	১০	১০

তত্ত্ব-কৌমুদী

[পাক্ষিকপত্রিকা]

৩য় ভাগ।

২ ম সংখ্যা।

১লা আষাঢ়, সোমবার, ১৮০২ শক। ব্রাহ্মসংবৎ ৫১।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২।
মুদ্রণ ৫০
প্রতি খণ্ড নব্বই ৮০

ব্রাহ্মসমাজ মধ্যে একরূপ ঘটনা কখন কখনও ঘটিয়া থাকে। তিনজন যুবা পুরুষ সমাজ সংস্কার বিষয়ে মহা উৎসাহী, যে কোন প্রকার হউক একটি বিবাহ বিবাহ বা অসবর্ণ বিবাহ হইলেই পরম পুরুষার্ণ গিক হইল মনে করেন; তাহার চেষ্টা চরিত্র করিয়া বা ঘটনাক্রমে একটি বিবাহার্থিনী বিবাহকে সংগ্রহ করিলেন। তাঁহাদের ন্যায় অপর একজন যুবা পুরুষ বিবাহার্থী বর হইয়া সেই কন্যার ভার গ্রহণে প্রস্তুত হইলেন। দুই এক মাসের মধ্যে দিন স্থির হইল; শীঘ্র দুই পাঁচ জন বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করা হইল; তাড়াতাড়ি রেজিষ্টারকে সংবাদ দেওয়া হইল; তাহাদের মধ্যে একজন আচার্য্যের কার্য্য করিলেন; একজন পৌরহিত্যের ভার লইলেন; বিবাহ পদ্ধতি তাহাদের জ্ঞান বুদ্ধি বিবেচনা অনুসারে স্থির হইল এবং বিবাহ কার্য্যটি সম্পাদিত হইয়া গেল। যে সকল যুবক এইরূপ কার্য্য করেন আমরা তাহাদের সংসাহস ও সদভিপ্রায়ে প্রশংসা করি কিন্তু পরামর্শ স্বরূপ কয়েকটি কথা বক্তব্য বোধ হইতেছে। ব্রাহ্মসমাজ এখন যেরূপ ক্ষুদ্র ও ইহার প্রতি লোকের যেরূপ দৃষ্টি তাহাতে ইহার প্রত্যেক অনুষ্ঠানকে ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের এক একটি প্রধান উপায় বলিয়া গণ্য করা উচিত। আমরা অনুষ্ঠান গুলি যেক্রমেই করি না কেন বাহিরের লোককে দেখিয়া মনে করে, ব্রাহ্মেরা এই সকল অনুষ্ঠান এই রূপেই করিয়া থাকে। সুতরাং অনুষ্ঠান গুলি বাহাতে সূচরূপে সম্পন্ন হয় সেবিধেই সকলের মনোযোগী হওয়া কর্তব্য। আমাদের মধ্যে যাহারা বরষে প্রবীণ এবং সামাজিক সকল কার্য্যে যাহাদের বিশেষ অভিজ্ঞতা আছে এমন সকল লোকের পরামর্শ গ্রহণ করা উচিত। সেই সকল অনুষ্ঠান স্থলে বাহাতে দশজন বিজ্ঞ ও প্রবীণ লোক উপস্থিত থাকেন এবং সমুদয় কার্য্য সুশৃঙ্খলা পূর্বক সম্পাদিত হয় এরূপ উপায় পূর্ব হইতেই অবলম্বন করা কর্তব্য। তাহা না হইয়া, কয়েক জন যুবা পুরুষ দুই দিনের জন্য একটি বাড়ী ভাড়া করিলেন, যথাসময়ে একটি কন্যা আসিল, অপর দিক হইতে একটি বর আসিলেন, একজন যুবা পুরুষ যেমন তেমন করিয়া উপাসনা সাজ করিলেন, কিয়ৎকণ আমোদ প্রমোদের কোলাহল গেল, পরে দশজন দশ দিকে ধাবিত হইলেন। এরূপে একাধা গুলি করা উচিত নয়, তাহাতে ব্রাহ্মসমাজের প্রতি লোকের অপ্রভা করে। আমাদের প্রতিপ্রায় নয় যে প্রচারক মহাশয়

আসিয়া উপাসনা বা পৌরহিত্য না করিলে সেই অনুষ্ঠান সিদ্ধ হইবে না। কিন্তু আমাদের এইমাত্র বক্তব্য যে যাহারা এই সকল অনুষ্ঠানের উদ্যোগ করেন তাহাদের কয়েকটি বিষয় দেখা কর্তব্য। (১) কন্যাটির অভিভাবক স্বরূপ কোন বিজ্ঞ ব্যক্তি বাহাতে সভাস্থলে উপস্থিত থাকেন, (২) যাহাদের এই সকল সামাজিক অনুষ্ঠান বিষয়ে অভিজ্ঞতা আছে এরূপ ব্যক্তিদের প্রতি পদ্ধতি প্রভৃতি স্থির করিবার ভার দেওয়া হয়; (৩) যদি সম্ভব হয় কোন গৃহস্থ পরিবারের মধ্যে উক্ত অনুষ্ঠান সকল সম্পন্ন করা হয়।

নিয়মতত্ত্ব প্রণালীকে আমরা এত প্রার্থনীয় জ্ঞান করি কেন? না, ইহাতে প্রত্যেক ব্যক্তির স্বাধীনতা ও অধিকার অক্ষুণ্ণ থাকিয়া কার্য্য চলে। কিন্তু স্বাধীনতার অর্থ এ নয় যে সকলের মতের প্রতি উপেক্ষা করিতে হইবে এবং তাবত লোকের মতের ও কার্য্যের প্রতিবাদ করিয়া বেড়াইতে হইবে। যাহারা কেবল অপরের পদচিহ্ন অনুসরণ করিয়া চলেন, হিতাহিত চিন্তার ভার অপরের হৃদয়ে দিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন, তাহাদের প্রকৃতি যেমন নিয়ম তত্ত্ব প্রণালীর উপযোগী নয়, সেইরূপ যাহারা সামান্য মতভেদ হইলে আর এক সজে কার্য্য করিতে পারেন না, অপরের মতের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন যাহার অভ্যাস, ও কেবল অপরের মতের প্রতিবাদ করিয়া বেড়ানই যাহার কার্য্য তাহারও প্রকৃতি নিয়মতত্ত্ব প্রণালীর বিরোধী। দশজনে কাজ করিতে গেলে, নেতা হইতে পারেন যাহার স্থল বিশেষে নীত হইতে হয়। এই উভয়ের মধ্যে যাহার হৃদয় মন প্রস্তুত নয় তিনি দশ জনের সহিত মিলিয়া কার্য্য করিতে অক্ষম। ইংলণ্ডের ন্যায় স্বাধীনতাপ্রিয় দেশ আর নাই, কিন্তু এখনকার লোকে আবার যেমন নীত হইতে জানে এমন অন্য দেশের লোকে জানে না। নীত হইতে জানা অর্থাৎ বিজ্ঞ ও প্রবীণ ব্যক্তিদিগের মতের প্রতি সমুচিত আদর ও প্রভা প্রদর্শন করিতে জানা নিয়মতত্ত্ব প্রণালী গঠনের একটি প্রধান উপাদান। নতুবা যাহারা বলেন আমরা স্বাধীন, আমরা কেন অপরের পরামর্শের অপেক্ষা করিব তাহারা সমাজ গঠন ও সমাজ শাসনের মর্ম্ম আজিও অবগত হন নাই। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের যুবক সভ্যদিগের এই কথা গুলি শ্রবণ রাখা কর্তব্য।

একবার খ্রীষ্ট ধর্মাবলম্বন করিলে সে ব্যক্তির আর প্রাচীন সমাজে পুনর্গৃহীত হওয়া সহজ নয় ; কিন্তু কোন ব্রাহ্ম যদি প্রাচীন সমাজ কর্তৃক পরিত্যক্ত হন, তিনি অল্প আয়াসে সমাজ মধ্যে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইতে পারেন। এইরূপ সুবিধা থাকিতে যাহারা এক সময়ে সর্ব প্রকার ব্রাহ্মধর্মাম্ব-মোদিত অহুষ্ঠানে পরম উৎসাহী ছিলেন এমন জনেক আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম অল্পে অল্পে ব্রাহ্মসমাজ হইতে সরিয়া পড়িয়াছেন। আমরা যে ধর্ম সমাজকে আমাদের আধ্যাত্মিক ও সামাজিক উন্নতির প্রধান সহায় মনে করি লোকে তাহা পরিত্যাগ করেন ইহা হৃৎখের বিষয় তাহাতে সন্দেহ কি, কিন্তু আর এক দিয়া দেখিলে এইরূপে সমাজে অবস্থিত হইবার সুবিধা থাকা প্রার্থনীয় বলিয়া মনে হয়। ব্রাহ্মের যখন ধর্ম বিশ্বাসের পরিবর্তন ঘটিল কিম্বা চরিত্রের ব্যতিক্রম ঘটিল, তখন তিনি আর ব্রাহ্ম রহিলেন না ; তখন আর তাহাকে বাধিয়া রাখিয়া ফল কি ? যদি তিনি সরিয়া পড়িবার পথ না পান, এবং অনিচ্ছা সত্ত্বে ব্রাহ্ম সমাজ মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে হয় তাহা হইলে তাঁহার বিশ্বাস ও চরিত্রের শিথিলতা নিবন্ধন সমাজের সমূহ অকল্যাণ ঘটিলার সম্ভাবনা। সরল বিশ্বাসী ও সচ্চরিত্র দশজন ভাল কিন্তু শিথিল বিশ্বাসী ও শিথিল চরিত্র দুইশত লোক লইয়া লাভ নাই। ইতিহাস পাঠ করিলেই দেখা যায় অত্যাচার, উৎপীড়ন ও নির্ধাতনের সময়েই সরল ও বিশ্বাসী লোকের সংখ্যা অধিক থাকে ; কারণ বিশেষ নিষ্ঠা না থাকিলে আর লোকে উৎপীড়িত হইয়াও টেকে না। যাহারা এইরূপ অনেক আঘাত পাঠিয়া, অনেক বাধা উল্লঙ্ঘন করিয়া, ও অনেক নির্ধাতন সহ্য করিয়া আসেন তাহারাই ধর্ম সমাজের প্রকৃত বল, এইরূপ লোকের সংখ্যা অধিক হইলেই ধর্ম সমাজের মুখ উজ্জ্বল হয় এবং নাম গৌরবার্জিত হয়। এরূপ লোকের প্রতি লোকের বিশ্বাস হয়। জৈন্য কল্পন ব্রাহ্মদিগের মধ্যে এইরূপ লোকের সংখ্যা বর্ধিত হউক।

আমাদের দেশীয় সমাজ মধ্যে স্ত্রীলোকেরা অবজ্ঞার পাত্রী ; ইউরোপীয় সমাজে স্ত্রীজাতির প্রতি অযথোচিত সম্মানের প্রদর্শনের রীতি আছে। ব্রাহ্মের সমাজ সংস্কারক এবং সমাজ সংস্থার বিষয়ে ইউরোপ তাঁহাদের অনেকের আদর্শ স্বরূপ, সুতরাং রমণীগণের সহিত আলাপ, পরিচয়, আহ্বার বাবদাদি বিষয়ে অনেক ব্রাহ্মের মনে নতুন ভাবের উদয় হইয়াছে। অনেক ব্রাহ্ম যুবক মনে করেন স্ত্রীলোক হইলেই সে কি পদার্থ। তাহার আজ্ঞাবহ হওয়া, বিধি-মতে তাহার সাহায্য করা, ও সকল প্রকারে তাহার তেজোমোদন করা যেন ধর্ম কন্ঠের মধ্যে। একটা স্ত্রীলোকের অন্তঃকরণ, ক্ষুদ্র ; মিথ্যা কথা বলে, পরনিন্দাতে পটু, হিংস্র প্রকৃতি ; পুরুষ হইলে এরূপ ব্যক্তি সমাজে সকলের ঘৃণিত হইত, কিন্তু এই সকল দূষণশীল যুবকের নিকট তাহার সকল দোষ মার্জ্জনীয়, কারণ সে স্ত্রীলোক। একটা বালিকা, হয় ত ৫৭ খানি ইংরাজী গ্রন্থ পড়িয়াছে ; তাহাকে এরূপ সম্মান দেখান হয়,

যেন সে বয়সে ও বিজ্ঞাত্যে সমাজমধ্যে লক্ষ প্রতিষ্ঠা বিস্তার পুরুষদিগের সমান। এরূপ অযথোচিত সম্মান প্রদর্শনের কুফল এই হয় যে বালিকা গুলির মস্তক ঘুরিয়া যায়। যাহার সদৃশ্য আছে, যাহার পদার্থ আছে, বিদ্যা বুদ্ধি চরিত্র আছে, সেই সমাদরের পাত্র, পুরুষ ও বৃদ্ধি না স্ত্রীলোকও বৃদ্ধি না। হিন্দু সমাজ মধ্যে স্ত্রীজাতির যেমন দুর্গতি তাহা নিতাণ্ড শোচনীয় কিন্তু ইংরাজ সমাজ মধ্যে আবার যেরূপ করিত, মৌখিক ও প্রবাহগত সম্মান প্রদর্শনের রীতি আছে তাহাও অপ্রার্থনীয়। রমণীগণের শিক্ষা ও মনুষ্য লাভের বিষয়ে সাহায্য করিব, কিন্তু পরমপদার্থ বলিয়া স্বপ্নে করিয়া বেড়াইব না।

হৃদয় কি কোমল বস্তু। গিরিপৃষ্ঠে শূন্যতল নির্ঝরিতীর পার্শ্বে বসিয়া তাহার কুল কুল ধ্বনি শ্রবণে ও তাহার অবিস্রাস্ত গতি নিরীক্ষণে যে সুখ একজন হৃদয়বান লোকের নিকটে বসিতেও সেই তৃপ্তি। যাহার প্রাণে ভাল বাসিবার শক্তি নাই, সেই স্বার্থ পরতন্ত্র পুরুষ বা রমণীর নিকট বসিতেও প্রবৃত্তি হয় না। ব্রাহ্মদিগের বিরোধী কোন কোন লোক বলিয়া থাকেন যে ব্রাহ্মেরা অনেকে পিতা, মাতা আত্মীয় স্বজনদের দ্বৈহ বন্ধন ভেদ করেন বলিয়া তাহাদের অনেকে হৃদয় বিহীন হইয়া পড়েন। এবিষয়ে আমরা মত প্রকাশ করিতে পারি না ব্রাহ্মেরা আপনাপন হৃদয় পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন। আমরা একটা হৃদয়বান লোকের গল্প করিতেছি। ইনি আপনাকে ব্রাহ্ম বলিয়া পরিচয় দেন না কিন্তু ইহার সন্দেহতা যে সর্বসাধারণের প্রশংসনীয় তাহাতে সন্দেহ নাই। এই ভ্রলোকটা তাহার একজন বন্ধুর সহিত বিদেশে এক বাড়ীতে থাকিয়া কাণ্ড করিতেন। তাহার বন্ধু একজন বণিকের খাতা পত্র রাখিতেন এবং একজন ধনী সন্তানদিগকে প্রতিদিন পড়াইতেন। এইরূপে তাহার দিন নির্বাহ হইত। এমন সময়ে ইটাং সেই বন্ধুর মৃত্যু হইল। আমাদের পরিচিত ভ্রলোকটা দেখিলেন যে তাহার বিধবা স্ত্রী ও অসহায় শিশু সন্তান গুলি নিরাশ্রয় হইয়া পড়িল। তখন তিনি সেই বণিকের নিকট গিয়া এই অমুগ্রহ চাহিলেন যে তিনি তাহাকে প্রাণে থাকা পত্র রাখিবার ভার দেন। আবেদন করিতে সেই কার্য প্রাপ্ত হইলেন এবং প্রাতে সেই ধনীর সন্তানদিগকে পড়াইবার ভার লইলেন। এইরূপে তাহার বস্তু যে অর্থ উপার্জন করিতেন সেই অর্থ উপার্জন করিয়া তাহার স্ত্রীপুত্রের রক্ষণাবেক্ষণার্থ দিতে লাগিলেন। এক দিন হুদিন নয় আট দশ বৎসর এইরূপ করিয়া আসিয়াছেন। ইহা দেখিলে কার না হৃদয় উন্নত হয় ? থিয়োডোর পার্কার হৃদয়ের এত আদর করিতেন যে তিনি এক সময়ে বলিয়াছিলেন, “ঐ যে দরিদ্রা যুবতী আমার উপাসনা মন্দিরের এক কোণে বসিয়া আছে ; ও সম্পদে বিশদে স্বামীর সহচরী থাকিয়া সমুদায় সুখ হৃৎখের ভাগিনী হইয়াছে ; রোগ শোকের যাতনার মধ্যেও তাহার সুখের প্রসন্নতা নষ্ট হয় নাই ; এই রমণী প্রবল

প্রলোভনে পতিত হইয়াও নিজ কৰ্ত্তব্যে বিন্দিত হয় নাই ; নিজ দরিদ্রতার মধ্যে থাকিয়াও উহার দ্বারা হুঃখীর হুঃখহরণে কুণ্ঠিত হয় নাই ; আমি বলি ঐরূপ একটা জীবন তোমাদের সমুদয় ভলটেরার ও লাপ্লাসের (দুইজন বিখ্যাত ক্রান্তি পণ্ডিত) জীবনের সমষ্টির অপেক্ষা মূল্যবান । ” (আমরা স্মৃতি হইতে কথাগুলি লিখিলাম ।) আমরাও বলি, যে পুরুষ বা রমণীর হৃদয়ের দোষ আছে, তাহারা বহু ঐশ্বর্যাশালী, বহু প্রতিভা সম্পন্ন বা বহু বিদ্যাশালী হইলেও আমাদের ভ্রম্ভা আকর্ষণ করিতে পারেন না । যে ভাল বাসিতে জানে তাহা-কেই আমরা ভাল বাসি ; পরের হুঃখে প্রাণে যে ব্যথা পায় তার হৃদয়ে মন্দক রাখিতে ইচ্ছা করে ; এবং এইরূপ লোক-কেই ধর্ম সমাজের শোভা মনে করি ।

সভ্যতার ধর্ম ও নিষ্ঠার ধর্ম ।

বর্তমান সময়ের সভ্যতার একটা কুফল এই ফলিয়াছে যে হৃদয়ের অতি উপদেশ কার্য গুলিও লোক দেখান সামগ্রী হইয়া পড়িয়াছে । হুঃখীর হুঃখ হরণ যে এমন মিষ্ট পদার্থ তাহাও অনেক স্থলে সভ্যতার পরিচ্ছদের মত হইয়া পড়িয়াছে । এক জন সম্ভ্রান্ত বংশীয় রমণী পরোপকার করিতে যাইতেছেন । উত্তমাশ্রয়োক্ত যানারোহণে, মহাহ' বসন ভূষণে পরিশোভিত হইয়া, করকমল স্থিত ব্যক্তনের মন্দ মন্দ বাতাস খাইতে খাইতে কোন দরিদ্রের পর্ণ কুটিরের দ্বারে গিয়া লাগিলেন ; সুকুমার শরীরকে অবতীর্ণ করিয়া কুটির মধ্যে পদার্পণ করিলেন, এবং কাহারও প্রতি একটু হাসিয়া কাহারও সহিত দুইটা কথা কহিয়া, কাহারও পুত্রের মস্তকে একটু হস্ত দিয়া সকলকে কৃতার্থ করিয়া আসিলেন ।

এমন কি ধর্ম যে আত্মার নিত্য প্রয়োজনীয় বস্তু তাহাও অনেকের পক্ষে লোক দেখান সামগ্রী হইয়া পড়িয়াছে । সম্প্রদায়ের মধ্যে ছয় দিন ঈশ্বরের নামের সহিত সম্পর্ক নাই, উপাসনার দিবস সুসজ্জিত হইয়া চারিদিক সুরতি গন্ধা-মোদিত করিতে করিতে কত সম্ভ্রান্ত পুরুষ ও রমণী উপাসনা স্থানে যাইতেছেন । দেখিতে কেমন !! একপে ধর্মসাধন করা না করা সমান । অপরাপর সভ্য সমাজের কথা বলিব কি ব্রাহ্ম-সমাজ মধ্যেই কি এমন অনেক পুরুষ এবং রমণী নাই বাহা-দিগের উপাসনা সম্বন্ধে এইরূপ শিথিল ভাব ? কেহবা বলেন ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য করাই তাহার উপাসনা, কেহবা ভাবেন উপাসনা প্রভৃতি দুর্বল অধিকারীদিগের জন্য ; কেহবা মনে করেন উপাসনা প্রার্থনা নিম্প্রয়োজন । তবে কেহ যদি উপাসনা করে, কিবা উপাসনার বিষয়ে উপদেশ দেয় তাহাতে তাহাদের আপত্তি নাই । আমরা এরূপ শিথিল ভাবকে নিত্য শোচনীয় মনে করি । আমরা ধর্মজীবনের পরীক্ষাতে জানিয়াছি যে ঈশ্বরে চিত্ত সমাধানের অভ্যাস আত্মার পক্ষে নিত্য প্রার্থনীয় । এতদিন আত্মার আধ্যাত্মিক দৃষ্টি উজ্জ্বল হয় না ; আত্মার মধ্যে পবিত্রতা, ও বল প্রভৃতি লাভের দ্বার উন্মুক্ত হয় না ; ঈশ্বরের সহিত যে সম্বন্ধ তাহার গভীরতা ও মধুরতা অমৃত্যু করিবার শক্তি করে না ; তাহার

উপর নির্ভরের যে আনন্দ তাহা উন্নতোগ কবিবার অধিকার হয় না ; এবং প্রাণ মন সমর্পণ করিয়া তাঁহার অমুগত থাকি-বার যে প্রবৃত্তি তাহা বলবান হয় না ; ইহা দৃষ্ট কথা । তবে হয়ত এমন অনেক দিন হয়, যখন নিয়মিত রূপে আত্মার সমাধান করা গেল, নিয়মিত রূপে আরাধনা করা গেল, কিন্তু জ্ঞানের মধ্যে বিশেষ তৃপ্তি, বা বিশেষ পবিত্রতা, বা বিশেষ বল উপলব্ধি করা গেল না । সামাজিক উপাসনা সম্বন্ধে এইরূপ দেখা যায় । দশ দিন উপাসনা স্থানে যাই-তেছি হয়ত বিশেষ কোন প্রকার আধ্যাত্মিক উপকার অমুভব করিতে পারিতেছি না । এরূপ স্থলে অনেকে উপাসনাদি অনাবশ্যক বোধে তাহা পরিত্যাগ করেন । কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই আমরা কোনও দিন উপাসনা, ধ্যান ধারণাদি দ্বারা বল বা পবিত্রতা লাভ করিয়াছি কি না ? এতদিন যে সামাজিক উপাসনাতে যোগ দিয়াছি কোনও দিন আত্মার ক্ষুধা তৃষ্ণা জাগ্রত হইয়াছে কি না ? কোনও দিন হঠাৎ কোন নূতন আধ্যাত্মিক সত্য চক্ষের সমক্ষে উপস্থিত হইয়াছে কি না ? কোনও দিন হঠাৎ কোন বহু দিনের সন্দেহ অতি সহজে মীমাংসা হইয়া গিয়াছে কি না ? যদি এই সকল ফল কখনও ফলিয়া থাকে, যদি এক দিনও ফলিয়া থাকে তাহা হইলে এ সাধনকে কখনই পরিত্যাগ করা যাইতে পারে না ।

বঙ্গদেশের সমুদায় নদীতে সম্বৎসরকাল জল থাকে ; কিন্তু উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে এমন অনেক বিস্তীর্ণ নদী দেখিতে পাওয়া যায়, যাহাতে শীত ও গ্রীষ্মের কয়মাস রেখামাত্র জল থাকে এবং নদীর বিশাল খাত সুকতাময় পড়িয়া থাকে । আপাততঃ দেখিলে মনে হইতে পারে, এখানকার কৃষকেরা কি নির্বোধ এই জলধারাটুকু অন্য এত ভূমি ফেলিয়া রাখে কেন ? বাধ বাধিয়া সমুদায় স্থান ক্ষেত্ররূপে পরিণত কেন করে না । কিন্তু তাহারা যে কেন বাধ বাধিয়া স্রোতটুকু বন্ধ করে না তাহার যুক্তি বর্ষাকাল আরম্ভেই জানা যায় । যখন পর্বতের পৃষ্ঠে হস্তিধারা পড়িতে আরম্ভ হয় এবং যখন সেই জল প্রবলবেগে শত শত নিব্বর দিয়া ধাতলে অবতীর্ণ হইতে থাকে তখন নদীসকলের পরিণত খাত আর পরিণত থাকে না । সমুদায় স্থান জলে পূর্ণ হইয়া যায় । যদি কোন মূর্খ কৃষক শুক দেখিয়া বাধ বাধিতে যায় তাহাকে যেমন আমরা বলি “ওরে মূর্খ এখন যদি জল প্রণালী বন্ধ করিস, তবে যখন পর্বতের জল পৃথিবীতে নামিবে তখন ত আর তাহা তোর ক্ষেত্রে আসিবার পথ পাইবে না ।” সেইরূপ কোন ব্রাহ্ম যদি উপাসনার প্রতি উদাসীন হন, তাহাকে বলিব—“ভাই তুমি দশ-দিন এই সাধনের বিশেষ ফল না দেখিয়া সাধন পরিত্যাগ করিতেছ, জান না ঈশ্বরের সহিত যোগের যে এক প্রধান প্রণালী ছিল তাহা বন্ধ করা হইল । কুলা হইতে পবিত্রতা ও বল প্রভৃতি উপার্জন করিবার যে উপায় ছিল তাহা তুমি ঘুচাইলে ।”

কল কথা এই, বাহারা ধর্মকে প্রাণের বস্তু, আত্মার ক্ষুধার অন্ন ও পিপাসার বারিরূপে অমুভব করেন না ধর্ম সাধনে তাহাদের দিষ্টা হয় না । কিন্তু বাহারা প্রাণের দ্বারে ব্রাহ্ম-

সমাজ মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছেন ; যাহারা ধর্মসম্বন্ধীয় সকল উপদেশের প্রমাণ ও পরিচয় নিজ অন্তরে লাভ করিয়াছেন ; উপাসনার মধুর প্রবাহ যাহাদের আত্মার অন্তস্তল পর্য্যন্ত সিক্ত করিয়াছে, তাহারা এই উপাসনাকে আত্মার পরমপ্রিয় পদার্থ বলিয়া হৃদয় মনের সহিত ধারণ করেন । এইরূপ নিষ্ঠাবান লোক দেখিতেই ইচ্ছা হয় নতুবা সভ্যতায় পরিচ্ছদরূপ যে ধর্ম সাধন তাহা দেখিতে আর ইচ্ছা নাই । 'সে রূপ ধর্ম সাধন দ্বারা কোম ধর্মসমাজের মুখ আজিও উজ্জ্বল হয় নাই । তাহাদের শিথিল জীবনের শিথিল দৃষ্টান্তে কেহ আকৃষ্ট হয় নাই । আমরা যে ব্রাহ্মসমাজে আছি ইহা লোক দেখাইবার জন্য নয়, পরোপকার করিবার জন্য নয়, অপরকে ধর্মপথে প্রবৃত্ত করিবার জন্য নয়, জগতে ধার্মিক নাম ক্রয় করিবার জন্য নয়, কিন্তু নিজের সদগতির জন্য ; নিজের আত্মার পরিব্রাণের সাহায্য হইবে বলিয়া । প্রকৃত নিষ্ঠাবান যিনি তাহার আত্মা নির্জনে গোপনে ঈশ্বরের চরণে লগ্ন হইতে ভাল বাসে ; নিজের অপেক্ষা ঈশ্বরের রূপার উপর তাহার অধিক নির্ভর এবং প্রাণ মন সমর্পণ করিয়া ঈশ্বরের অমুগত থাকাই তাহার সর্বশ্রেষ্ঠ মুখ ।

(ইংলণ্ড, ২৪শ জুলাই ১৮০২ খ্রিঃ)
চরিত্রের আধিপত্য ।

ইংলণ্ডের সুবিখ্যাত বাগ্মী ও রাজনীতিজ্ঞ শেরিডানের বিষয় লোকে বলে যে তাহার চরিত্রের প্রতি লোকের বিশ্বাস থাকিলে তিনি সমগ্র পৃথিবীকে শাসন করিতে পারিতেন । কিন্তু চরিত্র বণের অভাবে তাহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও গভীর বিদ্যা অপেক্ষাকৃত অকর্মণ্য হইয়া পড়িয়াছিল । তিনি লোককে বিস্মিত ও আনন্দিত করিতে পারিতেন, কিন্তু সামাজিক-গণের জীবন ও দেশীয় রাজনীতির উপর তাহার কোন আধিপত্য ছিল না । চরিত্রের প্রভাবে এক জন সামান্য নাটক অভিনেতা ও আপনাকে শেরিডান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিয়াছিল । শেরিডান লণ্ডন নগরীর ড্রী লেনস্থ নাট্য-শালার কর্মধ্যক্ষ ছিলেন । ডেলকিনি নামক জনৈক অভিনেতা একদা তাহাকে তাহার প্রাপ্য বেতনের জন্য বড় পীড়াপীড়ি করিয়া ধরিল । শেরিডান বিরক্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, “তুমি কি ভুলিয়া গিয়াছ, তুমি কে ? এবং কাহার সঙ্গে কথা কহিতেছ ?” ডেলকিনি বলিল “না মহাশয় আমি সে কথা ভুলিয়া যাই নাই । আপনার এবং আমার মধ্যে কি প্রভেদ তাহা আমি বিলক্ষণ জানি । বংশ, পদমর্যাদা, এবং শিক্ষার আপনি আমার শ্রেষ্ঠ । কিন্তু জীবন, চরিত্র ও আচার ব্যবহারে আমি আপনার শ্রেষ্ঠ ।”

চরিত্রবান ব্যক্তিকে অপেক্ষাকৃত অল্প বুদ্ধি হইয়াও অসচ্চরিত্র অসাধারণ ধীশক্তি সম্পন্ন মনীষীগণ অপেক্ষা সমাজে সমধিক আধিপত্য ভোগ করিতে আমরা প্রতিনিয়ত দেখিয়া থাকি । তাহাদিগের আধিপত্য দেখিলে বোধ হয় যেন কোনও অন্তর্নিহিত গুঢ়শক্তি প্রভাবে তাহারা সমগ্র সমাজের হৃদয়কে পরিচালিত করিতেছেন ।

যেমন প্রতিভার সঙ্গে সেইরূপ ধনের সঙ্গেও সচ্চরিত্রের

কোনও অচ্ছেদ্য সম্পর্ক নাই । প্রত্যুত আমরা দেখিতে পাই যে ধন প্রায়ই সচ্চরিত্রের সহযোগী হইতে পারে না । অনেক যুবক পিতা বা ভ্রাতার শাসনাধীনে থাকা কালে উৎকৃষ্ট চরিত্রের-দৃষ্টান্ত দ্বারা বহুবান্ধবগণকে মোহিত ও আশাবিত্ত করিয়া অবশেষে ধনের অধিকারী হইলে হীন নীতি-পরায়ণতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া থাকেন । প্রত্যেক বিখ্যাত বংশ ও ধনী পরিবারের ইতিহাস এইরূপ শত শত হৃদয়বিদারক চিত্রে পূর্ণ । ধন ও সচ্চরিত্রতা বিলাসিতা ও পাপ প্রায় অধিকাংশ স্থলে একে অন্যের সহযোগী হইয়া থাকে । মনের দৃঢ়তা যাহাদিগের অপেক্ষাকৃত অল্প ; আত্ম-সংযমের ক্ষমতা যাহাদিগের নাট ; বিপুল যাহাদিগের উত্তেজিত, তাহাদিগের হস্তে ধন অগণ্য বিপদ ও অনিষ্টের কারণ হইয়া থাকে ।

ধনী অপেক্ষা অপেক্ষাকৃত দরিদ্রগণ সাধারণতঃ চরিত্রের উৎকর্ষের অতি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতে সমর্থ হন । অমূল্য, সত্যপরায়ণ ও মিতব্যয়ী হইয়া এক ব্যক্তি অতি অল্প আয়েও অত্যন্ত সাধু জীবন যাপন করিয়া যাইতে পারেন ।

চরিত্র সর্বপ্রকার পার্থিব সম্পত্তি অপেক্ষা সহস্রগুণে অধিক মূল্যবান । সচ্চরিত্র ব্যক্তি পার্থিব ধনে ধনী না হইতে পারেন, যে ধন চোরে হরণ করিতে পারে, অগ্নি ভস্ম-সাৎ করিতে সক্ষম এবং শত প্রাকৃতিক চূর্ণটনা চক্ষুর ইঞ্জিতে বিনাশ করিতে সমর্থ, সেই ধনে তিনি ধনী না হইতে পারেন ; কিন্তু সমগ্র সমাজের নিরাবিল ও সরল প্রশংসা ও শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস লাভ করিয়া তিনি লক্ষপতি অপেক্ষা সমধিক সুখ সৌভাগ্য ও আত্মপ্রসাদ ভোগ করিয়া থাকেন । ইংলণ্ডের সুপ্রসিদ্ধ বাগ্মী বর্ক বিগত শতাব্দীর একটা ভদ্রলোকের বিষয় এক দিন বলিয়াছিলেন যে, “তাঁহার সদগুণ সমূহই তাঁহার উপজীব্য ।” ইহার কারণ এই যে লোকে এই সকল সচ্চরিত্র ব্যক্তিগণের উদ্দেশ্য সর্বমুখী নির্মল ও স্নেহময় বলিয়া ভাবিয়া থাকে এবং তাহাতেই তাহারা অসঙ্কুচিত চিত্তে তাহাদিগকে বিশ্বাস করিয়া থাকে ।

সচ্চরিত্র ব্যক্তিকে মানুষ প্রতিনিয়ত বিশ্বাস করিয়া থাকে, কিন্তু কেবল ধন থাকিলেই কেঁহ স্খাধারণের বিশ্বাস ভাজন হইতে পারেন না । ধন থাকিলে কি হইল ? যাহার যাহা প্রাপ্য তাহা স্বস্বরূপে বিচার করিয়া নিয়মমত পরিশোধ করিবার ইচ্ছা বা অভ্যাস যদি ধনীর না থাকে, কুবের তুল্য ধনশালী হইলেও লোকে তাহাকে বিশ্বাস করিবে না । টাকাকে মানুষ বিশ্বাস করে না, ন্যায়পরায়ণতা ও সচ্চরিত্রকে লোকে বিশ্বাস করিয়া থাকে এবং এই সদগুণ সমূহ যাহার চরিত্রে দৃষ্ট হয়, তিনি অপেক্ষাকৃত দীনদরিদ্র হইলেও লোকে তাহাকে অসচ্চরিত্র ধনী অপেক্ষা সমধিক বিশ্বাস করিয়া থাকে ।

কার্য্য করিবার ক্ষমতা ও প্রতিভা জগতে অনেক লোকেরই আছে । কিন্তু সত্যের উপর ইহাদের ভিত্তি স্থাপিত না হইলে মানুষ ইহাদিগকে কদাপি বিশ্বাস করিতে চায় না ।

কি ব্যক্তিগত, কি জাতিগত, কি সমাজগত উন্নতির মূলে সত্য-প্রিয়তা রহিয়াছে। সত্যপ্রিয়তা কার্যে প্রকাশ পায় এবং বাহার চরিত্রে ইহা দৃষ্ট হয়, সাধারণ লোকে তাঁহাকে অত্যন্ত ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিয়া থাকে। যেখানে সত্যপ্রিয়তা নাই, সেখানে নিঃস্বার্থতা থাকিতে পারে না। এই সঙ্গুণ না থাকিলে মানুষ অত্যন্ত নীচাশুর হইয়া পড়ে। তাহার জীবনে চরিত্রের মহত্ব কখনই লক্ষিত হয় না। কিন্তু যেমন সর্ব-প্রকার চরিত্রগত উন্নতির মূলে সত্যপ্রিয়তার প্রয়োজন, সেই-রূপ সাংসারিক উন্নতির জন্যও সত্যপ্রিয়তা নিত্য আবশ্যক। কারণ সত্যপ্রিয় না হইলে কেহ সাধারণের বিশ্বাসভাজন হইতে পারে না।

আমাদিগের প্রত্যেক চিন্তা প্রত্যেক কার্য ও প্রত্যেক ভাবের দ্বারা আমাদিগের চরিত্র সংগঠিত হয়। আমরা যাহা কিছু চিন্তা করি, তৎসমুদায়ের ফলাফল আমাদিগের প্রেরিত, অভ্যাস, এবং বিচাৰ শক্তির উপর কার্য করে। অতএব প্রতিনিয়ত আমাদিগের দৈনিক কার্য দ্বারা আমাদিগের চরিত্র উন্নত বা অবনত হইতেছে। এক জন ইংরাজ গৃহকার বলিয়া গিয়াছেন;—“আমি এমন কোনও অনায়াস বা দোষ করি না, যাহা আমার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া অন্ন বা অধিক পরিমাণে আমার সুখ, বিচারশক্তি এবং সংস্কারের হানি না করিয়া থাকে এবং গুত জীবনে যাহা কিছু সংকার্য্য করিয়াছি, যে কিছু সং চিন্তায় মনোনিবেশ করিয়াছি, তৎসমুদায়ই এখন আমাকে সংপথে থাকিতে বিশেষ সহায়তা করিতেছে।”

জড় জগতের ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার নিয়ম নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক জগতেও সত্ত্ব দেখা গিয়া থাকে। একটা সং-কার্য্য সম্পাদন করিলে আরো দশটা সংকার্য্য করিবার ক্ষমতা তাহাতে জন্মে; একটা অনায়াস কার্য্য করিলে আরো দশটা অসং কার্য্য সম্পাদন করিবার জন্য মন প্রস্তুত হয় এবং সংকার্য্য করিবার ক্ষমতা সেই পরিমাণে কমিয়া যায়। কিন্তু আমাদিগের কৃত কার্য্যের ফলাফলের সীমা এই স্থানেই নির্দিষ্ট হয় না। আমাদিগের কার্য্যের ফল, আমাদিগের আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব, প্রতিবাসী, এমন কি স্বদেশবাসী ও স্বজাতীয়গণও অনেক সময় ভোগ করিয়া থাকেন।

কেহ কেহ বলেন ‘মানুষ অবস্থার দাস। ইহা মিথ্যা কথা। প্রতিকূল অবস্থাকে পটুদলিত করিয়া তাহার উপর আপনার হৃদয়গত উদ্দেশ্য সাধন করিবার ক্ষমতার প্রকৃত মূহুর্ত্ত প্রকাশিত হইয়া থাকে। মানুষের উপর বাহ্য অবস্থার তত আধিপত্য নাই, বাহ্য অবস্থার উপর মানুষের যত আধিপত্য আছে। ঈশ্বর মানুষকে লীলা পুতুলি করিয়া সৃজন করেন নাই; মানুষ যে স্বাধীন ইচ্ছা ও যে সমুদায় মানসিক ও নৈতিক বৃত্তি নিচয় লইয়া জন্ম গ্রহণ করে, তাহাদেয় সাহায্যে তাহার জীবনকে এইরূপ ভাবে সে পরিচালিত করিতে পারে, যে প্রত্যেক প্রতিকূল ঘটনা তাহার অপকার না করিয়া উপকার করিবে। বাহ্য অলস ও বিভ্রাম-প্রিয়, বাহাদিগের ইচ্ছার বল নাই অথবা বিবেক একেবারে

নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে, তাহার মানুষকে ঘটনা স্রোতের লীলা পুতুলি বলিয়া বিশ্বাস করিয়া এই বৃত্তির নিয়মে আপনাদিগের অলস হৃদয়কে সাহস দিতে প্রয়াস পায়। সেন্ট বার্নার্ড বলিয়াছেন, “আমার নিজের দোষে ভিন্ন আমি কখনও কোনও প্রকারে ক্ষতিগ্রস্ত হই নাই।”

ন্যায়পরায়ণতা সচ্চরিত্রের প্রধান উপাদান। সচ্চরিত্র ব্যক্তি সর্বদা ন্যায়পরায়ণ। তাহার ব্যবসায় কার্য্যে, তাহার পরিবারস্থ সকলের সহিত আচার ব্যবহারে, তিনি স্বেসমুদায় সাধারণ হিতকর ব্রতে হস্তক্ষেপ করেন, তাহার মধ্যে এই সঙ্গুণ সতত প্রকাশিত হইয়া থাকে। বিচারামনে উপবিষ্ট হইলে বা কেবল অপরের অর্থ সম্বন্ধে যে মানুষ ন্যায়পরায়ণ হইলে একপন নহে, তাহার প্রত্যেক কার্য্যে ন্যায়পরায়ণতা দৃষ্ট হওয়া প্রয়োজন। টাকা কড়ি সম্বন্ধে যেকপ, অপরের চরিত্র ও মন সম্বন্ধেও সচ্চরিত্র ব্যক্তি ঠিক সেইরূপ ন্যায়পরায়ণ হইয়া থাকেন। তিনি তাহার প্রত্যেক চিন্তা ও ভাব ও কার্য্যকে ন্যায়সূত্র দ্বারা গ্রথিত করেন।

উদারতা সচ্চরিত্রের অন্যতম প্রধান উপাদান। প্রত্যেক বিষয়েরই একটা ভাল ও একটা মন্দ দিক আছে। প্রায় প্রত্যেক বিষয়কেই ভাল মন্দ উভয় অর্থে গ্রহণ করা বাইতে পারে। বিশেষতঃ যথোপযুক্ত কারণ না থাকিলে কার্য্যের মন্দার্থ গ্রহণ করা প্রকৃত উদারতার লক্ষণ এবং এই উদারতা যাহার জীবনে সত্যপ্রিয়তা ও ন্যায়পরায়ণতার সঙ্গে মিলিত হয়, তিনিই প্রকৃত চরিত্রবান ব্যক্তি।

ইংলণ্ডের স্বপ্রসিদ্ধ রাজনীতিক্ত পুত্র ফক্সের চরিত্রে উদারতা ও ন্যায়পরায়ণতা উভয়ই সম্মিলিত ছিল। ফক্সের চরিত্রগত পরিচিত ব্যক্তিমাত্রই তাহার প্রতি বিশেষ অমুরাগী ছিলেন এবং স্বেংলু শ্বিনয় ন্যায়পরায়ণতা ও উদারতা প্রভাবই তিনি সকল লোকের উপর প্রভূত আধিপত্য করিতে পারিয়াছিলেন। তাহার ন্যায়হুতি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ছিল। একদা এক জন মহাজন তাহার প্রাপ্য টাকা চাহিবার জন্য ফক্সের নিকট আসিয়াছিল। ফক্স সেই সময় কতকগুলি টাকা গণিতে ছিলেন, মহাজন তাহা দেখিয়া বলিল “মহাশয়! এই টাকা হইতে আমার খতখানা শোধ করিয়া দিন।” ফক্স বলিলেন “না। এই টাকা শেরিডানের প্রাপ্য। আমি তাহার নিকট হইতে বিনা খতে টাকা আনিয়াছিলাম, এবং আমার কোনও দৈবদ্রুঘটনা হইলে শেরিডান আর তাহার টাকা দাওয়া করিতে পারিবেন না। তোমাকে কিছু দিন অপেক্ষা করিতে হইবে।” “তবে এই দেখুন আমিও বিনা খতে আপনাকে টাকা দিয়া বিশ্বাস করিতে জানি।” এই বলিয়া মহাজন খতখানা তখনই ছিড়িয়া ফেলিল। ফক্স পরাজিত হইলেন এবং “শেরিডানকে তবে কিছু দিন অপেক্ষা করিতে হইবে,” এই বলিয়া মহাজনের প্রাপ্য টাকা শোধ করিয়া তাহাকে বিদায় করিলেন।

চরিত্রবান ব্যক্তির জীবন বড় সতেজ। তাহার প্রত্যেক চিন্তা, প্রত্যেক কার্য্য ও প্রত্যেক ভাবকে তিনি বিবেকের দ্বারা পরিমিত ও পরিচালিত করেন। কথিত আছে যে

ইংলণ্ডের সুপ্রসিদ্ধ যোদ্ধা ক্রম্‌ওয়েল পালিয়ামেন্ট মহাসভার নিকট, সাধারণ তত্ত্বের মতপ্রায় নিজীব ও অশিক্ষিত সেনাগণের পরিবর্তে, মবল মজীব ও যুদ্ধ বিদ্যায় পারদর্শী সেনার জন্য আবেদন করিবার সময় বলিয়াছিলেন যে, “আপনারা এইরূপ লোক আমাকে দিন, যাহারা তাহাদিগের স্ব স্ব রিবেকের কিঞ্চিৎ ব্যবহার করিবে।” এবং এইরূপ লোকের দ্বারাই তিনি তাঁহার (Iron-side), লৌহপার্শ্বক নামক সুবিখ্যাত সৈন্যদল প্রস্তুত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

অমুগ্রহ ও কর্তব্য ।

আমরা যে উদ্দেশ্যে ১৬ই জ্যৈষ্ঠের তত্ত্বকৌমুদীতে “ব্রাহ্মসমাজের কর্তব্যভার” শীর্ষক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম, আমাদের সে মনোরথ পূর্ণ হইয়াছে। আমাদের ইচ্ছা ছিল যে সেই প্রস্তাবের লিখিত বিষয়টি লইয়া ব্রাহ্মেরা বিচার করেন। আমরা ইতিমধ্যেই ভাগলপুর হইতে একখানি পত্র প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহা যথা স্থানে প্রকাশিত হইল। পত্র প্রেরক আমাদের কয়েকটি উক্তির প্রতিবাদ করিয়াছেন। তাঁহাই হইয়াছে, এবিষয়ে আরও পরিকাররূপে বিচার হইবার সুবিধা হইয়াছে। তবে আরও ই তাঁহাকে একটি কথা বলিয়া রাখা উচিত, আমরা তাহাকেও বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিয়া কোন কথা লিপি নাই। যে কিছু কথা বলিয়াছি তাহা সাধারণ ভাবেই বলিয়াছি।

পত্র প্রেরকের (প্রথম আপত্তি) এই যে ব্রাহ্মসমাজের আশ্রয়প্রার্থীরা বিধবাদিগকে আশ্রয় দিবার সময় অমুগ্রহ এবং কর্তব্য একপ্রভেদই করা উচিত নয়। ব্রাহ্মের নিকট সমুদায়ই কর্তব্য শ্রেণীভূত, অমুগ্রহ কিছু নাই। ব্রাহ্ম যে ধর্মার্থীরা বিধবাকে আশ্রয় দিতে আপনাকে বাধ্য মনে করিবেন এবং বিবাহার্থীরা আশ্রয় দেওয়া দয়ার কাণ্ড মনে করিবেন, ইহা তাহার মতে ব্রাহ্মোচিত ভাব নয়। এই আপত্তির উত্তর দেওয়া আবশ্যিক হইয়াছে। সাধারণ ভাবে দেখিতে গেলে জগতে বহু প্রকার সদগুণান আছে, ব্রাহ্মের চক্ষে সে সমুদায় কর্তব্যশ্রেণী গণ্য ইহা সত্য কথা, কিন্তু বিশেষ ভাবে বাদ দেখিতে বাওয়া যায়, অর্থাৎ কোন-টিতে অগ্র হস্তক্ষেপ করি, এই বিচারে যখন প্রবৃত্ত হওয়া যায়, তখন আমরা সেই সমুদায় কর্তব্য শ্রেণীর মধ্যে কতকগুলি দেখি যেগুলির সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ বাধ্যতা দেখিতে পাই এবং অপর কতকগুলি আমাদের চক্ষে পতিত হয় যাহাদের সম্বন্ধে আমাদের বাধ্যতা সে পরিমাণে প্রবল নয়। এ প্রভেদ অস্বীকার করিলে চলিবে কেন? আমরা কয়েকটি উদাহরণ প্রদর্শন করিতেছি। মনে কর, একব্যক্তি মাসে ৬০ টা টাকা উপার্জন করে, সে বড় দাতা লোক। সে ছয় সাতটি দরিদ্র বালককে অর্থ সাহায্য করিয়া থাকে, কিন্তু অর্থভাবে তাহার তিনটি পুত্রকে বিদ্যালয়ে পাঠাইতে পারে না, গৃহিণী বস্ত্রভাবে বাটীর বাহির হইতে পারেন না। একরূপ স্থলে সে ব্যক্তিকে কেহ দোষী করিবেন কি না? যদি

বল উভয়ই তাহার পক্ষে কর্তব্য সুতরাং সে নিজের অর্থ না থাকিলেও অপরের নিকট ভিক্ষা করিবে। ভাল সে যদি নিজ অর্থে অপর বালকদিগের ভরণপোষণ করিয়া নিজ বালকদিগের জন্য ভিক্ষা করে। ভিক্ষা সকল সময় নিশ্চিত নয়, সুতরাং তাহার সম্ভানগণের ভরণপোষণের যদি ব্যাঘাত হয়, সে ঈশ্বর ও মনুষ্যের চক্ষে অপরাধী কি না? আর একটি উদাহরণ গ্রহণ কর; দুইটি বালক আছে; দুইজনই আমার পক্ষে নিঃসম্পর্কীয় লোক, কিন্তু একজনকে আমি সাহায্যের আশা দিয়া কলিকাতায় আনিয়াছি, অপরটিকে কখনও কোন প্রকার আশা দেওয়া হয় নাই। এখন আমার যে অর্থ আছে তাহারা একজনের অভাবমোচন হয়। একরূপ স্থলে সে অর্থ কাহাকে দিব? দুইজনের জন্য পূর্বের নিকট সাহায্য ভিক্ষা করা কর্তব্য জানিলাম, আমি কি আমার অর্থ সেই দ্বিতীয় বালকটিকে দিয়া প্রথমটির জন্য ভিক্ষার প্রবৃত্তি হইব? পত্র-প্রেরক নিজেই বলিবেন, না। তবে কি দেখিতেছেন না, যে আমাদের কর্তব্য গুলির মধ্যে কতকগুলি একরূপ আছে, যাহা করিতে আমরা বাধ্য এবং অপর গুলি একরূপ সাধারণ বিষয়ে আমাদের বাধ্যতা অল্প। যে কাণ্ডের অকরণে আমাদের প্রত্যাবর্ত্তগামী হইতে হয়, তাহা আমাদের কর্তব্য শ্রেণী গণ্য, এবং যাহার অকরণে প্রত্যাবর্ত্তগামী হইতে হয় না, তাহা অমুগ্রহ বা দয়া শ্রেণী গণ্য। আরও মূলে প্রবর্ত্ত হইয়া বিচার করা যাইতে পারে। নিত নিত স্বা-প্রবৃত্তি সম্বন্ধে আমাদের কর্তব্য ভার অধিক কেন? তাহা দুই কারণে, প্রথমতঃ তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণ আমি না করিলে কেহ করিবেনা; দ্বিতীয়তঃ তাহাদের সহিত আমাদের যে সম্বন্ধ তাহার মধ্যেই এই প্রতিজ্ঞা নিহিত আছে যে আমরা তাহাদের রক্ষা করি। যে দুই বালকের উল্লেখ করা গেল তাহার প্রথমটির সম্বন্ধে আমার কর্তব্য ভার গুরুতর কেন? না, আমি তাহাকে আশা দিয়াছি, সেই আশা নিবন্ধন হয়ত সে অন্য কোন স্থানে চেষ্টা করে নাই, হয়ত আমার নিকট আশা পাওয়াতে আর দশজনে তাহার সাহায্য করা অনাবশ্যক ভাবিয়া হস্ত গুটাইয়াছেন, এখন আমি তাহাকে বঞ্চিত করিলে তাহাকে ক্রোধ দেওয়া হয়।

এখন এই যুক্তি গুলিকে, আশ্রয়ার্থীরা বিধবাদিগের সম্বন্ধে খাটাইয়া দেখুন। যে বিধবা অস্তরে ব্রাহ্মধর্মকে স্থান দেওয়াতে অত্যাচার ও উপদ্রব সহ্য করিতেছেন, তিনি যদি সাহায্য প্রার্থনা করেন, ব্রাহ্মসমাজ তাহাকে সাহায্য করিতে অধিক বাধ্য, একথা বলিবার অভিপ্রায় এই; প্রথমতঃ তাহার যে মত পরিবর্তনের জন্য তিনি ক্রোধ পাইতেছেন, ব্রাহ্ম সমাজই তাহার কারণ। দ্বিতীয়তঃ তিনি যেকোন কারণে ক্রোধ পাইতেছেন, ব্রাহ্মেরা ভিন্ন অপর কেহ তাহাতে সমছঃখ সুখতা প্রকাশ করিবেন না, সুতরাং সে বিষয়ে অপরের নিকট সাহায্যের আশা নাই। তৃতীয়তঃ আমরা যেদিন তাহার নিকট ব্রাহ্মধর্মের কথা বলিয়াছি, সেই দিন তাহাকে এই প্রতিজ্ঞাও জানাইয়াছি যে আমরা তাহার ধর্মপথের বন্ধ ও ধর্ম সংগ্রাম কালের সহায়। এখন যদি সাহায্য বিধান হত

সংকুচিত করি, তবে আমরা তাঁহাদের সন্তানকে। তবে আমাদের পত্রপ্রেরক যে কথা বলিয়াছেন তাহা আমরা স্বীকার করি। যিনি ধর্মকে হৃদয়ে স্থান দিয়াছেন তিনি সাহায্য প্রাপ্ত না হইলেও আপনার পবিত্রতা রক্ষাতে সূক্ষ্ম হইবেন। আমরা ইহার অধিকও স্বীকার করি, অনেক স্থলে হয়ত তিনি ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র, দেবর প্রভৃতির সেবায় পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছুক হইবেন না। কিন্তু অত্যাচার বা উৎপীড়ন অসহ্য হওয়াতে যদি কোন হস্তাভিগনীর সাহায্যের প্রয়োজন হয় এবং তিনি সেই সাহায্য প্রার্থনা করেন, তাহা হইলে আমরা দিগকে বাধ্য হইয়া সাহায্য দিতে হয়। বিবাহার্থিনী হইয়া যিনি সাহায্য চাহিতেছেন, তাহার ক্রেশ উৎপাদন বিষয়ে ব্রাহ্ম-সমাজের কোন হস্ত ছিল না, ব্রাহ্মসমাজ ভিন্ন আরও দশ জনের সাহায্যের আশা আছে, সুতরাং ব্রাহ্মসমাজ তাহার সাহায্য বিদানে পূর্বের ন্যায় বাধ্য নহে। এই মাত্র বলা আমাদের উদ্দেশ্য ছিল।* এক্ষণে অবস্থান্তরে সাহায্য করা যে ব্রাহ্ম অথবা সকলের উচিত তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। কেহ যদি এজন্য দশজনের নিকট ভিক্ষা করেন, তিনি ঈশ্বরের শুভাশীর্বাদের ভাগী হইবেন তাহাতে সন্দেহ কি? কিন্তু এক্ষণে অপর দশজনের নিকট যেমন দয়ার কার্য, তেমনই ব্রাহ্মসমাজের নিকট দয়ার কার্য। অনাম্য বা অসচ্ছলতা নিবন্ধন যদি কাহারও সাহায্য করিতে না পারা যায়, তাহাতে ব্রাহ্মসমাজ প্রত্যাশায় ভাগী হইবেন না।

* পত্র প্রেরকের একটি উক্তির অসাধনতা প্রদর্শন করা উচিত হইয়াছে। একস্থলে পত্রপ্রেরক লিখিয়াছেন, যে বিবাহ বয়ঃ প্রাপ্ত হইয়া যখন শুনিলেন “ভ্রাতৃপুত্র ভ্রাতৃকন্যা, ভ্রাতৃপুত্র ও ভ্রাতা না হয় ঈশ্বরালয়ের সমস্ত আত্মীয়ের সেবাই তাহার জীবনের একমাত্র এত। এজন্য সে জীবনের অস্তিত্ব থাকে না, থাকে কি তাহার পক্ষে সমান নহে?” আমাদের ভয় হয় পাছে এই কথাগুলি কোনও বিধবার হস্তে পতিত হয়। ভ্রাতা ভ্রাতৃপুত্র প্রভৃতির সেবা করা কি এমন বিড়ম্বনা যে সেজন্য একজন রমণীর জীবন ও মৃত্যু উভয় সমান হইবে? এক্ষণে কথা কি বলিতে আছে? এই মাত্র বলিতে পারি কোন বিধবা যদি ইহাদের সেবাকে ভার মনে করেন, এবং সেবা করিতে অনিচ্ছুক হন, তবে বলপূর্বক তাহাকে বাধ্য করা মহা ভ্রম। কিন্তু যিনি স্বেচ্ছাপূর্বক ও ভালবাসার অনুরোধে নিজে বৈধব্যের ক্রেশ স্বীকার করিয়াও ইহাদের সেবাতে রত থাকেন, তিনি যে আমাদের শ্রদ্ধার যোগ্য তাহা কি পত্র প্রেরক অস্বীকার করেন? আমরা একটি রমণীর বিষয় জানি, ব্রাহ্মসমাজের ঈর্ভাগ্য ক্রমে সেই কন্যারও আর এ জগতে নাই, আমরা তাহার বিবরণ কিঞ্চিৎ প্রকাশ করিতেছি, পত্র প্রেরক বিচার করিয়া দেখিবেন এক্ষণে ভগিনী ও কন্যা প্রার্থনীয় কিনা?

১) কোন ব্রাহ্মগৃহস্থের একটি কন্যা ছিল। তাহার পিতা বাল্যবিবাহের বিরোধী সুতরাং কন্যাটিকে ১৬।১৭ বৎসর পর্যন্ত অবিবাহিত রাখিয়াছিলেন। কন্যাটি যখন বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াছেন এবং আত্মীয় স্বজনে পাত্রের অবেশে প্রবৃত্ত হই-

রাছেন, এমন সময় তাহার একটি ভ্রাতা কোন গুরুতর পীড়ায় আক্রান্ত হইলেন। জনক জননী বৃদ্ধ, ছোট, ছোট দুই তিনটি ভাই, অর্থসামর্থ্য এরূপ নয় যে জননীর সাহায্যের জন্য দাসদাসী রাখা হয়; ইহার উপর ভ্রাতার পীড়া। সেই বালিকা একেবারে ভ্রাতার সেবার জন্য বন্ধপরিকর হইল। সে কেমন সেবা!! বৃদ্ধ পিতা মাতাকে গৃহে রাখিয়া সেই পীড়িত ভ্রাতাকে লইয়া পশ্চিমে যাত্রা করিল। সেখানে সমস্ত দিন গৃহ কার্যা, রন্ধন, পথ্যের ব্যবস্থাকে যাইত, এবং রাত্রে পাণা হস্তে ঘড়িটা গুলিয়া বসিয়া ভাগিতে হয়। কত দিন গায়ের বস্ত্র গায়ে স্থখাইয়াছে, কত দিন অনশনে গিয়াছে। ইতিমধ্যে কোন আত্মীয় একটি বিবাহের প্রস্তাব দিয়া বসিয়া পাঠাইলেন, “আমি বিবাহের প্রস্তাব এখন কর্ণে শুনিব না।” এইরূপে সেবা করিতে করিতে তিনি নিজে ভরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হইলেন, এবং দুই ভ্রাতা ভগ্নীতে পরলোক যাত্রা করিলেন। যদি কন্যাটি একপ না করিয়া বিবাহ করিতে প্রস্তুত হইতেন, তাহা হইলে আমরা এ দৃষ্টান্ত আর দেখিতে পাইতাম না। বলিতে কি, বিধবাদের এমন জনস্বার্থীন কার্য যদি অধিক দেখিতে হয়, তাহা হইলে আমরা বিধবা বিবাহকে ঘৃণা করিতে আবশ্য কবিব। ব্রাহ্ম-সমাজে বিধবাদের বিবাহের সুবিধা থাকাতঃ অনেক অধর্ম হইয়াছে। এমন কি বিধবা মূলাশ্রয় প্রথম আশ্রিত কন্যাকে কেলিয়া, আশ্রিত বিবাহ করিয়াছেন। কেহবা একমাত্র নিবাস্য জননীকে পথে বসাইয়া পলায়ন করিয়াছেন। আত্ম আবার কি? এ সকল কি অধর্ম নয়? যে সমাজ মানবসমাজের অতি প্রিয় ও অতি মনুষ্যসম্বন্ধ সকল বিস্তৃত হইতে শিক্ষা দেয়, অক্রেপে রক্তের ও প্রাণের সম্পর্ক সকল ভেদ করিতে উপদেশ দেয় বা সে বিষয়ে উৎসাহিত করে, তাহা মানব সমাজের শত্রু। কথা শুনি বড় কঠিন হইল, কিন্তু কি করি, আমরা দেখিতেছি ব্রাহ্মসমাজ দ্বারা এইরূপ অনিষ্ট ক্রিয়পরিচালনা হইয়াছে।

কোন বিধবার হস্তে যদি এই প্রবন্ধ পতিত হয় তিনি হয়ত ভাবিবেন যে, আমরা পুরুষ এবং আমাদের ভগিনী আছে, তাহাদের সেবা আমাদের নিষ্ঠ, সুতরাং এই সকল সম্বন্ধের পবিত্রতার উপর আমরা এত ভর দিতেছি। তাহা নহে; পুরুষও যদি এক্ষণে হৃদয়বিহীন কার্য করেন, তাহাও নিতান্ত নিন্দনীয়। প্রথম স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তানগুলির মুখপেক্ষা না করিয়া পুরুষ যদি বিবাহার্থ ব্যস্ত হন, তাহাতেও হৃদয়বিহীনতা প্রকাশ পায় এবং সেক্ষণে কার্য দ্বারা সন্তানদিগকে বড় উন্নত শিক্ষা দেওয়া হয় না। সন্তানেরা যদি দেখে, যে পাছে তাহাদের কোন প্রকার ক্রেশ হয় এই জন্য পিতা নিজে অবিবাহিত থাকিলেন, তাহা হইলে তাহাদের হৃদয় কেমন উন্নত হয় এবং তাহাদিগকে কেমন স্বার্থনাশের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা হয়! তাহা না হইয়া তাহারা যদি দেখে যে পিতা নিজের সুখের জন্য এক্ষণে ব্যস্ত যে তাহাদের সুখ দুঃখ গণনা করিলেন না, তাহা হইলেই বা কি শিক্ষা দেওয়া হয়। অবশ্য, তাহারা অবিবাহিত থাকিয়া আত্মরক্ষা বিধানকর মনে করেন, এমন পুরুষ ও রমণী উভয়ের পক্ষে বিবাহই বিধি।

সংবাদসার।

বিলাতের স্পার্জিয়ান সন্থেবের নাম, আমাদের পাঠক-পণের অনেকেই শুনিয়াছেন। তিনি সম্প্রতি একটা সভাতে বক্তৃতা করিবার সময় একটা কৌতুককর গল্প করিয়াছিলেন। “এক ব্যক্তি প্রতি রবিবার ভজনার সময় নিজে গির্জাতে না গিয়া আপনার জীকে বলিত “মেরি! তুমি গির্জাতে যাও আমাদের উভয়ের হইয়া প্রার্থনা করিও।” এক দিন সেই পুরুষ স্বপ্নে দেখিল যে যেন সে এবং মেরী উভয়ে একসঙ্গে স্বর্গের দ্বারে উপস্থিত। দ্বারে একজন দ্বাররক্ষী পুরুষ দণ্ডায়মান। সে ব্যক্তি স্বামীকে সোধ করিয়া মেরীকে ছাড়িয়া দিল, বলিল, “মেরী! হুইজনের হুইয়া যাইবে।” এই নির্কোষ পুরুষ যেনন স্ত্রীর উপর ভজনার ভার দিত, সেইরূপ ধর্মসমাজের অনেক লোক ধর্ম যাজক ও প্রচারকদিগের উপর ধর্মসাধনের ভার দিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন যেন যাজক ও প্রচারকদিগেরই উপাসনাশীল হওয়া প্রয়োজন। উপাসনাদি সকলের জন্য নয়।

ইংলণ্ডে ব্রাডলা নামে একজন প্রসিদ্ধ নাস্তিক আছেন। ইনি এই বার একটা স্থানের প্রতিনিধিরূপে পার্লামেন্টে মুহাসভায় প্রেরিত হইয়াছেন। এরূপ ব্যক্তিকে পার্লামেন্টে বসিতে দেওয়া উচিত কি না, প্রথমে এই বিচার গেল, পরে যদি বসিতে দেওয়া স্থির হইল, আর এক বিষয় গোলযোগ দাঁড়িয়াছে। পার্লামেন্টের সভ্যদিগের ঈশ্বরের নাম লইয়া শপথপূর্বক নিজ নিজ কার্যভার গ্রহণ করিবার রীতি আছে, ব্রাডলা সাহেব ঈশ্বরের নামে শপথ করিতে অস্বীকৃত হওয়াতে বিষয় সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছে। এই বিষয়ের বিচারের জন্য ১৭ জন লোককে গিয়ুক্ত করা হয়, তাঁহাদের অধিকাংশের মতে শপথ না করিলে কাহাকেও গ্রহণ করা যাইতে পারে না এই স্থির হইয়াছে। লোকের বলিতেছে যে নাস্তিক তাহার আবার একটা শপথ করিতে এত ভাবনা কেন? আমরা বলি নাস্তিকের কি বিবেক নাই?

খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায়ের লোকেরা জগতে নিজ ধর্ম প্রচারের জন্যকিরূপ ব্যয় ও চেষ্টা করিতেছেন তাহা যাহারা জানিতে চান করেন তাহারা নিম্নলিখিত বিবরণটি পাঠ করুন। ব্রিটিশ এবং ফরেন বাইবেল সোসাইটী নামে একটা সভা আছে তাহারা বৎসরে প্রায় ৩০০০০০০ লক্ষ বাইবেল মুদ্রিত করিয়া প্রচার করেন; আমেরিকার ঐরূপ এক সভা প্রায় ১৩০০০০০ লক্ষ বাইবেল বিক্রয় করেন। এতদ্বির ইউরোপের অপরাপর জাতির ও সভার কার্য আছে। “প্রিন্সিপালিটি সোসাইটী” নামে একটা সভা আছে, তাহারা গত বৎসরে প্রায় ৭৭৬১৬৬০ খান ধর্ম বিষয়ক পুস্তক, পুস্তিকা, পত্রাদি মুদ্রিত ও প্রচারিত করিয়াছেন। ধর্ম প্রচারার্থ লোকে কিরূপ অর্থ ব্যয় করিতেছে তাহার পরিচয় নিম্নলিখিত তালিকা দৃষ্টে জানা যাইবে। চার্চ মিশন সোসাইটীর গত বৎসরের আয় ২২১৭২০ টাকা; মেথডিস্ট মিশন সোসাইটীর ১৬৫৪৯৮০ টাকা; লণ্ডন মিশন সোসাইটী ১০২১৬২৮ টাকা। এত ব্যয় এবং চেষ্টার ফল এত অল্প ফলিতেছে যে এখন চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রে বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন যে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের

চেষ্টা বৃদ্ধি বা পণ্ডপ্রম মাত্র হইল। হয় বর্তমান প্রচার প্রণালী পরিবর্তিত হওয়া উচিত, না হয় এ কার্য পরিত্যাগ করা কর্তব্য। আমরা এতদ্বারা এই উপদেশ পাইতেছি যে ধর্ম প্রচার অর্থের দ্বারা হয় না। সেই জীবন্ত ধর্মভাব যাহা এক সময়ে খ্রীষ্ট ধর্মের পতাকা দেশ বিদেশে লইয়া গিয়াছিল, এই ধর্মের প্রচারকদিগের মধ্যে আর নাই, সে অভাব কি অর্থ দ্বারা পূর্ণ হইতে পারে?

ফরাসি দেশে সাধারণ তত্ত্ব প্রণালী প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে তাহার সমুদ্র চতুর্দিকে লক্ষ্য করা যাইতেছে। পূর্বে ফরাসি দেশের শিক্ষা বিভাগ রোমান কাথলিকদিগের কর্তৃত্বাধীন ছিল, বর্তমান গবর্ণমেন্ট আদেশ করিয়াছেন যে শিক্ষা বিভাগে সকল প্রকার ধর্মমতের সমতা রক্ষিত হইবে। ইউনিটেরিয়ানদিগের পুত্র কন্যাাদিগকে আর রোমান কাথলিক বা দোঁড়া প্রোটেস্ট্যান্টদিগের শাসনাধীন হইতে হইবে না। ধর্ম সম্বন্ধে স্বাধীনতা যতই বর্ধিত হয়, ততই আমাদের আন্দোলনের বিষয়।

এখন একটা জগতের সৃষ্টি বিষয়ক নত বাহির হইয়াছে তাহার নাম “ইভোলিউশন” বা বিকাশবাদ। ঐ মতটির অভিপ্রায় এই যে পরমাণু পুঞ্জের সংযোগ বিয়োগ ধর্মাত্মসারে জগতের সকল পদার্থ আবির্ভূত হইয়াছে। যাহারা সংস্কৃত দর্শন শাস্ত্রের বিষয় অবগত নহেন, তাহারা এই মতটিকে নূতন বলিয়া আশ্বাসিত হইতেছেন, এবং মনে করিতেছেন তবে আর ঈশ্বরের থাকার প্রয়োজন কি? কিন্তু যাহারা সাংখ্যদর্শন পাঠ করিয়াছেন তাহারা জানেন এটা নূতন নয়। সাংখ্যেরাও বিকাশবাদী। সম্প্রতি একজন সুপ্রসিদ্ধ বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত বলিয়াছেন, বিকাশবাদ স্বীকার করিয়াও আমার বিশ্বাস বিচলিত হয় নাই, কারণ চৈতন্য বিহীন পরমাণু বিকাশে চৈতন্য ও বুদ্ধিপূর্ণ বিশ্ব বিকসিত হওয়া সম্ভব নহে, মূলে চৈতন্য নিশ্চয় আছে।

ব্রাহ্মসমাজ।

আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম যে, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম সভ্য শ্রীযুক্ত বাবু কালিদাস ঘোষের প্রযত্নে যশোহরের অন্তর্গত চেন্দীয়া নামক গ্রামে একটা নূতন ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হইয়াছে। বিগত ১৮ই চৈত্র এতদর্থ স্থানীয় লোকদিগের একটা সভা আহূত হয়। উক্ত সভাতে অনেক ভক্ত-লোক উপস্থিত ছিলেন। সভা অল্প রাত্রিকালে উপাসনা হয়। এক জন সভ্যকে সম্প্রতি অচাণ্ডালরূপে নিযুক্ত করা হইয়াছে। আমাদের এক জন পত্রপ্রেরক লিখিয়াছেন যে, এই সমাজটি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অঙ্গীভূত হইবে। ঈশ্বর করুন সমাজটি রক্ষিত হইয়া সকলের আধ্যাত্মিক কল্যাণ বিধান করুন।

গত গ্রীষ্মের বন্ধের সময় আমাদের কার্য নির্বাহক সভার অন্যতম সভ্য শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় কুমারখালি, গোয়ালন্দ প্রভৃতি কয়েকটা সমাজ পরিদর্শন করিয়া দার্জলিং গমন করেন। তিনি কুমারখালিতে

সামাজিক উপাসনা কার্য সম্পাদন করে এবং “ধর্মসাধন” অন্তরে এই বিষয়ে একটি বক্তৃতা করেন। সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের এক জন সুশিক্ষিত সভ্য বাবু হেরমচন্দ্র মৈত্র তাঁহার সম্ভাব্যাহারী হন; তিনি গোয়ালন্দে “সংসারে থাকিয়া ধর্মসাধন” বিষয়ে একটি বক্তৃতা করেন। তৎপরে তাঁহার দার্জিলিঙে উপস্থিত হন। সেখানে প্রত্যহ উপাসনা ও দুইটি প্রকাশ্য বক্তৃতাদিতে কয়েকদিন যাপন করিয়া তাঁহার প্রতিনিবৃত্ত হইতেছেন। ফিরিবার সময় সিলিগুড়ি, মৈদপুর প্রভৃতি স্থান পরিদর্শন করিয়া আসিবার সংকল্প আছে:—

শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন মহাশয় ডিব্রুগড় হইতে নিম্নলিখিত পত্রখানি লিখিয়াছেন।

“ডিব্রুগড় আসামের শেষ সীমা ও ব্রিটিশ রাজ্যের ওশেশ্ব সীমা। কলিকাতা হইতে ২৭ মিনিট পূর্বে এখানে সূর্যের উদয় হয়, বিগত ২৪ বৈশাখ আমি এখানে উপস্থিত হই, এখানে ঠাহর পূর্বে ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের জন্য আর কেহই আসেন নাই। এখানে সকল বিষয়ই নূতন, স্তব্রাং বিশেষ পরিশ্রম ভিন্ন কোন কার্য করা যায় না। ঝিমার ঘাট হইতে ডিব্রুগড়ে যখন আসি, তখন কোথায় থাকিব, কি করিব, কিছুই স্থির ছিল না, ঈশ্বরের আশীর্বাদে এখন আমার কাণ্ডের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। ২৭ এই বৈশাখ অত্রস্থ হংরাঙ্গী পুলগৃহে সমাজ ও ধর্ম এই বিষয়ে একটি বক্তৃতা হয়, ইহাও এই স্থানের পক্ষে নূতন। তাঁহার পর আলোচনা ও কখন কখন কোন কোন ক্ষুর বাটী উপাসনা করিতে আরম্ভ করিলাম, অবশেষে গত ৩রা জ্যৈষ্ঠ একটি ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। সুখের বিষয় এই যে আসামের কয়েকটি যুবক উৎসাহের সহিত ইহাতে যোগ দিতেছেন। এই স্থানের কার্য সমাধা করিয়া বিগত এই জ্যৈষ্ঠ হকানগুড়ি নামক একটি চা বাগিচায় গমন করি। হকানগুড়ি ডিব্রুগড় হইতে ৪০ মাইল, এই ৪০ মাইল আমি হাঁটিয়া যাই। এই রাস্তাটি অতি গুরুত্ব, ব্যাঘ্রাদির বিলম্ব উৎপাদিত আছে, কিন্তু এই স্থানের ব্যাঘ্রের নররক্ত পিপাসু নহে। এখন এখানে ভয়ানক ঝড়ের তাপ। আমি এক এক বার পথে চলিতাম, আর ক্লান্ত হইয়া বৃক্ষের তলে শয়ন করিতাম, আবার চলিতে আরম্ভ করিতাম, এইরূপে হকানগুড়িতে আসিয়া উপস্থিত হই। হকানগুড়ি একটি বাগান, এখানে দুই সহস্র কুলী আছে। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের এক জন সভ্য শ্রীযুক্ত বাবু হারাণচন্দ্র মিত্র মহাশয় এখানে আসিয়া একটি নৈশবিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন, এই বিদ্যালয়ের অবস্থা ভাল। আমি এই স্থানে কুলিদিগের সহিত ঈশ্বর উপাসনা ও আলোচনাদি করিতাম। বোধ হয় এখন অবধি এখানে সাপ্তাহিক উপাসনা হইবে। হারাণ বাবুর উৎসাহ ও ধর্মপ্রসারগত অত্যন্ত প্রশংসনীয়”।

কিছু দিন হইল পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী বাঁকীপুর সমাজের উৎসবকার্য সম্পাদনের জন্য আহৃত হইয়া গমন করেন। সেখানে এক দিন উপাসনা ও বক্তৃতা হয়। তৎপরে তিনি আরাধনায় মুরশিদাবাদ সমাজের উৎসব সম্পাদনার্থ তথায় গমন করেন। উৎসব শেষ হইলে বহরমপুরে গমন করেন।

সেখানে “প্রকৃত ধর্মের লক্ষণ কি কি” এই বিষয়ে একটি বক্তৃতা হয়। ফিরিবার সময় ব্রহ্মসমাজে এক দিন আতিথি করিয়া একটি বক্তৃতা করেন।

পূর্ণিমা সমাজ ও মহিহারি সমাজের সভ্যগণ তাঁহাদের উৎসব সম্পাদনার্থ প্রচারক প্রেরণের অনুরোধ করিয়াছেন এবং পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী পূর্ণিয়ার গমন করিয়াছেন।

প্রেরিত।

• শ্রদ্ধাস্পদ

শ্রীযুক্ত তত্ত্বকৌমুদী সম্পাদক মহাশয়!

আপনার তত্ত্বকৌমুদীর প্রেরিত হৃদে আমার এই পত্র খানিকে স্থান দানে, ১৪ যদি আমার ভ্রম দূর করা আবশ্যক বোধ করেন, তবে তাহা দূর করিয়া আমাকে চিরবাসিত করিবেন।

গত ১৬ই জ্যৈষ্ঠের তত্ত্বকৌমুদীতে “বৃক্ষের কর্তব্য ভার” প্রবন্ধটি পাঠ করিয়া অপর আনন্দ অনুভব করিলাম। সময়ে সময়ে সামাজিক বিষয় সম্বন্ধে, একদা প্রবন্ধ পাঠে মনের অনেক ভ্রম দূর হয় সন্দেহ নাই, কিন্তু আমি দ্বিধাটি আদোষপাশ্বে পাঠ করিয়া যে আনন্দ অনুভব করিলাম, স্থানে স্থানে (আমার মতে) অনুভব করার প্রস্তর দেওয়া হইয়াছে একারণ সেই আনন্দস্রোতঃ অপ্রতিহত বাধিতে পারিলাম না।

প্রথম প্রকারের সাহায্যকাজিনী বিষয়কে স্থান দেওয়া আপনারা যেরূপ মনোবল মনে করিলেন, দ্বিতীয় প্রকারের বিষয়কে আশ্রয় দেওয়া, তাহার সতি সমান মনে করা দূরে থাকুক তাহা অপেক্ষা অনেক হীন বলিয়া মনে করেন; কিন্তু আমাকে ক্ষমা করিবেন, আমি সম্পূর্ণরূপে এই নীতিসম্মত বিরোধী। আমি প্রথম প্রকারের বিষয়কে সাহায্য দান অপেক্ষা দ্বিতীয় প্রকারের বিষয়কে সাহায্য দেওয়া অধিক গুরুতর কর্তব্য কাণ্ড বলিয়া মনে করি, কেবল মনে করি না ইহার যে যুক্তি আছে তাহা দেখাই।

এতাবৎ ব্রাহ্মসমাজে যে সমস্ত বিধবা আশ্রয় লইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কোনটি সংসার কামনাশূন্য ধর্ম সাধনের জন্য আসিয়াছেন? তাঁহার নামোল্লেখ করিয়া দেখাইবেন। (অর্থাৎ এমন বিধবার নাম করা চাই, যিনি ব্রাহ্মসমাজের আশ্রয় লইয়া বিবাহ করেন নাই, একমাত্র ঈশ্বরে ভ্রাতৃসমর্পণ করিয়া বসিয়া আছেন।) (১) শিক্ষিতা ও উন্নতমনা হিন্দু ললনাই বলুন আর অশিক্ষিতা বিধবাই বলুন, তাঁহাদের মধ্যে কেঁহই অদ্যাপি এতদূর মনের বল লাভ করেন নাই বাহাতে পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগ্নীয় স্নেহ বন্ধন ছেদ করিয়া ধর্ম সাধনের জন্য প্রচলিত হিন্দু প্রথা পরিত্যাগ পূর্বক একাকিনী ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন। অশিক্ষিত সংসারী জীব সংসারের প্রিয় দ্রব্যই অধিক বৃত্তিতে পারে ও ভাল বাসে। হিন্দু বাল-বিধবা, সংসার পথের প্রধান অবলম্বন যে স্বামী, তন্মাত্রার্থে ও তৎপ্রসূত নানা প্রকার নূতন ভাবে আপন জীবনকে

(১) এমন বিধবা ব্রাহ্মসমাজের গৌরবস্থল হইয়া আছেন, আমরা জানি। প্রকাশ্যে নামোল্লেখ অনাবশ্যক। স।

অলঙ্কৃত করিতেই ব্রাহ্মসমাজের আশ্রয় লইয়া থাকেন। এইটি তাঁহাদের ব্রাহ্মসমাজে আসার প্রধান কারণ। ধর্ম-সাধন দ্বিতীয় কারণ। প্রথম উদ্দেশ্যটিকে দ্বিতীয় ও তৃতীয়-টিকে প্রথম করিতে হইবে, ব্রাহ্মেরাই সেই বিধবাকে এশিক্ষা দিয়া থাকেন। তিনি বুঝিলেন কোন্টি প্রধান, বিবাহ ত হইবেই, তবে মানুষের প্রধান উদ্দেশ্য বাহা তাহা কেনই বা না শিক্ষা করিবেন ?

এই বুঝিয়া তাঁহারা যেমন একদিকে বৈশ্ব-ভূষায় আপনা-দিগকে অলঙ্কৃত করিতে থাকেন, অপর দিকে তেমনি আপন আপন জীবনকেও ধর্মালঙ্কারে অলঙ্কৃত করিতে থাকেন। আপনি লিখিয়াছেন দ্বিতীয় প্রকারের বিধবাকে সাহায্য দেওয়া “অমুগ্রহ” কিন্তু, ও সেই “অমুগ্রহ” অর্থ মার্গদক্ষ। ব্রাহ্ম আবার অমুগ্রহ করিবেন কি ? ব্রাহ্ম যাহা কর্তব্য বুঝিলেন তাহাতেই হস্তক্ষেপ করিবেন। এক্ষণে দেখিতে হইতেছে, বিবাহাকাজিনী বিধবাকে সাহায্য দেওয়া অমুগ্রহ, কি কর্তব্য কাব্য। দুর্নীতি ও দেশাচার ঘেঁষা-বনের আশা ভরসা প্রকট হইবার পূর্বেই তাঁহাকে তাহা হইতে বঞ্চিত করিয়াছে, যিনি নিজ অধিকার বুঝিবার পূর্বেই তাহা হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন, যখন তাঁহার জ্ঞানোদয় হইল, যখন তিনি আপন অভাব বুঝিতে পারিলেন, তখন তিনি শুনিলেন কি না তিনি তাঁহার অনেক পূর্বেই সে সকল অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন ! এক্ষণে জাতার কিম্বা দেবতার সংসারে শরীরের সমস্ত শোণিত বারিবিন্দুতে পরিণত করিয়া পরিশ্রম করাই ঈশ্বর তাঁহার ভাগ্যে লিখিয়াছেন। ভ্রাতৃবৎ, ভ্রাতৃকন্যা ভ্রাতৃপুত্র ও ভ্রাতা না হয় শ্বশুরালয়ের সমস্ত আত্মীয়ের সেবাই তাঁহার জীবনের একমাত্র ভৃত। এক্ষণে সে জীবনের অস্তিত্ব থাকা না থাকা কি তাঁহার পক্ষে সমান নহে ? মহাশয় একবার নিজ জীবনকে এই অবস্থায় স্থাপিত করিয়া তাহার ইতিহাস খানি পাঠ করুন দেখি ? দেখি আপনার কোমল হৃদয় বিবলিত হয় কি না ? আমার এই সমস্ত ব্যাপারের মধ্যে হিন্দু ধর্মের বিশ্বাস প্রযুক্ত “আদেশবাদ” আছে। এক্ষণে সেই “আদেশবাদ” আপনার মতে প্রকৃত “আদেশবাদ” কি না ? যদি কাজে ইহা প্রকৃত “আদেশবাদ”, তবে একাল পর্যন্ত আপনারা’ সে সমস্ত বিধবার বিবাহ দিয়াছেন, তাহাতে ঈশ্বরের আদেশ লঙ্ঘন করিয়া আপনারা অপরাধী হইয়াছেন ; আর যদি বলেন তাহা আদেশ নহে, ব্যক্তিগত ও জাতিগত ভ্রমমাত্র, তবে ভ্রম ও কুসংস্কার দূর করণে ব্রাহ্মসমাজ সতত প্রস্তুত। কেন প্রস্তুত ইহা কি অমুগ্রহ না কর্তব্য কার্য ? সংসারী জীব হইয়া অশিক্ষিত অবস্থায় বহুকালের কুসংস্কারে মগ্ন থাকিয়া কর্তব্য বোধে ও উভয় পরিবারের কোন একটির সেবা করা বিধবার পক্ষে কতদূর সম্ভব তাহা, আপন আপন জীবনের প্রাথমিক অবস্থা চিন্তা করিলে সহজে বুঝিতে পারি। পিতা, মাতা, ভাই ভগ্নী যদি কোমল হৃদয়ের লোক হন, তবে বলিলেন “এই বিধবার পক্ষে দাস্যবৃত্তি ও এই কোমল হৃদয়ের নিরুৎসাহ ও বিমর্ষ ভাব আর সহ্য হয় না। যদি কেহ এসময়ে একে

নিরে গিয়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কাছে বা ব্রাহ্মসমাজে দেয়, তবে প্রাণটা জুড়ায়, আর সহ্য হয় না।” তাঁহারা দেশাচার রূপ শৃঙ্খলে আপনাদিগকে আবদ্ধ রাখিয়াছেন। এরূপ কার্যে তাঁহাদিগের হস্তক্ষেপ করিতে সাহস নাই, করেন ও না। বিধবা আত্মীয়গণের নিকটে সাহায্য না পাইয়া কি করেন ? যার তার নিকট সাহায্য লইতে পারেন না, কারণ তাহাতে বিষম ফল উৎপন্ন হইবে। ব্রাহ্মেরা এ সকল বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়া থাকেন বলিয়াই তাঁহাদের নিকট আগিয়া উপস্থিত হন। এক্ষণে ব্রাহ্ম কি বলিবেন ? ব্রাহ্ম কি বলিবেন আমি “অমুগ্রহ” করিতে পারিলাম না ? কি আশ্চর্য ! কর্তব্য কাব্য “অমুগ্রহে” পরিণত হইল ! ব্রাহ্মের কর্তব্য অমুগ্রহে পরিণত হইল ! মনে করুন, এক জন বিপদাগর লোক আমার নিকট কিছু সাহায্য চাহিলেন, আমার হাতে একটা পয়সা নাই, আমি যদি তাহাকে সাহায্য করা আমার কর্তব্য কাব্য বলিয়া মনে করি, তবে আমার বন্ধুগণের ষাণ্ময়। তাহার কোন উপায় হইতে পারে না ? একাগ্রতা ও যত্ন থাকিলে একথা কি অসম্ভব ? দয়াময় ঈশ্বর কি তাহার কোন উপায় করিয়া দেন না ? জাত্যভিমান, সাম্প্রদায়িকতা ও মনের সঙ্কীর্ণ ভাব যাহাদের সাহায্য পাইয়া ও যাহাদের সহযোগে থাকিয়া, মন হইতে অন্তর্হিত হইতেছে, সেই সমস্ত উন্নতমনা ব্রাহ্মগণের নিকট এই উপদেশ পাঠিতে হইতেছে, অসহায় হৃৎকের বিষয়। আশ্রয়াকাজিনী বিধবাকে যদি আপনার উপদেশ অমুগ্রহে উদ্ধর করিতে হয়, তবে আমার জীবনে ঐক্য ও আমার ব্রাহ্ম হওয়াতেও ঐক্য, কারণ যদি ব্রাহ্ম “অমুগ্রহ” করিতে অপরাগ হইলে, তবে বিধবা বুঝিলেন তাঁহার জীবনের প্রকৃত অভাব বুঝিয়াও কেহ সহায়ভূতি দেখাইলেন না। তিনি আর কাহার মুখের দিকে তাকাইবেন ? মনে করুন অন্য লোকের প্রলোভন এই সময়ে তাঁহার চিত্তাকর্ষণ করিতে চেষ্টা করিল। তাঁহার সাধু উদ্দেশ্য অসমুদ্র ইচ্ছায় পরিণত হইল। পরিণাম ফল ভ্রমহত্যা ও সাধারণের করে জীবন সমর্পণ। কি শোচনীয় ব্যাপার ! ব্রাহ্ম দেখিয়া কি সন্তপ-হৃদয় হইবেন না ? নিশ্চয়ই তিনি হৃৎখণ্ড হইবেন, কারণ অপবিত্র জীবনের পবিত্রতা পুনরানয়ন করা যাহাদের ভৃত, তাহাদের সমক্ষে এইরূপ শোচনীয় ঘটনা সকল যদি ঘটে, তবে তাহা অপেক্ষা হৃদয়বিদারক আর কি আছে ? মনে করুন যে সমস্ত বিধবার বিবাহ আপনারা দিয়াছেন, যদি সে সমস্ত বিধবার বিবাহ না দেওয়া হইত, তবে তাঁহাদের চরিত্র-দোষে ভারতভূমি যে কলঙ্কিত হইত না ইহার প্রমাণ কি ? আপনারা তাঁহাদের বিবাহ দিয়া দেশকে যে সেরূপ কলঙ্ক হইতে রক্ষা করিয়াছেন ইহা আপনারাদের “অমুগ্রহ” প্রদর্শন কি ঈশ্বরের আদেশ পালন ? ধার্মিক জীবনের আদর্শ-বশাক তাহাতে সন্দেহ নাই, ধার্মিক বিপদে পড়িলে প্রাণ পর্যন্ত পণ করিয়া তাঁহাকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত থাকা উচিত, কিন্তু ধার্মিক যেখানে সেখানে থাকিয়া ধর্মসাধন করিতে পারেন। বিবাহাকাজিনী বিধবাকে আশ্রয় দেওয়ার চিন্তা অপেক্ষা ধর্মসাধিকাকে আশ্রয় দেওয়া কি অধিক শুক-

তর? সে জীবনে এমন অসুখ আছে যে, যথার তথ্য পড়িয়া থাকিতে পারেন; তাহার জীবনে বল আছে, তাঁহাকে বল দান করা অত্যাশঙ্ক, কি যে দুর্বল তাঁহাকে আশ্রয় দেওয়া অধিক আবশ্যক? যদি ধর্ম্মাকাঙ্ক্ষী বিধবাকে আশ্রয় দান আবশ্যক হয় আপনারা সর্বদা দিন, তাহাতে কিছুমাত্র আপত্তি নাই বরং আনন্দের বিষয়; কিন্তু সংসার বিতাড়িতা, সহানুভূতি-বঞ্চিতা দুর্বলা বিধবাকে আশ্রয় দান করাকে ব্রাহ্ম যদি “অমু-গ্রহ” মনে করেন ও অর্থাভাবে বিধবার মুক্তির জন্য যদি অন্যের সহায়তা লাভে যত্নবান না হন, তবে তাঁহার আশ্রয়ী হইবার প্রয়োজন নাই।

প্রথম প্রকারের বিধবা অপেক্ষা দ্বিতীয় প্রকারের বিধবাকে আশ্রয় দেওয়া আমার মতে কি কারণে অধিক উচিত তাহা প্রকাশ করিলাম। আমার যুক্তির ও কারণের বাহা অন্যায় বলিয়া বিবেচিত হইবে, তরসা করি আপনি ও আপনার পাঠকগণ তাহার জন্য ক্ষমা করিবেন।

আর এক স্থানে লিখিত হইয়াছে, ছলে ও কৌশলে ধর্ম্ম-কর্মণ বিবর্জিত প্রলোভনে কোন বিধবাকে ব্রাহ্মসমাজে আনয়ন করা নিন্দনীয়। আমিও বলি একরূপ কার্য অত্যন্ত অন্যায়, কিন্তু দেখিতে হইবে বিধবাকে ছল ও কৌশলজাল বিস্তার করিয়া প্রলোভনে প্রসূক্ত করিবার প্রয়োজন আছে কি না? আমার বোধ হয় কিছুমাত্র আবশ্যক নাই। কারণ পুত্রাণ্ড-আপনাদিগের অভাব বৃদ্ধিতে পারে ও আপন ২ মঙ্গল কামনাও করিয়া থাকে। অতএব যতই কেন ক্ষুদ্র ও সামান্য হউক না, তথাপি মানুষের বুদ্ধি অল্প, নিজ অভাব বিলম্বন বৃদ্ধিতে পারে ও মঙ্গল কামনাও যথেষ্ট করিয়া থাকে। স্বালোক স্বাভাবিকই লজ্জাশীল, মনের কথা সহজে লোকের নিকট প্রকাশিত হয় না। তথাপি অমুসন্ধান কল্পিলে জানা যাইতে পারে যে শতকরা একতী বা দুইতী বাদে অবশিষ্ট মনস্ত বিধবাই বিবাহ দিলে বিবাহ করিতে প্রস্তুত আছেন। তাহাদিগকে সেই বিবাহের জন্য প্রলোভন দেখানর কি প্রয়োজন আছে? প্রায় অধিকাংশ স্থানেই এই দশা। তবে অন্য প্রকার অবস্থাও উপস্থিত হইতে পারে। মনে করুন এমন স্থান আছে যেখানে “বিধবা বিবাহ হইতে পারে” এ সংবাদ অদ্যাপি যায় নাই। সেখানে বিধবার অধিকার জানিতে দিলে কি প্রলোভন দেখান হয়? হিন্দুধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণে অধিকার আছে, যদি ইহা শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে, তবে ইচ্ছা থাকিলে বিবাহ করিতে অধিকার আছে, ইহা জানিতে দেওয়া কি দোষাবহ হইবে? যদি কোন ঘটনা দৃষ্টে আপনারা একরূপ ধীমাংসায় উপস্থিত হইয়া থাকেন, তবে “অন্ধকারে ঢিল মারাটা” নিতান্ত যুক্তিবিহীন। কে কোন উপায় অবলম্বন করিয়া কার্য করিলেন, তাহার বিশেষ সংবাদ না রাখিয়া তাহাতে মতামত প্রকাশ করাও নিতান্ত অন্যায়, কারণ তাহাজে হরত কোন নির্দোষ চরিত্রের উপর বিরুদ্ধ মত পোষণ করা হয়, সেটা কিছুতেই প্রার্থনীয় নহে।

উক্ত প্রবন্ধের শেষে এক স্থানে লেখা হইয়াছে যে “ভবি-
ষ্যতে হয়ত এবিষয়ে আমাদিগকে আরও কিছু বলিতে হইবে,”

ইহার অর্থ কি? আমি ইহার কিছুই বৃদ্ধিতে পারিলাম না। অর্থটা প্রকাশ করিলে বাধিত হইবু।

ভাগলপুর } আপনার একান্ত অমুগত,
৬৬৮০। } চ, চ, বা।
জনৈক যুবক ব্রাহ্ম।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের “ব্রাহ্মপকেট এল্‌মেনেঙ্ক” নামক পঞ্জিকাতে ভারতবর্ষের মনস্ত ব্রাহ্মসমাজের যথাযথ বিবরণ সংগ্রহ পূর্বক প্রকাশ করিবার মানসে বিনীতভাবে এই প্রার্থনা করিতেছি যে, প্রত্যেক সমাজের সম্পাদক অমুগ্রহ পূর্বক দ্বীয় সমাজসম্পর্কীয় নিম্নলিখিত বিবরণ আমার নিকট পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। ভরসা করি যে গত ৩৬ বৎসর যে সকল সমাজ হইতে বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই এবং যে সকল সমাজের নতুন প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, তাহার এক্ষণে সদয় তত্বা বাঞ্ছিত বিবরণ প্রেরণে অমুগ্রহীত করিবেন। বর্তমান বর্ষের পঞ্জিকাতে যে সকল ব্রাহ্মসমাজের বৃদ্ধান্ত প্রকাশিত হইয়াছে, ঐ সকল সমাজ সম্পর্কে পূর্ব প্রকাশিতের পর যে কোন পরিবর্তন ঘটয়াছে তাহাই কেবল জানাইবেন। যদি সংবাদ প্রাপ্তির অভাবে কোন সমাজের নাম পঞ্জিকাতে উল্লেখ করা না হয়, তাহা অতিশয় ক্ষোভের বিষয় হইবে।

বিবরণ।

- ১। সমাজের নাম ও তাহা কোন্ স্থানে অবস্থিত।
- ২। সমাজসংস্থাপনের দিন।
- ৩। নিয়মিত উপাসনার সময়।
- ৪। বার্ষিক উৎসবের দিন।
- ৫। আচার্যের নাম।
- ৬। সম্পাদকের নাম।
- ৭। সমাজের সভার সংখ্যা এবং তাহার মধ্যে করজন আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম।
- ৮। কোন প্রচারক থাকিলে তাঁহার নাম।
- ৯। সমাজের মন্দির আছে কি না। যদি থাকে তবে তাহা কোন্ সময়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।
- ১০। সমাজের অন্তর্গত বিদ্যালয়াদি।

উল্লিখিত বিবরণ আগামী ১লা ডিসেম্বর বা তৎপূর্বক কোম্পগরে আমার ঠিকানায় পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

কলিকাতা, }
১৩ নং মৃগাপুর ষ্ট্রীট, } শ্রীশিবচন্দ্র দেব,
২ই জুন—১৮৮০। } সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ সভাপতি।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দির নির্মাণার্থ
অর্থ দান।

ঈশ্বর কৃপায় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা গৃহ নির্মাণার্থ
অল্প সময়ের মধ্যে যেরূপ দাতব্য স্বাক্ষরিত ও অর্থ সংগৃহীত

হইয়াছে, তাহা আমাদিগের আশার অতীত বলিতে হইবে। সাধারণের এইরূপ সাহায্য লাভ করাতেই গত বর্ষের মধ্যে মন্দিরের ভিত্তি ও চতুঃপ্রাচীর নির্মিত হইয়াছে। কিন্তু ব্যয়সাধ্য অপিকাংশ কার্য এখনও অসম্পূর্ণ রহিয়াছে এবং আরও অধিক অর্থ সংস্থান নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে। এক্ষণে মন্দির নির্মাণ কার্য পুনরাবৃত্ত হইয়াছে। আমরা আগ্রহ ও বিনতি সহকারে প্রার্থনা করিতেছি, এই উপাসনা গৃহের প্রতি যাহাদিগের অমুরাগ ও সহানুভূতি আছে, তাঁহারা অবিলম্বে ঐকান্তিক সাহায্য প্রদানে অগ্রসর হইয়া সজ্জদরতার পরিচয় দান করিবেন এবং যে সকল সদাশ্রম মহোদয় ইতিপূর্বে দাতব্য স্বাক্ষর করিয়াছেন, এই সময় স্ব স্ব দাতব্য প্রদান করিয়া কার্য সম্পাদনের সহায়তা করিবেন। তত্ত্বকৌমুদীতে যতদূর বিজ্ঞাপিত হইয়াছে, তৎপরে নিম্নলিখিত দান সকল স্বাক্ষরিত হইয়াছে, আমরা দাতা মহোদয়দিগকে সন্মানস্বতঃকরণে ধন্যবাদ করিতেছি:—

পূর্ব বিজ্ঞাপিত	২১৫৭২৬০
ভাইদাস মল অমৃতসর	২২০
চেলারাম ঐ	১৫০
যমুনা বাই ঐ	১২৫
লালা সাম্ভারাম ঐ	১৫০
লালা ফকির চাঁদ ঐ	১২৫
আগা কুলীব আবুল খাঁ বাহাদুর ঐ	১০০
অনরারি আসিষ্টাণ্ট কমিসনর	
লালা গাগার মল ঐ	১০০
ভাই গুরুদিত সিং ঐ	৭৫
আর সি হকিম ঐ	২৫
মহম্মদ সা খাঁ বাহাদুর অনারারি মাজিস্ট্রেট ঐ	১০০
বাবু শরচ্চন্দ্র মিত্র কলিকাতা	২
„ উপেন্দ্রনাথ ভূম্যধিকারী ঐ	৫
„ ক্ষেত্রনোহন ধর ঐ	৭
„ মনোমোহন দাস ঐ	১০
„ হুর্গাপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় ঐ	১০
„ বসন্তকুমার গুহ ঐ	৫০
„ গোবিন্দলাল রায় জমীদার ভাঙ্গহাট রঙ্গপুর	২০০
„ জনকীবল্লভ সেন ঐ	৫০
„ হরিনোহন সেন ডে: মাজিস্ট্রেট ঘাটাল	৫০
হাইদ্রাবাদস্থ বন্ধু	২০
বাবু বেণীমাধব মিত্র সব জজ নোয়াখালি	১০০
„ নীলমণি ধর মেদিনীপুর	৫০
„ ব্রজেননাথ বসু বরিশাল	৫০
„ রাখাচরণ রায় মুন্সেফ ময়মনসিং	৫০
„ কৃষ্ণদয়াল রায় রঙ্গপুর	৫০
„ ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সব জজ দিনাজপুর	৫০

২৩৬২৪৬০

আগামী ১১ই জুলাই রবিবার অপরাহ্ন ৩ ঘটিকার সময় মুজাপুর ষ্ট্রীট ১৩ নং ভবনে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের (অধ্যক্ষ-সভার দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক অধিবেশন হইবে। তাহাতে নিম্নলিখিত বিষয় সকল বিবেচিত হইবে:—

- ১—কার্য নির্বাহক সভার দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক কার্য বিবরণ।
- ২—প্রথম ত্রৈমাসিক আয় ব্যয়ের হিসাব।
- ৩—সভা মনোনয়ন।
- ৪—বিবিধ।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কার্যালয় } শ্রী.মাহিনীমোহন দত্ত।
২৭এ মে—১৮৮৭ } সম্পাদক।

তত্ত্বকৌমুদীর গ্রাহকদিগের মধ্যে অনেকের নিকট অদ্যাপি দুই বৎসরের মূল্য প্রাপ্য রহিয়াছে। তাঁহাদিগের নিকট বিনীত প্রার্থনা সভ্য মূল্য প্রেরণে বাধিত করেন। এই সময় হইতে এক মাসের মধ্যে মূল্য প্রাপ্ত না হইলে আমরা অত্যন্ত দুঃখের সহিত তাঁহাদিগের নিকট পত্রিকা প্রেরণ ক্ষান্ত হইতে বাধ্য হইব।

যাহাদিগের নিকট এক বৎসরের পশ্চাদ্দের বা অগ্রিম মূল্য প্রাপ্ত হইবে, তাঁহারাও কৃপাপূর্বক স্ব স্ব দাতব্য প্রেরণ করিয়া আমাদিগকে পয়মানুগ্রহীত করিবেন।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কার্যালয় } কাগ্যাদ্যক্ষ।
১৬ই জ্যৈষ্ঠ ১২৮৭ }

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজমন্দির নির্মাণ জন্য যাহারা চাঁদা স্বাক্ষর করিয়াছেন, তাঁহাদিগের নিকট বিনীত নিবেদন যে, তাঁহারা অবিলম্বে তাঁহাদিগের অন্তর্ভুক্ত অর্থ প্রেরণ করিয়া বাধিত করেন। শীঘ্র শীঘ্র অর্থসংগ্রহ না হইলে সমাজ-মন্দির নির্মাণ কার্য চলা স্কটিন হইবে।

১৩ নং মির্জাপুর ষ্ট্রীট, } শ্রীগুরুচরণ মহলানবিশ
কলিকাতা। } বিল্ডিং ফণ্ডের সম্পাদক।

বিশেষ বিজ্ঞাপন।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের দাতব্য, প্রচার ফণ্ডের দাতব্য, তত্ত্ব-কৌমুদীর মূল্য এবং পুস্তকের মূল্য হিসাবে যাহার নিকট বাহ্য প্রাপ্য আছে, অমৃগগ্রহপূর্বক এই সময় প্রেরণ করিলে বিশেষ উপকৃত হওয়া যায়। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অনেক ব্যয়ের প্রয়োজন, অর্থাভাবে তাহা হ্রাস ও স্থগল-রূপে নির্বাহিত হইতে পারে না, ইহা বলা বাহুল্য। অতএব সভ্য, গ্রাহক ও স্থানীয় এজেন্ট মহোদয়গণ এবিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হন, একান্ত প্রার্থনা।

১৮৮০। ১৫ ই মার্চ } শ্রীউমেশচন্দ্র দত্ত
১৩ নং মুজাপুর ষ্ট্রীট কলিকাতা } সহকারী সম্পাদক।

তত্ত্ব-কৌমুদী

[পাক্ষিকপত্রিকা]

৩য় ভাগ।

৩য় সংখ্যা।

১৬ই অগিষ্ট, মঙ্গলবার, ১৮০২ শক। ব্রাহ্মসংবৎ ৫১।

বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২০
মুদ্রাশুল ৩
প্রতি খণ্ড নগদ ৮০

অনেক লোকের একরূপ সংস্কার দেখা যায় যে বিশ্বাসের সহিত কিঞ্চিৎ কুসংস্কারের সংগ্রহ না হইলে ভক্তির সাহায্য হয় না। ধর্ম্মপিপাসু লোক মাত্রেই পক্ষে ভক্তি অতি প্রিয় বস্তু। যে বৃক্ষে লোকের প্রাণ রক্ষা হয় সে যদি অতি অপকৃষ্ট স্থানেও থাকে তাহা সংগ্রহ করিতে লোকে যেমন কুস্তিহ হয় না, সেইরূপ ভক্তিপ্রিয় লোকও ভক্তির অমুরোপে অনেক কুসংস্কারের আবর্জনা স্বীকার করিয়া থাকেন। যাহারা এই প্রকার মতাবলম্বী তাঁহারা সময়ে সময়ে ব্রাহ্মধর্ম্মের স্থায়িত্ব বিষয়ে সন্দেহান হইয়া পড়েন। তাঁহারা মনে করেন এমন পবিত্র ও কুসংস্কারমুক্ত ধর্ম্ম কখনই ভক্তির অন্তর্ভুক্ত নহে। আমরা সন্মতিক্রমে এই ভ্রান্ত মতের প্রতিবাদ করিতেছি। ভক্তি বৃদ্ধির পক্ষে বস্তুকগুলি কুসংস্কারের আবর্জনা যে প্রয়োজনীয় ইহা আমরা কখনই বিশ্বাস করি নাই এবং আমাদের ধর্ম্ম জীবনের পরীক্ষাও ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। বিদ্যাশিক্ষা মধ্যম্নে যেকোন বলা যায় যে অধিক সংস্কার গ্রন্থ পড়িলেই একজন বিদ্বান হয় না কিন্তু কি ভাবে পাঠ করে তাহার উপরেই যেমন বিদ্যা নির্ভর করে, সেইরূপ আমি কয়টি সত্যে বিশ্বাস করি তাহার উপর আমার প্রীতি ও ভক্তির গাঢ়তা নির্ভর করে না কিন্তু আমি কি ভাবে বিশ্বাস করি তাহার উপর নির্ভর করে। একমাত্র ঈশ্বর আছেন এই মূল সত্যটি যদি একজন সমুদায় মন প্রাণের সহিত ধারণা করিতে পারে, যদি এইটিকে তাহার প্রাণের অন্তরতন স্থানে গ্রথিত করিতে পারে, তাহা হইলে এই সত্যটির উপরেই নিগূঢ় প্রেম ও প্রগাঢ় ভক্তি প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। বিশেষতঃ উপাসনার আনন্দন যাহারা পাইয়াছেন, নির্জন হৃদয় মন্দিরে পরমেশ্বরের পবিত্র সহবাস সুখ যাহারা একবার অনুভব করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে “বিন্দু হর দিগু প্রায়” এই উক্তিটি ধর্ম্ম জগতের একটি অতি আশ্চর্য্য সত্য প্রকাশ করে। যে সত্যটি আপাততঃ দেখিতে একটি জল বিন্দু প্রায়, আস্থা ও নিষ্ঠার গুণে তাঁহাতে সাগর সমান আনন্দ ও পবিত্রতা নিহিত দেখা যায়। যিনি প্রকৃত ঈশ্বর প্রেমিক তিনি বলেন এক মতের সহিত অপর মতের বিরুদ্ধে সামঞ্জস্য করিতে হয় তাহা আমি আমি না কেবল এইমাত্র জানি, পরমেশ্বরের জন্য যাহার প্রাণ তুষিত হয় এবং তাঁহার আশ্রিত থাকাই তাহার একমাত্র ভরসা—যদি তাহার নিকট হইতে দূরে নহে।

আমাদের পরমেশ্বরের কুসংস্কার বৈশে মস্তিভ না করিলে ভাল বাসা যায় না একথা বলিলে অপরায় হই।

খীর দীক্ষাপুত্রগণকে সংসারে পাঠাইবার সময় পিতা মাতা কত ভাবিয়া থাকেন। কেহ কেহ বিষয় বিভব রাখিয়া যান, কেহ কেহ বাগিচা ব্যবসারে রত করেন, কেহ কেহ বিশেষরূপ শিক্ষিত করিবার জন্য প্রয়াস পাইয়া থাকেন। কোন ব্যক্তির মৃত্যু হইলে সে সম্বন্ধিগণের জন্য কত দন রাখিয়া গিয়াছে, তাহাই লোকে অপ্বেষণ করে, তাহাদিগকে কিরূপ চরিত্রের লোক করিয়া রাখিয়া গেল তাহা কেহ অব্বেষণ করে না। যুবা পুরুষদিগকে অনেক প্রকার শিক্ষা দেওয়া উচিত, কিন্তু একটি শিক্ষা সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ শিক্ষা এবং তাহাই সর্ব্বাপেক্ষে দেওয়া কর্তব্য। যদি সৌভাগ্যক্রমে দেখিলাম, কোন ব্রাহ্ম যুবার পরমেশ্বরের প্রতি এত দূর প্রীতি জন্মিয়াছে, যে তাহার ইচ্ছার অন্তর্গত হইয়া পাক্ষিকেই সে জীবনের সন্মুখের সুখ মনে করে, অর্থাৎ আপনার কর্তব্য কাহারও সকল প্রকার সুখ ও স্বার্থ অপেক্ষা প্রাধান্যীয় জানিয়া থাকে, তাহা হইলে জানিলাম যে সে প্রকৃত পথে দাঁড়াইয়াছে। যৌবনকাল হুলভ অপরিপক্ক মস্তিষ্ক নিবন্ধন সে অনেক ভ্রমে পতিত হইতে পারে, কিন্তু সত্যের প্রতি, পবিত্রতার প্রতি, সাধুতার প্রতি যত দিন তাহার আন্তরিক টান আছে, তত দিন ঈশ্বর তাহার রক্ষা কর্তা। হে ব্রাহ্ম যুবক! যত দিন তুমি কর্তব্যকেও সাধুতাকে আপনার পরম সুখ জ্ঞান করিতেছ তত দিন তুমি সকলের শ্রেষ্ঠ। তোমার অপেক্ষা বিজ্ঞ ও প্রবীণ ব্যক্তিগণ যদি কখনও কোনও ভ্রম প্রদর্শন করেন, শাস্ত হইয়া শুনিও এবং ভ্রম সংশোধন করিও, এই বিশ্বাস অবলম্বন করিয়া জগতে কাঁচা করিয়া যাও, “সাধু যার সংকল্প ঈশ্বর তাহার সহায়,” জগত চিরদিন একরূপ ব্যক্তির নিকট প্রভাবের অবনত।

মাতৃব জগতে যত প্রকার ভ্রমে পতিত হয় পরের চক্ষে আপনাকে দর্শন করা তাহার মধ্যে একটি প্রধান ও শোচনীয় ভ্রম। অপরিপক্কমতি ব্যক্তির এই ভ্রমে অতি সহজেই পতিত হন। আধ্যাত্মিক জগতে এইরূপ ভ্রম মহান্ অনর্থের কারণ হয়। এক ব্যক্তি হরত আন্তরিক ব্যাকুলতা লইয়া ব্রাহ্ম-

সমাজ মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন, তাঁহার উপাসনা, প্রার্থনা সরল-
লভ্যতে পরিপূর্ণ। পরিচিত হইবামাত্র লোকে তাঁহাকে এক
জন ধর্মপরায়ণ লোক বলিয়া সমাদর করিতে লাগিলেন।
তিনি যেখানে যান অভ্যর্থনা প্রাপ্ত হন, যেখানে যান সক-
লেই সমুচিত সন্মম প্রদর্শন করে, অবশেষে তিনিও আপনাকে
এক জন প্রকৃত ধার্মিক বলিয়া গণনা করিতে লাগিলেন।
ভাবিত্তে লাগিলেন, তাঁহার ধর্মসাধন বোধ হয় সফল হই-
রাছে। এই ভ্রান্ত সংস্কার জন্মে জন্মিবামাত্র আত্মার ধর্ম-
পিপাসার ব্যাঘাত জন্মে ও মনুষ্যের আধ্যাত্মিক জুগতি আরম্ভ
হয়। এই কারণে প্রকৃত তত্ত্বদর্শী লোকে কখন কখনও
বলিয়া থাকেন যে, ধর্মজগতে অনেক সময় শত্রুরা বন্ধুর কার্য
করেন এবং বন্ধুরা শত্রুর ন্যায় অনিষ্টকারী হইয়া থাকেন।
প্রশংসা শুনিবামাত্র প্রকৃত ধর্মপিপাসু ব্যক্তি মাত্রেরই প্রার্থনা
পরায়ণ হইয়া জন্মের পবিত্রতা রক্ষা করিবার চেষ্টা করা
উচিত।

বিশ্বাস বলিলেই আমাদের ঈশ্বরে বিশ্বাসের কথা মনে
হয়। কিন্তু ঈশ্বরে বিশ্বাসের ন্যায় সাধুতাতেও বিশ্বাস আছে,
যাহাদের সাধুতাতে প্রকৃত বিশ্বাস আছে, তাহাদের দৃঢ়
প্রতীতি এই, যে অভিসন্ধির মধ্যে কোন প্রকার দুষ্টত-
ভাব থাকিলে মনুষ্যের সাধ্য নাই যে সহস্র প্রকার
বাহ্যিক সদমুষ্ঠান দ্বারা ধর্মজগতে কৃতকার্য হয় বা স্থায়ী
প্রতিষ্ঠা লাভে সমর্থ হয়। ধর্মের নাম করিয়া কোন প্রকার
অভিসন্ধি চরিতার্থ করিব এরূপ যিনি মনে করেন,
তাঁহার ন্যায় ঈশ্বরে অবিশ্বাসী আর নাই। ধর্মজগতের
নিয়ম এই, প্রাণ মণ দিয়া যে ব্যক্তি মজে, সেই অপরের
প্রাণকে আকৃষ্ট করিতে পারে। বৈষ্ণবদিগের সংকীর্ণত্বের
এক স্থানে আছে “নিতাই আপনি পড়িয়া বলে সামালিও
ভাই” যে আপনি না পড়ে তাহাকে “সামালিও ভাই” বলিয়া
সতর্কও করিতে হয় না। আমরা বিশ্বাস বিষয়ে যে পরি-
মাণে সরল হই, ততই নিজেদের প্রাণে সুখী হই; কথা
বলিয়া সুখ, কাজ করিয়া সুখ, এবং সেই পরিমাণে পরমেশ্বর
সেই কথা ও কাণ্ডের প্রতি আশীর্বাদ বর্ষণ করেন। যে
ব্যক্তির বিশ্বাস সরল আন্তরিক নিষ্ঠাতে পরিণত, সুখ্যাতি
অখ্যাতি, অমুরাগ বিরাগের প্রতি যার দৃষ্টি নাই, এইরূপ
ব্যক্তিকে আমরা ভক্তি না করিয়া থাকিতে পারি না। কিন্তু
আমাদের সাধু সংকল্পের সহিত গূঢ় অভিসন্ধি সকল এরূপ
সূক্ষ্মভাবে মিশিয়া থাকে যে আমরা বিশেষ চিন্তাশীল ও
প্রার্থনা পরায়ণ না হইলে সে সমুদয় আবিষ্কার করিতে পারি
না। কিন্তু একটা কথা সত্য, ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশনার
উপায় নাই।

যে সকল বিধবা বিবাহাধীনী হইয়া ব্রাহ্মদিগের আশ্রয়
লইতেছেন তাহাদের বিষয়ে আরও কিছু বক্তব্য আছে।
কিছুদিন কাল বিলম্ব না করিয়া তাহাদিগকে পরিণয় পাশে
বদ্ধ হইতে দেওয়া উচিত নয়। এরূপ কাল বিলম্ব করিবার

অনেক যুক্তি দেখা যায়। প্রথমতঃ তাঁহার প্রকৃতি পূর্ব-
চরিত্র ও মনের গতি প্রভৃতি নিরূপণ করিতে কিঞ্চিৎ কাল
বিলম্বের প্রয়োজন (২য়) তিনি প্রাচীন সমাজ হইতে জাতি-
ভেদ পৌত্তলিকতা প্রভৃতির বিষয়ে যে সকল কুসংস্কার লইয়া
আসিয়াছেন তাহা ভগ্ন করিতেও কিঞ্চিৎ কাল বিলম্বের
প্রয়োজন। (৩য়) ব্রাহ্মধর্মের সত্য সকল অন্তরে গ্রহণ করি-
তেও কাল বিলম্বের প্রয়োজন। এই সকলের জন্য অপেক্ষা না
করিয়া বিবাহ দিয়া সেই বিবাহকে ব্রাহ্মবিবাহ বলিলে ঠিক বলা
হয় না। ক্রমে এক এক করিয়া অনেকগুলি বিধবা আমাদের
আশ্রয়াধীনী হইতেছেন সুতরাং এই সময়ে আমাদের কতক-
গুলি নিয়ম নির্ধারণ করিয়া রাখা উচিত। আমরা এরূপ
কিবাধিকার প্রথমে যথাসাধ্য বিদ্যাশিক্ষা দিব, (২য়) যদি অবিবা-
হিত থাকিতে হয়, তদবস্থায় জীবনযাত্রা নির্বাহের উপযোগী
কোন কায্য শিখাইব, (৩য়) সকল প্রকার সামাজিক অমুষ্ঠান
দেখিবার সুবিধা করিয়া সেই সকল অমুষ্ঠানের প্রতি তাহার
দের শ্রদ্ধা ও অমুরাগ উৎপাদনের চেষ্টা করিব; (৪র্থ) ব্রাহ্ম-
ধর্মের সত্যগুলি বিশেষভাবে তাহাদের জন্মে মুদ্রিত করিবার
চেষ্টা করিব (৫ম) তাহাদিগকে রীতিমতে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত
করিব, পরে পরিণীত করিব। পূর্ব হইতে এরূপ সতর্কতা
অবলম্বন না করিলে উত্তরকালে অনেক প্রকার অনিষ্ট ফল
উৎপন্ন হইতে পারে।

জাতিতে ব্রাহ্ম ।

এমন কি সময় আসিবে যখন জিজ্ঞাসা করিলে আমাদের
ভাবী বংশধরদিগকে বলিতে হইবে যে আমরা জাতিতে
ব্রাহ্ম। অর্থাৎ যেমন জাতিতে বৈষ্ণব জাতিতে খ্রীষ্টান,
প্রভৃতি হইয়াছে সেইরূপ কি ব্রাহ্মগণও একটা ক্ষুদ্র ও সংকীর্ণ
সম্প্রদায়ে বদ্ধ হইয়া ভারতবর্ষের অগণ্য সম্প্রদায় সংখ্যার
উপরে আর একটা সংখ্যা বৃদ্ধি করিবেন? ব্রাহ্মধর্মের
দিকে যদি দৃষ্টিপাত করা যায় আমরা দেখিতে পাই, যে ইহা
সম্পূর্ণরূপে অসাম্প্রদায়িক সার্বভৌমিক, ও সার্বজনিক।
ইহার গ্রহণ ও যাজনের পক্ষে দেশ, কাল, বা জাতি বর্ণের
গণনা নাই; ইহা কি হিন্দু, কি খ্রীষ্টান, কি মুসলমান সক-
লেরই ধর্মের সারভাগ সুতরাং সকলেরই আদরের বস্তু।
এই উন্নত ও উদার ধর্মভাব যদি সাম্প্রদায়িকতা ও সংকীর্ণ-
তাতে পরিণত হয় তাহা যে ক্ষোভের বিষয় তাহাতে সন্দেহ
কি? কিন্তু অনেকে বলেন যে এই ধর্মভাব ইতিমধ্যেই
সাম্প্রদায়িকতাতে পরিণত হইতেছে। ব্রাহ্মেরা একটা স্বতন্ত্র
জাতি হইয়া দাঁড়াইতেছেন। এই শুকতর প্রভৃতির সম্পূর্ণ-
রূপে মীমাংসা করা এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নয়, কিন্তু কতক-
গুলি চিন্তনীয় বিষয়ের উল্লেখ করিয়া ব্রাহ্মদিগের চিন্তার
উদ্রেক করাই লক্ষ্য।

খ্রীষ্টান, মুসলমান, বৈষ্ণব প্রভৃতি যে এক একটা সম্প্র-
দায়ে বদ্ধ হইয়াছে তাহার কারণ কি? ইহার দুই জাতীয়
কারণ দেখা যায়। প্রথম, চতুর্দিকস্থ সমাজের বিবেচ, দ্বিতীয়

সম্প্রদায় সকলের নিজ গৌরব বোধ; ইহার একটি অপরাধের উদ্দীপক কারণ বলিলেও অসঙ্গত হয় না। মহম্মদ যখন ধর্মপ্রচার করিলেন, তখন এই বলিয়া প্রচার আরম্ভ করিলেন যে আমার শিষ্যেরা বিশ্বাসী দল ও ঈশ্বরের বিশেষ অমুগৃহীত; কেবল তাহা নহে, তাহারা আমার মর্ত্যক্লান্ত না হয় বা আমার বিরুদ্ধাচরণ করে, তাহারা ঈশ্বর বিরোধী ও ঈশ্বরের ক্রোধের পাত্র। নূতন ধর্মভাবে এই বেশ উপস্থিত করাতে ঘোরতর বিদ্বেষাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইল। বিশ্বাসী দল ও অবিশ্বাসী দলে প্রবল সংগ্রাম বাধিয়া গেল এবং উভয়ের বন্ধুত্বের আশা চিরকালের মত টুটু লিটু হইয়া গেল। খ্রীষ্টি ধর্ম সম্বন্ধেও এইরূপ কারণ দৃষ্ট হয়। যীশু মহম্মদের ন্যায় বিদ্বেষ বৃদ্ধির সহায়তা করেন নাই কিন্তু নিজ শিষ্যাদিগকে ঈশ্বরের বিশেষ অমুগৃহীত বলিয়া ঘোষণা করিতে কুটী করিতেন না। তিনি শিষ্যাদিগকে বলিতেন “যদি কোন গ্রাম বা জনপদের লোক তোমাদিগকে গ্রহণ না করে, তোমরা সে গ্রামের পদধূলি সেইখানেই ঝাড়িয়া আসিবে। তাহারা তোমাদিগকে গ্রহণ করিবে তাহারা আমাকে গ্রহণ করিবে, তাহারা আমাকে গ্রহণ করিবে তাহারা আমার পিতা পরমেশ্বরকে গ্রহণ করিবে।” সুতরাং খ্রীষ্টিধর্ম প্রচারের প্রথমাবধিই বিদ্বেষানল প্রজ্জ্বলিত হইয়াছিল। বিবেচনা করিয়া দেখিলেই দেখা যায়, যে যীশু বা মহম্মদ যে সময়ে ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন সে সময়ে এভাবে প্রচার করা আবশ্যিক হইয়াছিল। তাহারা পুরাতন ধর্মের ও পুরাতন নীতির সংস্কার করিয়া যে নূতন পথ প্রদর্শন করিতেন, একত্ব উপায় অবলম্বন না করিলে সে পথে শিষ্যাদিগকে স্থির রাখিতে পারিতেন না। সর্বদা প্রাচীন সমাজের দোষ কীর্তন করিয়া শিষ্যাদিগকে সতর্ক করিতে হইত; এবং নিজ দলকে ঈশ্বরের বিশেষ অমুগৃহীত বলাতে শিষ্যাদিগের বিশ্বাস ও আশা দৃঢ় হইত। প্রাচীন সমাজের কুদৃষ্টান্ত ও অসৎ শিক্ষা হইতে শিষ্যাদিগকে দূরে রাখাতে, তাহাদিগকে যে কিছু উপদেশ করিতেন তাহা পালনের পক্ষে ব্যাঘাত হইত না। এখন চিন্তাশীল ব্রাহ্ম পাঠক মাত্রেই ভাবিয়া দেখিলে দেখিতে পাইবেন যে গুড়ভাবে এই উভয় ভাবই ব্রাহ্মদিগের মনে প্রবিষ্ট হইয়াছে। প্রথমতঃ অনেক ব্রাহ্মের মনে প্রাচীন সমাজের ধর্মভাব ও প্রাচীন সমাজের রীতিনীতির প্রতি এক প্রকার ঘৃণা জন্মিয়াছে; দ্বিতীয়তঃ তাহারা প্রকাশ্যে না বলেন অন্তরে আপনাদিগকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিয়া থাকেন এবং বাবহারেও সেই ভাব প্রকাশ হইয়া পড়ে। ইহার ফল এই জন্মে, যে উভয় প্রেণীর লোকের পরস্পর হইতে দূরে থাকিবার ইচ্ছা হয়। ব্রাহ্মেরা ব্রাহ্মদিগের সঙ্গেই আলাপ পরিচয় করেন, তাহাদের সঙ্গেই বেড়ান, তাহাদেরই সহবাসের ইচ্ছা করেন। এইরূপ অর্মে ব্রাহ্মেরা একটি স্বতন্ত্র জাতি হইয়া পড়িতে পারেন।

এখন এসম্বন্ধে আমাদের কর্তব্য কি? সাম্প্রদায়িকতা প্রার্থনীয় নয় সুতরাং বাহাতে সম্প্রদায় বদ্ধ হইবার সম্ভাবনা, সে সর্বদা কাঁচা বর্জ্যনীয়; অর্থাৎ যে সত্য প্রচার করিলে লোকে বিরক্ত হয় তাহা করিব না; যে কার্যে সমাজ হইতে

বিচ্ছিন্ন হইতে হয়, তাহা করিব না, এইরূপ পথ কি অবলম্বনীয়? এসম্বন্ধে আমরা অনেকবার যে কথা বলিয়াছি এখনও আমাদের সেই কথা; অর্থাৎ সাম্প্রদায়িকতা উৎপন্ন করণ বা তাহা পরিহার করা আমাদের লক্ষ্য নয়, লোকের অমুরাগ অব্বেষণ করা বা বিরাগ নিবারণ করা আমাদের লক্ষ্য নয়, কিন্তু সম্পূর্ণভাবে সত্য গ্রহণ করা ও সম্পূর্ণ ভাবে তাহা পালন করা আমাদের লক্ষ্য। এবং আমাদের বিশ্বাস এই, যে কোন প্রকার সমস্যার হৃদয়ে না রাখিয়া যদি সত্যকে শান্তির প্রিয় পদার্থরূপে গ্রহণ করা যায়, তাহাতে কাহারও বিরাগ বৃদ্ধি না হইয়া অমুরাগ বৃদ্ধি হয়। তবে যে লোকে বিদ্বেষ পরায়ণ হয় তাহার কারণ এই যে আমরা সত্য গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে আপনাদিগকে শ্রেষ্ঠ জাতীর ভীষ বলিয়া অহঙ্কারকে ও হৃদয়ে স্থান দিয়া থাকি।

মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের মনে ব্রাহ্ম ধর্মের যে ভাব ছিল তাহার কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম ঘটয়াছে। তাঁহার উক্তি সকল পর্যালোচনা করিলে একরূপ বোধ হয়, যে ব্রাহ্মনামে যে একটি স্বতন্ত্র সমাজ হইবে তাহা তাঁহার চিন্তা পথে ছিল না। তিনি এমন একটি উপাসনা গৃহ নির্মাণ করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন যেখানে হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান সকলে আসিয়া সকলের আরাধ্য একমাত্র ঈশ্বরের আরাধনা করিবে। অর্থাৎ হিন্দু যে সে হিন্দু সমাজ মধ্যেই থাকিবে, মুসলমান যে সে মুসলমান সমাজ মধ্যেই থাকিবে, খ্রীষ্টান যে সে খ্রীষ্টান সমাজ মধ্যেই থাকিবে অথচ উপাসনা কালে সকলে একত্র হইয়া উপাসনা করিবে। এখন এই ভাবের কিঞ্চিৎ ব্যত্যয় ঘটয়াছে।

এ প্রসঙ্গটির মীমাংসা করা এত কঠিন তাহার কারণ এই। একদিকে দেখা যায়, যেন কুরাপিত বুদ্ধির রক্ষা ও পরিবর্তনের জন্য প্রথমে যেমন তাহাকে একটি নির্জ্ঞান ছায়াবৃত্ত স্থানে রাখিতে হয়, এবং পরে তাহার নিজ স্থানে রোপণ করিয়া কিয়দিন বেড়া দিয়া রাখিতে হয়, সেইরূপ কোন নূতন ধর্মভাব ও ধর্মমতের রক্ষা ও পরিবর্তনের জন্য প্রথম প্রথম, একপ্রকার স্বতন্ত্রতা অবলম্বনীয় হইয়া পড়ে; অথচ সেরূপ করিতে গেলে আপাততঃ সর্বাঙ্গ সাম্প্রদায়িক ভাবের সৃষ্টি হয়। তবে আশার বিষয় এই যে লোকের প্রাচীনকালের কুসংস্কার ও অহুদারতা আর থাকিতেছে না। এখন সকল সম্প্রদায় অপরাধ সকলের শাস্ত্র আলোচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তাহার যাহা সত্য আছে তাহা আর গোপন থাকিবে না। শিক্ষা, ও উদারতায় উন্নতি সহকারে এমন সময় আসিবে যখন জাতি, বর্ণ, দেশ, কাল নির্বিশেষে সত্যের আদর দেখা যাইবে; সুতরাং সমুদায় সম্প্রদায়ের কুসংস্কার বিদূরিত হইয়া সাম্প্রদায়িকতাই থাকিবে না। তবে ব্রাহ্মদিগের সাবধান হওয়া কর্তব্য যে পূর্বোক্তদুষিত ভাব সকল অর্থাৎ ঘৃণা ও আত্মগৌরব, যেন তাহাদের হৃদয়কে অধিকার না করে; ব্রাহ্মদিগের দেখান চাই যে তাহারা সর্বপ্রকারেই দেশীয় সমাজের অঙ্গীভূত। দেশীয় সাহিত্যের উন্নতি তাহারাও করিবেন; দেশীয় বিজ্ঞানের প্রীতি তাহারাও চেষ্টা করিবেন, দেশীয় সকল প্রকার

কার্যে তাঁহার অংশী হইবেন, এবং সম্পূর্ণ উপায়তার সহিত সকলের সহিত মিলিবেন ।

উপাসনা প্রণালী ।

বর্তমান সময়ে ব্রাহ্মসমাজ মধ্যে দুই প্রকার উপাসনা প্রণালী প্রচলিত আছে । প্রথমটী ভক্তিভাজন প্রধান আচার্য্য এছাশয়ের প্রণীত, দ্বিতীয়টী প্রকাশদ শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের প্রণীত । মূলে এই উভয় প্রকার প্রণালীর মধ্যে প্রভেদ অল্প ; কারণ উদ্বোধন, আরাধনা, ধ্যান, প্রার্থনা ও শান্তিবাচন এই অঙ্গগুলি উভয় স্থলেই আছে । তবে কেশব বাবুর অবলম্বিত প্রণালী উভয়ের মধ্যে উৎকৃষ্টতর বোধ হয় কারণ, তাহাতে ফার্সীধাকে কোন দুর্ব্বোধ প্রাচীন বচনে বা কোন প্রকার চিরায়ত্ত ভাবপরম্পরাতে বদ্ধ করা হয় না । উপাসনা প্রণালীর বহিরাঙ্গত্বটি অব্যাহত রাখিয়া তিনি যথেষ্ট ভাবে আপনার ভাব ও অমুরাগের অমুরূপ আরাধনা করিতে পারেন । কিন্তু এ প্রণালীটিও সর্বদা সন্দেহ কি না ? এই প্রশ্নের বিচার করিতে হইলে, উপাসনা কাকে বলে, এবং কোন কোন ভাব তাহার উপাদান স্বরূপ এবং বর্তমান প্রণালী মধ্যে তাহার সকলভাবগুলি আছে কি না ? ইহা বিচার করিতে হয় ।

জীবাত্মা যখন কতকগুলি ভাবের অধীন হইয়া ঈশ্বর সম্বন্ধে মনোনিবেশ হয়, সেই অবস্থার নাম উপাসনা । যে প্রণালীর মধ্যে সেই ভাবগুলি সমুদায় না থাকে, তাহা সর্বদা সম্পন্ন নহে । সে ভাবগুলি কি ? ঈশ্বর সম্বন্ধে আমাদের আত্মার ছয় প্রকার ভাব থাকা কর্তব্য । (১ম) প্রীতি (২য়) মাহাত্ম্য বোধ (৩য়) ভক্তি (৪র্থ) নির্ভর (৫ম) কৃতজ্ঞতা (৬ষ্ঠ) আশা । প্রথম প্রীতি । সহবান ও পৃথিব্য জগতি যে অমুরাগ হুত্রে দুইটী আত্মা বদ্ধ হইয়া থাকে তাহার নাম প্রীতি । পরমেশ্বর যদি সংপদার্থ হন আমরা যদি সেই নিত্য সদা ও স্থির সত্তাকে প্রকৃত বিশ্বাসী হই, এবং আমরা যদি তাঁহার উপাসক হই, তাহা হইলে আমাদের আত্মারও সেই অমুরাগ হুত্রে তাঁহার সহিত বদ্ধ হওয়া উচিত । এই অমুরাগ জীবনে প্রধানতঃ দুইটী ফল প্রসব করে, প্রথম সহবাসেচ্ছা, দ্বিতীয়তঃ সেবানন্দ অর্থাৎ তাঁহার প্রিয়কার্য সাধনেচ্ছা । আমাদের উপাসনা প্রণালীর মধ্যে এই অমুরাগ প্রকাশের উপায় থাকা উচিত ।

তাঁহার সম্বন্ধে দ্বিতীয় ভাব মাহাত্ম্য-বোধ অর্থাৎ একটী ক্ষুর পরিমিত, ও নিকৃষ্ট জীবের অনন্ত, মহান ও পূর্ণপুরুষের প্রতি যে ভাব থাকা উচিত সেই ভাব । আমাদের অবলম্বিত উপাসনা প্রণালীর মধ্যে এ ভাবেরও প্রকাশ থাকা উচিত ।

তৃতীয় ভক্তি । পরম পবিত্র পুরুষের প্রতি অপবিত্র ও হীন জীবের যে ভাব হওয়া উচিত তাহার নাম ভক্তি । ভক্তি পর মেথরকে সাধকের নিকটে পতিতপাবনরূপে উপস্থিত করে ; ভক্তির এক দিক “আমি অসার” অপর দিক “তুমি সার” যাহার প্রকৃত ভক্তি আছে তিনি একদিকে যেমন আপনাকে অপবিত্র, নিকৃষ্ট ও হীন বলিয়া অনুভব করেন, অপরদিকে ত্রুষ্ক রূপাহি কেবলং এই সত্যের গভীরতা নিজ অন্তর মধ্যে

অনুভব করিতে থাকেন । আমাদের উপাসনা প্রণালীর মধ্যে এই ভাব সূচক কোন শব্দ থাকা কর্তব্য ।

চতুর্থ নির্ভর । জ্ঞান, পবিত্রতা, ন্যায় প্রভৃতিতে উৎকৃষ্ট আত্মার প্রতি হীন আত্মার যে বিশ্বাস ও নির্ভরের ভাব হয়, ঈশ্বর সম্বন্ধে আমাদের সেই ভাব থাকা নিতান্ত কর্তব্য । তাঁহার পরম পবিত্র স্বরূপ, তাঁহার দূরত্বক্রমণীয় ন্যায়, তাঁহার রূপার বিধান প্রভৃতি দর্শনে মনে যদি উক্ত ভাবের উদয় না হয়, তবে সে সন্দেহ যে রোগগ্রস্ত তাহাতে সন্দেহ নাই । সুতরাং আমাদের উপাসনা প্রণালীর মধ্যে এ ভাবেরও প্রকাশ থাকিবে ।

পঞ্চম কৃতজ্ঞতা । উপকারীর প্রতি উপকৃতের যে ভাব, আত্মীয় দাতার প্রতি আশ্রিতের যে ভাব, সাহায্যকারীর প্রতি গাহায্য প্রাপ্ত ব্যক্তির যে ভাব, তাঁহার প্রতি যে আমাদের সেবার হওয়া কর্তব্য, ইহা আর বিচার সাপেক্ষ নয় । সুতরাং যে উপাসনা প্রণালীর মধ্যে এ ভাবের প্রকাশ না থাকিবে তাহা অসম্পূর্ণ ।

ষষ্ঠ কৃতজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গেই আশার উদয় হয় । যিনি বিপদের সময় সাহায্য বিধান করিয়া থাকেন, জীবের কল্যাণ বিধান যাহার সংকল্প, তাঁহার রূপা ও সাহায্যের আশা করা মানবাত্মার গন্ধে স্বাভাবিক । এই স্বাভাবিক আশা হইতেই প্রার্থনার জন্ম হয় । সুতরাং আমাদের অবলম্বিত প্রণালীর মধ্যে এই আশারও প্রকাশ থাকা কর্তব্য ।

এই সকলের সঙ্গে একটা কথা আছে । জীবাত্মার সৃষ্টিত পরমাত্মার যে সম্বন্ধ আছে, সম্যকরূপে তাহা প্রতিষ্ঠা করিতে না পারিলে তাঁহার প্রতি আমাদের এ সকল ভাবই জন্মে না । এই জন্য সেই সম্বন্ধ বিশেষরূপে প্রতিষ্ঠা করা চাই । এই জন্যই ধ্যানের প্রয়োজন । আমরা ধ্যানস্থ হইয়াই নিজ নিজ আত্মার মূলে অবতরণ করিয়া থাকি ; ধ্যান দ্বারাই অসারের মধ্যে সার যিনি তাঁহাকে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হই ; আধ্যাত্মিক জগত যে কেবল সুখের কথা নয় তাহা অনুভব করি ; এবং অদৃশ্য জগতের মধ্যে যে সকল গুঢ় সৌন্দর্য আছে তাহা আবিষ্কার করিতে পারি । সুতরাং ধ্যান এই সকল ভাবের প্রধান সহায় এবং আমাদের উপাসনা প্রণালী মধ্যে তাহাও থাকা উচিত ।

সংক্ষেপে বলিতে গেলে, এই বলিতে হয়, আচার্য্য যে আরাধনা করিবেন তাহাতে প্রীতি, মাহাত্ম্য বোধ, ভক্তি, নির্ভর, কৃতজ্ঞতা ও আশা এ সমুদায় ভাব প্রকাশ হওয়া চাই । এক্ষণে এই উপাদান গুলি মনে রাখিয়া বর্তমান উপাসনা প্রণালীর বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া যাউক । আমরা এক্ষণে যে হুত্রে অবলম্বন করিয়া আরাধনা করি তাহা এই,

“সত্যং জ্ঞান মনস্তং ব্রহ্ম, আনন্দরূপ মমুতং যদ্বিতাতি, শান্তং শিব মধৈতং গুঢ় মগাপবিদ্যং ।”

তাবিয়া দেখিলেই দেখা যায় যে ইহার মধ্যে কতকগুলি শব্দ আছে যাহা নিম্নয়োজন আবার কতকগুলির অর্থাৎ আছে, যাহা থাকা প্রয়োজন । প্রথমতঃ সত্যং জ্ঞানং এই দুইটী না থাকিলে আমাদের কোন ভাবের ব্যাঘাত হইত না,

কারণ অনন্ত বলিলেই তাহার সর্ব ব্যাপ্তি ও সর্বজ্ঞতা বুঝাইয়া যায়। অনন্ত শব্দের অর্থ এই যে তিনি সত্তা, শক্তি ও জ্ঞানে অপরিত্রি। অপর দিকে “আনন্ত” শব্দ না থাকিয়া “স্বন্দর” শব্দ থাকিলে ভাল হইত, কারণ আমাদের অন্তরায়া তাঁহাকে পরমস্বন্দর ও আত্মার উপভোগের বস্তু বলিয়া অনুভব করে বলিয়াই তিনি আমাদের আনন্দের কারণ। আনন্দ ফল মাত্র কারণ নয়। অমৃত শব্দের অর্থ অমর, মরণ রহিত। এ শব্দটির সার্থকতা দেখা যায় না। ঈশ্বরকে “স্বন্দর” বলিলে প্রীতি চরিতার্থ হয়। “অনন্ত” বলিলে দ্বিতীয় ভাবটি চরিতার্থ হয়। শুদ্ধ মণাপবিত্র বলিলে ভক্তিবৃত্তি চরিতার্থ হয়। কিন্তু পূর্বোক্ত ভাব সকলের মধ্যে নির্ভরের ভাবসূচক কোন শব্দ নাই। “শান্ত অদ্বৈত” শব্দ ঘরের তত প্রয়োজন দৃষ্ট হয় না। “শিব” শব্দে রূপের প্রকাশের স্থল আছে। কিন্তু এমন কোন শব্দ নাই যাহার মধ্যে জীবাত্মার আশা ও বিশ্বাসের প্রকাশ হয়।

এই সকল কারণে বোধ হয় পূর্বোক্ত ভাব সকল প্রকাশের অমূল্য আরও কয়েকটি শব্দ যোজনা করিলে ভাল হয়। যেগুলিকে নিম্নয়োজন বলা হইল, সেগুলি থাকিতে বিশেষ আপত্তি নাই, কিন্তু না থাকিলেও আচার্যের আরাধনার সর্বাস্থ শুল্কতার পক্ষে কোন ক্ষতি দেখা যায় না।

“অসত্য হইতে আমাদের সন্তোষে লইয়া যাও,” প্রার্থনা যে প্রার্থনা করা হইয়া থাকে তাহার মধ্যে গভীর তাৎপর্য আছে। এখানে অসত্য শব্দের অর্থ বিশ্বাসভক্তি কারণ বিশ্বাসভক্তিতে মার বেধ্ম তাহাকে অসার বলিয়া প্রতীতি করে। সংশয় ও নাস্তিকতা অঙ্গকাক্ষণে পরিগণিত, কারণ, সংশয় ও নাস্তিকতা আত্মার চক্ষের রোগরূপ হইয়া চক্ষু থাকিতে লোককে অন্ধ করিয়া দেয়। পাপ আত্মার পক্ষে মৃত্যু স্বরূপ, কারণ তাহাতে আত্মার ধর্মজীবনকে একেবারে বিনষ্ট করে। সুতরাং এই ত্রিবিধ বিপদই আত্মার সর্বশ্রেষ্ঠ বিপদ এবং এ সকল হইতে উদ্ধার হইবার জন্য প্রতিনিয়ত প্রার্থনা করা কর্তব্য। তবে অলঙ্কার পূর্ণ ভাষায় না বলিয়া “বিশ্বাস-ভক্তি হইতে আমাদের সন্তোষে লইয়া যাও, সংশয় হইতে আমাদের বিশ্বাসে লইয়া যাও, পাপ হইতে আমাদের পবিত্রতাতে লইয়া যাও” এ প্রার্থনা করিলে ক্ষতি নাই।

বর্তমান উপাসনা প্রণালীর পরিবর্তন প্রয়োজন কি না, এই প্রশ্নের বিচার আবশ্যক বলিয়া এই প্রস্তাবের অবতারণা করা হইল।

প্রকৃত বিশ্বাসের লক্ষণ।

ঋগ্বেদের একটি অতি প্রাচীন বচন বহুকাল আমাদের দেশে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ কতক ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। লোকে অনেক সময় অর্থ গ্রহণ না করিয়াই তাহা উচ্চারণ করিয়া থাকে। সেবচনটি এই:—

“তু তন্নিষ্যো: পরংপদং সয়া পশ্যন্তি সুর্য: দিবীষ চক্ষুরা-
কতং”।

ইহার অর্থ এই, আকাশে প্রসারিত পদার্থকে চক্ষু যেমন দর্শন করে, পণ্ডিতেরা সর্বব্যাপ্তি পরমেশ্বরের পরম পদ সেই ভাবে দর্শন করিয়া থাকেন।

এই বচনটির দ্বারা প্রকৃত বিশ্বাস কাহাকে বলে তাহার পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। একদিকে দেখিতে গেলে ভগবতের অধিকাংশ মনুষ্যের ঈশ্বরে বিশ্বাস আছে। এই প্রপঞ্চ বিশেষ একজন সৃষ্টিকর্তা আছেন কি না? এই চিন্তায় প্রবৃত্ত হইলে হস্ত ভ্রমাদেব অন্তরায়া সেই সত্তা স্বীকার না করিয়া থাকিতে পারে না এবং এরূপ প্রশ্ন করিলেও তাহারা সেই সত্তা স্বীকার করিতে পারেন না। অনেক ব্রাহ্ম মনে করিয়া থাকেন অপর সাধারণ ব্যক্তির অপেক্ষা আমরা অধিক বিশ্বাসী; কারণ আমরা মন্ত্রাহাতে উপাসনা জানে গিতা উপাসনাতে যোগ দিয়া থাকি; আমরা ব্রাহ্মসমাজের অঙ্গরূপে পরিগণিত; ব্রাহ্ম-ধর্মের অমূল্যাদি বিষয়ে আমাদের উৎসাহ আছে; ইত্যাদি। কিন্তু একথাও যথার্থ, যে, এক ব্যক্তি প্রতিদিন নিয়ম পূর্বক ঈশ্বরের উপাসনা করেন, বহুদিন ব্রাহ্মসমাজের অঙ্গরূপে পরিগণিত আছেন, সর্বাঙ্গিক উপাসনাদিতে বিশেষ মনোযোগ, তথাপি তিনি প্রকৃত বিশ্বাস হইতে বতদূরে বাস করিতেছেন।

তবে সে প্রকৃত বিশ্বাস কি? তাহার উত্তর এই ঈশ্বরকে “আকাশে প্রসারিত পদার্থের ন্যায়” দেখিতে হইবে। দৈর্ঘ্য প্রভ বেদ ও পুরিসর বিশিষ্ট পদার্থের সত্তাতে মনুষ্য যেমন বিশ্বাস করে এবং সে বিশ্বাসের পরিচয় যেমন তাহার কার্যের মধ্যেই পাওয়া যায় সেইরূপ ঈশ্বরকে যিনি স্থির সংকল্পে প্রতীতি করেন তিনিই বিশ্বাসী। যদি এক ব্যক্তির গৃহের দ্বারে এমন একটা বস্তু থাকে যাহা বাহির হইতে গেলেই মন্তকে লাগিবার সম্ভাবনা, তাহা হইলে সে যতবার গন্তব্যত করে, তাহার প্রবেশের ও বহির্গমনের ভাব দেখিয়াই পরিচয় পাওয়া যায় যে সে উক্ত পদার্থের সত্তাতে বিশ্বাস করে। সে যখন অসাবধান, সে যখন অনামনস্ক তখনও সেই বিশ্বাসের প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। যে ব্যক্তি একক, গুত্রকলত্রের সম্পর্ক নাই, তাহার গৃহে পদার্পণ করিবারাত্রই তিনি যে একক তাহা প্রতীতি করা যায়। তাহার সমুদায় বন্দোবস্ত এক ব্যক্তির প্রয়োজনানুরূপ। কিন্তু যিনি একক নন, তাহার ভবনে পদার্পণ মাত্র তাহা বুঝিতে পারা যায়। তিনি সংসারের যে কিছু আয়োজন করিয়াছেন পাঁচজনের কথা মনে ভাবিয়া করিয়াছেন। তিনি যখন পথে ক্রয় বিক্রয় করেন, তখন তাহার কাব্য দর্শন করিলেই তিনি যে নিজ চিন্তার সাহিত আরও পাঁচ জনের চিন্তা করিতেছেন তাহার উজ্জ্বল উদাহরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। যাহার সত্তাতে বিশ্বাস আছে এবং যাহার সহিত নিজের কোন প্রকার অনিষ্ট সম্পর্ক আছে, জীবনের সকল কার্যের মধ্যেই সেই বিশ্বাস ও অনুরাগের প্রমাণ পাওয়া গিয়া থাকে।

এখন প্রত্যেক ব্রাহ্ম নিজ নিজ কার্যের মধ্যে প্রতিটি হইয়া অনুশীলন করিয়া দেখুন, যে ঈশ্বরের প্রতি তাহার এরূপ বিশ্বাস জন্মিয়াছে কি না? সাধারণ ভাবে বলিলে হইবে না বিশেষ ভাবে প্রশ্ন করিতে হইতেছে। প্রথম প্রশ্ন, কোন

প্রকার শুভাশুভান ও হিতকর কার্য্য করিবার সময় তিনি যে কৃতকার্য্য হইবার আশা করেন, তাহা কাহার মুখাপেক্ষা করিয়া? এ কার্য্যে সফল হইয়া কি না, এরূপ মনে হইলে কি নিজের বিদ্যা বুদ্ধি দক্ষতা কিম্বা অপর দশভূতনের অমুরাগ উৎসাহ প্রভৃতির কথা মনে হয়? কেহ ভাবিতেছেন ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করিবেন, কেহ ভাবিতেছেন একটী উপাসনা মন্দির নির্মাণ করিবেন, কেহ ভাবিতেছেন দেশের অপর একটী কার্য্য করিবেন, এই সকল ভাবিবার সময়, 'ভয় কি নিজের বুদ্ধি বিচার বলে কার্য্যোদ্ধার করিব, কিম্বা অমুক অমুক ব্যক্তি আছেন তাঁহাদের সাহায্য করিব, এইরূপ মনে হয় কিম্বা 'ভয় কি? সাধু ষষ্ঠীজন্মের ঈশ্বর তার সহায়।' এত-রূপে ঈশ্বরের রূপা ক্ষণে হয়? ঈশ্বরের প্রতি যাহাদের ঈচ্ছল বিশ্বাস সকল কার্য্যে অগ্রে তাঁহাদের ঈশ্বরের রূপা মনে পড়ে। এই প্রথম লক্ষণ।

প্রকৃত বিশ্বাসের পরিচয় বিতীয় প্রশ্ন এই; দুর্বলতা বশতঃ ব্রাহ্ম যখন কোন প্রলোভনে পতিত হয়, তখন লোকের বিচারামুসারে তাঁহার অমুতাপের তীক্ষ্ণতা হয় কি না? অর্থাৎ জন সমাজে যে পাপগুলি লব্ধ বলিয়া পরিগণিত তাহাতে তাঁহার অন্ন অমুতাপ সেগুলি শুধু বলিয়া পরিচিত সেগুলিতে অধিক অমুতাপ এরূপ হয় কি না? এবং যে অপরাধের কথা লোকে জানিতে পারিল না সে বিষয়ে এরূপ মনে হয় কি না? ভাগ্যে লোকে জানে নাট বাচিয়া গিয়াছি।" এ প্রশ্নগুলি করিবার কারণ এই যে পরমেশ্বরের প্রতি যাহার উচ্ছল বিশ্বাস তিনি মানবের মুখ দেখিয়া পাপের গুরুত্ব লঘুত্বের বিচার করেন না। তাঁহার প্রিয়তম পরমেশ্বরের চক্ষে তিনি কলঙ্কিত হইলেন এই নিদারুণ ক্ষোভেই তিনি বাচেন না। তাঁহার এ ক্ষোভ লোকের আশাস বচনে যায় না; লোকে "সামান্য অপরাধ;" "অতি লব্ধ পাপ," বলিয়া চীৎকার করিলে নিরন্তর হয় না। জগতে যাহাকে লব্ধ পাপ বলে, তাহাতেও তিনি এত যত্নগাগন্ত্বহন যে বিষয়ী লোকে জানিলে তাঁহাকে উন্মাদ রোগ গ্রস্ত মনে করে। মনের একটা অসংচিন্তা ও অপবিত্র ভাবের বিষয় স্মরণ করিয়া তিনি এতদূর স্নান ও বিষয় হইয়া যান, যে সংসারের লোকে সেই বিষাদের অর্থই বুঝিতে পারে না। চক্ষের দৃষ্টি দ্বারা মনুষ্যকে হাসান যায় ইহা আমরা দেখিয়াছি। যেখানে অমুরাগ আছে চারি চক্ষের মিলন হইলেই উত্তরের মুখে হাসোর উদয় হয়, কিন্তু ঈশ্বর চারি চক্ষে মিলন করিয়া বিশ্বাসী অথচ অপরাধী সন্তানকে কাদাইয়া থাকেন। যতট তাঁহার মাতৃ দৃষ্টির দিকে দৃষ্টি পড়ে ততই যত্না বাড়িতে থাকে, ক্ষোভে জ্বর ফাটিয়া যায়, একটা সামান্য কথার জন্য, একটু সামান্য ক্রোধের জন্য, একটা সামান্য অসাধু ভাবের জন্য জ্বর ছিঁড়িয়া ফেলিতে ইচ্ছা করে। প্রকৃত বিশ্বাস জাগিয়াছে কি না জানিবার এই বিতীয় লক্ষণ।

তৃতীয় লক্ষণ বিবেক। আমরা কথার বলিয়া থাকি বিবেক ঈশ্বরের বাণী; কিন্তু বিবেকামুসারে কোন প্রকার কার্য্য করিবার সময় ঈশ্বর আদেশ করিলেন এরূপ অমুভব হয় কি না?

মনে কর সন্তানের প্রতি কর্তব্য কি এই চিন্তায় প্রবৃত্ত হইয়া এক ব্যক্তি সকল দিক বিবেচনা করিলেন, তাহার বাপা শিক্ষা মুখ প্রভৃতির উপায় নির্ধারণ করিলেন; বিবেকের অহুগত হইয়া সকল কার্য্য করিলেন কিন্তু একবারও ঈশ্বরের নাম স্মরণ হইল না। সে চিন্তার পক্ষে ঈশ্বর থাকা না থাকা তাঁহার নিকট সমান। দ্বিতীয় এক ব্যক্তি সেই সকল উপায়ই নির্ধারণ করিলেন কিন্তু তিনি স্পষ্ট অমুভব ও উপলব্ধি করিলেন যে ঈশ্বর তাঁহাকে সেই কর্তব্য পালনে উৎসাহিত ও উত্তেজিত করিতেছেন। এই জন্যই তৎক্ষণাৎ বাক্য মাতেই বলিয়া থাকেন কর্তব্য বিষয়ে ঈশ্বরাদেশ অমুভব করা প্রকৃত বিশ্বাসীর একটা প্রধান লক্ষণ।

প্রকৃত বিশ্বাসের আর একটা লক্ষণ আছে। বিশ্বাসী লোক ভাবত ঘটনাকে ঈশ্বরানুরঞ্জিত দৃষ্টিতে দর্শন করেন। একটা সুন্দর পুষ্প যখন নিকটে আনীত হয়, তখন অপর লোকে তাহার রূপ গুণের প্রশংসার প্রবৃত্ত হয়, কিন্তু বিশ্বাসী ব্যক্তির অন্তরায় হইতে নির্জনে বসিতে থাকে "এই সুকুমার কৃষ্ণ আমার সখা করেছে।" যখন প্রচণ্ড গ্রীষ্মের পর নব বারি ধারা বর্ষিত হইতে থাকে, তখন অপর লোকে বলে কৃষক বাচিল কিন্তু প্রকৃত বিশ্বাসীর অন্তরায় হইতে সেই প্রত্যেক জল বিন্দুতে ঈশ্বরের রূপা অমুভব করিতে থাকে। জড় জগতের ঘটনা সম্বন্ধে যেমন নিজ জীবনের ঘটনা সম্বন্ধেও সেইরূপ। নিজ জীবনের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া তিনি যে কিছু উন্নত বা পবিত্র বিষয় দেখিতে পান সে সমুদায়ই তাঁহাকে ঈশ্বরের রূপা স্মরণ করাইয়া দেয়। যদি কোন বন্ধুর দ্বারা কোন সময় কোন প্রকার আধ্যাত্মিক উপকার পাইয়া থাকেন তিনি অমুভব করেন যে ঈশ্বর তাঁহার দ্বারা সেই কল্যাণ সাধন করিয়াছেন; তদ্বারা তাঁহার এক রূপাই স্মরণ হয়। এইরূপ বিশ্বাসী লোক ইতিহাসের ঘটনাবলী ও ঈশ্বরানুরঞ্জিত দৃষ্টিতে দর্শন করেন। যেখানে অন্য লোক কেবল নম্রোষের কলহ, মনুষ্যের দুষ্কৃতি, মনুষ্যের বুদ্ধি বিদ্যা প্রভৃতি দর্শন করেন তিনি তৎপশ্চাতে ঈশ্বরের হস্ত দেখিতে পান।

প্রকৃত বিশ্বাসের এই কয়েকটা লক্ষণ উল্লেখ করা গেল, এতদ্বারা নিজ নিজ হৃদয়কে বিচার করিতে গেলেই আপনাদের বিশ্বাসের দুর্বলতা হৃদয়ঙ্গম করা যায়। তখন দেখা যায় লোকে যদি আমাদের প্রতি অবিচার না করিয়া সত্য কথাই বলা হয়। আমাদের মধ্যে এরূপ করজন আছেন, যাহাদের ইহলোকের চিন্তা 'করিতে গেলেই পরলোকের চিন্তা মিশিয়া যায়, নিজ অপরাধের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই ঈশ্বরের প্রতি দৃষ্টি পড়ে, নিজের বিদ্যা বুদ্ধি বা লোকের সাহায্য অপেক্ষা ঈশ্বরের রূপার উপর স্ভাবতঃ অধিক নির্ভর হয় এবং কি জড় জগতের ঘটনাবলী, কি নিজ জীবনের সুখ দুঃখ, কি ইতিবৃত্তের ঘটনারাশি, সমুদায়ের মধ্যেই ঈশ্বরের রূপা ও ঈশ্বরের হস্ত স্মরণ হয়? আমাদের মধ্যে যিনি যে পরিমাণে এই প্রকৃত বিশ্বাসের দিকে অগ্রসর হইতে পারি-

রাছেন তিনি সেই পরিমাণে ত্রাস্ত ! নতুবা ঈশ্বর আছেন একথা অনেকে বলিয়া থাকে এবং দশরথ রাজার শব্দভেদী বাণের ন্যায় দ্রুতস্থিত ঈশ্বরের উদ্দেশে প্রার্থনা এবং আরাধনা ও অনেকে ছাড়িয়া থাকেন ।

গৃহধর্ম । (১)

পতি পত্নীর সম্বন্ধ ।

বিবাহের পশুভাব এই যে, এতদ্বারা সমাজপ্রবাহ রক্ষা হয় এবং মানবের রক্তমাংসময় শরীরের একটি স্বাভাবিক অভাব মোচন করে । বিবাহের মানবভাব এই যে ইহা হই হৃদয়কে একত্র আকৃষ্ট করে, অমুরাগ বন্ধন প্রভৃতি দ্বারা জীবনকে মধুময় করে, এবং উভয়ের হৃদয়কে পরিতপ্ত করে । বিবাহের দেবভাব এই, বিবাহ অমুরাগস্থজে বোধিয়া এক আশ্রয়ে অপরের সুখের জন্য নিজের স্বার্থ বিস্মৃত হইতে শিক্ষা দেয় ; সদয়ের সাধু প্রণতি সকলকে উত্তেজিত করে ; একের নানাস্থ্যে অপরের সাধুতার বৃদ্ধি করে ; এবং ইঞ্জির সুখের অতীত যে মানবের সুখ আছে, তাহা প্রতীতি করিবার পক্ষে সহায়তা করে ।

যার বিবাহের এই নহেতাব গ্রহণের শক্তি জন্মে নাই, অদ্যাপি তাহার বিবাহের বয়স হয় নাই ।

অপর্যাপ্ত পুরুষ ও রমণীর সম্বন্ধেই যে কেবল উল্লিখ সঙ্গমের প্রয়োজন তাহা নহে, বিবাহিত দম্পতীর পরস্পরের প্রতি ও ভিত্তিস্থিতি নিত্যন্ত প্রয়োজনীয় ।

অনেক বিবাহিত পুরুষের দোষে রমণীর এবং রমণীর দোষে পুরুষের শারীরিক মানসিক এবং আধ্যাত্মিক দুর্গতি হয় এবং ঈশ্বরের চক্ষে তাহারা নিন্দনীয় ।

ব্যভিচারের অর্ধ পতি বা পত্নীর প্রাপ্য অধিকার অপরকে দেওয়া । ইহা কান্টিক, বাচনিক ও মানসিক ত্রিবিধ হইতে পারে । এতদ্বিধ পরস্পরের সম্বন্ধে একপক্ষ কতকগুলি অধিকার আছে, যাহা পতি বা পত্নীরই প্রাপ্য অপরকে সে অধিকার দেওয়া উচিত নয় ; যথা ক্রৌড়া কৌতুকচ্ছলে অঙ্গ স্পর্শের অধিকার নির্জনে বহুকণ একত্র বাসের অধিকার, শারীরিক কোন প্রকার সেবার অধিকার ; এ অধিকার গুলি অপর পুরুষ বা রমণীকে লইতে দিলেও অপরাধ ।

মহু বলেন ;—“উপচার ক্রিয়া কেলিঃ স্পর্শোভূষণ বাস-সাং । সহ খট্টাসনকৈব জৌসংগ্রহণ মিস্যতে ।” অর্থাৎ পরস্ত্রীকে (স্বামীর অজ্ঞাতসারে) উপঢৌকন পাঠান, নির্জনে ক্রৌড়া কৌতুক করা, ‘দেখি দেখি ভোঁমার বসন বা অলঙ্কার কেমন,’ বলিয়া অলঙ্কার বা বস্ত্রাদি ধরা, কিবা নির্জনে স্থানে এক আসনে উপবেশন করা, এ সকল ব্যভিচারের মধ্যে গণ্য ।

পতি পত্নী যদি প্রকৃত পক্ষে অপরোধী না হন, তথাপি যদি তাহাদের আচরণের শিথিলতা বা অসাবধানতা নিবন্ধন লোকের সন্দেহ জন্মে ; সে সন্দেহ যত দূর ব্যাপ্ত হয় তত দূর লোককে অযোগ্যতা প্রাপ্ত করা হয় ।

দম্পতীর পক্ষে স্বচ্ছতা অর্থাৎ অকপটতা নিত্য আব-

শ্যক । অতি অশ্রিয় কথা হইলেও বলিবার সম্পূর্ণ অধিকার থাকা কর্তব্য ।

অনেক স্থলে একপক্ষ হয়, পতি পত্নী যখন একত্র হন পতি তাহার বাহিরের চিন্তা বাহিরে ফেলিয়া আসেন, পত্নী সংসারের চিন্তা সংসারে রাখিয়া আসেন । পত্নী বাহিরের কোথায় কি আছে জানেন না, পতি সংসারের কোথায় কি আছে জানেন না । শিক্ষার অভাব ইহার একটি প্রধান কারণ । কিন্তু প্রকৃত দাম্পত্য সম্বন্ধের এ নিয়ম নয় ; পরস্পরের ভার পরস্পরকে বহিতে হয় ।

অনেক দামী দাস দাসী বা সন্তান সন্ততির সমক্ষে পত্নীকে অপমান তিরস্কার বা অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়া থাকেন, ইহাতে তাহাদের কত্রীপদ হইতে চ্যুত করা হয় । যাহা কিছু বলিবাব ইহাদের অসাম্যতা বলা উচিত । স্বীর পক্ষেও এই কর্তব্য ।

দম্পতী আপনাদের প্রণয়ের বিষয় যেমন যেখানে সেখানে বলিয়া বেড়ান না সেইরূপ পরস্পরের যে কিছু ক্রটি দেখেন তাহাও লোকালয়ে বলিয়া বেড়ান না ।

অনেক পত্নী স্বামীর অভাব ও অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া কেবল নিজের অভাবের বিষয়ই দেখেন, ইহাতে স্বার্থপরতা ও সমস্তঃখহুতাচার অভাব প্রকাশ পায় ইহার ন্যায় প্রণয়ের শত্রু আর নাই ।

যে গৃহে সন্দেহ, ঈর্ষ্যা বা সতর্কতা থাকে সে গৃহ কটক-শয্যার সমান । কোপন স্বভাবের ন্যায় পারিবারিক শান্তির শত্রু আর নাই । যেখানে মন অসংকোচে খেলিতে পায় না সে আপনার গৃহই নয় । অনেক স্ত্রীলোক এই কারণে স্বামীর বিপথ গমনের কারণ হইয়া পড়েন ।

স্বস্থ শরীর, নিত্যচার, শাস্ত্র প্রকৃতি ও পরস্পরকে সুখে রাখিবার ইচ্ছা, এই চারি উপাদান, যে গৃহে মিলিত হয় দেবতার স্বর্গ হইতে সেই গৃহের দিকে তাকাইয়া থাকেন, কারণ তাহা পুষ্পোদ্যান অপেক্ষাও সুন্দর ।

খটিকাবসানে কদলী কাননে যে দৃশ্য দেখা যায়, অমিতাচারী ও কোপন স্বভাব লোকের গৃহে পদার্পণ করিলে সেই দৃশ্য চক্ষে পড়ে । সাধু লোকে দেখিয়া মনে মনে শোক করিয়া থাকেন ।

সরোবরের জলে যষ্টি প্রহার করিলে তরঙ্গান্বিত জল স্থির হইতে যেমন দশ দণ্ড লাগে, তেমনি একবার ক্রোধ করিলে গৃহস্থের গৃহে প্রণয়ের যে ব্যাঘাত উপস্থিত হয় তাহা পূর্ববস্থা প্রাপ্ত হইতে দশ দণ্ড লাগে ।

একে অন্যের সুখ চায় অথচ সকলেই সুখী হয়, এইটাই পারিবারিক সম্বন্ধের সৌন্দর্য ।

যাহার আচরণে ক্রেশ পাইয়াছি বা যাহার কর্কশ ভাষার বিদ্ধ হইয়াছি, তাহারই কল্যাণ চিন্তায় রত আছি । পত্নী অন্তঃপুরে দুর্ব্বচনে দণ্ড করিলেন, পতি বাহিরে আসিয়া তাহার স্বাস্থ্য লাভ বা বর্ণশিক্ষার উপায় চিন্তা করিতেছেন, ইহাই পারিবারিক সম্বন্ধের দেবত্ব ।

ভালবাসা এক বস্তু প্রজ্ঞা অপর বস্তু, নিরবচ্ছিন্ন ভালবাসাকে দাম্পত্য সম্বন্ধের ভিত্তি করা উচিত নয়, পতি পত্নীর পরস্পরের

পরম্পরের প্রতি শ্রদ্ধা আছে কি না দেখা কর্তব্য। যে পতির প্রতি পত্নীর প্রগাঢ় আস্থা ও গভীর শ্রদ্ধা তিনিই পুরুষ, তাহাতে প্রকৃত লাভ আছে, যে রমণীর প্রতি পতির গভীর শ্রদ্ধা তিনিই প্রকৃত সাধনী। বাহিরের লোক চরিত্রের উপর পিঠ দেখে পত্নী ভিতরপিঠ দেখেন স্ত্রীর চরিত্রে প্রকৃত সাধুতা না থাকিলে তাহার নিকট প্রবেশ হওয়া যায় না। স্ত্রীর লোকের গৃহ চরিত্র পরীক্ষার অতি কঠোর স্থান।

একবার এক জন খ্রীষ্টীয় মহিলা কোন ব্রাহ্মের পত্নীকে বলিয়াছিলেন যে তাহার পতি অতি সচরিত্র লোক বটে কিন্তু তথাপি তিনি নরকে যাইবেন কারণ তিনি খ্রীষ্টে বিশ্বাসী নন। ইহাতে তাহার পত্নী প্রাণে এত অস্বাভাবিক হইয়াছিলেন যে অপোবদন হইয়া ক্রোধিত আরম্ভ করিলেন এবং তদবধি অনেক দিন সেই খ্রীষ্টীয় মহিলার মুখ দেখিতে চান নাই। ঐ সাধনী রমণী আর এক সময় এইরূপ প্রার্থনা করিয়াছিলেন, “হে পরমেশ্বর তুমি আমাকে যে স্বামী রহ দিয়াছ আমি হতভাগিনী না বুঝিয়া ইহার ধর্ম সাধনের পথে কত ব্যাঘাত উপস্থিত করিয়াছি। আমার সে অপরাধ মার্জনা কর। আশীর্বাদ কর যেন ইহার ধর্মপথের সঙ্গিনী হইতে পারি। আমার জন্য যেন আর ইহাকে ক্রেশপাইতে না হয়।”

যাহারা বলেন স্ত্রীর প্রতিবন্ধকতা নিবন্ধন বিখ্যাসাহস্ররূপ কার্য করিতে পারিতেছি না তাহাদের কথাতে এই প্রমাণ হয় নিজ নিজ পত্নীর প্রতি তাহাদের চরিত্রের কোন বল নাই, অন্তরে প্রবিশ্ট হইয়া দেখিলে অনেক স্থলে দেখা যাইবে দাম্পত্য সম্বন্ধের নিকৃষ্টতাই ইহার প্রধান কারণ এবং তাহাদের বাহিরের চরিত্র যেরূপ গৃহের চরিত্র সে রূপ নয়। তবে স্থল বিশেষে পত্নীর উচ্চ ভাব গ্রহণে শক্তিও না থাকিতে পারে কিন্তু এরূপ স্থল অতি বিরল।

পতি পত্নীর প্রার্থনা।

ভগবন্তের জনক জননী! আমরা তোমার পবিত্র সন্নিধান উপস্থিত হইয়া তোমার রূপা স্মরণ করিতেছি। তুমি তোমার মহৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার জন্য এবং আমাদের আত্মার কল্যাণ সাধনের জন্য আমাদের প্রণয় হৃদয়ে বদ্ধ করিয়াছ। আমরা জীবন পথে একা একা বিচরণ করিতেছিলাম, নিজের সুখ, নিজের স্বার্থ এই মকলের অধেষণে ব্যস্ত ছিলাম তুমি রূপা করিয়া আমাদের একত্র করিয়া দিলে। যারা আপনাকে লইয়া ব্যস্ত ছিল তাহাদিগকে পরের জন্য ভাবিতে শিখাইলে; যাহারা ধর্ম পথে একাকী চলিয়াছিল তাহাদিগকে সঙ্গী ও সহায় বুটাইয়া দিলে। এখন প্রার্থনা এই প্রভু, এই সম্বন্ধে আমাদের একত্র করিয়া তুমি আমাদের স্বর্গে যে সকল কর্তব্য ভার অর্পণ করিয়াছ আমরা যেন অপরাধিত চিন্তে তাহা বহন করিতে পারি। সংসার মধ্যে সাধুতা ব্যাধি অসাধুতাকে জয় করিবার সংকল্প যেন কখনও ক্ষয় হইতে অন্তর্হিত না হয়। দুর্বলের বল! আমাদের বল দেও যেন আমরা

জিতেন্দ্রিয় হইয়া পরম্পরের সেবাতে সমর্থ হই, নিজের সুখ বিস্মৃত হইয়া যেন পরম্পরের সুখ অধেষণ করি; এবং ধর্ম ও তিতিক্ষা অবলম্বন করিয়া যেন আমাদের গৃহকে সুখের আলয় করিতে পারি। পতিতগাবন! কারিক বাচনিক ও মানসিক সকল প্রকার দ্বন্দ্বপ্রাধ হইতে আমাদের দূরে রাখিও এবং যাহাতে আমরা পরম্পরের ধর্মপথের প্রকৃত বন্ধু হইতে পারি এইরূপ আশীর্বাদ করিও। আমাদের গৃহে তোমার পবিত্র নাম কীর্তিত হউক, আমাদের এই দাম্পত্য সম্বন্ধের মধ্যে তোমার পবিত্র গিঃহাসন প্রতিষ্ঠিত হউক, আমাদের চরিত্রে ধর্মের গৌরব রক্ষিত হউক এবং আমাদের জীবনে তোমার শুভ ইচ্ছা সম্পন্ন হউক।

সঙ্গীত।

ওক কলতরু সকলি সমুদ্রে তোমারি নামে—সুব।

প্রভু যেন কত সংসারে মজিয়ে তোমার ভুলিনে।

চিরদিন সঙ্গী হয়ে থেক জীবনে।

তব দয়া কি বলিব কিকূপে উপমা দিব

দেখালে কত যেকূপা রাধি দুঃখনে।

শুভ ইচ্ছা সাধিবারে রাধিলে হে এ প্রকারে

চিরদিন বেঁধে রাখ এই বন্ধনে।

প্রণয়ে প্রাণ যুডাবে সুখ ইচ্ছা দূরে যাবে

আপনা পাসরি সুখী হব সেবনে।

তব দাস দাসী হব, সাধু কাজে সদা রব

উভয়েরি এই তিক্ষা তব চরণে।

সংবাদসার।

মিতাচার শরীরের স্বাস্থ্য রক্ষা ও দীর্ঘজীবিতার প্রধান উপায়। ইংলণ্ডে ডবলিন নামে একজন কৃষক ছিল। এই ব্যক্তি ১৩৯ বৎসর পর্যন্ত বাঁচিয়াছিল। এই ব্যক্তি প্রধানতঃ কলশস্য চাষে প্রভুত্ব দ্বারা জীবন ধারণ করিত। হেনরি জেফক্স নামে আর এক ব্যক্তি ১৬৯ বৎসর জীবিত থাকে। ইংলণ্ডবিশিষ্ট দ্বিতীয় চারলস জিজ্ঞাসা করিতে এই ব্যক্তি উত্তর করিয়াছিল যে মিতাহার ও মিতাচার দ্বারা তাহার জীবন এতকাল রক্ষিত হইয়াছে। আমেরিকার ফিলেডেলফিয়া নগরে ডিক্কার নামে এক ব্যক্তি ১০৩ বৎসর জীবিত ছিল উক্ত ব্যক্তি রাত্রে কিছু আহার করিত না। ইংলণ্ডে কেটবি নামে আর এক ব্যক্তি ১১৬ বৎসরে কালগ্রাসে পতিত হয় সে জীবনের শেষ ২০ বৎসর নিরবচ্ছিন্ন দুগ্ধ ও বিশকুট আহার করিয়া থাকিত।

কয়েক বৎসর হইল দক্ষিণ আফ্রিকাতে মিশনরি সাহেবেরা একটি প্রচার কার্যালয় খুলিয়াছেন, তাহার নাম “ব্যাটায়ার মিশন”। উক্ত মিশনের সাহেবেরা দরিদ্র কৃষকদিগের প্রতি যেরূপ দোয়াত্যা করিয়া থাকেন শুনিলে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। বৃষ্টান্ত স্বরূপ দুইটা ঘটনার উল্লেখ করা যাইতেছে। প্রথম ঘটনাটী এই একটা স্বাভাবিক রমণীর সহিত দুইজন

দরিদ্র কাকির প্রণয় থাকে। এই জীলোক কিছুদিন পরে নিজ প্রণয়ীদের সহিত বিবাদ করিয়া মিশনের সাহেবদিগের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করে। ইহাতে উক্ত দুই পুরুষ কুপিত হইয়া তাহাকে হত্যা করিবার ভয় প্রদর্শন করে। এই ঘটনার কিছুকাল পরে অপর একজন জীলোকের মৃত শরীর পশ্চিমঘো প্রাপ্ত হওয়া যায়। সাহেবেরা একেবারে স্থির করিলেন যে উক্ত দুই পুরুষই ঐ হত্যাকাণ্ডের কর্তা। সুতরাং তাহাদিগকে আস্থান করিয়া প্রথমে তাহাদিগকে একটা কাটরা প্রস্তুত করিতে আদেশ করা হইল; কাটরা যখন প্রস্তুত হইল তখন হঠাৎ তাহার মধ্যে তাহাদের দুইজনকেই কারাবদ্ধ করা হইল। পরদিনেই প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা প্রচার হইল। কারাবদ্ধ ব্যক্তির বার বার নির্দোষতা জানাইতে লাগিল কিছুতেই সাহেবদিগের দয়া হইল না। হত্যার দিন উপস্থিত হইবার পূর্বেই এক ব্যক্তি কোন সুযোগে পলায়ন করিল, কিন্তু অপর হতভাগ্য পলাইতে পারিল না। হত্যার সময় উপস্থিত। পূর্বে একটা কবর খুঁড়িয়া তাহাকে তৎপার্শ্বে দণ্ডায়মান করা হইল। সাহেবেরা ৮ জন দেশীয় লোককে আট দিক হইতে এক সঙ্গে গুলি করিতে আদেশ করিলেন। তখনও তাহার মুখে সেই এক কথা “দোহাই সাহেব! আমি নির্দোষী।” কি কঠিন প্রাণ! মর্ক শরীর গুলির আঘাতে ক্ষত বিক্ষত তথাপি প্রাণ গেল না; সে তখনও দণ্ডায়মান, আবার বন্দুক পূর্ণ হইল, আবার গুলি বর্ষণ হইল। এইবার এক গুলি তাহার হৃদয় ভেদ করিয়া গেল, তবু প্রাণ গেল না। এক ব্যক্তি ধাবিত হইয়া গিয়া তাহার মস্তকের কেশ ধরিয়া তাহাকে সেই কবরের মধ্যে ফেলিল। অবশেষে আর একজন গিয়া তাহার শিরে বন্দুকের আঘাত করিয়া শেষ প্রাণ টুকু বাহির করিল।

দ্বিতীয় ঘটনাটী এই, একবার দুইজন হতভাগ্য কুলি এক সিঁদুক চা বহন করিয়া উক্ত প্রচার কার্যালয়ে আসিতেছিল। পশ্চিমঘো একজনের অসুখ হওয়াতে সে অপর ব্যক্তিকে আর একজন কুলি দেখিবার জন্য পাঠাইল। তাহার বিলম্ব দেখিয়া কিছু পরে নিজে গেল। আসিয়া দেখে চার সিঁদুক চুরি গিয়াছে। কি করে সাহেবদিগের নিকট আসিয়া সমুদার ভাঙ্গিয়া বলিল। সাহেবদিগের বিশ্বাস হইল না। ভাবিলেন প্রহার করিলে, প্রহার যন্ত্রণার সত্য বলিয়া ফেলিবে। সে ব্যক্তি একে পীড়িত ছিল, তাহার উপর তাহাকে গাছে বাঁধিয়া প্রহার আরম্ভ হইল। বেজের পর বেজ, গুরুবর্ণ ধর্ম-প্রচারকদিগের হস্ত পরিশ্রান্ত হইতে লাগিল, তাহারও সর্বান্ত্র ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়া গেল। তথাপি চার সিঁদুকের উদ্দেশ্য পাওয়া গেল না। সাহেবেরা পরিশ্রান্ত হইয়া অবশেষে কয়েকজন দেশীয় লোকের প্রতি সেই ভার দিলেন। আর প্রহার সহ্য হইল না, হতভাগ্য অবশেষে মর্জিত হইয়া পড়িল। কিয়ৎকাল পরে সকলে আসিয়া দেখে প্রাণবায়ু তাহার দেহকে পরিত্যাগ করিয়াছে। ধর্ম-প্রচারকদিগের এই ব্যবহার; অন্য সাহেবেরা কাকিদিগের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন ইহা দেখিয়া সকলে অজ্ঞান করুন।

নিঃস্বার্থ ব্যবহার দেখিলেই হৃদয় পরিতৃপ্ত হয়। ইংলণ্ডে প্রিম-গোল নামে এক জন উদ্বলোক আছেন ইনি অর্থবগামী নাবিক-দিগের বিপদ নিবারণ ও প্রাণরক্ষার উপায় বিধানার্থ বহুদিন চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। কিছু দিন হইল পার্লামেন্টে মহাসভার সভ্য নির্বাচন সময়ে এই উদ্বলোকটী কোন এক স্থানের প্রতিনিধিরূপে প্রেরিত হন। কিন্তু সংবাদপত্রে যখন এই সংবাদ প্রকাশ হইল যে, অক্সফোর্ডবাসিগণ নূতন হোম সেক্রেটারি হার্কেট সাহেবকে পুনঃ মনোনীত করে নাই, সুতরাং তিনি পার্লামেন্টে মহাসভায় বসিতে পাঠিবেন না, তখন প্রিমসোল সাহেব স্বীয় পত্নীকে বলিলেন, “দেখ আমি পদ-ত্যাগ করিয়া সার উইলিয়ম হার্কেটকে ঐ পদ প্রদান করি। তিনি পার্লামেন্টে না বসিলে দেশের ক্ষতি হইবে।” পার্লামেন্টের সভ্য হইবার জন্য লোক কত প্রয়াস পায়, সে পদ পরিত্যাগ করা সহজ নয়, বিশেষ নাবিকদিগের রক্ষা কে করিবে, এ চিন্তায় পতি পত্নীর মনকে আকুলিত করিতে লাগিল; অবশেষে তাহারা পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা আরম্ভ করিলেন। এবং প্রার্থনাস্থে পদত্যাগ স্থির হইল। এক্ষণে শুনা আইতেছে অক্সফোর্ডের যে সকল লোক হার্কেটকে তাড়াইয়া “হাল নামক এক জন সাহেবকে মনোনীত করিয়াছিল, তাহারা নাকি আবার হালকে তাড়াইয়া প্রিমসোলকে লইবার প্রস্তাব করিতেছে। সেদিন মহারানী স্বয়ং আনান্দের হেট সেক্রেটারি মারকুইস অব হাটিংটন সাহেবকে প্রধান মন্ত্রী হইতে বলিলেন, তিনি গ্লাডষ্টোনের হওয়া উচিত বলিয়া নিজে পীড়িত হইলেন না। আবার প্রিমসোল এখন একটা পদ-ত্যাগ করিলেন। এইরূপ চরিত্রের গুণেই ইংলণ্ডের নাম সর্বত্র সমাদৃত হয়। সাধারণের উপকারের জন্য নিজের স্বার্থ ত্যাগ করিতে না পারিলে সাধারণতঃ চলে না।

নাস্তিক ব্রাডলা সাহেব বড় সঙ্কটে পড়িয়াছেন, এক কমিটী স্থির করিয়াছিলেন, তিনি শপথ বা প্রতিজ্ঞা কিছুই করিতে পারেন না, আর এক কমিটী স্থির করিলেন তিনি ঈশ্বরের নামে শপথ না করুন প্রতিজ্ঞা করিতে পারেন। সে প্রস্তাবও পার্লামেন্ট সভার গ্রাহ্য হয় নাই। অবশেষে ব্রাডলা সাহেব শপথ পর্যন্ত করিতে প্রস্তুত কিন্তু সভাগণ তাহা করিতে দেন নাই; ইহাতে তিনি বলপূর্বক পার্লামেন্ট সভায় বসিতে চান, সভার স্পীকার তাহাকে সভা ত্যাগ করিতে আদেশ করেন, সে আদেশ অগ্রাহ্য করাতে তিনি কয়েদ হইয়াছিলেন।

সুপ্রাণ ইংলণ্ডের কি ভয়ানক শত্রু হইয়া দাঁড়াইতেছে! কিছুদিন হইল একটা জীলোক পুলিশে আনীত হয়; ঐ রমণীর বয়সক্রম ৩৫ বৎসরের অধিক নয়; ইহার মধ্যে সে মাতলামির জন্য দুইশতবার পুলিশের শাস্তি পাইয়াছে। ওনিতে পাওয়া যায় এক লণ্ডন সহরে বৎসরে ছয় সহস্র জীলোক মৃত্যুর জন্য দণ্ড পায়। ঈশ্বর ভারতবর্ষকে এ বিপদ হইতে দূরে রাখুন।

একজন ধর্মোপদেশক একবার দানের মাহাত্ম্যের উপর একটা চমৎকার উপদেশ প্রদান করেন। তাহার জোতাদিগের

মধ্যে এক ব্যক্তি কুপণ ছিল। সে উপদেশটা শুনিয়া বলিল দানের বিষয় যেক্রপ বর্ণিত হইয়াছে, শুনিয়া মনে হয় ভিক্ষুক হইয়া লোকের ঘারে ঘারে বাই। ভিক্ষুক হইতে ইচ্ছা হইল দাতা হইতে ইচ্ছা হইল না।

কসিয়ার ন্যায় কোন গবর্ণমেন্টই ধর্মের জন্য প্রজাদিগকে পীড়াপীড়ি করে না, অথচ এখানকার প্রায় ১৫০০০০০ এক কোটি পঞ্চাশ লক্ষ লোক দেশের প্রচলিত ধর্মসমাজ পরি-
ত্যাগ করিয়াছে। এই হতভাগ্য ব্যক্তিরা কোন প্রকার রাজ-
কীয় পদ প্রাপ্ত হইতে পারে না; ইহাদের সম্মানদিগকে কোন উচ্চ শ্রেণীর বিদ্যালয়ে গ্রহণ করা হয় না; প্রদেশীয় শাসন-
কর্ত্তাদিগকে যথেষ্ট ইহাদিগের উপর অত্যাচার করিতে দেওয়া হয়; ইহারা আপনাদের মৃত আত্মীয়দিগকে যথেষ্ট সমাহিত করিতে পারে না; ইহাদিগের কোন প্রকার ধর্ম সম্বন্ধীয় গ্রন্থ মুদ্রিত বা প্রকাশিত করিবার অধিকার নাই! কসিয়ার অত্যাচার দেখিয়া আমাদের ঘৃণা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে।

ইংলণ্ডের ভাল ভাল ধর্মযাজকেরা ক্রমেই খ্রীষ্ট ধর্মের একটি মূল সত্যে অবিশ্বাস করিতেছেন। অনেক স্থলে উপ-
দেষ্টারা বেদী হইতেই বলিতেছেন যে অনন্ত নরকে বিশ্বাস করিলে ঈশ্বরের অবমাননা করা হয়। খ্রীষ্টর এই একটা ভ্রম যে এতদিনে পরিত্যক্ত হইতেছে ইহা স্মরণের বিষয়।

ইংলণ্ডের কোন একটি বিশেষ স্থানের লোকদিগের একজন ধর্মোপদেষ্টার প্রয়োজন, হওয়ায় তাঁহার এক চমৎকার উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। তাঁহার একদিন টিকিট করিয়া নাচ দিয়া কতকগুলি টাকা সংগ্রহ করিয়াছেন। লোকে এইরূপে স্মৃতি খেলিয়া শুভ অমুষ্ঠান করে। ধর্মের চক্ষে এসকল কার্য অতিশয় নির্দিশ।

ব্রাহ্মসমাজ।

আমাদের আগ্রাবাসী শ্রদ্ধেয় বঙ্গ বাবু নবীনচন্দ্র রায় আরও করেজন বঙ্গুর সহিত সমবেত হইয়া “বিধবা বিবাহ সম্পাদক সভা” নামে একটি সভা স্থাপন করিবার সংকল্প করিয়াছেন, তাহার একখানি অমুষ্ঠান পত্র আমাদের হস্তগত হইয়াছে। যে সকল বিধবা হিন্দুসম্প্রদায়ী বিবাহাভিলাষিনী অথবা যে সকল পুরুষ বিধবা পরিণয়াভিলাষী গোপনে তাহাদিগের নাম সংগ্রহ করিয়া বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করা বিষয়ে সাহায্য করা এই সভার মুখ্য উদ্দেশ্য। বিধবা বিবাহ যে অশাস্ত্রীয় নর তাহার প্রমাণ করিবার চেষ্টা করা এবং বিবাহার্থীদিগকে বধা সাধ্য সাহায্য করা এই সভার গৌণ উদ্দেশ্য। লাহোর, আগ্রা, কলিকতা, বোম্বাই প্রভৃতি প্রসিদ্ধ স্থানে এই সভার একজন সম্পাদক থাকিবেন। সম্পাদকদিগের নিকট হইখানি গোপনীয় বহি থাকিবে। উহার এক খানিতে বিবাহার্থিনী বিধবাদিগের নাম ধাম প্রভৃতি এবং অপর খানিতে বিবাহার্থী পুরুষদিগের নাম ধাম প্রভৃতি থাকিবে। ঐ বহি সম্পাদকগণ কাহাকেও দেখিতে দিবেন

না। বিধবা বিবাহ বিষয়ে উৎসাহী ও সাহায্যকারী ব্যক্তিমাত্রকেই সভ্য করিতে পারা যাইবে; এবং সভ্যদিগের দুই প্রকার তালিকা থাকিবে, বাহার নাম নিজ নাম প্রকাশে কৃত্রিম নন তাঁহাদিগের জন্য একখানি থাকিবে এবং বাহারদিগের সে বিষয়ে সংকোচ আছে তাঁহাদিগের জন্য অপর খানি থাকিবে। সভা যদি স্থায়ী হয় ইহা দ্বারা বিবাহার্থীদিগের বিশেষ সাহায্য হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। উদ্যোগ কর্ত্তাগণ এই সভাতে যোগদিবার জন্য বিধবাবিবাহের পক্ষ সমুদায় ব্যক্তিকে সাদরে আহ্বান করিয়াছেন।

আমরা দেখিয়া ‘নিতান্ত’ প্রীত হইলাম যে, জামালপুর বাসী ব্রাহ্মগণ তাঁহাদের সমাজের প্রতি বিশেষ মনোযোগী হইয়াছেন। অনেকে আবার উপাসনাতে যোগ দিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ইতিমধ্যে এক শনিবার সভাগণ নিশীথ উপাসনা করিয়াছিলেন। এবং অদ্যাবধি প্রতি মাসের পূর্ণিমা রজনীতে নিশীথ উপাসনা করা স্থির হইয়াছে। সমাজের বন্ধন যখনই শিথিল হইবে, তখনই আমরাদিগকে বিশ্বাস ও প্রার্থনা পূর্বক আঁটিয়া ধাঁধিতে হইবে। দুর্ভাগ্যের অবস্থায় নিরাশ হইলে ব্রাহ্মের আর গতি নাই।

কিছুদিন হইল কলিকাতায় উপাসকমণ্ডলীর উপাসনা-
গৃহের দ্বারে একটি বাস্ম দেওয়া হইয়াছিল। উপাসকগণের প্রতি এই অমুরোধ ছিল যে, উপাসনা প্রণালী সম্বন্ধে তাহাদের যাহার যাহা বলিবার আছে, কিম্বা উপদেশের মধ্যে কিরূপ বিষয়ের আলোচনা করিলে তাঁহাদের উপকার হয়, এ সমুদায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাগজে লিখিয়া আসিবার সময় ঐ বাস্মের মধ্যে ফেলিয়া দিবেন। ঐ সকল প্রস্ন দেওয়া আচার্য্য নিজের উপদেশের বিষয় স্থির করিবেন, এবং তত্ত্ব-
কৌমুদী প্রভৃতিতেও উক্ত সকল বিষয়ের আলোচনা হইবে। এইরূপে কতকগুলি কাগজ সংগৃহীত হওয়াতে দেখা গেল যে বর্ত্তমান উপাসনা প্রণালীর কিছু কিছু পরিবর্তন করা অনেকের ইচ্ছা। কলিকাতায় উপাসকমণ্ডলীর সভাগণ এই বিষয়ের বিচারার্থ একটি বিশেষ কমিটি নিয়োগ করিয়াছেন।

পূর্ণিমা সমাজের উৎসব কার্য ঈশ্বর কৃপায় সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর সেখানে অবস্থান কালে উৎসবের দিন উপাসনাদি হয়। অন্য দিনে, একটি বাঙ্গালা বক্তৃতা, একটি ইংরাজী বক্তৃতা, ও স্ত্রীলোকদিগের জন্য দুই দিন বিশেষ উপাসনা হয়। ইংরাজী বক্তৃতার দিন স্থানীয় শিক্ষিত হিন্দুস্থানী ভদ্রলোক অনেকে উপস্থিত ছিলেন। বক্তৃতার বিষয় এই ছিল, যে আমরা বাহিরে যে জীবন দেখিতে পাই, ইহার অন্তরিক্ত আত্মার একটি জীবন আছে। সেই উন্নত জীবন লাভ করাই মানবাত্মার সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ অধিকার। আত্মা যখন এই জীবন লাভে সমর্থ হয়, তখন ঈশ্বর আত্মার অন্ন পান স্বরূপ হন; আত্মা তাঁহাতেই বিহার করে। তাঁহাতেই বিচরণ করে, তাঁহাতেই আনন্দিত হয়।

প্রেরিত।

মহাশয়! নিম্নলিখিত প্রস্তাবটী তত্ত্বকৌমুদীর এক পার্শ্ব স্থান দান করিয়া বাধিত করিবেন। এ বিষয়ে আপনার সহ-পদেপ ও উৎসাহ পাঠে বিশেষ স্থখী হইব।

যাহারা প্রকাশভাবে ব্রাহ্মধর্ম অবলম্বন করিয়া হিন্দুসমাজ কর্তৃক চিরদিনের জন্য পরিত্যক্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের অনেকেরই বংশানুক্রমে অবস্থান করিতে পারেন একরূপ উপযুক্ত আবাসবাটী নাই। যে ঐশ্বরিক বাটী আছে তাহাতে পৌত্তলিক সমাজ পরিবেষ্টিত হইয়া অবস্থান বর্তমান সময়ে কোনরূপে সম্ভব হইলেও ভবিষ্যৎকালের জন্য নিতান্ত অসুবিধা ও অমঙ্গলজনক। অনাদিকে বহুবায় সাধ্য সহরের জীবন যাপন এখনই গরির ব্রাহ্মদিগের পক্ষে যার পর নাই কষ্টকর হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহাদের মৃত্যুর পরে বিধবা স্ত্রী ও বালক-দিগের যে কি দশা ঘটবে এ চিন্তা আসিয়া অনেক সময়ে ব্রাহ্মদিগের হৃদয়কে আন্দোলিত করিয়া থাকে। নগরের জীবন সমাজ ও পরিবার বন্ধনেরও অত্যন্ত প্রতিকূল। ব্রাহ্মধর্মের এমন অনেক ভাব আছে গ্রীষ্ম, সরল ও সরল-জীবনের সুশীতল চারা ভিন্ন যার পূর্ণ বিকাশ অসম্ভব। এ কারণে বর্তমান সময়ে ব্রাহ্মধর্মকে কতকগুলি নগর প্রাচীরে পরিবদ্ধ দেখিয়া অনেকে নিতান্ত হৃৎ প্রকাশ করিয়া থাকেন।

অনেকেই মনে করেন যত দিন ব্রাহ্মধর্ম জনসাধারণের ধর্ম না হইবে তত দিন ইহার স্থায়িত্ব সম্বন্ধে বিশেষ আশা করা যায় না। কিন্তু বর্তমান প্রচার প্রণালী তাহার কিছু-মাত্র অসুস্থ নহে। সাধারণ লোকদিগের মধ্যে ধর্মপ্রচার শুদ্ধ তাহাদের সঙ্গে একত্র অবস্থান ও তজ্জনিত ঘনিষ্ঠতা হইতেই আশা করা যাইতে পারে।

এই সমস্ত চিন্তা করিয়া আমরা অনেক দিন হইতে বাঙ্গালার কোন কোন উপযুক্ত পল্লীতে অথবা তদ্বিকটে বঙ্গ-বাগী ব্রাহ্মদিগের জন্য কয়েকটি 'ব্রাহ্ম নিবাস' সংস্থাপনের আবশ্যকতা অনুভব করিয়া আসিতেছি। কিন্তু সমস্ত ব্রাহ্ম মণ্ডলীর সমবেত ও আন্তরিক যত্ন ভিন্ন একরূপ একটি মহৎকার্য্য সুসম্পন্ন হওয়া অসম্ভব। সুতরাং আমাদের সাহসের নিবেদন ব্রাহ্মবন্ধুগণ এ বিষয়ে আমাদের সহপদেপ ও অন্য প্রকারে সাহায্য দান করিয়া বাধিত করিবেন।

'কৃষ্ণনগর কালেক' এই ঠিকানার আমাদের পত্র লিখিলে এ বিষয়ে সবিস্তার জানিতে পারিবেন।

২৫ এ আষাঢ়, }
১৮০০ । }

নিবেদক,

শ্রীঅধিকাচরণ সেন।

সন ১৮৮০ সালের জামুয়ারি ফেব্রুয়ারি ও মার্চ মাসের সংক্ষিপ্ত আয় ব্যয়ের বিবরণ।

১৫ (আয়)

প্রচার।	
মাসিক	২০০১
বার্ষিক	৪১০
এককালীন	৪১
আপেক্ষ	১০১
	২১৮০
সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ।	
মাসিক	৫১০
বার্ষিক	১০৬
এককালীন	২
	১৫২০
পুস্তক বিক্রয়	২০৪১১০
তত্ত্বকৌমুদী	১৭৬১/১০
পূর্ব ঋণ আদায়	১০০
গচ্ছিত	১১
ঋণ	১৩৬৮/০
	৭৮৩৮৮/০
পূর্ব স্থিত	৭২১/১৫
মোট	৮৫২১২/১৫

(ব্যয়)

প্রচার কার্য্যে ব্যয়	৩৩৬/১
সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ	৯২৮/৫
পুস্তক হিসাবে	১২৬৮/২
তত্ত্বকৌমুদী হিসাবে	১৩১১/৮
	৭৬৬৮/১০
বাকী	৯২১/৫
	৮৫২১২/১৫

শ্রীউমেশচন্দ্র দত্ত,
সহকারী সম্পাদক।

• তত্ত্বকৌমুদীর মূল্যপ্রাপ্তি।

২৬এ মে হইতে ২৫এ জুন পর্য্যন্ত।

বাবু আশুতোষ বসু, জামালপুর	৩
„ উপেন্দ্রনাথ পাল, কলিকাতা	১০
„ মতিলাল হালদার, দারজিলিং	৩
„ নন্দগোপাল ভাট্টা, হলদিবাড়ী	৩
„ কালিদাস ঘোষ, নারিকেলডাঙ্গা	১০
„ কালীপদ চট্টোপাধ্যায়, রত্নপুর	৩
„ গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজপুতানা	৩
„ কেদারনাথ চৌধুরী, শিবলা	৩

২১৫

বাবু সারদানাথ ঠাই, ত্রিহট্ট
 ,, চাঁদমোহন মৈত্র, হিজলাবাড়ী
 ,, কৈলাসচন্দ্র চক্রবর্তী, সিলেট
 ,, কালীকৃষ্ণ দত্ত, বরাহনগর (১৮৮৭-৭৬)
 শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী চক্রবর্তী

বিজ্ঞাপন।

আগামী ১৮০১ খ্রিষ্টাব্দের “ব্রাহ্মপকেট এল্‌মেনেক্” নামক পত্রিকাতে ভারতবর্ষস্থ সমস্ত ব্রাহ্মসমাজের যথাযথ বিবরণ সংগ্রহ পূর্বক প্রকাশ করিবার মানসে বিনীতভাবে এই প্রার্থনা করিতেছি যে, প্রত্যেক সমাজের সম্পাদক অথবা পূর্বক স্থায়ী সমাজসম্পর্কীয় নিয়মিত বিবরণ আমার নিকট পাঠাইয়া বর্ধিত করিবেন। ভরসা করি যে গত বৎসর যে সকল সমাজ হইতে বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই এবং যে সকল সমাজের নূতন প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, তাহারা এক্ষণে সদয় হইয়া বাঞ্ছিত বিবরণ প্রেরণে অগ্রগৃহীত করিবেন। বর্তমান বর্ষের পত্রিকাতে যে সকল ব্রাহ্মসমাজের বৃত্তান্ত প্রকাশিত হইয়াছে, ঐ সকল সমাজ সম্পর্কে পূর্ব প্রকাশিতের পর যে কোন পরিবর্তন ঘটিয়াছে তাহাই কেবল জানাইবেন। যদি সংবাদ প্রাপ্তির অভাবে কোন সমাজের নাম পত্রিকাতে উল্লেখ করা না হয়, তাহা অতিশয় ক্ষোভের বিষয় হইবে।

বিবরণ।

- ১। সমাজের নাম ও তাহা কোন্ স্থানে অবস্থিত (ডাক ঠিকানা সহিত)
- ২। সমাজ সংস্থাপনের দিন।
- ৩। নিয়মিত উপাসনার সময়।
- ৪। বার্ষিক উৎসবের দিন।
- ৫। আচার্য্যের নাম।
- ৬। সম্পাদকের নাম।
- ৭। সমাজের সভ্যের সংখ্যা।
- ৮। কোন প্রচারক থাকিলে তাহার নাম।
- ৯। সমাজের মন্দির আছে কি না। যদি থাকে তবে তাহা কোন্ সময়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।
- ১০। সমাজের অন্তর্গত বিদ্যালয়াদি।

উল্লিখিত বিবরণ আগামী ১লা অক্টোবর বা তৎপূর্বে কোলকাতায় আমার ঠিকানায় পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।
 কলিকাতা,
 ১৩ নং মূর্জাপুর স্ট্রীট,
 ১ই জুন—১৮৮০।

শ্রীশিবচন্দ্র দেব,

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ সভাপতি।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দির নির্মাণার্থ

অর্থ দান।

ঈশ্বর কৃপায় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা গৃহ নির্মাণার্থ অল্পসংখ্যক মধ্য বেক্রয় লাভব্য স্বাক্ষরিত ও অর্থ সংগৃহীত

হইয়াছে, তাহা আমাদিগের আশার অতীত বলিতে হইবে। সাধারণের এইরূপ সাহায্য লাভ করিতেই গত বর্ষের মধ্যে মন্দিরের ভিত্তি ও চতুঃপ্রাচীর নির্মিত হইয়াছে। কিন্তু ব্যয়সাধ্য অধিকাংশ কার্য এখনও অসম্পূর্ণ রহিয়াছে এবং আরও অধিক অর্থ সংস্থান নীতান্ত আবশ্যক হইয়াছে। এক্ষণে মন্দির নির্মাণ কার্য পুনরায় হইয়াছে। আমরা আগ্রহ ও বিনতি সহকারে প্রার্থনা করিতেছি, এই উপাসনা গৃহের প্রতি যাহাদিগের অমুরাগ ও সহানুভূতি আছে, তাহারা অবিলম্বে প্রার্থিত সাহায্য প্রদানে অগ্রসর হইয়া সমুদয়তার পরিচয় দান করিবেন এবং যে সকল সদাশয় মহোদয় ইতিপূর্বে দাতব্য স্বাক্ষর করিয়াছেন, এই সময় স্ব স্ব দাতব্য প্রদান করিয়া কার্য সম্পাদনের সহায়তা করিবেন। তত্ত্বকৌমুদীতে যতদূর বিজ্ঞাপিত হইয়াছে, তৎপরে নিম্নলিখিত দান সকল স্বাক্ষরিত হইয়াছে, আমরা দাতা মহোদয়দিগকে সর্বাত্মকরণে ধন্যবাদ করিতেছি—

পূর্ব বিজ্ঞাপিত	২১৫৭২৮০
ভাইদাস মল অমৃতসর	২১০
চেলারাম ঐ	২৫০
যমুনা বাই ঐ	১২৫
লালা সান্তারাম ঐ	১৫০
লালা ফকির চাঁদ ঐ	১২১
আগা কুলীব আবদুল খাঁ বাহাদুর ঐ	১০০
অনরারি আসিষ্ট্যান্ট কমিশনার	১০০
লালা গাগার মল ঐ	১০০
ভাই গুরুদিত সিং ঐ	৭৫
আর সি হকিম ঐ	১৫
মহম্মদ সা খাঁ বাহাদুর অনরারি মাজিষ্ট্রেট ঐ	১০০
বাবু শরচ্চন্দ্র মিত্র কলিকাতা	২
,, উপেন্দ্রনাথ ভূম্যধিকারী ঐ	৫
,, ক্ষেত্রমোহন ধর ঐ	৫
,, মনোমোহন দাস ঐ	১০
,, হুর্গাপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় ঐ	১০
,, বসন্তকুমার গুহ ঐ	৫০
,, গোবিন্দলাল রায় জমিদার তাজহাট রত্নপুর	২০০
,, জানকীবল্লভ সেন ঐ	৫০
,, হরিশোহন সেন ডেঃ মাজিষ্ট্রেট ষাটাল	৫০
হাইড্রাবাদস্থ বঙ্কু	২০
বাবু বেণীমাধব মিত্র সব জজ নোয়াখালি	১০০
,, নীলমণি ধর মেদিনীপুর	৫০
,, ব্রজেননাথ বসু বরিশাল	৫০
,, রাধাচরণ রায় মুন্সেফ ময়মনসিং	৫০
,, কৃষ্ণদরাল রায় রত্নপুর	৫০
,, ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সব জজ দিনাজপুর	৫০

তত্ত্ব-কৌমুদী

[পাক্ষিকপত্রিকা]

৩য় ভাগ।
৪র্থ সংখ্যা।

১লা শ্রাবণ, বৃহস্পতিবার, ১৮০২ শক। ব্রাহ্মসংবৎ ৫১।

বাৎসরিক আশ্রম মূল্য ২।০
মকসুল . . . ৫০
প্রতি খণ্ড নগদ ৮

আমরা ভাল মানুষের জাতি। “আহা কিছু বলে না”
এই ভাবটি আমাদের মনে এত প্রবল যে কাহারও কোন
দোষ প্রদর্শন করিলে বা কাহারও কোন অন্যায় আচরণের
প্রতিবাদ করিলে লোকের তাহা সহ্য হয় না। যাহার ক্রটি
প্রদর্শন বা কার্যের দোষ কীর্তন করা যায়, তাঁহারই
কথাই নাই। তিনি তৎক্ষণাৎ হির করিয়া বসেন তাঁহার
সহিত কোন প্রকার শত্রুতার কারণ থাকিবে, কিংবা উক্ত
প্রতিবাদের মূলে কোন প্রকার দুরভিসন্ধি থাকিবে, লোকের
পৈতৃক বিষয়ে হস্তার্পণ করিলে যেরূপ শত্রুতা ঘটিয়া থাকে,
কোন মত বা আচরণের দোষোদ্বেগ করিলেও অনেক সময়
সেইরূপ শত্রুতা দেখা যায়। কৃশিক্ষার ফল স্বরূপ এই সঙ্কীর্ণ
ভাব ধীরে ধীরে অনেক বিলম্ব আছে, স্বাধীন ও অসঙ্কচিত্তভাবে
সকল প্রকার মত ও আচরণের বিচার করিবার প্রথা যত
দিন প্রচলিত না হইতেছে, তত দিন দেশের চিন্তা, রুচি ও
নীতির সম্যক উন্নতি হইতেছে না। এ প্রসঙ্গ এস্থলে উপ-
স্থিত করিবার অভিপ্রায় এই, তত্ত্বকৌমুদীর প্রতি অনেকের
এইরূপ সংস্কার যে কলহ করা ইহঁদের স্বভাব। এই সংস্কারের
মূলে প্রবৃত্তি হইলে অধিকাংশ স্থলেই “আহা কিছু বলে না”
এইরূপ ভাল মানসি দেখিতে পাওয়া যাইবে।

“আমরা ব্রাহ্মসমাজের কর্তব্য ভার” শীর্ষক প্রস্তাবে
৪ তৎপরবর্তী একটি প্রস্তাবে কর্তব্য ও অহুগ্রহ এই
উভয়ের মধ্যে যে প্রভেদ করিয়াছিলাম, তাহা আমাদের
অনেক ব্রাহ্ম বন্ধুর পক্ষে অস্বীকার্য হইয়াছে। এসম্বন্ধে
আমরা আর এক খানি পত্র প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহা যথা স্থানে
বুজিত হইল। পত্র প্রেরক আমাদের প্রতি যেরূপ অভিসন্ধির
আরোপ করিয়াছেন, আমাদের সেক্ষেপ কোন অভিসন্ধি নাই,
আমাদের মত যখন ভ্রান্ত বলিয়া বুঝিতে পারিব তৎক্ষণাৎ
সংশোধন করিব। কাহাকেও কোন প্রকার সহ্যহীন হইতে
বিরত করা আমাদের লক্ষ্য নহে, ঈগদীর্ঘর এক্ষণে অভিসন্ধি
হইতে আমাদের দূরে রাখুন। অধ্যাবধি যে সকল ব্রাহ্ম
যুবক বিধবাবিগের বিবাহের চেষ্টা পাইয়াছেন, তাঁহারা অতি
মহৎ ও উদারভাবে দ্বারা চালিত হইয়া উক্ত কার্য করিয়া-
ছেন তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। তাহার প্রধান প্রমাণ এই যে
তাঁহাদের কেহই অধ্যাবধি তাঁহাদের আগ্রহী কোন বিধবার

প্রাণিগ্রহণ করেন নাই। ইহাতে তাঁহাদের নিঃস্বার্থতা সম্পূর্ণ
রূপে প্রমাণিত হইয়াছে। তাঁহারা সাধুভাবে দ্বারা উদ্বেজিত
হইয়া যে কার্য করিয়াছেন, সে জন্য তাঁহারা আমাদের প্রকার
পাত্র এবং ঈগদীর্ঘর তাঁহাদের কল্যাণ করুন, কিন্তু তাঁহাদের
পথে যদি কোন বিপদ থাকে, কিংবা তাঁহাদের বুদ্ধিতে যদি
কোন প্রকার ভ্রম থাকে, বহুভাবে তাহা প্রদর্শন করা কর্তব্য।

বল দেখি মানব সমাজ এত আকর্ষণের বস্তু কেন?
পরিবার শব্দটি, এত মিষ্ট কেন? তাহারা দেখিলে
দেখিতে পাওয়া যায়, আকাশের তারাগুলি যেমন পৃথ-
ক আকর্ষণ সূত্রে পরস্পরের সহিত বদ্ধ হইয়া আছে, আমরা
সমাজ মধ্যে এক একজন বহুসংখ্যক স্নেহ সূত্রে বদ্ধ হইয়া
বাস করিতেছি। ঈশ্বর যেমন স্নেহের দোলায় তাঁহার সন্তান-
দিগকে শয়ন করাইয়া রাখিয়াছেন। মানব হৃদয় হইতে এই
স্বাভাবিক স্নেহ হরণ করিলে, মানব সমাজ সূত্রবিহীন
দোলায় ন্যায় বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। যে শিক্ষাতে পিতা পুত্র,
ভাই ভগ্নী, জাতি কুটুম্ব, এই সকলের স্নেহ মমতার বন্ধন
শিথিল করে সে কৃশিক্ষা, এবং তদুত্তরা সমাজের মহৎ অম-
ঙ্গল হয়। যথেষ্ট প্রতি যদি প্রকৃত অহুগ্রহ জন্মে, এসকল
বন্ধন শিথিল না হইয়া দৃঢ়, উন্নত, ও মিষ্ট হওয়া উচিত।

আমরা মানুষের কার্য গুলিকে সাধারণতঃ হয় ভাল না
হয় মন্দ বলিয়া থাকি। কিন্তু ইহা ব্যতীত আর এক শ্রেণীর
কার্য আছে যাহার প্রকৃতি ঠিক করা অতি সুকঠিন। বিবাহের
স্পষ্ট করিবার জন্য আমরা কতিপয় উদাহরণ করিয়া দিতেছি।
একটি সুপ্রকৃতি যুবক একাকী রজনীযোগে কোন বেশ্যালয়ে
প্রবেশ করিলেন, অথবা দ্বারে দাঁড়াইয়া ন্যায়বিনতার সহিত
আলাপ করিতেছেন। ঐরূপ একটি যুবক এবং একটি যুবতী
কেবল এই দুই জনে এক রাত্রি এক গৃহ মধ্যে বাস করি-
লেন, অথবা কোন সময় এক খটায় শয়ন করিলেন। কোন
অবিবাহিত যুবক ও যুবতী গৃহদ্বার বন্ধ করিয়া অন্তর্য্যামনে বসিয়া
বহুদূর আলাপ করিতেছেন। নিঃসম্পর্ক কোন একটি
যুবকের সহিত একটি মাত্র যুবতী দ্বার স্থানে বাসিতেছেন,
অথবা শব্দে দ্বার অবরোধ করিয়া ভ্রমণে নির্গত হইয়াছেন।
ইহঁরা অবিবাহিত যুবকযুবতী অভিভাবকবিগের অজ্ঞাতসারে

গোপনে পত্রালাপ করিতেছেন, অথবা রাজিকালে গবাক্ষ-
দ্বার দিয়া গোপনে কণ্ঠোপকণন করিতেছেন। কোন সভায়
কোন পুরুষ রমণীদিগের মধ্য দিয়া পাত্র স্পর্শ পূর্বক বারম্বার
ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। এইরূপ আরও অনেক ঘটনা
কল্পনা করা যাইতে পারে। এই গুলির সমুদায় পাপ-
প্রবৃত্তি প্রণোদিত, হঠাৎ এরূপ বলা যায় না :—অনেক স্থলে
সেরূপ হইতে পারে ; আবার অনেক স্থলে সুশিক্ষার অভাব
অথবা চিন্তাবিহীনতার জন্যও হইতে পারে, কোন কোন
স্থলে সম্ভাবমূলক হইবারও সম্ভাবনা। সুতরাং এরূপ স্থলে
কোন একটা ঘটনা দর্শন করিয়া হঠাৎ দৃষ্য বলিয়া স্থির করা
স্বকঠিন। এই কারণে অনেক স্থলে এরূপ ঘটনা দেখিয়া
অনেকে তৎসম্বন্ধে কোন মতামত প্রকাশ করিতে সাহসী
হন না। কিন্তু তাঁহাদের বিবেচনা করা উচিত যে কার্য্য
স্পষ্ট ভাল মন্দ না হইলেও অসঙ্গত হইতে পারে। যে
কার্য্য গুলি পাপ নয়, অথবা মন্দ কি না তাহা নিশ্চয় করিয়া
বলা যায় না, অথচ পাপপ্রণোদিত কিবা পাপের প্রবর্তক
হইলেও হইতে পারে, অর্থাৎ যে গুলি পাপেরই সহোদর,
তৎপ্রতি সমাজের মঙ্গলের জন্য সমাজভুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির
বিশেষ কীট বিষদৃষ্টি থাকা কর্তব্য। কেবল পাপই সমাজের
নিকট নিন্দনীয় তাহা নয়, অসঙ্গত কার্য্যও সমাজে নিন্দার
কারণ হওয়া সমাজের পবিত্রতা রক্ষার জন্য বিশেষ প্রয়ো-
জন। বিশেষতঃ সে সমাজ স্ত্রীস্বাধীনতা প্রদান কার্য্যে অগ্রসর,
তাহার পক্ষে এই অসঙ্গতি বোধ (sense of impropriety.)
এবং তৎপ্রতি কীট দৃষ্টি বন্ধ করা নিতান্ত প্রয়োজনীয়।
যাহারা ভদ্র বলিয়া পরিচিত হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা
প্ৰভাবকঃ অসঙ্গত কার্য্য হইতে বিরক্ত থাকেন, এবং যাহাতে
তাঁহাদের চরিত্রের প্রতি লোকে সন্দেহশূন্য থাকে, সে
দিকটি তাঁহাদের লক্ষ্যভলে থাকে। সমাজ সঙ্গন্ধেও তদ্রূপ।
যে সমাজ আপনাদিগকে নিরলঙ্কার রাখিবেন কেবল উঠাই
চাহেন না, পরন্তু আপনাদিগের ধর্ম্ম ও সদভাব প্রচার কবি-
বার অভিলাষী, সেই সমাজ আপনাদিগকে সন্দেহের সম্পূর্ণ
অভীত রাখিতে চেষ্টা করিবেন।

আমরা মধ্যো মধ্যো ব্রাহ্মভ্রাতৃগণের নিকট হইতে অমু-
যোগ পত্র পাঠিয়া থাকি যে আমাদের প্রচারকগণ আসাম,
ত্রিপুরা, সিদ্ধ, বরনা ভ্রমণ করিতেছেন, কিন্তু কলিকাতার অতি
নিকটবর্তী স্থান সকলে কত কুসংস্কার, পাপাচার ও নাস্তিকত্যা
করিয়াছে, তাঁহারা সেখানে ধর্ম্ম প্রচারের জন্য চেষ্টা করেন
না। আমরা এজন্য অপরাধী সন্দেহ নাই, এবং নিকট ও
দূর উভয় স্থানে ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্যলোক বিস্তার করিকার জন্য
উপযুক্ত সংখ্যক প্রচারক প্রাপ্ত হইলে তদপেক্ষ আর আমা-
দিগের আনন্দের বিষয় কিছুই নাই। কিন্তু এক্ষণে যে আমরা
অনেক সময় নিকট পরিত্যাগ করিয়া দূরস্থানে প্রচারের
চেষ্টা করি তাহার কারণ এই, নিকটস্থ লোকদিগের ব্রাহ্ম-
ধর্ম্মের অসংবাদ পাঠকার অনেক হুয়োপ আছে ; ইচ্ছা করিলে
তাঁহারা আমাদের আশা পূর্ণ করিতে পারেন। দূরস্থ লোকের

ততদূর সুবিধা নাই এবং তাঁহারা অনেক সময় যেরূপ আগ্রহ
প্রকাশ করিয়া প্রচারকের সাহায্য প্রার্থনা করেন, তাহাতে
তাহা প্রদান না করিলে নিতান্ত নিষ্ঠুরের কার্য্য করা হয়।
যাহাইউক আমাদের প্রার্থনা ব্রাহ্ম ধর্ম্মের মধুরতা সাহায্য
আমাদের করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই অপর লোকদিগকে
সেই সুখা বিতরণে উৎসাহাযিত হউন, তাহা হইলে আমা-
দিগের আক্ষেপের আর অধিক কারণ থাকিবে না।

ঈশ্বরের শাসনপ্রণালী।

বয়ঃপ্রাপ্ত লোকের পক্ষে প্রলোভনের বস্তু জগতে অনেক
আছে। যাহারা বাল্যকাল উত্তীর্ণ হইয়া যৌবন সীমার
পদার্পণ করিয়াছেন, কিবা যৌবনকে অতিক্রম করিয়া প্রৌঢ়া-
বস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের চিত্তকে আকৃষ্ট করিতে
পারে, এরূপ পদার্থ অনেক দৃষ্ট হয়। কাহারও মনে লোভ,
কাহারও মনে লোভ, কাহারও বা অন্য কোন বিষয়ে আসক্তি,
কিন্তু ক্ষুদ্র শিশু, যে জীবনপথে সবে পদার্পণ করিতেছে,
যে অপরিষ্কৃত অর্ধ ভাবায় ছুই একটি কথা বলিয়া মাতা পিতার
গৃহে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহার পক্ষে প্রলো-
ভনের বস্তু অতি অল্প। যদি স্ত্রুপাকার ধনরাশির মধ্যে
তাহাকে উপবিষ্ট করা যায়, তাহার চিত্ত কিছুমাত্র বিচলিত
হয় না ; সেই ধনরাশি তাহার পক্ষে থাকা না থাকা সমান ;
যদি জগতের সংবাদপত্রে তাহার রূপ ওণের প্রশংসা কীর্তিত
হয়, সে কীর্তি তাহার লক্ষ্যভলে আসে না। তবে একটি
বস্তুর প্রতি শিশুর বড় লোভ, তাহার যুকোনল হৃদয়ের উপর
ঐ বস্তুর প্রবল আকর্ষণ। আমরা বয়ঃপ্রাপ্তি সহকারে ঐ
বস্তুর আকর্ষণ বিমুক্ত হইয়াছি। সে বস্তুটি কি ? সেটি
জননের ক্রোড়। শিশুর নিকট মাতৃক্রোড় কি পরম বস্তু !
এই সর্ব স্থান প্রাপ্ত হইলে, তাহার ভয় ভাবনা দূরে যায়,
তাহার রোগ শোকের যন্ত্রণা নিবারণ হয়, তাহার সুখ এবং
উন্মাসের অবধি থাকে না। জননী এই ক্রোড়রূপ প্রলো-
ভন দ্বারা সন্তানের শান্তি এবং পুঙ্খবাহ্য উভয় বিধান করিয়া
থাকেন। দুরন্ত সন্তানকে স্বপ্নে আনয়ন করিবার জন্য
এই ক্রোড় আবার কারাগারের কার্য্য করিয়া থাকে।
পল্লীর বালক বালিকার সহিত সমস্ত দিন ক্রোড়া
কোতুক করিয়া সন্তান "ধূলিপুষ্পরিত দেহে যখন গৃহে
প্রতিনিবৃত্ত হয়, তখন জননী কি করেন ? সে আশা
করিয়া আসে যে গিয়াই জননীর ক্রোড়ে স্থান প্রাপ্ত হইবে।
এই ভাবিয়া সে দুইখানি ক্ষুদ্র বাহ প্রসারণ পূর্বক ধাবিত
হইয়া আসে, কিন্তু সে নিকটে আসিলে মাতা যখন তাহাকে
বলেন, "তুমি বাহ প্রসারিত করিয়া আসিতেছ কেন, তোমার
অঙ্গে ধূলি থাকিতে আমি তোমাকে কোলে করিব না।
তোমাকে আমি বার বার ধূলি মাখিতে নিবেদন করিয়াছি,
সে নিবেদন যখন তুমি অগ্রাহ্য করিয়াছ, আমি এ ধূলি থাকিতে
তোমাকে কোলে করিব না।" ইহা অপেক্ষা শিশুর পক্ষে
শাস্তি আর কি হইতে পারে ? সে যে উৎসাহে আসিতেছিল,
হঠাৎ তাহার ব্যাঘাত হইয়া গেল ; তাহার প্রসন্ন মুখ সুস্থ

বিবর হইল; উদার খাট হইয়া পড়িল। সে তখন দাস দাসী নিকট গিয়া বলিল, “আমাকে শীঘ্র পরিষ্কার করিয়া দে, নতুবা মাতা কোলে করিবেন না।” অঙ্গের ধূলি ধৌত করিয়া আসিবামাত্র মাতা তাঁহাকে নিজ ঘেহ ক্রোড়ে স্থান প্রদান করিলেন। যে ক্রোড় তাহার শাস্তির কারণ হইয়াছিল, তাহাই আবার তাহার পুরস্কার স্বরূপ হইল।

মাতা যে কৌশলে সন্ধানকে বশ করেন, পাপীকে বশ করিবার জন্য ঐশ্বরেরও সেই উপায়। সুসিদ্ধ ক্রোড়রূপ তাঁহার একমাত্র ধন আছে। ইহার দ্বারা তিনি শাস্তিও দেন, পুরস্কারও করেন। মানবাত্মা যখন সংসারের পাপপঙ্কে মগ্ন হইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হয়, তাঁহার সহিত যোগ স্থাপন করিবার প্রয়াস পায়, তখন সে তাঁহার ক্রোড় স্থান প্রাপ্ত হয় না, অর্থাৎ তাঁহার সহিত যোগের আনন্দলাভে সমর্থ হয় না। ঐশ্বর বার বার বলিকে থাকেন, “তুমি ইচ্ছাপূর্বক পাপ পোষণ করিবে অর্থাৎ আমার সহিত যোগ স্থাপন করিবে, তাহা হইতে পারে না; তুমি অগ্রে পাপমলা স্ফালন করিয়া এস।” ঐশ্বরের সহিত যোগ স্থাপনে বিফল-প্রয়াস হইয়া মানবাত্মা যখন পরায়ুখ হয়, তখন তাহার কষ্টের অবধি থাকে না। ঐশ্বর সহবাসের সুখ একবার যাহারা উপভোগ করিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে এই বিচ্ছেদ যাতনা বাস্তবিক অসম্ভব হইয়া উঠে। তখন আত্মাতে যে দাগটি থাকতে ঐশ্বর দেখা দিলেন না, সেই দাগটি তুলিবার জন্য প্রাণ নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া উঠে।

• কিন্তু হায়! পৃথিবীর পক্ষ যেমন পৃথিবীর জলে যায়, আত্মার মৰ্ম্মস্থানে যে পক্ষ লাগে, তাহাও সামান্য জলে যায় না। এ দাগ ধৌত-করিতে পারে, সে দাস দাসী বা বন্ধু বান্ধব কোথায়! এই কষ্টে ঐশ্বর প্রার্থী আত্মা কখন কখনও কিপ্ত-প্রায় হইয়া উঠে। হৃদয়বস্ত্র ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিতে ইচ্ছা হয়; আত্মার মৰ্ম্মস্থান বিদীর্ণ করিয়া কৃষ্ণবর্ণ দাগটি মুছিয়া ফেলিতে ইচ্ছা করে; যে স্থিতি সেই কুচিত্র প্রদর্শন করিতে ভাল বাসে, সে স্থিতির মূল পর্য্যন্ত উৎপাটিত করিবার বাসনা হয়।

মহুষ্য যখন এইরূপে অহুতাপানলে দগ্ধ হইতে থাকে, যখন তাহার অশ্রুজল প্রবাহের আকারে বহিতে থাকে, তখন সেই অশ্রুজলে তাহার পুনর্জন্মের সূত্রপাত হয়। তাহার আত্মার অঙ্গ হইতে সেই পক্ষ অঙ্গে অঙ্গে ধৌত হইতে থাকে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গেই ব্রহ্মের রূপা তাহার হৃদয়ে অবতীর্ণ হয়। এই কারণে ধর্ম্মতত্ত্ব ব্যক্তি মাঝেই বলিয়া থাকেন ঐশ্বরের উপাসক হইতে গেলেই পাপ পরিহার করিতে হয়; মানবের মুক্তির প্রণালী এই।

ঐশ্বর প্রীতির পরিচয়।

ভগবৎগীতার সমুদায় উপদেশের সার নিষ্কর্ষ করিয়া বলিতে হইলে, এই বলিলেই যথেষ্ট হয়;—সুখ দুঃখের প্রতি উদাসীন ও নিষ্কাম হইয়া কৰ্ম্ম করিতে হইবে।

যোগঃ কুরুকর্মাণি যোগঃ কৰ্ম্মসু কৌশলং।

এই উপদেশ দিয়া অবাবহিত পরেই বলিতেছেন—

“সুখ দুঃখে সমো ভূত্বা সমং যোগ উচ্যতে।”

সুখ দুঃখে সমভাবাপন্ন হও, এই সমভাবাপন্ন হওয়ারই যোগ বলে। গীতার সর্বত্রই এইরূপ বচন সকল দৃষ্ট হয়। এক স্থানে আছে—

“দুঃখে বহুধিগমনাঃ সুখে বিগতস্পৃহাঃ।

বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধী মুনিক্রান্তে ॥

যে ব্যক্তি দুঃখ কালে অহুদ্বিগ্ধচিত্ত থাকেন, সুখের প্রতি যাহার স্পৃহা নাই, যাহার আসক্তি, ভয় ও ক্রোধ গত হইয়াছে, তিনিই স্থিতধী—তিনিই মুনি।

কেবল গীতা কেন, সমগ্র হিন্দুশাস্ত্রের উপদেশ এই, বলিলে অতুক্তি হয় না। মহাত্মারই আছে;—

“সুখং বা যদি বা দুঃখং প্রিয়ং বা যদি বা প্রিয়ং।

প্রাপ্তং প্রাপ্তয়ুগাপীত জদরেনাপরাজিতা ॥”

সুখই হউক আর দুঃখই হউক, প্রিয়ই হউক আর অপ্রিয়ই হউক যাহা ঘটিবে, তাহা অপরাজিতচিত্তে বহন করিবে। এই ভাব হিন্দুভাতির মনে এতদূর দৃঢ়মুদ্রিত হইয়াছিল যে লৌকিক ব্যবহারে ও নানা প্রকার বচনে এই ভাবের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। যথা লৌকিক উক্তি;

“উদেতি সবিতা তাস্মৈ স্তাস্মৈ এবাস্তমেতি চ।

সম্পত্তৌ চ বিপত্তৌ চ মততামেকরূপতা ॥”

“সূর্য্য যেমন উদিত হইবার সময় তাম্রবর্ণ থাকে, অন্ত গমনের সময়ও তাম্রবর্ণ থাকে, সেইরূপ প্রকৃত মনস্বী ব্যক্তির সম্পদ বিপদ উভয় সময়েই সমান থাকেন।

এই সকল উপদেশের অভিপ্রায় কি? আমাদের দেশের অদ্বৈতবাদীরা এই সত্যকে এক প্রকার অস্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা বলেন, প্রকৃত জ্ঞানী যে তাহার পক্ষে সুখ দুঃখ, শীত গ্রীষ্ম, জল চন্দন, সমুদয় এক। ইহাদের মধ্যে কোন প্রকার তারতম্য করিলে অবিদ্যা ও মোহের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রকৃত পরমহংস যিনি, তাঁহার নিকট সুখাদ্য অখাদ্য, সুদৃশ্য কুদৃশ্য, সুগন্ধ দুর্গন্ধ এ সকলের প্রভেদ নাই। এই সংস্কার দেশ মধ্যে বদ্ধমূল থাকতে, লোকে সচরাচর ব্রাহ্মদিগকে বলিয়া থাকেন, তোমরা যদি ব্রহ্মজ্ঞানী, তবে তোমরা সুখ দুঃখের প্রভেদ কর কেন? আমাদের স্পষ্টভাবে বলাই উচিত যে আমবা পূর্ব্বোক্ত বচন পবম্পরার এ প্রকার অর্থ করি না। আমরা যে অর্থ করি তাহা নিয়ে প্রকাশ করা যাইতেছে।

• পরমেশ্বরের প্রতি অকৃত্রিম প্রীতি জন্মিয়াছে কি না ইহা জানিবার অনেকগুলি লক্ষণ আছে। তন্মধ্যে একটি প্রধান লক্ষণ এই যে যতই মানবাত্মার তাঁহার প্রতি প্রীতির সঞ্চার হয়, ততই তাঁহার ইচ্ছার অহুগত হওয়া ও তাঁহার প্রিয় কাণ্ড সাধন করা, জীবনের শ্রেষ্ঠ সুখ ও পরম অধিকার বলিয়া প্রতীত হইতে থাকে। তখন এতদ্ব্যতীত আর সমুদয়ই নিকট লক্ষ্য বলিয়া বোধ হয়। মহুষ্য ঐশ্বরকে যত দিন না জানে, ততদিন নানাপ্রকার নিকট লক্ষ্যের অহুসরণ করিয়া থাকে, কিন্তু তাঁহার প্রতি প্রীতির সঞ্চার হইলে তাঁহার ইচ্ছার অহু-

সরণ করাতেই পরম সুখ অমৃতত্ব করিতে থাকে। আধ্যাত্মিক উন্নতির তত্ত্ব যিনি কিছুমাত্র অবগত আছেন; তিনি জানেন যে সম্পূর্ণরূপ ঈশ্বরের ইচ্ছার অনুগত হইব মনে একপ প্রতিজ্ঞার উদয় যতদিন না হয়, ততদিন ঈশ্বরোপাসনার প্রকৃত সুখ লাভে সমর্থ হওয়া যায় না। যে অবস্থাতে মানবাত্মা বলিতে পারে, “হে ঈশ্বর! তোমার ইচ্ছার অনুগত হইবার পথে, দ্বার্ষ, স্বখাসক্তি প্রভৃতি যত প্রতিবন্ধক আছে, আমি সে সমুদয় পরিহার করিতে প্রস্তুত,” সেই অবস্থা প্রাপ্ত হইলে মনুষ্য যুক্তির প্রথম সোপান প্রাপ্ত হয়।

এই জন্যই প্রকৃত শ্রেমিক যিনি, তিনি সুখও অন্বেষণ করেন না, দুঃখও অন্বেষণ করেন না; ধনের জন্য লালসাক্ত নন, বৈরাগ্যকেও লক্ষ্য মর্শ করেন না; মিত্রতা লাভের নিমিত্ত ব্যগ্র নন, শত্রুতার ভয়েও ভীত নন। প্রভুর ইচ্ছানুগত হওয়া তাঁহার লক্ষ্য। তদনুসারে কার্য্য করিতে সুখ দুঃখ, ধন বা নির্ধনতা; বদ্ধতা বা শত্রুতা, সুখ্যাতি বা অধ্যাতি যাহা কিছু উপস্থিত হয় তাহা তিনি তাঁহার লক্ষ্যের বর্হির্ভূত বলিয়া বিবেচনা করেন। এই ভাবাপন্ন হওয়াই মানব চরিত্রের মহত্ব, নীতির পক্ষেও এই শ্রেষ্ঠ আদর্শ। যাহার কর্তব্য বুদ্ধি এত প্রবল, সত্য, ন্যায়, পবিত্রতা প্রভৃতিতে যাহার একরূপ দৃঢ় বিশ্বাস যে নিজ কর্তব্য সাধনের পথে কোন ক্রেশ্কে ক্রেশ বলিয়া জ্ঞান করেন না; লোকের সম্ভাব্য অসন্তোষের প্রতি দৃকপাতও করেন না, তিনিই প্রকৃত চরিত্রবান লোক। এই ভাবের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ধর্ম সাধনে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত।

তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব,

ব্রহ্মবিদ্যাপ্রাপ্তি পথং । ”

ব্রহ্মকে যে লোকে জানিতে পারে না, তাহার কারণ এই যে, তাহারাই তাঁহাকে জানিতে চায় না। বর্তমান সময়ের পণ্ডিতাভিমानी প্রধান প্রধান ব্যক্তিদ্বিগের মধ্যে অনেকে একটি অজ্ঞের রাজ্যের কর্তা করেন এবং ব্রহ্মকে তদ্বোধে নিক্ষেপ করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে চান। তাঁহাদিগের মতে যে পদার্থ ইন্দ্রিয় সকল গ্রহণ করিতে পারে, বুদ্ধি আয়ত্ত করিতে পারে, বাহ্যতে সংসারের সুখ বৃদ্ধি হয়, তাহারই অনুসন্ধান কর এবং তাহাই লাভ কর, যত সফল হইবে, কিন্তু ব্রহ্মকে অনুসন্ধান করা পণ্ডিত্যমাত্র। এ প্রকার মতবৃদ্ধির আগন্তে বহু প্রতিভাশালী ও বুদ্ধিজীবী বলিয়া বিখ্যাত হউন, আমরা তাঁহাদিগকে প্রকৃত জ্ঞানী বলিয়া গণনা করিতে পারি না। প্রথমতঃ তাঁহারা অসার ও নিকৃষ্ট যে সকল পদার্থ তাহাতেই মনুষ্যের চিত্তকে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে চান, সার ও সর্বোৎকৃষ্ট যে পদার্থ তাহাকে মনুষ্যের চিত্ত পথ হইতে দূরে অপসারিত করেন। দ্বিতীয়তঃ অমূল্য পদার্থ মনুষ্যের বেকরূপ অনুমানের বস্ত্র হওয়া উচিত এবং তাহা উপার্জননের জন্য তাহার বহু দূর আগ্রহ, ও ক্রেশ স্বীকার করা উচিত, তৎপথে তাঁহারা প্রতিবন্ধক হন। তৃতীয়তঃ তাঁহারা নিজে আপনাদের এক দেশধনী জানেন্ত্রে বাহা

দেখেন না, তদ্বিবরে একটি ছিন্নসিদ্ধান্ত করিতে গিয়া অজ্ঞানতা ও কুসংস্কার বৃদ্ধির সহায়তা করিয়া থাকেন। পুণ্ডিতন ঋষিগণ, ব্রাহ্মদিগের ন্যায় ব্রহ্মবিষয় গভীর ও নির্গতরূপে অনুসন্ধান করিয়াছেন, এমন লোক বিরল, তাঁহারা এই ব্রহ্মকে ‘জ্ঞের পদার্থ’ ‘বেদ্য পুরুষ’ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, তাঁহাকে যে সে পদার্থের ন্যায় জ্ঞের বলেন নাই, কিন্তু বিশেষরূপে জ্ঞের বলিয়া বিশেষরূপে তাঁহাকে অনুসন্ধান করিবার উপদেশ দিয়াছেন। আমরা দেখিতে পাই বর্তমান কালে ‘জড় পদার্থ’ তত্ত্ব অনুসন্ধান লোকে কত প্রগাঢ় যত্ন ও অক্লান্ত পরিশ্রম স্বীকার করিয়া থাকেন। এইরূপ অনুসন্ধান যে সকল বিষয় অজ্ঞাত ছিল, ক্রমেই মনুষ্যের জ্ঞানগোচর হইয়া তাহার ক্ষমতা বৃদ্ধির উপায় হইতেছে। রাসায়নিক যোগ, তাড়িত শক্তি, স্নায়বীয় কার্য্য এ সকল নূতন বিষয় গভীর রূপে আলোচনা করিয়া মনুষ্য কত অজ্ঞাত সত্য আবিষ্কার করিতেছে। ঈশ্বর বিষয় কে সেরূপ অনুসন্ধান করে? বিশেষ রূপে জানার অর্থ এট, যে পদার্থ যেরূপ তাহাকে সেইরূপে জানিতে হয়। আমি কিরূপ পদার্থ তাহা দূর হইতে জ্ঞান করিয়া কেহ বুঝিতে পারিবে না, স্পর্শ কর তাহার উদ্ভাপ অনুভূত হইবে। শরীর কিরূপ পদার্থ, চক্ষু দ্বারা দর্শন করিয়া কে তাহা বুঝিতে পারে? তাহা আশ্বাদন করিলে তাহার মিষ্টতা জ্ঞদয়জম হইবে। ব্রহ্ম পদার্থকে জানিতে হইলে সেইরূপ প্রকৃত উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। তিনি শরীরের কোন ইন্দ্রিয়ের গোচর নন, কেবল তাহা নহে, কিন্তু মনেরও ‘সকল শক্তি তাঁহাকে গ্রহণ করিতে পারে না। স্মৃতি, বুদ্ধি করনা এ সকলের আলোক তাঁহাকে দেখাইতে গিয়া অন্ধকারে পরিণত হয়। তবে তাঁহাকে জানিবার উপায় কি? প্রাচীন ঋষিগণ তপস্যাকে এই উপায় বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাঁহারা তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মকে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। সমস্ত জীবন কঠোর তপস্যায় নিযুক্ত হইয়া ক্লাস্ত বা বিচলিতচিত্ত হইতেন না। এই তপস্যায় কি? বাহা দ্বারা তাঁহারা কখন ব্রহ্মকে কর্তব্য ন্যস্ত আমলক বলিয়াছেন, কখনও তাঁহাকে রসস্বরূপ তৃপ্তি হেতু বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, কখনও তাঁহাকে ‘অন্ধকারের পর পার আদিত্য বর্ণ, পরমজ্যোতিঃ পদার্থ’ বলিয়াছেন, কখনও তাঁহাকে আনন্দধন, প্রিয়তম সুন্দরতম বস্তু বলিয়া সকল পরিভাষা করিয়া তাঁহাকে লইয়া স্তুতী হইয়াছেন? এই তপস্যায় কেবল শরীর শোষণ নয়; কিন্তু তাহাতে চিত্তের ঐকান্তিক যোগ বা সমাধান। চিত্তকে চঞ্চল ও বিক্ষিপ্ত করে বলিয়া তাঁহারা বহিরিন্দ্রিয় সকলের সংবন করিতেন, তোগমূল্যাহাকে ধর্ম করিতেন, কিন্তু ভিতরে অধ্যাত্ম যোগ দ্বারা সেই দেবতাকে প্রাপ্ত হইয়া হর্ষ শোকের ক্ষতীত আনন্দে চিত্তকে নিমগ্ন রাখিতেন। পরমাত্মার সহিত মনুষ্যাত্মার যে জ্ঞানযোগ, প্রেমযোগ এবং ইচ্ছাগত যোগ এই ত্রিবিধ যোগই অধ্যাত্মযোগ। যখন ঈশ্বরের অনন্ত সত্য ভাবের সহিত মনুষ্যের জ্ঞান মিলিত হয়; তখন মনুষ্য তাঁহার আলোকে তাঁহাকে অবাধকল্পিত নীপ শিবার ন্যায় দেখিয়া বিবালে অটল হইয়া আর তাঁহাকে

অস্বীকার করিতে পারে না, তাঁহার দিব্যালোকে জগতের সকল পদার্থ অসুস্থিত দেখিয়া সর্বত্র তাঁহাকে উপলব্ধি করেন। যখন মনুষ্যের জগতের অসুস্থতা তাঁহার প্রেম অসুস্থ করিয়া তাঁহাতে নিমগ্ন হয়, তখন ক্ষুদ্র মনো মহাসমুদ্রে মিশিয়া একাকার হইয়া যায়, তাঁহাকে প্রথমতঃ জগৎ ভাল বাসিয়া তাঁহার জগৎকে প্রেমের আলিঙ্গন করে; আনন্দ স্বরূপ ব্রহ্মকে অসুস্থ করিয়া আর কোথা হইতেও ভয় প্রাপ্ত হয় না। যখন মনুষ্যের জগত ইচ্ছা তাঁহার মহৎ ইচ্ছার সহিত মিলিত হইয়া ‘তোমারই ইচ্ছা পূর্ণ হউক’ এই বলিয়া তাঁহাতে আত্ম-সমর্পণ করে, তখন তাঁহার পুণ্যময় পবিত্রতাব উপলব্ধি করিয়া মনুষ্যাত্মা সকল মলিনতা ও সংশয় হইতে বিমুক্ত হয় এবং তাঁহারই শুভ ইচ্ছার অঙ্গুগত হইয়া আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিতে থাকে।

যে তপস্যার কথা উল্লেখ করা গেল, তাহা অত্যন্ত কঠোর সাধন সম্বন্ধে নাই। কিন্তু তপস্বী তাহাতে ভীত নহেন। তপস্বীর এক স্থির সঙ্কল্প, তপস্বীর ব্রত অলঙ্ঘনীয়, তপস্বীর আহার বিহার আমোদ প্রমোদে রতি নাই, কিন্তু সঙ্কল্পসিদ্ধি ও ব্রত পালনের জন্য অক্লান্ত যত্ন, পরিশ্রম ও ত্যাগস্বীকার। যেখানে সংসারের লোকে জাগ্রত, সেখানে তপস্বী নিদ্রিত, যেখানে সকলে নিদ্রিত, সেখানে তিনি জাগ্রত। তিনি সংসারের ঘোর অমা নিশার শাসন আগিয়া তাঁহার অভীষ্ট দেবতার সাধনা করিয়া থাকেন, যতক্ষণ না তাঁহাকে বিশেষ রূপে জানিয়া সিন্ধুকাম হন, ততক্ষণ সাধনার শৈথিল্য করেন না। ব্রহ্মকে বাহ্যর জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগকে সেইরূপ কঠোর নিয়ম ও ব্রত অবলম্বন করিতে হয়। কিন্তু তপস্যার আর এক অর্থ অভ্যাস, অভ্যাস দ্বারা কঠিন কার্যও সহজ সম্ভব হয়।

সাধক ব্রহ্মকে যখন জানিতে পারেন, জ্ঞানযোগে, ইচ্ছাযোগে ও প্রেমযোগে যখন তাঁহাকে সত্য শিব সুন্দর বলিয়া উপলব্ধি করিতে পারেন, তখন তাঁহার পুরস্কার কি হয়? ব্রহ্মবিদ ব্যক্তি পরমপদ প্রাপ্ত হন। লোকের জ্ঞান, প্রবৃত্তি এবং আচরণ অনুসারে তাহার পদ ও গতি হয়। বাহ্যর অসার, মলিন, ক্ষুদ্র পদার্থকে জানে, তাহাই চার, এবং তাহাকেই ভাল বাসে, তাহার নিকট পদস্থ হইয়া নিকট গতি প্রাপ্ত হয়। বাহ্যর বাসনা, প্রবৃত্তি উচ্চ, সে উচ্চ পদস্থ হইয়া থাকে। কিন্তু ব্রহ্ম অপেক্ষা জানিবার, প্রার্থনা করিবার ও ভাল বাসিবার উৎকৃষ্ট বস্তু আর কি আছে? তিনি পরম বস্তু, তাঁহাকে পাইলে আর পরম পদ প্রাপ্ত হয়। আর সকল পদে বিচ্যুতির ভয় থাকে, কিন্তু ব্রহ্মপদ অচ্যুত পদ। এই সুক্লান্ত প্রাপ্ত পদ প্রাপ্ত হইলে মনুষ্যের ভয় থাকে না, পাপ ত্যাগ চিরকালের জন্য চলিয়া যায় এবং যোগাভ্যাস, প্রেমভ্যাস ও ব্রহ্মভ্যাসের অনন্ত যোডে সন্তরণ করিয়া আত্মা চিরস্থায়ী ও চিরপবিত্র হইতে থাকে।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ১৮৮০ সালের দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক রিপোর্ট অর্থাৎ এপ্রেল হইতে জুন পর্যন্ত তিন মাসের কার্যবিবরণ।

উপাসনাগৃহ—সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরের নির্মাণ কার্য পুনরারম্ভ হইয়াছে। ছাদ প্রস্তুত করিবার জন্য কড়ীকণ্ট ও লৌহস্তম্ভ প্রভৃতির আরোজনে বহু বিলম্ব ঘটয়াছে। কড়ীকণ্ট প্রভৃতির জন্য মাল ও সেতনের ওড়ি বসেট পরিমাণে ক্রীত হইয়াছে এবং কতকগুলি কড়ী তৈয়ার হইয়াছে, লৌহ-স্তম্ভ কয়েকটি নির্মিত হইয়াছে। এক মাসের মধ্যে সন্মুখদ্বার তত্ত্ব প্রস্তুত হইবার কথা আছে। বর্ষাকালের মধ্যে ছাদটি নির্মিত হওয়া নিতান্ত প্রার্থনীয় এবং তাহা হইবার আশা করা যাইতেছে।

• বিল্ডিং-ও কমিটি—গত ৩ মাসে প্রায় ৩০০০ টাকা দাতব্য স্বাক্ষরিত করাইয়াছেন। গত ৩ মাসে গৃহনির্মাণো-ক্ষেপে আর ৮২৯৮/৫, ব্যয় ৮০০ ৥/১৫ এবং হস্তে স্থিত ২৮৮১০ টাকা আছে। নির্মাণকার্য্য যেরূপ সত্ত্বর সমাধা হওয়া আবশ্যিক, তাহাতে অবিলম্বে প্রচুর পরিমাণে অর্থ সংগৃহীত না হইলে চলে না। বাহ্যর দাতব্য স্বাক্ষর করিয়াছেন, তাঁহাদের অনেকের নিকট অদ্যাপি টাকা অনাদায় রহিয়াছে। তাঁহারা কৃপা করিয়া এই সময় দেয় অর্থ প্রদান করিলে বিশেষ উপকার হয় এবং মন্দির নির্মাণকার্য্য অপেক্ষাকৃত নির্দিষ্টে সমাধা হইতে পারে। কার্য্যনির্বাহক সভা বিনয় ও আগ্রহা-তিশর সহকারে এ বিষয়ে সর্বসাধারণের নিকটেও সাহায্য প্রার্থনা করিতেছেন।

পুস্তকালয় সব কমিটি—এই সব কমিটি রিপোর্টে লিখিয়াছেন, সমাজের সভ্যগণ নানা প্রকুর দাতব্য ভারে বিব্রত হওয়াতে পুস্তকালয়ের জন্য তাঁহাদিগের নিকট আশাশূন্য সাহায্য প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে না। গত তিন মাসে দাতব্য অতি সামান্য সংগৃহীত হইয়াছে। হস্তে আপাততঃ ১৪৮/০ স্থিত আছে। গত তিন মাসে পুস্তক সংখ্যা ৫ খানি মাত্র বৃদ্ধি হইয়াছে। পুস্তকালয় বর্তমান অবস্থার সাধারণের উপকারে আসিতে পারে, এই উদ্দেশ্যে প্রতিদিন ইহা খোলা রাখা হয়। বাবু প্রসন্নকুমার চৌধুরী নামে এক উৎসাহী ব্রাহ্ম অগ্রগৃহ পূরক খিনা বেতনে পুস্তকালয়কের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া-ছেন এবং ইহার উন্নতির জন্য বিশেষ যত্ন ও পরিশ্রম করিতে-ছেন। পুস্তকালয়ে কতকগুলি সন্মুখদ্বার ও মাসিক পত্রিকা নিয়মিতরূপে প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে, তদনুযায়ী প্রদানতঃ ব্রাহ্ম পব্লিক ওপিরিনের সম্পাদক মহাশয়কে ধন্যবাদ দেওয়া কর্তব্য।

পুস্তক প্রচার সব কমিটি—ইহারা যে কয়েক খানি পুস্তক প্রচারনের ভার গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা প্রস্তুত করিয়া সত্ত্বর কার্য্য নির্বাহক সভার অর্পণ করিবার চেষ্টা আছেন। বাবু কামাখ্যা চরণ ঘোষ মহাশয় তাঁহার প্রণীত “দীপ্ত শিবার অভিব্যক্তি” নামক গ্রন্থের পদ্য পুস্তক খানির বহুখণ্ডকার সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজকে প্রদান করিয়াছেন; এজন্য উচ্চ বাবুকে বিশেষ

কৃতজ্ঞতা অর্পণ করা কর্তব্য। এই পুস্তকখানি পুনরুদ্ভূত হইতেছে শীঘ্র প্রকাশিত হইবে।

প্রচার সবকমিটি—ইহার অধীনে ধর্মশিক্ষার্থীদেরিরেগের যে শ্রেণী (Theological class) খোলা হইয়াছে, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর উপর তাহার সম্পাদন ভার অর্পিত হইয়াছে, গ্রীষ্মাবকাশ এবং অন্যান্য কারণে বশতঃ ইহার কার্য পুনরায়ক হইবেক। আহ্লাদের সহিত অবগত করা যাইতেছে আসাম নিবাসী একজন সুযোগ্য ব্রাহ্ম প্রচারার্থী জেণ্ডীভুক্ত হইবার জন্য কলিকাতার আগমন করিতেছেন।

তত্ত্বকৌমুদী—এই পত্রিকার সুশৃঙ্খলা ও উন্নতি সাধন জন্য ইহার কার্যাব্যাহার ভার শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র বি এ, ও বাবু হেরম্বনাথ মৈত্র এম এ মহোদয় দ্বয় গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহারা এই পত্রিকার প্রথম হইতে জায় বায়াদির হিসাব পরিদর্শন করিয়া যে রিপোর্ট করেন, তাহাতে দেখা যায় যে পত্রিকার ৩৫০ জন গ্রাহক আছেন, তাঁহাদেরিরেগের নিকট দাতব্য হিসাবে ২৪৩৪ টাকা প্রাপ্য হয়, তন্মধ্যে গত মার্চের শেষ পর্যন্ত ১১৮৩৬/১০ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। পত্রিকার জন্য মাসিক ব্যয় প্রায় ২১১০ টাকা, মূল্য মাসিক গড়ে ৫২ টাকা আদায় হইয়াছে। পত্রিকার জন্য মাসে মাসে প্রায় ৪০ টাকা সাধারণ ফণ্ড হইতে প্রদান করিতে হইয়াছে। তত্ত্বকৌমুদীর মফস্বল গ্রাহকদেরিরেগের নিকট অধিকাংশ টাকা প্রাপ্য রহিয়াছে, ইহা আদায় না হইলে পত্রিকাকে অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবেক। গ্রাহক মহোদয়দেরিরেগের পত্রদ্বারা বারংবার জরী দেওয়া হইতেছে, আশা করি তাঁহারা সহম দেয় দাতব্য প্রদান করিয়া সমাজের আয়ের মঙ্গলতা বিধান করবেন। গত ১৬ই জ্যৈষ্ঠ হইতে বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তত্ত্বকৌমুদীর সম্পাদকের কার্য হইতে অবকাশ ও পরে অবসর গ্রহণ করাতে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর হস্তে সম্পাদকীয় ভার সমর্পিত হইয়াছে। নগেন্দ্র বাবু যেকর্ণ বঙ্গপূর্বক ও নিয়মিতরূপে পত্রিকার কার্য সম্পাদন করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ করা কর্তব্য।

ব্রাহ্ম সংখ্যা গণনা—অনেক দিন হইল নওগাঁর বাবু গুণাভিরাম বড়ুয়া মহাশয় এবিষয়ে যতদূর সাধ্য নির্ভুল একটি তালিকা প্রণয়নার্থ প্রস্তাব করেন, পরে নওগাঁর আরও কয়েকটি ব্রাহ্ম এ সম্বন্ধে অরুরোধ করেন। তদনুসারে (Brahmo Census Committee) ব্রাহ্ম সংখ্যা গ্রহণার্থ কমিটি স্থাপিত হইয়াছে। বাবু গুরুচরণ মল্লানবিশ, রজনীকান্ত নিমোচী এবং তৎবাকিণোর চৌধুরী এই কমিটির সভ্য এবং বাবু তারাকিশোর চৌধুরী সম্পাদক। ইহারা তালিকা প্রণয়নের একটি প্রণালী প্রস্তত করিয়া কার্য নির্বাহক সভার বিবেচনার্থ অর্পণ করিয়াছেন, কার্য নির্বাহক সভা ইহা স্থির করিয়া অনতিবিলম্বে ব্রাহ্মসাধারণের গোচর করিবেন।

শ্রীযুক্ত বাবু কণীজমোহন বসু অবসর গ্রহণ করাতে অন্যতর অভ্যুত্থানের পদন্থা ছিল, বাবু দুকৌড়ী ঘোষ মহাশয় তাহাতে নিযুক্ত হইয়াছেন।

ধর্ম প্রচার—পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন এপ্রেলের প্রথমেই

ধুবড়ীতে যান। সেখানে দুই সপ্তাহ অবস্থিতি করিয়া প্রায় প্রতিদিন স্থানীয় ব্রাহ্মদেরিরেগের লইয়া উপাসনা ও ধর্ম্যালোচনা করেন। নিম্নলিখিত কএকটি বিষয়ে প্রকাশ্য বক্তৃতা ও উপদেশ দেন :—

ঈশ্বরকে কেন ভাল বাসিব ?

আত্মা কি এবং ঈশ্বর কোথায় ?

ব্রাহ্মদেরিরেগের বিশ্বাস।

আমাদেরিরেগের বর্তমান অবস্থা ও ধর্ম।

বর্তমান সংস্কৃতি এবং ধর্ম।

আগাম্যধর্ম এবং ব্রাহ্মধর্ম।

ধুবড়ী হইতে গোহাটীতে গিয়া প্রায় এক পক্ষ কাল অবস্থান করেন এবং প্রতিদিন উপাসনা, আলোচনা, শাস্ত্রপাঠ, বা বক্তৃতা প্রভৃতি কোন না কোন উপায়ে ধর্ম প্রচারের চেষ্টা করেন। তত্ত্বতা ছাত্রদেরিরেগের মধ্যেও ধর্মভাব উদ্দীপনের সহায়তা করেন। বক্তৃতা ও উপাসনার বিষয় :—

ধর্মবিশ্বাস।

শিক্ষা ও শিক্ষিত।

চরিত্র গঠন।

তিনি তেজপুরে গমন করিয়া প্রধান প্রধান আসামী ব্রাহ্মলোকদেরিরেগের সাহিত সাক্ষাৎ করেন, স্থানীয় ব্রাহ্মদেরিরেগের বাটীতে এবং মধ্য আসাম উপাসনা সমাজে কয়েকদিন উপাসনা করেন। আদেশ ও মবাবতী বিষয়ে এক প্রকাশ্য বক্তৃতা করেন, তাহাতে যেএক লোক সমাগম হয়, উচিতপূর্বে তত্ত্বতা কোন সভায় সেকপ নাই। “আত্মতত্ত্ব এবং অনন্ত ঈশ্বরের উপাসনাই মানবের পক্ষে স্বাভাবিক” এই দুই বিষয়ে উপদেশ দেন।

গত ২৭ এ বৈশাখ তিনি আসামের ও ব্রিটিশরাজ্যের শেষ গীমা ডিব্রুগড়ে উপস্থিত হন, এখানে ইহার পূর্বে আর কেহ ব্রাহ্মধর্ম প্রচারার্থ গমন করেন নাই। তিনি তত্ত্বতা ইংল্যান্ড বিদ্যালয়ে সনাত্ত ও ধর্ম, এই বিষয়ে বক্তৃতা করেন, কয়েকটি বক্তুর বাটীতেও উপাসনা করেন। পরে ৩রা জ্যৈষ্ঠ তথায় একটি ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। তথা হইতে হকনগুড়ি চাবাগিচায় গমন করিয়া কুলাদিগকে লইয়া কয়েক দিবস উপাসনা ও ধর্ম্যালোচনা করেন। এখানে তিনি নওগাঁতে অবস্থিতি করিতেছেন।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী এপ্রেলের মধ্যভাগে দার্জিলিং ব্রাহ্মসমাজের তৃতীয় সাংবৎসরিক উৎসব উপলক্ষে আহৃত হইয়া গমন করেন। তথায় ১১ ই এপ্রেল নূতন মন্দিরে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় প্রাতঃকালের উপাসনা কার্য নির্বাহ করেন। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী অপরাহ্নে শাস্ত্র পাঠ ও ব্যাখ্যা এবং রাত্রি কালীন ও তৎপর দিবসীয় উপাসনা কার্য নির্বাহ করেন। “ঈশ্বর আনন্দ স্বরূপ” এবং “ব্রাহ্মবোগ সাধন দ্বারা আত্মাতে ব্রহ্মরূপ লাভ হয়” এই দুই বিষয়ে উপদেশ দেন ও বাঙ্গালাতে একটি বক্তৃতা করেন। পরে কোন কোন ব্রাহ্মের ভবনে উপাসনা করিয়া “ব্রাহ্মধর্ম, ইহার উদ্দেশ্য এবং ইহার সহিত আমাদের সন্ধ”

এই বিষয়ে ইংরাজীতে একটি প্রকাশ্য বক্তৃতা করেন। দারজিলিং হইতে তিনি পাবনা ব্রাহ্মসমাজের চতুর্বিংশ সাংসদিক উৎসব সম্পাদনার্থ আহুত হন। প্রাক্কল্পিত বাবু চাঁদ-মোহন মৈত্র উৎসবের কোন কোন অংশ সম্পন্ন করেন এবং পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী ১৮ই, ১৯ এ, ও ২০ এ এপ্রেল শাস্ত্র ব্যাখ্যা, উপাসনা, উপদেশ ও বক্তৃতা করেন। ইহা আত্মাদের বিষয় যে এই উপলক্ষে অনেক প্রাচীন হিন্দু ও ব্রাহ্মসমাজের সহিত মহাহুত্বিত প্রদর্শনপূর্বক অর্থ সাহায্য দান করিয়াছেন।

তিনি এই যাত্রায় এক দিবস সিলিগুড়ীতে ও এক দিবস মৈদপুরে অবস্থিতি করিয়া বক্তৃতা করেন।

পাবনা হইতে কলিকাতায় আসিয়া পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী বাকীপুর, আরা, মুরসিদাবাদ, বহরমপুর ও জাজীমগঞ্জে গমন করেন। তিনি বাকীপুর ও মুরসিদাবাদের সাংসদিক উৎসব কার্য্য নিরীক্ষা করেন। অপর কয়েক স্থানে বক্তৃতা করিয়া সমাজ মন্দিরের জন্য অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা করেন।

মুরসিদাবাদ হইতে কলিকাতায় আসিয়া শাস্ত্রী মহাশয় পূর্ণিয়ার সাংসদিক উৎসবে গমন করেন। উৎসবের দিন ভিন্ন আরও দুই দিন জীলোকদিগের জন্য বিশেষ উপাসনা এবং বাঙ্গালা ও ইংরাজী বক্তৃতা হয়। ইংরাজী বক্তৃতার দিন শিক্ষিত হিন্দুস্থানী ভদ্রলোক অনেকে উপস্থিত ছিলেন। “বাহু জীবনের অতিরিক্ত আত্মার জীবন আছে,” এই বিষয়ে বক্তৃতা হয়।

পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ঢাকায় অবস্থিতি করিয়া তৎকাল মন্দিরের উপাসনা কার্য্য নিয়মিতরূপে নিরীক্ষা করেন এবং অন্যান্য বিবিধ উপায়ে স্থানীয় লোকদিগের মধ্যে ধর্ম-প্রচারের সহায়তা করেন। তিনি গত বৈশাখ মাসে সেরাজ-গঞ্জ ব্রাহ্মসমাজের ষষ্ঠ সাংসদিক উৎসব কার্য্য সম্পাদনার্থ গমন করেন। তথায় ২ দিবস “ধর্মজীবন” ও “ব্রহ্মপূজা” বিষয়ে দুইটি বক্তৃতা করেন। পরে ২১ এ বৈশাখ সমস্ত দিবস ব্যাপী উৎসবে উপাসনা ও বক্তৃতা করেন। আমরা তাঁহার কার্য্যের অন্য কোন বিবরণ প্রাপ্ত না হওয়াতে এবার বিশেষ লিখিতে পারিলাম না।

পণ্ডিত শিবনারায়ণ অগ্নিহোত্রীর প্রথম ত্রৈমাসিক প্রচার কার্য্য বিবরণ গত বারে প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। অতএব ছয় মাসের কার্য্য বিবরণ এক সঙ্গে প্রদত্ত হইতেছে।

তিনি জাহ্নগারি মাসে কলিকাতায় আসিয়া মাঘোৎসবে যোগদান করেন এবং ধর্ম ও সাধারণ হিতকর বিষয়ে হিন্দীতে কয়েক স্থানে বক্তৃতা করেন। পরে মধ্য ভারতবর্ষে ব্রাহ্মদিগের উপনিবেশার্থ ব্রাহ্মগ্রাম নামে যে পল্লী সংস্থাপিত হইয়াছে, তথায় যান, এবং তত্রত্য ব্রাহ্মগণ এবং ভ্রমজীবী লোকদিগকে লইয়া উপাসনা করেন। ধর্মজীবন সকল শ্রেণীর লোকের পক্ষে আবশ্যিক এই বিষয় উপদেশ দেন। পরে তাঁহার জম্মভূমি আক্কারপুরে “ব্রাহ্মধর্ম কি?” এই বিষয়ে প্রকাশ্য বক্তৃতা করেন। অমৃতসর লাহোরে গমন করিয়া আপনার নির্দিষ্ট কার্য্য সকল নিরীক্ষা করেন। সেই কার্য্য

সকল এই—(১) প্রতি রবিবার প্রাতঃকালে উপাসনা, তাহাতে তত্রত্য সভ্যগণ উপস্থিত হইয়া থাকেন। (২) ব্রাহ্মধর্মের সভ্য বিস্তার জন্য “বিরাদারী হিন্দী” নামে এক মাসিক পত্র প্রচার। (৩) সমদর্শী সভার কার্য্য সম্পাদন—এই সভার অধিকাংশ সভ্য কালেক্টরের ছাত্র, ইহাতে সমাজ, নীতি ও ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা হইয়া থাকে, সভ্যদিগের জীবন ও চরিত্র সুগঠন করা ইহার উদ্দেশ্য। (৪) গবর্ণমেন্ট বিন্যাসের উচ্চ শ্রেণী ছাত্রদিগকে নীতি ও ধর্ম শিক্ষা প্রদান। (৫) পঞ্জাব ব্রাহ্মসমাজের সমস্ত সভার সহিত যোগ দান করিয়া স্বাধীনভাবে ধর্মালোচনা। এতদ্বিধা গত ২৯ এ ফেব্রুয়ারি অমৃতসর ভজন সভার এবং ৯ ই মার্চ সমদর্শী সভার প্রথম সাংসদিক উৎসব কার্য্য সম্পাদন করেন। এতদুপলক্ষে উনবিংশ শতাব্দীর ধর্ম এবং মনুষ্যের লক্ষ্য বিষয়ে বক্তৃতা করেন।

দ্বিতীয় ত্রিমাसे তিনি উপরিউক্ত নির্দিষ্ট কার্য্য সকল নিরীক্ষা করিয়াছেন। তাঁহার গৃহে যে উপাসনা সমাজ হইত, তাহা মধ্য পঞ্জাব ব্রাহ্মসমাজ নামে পরিবর্তিত হইয়া নূতন রূপে গঠিত হইয়াছে। প্রতি শনিবার সন্ধ্যার পর তিনি ইহার উপাসনা কার্য্য নিরীক্ষা করিয়া থাকেন। ইহারই শাখা স্বরূপ ভ্রাতৃ সন্ধিনী সভা নামে এক সভা স্থাপিত হইয়াছে, তাহাতে আত্মা, হিন্দু, মুসলমান ও শিখ প্রভৃতি ধর্মসম্প্রদায় কতকগুলি লোক একত্র হইয়া পরস্পর ও নীতিশাস্ত্র বিষয়ে আলোচনা করেন। অগ্নিহোত্রী মহাশয় সমদর্শী সভায় “নৈতিক স্বাধীনতা” বিষয়ে একটি বক্তৃতা করেন।

বাকীপুর, মুরসিদাবাদ, দারজিলিং, পাবনা, সিলিগুড়ি বরিশাল, পূর্ণিয়ার, মতিহারি এবং রাজমহেন্দ্রী প্রভৃতি স্থান হইতে প্রচারকের জন্য আহ্বান পত্র আসিয়াছে। ছুঃখের সহিত স্বীকার করা যাইতেছে, লোকাভাবে আমরা সকল স্থানের ব্রাহ্ম মহোদয়গণের আশা পূর্ণ করিতে সমর্থ হই নাই। আশা করি তাঁহারা আমাদের অপরাধ ক্ষমা করিবেন। বহু দিন যথেষ্ট সংখ্যক প্রচারক প্রাপ্ত হওয়া না যাইতেছে, ততদিন অনেক মফঃসল স্থানীয় ব্রাহ্মদিগকে এবং আমাদিগকে আক্ষেপ করিতে হইতেছে। ঈশ্বর কবে আমাদিগের এই অভাব পূর্ণ করিবেন?

নূতন সমাজ—সাধারণ সমাজের প্রচারক ও কয়েকটি উৎসাহী সভ্য দ্বারা নিম্নলিখিত স্থান সকলে নূতন সমাজ প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। নদীয়ার অন্তঃপাতী ঘূর্ণি, যশোহর ও যশোহরের অন্তঃপাতী চেন্দটিয়া, গোয়ালন্দ, ডিব্রুগড়, গোহাটী এবং লাহোর। গোহাটী ব্রাহ্মসমাজ বিলুপ্ত হইয়াছিল, পুনঃ স্থাপিত হইয়াছে। যে সকল সভ্য স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া নানা স্থান ভ্রমণ করিয়া ব্রাহ্মধর্মের সুত্রা প্রচার করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে সর্ব্বান্তঃকরণে ধন্যবাদ প্রদান করা যাইতেছে।

মাজ্রাজের উৎসাহী ব্রাহ্ম মাননীয় বুচিয়া, পাণ্টালু দাকি-গাভো সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উন্নতি কল্পে অনেক চেষ্টা করিতেছেন, তজ্জন্য তিনি বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র। তাঁহার যত্নে রাজমহেন্দ্রীর বলুবি লক্ষী নরসিংহ নামক বি এ উপাধি-

ধারী এক কৃত্তবিদ্যা যুবক সমাজের এজেন্ট কার্যভার গ্রহণ করিয়াছেন এবং ব্রাহ্মসমাজের প্রতি স্থানীয় লোকের সহায়তা আকর্ষণ করিতেছেন।

গত ২রা চৈত্র সাধারণ সমাজের জন্মদিন উপলক্ষে উৎসব হয়। প্রাতে ৩ সাংকালে উপাসনা হয়। এবং অপরাহ্নে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী “সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মত, গঠন প্রণালী ও ভাবী আশা” বিষয়ে একটি বক্তৃতা করেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যে মঙ্গলময় বিধাতার কৃপায় দ্বিতীয় বর্ষ অতিক্রম করিয়া তৃতীয় বর্ষে প্রবেশ করিয়াছেন, তিনি ইহার জীবন ও উন্নতির সহায় হইয়া ইহা দ্বারা তাহার মঙ্গল ইচ্ছা সুসম্পন্ন করুন। (আয় ব্যয় বিবরণ পরে প্রকাশ্য)

ব্রাহ্মসমাজ।

গত ১১ই জুলাই রবিবার সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষ সভার দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে।

গত ২৭এ আষাঢ় শনিবার অপরাহ্ন ৩ ঘটিকা সময়ে শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দমোহন বসু মহাশয়ের নবকুমারের নামকরণ ও তাঁহাদিগের গৃহপ্রবেশ উপলক্ষে তাঁহাদিগের দমদমাস্থ কেরারীহল নামক নতুন ভবনে উপাসনাদি হয়, কলিকাতা ও নিকটবর্তী স্থান হইতে ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকা বহুসংখ্যক সমবেত হইয়াছিলেন।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মতিহারী ব্রাহ্মসমাজের সাংবৎসরিক উৎসব সম্পাদনার্থ গমন করিয়াছেন।

ঐশ্ব্যবকাশের পর বঙ্গমহিলা সমাজের কার্য পুনরারম্ভ হইয়াছে। ইতিমধ্যে দুই শনিবার উপাসনা ও এক শনিবার সামাজিক সম্মিলন হইয়া গিয়াছে। শেষোক্ত অধিবেশনে প্রায় ৪০টি মহিলা এবং অনেকগুলি কালিকা উপস্থিত হন। সাময়িক সংবাদ, প্রাণবিদ্যা ও উদ্ভিদবিদ্যা সম্বন্ধে কিছু কিছু বলা হয় এবং সংগীত ও চিত্র প্রদর্শনাদি হয়। বালিকা-দিগকে স্বতন্ত্র গৃহে লইয়া আমোদিত করা হয়।

গত ২১এ আষাঢ় ছাত্র উপাসনাসমাজের প্রায় ৫০টি সভ্য কোম্পানির বাগানে নৌকাযোগে একত্র গমন করিয়া সমস্ত দিবস উপাসনা ও ধর্ম্মালোচনাদিতে অতিবাহিত করেন, তাঁহারা ইহাতে বিশেষ উপকার লাভ করিয়াছেন।

প্রেরিত।

প্রকাশ্য

শ্রীযুক্ত তত্ত্বকৌমুদী সম্পাদক

মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়! বিগত ১৬ই জ্যৈষ্ঠের তত্ত্বকৌমুদীতে “ব্রাহ্মের কর্তব্য ভার” এবং ৩রা আষাঢ়ের “কর্তব্য ও অহুগ্রহ” এই দুইটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়া অত্যন্ত বাধিত হইয়াছি। অহুগ্রহ পুর্কক এই পত্র খানি তত্ত্বকৌমুদীর প্রেরিত শুভে স্থান দানে বাধিত করিবেন।

আপনি যে ভাবে অহুগ্রহ ও কর্তব্যের প্রভেদ করিয়াছেন, তাহাতে আমার মতে ব্রাহ্মধর্ম্মের সর্বস্বত্ব উদারতা রক্ষিত

হয় নাই। “যাহার অকরণে প্রত্যাবর্তাগী হইতে হয় তাহাই কর্তব্য” ইহা স্বীকার করিলাম; কিন্তু কোন কার্য না করিলে যে প্রত্যাবর্তাগী হইতে হয়, তর্কদ্বারা তাহা নির্ধারণ করা কিছু সহজ নয়। সম্ভরণানভিজ্ঞ এক ব্যক্তি জলে নিমগ্ন হইয়া প্রাণ হারাইতেছে, আমার নিকট কাতর স্বরে সাহায্য প্রার্থনা করিলে আমি তাহাকে আপনার যুক্তি অহুগ্রহে নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারিব “সম্ভরণ শিক্ষা করা তোমার কর্তব্য ছিল, না করিয়া ঐশ্বরের আদেশ লঙ্ঘন করিয়াছ, সুতরাং তাহার ফলভোগ কর। তোমাকে রক্ষা করিতে আমার যত টুকু সময় লাগিবে, সেই সময়ে আমি দুই পয়সা উপার্জন করিয়া আমার পরিবারের অন্ন যোগাইব। পরিবারের অন্ন যোগাটতে আমি বাধ্য; না করিলে আমি প্রত্যাবর্তাগী, তোমাকে উদ্ধার করা “অহুগ্রহ” মধ্যে গণ্য। অগ্রে কর্তব্য, পরে অহুগ্রহ। আমি তোমাকে জল হইতে উঠাইতে পারিব না।” কেবল ইহাই নহে; এই এক মাত্র দোহাই দিয়া আমি সর্বপ্রকার সদহুষ্ঠান হইতে বিরত থাকিতে পারিব। আরও একটি কথা, সমাজ হইতে সর্ব প্রকার কুসংস্কার ও দূষিত প্রথা উচ্ছেদের জন্য যত্ন করা আমাদের কর্তব্য না অহুগ্রহ? আপনার প্রদর্শিত যুক্তি অহুগ্রহে তর্ক করিতে গেলে তাহাও অহুগ্রহ বলিয়া প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে। সুতরাং নিজের ও পরিবারের ভরণ পোষণ ও শুক উপাসনা ভিন্ন এ জগতে মহোত্তর কর্তব্য আর কিছু রহিল না। আমার মতে আপনার কর্তব্য ও অহুগ্রহের শ্রেণী বিভাগ অত্যন্ত দৃঢ়ীকৃত হইয়াছে; অহুগ্রহ একটি শব্দ কেবল ভাষার মৌলিক বুদ্ধির জন্য। আমি ক্ষুদ্র কীট আকাশের ন্যায় কর্তব্য কর্ম্ম সমুপে রহিয়াছে, করিয়া শেষ করিতে পারি না, আমি আবার অন্যকে অহুগ্রহ করিব? সমাজ সংস্কারাদি বিষয়ে এক জনের দ্বারা সমুদায় কার্য সম্পন্ন হইতে পারেনা; এক এক জনে এক একটি বিষয় ধরিয়া যাহার বিবেক দ্বাহাকে যে দিকে চালায়, তিনি সেই দিকেই চলিবেন। তবিশেষে অহুগ্রহ ও কর্তব্যের শ্রেণী বিভাগ করিলে ব্রাহ্মধর্ম্মের সর্বস্বত্ব উদারতা কখনই রক্ষিত হইতে পারে না।

সামাজিক কুপ্রথা সমূহের উচ্ছেদের জন্য যত্ন করা যদি কর্তব্য হয়, তাহা হইলে আজীবন বৈধব্য প্রথা দূরীকরণের চেষ্টা করা অবশ্য কর্তব্য। “ধর্ম্মাকর্ষণ বিবর্জিত” হইলেও বিধবার বিবাহে অধিকার আছে, এ কথা তাহাকে বুঝাইয়া দেওয়া, তাহার বিবাহের সাহায্য করা, সুতরাং তাহাকে আশ্রয় দেওয়া অথবা কর্তব্য। আপনি লিখিয়াছেন “ব্রাহ্মসমাজে বিধবাদিগের বিবাহের সুবিধা থাকাতে অনেক অধর্ম্ম হইয়াছে। এমন কি, বিধবা যুত শয্যা প্রথম স্বামিজাত কন্যাকে ফেলিয়া আসিয়া বিবাহ করিয়াছেন; ইত্যাদি।” এখানে জিজ্ঞাস্য এই, তাহা কি বিধবা বিবাহের দোষ? না ব্রাহ্মসমাজের দোষ? কোন ব্রাহ্ম কি বিধবাকে সেই অবস্থায় বিবাহার্থ উত্তেজিত করিয়াছিলেন? ব্রাহ্মগণের অপরাধ এই যে সেই বিবাহে বাধা দেন নাই। কিন্তু একজন

অবস্থায় বাধ্য হিতে সমাজের অধিকার থাকা যদি উচিত হয়, তাহা হইলে সমাজ স্থিতি রক্ষা সম্ভব কি না, তাহাও একবার বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

এস্থলে আরও জিজ্ঞাস্য। এই যে হিন্দু সমাজে যদি বিধবা বিবাহ প্রচলিত থাকিত, তাহা হইলে কোন বিধবা কি নিজ কন্যাকে অথবা পিতাকে সন্ত্য শয়্যায় ফেলিয়া আসিয়া বিবাহ করিতে ইচ্ছা করিতেন? বোধ হয় নাট, সুতরাং তজ্জপ হৃদয় বিহীন কার্যের জন্য বিধবাকে সম্পূর্ণ দায়ী না করিয়া তাহার গুরুজনকেও তাহার অংশী করা উচিত। আপনি দৃষ্টান্ত স্থলে যে কুমারীর উল্লেখ করিয়াছেন, হিন্দু সমাজে বিধবা বিবাহ প্রচলিত থাকিলে বিধবাদিগের মধ্যে এমন অনেক দৃষ্টান্ত দেখাইতে পারিতাম।

একস্থলে লিখিয়াছেন, “যদি কোন কুলকন্যাকে আশ্রয় দান করিতে হয়, তাহা তাহার গুরুজনকে জানাইয়া করিতে পারিলে ভাল” সুতরাং না জানাইয়া করা মন্দ, অথবা তজ্জপ করা অন্যায়। কিন্তু তজ্জপ আশ্রয় দান করিলে যে কি দোষ হয়, আমি তাহা বুঝিতে পারিলাম না। অভিভাবককে না জানাইয়া কোন বালককে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত করা কি অন্যায়? আরও লিখিয়াছেন “যদি নিতান্তই তাহাদের অজ্ঞাতসারে আশ্রয় দিতে হয়, তাহা হইলে কোন ভদ্র পরিবারের সে কাণ্ডো রত হওয়া ভাল, নতুবা তিন জন যুবা পুরুষ একজন প্রাপ্তবয়স্ক রমণীকে সঙ্গ করিয়া বেড়াইতেছেন ইহা দেখিতেও মন্দ শুনিতেও মন্দ; ইত্যাদি।” এ বাক্যের অভিপ্রায় কি? অভিভাবকের অনভিমতে কোন কুল কন্যাকে আশ্রয় দান করিতে হইলে দেশীয় অবস্থানুসারে সচরাচর তাহাকে গোপনে আশ্রয়ন করিতে হয়। তজ্জপ অবস্থায় ২।৩ জন ভদ্র মহিলাকে সঙ্গ করিয়া গইয়া যাইতে হইবে কি? তাহাতে সেই ভদ্র মহিলাগণের প্রতি তো কেহ কোন সন্দেহ করিবেন না?

আপনার প্রস্তাব দ্বারা বিধবাদিগের প্রতি শুধু বিধবা নয়, স্ত্রীজাতির প্রতি বড়ই অবিচার হইয়াছে। যে ব্যক্তি মনুষ্য হইয়া তুচ্ছ লোক নিন্দার ভয়ে নিজের মনুষ্যত্ব বিস্মৃত হইয়া, শ্রেহ মমতা বিসর্জন করিয়া ন্যায়কে পদতলে দলিত করিয়া নিজের কন্যার প্রতি ভগিনীর প্রতি পশুবৎ নৃশংস ব্যবহার করিতে পারেন, যাহাদিগের সদয় হস্তে কত বিধবার জীবন শ্রোত অনন্ত কালের অনন্ত শ্রোতে বিলীন হইয়া গেল, সেই হস্ত হইতে নিজের ভবিষ্যৎ বঁচাইবার চেষ্টা আপনার মতে অকৃতজ্ঞতা। তাহা হইলে আমরা যে বিনা অত্যাচারে বৃদ্ধ পিতামাতাকে পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মসমাজে আসিলাম, আমরা তাহাদের হইতে শতগুণে অধিক অকৃতজ্ঞ। রক্তের সম্পর্ক প্রাণের সম্পর্ক বিস্মৃত হইয়া আত্মীয়গণের দেহ পাশ ছিন্ন করা অন্যায়; কিন্তু সেই অন্যায়ের জন্য দায়ী কে? বিধবা, না তাহার গুরুজন? কুলসংহার অধীন হইয়া “যে রমণী বৈধব্যকে ব্রত-ধরনী করিয়া আপনা হইতে গুরুণের গুরুত্বকে সুখের জ্ঞান করেন,” তাহাকে আপনি স্রষ্টা করিতে পারেন, গুরুজনের তত্বকেই বিধবার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য বলিয়া প্রচার

করিতে পারেন, কেহ তদ্বিকল্পে একটি কথা বলিলে পাছে তাহা কোন বিধবার কণ্ঠগোচর হয়, এই আশঙ্কায় ভীত হইতে পারেন; কিন্তু যদি নিজ জীবনকে একবার সেই অবস্থায় পরিণত করিয়া দেখিতে পারিতেন, তাহা হইলে এ সত্য প্রচার করিতেন কি না সন্দেহ। পুরুষ জাতির সেবার জন্য স্ত্রীলোকের জন্ম হইয়াছে, প্রকারান্তরে একপ কথাও যদি এই উনবিংশ শতাব্দীতে প্রচারিত হইতে পারে, তাহা হইলে গুরুজনের সেবাই বিধবার জীবনের উদ্দেশ্য একথা প্রচারিত হওয়া কিছুই বিচিত্র নহে।

আপনার প্রস্তাব দুইটা পাঠ করিলে সাধারণে ইহাই বুঝিবে যে বিধবার বিবাহ দেওয়া ইত্যাদি বাধ্যতায় প্রাচীন সমাজ ব্রাহ্মসমাজের প্রতি বিরক্ত, সেই বিরক্তি, ধর্মপ্রচারের প্রবল প্রতিবন্ধক স্বরূপ জ্ঞান করিয়া ব্রাহ্মগণকে সেই পথ হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য আপনি এ প্রস্তাব লিখিয়াছেন এবং লোকের ভয়ে কর্তব্য কার্য বিমুখ হওয়ার উপদেশ দিলে পাছে কেহ চূর্ণল চিত্ত মনে করে এই আশঙ্কায় কর্তব্য ও অধ্যগ্রহেব্র শ্রেণী বিভাগ করিয়াছেন। যদি তাহাই সত্য হয়, তাহা হইলে ব্রাহ্মধর্মের উদারতা যে কত দূর রক্ষিত হইয়াছে এবং তাহাই ব্রাহ্মসমাজে ব্রত হইলে যে সে সমাজ কতদিন স্থায়ী হইবে, তাহার ব্রাহ্মগণই বিচার করিবেন।

পত্রখানা অত্যন্ত কর্কশ ভাষায় লিখিত হইয়াছে। কিন্তু কি করি নিতান্ত আবশ্যিক বোধেই লিখিলাম। ভয়সা করি, ক্ষমা করিয়া বাধিত করিবেন। নিবেদন ইতি।

১৮০২/১৮০৩

একান্ত অধুগত

শ্রীতারিণীকান্ত মজুমদার।

“বিগত ১০ই আষাঢ় দিবসে মুর্শিদাবাদ ব্রাহ্ম মন্দিরে পবনহংস আশ্রয়ানন্দ স্বামী “বৈদিক ধর্ম” বিষয়ে একটি বক্তৃতা করিয়াছেন। ইনি পণ্ডিত দয়ানন্দ সরস্বতীর ছাত্র, এবং বেদে ইহার বেশ অধিকার আছে। ইনি বলেন বেদে পৌত্তলিকতার সংস্রব মাত্র নাই, কেবল একমাত্র, অদ্বিতীয়, নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনা আছে। সাধারণ লোকে বেদের অর্থ না বুঝিতে পারিয়াই মহা ভ্রমে পতিত হইয়াছে। ইনি আরও বলিলেন যাহা কিছু সত্য, তাহাই বেদ। বেদ সংস্কৃত শ্লোক বা বাক্য নহে। যে গ্রন্থে সত্য আছে তাহাই বেদ। এই বেদেই অদ্রাস্ত সত্য, এবং ইনি উপাসনা ধ্যান, পরকাল প্রভৃতির বিষয় বাহা যাহা বলিলেন তাহার সহিত ব্রাহ্মধর্মের কোন অংশে অনৈক্য বোধ হইল না। ইহার সহিত আলাপ করিয়া বোধ হইল, ধর্ম প্রচারই ইহার জীবনের ব্রত। এখন ইনি ভাগলপুর, মুন্সের হইয়া বেনারসে যাইবেন মানস করিয়াছেন।

শ্রীরাখালদাস চট্টোপাধ্যায়

সম্পাদক, মুর্শিদাবাদ ব্রাহ্মসমাজ।

“স্বান্যভাবে এবার অনেক গুলি প্রেরিত পত্র প্রকাশিত হইতে পারিল না। ত, কে, স্ব।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ১৮৮০ সালের জানুয়ারি

ফেব্রুয়ারি ও মার্চ মাসের দান আদায়ের

বিবরণ ।

প্রচার ফণ্ড	২১৮।০
সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ফণ্ড	১৫৯।০
প্রচার ফণ্ড	৩৭৭।০
মাসিক দান ।	
বাবু উমাচরণ দাস	১
„ যদুনাথ চক্রবর্তী	৬
„ আদিত্যকুমার চট্টোপাধ্যায়	১০
„ রাধাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়	১০
কোরগর ব্রাহ্মসমাজ	১২
বাবু আনন্দমোহন বসু	২২
„ কেশবচন্দ্র দাস	৬
„ প্রমদাচরণ সেন	১
„ চণ্ডীচরণ সেন	৪১
„ ভুবনমোহন দাস	২৩
„ ক্ষেত্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	২
„ কৃষ্ণকুমার মিত্র	১০

বার্ষিক ।

বাবু মহিম চন্দ্র চক্রবর্তী	২
„ শশিভূষণ সেন	২।০

এককালীন ।

একটা ভদ্র লোক	৪
---------------	---

পাথেয় ।

ঢাকা ব্রাহ্মসমাজ	১০
------------------	----

সমষ্টি ২১৮।০

সাধারণ ফণ্ড ।

মাসিক দান ।

বাবু হরকুমার রায় চৌধুরী	১।০
„ রাখালচন্দ্র সেন	৩
„ গিরিশচন্দ্র রায়	২
„ শিবচন্দ্র দেব	৬
„ আনন্দমোহন বসু	৮
„ মোহিনীমোহন বসু	৮
„ যদুনাথ রায়	১৫
„ ভুবনমোহন দাস	৬
„ যদুনাথ চক্রবর্তী	১
„ কেশবচন্দ্র দাস	৩

এককালীন ।

„ কেশবচন্দ্র দাস	২
------------------	---

৩০।০

বার্ষিক ।

শ্রীমতী কল্পিণী মহলানবিশ	৬
বাবু ত্রৈলোক্যনাথ দেব	১
রামপুরহাট ব্রাহ্মসমাজ	২
বাবু অনন্তদেব বন্দ্যোপাধ্যায়	১
শ্রীমতী জগৎলক্ষ্মী ঘোষ	১
বাবু ব্রজেন্দ্র কুমার বসু	৩
„ অষ্টমতচরণ মল্লিক	৫
„ মধুসূদন সরকার	১।০
পতিত শিবনারায়ণ অগ্নিহোত্রী	১
„ শশি গিরিধর লাল	১
বাবু উপেন্দ্র নাথ মিত্র	৬
„ ফণীন্দ্র মোহন বসু	২
শ্রীমতী অম্বিকা দেব	৬
বাবু গোপাল চন্দ্র মল্লিক	৩
„ মহেশ চন্দ্র পতি	১
„ শ্যামলাল পালিত	১
বাবু রূপচাঁদ মল্লিক	১
„ মৃত্যুঞ্জয় মল্লিক	১।০
„ অদ্যনাথ মল্লিক	১।০
„ যদুনাথ মল্লিক	১।০
„ রাধানাথ মল্লিক	১
„ নন্দকুমার মল্লিক	১
„ গিরীন্দ্রমোহন গুপ্ত	১
শ্রীমতী রমাসুন্দরী সেন	৬
বাবু মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	১
„ হরিনাথ দাস	১
„ কামাখ্যাচরণ ঘোষ	১
„ হুগড়ি ঘোষ	৩
„ সন্ন্যাসীচরণ ঘোষ	১
„ দেবেন্দ্রনাথ রায়	২
„ কেশবচন্দ্র দাস	১
„ গোপালচন্দ্র দাস	১
শ্রীমতী ক্ষেমদা মিত্র	২
বাবু ভগবানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	১
„ নিত্যদাচরণ সেন	১
„ বরদানাথ হালদার	২
শ্রীমতী হরিশ্চন্দ্রী হালদার	১
বাবু গিরিশচন্দ্র দেব	১
„ নীলমণি মিত্র	১।০
„ পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়	১
„ সাতকড়ি দেব	১
„ শিবচন্দ্র ভট্টাচার্য্য	১।০
„ গোপালচন্দ্র দেব	১

„ প্যামোহন মিত্র	১
„ কালীনাথ দে	৬
„ শুক্লগোবিন্দ পাট্টাদার	২০
„ ক্ষেত্রনাথ মুখোপাধ্যায়	১
„ দীননাথ সেন	১
„ মধুসূদন সরকার	১
মেং ই, এন, নরসিংহম	২
বাবু গিরিশচন্দ্র বসু	১
„ অক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায়	১০
„ শশিভূষণ সেন	১
„ কালী প্রসন্ন বসু	১
„ ভগবতীচরণ দে	১
„ পূর্ণচন্দ্র ঘোষ	১
„ দ্বারকানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	১
„ হারাণচন্দ্র মিত্র	২

সমষ্টি ১০৬

মাসিক ও এককালীন ৫০০

১৫২০

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দির নির্মাণার্থ দান।

পূর্ববিজ্ঞাপিত, ২১১১১১০

বাবু বিনোদবিহারী মজুমদার	বাকিপুর	১
„ পরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	ঐ	১৬
„ নবীনচন্দ্র দে	ঐ	১৬
„ ধনেশচন্দ্র রায়	ঐ	১০
„ স, বন্দ্যোপাধ্যায়	ঐ	১০
„ ব্রজেন্দ্রমোহন দাস	ঐ	৫
„ কালিদাস বসু	ঐ	৫
„ শিবচন্দ্র বসু	ঐ	৫
„ জি সি মিত্র	ঐ	২
„ এস সি ঘোষ	ঐ	২
„ জুর্গাপতি বন্দ্যোপাধ্যায়	ঐ	২০
„ পূর্ণচন্দ্র রায়	ঐ	১
„ ক্ষেত্রমোহন বসু	ঐ	১০
„ লালবিহারী বসু	সাবজিবাগ	১
„ উমাশঙ্কর বাগচী	মুরাদপুর	১
„ দীননাথ সেন	ঐ	৫
„ রাজলাল ঘোষ	ঐ	৫
„ আবহুল জাবর	বাকিপুর	১০
„ কালীনারায়ণ রায়	ঢাকা	৪০
„ ইশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	কলিকাতা	২০
„ হরিশচন্দ্র মিত্র	ঐ	২৫
„ কালিদাস কর্মকার	ঐ	১০
„ কুমুদনাথ মুখোপাধ্যায়	ঐ	৩

„ লোকনাথ রায়	ঐ	৫
„ তারাকান্ত বিদ্যাসাগর	ঐ	৫
„ কালীনাথ দে	ব্রাহ্মণবেড়িয়া	১০০
„ রামতল্লু গুপ্ত	ঐ	১০
„ সায়েদপুর ব্রাহ্মসমাজ		৫
বাবু উদয়রাম দাস	হাতিপটি শিবসাগর	১০
„ সন্ন্যাসীচরণ ঘোষ	কলিকাতা	১০
„ একটা বসু	ঐ	১০
বাবু যোগেন্দ্র নাথ ঘোষ ও তাঁহার স্ত্রী	পিরোজপুর	১০০

২১৫৭২৫০

গতবারের পূর্বে এই দাতব্য স্বীকার হওয়া উচিত ছিল, ভ্রম ক্রমে তাহা হয় নাই।

বিজ্ঞাপন।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজমন্দির নির্মাণ জন্য ঐহারী চাঁদা স্বাক্ষর করিয়াছেন, তাঁহাদিগের নিকট বিনীত নিবেদন যে, তাঁহারা অবিলম্বে তাঁহাদিগের অঙ্গীকৃত অর্থ প্রেরণ করিয়া বাধিত করেন। শীঘ্র শীঘ্র অর্থসংগ্রহ না হইলে সমাজ-মন্দির নির্মাণ কার্য চলা শুকটিন হইবে।

১৩ নং মির্জাপুর ষ্ট্রট, শ্রীশ্রীচরণ মহলানবিশ কলিকাতা।
বিল্ডিং ফণ্ডের সম্পাদক।

আগামী রবিবার দ্বিতীয়ে উপাসনাস্থে বেণিয়াটোলা লেনের ৪৫ নং ভবনে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কলিকাতা উপাসক মণ্ডলী সভার মাসিক অধিবেশন হইবে।

১৪ই জুলাই ১৮৮০। শ্রীহৃদয়কুমার চট্টোপাধ্যায়।

সম্পাদক।

আগামী ১৮৮১ বৃষ্টাব্দের “ব্রাহ্মপকেট এন্ড মেনেজ” নামক পঞ্জিকাতে ভারতবর্ষ সমস্ত ব্রাহ্মসমাজের যথাযথ বিবরণ সংগ্রহ পূর্বক প্রকাশ করিবার মানসে বিনীতভাবে এই প্রার্থনা করিতেছি যে, প্রত্যেক সমাজের সম্পাদক অমুগ্রহ পূর্বক স্বীয় সমাজসম্পর্কীয় নিম্নলিখিত বিবরণ আমার নিকট পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। ভরসা করি যে গত বৎসর যে সকল সমাজ হইতে বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই এবং যে সকল সমাজের নূতন প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, তাঁহারা এক্ষণে সদয় হইয়া বাঞ্ছিত বিবরণ প্রেরণে অমুগ্রহীত করিবেন। বর্তমান বর্ষের পঞ্জিকাতে যে সকল ব্রাহ্মসমাজের বৃত্তান্ত প্রকাশিত হইয়াছে, ঐ সকল সমাজ সম্পর্কে পূর্ব প্রকাশিতের পর যে কোন পরিবর্তন ঘটিয়াছে তাহাই কেবল

জানাইবেন। যদি সংবাদ প্রার্থীর অভাবে কোন সমাজের নাম পত্রিকাতে উল্লেখ করা না হয়, তাহা অতিশয় ক্ষোভের বিষয় হইবে।

বিবরণ।

- ১। সমাজের নাম ও তাহা কোন্ স্থানে অবস্থিত (ডাক ঠিকানা সহিত)
- ২। সমাজ সংস্থাপনের দিন।
- ৩। নিয়মিত উপাসনার সময়।
- ৪। বার্ষিক উৎসবের দিন।
- ৫। আচার্যের নাম।
- ৬। সম্পাদকের নাম।
- ৭। সমাজের সভ্যের সংখ্যা।
- ৮। কোন প্রচারক থাকিলে তাহার নাম।
- ৯। সমাজের মন্দির আছে কি না। যদি থাকে তবে তাহা কোন্ সময়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।
- ১০। সমাজের অন্তর্গত বিদ্যালয়াদি।

উল্লিখিত বিবরণ আগামী ১লা অক্টোবর বা তৎপূর্বে কোরগরে আমার ঠিকানায় পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

কলিকাতা,
১০ নং মূঙ্গাপুর ষ্ট্রীট,
২ই জুন—১৮৮০।

ত্রিশিবচন্দ্র দেব,

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ সভাপতি।

বিশেষ বিজ্ঞাপন।

তত্ত্ব-কৌমুদীর গ্রাহকদিগের মধ্যে বাহারিগের নিকট হই বৎসরের মূল্য প্রাপ্ত রহিয়াছে এবং বার বার পত্র লিপিরা ও বিজ্ঞাপন দিয়াও মূল্য প্রাপ্ত হওয়া গেল না, অমরা সত্যতঃ দুঃখের সহিত তাহাদিগের নিকট পত্রিকা প্রেরণে ক্ষান্ত হইতে বাধ্য হইলাম। তাহার অগ্রহ পূর্বক অন্ততঃ এক বৎসরের মূল্য পাঠাইলে পত্রিকা পুনঃ প্রেরিত হইবে।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের দাতব্য, প্রচার ফণ্ডের দাতব্য, তত্ত্ব-কৌমুদীর মূল্য এবং পুস্তকের মূল্য হিসাবে বাহার নিকট বাহা প্রাপ্য আছে, অগ্রহপূর্বক এই সময় প্রেরণ করিলে বিশেষ উপকৃত হওয়া যায়। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অনেক ব্যয়ের প্রয়োজন, অর্থাৎ তাহা হ্রদর ও স্থায়ী-রূপে নির্বাহিত হইতে পারে না, ইহা বলা বাহুল্য। অতএব সত্য, গ্রাহক ও স্থানীয় এজেন্ট মহোদয়গণ এবিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হন, একান্ত প্রার্থনা।

উপরিউক্ত দাকবা ও মূল্য অন্য নামে পাঠাইলে গোল-বোগ হয়, এই জন্য আমার নামেই প্রেরণ করিলে বাধিত হইব।

১৮৮০। ১৫ ই জুলাই

প্রীউমেশচন্দ্র দত্ত

১০ নং মূঙ্গাপুর ষ্ট্রীট কলিকাতা

সহকারী সম্পাদক।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্র



এই যন্ত্রে ইংরেজি ও বাঙ্গালা মুদ্রাঙ্কণ কার্য সুচারুরূপে, অল্প সময়ে এবং উচিত মূল্যে সম্পন্ন হয়। সংবাদপত্র, পুস্তক, চেক, দাখিলা, রসিদ, বিল, শিরোনামা, নানা প্রকার ক্ষুদ্র কাঁথা, নানা রঙের মুদ্রাঙ্কণ, স্বর্ণময় মুদ্রাঙ্কণ, ইত্যাদি।

মুদ্রিতকরা বাহার প্রয়োজন হইবে, তিনি কর্মাধ্যক্ষের নিকট কলিকাতা ৯৩ নং কলেজ ষ্ট্রীট ভবনে অনুসন্ধান করিবেন।

বিক্রয়ের পুস্তক।

নিম্ন লিখিত পুস্তকগুলি ১০ নং মূঙ্গাপুর ষ্ট্রীটে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্যালয়ে প্রাপ্ত হওয়া যায়। যথা—

পুস্তকের নাম	মূল্য	ডাকমাফল
Channing's Complete works	১৮০	৩০
Practical Sermons	৫০	০
Memoir of Dr. Carpenter	৫০	১০
Perfect Life	১৫০	৫০
Morning & Evening meditations	১৫০	৫০
Last Days of Raja Ram Mohon Roy	১০	১০
সম্মত-হার (বাবু পুত্রী কাক্ষ-মুখোপাধ্যায় প্রণীত)	১০	১০
সুচচার কুটার	১০	১০
শিশুর সদাচার	১০	১০
ধর্ম-কুহন (বালক বালিকাদিগের জন্য)	১০	১০
জাতীয় সঙ্গীত	১০	১০
অব্যয়তত্ত্ব ও ধর্মসাধন	১০	১০
প্রবন্ধ-লিতিকা	১০	১০
Almanac 1880	৫ ans	
Second Annual Report 1879	6 ans	
গোপান—নীতি বিষয়ক প্রবন্ধ	১	১০
Brahmo-Year Book 1879 (Miss Collet's)	১	১০
ব্রহ্মসঙ্গীত	১	১০
এ ২ ভাগ	১	১০
সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নিয়মাবলী	১০	১০
এ ইংরাজী	১০	১০
আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্মদিগের তালিকা	১০	১০
কৃতজ্ঞতা	১০	১০
আশ্রম-ব্যবস্থাপন	১০	১০
শিশু পালন	১০	১০
ব্রাহ্মবচন সংগ্রহ	১০	১০
ব্রাহ্মসমাজের বর্তমান অবস্থা	১০	১০
ধর্মালোচন	১০	১০

তত্ত্ব-কৌমুদী

[পাক্ষিক পত্রিকা] .

৪য় ভাগ।
৫ম সংখ্যা।

১৬ই জ্যৈষ্ঠ, শুক্রবার, ১৮০২ শক। ব্রাহ্মসংবৎ ৫১।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য—
মদ্রাস ৩
প্রতিখণ্ড নগদ ৮০

পর্বাতে এক জন ভদ্রমহিলা আছেন; জগদীশ্বর তাঁহাকে পুত্র মুখ দর্শনের স্তম্ভ দেন নাই। কিন্তু তিনি পত্নীস্থ সমুদায় বালক বালিকার মাতা। প্রভাত হইতে না হইতে তাহার তাহার প্রাঙ্গণে সমাগত হয়; এবং তাহাদের অভ্যর্থনার জন্য তাহারও নানাপ্রকার আয়োজন থাকে। কাহারও মুখে চুষন, কাহারও জন্য ক্রোড়, কাহারও হস্তে একটি মিষ্ট দ্রব্য, কাহারও মুখ প্রক্ষালন ইত্যাদি বিবিধ উপায়ে তিনি তাহাদের সমাদর করেন। কিন্তু তাহার একটি দোষ আছে; বালক বালিকারা যখন কোন অপরাধ করিয়া থাকে, তিনি অসংকোচে প্রহার করিয়া থাকেন। সমস্তানের অঙ্কে পরে হস্ত দিলে তাহার বর্জন্য মাতার সহায় হয় না, ইহা চিরপ্রসিদ্ধ কথা; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় তাহার প্রহার সহ্যও কোন জননী তাহার প্রতি অসহ্য নন; বালকেরাও তাঁহার নিকট আসিতে ছাড়ে না। রমণাদিগকে প্রিজ্ঞা করা করিলে তাহার বলিয়া থাকেন “যে এক সময় কোলে টানে সে আর এক সময় দুই বা মারিলে দুঃখ হয় না।” কোন প্রকার সামাজিক শাসনে যাহারা প্রবৃত্ত হন, তাহাদিগেরও এই কথা গুলি স্মরণ রাখা কর্তব্য। যে কোলে টানে, তাহারই প্রহার করিবার অধিকার অর্থাৎ যে ভাল বাসে না সে যেন শাস্তি দিতে অগ্রসর না হয়, সে শাস্তিতে কর্তনই সুফল ফলে না। এক দিকে হিতৈচ্ছা অপর দিকে পাপের প্রতি বিরাগ এই উভয় একত্র মিলিত হইলে, সামাজিক শাসন অতি সুন্দর ফল প্রসব করিয়া থাকে।

কোন ধর্মসমাজের মধ্যে সাংসারিকতা প্রবিষ্ট হইয়াছে কি না, যদি জানিতে ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে একটি লক্ষণ দ্বারা তাহা একেবারে নির্ণয় করা যায়। যদি দেখ সেই সমাজের লোক আধ্যাত্মিকতা, চরিত্র ও ঈশ্বর পরায়ণতা অপেক্ষা ধন ও পদের অধিক সম্বল করে: এক জন ঈশ্বর-প্রেমিক ব্যক্তি দরিদ্রতা অপরাধে তাহাদের লক্ষ্যস্থলে আসে না, কিন্তু এক জন ধনী ও পদস্থ লোককে লইয়াই সকলে ব্যস্ত; তাহার ঈকান্তর দোষ জানিয়াও সকলে উপেক্ষা করিতে প্রস্তুত, তাহা হইলে জানিবে যে সে সমাজের ভাব ধর্মসমাজের ভাব নহে। এই সাংসারিকতা বিষয়টি এত গুরুত্বপূর্ণ হইয়াছে যে আমাদের মধ্যে অতি সঙ্গীত লোকও

মধ্যে মধ্যে এই রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়েন। এই জন্য বিশেষ প্রার্থনা পরায়ণতা ও চিন্তাশীলতার প্রয়োজন। যত দিন সমাজ মধ্যে চরিত্রের ও ধর্মনিষ্ঠার গোঁড় থাকিবে, যত দিন সকল প্রকার পাপ ও অপবিত্রতার প্রতি ভীত দৃষ্টি থাকিবে, যত দিন সভ্যগণ ধন বা পদের দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া পাপের প্রতি এবং অধ্যাত্ম ও নৈতিকতার প্রতি অকুণ্ঠিতভাবে বিরাগ প্রদর্শন করিবেন, তত দিন সেই সমাজে প্রকৃত ধর্ম বুদ্ধি পাইবার অবসর প্রাপ্ত হইবে।

নিজের বিবেক এবং লোকের মত এই উভয়ের মধ্যে সর্বদা বিবাদ ঘটয়া থাকে। ইহার দুই সীমাতে দুই প্রকার দুর্গতি দেখা যায়। অপরের কচি, ইচ্ছা ও নতামতের প্রতি সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করিয়া কেবলমাত্র নিজের কচি, প্ররুদ্রি ও সংস্কারের অহুরূপ কার্য্য করিতে প্রেচ্ছাচারিতা প্রকাশ পায়; আবার নিজের ধর্ম্মাধর্ম্ম ভ্রাতৃত্ব জ্ঞানকে পূর্বদেখে রাখিয়া কেবলমাত্র অপরের মতের দ্বারা চালিত হইলে মনুষ্যত্ব থাকে না। এরূপ স্থলে কর্তব্য কি? আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস যে মনুষ্যের নিজের পদের উপরেই দৃঢ়ায়মান হওয়া কর্তব্য। সহস্র সহস্র ব্যক্তি বিরোধী বা প্রতিকূল হইলে নিজ সংস্কার বা বিশ্বাস বিরোধী আচরণ করা কর্তব্য নয়। লোকসুযোগের অহুরোধে যাহারা নিজ বিশ্বাস বিরুদ্ধ আচরণ করেন, তাহারা লোকসুযোগেও বঞ্চিত হন এবং স্বীয় বিশ্বাসাহুরূপ আচরণে যে অপূর্ব ভগ্নিলাভ হইয়া থাকে, সে ভগ্নিলাভেও সমর্থ হন না। যাহারা লোকের অহুরাগ বিরাগের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া নিজ বিবেক ও বিশ্বাস অহুরাগে কার্য্য করেন, যাহাদের কার্য্যের মধ্যে কর্তব্যপ্রিয়তা ব্যতীত অন্য কোন নীচ বা দুশিত অভিসন্ধি থাকে না, তাহারা ই লোকের প্রকৃত অহুরাগের ভাগী হন। ইহা একটি সার সত্য। কিন্তু নিজ বিবেকের অধীন হওয়ার অর্থ এ নয় যে অপর সকলের মতের প্রতি অবজ্ঞা বা ঘৃণা প্রকাশ করিতে হইবে। বরং দণ্ডজনের মত অনেক সময় নিজের বিবেকের পথ প্রদর্শনের পক্ষে সহায় স্বরূপ। দশ ব্যক্তির বিবেকের অপেক্ষা এক ব্যক্তির বিবেকেরই বিপথ গমনের অধিক সম্ভাবনা। এই জন্য সত্যনিষ্ঠ ও সত্যপথ নির্ণয়ে ব্যক্তিমাতেই যথাযোগ্য সমাদরের সহিত অপর দণ্ডজনের মতের আলোচনা করিয়া থাকেন এবং সেই আলো-

কের দ্বারা নিজ বিবেকের বিচার করিয়া থাকেন; কিন্তু সমুদায় আলোচনা করিয়াও যদি নিজ বিবেক অন্য পথ প্রদর্শন করে, তখন সে পথে দণ্ডায়মান হইতে তাঁহারা আর বিধা বা সঙ্কোচ করেন না। তখন তাঁহারা ফলাফল চিন্তা ছাড়িয়া হইতে দূর করিয়া সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের উপর নির্ভর করেন।

কিছু দিন পূর্বে আমরা “উপাসনা প্রণালী” ও “জাতিতে ব্রাহ্ম” এই উভয় শীর্ষক দুইটি প্রস্তাব পত্র করি। উক্ত উভয় বিষয় সম্বন্ধে যাহা কিছু বক্তব্য সমুদায় বলা, সে দুই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য ছিল না। ব্রাহ্মদিগকে এতদুভয় বিষয়ে চিন্তা করিতে প্রবৃত্ত করা লক্ষ্য ছিল। সুতরাং উক্ত উভয় প্রস্তাবে, বিষয়ের অন্তর্য্যঙ্গ ও সূচনা মাত্র করা হইয়াছিল। আমরা দেখিয়া আশ্চর্য হইলাম যে আমাদের সেই অভীষ্ট অনেক পরিমাণে সিদ্ধ হইয়াছে। আমরা ইতিমধ্যে কয়েক খানি পত্র প্রাপ্ত হইয়াছি এবং তন্নিম্ন লোকেরও মত জানিতে পারিয়াছি। দ্বিতীয় বিষয়টির আলোচনা প্রেরিত হস্তে দৃষ্ট হইবে। উপাসনা প্রণালী সম্বন্ধে কয়েকটি কথা এই স্থানে উক্ত হইতেছে। আমাদের বর্তমান উপাসনা প্রণালী সম্বন্ধে ব্রাহ্মদিগের অধিকাংশের মত এই যে তাহার পরিবর্তনের বিশেষ প্রয়োজন নাই। বস্তুতঃ উপাসনার মধ্যে যতগুলি উপাদান আবশ্যিক বর্তমান প্রণালীর মধ্যে তাহার অধিকাংশই দৃষ্ট হয়। এই প্রণালীটী ব্রাহ্ম মাত্রের পরম প্রদেয় নহে; দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আধ্যাত্মিক প্রতিভার উজ্জল দৃষ্টান্তস্বরূপ। তিনিই প্রথমে, উদ্বোধন, আরাধনা, ধ্যান প্রার্থনা শান্তিবাচন প্রভৃতি অঙ্গে উপাসনাকে বিভক্ত করেন এবং বহুল শাস্ত্র দর্শন পূর্বক তত্পরযোগী ৭৫ন সকল উক্ত করিয়া বর্তমান প্রণালীটী সৃষ্টি করেন। ঐযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন ইহাকে আরও পূর্ণতা প্রাপ্ত করিয়াছেন। বর্তমান প্রণালী দ্বারা ধর্মপিপাসু ব্যক্তিদিগের আধ্যাত্মিক অভাব সকল এক প্রকার মোচন হইতেছে সুতরাং ইহার পরিবর্তন প্রয়োজনের বোধ হয় না। পরিবর্তন নিত্যকাল আবশ্যিক নয় বলিয়াই কলিকাতার উপাসক মণ্ডলী এত দিন পুরাতন প্রণালীর অমূল্য রক্ষণ করিতেছেন। সম্ভ্রুত কোন কোন সভা কিছু কিছু পরিবর্তন আবশ্যিক বলিয়া ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের মত বক্তব্য জানিতে পারা গিয়াছে কেহই কোন প্রকার মূল বা মুখ্য বিষয়ের পরিবর্তনের প্রস্তাব করেন নাই, কেবল দুই একটি গৌণ বিষয়ের কিঞ্চিৎ পরিবর্তনের প্রস্তাব করিয়াছেন। এইরূপ বিচার উপস্থিত হওয়াতেই বিষয়ের অবতারণা স্বরূপ প্রস্তাবটী লিপিত হইয়াছিল। ফল কথা এই, ঐশ্বরোপাসনার প্রণালী সম্বন্ধে দুইটি বিষয় দ্রষ্টব্য আছে; প্রথমতঃ ভগ্নাঙ্কে ঈশ্বরের সকল স্বরূপের প্রকাশ আছে কি না? দ্বিতীয়তঃ ঈশ্বর সম্বন্ধে আমাদের যত প্রকার মানসিক ভাব হওয়া উচিত, উক্ত প্রণালী মধ্যে সে সমুদায় গুলির প্রকাশ আছে কি না? যে প্রণালী মধ্যে এই উভয়ের প্রকাশ দৃষ্ট হয়, তাহাই সর্বোৎকৃষ্ট উপাসনা প্রণালী। এই উভয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া বিচার করিলে প্রকৃত পথ নির্ধারণে সন্দেহ হওয়া যায়।

কিরিতিবস হইল আমরা বিবাহ সম্বন্ধে মত প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলাম যে নরনারীর পক্ষে অধিক কাল অবিবাহিত থাকা প্রার্থনীয় নয়। এক ব্যক্তি এসম্বন্ধে আমাদের পক্ষে একখানি পত্র লিখিয়াছেন, স্থানাভাব বশতঃ আমরা তাহা প্রকাশ করিতে পারিলাম না। তাঁহার বক্তব্য এট, অবিবাহিত থাকিতে সমাজের এবং অবিবাহিত পুরুষ ও রমণীর পক্ষে অকলাপ ঘটবার সম্ভাবনা, অতএব বিবাহ কর্তব্য, বিবাহকে এরূপ নীচ ভাবে দেখিলে, বিবাহের স্বর্গীয় ভাবকে মান করা হয়। তাঁহার আর একটি প্রধান বক্তব্য এই অবস্থা অমূল্য না হইলে, বিবাহিত হওয়া কোন ক্রমেই কর্তব্য নহে। এক ব্যক্তির স্ত্রীপুত্রের ভরণ পোষণের আশা থাকুক বা না থাকুক, তথাপি বিবাহ করিতে হইবে আমরা এরূপ মত কখনও প্রকাশ করি নাই; কিন্তু ‘অবস্থা অমূল্য’ এই শব্দ দুইটির অর্থের পরিধি কোথায় তাহা নির্ণয় করাই হৃদয়। সভা সমাজে রমণীদিগের চিত্তের দুর্বলতা নিবন্ধন ভ্রম লোকের বিবাহ করা হৃদয় হইয়া উঠিতেছে। অধিকাংশ রমণী নিজে এক পরসী উপার্জন করেন না, কিন্তু নিজের ভোগ বিলাস বাসনা চরিতার্থ করিবার জন্য স্বামীকে অগ্রসর করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হন না; ইহা শিক্ষার দোষ। নতুবা একথা সঙ্গেরই জানেন যে দুই ব্যক্তির স্বতন্ত্র থাকিতে বত ব্যয় হয়, একত্র থাকিতে ভরণপোষণ অল্প ব্যয় হইবার সম্ভাবনা। এবং ইহাও সভা কথা যে একজন পরিত্রা লোক যে অর্থ উপার্জন করিতে পারে তদ্বারা তাহার নিজের ব্যয় বাবে অপর দুই জনের ভরণ পোষণোপযোগী অর্থ উদ্ধৃত হইতে পারে। তবে যে বিবাহিত লোকের পরিবার প্রতিপালন হৃদয় হইয়া উঠে সে কেবল নারী জাতির শিক্ষার অভাব নিবন্ধন। গচরাচর পুরুষদিগের ত বেশ ভূমির প্রতি এত দৃষ্টি দেখা যায় না; তাহার কারণ এই পুরুষদিগের চিত্তকে ব্যাপ্ত রাখিবার আরও অনেক উন্নত বিষয় আছে। যাহাদের কোন উন্নত বিষয় ভাবিবার শক্তি বা শিক্ষা নাই, কাজেই তাহা দিগের বেশ ভূষা বিলাস প্রভৃতির চিত্তে রত হইতে হয়। নারীদিগের এই অত্যাচার এত প্রবল হইয়া উঠিয়াছে, যে ইংলণ্ডে কেহ কেহ এতদর্থ, “নারী বিলাস নিবারণী” সভা নামে একটি সভা স্থাপন আবশ্যিক মনে করিতেছেন। এতদ্বিধা বিবাহের পথে আর এক প্রতিবন্ধক উপস্থিত হইয়াছে। অনেক পুরুষ ও রমণীর কুশিক্ষার দোষে স্বামী ও স্ত্রী পরস্পরকে এত ক্রোধ পাইতে হয় যে তাহা দেখিয়া অনেক অবিবাহিত ব্যক্তির বিবাহের নামে এক প্রকার ভয়ের সঞ্চার হয়, তাঁহারা বিবাহকে পরদীনতার অপর নাম মাত্র মনে করেন। এই উভয় ভাবের কোন ভাব যদি শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বালক বালিকাদিগের মনে প্রবেশিত হয়, তাহাকে স্তম্ভন অমঙ্গল মনে করিতে হইবে। দাম্পত্য স্ত্রে বদ্ধ হইতে হইলে পরস্পরকে যে পরদীনতা স্বীকার করিতে হয় তাহা পরমেশ্বরের অভিপ্রেত এবং তাহা পরস্পরের পূর্ণতা প্রাপ্তির পক্ষে সাহায্য করিয়া থাকে। আমাদের পূর্ব পুরুষগণ বিবাহকে পৈতৃক মনোমোচনের উপায় স্বরূপ জ্ঞান করিতেন এবং ইহাকে ধর্ম কণ্ঠের

মধ্যে গণ্য করিয়া গিয়াছেন; আরও ইহাকে ঈশ্বরভিত্তিক
ব্রাহ্মসমাজ বলিয়া জান করি; যে ব্যক্তি সম্পূর্ণরূপে আপনাকে
ঈশ্বরের কার্যে মগ্ন করিতে চায়, কিংবা যে ব্যক্তি সাধারণ
হিতকর কার্যে কিংবা কোন তথ্যলোচনাতে রত হইতে চায়,
কিংবা যে ব্যক্তি চিরকাল কিংবা যে ব্যক্তি সহস্র চেষ্টা শেষেও নিজ
ভরণ পোষণে অসমর্থ, অবিবাহিত থাকা কেবল তাঁহারই পক্ষে
মার্জ্জনীয়, অপরের পক্ষে নহে। নর নারীর সহজে দাম্পত্য
হৃত্ত্ব বন্ধ হইবার পথে যে সকল প্রতিবন্ধক আছে তাহা দূর
করিবার জন্য সর্বপ্রায়ে নারী ভাতির শিক্ষার উন্নতি প্রয়োজনীয়।

৭৪. বিবাহাধিনী বিধবাদের শব্দে ব্রাহ্মসমাজের কর্তব্য কি
এই প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া আমরা যে অগ্রহ ও কষ্টব্যবস্থা
ভেদ করিয়াছিলাম, তাহা অনেকের কটিকর হয় নাই।
আপাততঃ যেন বোধ হয় আমরা স্বার্থপর হইয়া বিধবাদিগের
হুঃখ যত্নের প্রতি উদাসীন থাকিবার ছল অন্বেষণ করিতেছি,
কিংবা একরূপ বিধবাদিগকে আশ্রয় দেওয়া কর্তব্য নয় বলিয়া
ব্রাহ্মদিগকে পরামর্শ দিতেছি। একরূপ যদি কেহ মনে করিয়া
থাকেন আমাদের প্রতি অবিচার করিয়াছেন। সমাজ মধ্যে
হিন্দু বিধবাদিগের কিরূপ যত্ন তাহা কে না প্রত্যক্ষ করিয়া-
ছেন? তাহাদের মলিন ও পরিণত মুখ এবং পরভাগ্যোপ-
জীবী জীবন দেখিয়া সময়ে সময়ে কাহার না প্রাণে ক্রেশ
হইয়াছে! তাহাদের সুখী হইবার কোন উপায় হয় এ
বাসনা কাহার না মনে উদ্ভূত হইয়াছে? কিন্তু তাহাদের উদ্ধার
সাধন করা ব্রাহ্মসমাজের বিশেষভাবে কর্তব্য নয়, তাহা
যেমন ছদ্মবান ব্যক্তিমাংসেরই কর্তব্য সেইরূপ সাধারণভাবে
ব্রাহ্মদিগের কর্তব্য। এবং প্রত্যেক দয়ার কার্যই যেমন
অবশ্য কর্তব্য কাহা সকলের দ্বারা সমীচীন হয় ইহাও সেই-
রূপ। আমাদের এইনাট্য বক্তব্য ছিল। অদ্যাবধি যে সকল
বিধবা রমণী ব্রাহ্মসমাজ মধ্যে আশ্রয় পাইয়াছেন, তাহাদের
অনেকে কর্তৃপক্ষের অজান্তসারে কোন আত্মীয় স্বজনের
সমভিব্যাহারে গৃহত্যাগ করিয়াছেন। ব্রাহ্ম যুবকদিগের
বিশেষ প্রশংসার বিষয় এই যে তাঁহারা এই সচ্ছন্দ-
ভাবে কাহারো সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থতা ও পবিত্রতা রক্ষা করিয়াছেন,
কিন্তু আমাদের বিবেচনায় যদি আশ্রয় দিতেই হয়, একরূপ
গোপনে এক ব্যক্তি বা দুই ব্যক্তির আশ্রয়ে না আসিয়া এত-
দূর একটা সভা স্থাপিত হওয়া উচিত। উক্ত সভাতে ব্রাহ্ম
অত্রাঙ্গ বিধবা বিবাহের স্বপক্ষ ব্যক্তিমাংসেই থাকিবেন;
তাঁহারা বিবাহাধিনীগের সাহায্যার্থ অর্থ সংগ্রহ করিবেন;
তাঁহাদের শিক্ষা ও উন্নতির জন্য বিদ্যালয়াদি স্থাপন করিবেন,
কোন বিধবা আশ্রয় গ্রাণিনী হইলে তাহার উদ্ধারের উপায়
অবলম্বন করিবেন। একরূপ কুরিলে কোন রমণীর প্রতি
কাহারও কোন প্রকার সন্দেহ বা অপ্রজ্ঞা জন্মিবার কারণ
থাকিবে না। আমাদের দেশের যুবা পুরুষেরা কি করেন?
যেহাউ প্রেসিডেন্সির প্রত্যেক প্রধান প্রধান সহরে বিধবা-
দিগের সাহায্যার্থ সভা আছে, সম্মতি উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে
এতদূর একটা সভা স্থাপিত হইতেছে, বঙ্গদেশের সমাজ-

সংস্কার প্রশ্ন যুবকেরা কোথায়? নিরবস্থিতির সমাজসংস্কারকে
ব্রাহ্মসমাজ পরমপদার্থ মনে করেন না; মানবের আধ্যাত্মিক
কল্যাণ ব্রাহ্মসমাজের সর্বপ্রধান লক্ষ্য হুতরাং ব্রাহ্মসমাজ এ
সকল কার্যে বিশেষ ভাবে রত হইতে পারেন না? দেশের
অপর্যাপ্ত যুবকেরা পণ্ডিতবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহা-
শয়ের সহিত পরামর্শ করিয়া একটা কিছু কখন না কেন?

বিপক্ষ ও স্বপক্ষ।

• বিপক্ষ ও স্বপক্ষগণ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজসম্বন্ধে সচরাচর
কি বলিয়া থাকেন তাহা সভ্যদিগের জানা উচিত এই
জন্য আমরা যত দূর লোকের অভিজ্ঞতার অবগত হইতে
পারিয়াছি তাহা নিয়ে প্রকাশ করিতেছি। বিপক্ষেরা বলিয়া
থাকেন:—

১। তোমরা অকৃতজ্ঞ; লোকের সহিত মত-বিরোধ
হয় ইহা আমরা বুঝি, কিন্তু মত বিরোধ হইলে যে ভদ্র-
লোকে ভদ্রভাবে ব্যবহার করা যায় না, ইহা আমরা
বুঝিতে পারি না। তোমরা শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন ও
তাঁহার দল লোকদিগকে মত বিরোধের জন্য যেকোন আক্র-
মণ করিয়াছ, দেখিলে বোধ হয় লোকগুলি যেন ভদ্রলোক-
শ্রেণী গণ্য নয়। তাঁহারা ব্রাহ্মসমাজের জন্য যে একসময়
প্রাণপণ করিয়া থাকিয়াছেন, তাহা তোমরা ভুলিয়া গেলে;
তাঁহারা যে অপ্রিশস্ত পরিশ্রম করিয়া ব্রাহ্মসমাজকে এত দূর
বিস্তৃত ও উন্নত করিয়াছেন, সেজন্য ক্ষেত্রমতী কৃতজ্ঞ হইলে
না; ইহাদের নিষ্ঠা প্রভৃতির জন্য তোমরা ভক্তি করিলে না।
তোমাদের অনেকে যে একসঙ্গে ইহাদের সহিত এক পরিবারে
ছিপে সে বন্ধুত্বের যথাশ্রেষ্ঠ করিলে না। বাহারা
এতদূর অকৃতজ্ঞ ও মাথাগেঁড়া কাহা এতদূর ভদ্রকৃতি বিরুদ্ধ
তাহাদের কাগোব মনে যেকোন মহৎ উদ্দেশ্য আছে একরূপ
বোধহয় না, বোধহয় তোমরা নিরবস্থিতির বিরোধপরায়ণ হইয়া
কাহা করিতেছ। বিদ্বৈষ্যদিগের কার্যে কাহার প্রজ্ঞা হইতে
পারে?

উত্তর। বিরাগ তিন কারণে উৎপন্ন হইয়া থাকে;

(১ম) কোন প্রকার দূষিত মত দেখিয়া (২য়) কোন প্রকার
দুষ্চরিত্রতার দৃষ্টান্ত দর্শন করিয়া (৩য়) স্বার্থের ক্ষতি বা
কোন প্রকার অনিষ্ট করিয়াছে বলিয়া। তৃতীয় কারণোৎপন্ন
বিরাগকেই ব্যক্তিগত বিদ্বেষ বলা গিয়া থাকে। সাধারণ
সমাজে যে শত শত লোক যোগ দিয়াছেন ইহাদের সকলের
পক্ষে একরূপ কারণ থাকা সম্ভব নয়। অদ্যাবধি প্রকাশ্য পথে
তাঁহাদের বিরুদ্ধে যত কিছু লিখিত হইয়াছে তাহার মধ্যে
দুষ্চরিত্রতার উল্লেখ করিয়া কেহ নিন্দা করে নাই; তাহা-
দিগকে দুষ্চরিত্র লোক বোধে কেহ কখনও যুগ্ম প্রকাশ
কবেন নাই হুতরাং এ বিরাগ দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্তও নহে। ইহা
প্রথম কারণ জনিত বিরাগ। অর্থাৎ দূষিত মত নিবারণের
জন্য বিরোধ। তবে যদি পরে কাহারও কাহারও তাঁহাদের
প্রতি ক্রোধের উদয় হইয়া থাকে তাহা তাঁহাদের আচরণের
দোষে। তাঁহারা এই মতভেদ নিবন্ধন বিপক্ষদিগকে অতি

হের ও ঘৃণিত লোক বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার জন্য নানা প্রকার ভয় কৃতি বিরুদ্ধ ও কল্পিত দোষারোপ করিতে ক্রটি করেন নাই। কিন্তু এই বিরোধের মূলে প্রতিষ্ট হইলে সত্য রক্ষার চেষ্টা দেখা যায়। যাহারা বিশ্বাস করে, তাহাদের দ্বারা ব্রাহ্মধর্মের ঘোরতর অকল্যাণ ও সমাজের সুমহৎ অনিষ্ট ঘটতেছে তাহারা কিরূপে উদাসীন থাকিবে? বিবাদের সময় কৃতজ্ঞতা বা ভক্তি প্রদর্শনের প্রত্যাশা করা উচিত নয়, যদি কাহারও মধ্যে ভক্তি বা কৃতজ্ঞতার উপযুক্ত কিছু থাকে তাহার আদর বিবাদের প্রথরতা হ্রাস হইলেই পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইবে।

২য়। তোমাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকের ধর্ম ভাব নাই। তোমরা ধর্ম চাও না, ঈশ্বরকে চাওনা, কেবল ধর্মের নাম মাত্র উপলক্ষ করিয়া সমাজ সংস্কারাদি লইয়া গোলযোগ করিতে চাও। তোমাদের মধ্যে প্রকৃত ভক্ত ও ঈশ্বর পরায়ণ লোক অতি অল্প। ধর্মপিপাসু আত্মার ক্ষুধা তৃপ্তি যাহাতে যায় এমন বস্তু যদি তোমাদের নিকট না থাকে, কিসের লোভে লোকে তোমাদের নিকট আসিবে? তোমরা কিছুদিন এইরূপে সমাজ সংস্কার, নিয়মতন্ত্র প্রণালী স্থাপন প্রভৃতি লইয়া গোলযোগ করিবে তৎপরে কর্পুর উবিয়া গেলে যেমন শূন্য শিশী পড়িয়া থাকে সেইরূপ সমাজ, নিয়মতন্ত্র প্রণালী প্রভৃতি পড়িয়া থাকিবে, ধর্মভাব উড়িয়া যাইবে।

উত্তর। এইটার উত্তর দেওয়া কঠিন; ধর্ম সম্বন্ধে যে আমাদের অনেক অভাব আছে, তাহা আমরা স্বীকার করি। আমরা যাহাকে প্রকৃত আধ্যাত্মিক উন্নতি বলি তাহা যে আমাদের অনেকে এখনও প্রাপ্ত হন নাই তাহা জানি, কিন্তু তাহা বলিয়া কি সত্যের মূল্য কমিয়া যাইবে কিম্বা সত্যের অগৌরব করিতে হইবে? আমরা সত্য বলিয়া যাহাকে প্রতিষ্ঠা করিয়াছি তাহাই অবলম্বন করিয়াছি, যদি প্রার্থনা সহকারে রূপাময়ের, রূপার উভয় নির্ভর করিয়া চলি তিনি আমাদের কোন অভাব অপরূপে পূর্ণ করিবেন না।

৩। তোমাদের মধ্যে একজন পথ প্রদর্শক মহাত্মা নাই, তোমরা সমাজ বন্ধন করিবে কিরূপে? স্বাধীন চিন্তা ও বিবাদ বিসম্বাদের স্রোতে তোমাদের সমুদার চেষ্টা ভাসিয়া যাইবে।

উত্তর। আমাদের মধ্যে যে একজন মহাপুরুষ নাই ইহা আমরা পরম সোভাগ্য জ্ঞান করি, ঈশ্বর করুন আরও অন্ততঃ ২০।৩০ বৎসর কোন মহাপুরুষ দেখা না দেয়। কারণ তাহা হইলে আমরা যে সুন্দর উৎকৃষ্ট প্রণালী প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রয়াস পাইতেছি তাহার ব্যাঘাত ঘটিবে, আবার লোকের স্বাধীন চিন্তার পথ রুদ্ধ হইবে, এবং ব্রাহ্ম ধর্মের মধ্যে কুসংস্কার সকল প্রতিষ্ট হইবে। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের দ্বারা অপর কোন প্রকার সদহুষ্ঠান না হউক যদি এই মাত্রও প্রমাণিত হয় যে কোন এক ব্যক্তিকে মধ্য বিন্দু না করিলেও সমাজ বন্ধন করা যায় এবং সকল প্রকার কার্য সুচারুরূপে চালান যায়, তাহা হইলেও ইহা দ্বারা ধর্ম জগতের সুমহৎ মঙ্গল সাধিত হইবে।

৪র্থ। তোমরা কেবল সমাজ সংস্কারই উদ্দেশ্য। ধর্ম-বিহীন সমাজ সংস্কারে কুফলই বলিয়া থাকে; তোমাদের মধ্যে নানা প্রকার সামাজিক পাপ ও অপবিত্রতা প্রভৃতি পাইবে এবং তোমরা কালে ব্রাহ্মসমাজের নামকে কলঙ্কিত করিবে।

উত্তর। আমরা ধর্ম বিহীন সমাজ সংস্কারের জন্য ব্যস্ত একথা বলিলে আমাদের প্রতি নিতান্ত অবিচার করা হয়; আমরা ব্রাহ্মের কি পারিবারিক কি সামাজিক কোন কার্যকেই ধর্ম বিহীন হইয়া করা উচিত মনে করি না। পাপের প্রতি আমাদেরও বিজাতীয় ঘৃণা এবং আমরা কাহাকে বিন্দুমাত্র প্রভ্রয় দেওয়া উচিত মনে করি না। সুতরাং এআশঙ্কার মূল নাই।

অপরূপেরা বলেন:—

ব্রাহ্মধর্মের বিশেষ কল্যাণের জন্য সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের জন্ম হইয়াছে। যে সময়ে ব্রাহ্মসমাজ মধ্যে “মহাপুরুষবাদ” “মধ্যবর্তিবাদ” প্রভৃতি দূষিত মত সকল লক্ষ প্রবেশ হইয়া উপক্রম করিতেছিল সেই সময় সোভাগ্যক্রমে এই নূতন আলোচন উপস্থিত হইয়াছে। যাহারা বর্তমানকাল তন্ত্র শাস্ত্র ও অভ্যাস গ্রন্থ পরিভাগ করিয়া আসিয়াছেন তাহারা ই আবার অভ্যাস গুরু ও অভ্যাস শাস্ত্র মানিতে আরম্ভ করিয়াছেন সুতরাং এমময়ে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের জন্মগ্রহণ ঈশ্বরের বিশেষ রূপা বসিতে হইবে।

দ্বিতীয়তঃ, শুনিলে আনন্দ হয় যে নিজ সমাজ গঠন বিষয়ে ব্রাহ্মদিগের ক্ষুদ্র মহৎ সকলেরই সমান অধিকার। ইহাতে গুণ ও ধর্মের আদর রক্ষিত হইবে অপর সকলে স্বাধীনভাবে মিলিয়া নিজ সমাজের কল্যাণ চিন্তা করিতে পারিবেন। এক ব্যক্তির উক্তি দশ ব্যক্তি অন্ধের নাগ নয়ন মুদ্রিত করিয়া গ্রহণ করিবে না, এক ব্যক্তির মতামতের সমাজ উঠিবে বসিবে না, কিন্তু তাহার বুদ্ধি বল, চরিত্র তপ ও ধর্ম বল আছে তিনিই প্রতিষ্ঠা ভাঙন হইবেন। এইরূপ প্রণালীট ব্যক্তিগত উন্নতির ও সমাজের সর্বজনীন কল্যণের সম্পূর্ণ অন্তর্ভুক্ত।

তৃতীয়তঃ পরের সহিত বিরোধ ঘুটিলে লোকে যেমন ঘরের উন্নতির দিকে দৃষ্টিপাত করে; সেইরূপ বিবাদ যখন নিরস্ত হইবে তখন সভাগণের দৃষ্টি নিজ নিজ আধ্যাত্মিক জীবনের প্রতি পতিত হইবে; তখন ঈশ্বর রূপার সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ সহস্র সহস্র নরনারীর ধর্মতৃপ্তি নিবারণের উপায় দরূপ হইবে।

ফল কথা এই অধিকাংশ ব্রাহ্মের আমাদের সহিত মতের যোগ আছে, আমরা যে ব্রাহ্মধর্মের প্রকৃত গৌরব রক্ষা করিতে অগ্রসর তাহা তাহারা বিশ্বাস করেন কিন্তু আমরা ব্রাহ্ম ধর্ম প্রচার ক্ষেত্রে নূতন ভাষা বলিয়া আমাদের প্রতি অত্যাধিক তাহাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস ও আস্থা জন্মে নাই। একরূপ বিশ্বাস ও আস্থা কাল সাপেক্ষ।

উপসংহার কালে একটি বিষয়ের উল্লেখ করা আবশ্যিক বোধ হইতেছে। কাহারও কাহারও এরূপ সংস্কার যে সাধারণ

ব্রাহ্মসমাজের সভাগণ ভক্তিকে ছেদ বলিয়া মনে করেন। এরূপ সংস্কার অমূলক, ভক্তি ভিন্ন ধর্মসাধনের পথে উপায়ের বস্তু আর কি আছে? বাহ্যার মনে করেন শুক জ্ঞান, বা নীরস আরাধনাতে, বা ঈশ্বর প্রীতি বিহীন অচুঠানে, মাত্রের আস্থার ক্ষুধা তৃষ্ণার শাস্তি হয়, তাহাদের ন্যায় ভ্রান্ত আর কে? সে প্রগাঢ় প্রীতি ভক্তি নাম ধারণ করে তথাভীত কে আর পরমেশ্বরকে জীবের নিকটে আনিয়া দিতে পারে? বলিতে কি, আমর ধর্ম সাধনের যে কিছু উপায় অবলম্বন করি, ভক্তি লাভে সমর্থ হওয়া সে সকলেরই উদ্দেশ্য। সরোবরে জল আছে কিন্তু জল দেখিলেই যেমন কাহারও শরীরের তাপ দূর হয় না, সেইরূপ জ্ঞান দ্বারা পরমেশ্বরকে জানিলে পাপীর পাপযন্ত্রণা নিবারিত হয় না। মানবাত্মার যুক্তি ও শাস্তি লাভের জন্য ব্রহ্মরূপ সরোবরে নিমগ্ন হওয়া চাই। ভক্তি ভিন্ন কে আর সাংসারাসক্ত হৃদয়কে সেই অমৃত সিদ্ধিকে নিমগ্ন করিতে পারে? অতএব আমরা ভক্তির প্রতি পক্ষ নই, বরং ভক্তি প্রার্থী হইয়াই আমরা প্রতিনিয়ত ঈশ্বরের পবিত্র পরিধানে উপস্থিত হইয়া থাকি।

ব্রহ্মই ব্রাহ্মের শাস্ত্র:

“অপরা ঋগ্বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদঃ থর্কবেদঃ শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিকৃষ্টজ্ঞানো জ্যোতিষ মতি, অর্থ পরা যয়া তদক্ষর মণিগম্যতে,”

ঋগ্বেদ যজুর্বেদ, সামবেদ অথর্কবেদ, শিক্ষা কল্প ব্যাকরণ, নিকৃষ্ট জ্ঞানো জ্যোতিষ এ সমুদায় অন্ত্রের বিদ্যা যদ্বারা সেই জ্বিনাশী পুরুষকে প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহাই শ্রেষ্ঠ বিদ্যা।

সকল দেশেই ধর্মশাস্ত্রের আদর দেখা যায়; কোন কোন গ্রন্থ দেশ বিশেষে ঐ সম্প্রদায় বিশেষে অত্রাণ ঈশ্বরদত্ত গ্রন্থরূপে গৃহীত হইয়াছে। অবোধ লোকে এই সকল গ্রন্থের উক্তি সকলকে ঈশ্বরের বাণী বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকে, এবং এই সকল উক্তির অনুসারে কাণ্য করাকেই পরম ধর্ম জ্ঞান করে। যতদিন মনুষ্য সাক্ষাৎ সপক্ষে পরমেশ্বরের পূজা করিবার এবং পরমেশ্বরকে ভক্তি করিবার অধিকার না পায় ততদিন ঐ ভ্রম দূর হয় না। যখন মনুষ্য ঈশ্বরকে জানে তখন ইহাও বুঝিতে পারে যে এ সমুদায় শাস্ত্র ধর্ম জগতের অতি সংকীর্ণ স্থান অধিকার করিয়া থাকে। ইহার যুক্তি আছে; ধর্ম শাস্ত্র কি? না, যুগে যুগে ঈশ্বরপ্রেমিক লোক সকল অধ্যাত্ম যোগ দ্বারা ঈশ্বরের সহিত যুক্ত হইয়া সময়ে সময়ে যে সকল সত্য বা যে সকল ভাব উপলব্ধি করিয়াছেন, তাহার কতিপয় সংগৃহীত হইয়া গ্রন্থাকারে নিবদ্ধ হইয়াছে। ইহারই নাম ধর্মগ্রন্থ? কিন্তু ঈশ্বর সমুখীন হইলে মানবাত্মার ভাব সাগরে যত তরঙ্গ উথিত হইয়া থাকে বা উথিত হইতে পারে, তাহার লয়সার কি কোন গ্রন্থে নিবদ্ধ করা সম্ভব? কখনই নহে। সুতরাং সমুদ্র হইতে আনীত জলে পূর্ণ একটি কলম দেখিয়া তাহাকে সমুদ্র বলিলে বেকরূপ ভ্রম হয়, এক একখানি ধর্ম গ্রন্থকে সকল ধর্মের আকর

বলিলেও সেইরূপ ভ্রম হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি স্বচক্ষে সমুদ্র দর্শন করিয়াছে সে যেমন জল কলম দেখিয়া উপহাস করিয়া থাকে, সেইরূপ যে ব্যক্তি সকল ধর্মভাবের উৎসস্বরূপ ঈশ্বরের সহিত যুক্ত হইয়াছে, সেও ধর্মগ্রন্থগুলিকে ধর্মের আকর বলিলে উপহাস করিয়া থাকে। ভগবদগীতাতে উক্ত হইয়াছে।

“যাবানর্থ উদ পানে সর্জিতঃ সম্প্রত্যুতাদকে।

তুবান্ সর্বৈব বেদেষু ব্রাহ্মণ্য বিজ্ঞানতঃ ॥”

“চতুর্দিক জলপ্লাবনে নিমগ্ন হইলে, সামান্য পল্লের জলে স্নানকের যে প্রয়োজন, পরমেশ্বরকে যিনি জ্ঞানিয়াছেন, সমুদায় বেদেও তাহার সেই প্রয়োজন।” উদাহরণ স্বরূপ দুটো- ঈশ্বরের উল্লেখ করা গাইতে পারে। রামায়ণে যে স্থলে রামজী কৌশল্যা পুত্রশোক পগিলিনী পায় হইয়া শোক করিতে- ছেন, সেই স্থানের বিষয় স্মরণ কর। বায়ীকির সেই বর্ণনাটা চুটুজন রমনী পাঠ করিতেছেন। তাহাদের একজন অন্যান্য পুত্রমুখ দর্শন করেন নাই আর একজন নিজে পুত্র শোক বিধুর। যিনি অন্যান্য মাতৃপদে অভিষিক্ত হন নাই, এবং বাৎসল্যের মন্য অন্যান্য অবগত নহেন, তাহার নিকট কৌশল্যার উক্তিগুলি বাৎসল্যের সম্পূর্ণ আদর্শরূপে গণ্য হইতে পারে, কিন্তু পুত্রশোকাভরা মাতার নিকট সেকপ নহে; তিনি জানেন যে হৃদয়হ অশ্রু বিয়োগজনিত চূত্বের চুট একটি ভাব মাত্র কবি প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। আরও অনেক এরূপ ভাব আছে যাহা কবি প্রকাশ করিতে পারেন নাই। পরমেশ্বরের সহিত সাক্ষাৎ যোগের সুখবিহার অমূল্য করিয়া- ছেন, তাহার স্বরূপ মাধুর্য দর্শনে বাহাদের প্রেমসিদ্ধ সময়ে সময়ে উথলিত হইয়াছে, তাহাদের নিকট মনুষ্য প্রণীত ও গ্রন্থ বিশেষে নিবদ্ধ বচনাবলী কখনই সম্পূর্ণ শাস্ত্ররূপে গৃহীত হইতে পারে না। পাকীর শাবক যত দিন কুলায় মধ্যে নিহিত থাকে, নিজ আবাস কোটরের অতিরিক্ত কিছু জানে না, নিজ আবাস তরুর চতুর্দিকস্থ কয়েকটি পদার্থ ভিন্ন কিছু দেখে না, তত দিন তাহার মনের এক প্রকার ভাব থাকে, কিন্তু যখন তাহার পক্ষপটে বলের সঞ্চার হইয়া সে নিজ কুলায় পরিভাগ পূর্বক জননীর সহিত গগণমার্গে পরিভ্রমণ করিবার জন্য বাহির হয়, যখন সে প্রভাতকালে শূন্য দেশে উঠিয়া একদিকে নবোদীয়মান তরুণ তপনের কিরণমালা, অপরদিকে বহুর বিস্তৃত ক্ষেত্র রাজি দৃষ্টিগোচর করিতে থাকে তখন তাহার আর এক প্রকার ভাব উপস্থিত হয়; তখন তাহার হৃদয়ের উচ্ছ্বসিত আনন্দের নিদর্শন স্বরূপ স্তম্ভ লহরী আপনাপনি কণ্ঠ হইতে বিনিঃসৃত হইতে থাকে। সেইরূপ মানবাত্মা যতদিন পরমেশ্বরের সহবাসসুখ লাভ করে না সেই অনন্তের ভাবে আপনাকে নিমগ্ন করিতে শিক্ষা করে না ততদিন গ্রন্থ, সাধু, অবতার প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুলায় মধ্যে বাস করে, কিন্তু একবার পরমেশ্বরের সাক্ষাৎ কার লাভ করিলে তাহার অন্তরে যুগান্তর উপস্থিত হয়।

“ভিত্তিতে হৃদয়প্রস্তু শিহ্ন্যন্তে সর্বসংশয়াঃ।

কীরন্তে চাস্য কক্ষাণি তস্মিন্দৃষ্টে পরাবরে ॥”

“সেই পরাংপর পরমেশ্বরকে দর্শন করিলে সমুদায় হৃদয়

প্রতিভা হয়। সকল প্রকার সংশয়ের অপনোদন হয়, এবং কৰ্ম সকলেরও ক্ষয় হয়।

ব্রহ্মদর্শনের সঙ্গে সঙ্গেই ব্রহ্ম সাধকের শাস্ত্ররূপে পরিণত হন। তখন নিজ পাপ পুণ্যের বিচারার্থ গ্রন্থ বা লোকের মুখাপেক্ষা করিতে হয় না; কিবা বিবেককে শুদ্ধ বস্তুস্বরূপ করিয়া তাহার অনুসরণ করিতে হয় না। ঈশ্বরের জীবন্ত, প্রাণপ্রদ ও পবিত্র সত্তার মধ্যে অবগাহন করিয়া আত্মা একপ্রকার নূতন বিশ্বাস ও নূতন ভাব লাভ করে এবং তখন বিবেকের প্রত্যেক বিধি নিষেধের সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরের মঙ্গল ইচ্ছা অনুভব করিতে থাকে। এই অবস্থায় উপনীত হইলে, অপরাধ করিয়া লোকে জানিলে কি ভাবিবে, লোকে এ পাপকে ওক পাপ ভাবে কি না? এসকল চিন্তাই উদ্ভিত হয় না। আমার প্রিয়তম পরমেশ্বরের চক্ষে হীন ও মলিন হইলাম, এই গভীর ক্ষোভেই জন্ম আকুল হইয়া উঠে। উপাসনা করিব কি ব্রহ্মের তিরস্কার প্রাপ্তকে অধীর করিয়া তোলে। ব্রহ্মকে এইরূপে আপনার শাস্ত্র ও ধর্ম গ্রন্থরূপে যিনি গ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন তিনিই প্রকৃত ব্রহ্মোপাসক তিনিই প্রকৃত বিশ্বাসী।

ধর্ম প্রচার

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী কর্তৃক বিবৃত উপদেশের সার মর্ম।

যখন কোন মৃত জীবের শব শ্মশান মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়, তখন প্রায় দেখা যায় যে শব্দ গুণি প্রভৃতি বিহীন সকল দলে দলে সেই স্থানে সমাগত হইতেছে। কে এত গুলি পক্ষীকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনে? কে তাহাদিগকে এই ঘটনার সংবাদ দেয়? দেখিতে পাই যে পক্ষীটি আসে সেইট অনন্যমনা হইয়া উড়িয়া গেল রত হয়, সে আর গৃহের অভিমুখে যায় না; তবে অন্য পক্ষীর সংবাদ পায় কিরূপে? এইরূপ দে সম্রাটের কংসার সংখ্যা অধিক সেবানিকার ভলে যদি কোন প্রকার খাদ্য দ্রব্য নিক্ষেপ করা যায় দেখিতে দেখিতে সেই স্থানে বহু সংখ্যক মৎস্য সমাগত হয় এবং আনন্দে আহার ও ক্রীড়া করিতে থাকে। এত গুলি মৎস্যকেই বা কে নিমন্ত্রণ করিয়া আনে? কেইট নিমন্ত্রণ করে না। পক্ষীগুলি যেকূপে একত্র হয়, তাহা এই; একটা পক্ষী আকাশে উড়িতে উড়িতে দেখিল যে অপর দুইটা পক্ষী তন্মুখ হইয়া এক স্থানে বসিয়া আছে, ভাবিল এখানে নিশ্চয় কোন প্রকার খাদ্য দ্রব্য থাকিবে, সে তৎক্ষণাৎ অবতরণ করিল। বাই আনা অমনি সে ও বসিয়া গেল, আর দাঁটতে চায় না। কি বোর আসক্তি প্রহার করিলেও নাড়ে না। যে স্থানে দুইটা ছিল, সেখানে দশটা হইল, যেখানে দশটা ছিল, সেখানে বিশটা হইল; এইরূপে দেখিতে দেখিতে সমুদায় শ্মশানটী পূর্ণ হইয়া গেল। মৎস্য গুলিও এত রীতিতে একত্র হয়। আবার যখন তাহাদের আহারের দ্রব্য শেষ হয় তখন আর তাহাদিগকে তাড়াইবার জন্য প্রয়াস পাইতে হয় না। দুই একটা পক্ষীর মূব পচাৎ দিকে ফিরিয়াছে, দুই একটা উড়িয়া বৃক্ষের শাখায় বসিতেছে, দেখিলামাত্র যে সকল পক্ষী তখনও পথে আসিতেছিল ভাবিল ইহারা যখন ফিরিয়াছে

তখন বোধ হয় আর গিয়া কোন ফল নাই; তাহার পথ হইতে ফিরিল এবং নির্জনে শ্মশান পুনরায় নির্জন হইয়া রহিল। পুঙ্করিণীতে ও দেখা যায় যে মনুষ্য কৌতুক দেখিবার জন্য কখন কখনও জলে শব্দ করিয়া থাকে, শব্দ করিয়া মাত্র মৎস্য গুলি মনে করে বুঝি কোন প্রকার খাদ্য দ্রব্য মিলিবে, অমনি ধাবিত হইয়া সেই স্থানে উপস্থিত হয়, কিন্তু উপস্থিত হইয়া যখন দেখে যে আহারের দ্রব্যের সহিত কোন সম্পর্ক নাই কেবল শব্দমাত্র; তখন আবার যে পথে আসিয়াছিল সেই পথে প্রত্যা নিবৃত্ত হয়। যদি শূন্যরূপে বিবেচনা করা যায় ধর্ম প্রচারের ও প্রণালী এত। যখন দশ জন লোক বাস্তবিক কোন প্রকার পরিজ্ঞান প্রদ বস্তু পাইয়া নিমন্ত্র চিত্তে বসিয়া যায় তখন আর কলরব করিয়া অপর লোককে সংবাদ দিতে হয় না; দেখিলে বৃহৎ ও ভূষিত ব্যক্তি মাত্রেরই চিত্ত আকৃষ্ট হয়। লোকে বলে "চল দেখি দেখিয়া আসি ইহা কি দ্রব্য পাইয়া একেবারে তদাচ্যুত হইয়া বসিয়া গিয়াছে।" যে আসে সেই এক পার্শ্বে বসিয়া যায় এবং সেই অমৃতস্থানে প্রবৃত্ত হয়। এইরূপে এক এক জন লোকের দ্বারা দলে দলে লোক আকৃষ্ট হয়। এক জন দ্বারা পুরুষ এইরূপে অন্তের ভোজে বসিয়া গিয়াছেন, তাহার স্ত্রী গৃহে তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। তিনি সম্রাটের ও লোকের অনুরোধে স্বামী বসিবার হইতে পারেন নাই। এক বৎসর গেল দুই বৎসর গেল, পাঁচ বৎসর গেল, স্বামীর দেখা নাই; তখন তাহার মনে চিন্তার উদয় হইতে লাগিল। তবে ত কেবল বালকের ক্রীড়া নয়, তবে ত সাময়িক উচ্ছ্বাস মাত্র নয়, দেখি দেখি কি অপূর্ণ বস্তুর আশ্বাসন পাইয়া স্বামী এতদিন বিলম্ব করিতেছেন। দেখিতে আসিয়া তাঁহার ও বিপদ ঘটিল! সেই অমৃতের আশ্বাসন পাইয়া তাহার ও প্রাণ ভুলিয়া গেল। জননী ভাবিলেন কি আশ্চর্য দশ দশ বৎসর চলিয়া যায়, সমস্তান আমায় এই আশ্বাসন ভুলিতে পারিল না তবে বুঝি বাস্তবিক এখানে আশ্বাসনের বস্তু কিছু আছে। বাই একবার দেখিয়া আসি; এই বলিয়া দেখিতে আসিয়া মাতাও ভুলিয়া গেলেন। এইরূপে ধর্ম আপনাপনি প্রচারিত হয়। তবে কথা এই তাহার মধ্যে মানবের ক্ষুধা তৃষ্ণার নিবৃত্তি হয় এমন কোন বস্তু থাকা চাই। তদভাবে ধর্ম প্রচারের জন্য মহা গোলযোগ করিলেও ধর্ম প্রচার হইবে না। জলাশয়ের জল সঞ্চালন করিলে মৎস্যগণ সমাগত হয়, সেইরূপ ধর্ম প্রচারের সৌর গোল স্তনিয়া ভগবতের ধর্ম পিপাসু আত্মা সকল প্রথমে ধাবিত হইয়া আসিবে, কিন্তু আসিয়া যখন দেখিবে যে গডগোলই সার অন্তরে কোন বস্তু নাই তখন আর তাহাদিগকে কে বাঁধিয়া রাখিবে?

এখন প্রশ্নকার উপাসক মাত্রকেই একটা প্রশ্ন করি। এই যে আমরা ধর্ম প্রচারের জন্য নানা প্রকার চেষ্টা করিতেছি, এই যে আমরা উপাসনার সপ্তাহে সপ্তাহে এখানে একত্র সমাগত হইতেছি এখন সকলে নিজ নিজ জন্মের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলুন দেখি, এই সকল কার্যে তাহার উপাসন অনুভব করেন কি না যে বাস্তবিক একটা পরম বস্তু লাভ করিয়াছেন। তাহার যে ধর্ম সাধন করিতেছেন তাহার

মধ্যে প্রধান ইচ্ছা কি? পরের উপকার হটক বা নিজের আত্মার কল্যাণ সঙ্গতির জন্য তাহা নিতান্ত যয়োজনীয়? এই সকল কার্যে তাহাদের আত্মা তখনকি না? তাহারা আপনাদিগকে লাভবান মনে করিতেছেন কি না? প্রশ্ন যেমন মধু পাইলে পুষ্ণের উপর নিমগ্ন হইয়া বসে, সেটরূপ তাহাদের মন নিমগ্ন হইয়া বসিয়াছে কি না? যদি না বসিয়া থাকে তবে আর জল সঞ্চালন করিয়া মৎস্য ডাকিবার ফল কি? যাহারা আসিলে ক্ষুদ্র অন্ন ও পিপাসার জল দিতে পারিব না তাহাদিগকে নিমগ্ন করা কুর্তব্য নহে।

যদি আমাকে কেহ জিজ্ঞাসা করেন, আমি ব্রাহ্মসমাজে প্রথম আকৃষ্ট হইয়াছিলাম কেন? আমার উত্তর এই; যখন ঈশ্বর রূপার আমার ধর্মজ্ঞা প্রবল হইল, যখন অমৃত্যুতাপের অশ্রুধারা আমার জন্মকে সিক্ত করিতে আরম্ভ করিল, তখন আমি আমার আত্মার ক্ষুধা তৃপ্তিতে ব্যাকুল হইয়া বাহির হইলাম। আসিয়া দেখি এখানে কতকগুলি লোক বসিয়া গিয়াছে। তাহাদিগকে বড় তখনকি দেখিলাম। তাহাদের ভাব ভঙ্গীতে বোধ হইল তাহারা সেই বস্তু লাভ করিয়াছেন। তখন বগিলাম, “ভাই তোমাদের পার্শ্বে আমার জন্য একটু স্থান কর, আমিও এইখানে বসিব। আমরা মগ্ন বসিয়াছিলাম তখন অল্প সংখ্যক লোক; কিয়ৎকাল পরে পশ্চাতে ফিরিয়া দেখি যাত্রা মহোৎসবাদিতে যেকপ লোক বসিয়া যার সেইরূপ শত শত ব্যক্তি বসিয়া গিয়াছে। এইত জানি প্রচার। বল ব্রাহ্ম! তুমি পরমেশ্বরের উপাসনা কর মহামন্ত্র পাইয়া একপ মনে কর কি না যে তুমি পরম বস্তু পাইয়াছ; ইহাতে তোমার মন প্রাণের লয় হয় কি না? তোমার চৈতন্য দেবতা নিরাকার বলিয়া কি তুমি তাহার চরণে নিমগ্ন হইয়া বসিতে পার না? তবে নাস্তিক যারা, সংশয়ী যারা, পৌত্তলিক যারা, তাহারা কি দেখিয়া তোমার পার্শ্বে বসিতে? তোমার উদরপূর্নি যখন হইল না তখন ক্ষুধিত ও তৃপ্ত লোক কি দেখিয়া তোমার নিকট আসিলে? ধর্মসাধন পরের জন্য নয়, একটা গোলোযোগ করিতে হয় বলিয়া করা নয়, তাহাতে তোমার আত্মার জীবন মৃত্যু নিহিত ইহা যতদিন জগদে অমৃত্যু না করিবে ততদিন তুমি ধর্ম সাধনের উপযুক্ত নও, এবং সকল প্রকার ধর্ম বালকের ক্রীড়া মাত্র।

গৃহধর্ম। (২)

•সন্তান পালন।

প্রেমের প্রথম অগত বিবাহ, দ্বিতীয় অগত সন্তানের মুখ দর্শন। নিতান্ত স্বার্থপর যে ব্যক্তি এই উপায়ে জগদীশ্বর তাহাকেও নিঃস্বার্থ করেন।

শিশুরা আমাদের দৃষ্টিতে দেয় না অথচ ভৃত্যের ন্যায় খাটিয়া মরি; আমাদের সহস্র অসুবিধার দিকে তাহাদের দৃষ্টি নাই, কিন্তু তাহাদের একটু অসুবিধা সহিবে না। কি চমৎকার রাস্তা! কেনই বা এ লাগু করি?

তাহারা যখন আমাদের ঘরে খেলিয়া বেড়ায় বোধ হয় আমরা এবং আমাদের বাহা কিছু আছে, যে সমুদায় তাহাদেরই জন্য। অগ্রে তাহাদের সুখ ও অসুবিধার স্থান রাখিয়া তৎপরে আমাদের সুখ ও অসুবিধার বেলা পাঠ করিতে হয়।

যে ঘরে ক্রোধান্বিত পিতা মাতা সে ঘরে শিশুর মন ক্রীড়া করিতে পার না; মৃত্যু না পেলিলে যেমন বাড়ে না ব্যাংকের মনি ও ভ্রমনি না খেলিলে বাড়ে না।

• সুবোধ ও বাধা সম্বন্ধে সমাজ মধ্যে বৃদ্ধ প্রশংসা; কিন্তু তাহাকে সুবোধ ও বাধা করিতে গিয়া যে অনেক সময় কঠোর শাসন দ্বারা তাহার ভাবী মনুষ্যত্বভাবের পক্ষে ব্যাবাহতিক করিয়া রাখা হয় তাহা অনেকে ভুলিয়া যান।

সন্তান খেলিতেছে ডাকিলাম আসিল না, একটা দ্রব্য আনিতে বলিলাম আনিল না, ইহা তত দুঃখের বিষয় নয়; কিন্তু অপর একজন ক্রোধ পাইতেছে দেখিয়া জোর তৃপ্ত হইল না; একটা কাজ করিয়া সে সত্য বলিতে সাহসী হইল না; একটা অন্যায় ব্যবহার দেখিয়া বা নিজের করিয়া তৃপ্ত হইল না, ইহা যত শোচনীয় বিষয়।

মিষ্ট কথা, দৃঢ় প্রতিজ্ঞতা, সর্বোপরি পিতামাতার সাধুতা শিশুদিগের শাসন ও শিক্ষার সর্ব প্রধান উপায়।

একজন পিতা বালককে মিথ্যা কথার জন্য প্রহার করিলেন তৎপরদিন তাহারই সমক্ষে একজন চাকরকে একটা মিথ্যা বলিতে শিখাইয়া দিতেছেন। তাহার প্রহারের ফল কোথায় রহিল! অনেক মূর্থ পিতা মাতা নিজেরা যে দোষে দোষী, সন্তানদিগকে সেই দোষের জন্য শাস্তি দিয়া থাকেন; ইহা অপেক্ষা অধিক মূর্ত্যাকার্য করা যায় না। নিজের অগ্রে সংশোধন করিয়া পরে সংশোধন করিতে বলিতে হয়।

শাসনের ভিত্তি শ্রদ্ধা, জ্ঞানের ভিত্তি চরিত্র, সে জনক জননী চরিত্রের উপর সন্তানের জ্ঞান নাট, তাহাদিগকে বড় অধিক কাল সন্তানদিগকে শাসন করিতে হয় না।

পরিবারের কোন লোক একটা পরের দ্রব্য অন্যায় পূর্বক আনিয়াছে দেখিয়া একজন গৃহস্থ নিতান্ত বিরক্ত হইয়া উঠিলেন, মনের ক্রোধে স্নান আহায়ে সুখী হইলেন না, এবং যতক্ষণ সেই দ্রব্যটা তাহাকে দিয়া আসা না হইল ততক্ষণ তাহার ক্রোধ গেল না; একপ একটা দৃষ্টান্ত সহস্র মৌখিক উপদেশ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। গৃহিনী দাস দাসীর প্রতি অতি অত্যাচার ব্যবহার করিয়াছেন বলিয়া নিতান্ত ক্রোধিত হইলেন এবং সন্তানেরা দেখিল যে তিনি গোপনে স্নান হইয়া তাহাদিগের নিকট মার্জনা চাহিতেছেন ও মিষ্টভাষায় সান্ত্বনা করিতেছেন, ইহাতে যে সৌজন্য শিক্ষা দেওয়া হইল মৌখিক উপদেশে তাহা সম্ভব নয়। গোবৎসনীকে আবশ্যিক মত মৃত্তক পান করিতে দেওয়া হয় নাই বলিয়া পিতা আসিয়া নিতান্ত ক্রোধ পাইলেন, বিবস্ত্রিত সীমা পরিসীমা বহিল না, তাহাকে খুলিয়া মৃত্তক পান করাইয়া তবে ছাড়িলেন, ইহাতে শিশুদিগের প্রতি যেকপ দয়া শিক্ষা দেওয়া হইল মৌখিক উপদেশে হইত না। এই জন্যই বুদ্ধি

মান লোকে বলিয়া থাকেন, শিশুর উপদেশ পিতামাতার জীবনে।

ক্রোধ পরায়ণ হইলে লঘু পাপে গুরু দণ্ড হয় অতএব শিশুকে শাসন করিতে ক্রোধ পরবশ হইবে না, যতক্ষণ ক্রোধ থাকিবে ততক্ষণ শাসন করিবে না। সন্তানকে প্রহার না করিয়া তাহার প্রিয় বস্তু হইতে তাহাকে বঞ্চিত করিলে অধিক শাসন হয়। “তুমি যদি এমন কর্ম কর তোমার পুতুল-গুলি কিবা ভাল কাপড়খানি হইলি কাড়িয়া রাখিব।” বাধকের পক্ষে এতদ্ শাস্তি।

সন্তানের বিবেককে পদদলিত করিয়া অনেক পিতা মাতা জন্মের মত তাহার শ্রদ্ধা হইতে বঞ্চিত হন। যে কার্য্য সন্তান সংবলিয়া জানে বলপূর্ব্বক তাহা হইতে বিরক্ত, কিম্বা সাহা অসং মনে করে বলপূর্ব্বক তাহাতে প্রবৃত্ত করা কর্তব্য নয়।

যে গৃহে সন্তাব ও ভালবাসার গুণে শিশুগণ পিতা মাতার বশীভূত; চরিত্রের মহত্ব দেখিয়া বরঃপ্রাপ্ত সন্তানগণ অমূল্য, সেই গৃহই সচরিত্রের প্রধান শিক্ষাশাল।

পিতা মাতা সন্তানের সমক্ষে পরস্পরের সহিত কোন প্রকার ত্রীভাঙ্গনক আমোদ প্রমোদ করিবেন না; কারণ জনক জননীর বিশুদ্ধ ও পবিত্র ডাবই শিশুদের দেখা উচিত।

জনক জননীর অন্তরে যদি প্রকৃত সাধুতা থাকে, সন্তান-নিগের বয়স হইলেই প্রায় সেই সাধুতা তাহাদিগের হৃদয় মনের উপর নিজ প্রভাব বিস্তার করে; তবে কুসঙ্গ হইতে তাহাদিগকে দূরে রাখা উচিত।

চরিত্র সম্বন্ধে যেমন ঈশ্বর পরায়নতা সূক্ষ্মেও সেইরূপ। যার চরিত্রের মূলে ঈশ্বরপ্রেম নাই সে “ঈশ্বর ঈশ্বর” করিলে বালক বালিকা ঈশ্বর বিবেচী হইয়া বর্জিত হয়; যিনি প্রকৃত ঈশ্বর প্রেমিক তাহার প্রাপ্ত দিনের ভজন সাধন দেখিয়া সন্তানেরা আপনা আপনি ঈশ্বরকে প্রীতি ভক্তি করিতে শিক্ষা করে। সন্তানেরা যেন গৃহের মধ্যে নিষ্ঠা ভক্তি ও ঈশ্বর-প্রেম দেখিতে পায়।

সন্তানদিগকে শিক্ষা দিবার সময় কেবল মাত্র অর্থকরী বা স্বল্পে জীবন বাপনের উপযোগী শিক্ষার দিকে দৃষ্টি রাখিবে না। যদি আমার পুত্র উপার্জনশীল হয়, কিন্তু পতীর প্রতি অমুদ্রাগ বিহীন, সন্তানদিগের প্রতি সমুচিত স্নেহ বিহীন, দাসদাসীর প্রতি কর্কশ, নিজের হৃদয় মনের উন্নতির প্রতি উদাসীন, আত্মার সঙ্গতির প্রতি অন্ধ, ও স্বার্থের জন্য পূর্বের সুখ দুঃখের প্রতি দৃষ্টিহীন হয়, তবে যে শিক্ষা দ্বারা সে এ প্রকার হইয়াছে তাহাকে নিতান্ত শোচনীয় মনে করিব। বন্ধুরা মনুষ্য লাভ হয়, এবং জীবনের সমুদায় কর্তব্যকে প্রিয়জ্ঞান হয় এইরূপ শিক্ষাই প্রার্থনীয়।

পিতা মাতার প্রার্থনা।

বিশ্বের জনক জননী! তুমি যে ভালবাসার বস্তু গুলি দিয়া আমাদের ক্রোড় পূর্ণ করিয়া দিয়াছ, এবং তাহাদিগের রক্ষা, পালন ও শিক্ষার ভার আমাদের হস্তে নিহিত করিয়াছ, তাহা-দিগকে লইয়া আমরা চিন্তিত হইয়াছি। বহু দিন ইহারা

জগৎগ্রহণ করে নাই, আমরা ছুই জনে পরস্পরের সুখই আবেশ করিতাম, এত চিন্তার কারণ ছিল না। এখন তোমার প্রেরিত প্রহরী স্বরূপ সন্তানগুলি চতুর্দিকে ঘেঁষন করাকে আমরা ভাবিত হইয়াছি। আমাদের চরিত্রের যে অসাধুতা আছে, হৃদয় মনে যে অপবিত্রতা আছে, তাহাত আর আমা-দের চরিত্রে বন্ধ থাকিবে না; আমরা অসাধু বা অপবিত্রভাবে একটা দৃষ্টিপাত করিলে যে সে দৃষ্টি ইহাদিগকে নরকের পথে অগ্রসর করিবে। প্রভো! ইহাদিগকে শিক্ষা দিব কি আপনা-দিগকে লইয়াই আমরা সশক্ত হইয়াছি। আমরা দুর্বল, আমরা শাসন করিতে গিয়া ধৈর্য্য রক্ষা করিতে পারি না। তুমি যি পাছে আমাদের দ্বারা এই সকল অবোধ বালক বালিকার আত্মার অবনতি হয়। হে সিদ্ধিমাতা! এই সময় আমাদের সহায় হও, যে কর্তব্যভার আমাদের মস্তকে দিয়াছ আমাদের তাহার উপযুক্ত কর; আমাদের পক্ষে ধৈর্য্য দেও, সাধুতা দেও, যে আমরা ইহাদিগের পালন ও শিক্ষা কাণ্ডে সমর্থ হই। জগদীশ! আমাদের প্রাণে যে সকল কটক ফুটিয়াছে, তাহা যেন ইহাদের কাণে ফোটে না; আমাদের অহুতাপ ও অশ্রুপাতের যে সকল কারণ ঘটয়াছে তাহা যেন ইহাদের ঘটে না। জগদীশ! যৌবন কালের প্রলোভন ও হর্ষলতা সকল স্মরণ হইলে হৃদয় কম্পিত হয়, রূপা কর যেন আমাদের হৃদয়ের প্রিয়দন গুলি সে বিপদ হইতে রক্ষা পায়। তোমার রূপাতে ইহারা সকল প্রকার বিপদ হইতে রক্ষিত হউক, তোমার আশ্রয়ে থাকিয়া ইহারা মনুষ্য লাভ করুক, এবং ইহাদের জীবনে তোমার শুভ ইচ্ছা পূর্ণ হউক।

সংবাদসার।

আমেরিকার সংবাদপত্রে একটি অদ্ভুত আরোগ্য সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। বফেলা নামক নগরে কুমারী ক্যারী জড নামে এক রমণী আছেন। তিনি বৎসর গত হইল ঐ রমণী পতিত হইয়া নিজ মেরুদণ্ডে আঘাত প্রাপ্ত হন। ঐ আঘাত এরূপ গুরুতর হইয়াছিল, যে ত্রিবিদ্বান তাহার সন্ধান পৃষ্ঠদেশ, জাহ্নু পথান্ত অসাড় হইয়া গিয়াছিল। এমন কি তিনি দুই বৎসর কাল ধরিয়া শয্যাতেই পার্শ্ব পরিবর্তন করিতে পারিতেন না; গারে ক্রাপড়ের ভার সহিত না এবং চক্ষে স্বর্ঘ্যের আলোক সহ করিতে পারিতেন না। তাহার পিতা তাহার চিকিৎসার জন্য দুই বৎসর ধরিয়া অনেক মহত্ব মুদ্রা ব্যয় করিলেন, কিছুতেই কিছু হইল না। অবশেষে এক দিন সংবাদ পাইলেন মিস্স নামে এক জন বিবী কেবল মাত্র ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়া অনেক কঠিন রোগে আরোগ্য বিধান করিয়াছেন। তখন তিনি শেষ উপায় স্বরূপ উক্ত বিবীকে নিমন্ত্রণ করিলেন। তিনি আগিয়া দুই এক দিন তাহার কন্যার সহিত আলাপ করিতে, কন্যার মনেও বিশ্বাস জন্মিল। তিনি সকল প্রকার ঔষধ বন্ধ করিলেন এবং নির্ভর সহকারে পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা আরম্ভ করিলেন। গৃহের অপর সকলেও প্রার্থনা আরম্ভ করিলেন। অবশেষে যে দিন সকলে সমবেত হইয়া প্রার্থনা করি হইয়াছিল, সে দিন

হঠাৎ ঈশ্বরীমাণী শয্যা হইতে একাকিনী উদ্ভিবার প্রয়াস পাঠিতে লাগিল এই আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যে ভূই বৎসর পার্শ্ব পরি-বর্তন করিতে পারে নাই সে কি কিংবা আয়াসে উদ্ভিগা শয্যা পরিত্যাগ করিল ও নিকটস্থ এক খানি চৌরার গিয়া বসিল। ভূই চারি দিনের মধ্যে সমুদায় ঘরে বেড়াইতে আরম্ভ করিল; আরও কয়েক দিনে সিঁড়ী দিয়া নীচে নামিল। এখন উক্ত রমণী সহজ লোকের ন্যায় বহুদূর ভ্রমণ করিয়া বেড়ান।

কলিকাতাতে “প্রোটেষ্ট্যান্ট হোম” নামে একটি বাড়ী আছে। ইউরোপীয় ও ফিরিকী বারনারীদিগকে তাহাদের গৃহীত পথ হইতে বিরত করিয়া পুনরায় সংপথে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য এই বাড়ীটা নির্মিত হইয়াছে। এখানে প্রায় ১৩।২৪ টী স্ত্রীলোক এইরূপে রক্ষিত ও শিক্ষিত হইয়া আসিতেছে। যে সকল রমণী অমৃতপুত্র হই ও নিজ জীবন্য জীবন হইতে উদ্ধার পাঠিতে চায় তাহাদিগকে এখানে আনা হয়। এখানে তাহারা নানাপ্রকার কার্য্য শিক্ষা করে; পরে কেহ কেহ বিবাহিত হইয়া সমাজ মধ্যে পুনঃপ্রবিষ্ট হয়, কেহবা শিক্ষয়িত্রী হইয়া যায়, কেহবা ভদ্র উপায়ে জীবিকা উপার্জন করিয়া থাকে। এই আশ্রমের তত্ত্বাবধায়িকা গিনি, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করাত্তে তিনি বলিলেন যে তিনি অধ্যাবি-উক্ত ভবনের জন্য সাধারণতঃ নিকট কোন সাহায্য প্রার্থনা করেন নাই; কোন সংবাদপত্রে বা প্রকাশ্য রিপোর্টে নিজের অভাব বিদিত করেন নাই। তাঁহা শুনি যখন বাহা প্রয়োজন হইয়াছে, পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়াছেন! সচরাচর তাহার ধর্ম্মরূপী তাঁহার অভাব জানিয়া আসনা হইতে সাহায্য করিয়াছেন, তিনি কাহারও নিকট প্রার্থনা করেন নাই। আশ্চর্য্যের বিষয় এই বাড়ীটা নির্মাণ করিতে প্রায় ৫০০০ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছে, তন্নিম্নমাণে প্রায় ৪০০ শত টাকা ব্যয় হয় এ সমুদায় অর্থ সংগৃহীত হইয়াছে ও হইতেছে, তাহাকে এক দিনও এক কপর্দক ধুগা হইতে হয় নাই। তাহার পরলোক হইলে কে ইহাদিগকে আশ্রয় দিবে জিজ্ঞাসা করাত্তে, বলিলেন “একজন যাহার কাজ তিনিই রক্ষার উপায় করিবেন।” দুর্ভাগ্য বিধাতা ব্যক্তিগণ সাহস করিয়া ঈশ্বরের উপর এতদূর নির্ভর করিতে পারে না। অবিদ্যার যে পথে পদার্পণ করিতে প্রাণ কাপে বিধাতা ব্যক্তি সেখানে বালকের ন্যায় হাসিয়া খেলিয়া বেড়ায়।

ফটল্ডের রাজধানী এডিনবর্গ নগরে একজন ধনী ও সম্ভ্রান্ত লোকের ভবনে এক দিন শনিবার রাত্রে নাচ গান হইতেছিল। তাহারা যে গির্জার লোক সেই গির্জার আচার্য্য সেই মধ্য রাত্রে তাহার গির্জার এক জন দুরিষ্ট ও পীড়িত উপাসককে দেখিয়া গৃহে ফিরিয়া আসিতেছিলেন। পথিমধ্যে সেই সম্ভ্রান্ত ধনীর ভবনের দিকে তাহার দৃষ্টি পড়িল। গৃহের গবাক্ষ দ্বারা আলোক মালা পরিদৃষ্ট হইতেছে, সঙ্গীত, বাদ্য আনন্দ কোলাহলের ধ্বনিতে নিদ্রা কালের অন্ধকার প্রতিধ্বনি হইতেছে, মুখ্যপরিচারক যুবক যুবতীর পরীরের দ্বারা গৃহের ভিত্তিতে দৃষ্ট হইতেছে। ইহা দেখিয়া উক্ত

আচার্য্য সেই গৃহের দ্বারে গিয়া আঘাত করিলেন, ভূতাপগ্ন বার খুলিয়া দিল। তিনি একেবারে সেই গৃহের মধ্যে উদ্ভিগা গেলেন। মুখে একটি শব্দ নাট, কেবল মাত্র গিয়া চিত্ত-পীতের ন্যায় সেই আমোদ ভরসের মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান হইলেন। কাহারও কোন প্রশ্ন করা নাই, কাহারও প্রতি কোন সৌজন্য প্রকাশ নাই, কেবল মৌনী হইয়া দণ্ডায়মান থাকিলেন। অমনি বাবাম্বনি বিরত হইল, সঙ্গীতের শব্দ বিলীন হইল, নৃত্যকার নৃত্যকারীরা স্ব স্ব স্থানে অপোহননে বসিল, সকলেই অধোবদনে মৌনাবলম্বন করিয়া রহিল। আচার্য্য যেমন মৌনীভাবে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন, তেমনি মৌনীভাবে বাহির হইয়া গেলেন। শুনিষ্ঠ পাওয়া যায় সেই গির্জার লোকদিগের মনে তদধি একটি বিশেষ আন্দোলন উপস্থিত হইয়া নতন পর্য্যবসায়ের চর্চ্চা আরম্ভ হইয়াছে। এইরূপ নির্দোষ উপদেশই শ্রেষ্ঠ উপদেশ।

হাবড়া জেলার অষ্টপাটী অমড়াগড়ী হইতে এক জন লিখিয়াছেন যে, সেখানে “বন্ধু সন্মিলনী” নামে একটি সভা স্থাপিত হইয়া ভূই বৎসর কাল কার্য্য চলিতেছে। অনেক যুবাপুরুষ ইহাতে যোগ দিয়া পানদোষ প্রভৃতি ত্যাগ করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। ইতিমধ্যে এই সভার সাধ্বসম্মিত উৎসব হয় তাহাতে মহা উৎসাহের সহিত নগরদীর্ঘন প্রভৃতি হইয়াছিল। দেশের মধ্যে যে কিছু সদন্তান হয় সকলের সহিত আমাদের হৃদয়ের যোগ আছে। যুবকগণের উৎসাহ স্বায়ী হউক।

বিক্রমপুর সম্মিলনী সভা নামে কলিকাতাতে একটি সভা আছে। ঐ সভা বিক্রমপুর মধ্যে স্ত্রীশিক্ষা প্রচলিত করিবার বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম ইহাদের যত্নে বিক্রমপুরে কয়েকটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ঐতিহাসিক অষ্টপুর্ব্ববাসিনী কুলকন্যা-দিগের শিক্ষার জন্য পাঠ্য পুস্তক নির্দেশ, পরীক্ষা গ্রহণ, পারিতোষিক বিতরণ প্রভৃতি হইয়া থাকে। কিছু দিন হইল ইহারা মহা সমারোহে আপনাদের সভার সাধ্বসম্মিত অধিবেশন করিয়াছেন। “ব্রাহ্মণবলিক ওপিনিয়নের” সম্পাদক বাবু ভুবনমোহন দাস, সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সভার কার্য্য দেখিয়া আমরা বিশেষ প্রীতি লাভ করিয়াছি।

ব্রাহ্মসমাজ।

১৩ নং মুজাপুর ষ্টীট ভবনে অর্থাৎ আমাদের আদ্য বারীতে ছয় সাত মাস হইল, একটি “রবিবাসদায় নৈতিক বিদ্যালয়” প্রতিষ্ঠিত হইয়া চলিতেছে। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কয়েকজন উৎসাহী যুবক সভা এই বিদ্যালয়ে উপদেশাদি দিয়া থাকেন। এখানে নানা বিদ্যালয়ের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালকেরা সমাগত হয়। কখনও কখনও আমাদের আচার্য্যগণও উপদেশাদি দিয়া থাকেন। আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম, বিদ্যালয়টির কার্য্য অবাধে চলিতেছে এবং উদ্যোগ কর্তা-

দিগের ইহার উন্নতির দিকে বিশেষ মনোযোগ আছে।
“সাধু বাহার ইচ্ছা ঈশ্বর তাঁহার সহায়।” এ সকল কার্য
ঈশ্বরেরই কার্য বিশ্বাস ও ভক্তিসহকারে তাঁহার উপর নির্ভর
করিলে তাঁহার কার্য তিনি স্বন্দররূপে চালাইবেন।

এক জন পত্রপ্রেরক লিখিয়াছেন:—“ভবানীপুর দক্ষিণ
উপনগরী ব্রাহ্মসমাজ” নামে একটি ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত
হইয়া প্রায় ২ বৎসর কাল উক্ত সমাজের উপাসনাকার্য্য
সম্পন্ন হইয়া আসিতেছে। বাবু কলীপ্রমোহন বসুর বিশেষ
যত্নে প্রকাশ্যে খ্রীষ্ট বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় উক্ত সমাজ-
টির প্রতিষ্ঠা করিয়া আসেন। তৎপরে মান্যবর বাবু কেদার-
নাথ রায় প্রায় প্রত্যেক সমাজে উপস্থিত হইয়া উপাসনাকার্য্য
করিতেন, তাঁহার উৎসাহপূর্ণ উপদেশাদি শ্রবণ করিয়া ভবানী-
পুরস্থ অনেক ছাত্র ব্রাহ্মসমাজে যোগ দেন; কিন্তু কেদার
বাবু শারীরিক অসুস্থতার জন্য যদবধি উক্ত সমাজে উপস্থিত
হইতে অসমর্থ হইয়াছেন, তদবধি সমাজটি নিভীবতাব ধারণ
করিতেছে।

উপাসনাশীল মানবের জীবনে তিনটি ভাব প্রবল দেখা
যায় (১) সত্যনিষ্ঠা (২) ধর্মতৃষ্ণা (৩) ঈশ্বরের উপর ঐকান্তিক
নির্ভরের ভাব। উপনগরী ব্রাহ্মসমাজের নেতৃগণের জীবনে
বিত্তীয় ভাবটির অভাব দেখা যায়। বলিতে লজ্জা হয় যাহারা
এই সমাজের নারক বলিগে অনুষ্ঠিত হয় না, তাহারা অনেকে
রবিবার প্রাতে সন্ধ্যায় অথবা ১ ঘণ্টা অথবা তদধিককাল
“বাড়ারে চাউলের ভাব কত” ইত্যাদি কথায় অতিবাহিত
করেন, স্তত্রাং বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা “বাড়ার দর” শুনা
অপেক্ষা গৃহে গিয়া অধ্যয়ন করা ভাল বলিয়া ব্রাহ্মসমাজ
পরিভাগ করিতেছেন। আবার ইহাদের পরস্পরের মধ্যে
অসদ্ভাব জন্মিয়াছে, একপা ভাণ্ডি থাকিলে সমাজটি যে ইঠিয়া
যাইবে, তাহাতে সন্দেহ।

তাঁহাদের মধ্যে উপাসনার ভাব বৃদ্ধি করা নিতান্ত আব-
শ্যক বলিয়া বোধ হয়। অতএব সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের
প্রকাশ্য প্রচারক মহোদয়গণ যদি মধ্যে মধ্যে উক্ত সমাজে
উপস্থিত হইয়া উপাসনা কার্য্য সম্পন্ন করেন তবে উক্ত
সমাজটি স্থায়ী হইবে আশা করা যায়।”

পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন এখনও আসামে প্রদেশে বাস
করিতেছেন। তিনি এখন শিবসাগরে আছেন। তাঁহার
প্রসঙ্গে শিবসাগরে একটি নূতন সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।
বিদ্যারত্ন মহাশয় যে উৎসাহে ও যে প্রণালীতে কার্য্য করিতে-
ছেন, প্রচারের এই প্রণালীই অবলম্বীয়া মচরাচর আমাদের
প্রচারকগণ নিমগ্নিত হইয়া নানা স্থানে গিয়া থাকেন। যেখান
হইতে নিমগ্নণ আসিবে, কেবল সেই স্থানেই যাওয়া হইবে ধর্ম
প্রচারের একপ প্রণালীই নয়। প্রচারক নিজে প্রচারকেত্র
আবিষ্কার করিয়া দুরিদ্ভের গৃহে, ভিখারির পণকুটীরে ঈশ্বরের
নাম বলিয়া বেড়াইবেন। কিন্তু আমাদের প্রচারক সংখ্যা
এখনও বড় অল্প। এত স্থান হইতে নিমগ্নণ আসে যে সকল
নিমগ্নণ রক্ষা করাই দুষ্কর। স্তত্রাং ইচ্ছামত প্রচারকার্য্য
বিজ্ঞত করা যাইতেছে না। জগদীশ্বর আমাদের প্রচারক
সংখ্যা বর্দ্ধিত করুন।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মতিহারী ব্রাহ্মসমাজের উৎসব
সম্পাদনার্থ নিমগ্নিত হইয়া গমন করিয়াছিলেন। সেখানে
অবস্থিতকালে সেখানকার আধ্যাত্মিক হিন্দুস্থানী সভ্যগণের
সহিত তাঁহার অভ্যন্ত ঈশ্বরদত্ত শাস্ত্র লইয়া বোরতর তর্ক
হয়। উক্ত সমাজের এক জন অগ্রগণ্য হিন্দুস্থানী সভ্য
আসিয়া তাঁহাকে প্রশ্ন করেন “আপনারা বেদ মানেন কি না”
উত্তর।—আমরা বেদ মানি, বাইবেল মানি, কোরাণও মানি
অথচ মানি না; অর্থাৎ তাহার মধ্যে সভ্য বাহ্য কিছু আছে,
মানবের আত্মার কল্যাণের উপযোগী বাহ্য কিছু আছে, সমুদায়
আমরা শুদ্ধার সহিত গ্রহণ করি, এবং যাহা কিছু অসভ্য
বলিয়া প্রতীতি হয় তাহা বর্জন করি। প্রশ্ন।—মানবের বুদ্ধি
ভ্রান্তিশীল, যেতকৈ কখনও পীত বলে, পীতকে কখনও শ্বেত
বলে এই বুদ্ধির উপর নির্ভর করি কিরূপে? একখানি ঈশ্বর
দত্ত গ্রন্থ যদি পাওয়া যায় তবে তাহার উপর নির্ভর করা
যায়। উত্তর।—আপনারা একখানি ঈশ্বর দত্ত গ্রন্থ মানিয়াও
ফলে নিজের বিচারের উপর নির্ভর করিতেছেন। কারণ
সেই গ্রন্থের শব্দ গুলি যেন ঈশ্বরের শব্দ মানিলাম, কিন্তু
সেই শব্দগুলির যে নানা প্রকার অর্থ খুঁটিতে পারে, তাহার
কোন অর্থ ঈশ্বরের আন্তঃপ্রোত অর্থ বলিতে হইবে? যদি বলেন
বিবেক ও বুদ্ধি প্রভৃতি দ্বারা অর্থের বিচার করিয়া গ্রহণ
করিতে হইবে, তাহা হইলে সেই বুদ্ধির বিচারের উপর
দত্য়মান হইতে হইল। তবে শাস্ত্র দিবার ফল কি? সেদিন
বিচার অধিক চলিল না বিচারের জন্য একটা দিন হ্রাস হইল।
বিত্তীয় দিন বাঙ্গাল, হিন্দুস্থানী, হিন্দু মুসলমান, আত্মান, ব্রাহ্ম
সকল সম্প্রদায়ের প্রায় ৬০০ জন লোক ব্রাহ্মসমাজের সম্পা-
দকের ভবনে বিচারা সভায় হইলেন। শুধুকে নতরে
জনরব হইয়া গিয়াছে, কলিকাতা হইতে এক জন পণ্ডিত
আসিয়াছে, সে বেদ মানেনা তাহার সহিত বিচার হইবে।
এদিকে বিচার আরম্ভ হইয়াছে, ওদিকে এক দল সন্ন্যাসী
নেপাল হইতে তথ্য যাএা করিয়া কাশীধামে যাইতেছিলেন,
সহরে পৌছিয়া এই জনরব শুনিবামাত্র, তাহারা বিচার স্থানে
উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের মধ্যে এক জন বুদ্ধিমান ও
তর্কশাস্ত্রে পটু। তাঁহার সহিত যথার্থ বিচার আরম্ভ হইল।
এদিনও বিচার শেষ হইল না, আর এক দিন হ্রাস হইল।
তৃতীয় দিন সেখানকার খুলের মাঠে অনাবৃত স্থানে আসর
করিয়া চন্দ্রালোকে বিচার আরম্ভ হইল। এদিন প্রায় ২০০
শত লোক উপস্থিত ছিলেন। আবার চারি সম্প্রদায়ের সভা
হইল। এদিনও সেই সন্ন্যাসীর সহিত বিচার। প্রায় চারি
ঘণ্টা কাল হিন্দী ভাষাতে বিচার হইয়াছিল। অন্য প্রতিপক্ষ
দল বলিলেন, যে শাস্ত্রকারদিগের অভিপ্রায় অনুসারে বেদের
অর্থ করিতে হইবে। উত্তর;—শাস্ত্রকারদিগের মধ্যে যখন মত-
ভেদ দেখিতেছি, তখন কোন অর্থ অবলম্বনীয় ভাবিব? তাহা
হইলেও আমাদের বুদ্ধির দ্বারা বিচার আবশ্যক হইতেছে। শেষে
বলিলেন লোক ব্যবহার দেখিতে হইবে। উত্তর।—হুই সহস্র
লোক এক পথে চলিতেছে, অপর হুই সহস্র আর এক পথে
চলিতেছে, কোন পথ গন্তব্য তাহা কে স্থির করিবে? তাহা

হইলেও বুদ্ধির দ্বারা বিচার করিয়া কার্য্য নির্ণয় আবশ্যক হইতেছে। প্রতিপক্ষেরা বলিলেন, বুদ্ধির প্রয়োজন আছে, কিন্তু সে বুদ্ধি শাস্ত্রানুসারিণী হইবে। উত্তর;—বিচারপূর্ব্বক একটিকে বর্জন ও অপরাটিকে গ্রহণ করিবামাত্র তার ব্যহার হস্তে তাহাকে কি অনুসারিণী বলে? না তাহাকে বিচার-পতির আসন দেওয়া হইল। অতএব আপনারা যে জন্য অত্রান্ত শাস্ত্র মানিয়া ছিলেন সে উদ্দেশ্য রক্ষা হইল না। অবশেষে সেই ভ্রান্তি শীল বুদ্ধির বিচারের উপর নির্ভর করিতে হইল। তবে, যদি দেখিতাম যে ঈশ্বর এক খানি অত্রান্ত শাস্ত্র দিয়াছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে এক একটা অত্রান্ত টীকাকার ও পাঠাইতেছেন, তাহা হইলে! অত্রান্ত শাস্ত্র মানার ফল বৃদ্ধিতে পারিতাম। বিচার যখন এই স্থলে উপস্থিত হইল তখন আর্ঘ্য সমাজের কোন কোন সভ্য ক্রোধে অধীর হইয়া চীৎকার ও অঙ্গ চালনাদি আরম্ভ করিলেন। তৎপরে অপর এক বিষয়ের কিঞ্চিৎ কাল বিচার হইয়া বিচার বিফল বোধে সকলে উঠিতে চাহিলেন; “হিন্দু স্থানীরা আর্ঘ্যসমাজ কী জয় স্বামিজী কি জয়” বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল; হুঃখের বিষয় ব্রাহ্মসমাজের কোন কোন সভ্য তাহাতে অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করিলেন। সে দিন কার সভা এই ভাবে ভঙ্গ হইল। এদিকে শিবনাথ বাবু ইংরাজী ও বাঙ্গালাতে তিন দিন তিনটা বক্তৃতা করিলেন। শেষ দিন জাতিভেদ ও পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে বক্তৃতার বিজ্ঞাপন দেওয়া হইল, তখন হিন্দুস্থানীরা বলিতে লাগিল, আমাদের বিশ্বাসের বিরুদ্ধে কথা বল! আর গলে ছুরি দেওয়া সমান। আজ তলয়ার চলিবে, না হয় পাঠি চলিবে, না হয় আদালত চলিবে। কিন্তু বক্তৃতার সময় কোন গোলাযোগ হয় নাই; তাহারা কেহ উপস্থিত হন নাই। জনিতে পাওয়া যায় হিন্দুস্থানীগণ পশ্চিম দেশ হইতে হুঃখ শাস্ত্রী নামে এক জন পণ্ডিতকে আনিয়া বেনোক্ত প্রমাণাদি দ্বারা পৌত্তলিকতা ও জাতিভেদাদির স্থাপন করিবার ইচ্ছা করিতেছেন। আমাদের সংবাদদাতা বলেন, মতিহারিতে আর্ঘ্য সমাজটী স্থাপিত হইয়া উপকার হইয়াছে, এতদ্বারা উক্ত সহরে ধর্ম্ম চর্চ্চা প্রবল হইয়াছে, চর্চ্চা থাকিলেই সভ্য নির্ণয়ের সুবিধা। কিন্তু হুঃখের বিষয় ব্রাহ্মসমাজটীর নিতান্ত দুর্ব্বল অবস্থা। পাঠকগণ আর্ঘ্যসমাজের নাম শুনিয়া দয়ানন্দ সরস্বতী মহাশয়ের আর্ঘ্যসমাজ ভাবিবেন না। সরস্বতী মহাশয় পৌত্তলিকতার ঘোরতর শত্রু। কিন্তু ইহারা দেশের রীতি নীতি কুসংস্কার যেখানে যেটা যেমন আছে, সেটা তেমনি রাখিতে চান, কোন প্রকার সংস্কার করা ইহাদের উদ্দেশ্য নয়; অন্ততঃ একপ অভিপ্রায় অদ্যাবধি জানা যায় নাই।

• পত্র প্রেরকদিগের প্রতি।

শ্রীভগবৎগীতাচার্য দে—আপনার পত্রের মর্ম্মের একখানি পত্র মুদ্রিত হইল, সুতরাং আপনার পত্র মুদ্রিত করা অনাবশ্যক।

শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—আপনি কোন পত্রের উল্লেখ করিয়া বার বার বিরোধ প্রকাশ করিতেছেন, বৃদ্ধিতে পারা যাইতেছে না। আপনার দ্বিতীয় পত্র আমাদের হস্তগত হয় নাই, বিশেষ পত্র দিগেই যে তাহা মুদ্রিত হইবে, একপ আশা করিবেন না; কারণ আপনি একমাত্র পত্র প্রেরক নহেন।

শ্রীকালচন্দ্র উকীল—আপনি বিশ্বদারিণের সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, এই কয়েক বারে তাহার যথেষ্ট আলোচনা হইয়াছে সুতরাং আর এবিষয়ে পত্র গ্রহণ করা উচিত বোধ হইল না।

শ্রীনগেন্দ্রচন্দ্র মিত্র—আপনি সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ সম্বন্ধে লোকের ভাব কিরূপ, তাহা জানাইয়া প্রকৃত বন্ধুর কার্য্য করিয়াছেন। কেবল ইহা করিলেই হইবে না; যে যে দোষ উল্লেখ করিয়াছেন তাহার মধ্যে বেগুলিকে নিজে সত্য বলিয়া মনে করেন, তাহী দূর করিবার জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করুন এবং নিজের দৃষ্টান্ত দ্বারাও সুপথ প্রদর্শন করুন। আপনার পত্র বিচারাদীন রহিল।

শ্রীভগবানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—স্থান হইলে আপনার পত্র মুদ্রিত করা যাইত, স্থানভাবে সংক্ষেপে উত্তর দেওয়া গেল।

অপর তিন জন পত্র প্রেরকের পত্রের মর্ম্ম সংবাদ ও ব্রাহ্মসমাজ মধ্যে গ্রহণ করা গেল।

প্রেরিত।

মহাশয়! আপনার গত বারের পত্রিকার “জাতিভেদ” শীর্ষক প্রস্তাব বিষয়ে কয়েকটা কথা বলিতে ইচ্ছা করি: আশা করি এই পত্র খানিক পত্রিকা পার্শ্বস্থান দান করিয়া বারিত করিবেন।

সম্প্রদায়িকতা কি? সাম্প্রদায়িকতার দুই অর্থ হইতে পারে (১) সম্প্রদায় অর্থাৎ দলবদ্ধ হওয়া, (২) অন্য সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ ভাবাপন্ন হওয়া। আমার বিবেচনার প্রথমটী অপরিহার্য্য ও সম্পূর্ণ নির্দোষ, দ্বিতীয়টী কুশিক্ষা ও কুমান্তির ফল, সুতরাং সর্ব্ব প্রযত্নে পরিত্যাজ্য। প্রথমতঃ সাম্প্রদায়িকতার প্রথম অর্থ গ্রহণ করিয়া আমি সংক্ষেপে এই কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করিব; এই প্রশ্নগুলি আপনার প্রস্তাব পাঠ করিলে স্বভাবতঃই উথিত হয়:—(১) সাম্প্রদায়িকতা কিরূপে উৎপন্ন হয়? (২) ব্রাহ্মধর্ম্ম সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম কি না? (৩) ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে রাজা রামমোহন রায়ের যে ভাব ছিল তাহার যে ব্যত্যয় ঘটিয়াছে ইহা হুঃখের বিষয় কি না? (৪) সাম্প্রদায়িকতা কখনো চলিয়া যাইবে কি না।

(১) জগতে কোন নূতন সত্যের প্রকাশ বিষয়ে প্রাকৃতিক নিয়ম এই দেখিতে পাওয়া যায় যে প্রথমতঃ অল্প সংখ্যক ব্যক্তির মনে ইহা প্রকাশিত হয়, প্রথমতঃ অল্প সংখ্যক ব্যক্তির জীবন ইহা দ্বারা পুনর্গঠিত হয়, পরে তাহাদিগের যত্নে ইহা ক্রমশঃ জগতে প্রচারিত হইতে থাকে। ইহা বুঝা

কিছুমাত্র কঠিন নহে যে একটি সত্যের পূর্ণ বিকাশ, ইহা স্বাধীন জীবনের পুনর্গঠন এবং ভগ্ন হইবার প্রচার করিতে হইলে সেই সত্যাবলম্বীদিগের সমবেত চেষ্টা আবশ্যিক ; এরূপ সমবেত চেষ্টাতে গৌরব ভিন্ন অগৌরবের বিষয় কিছুই নাই। এই সমবেত চেষ্টারই অপর নাম সাম্প্রদায়িকতা বা দলবদ্ধ হওয়া। এরূপ সাম্প্রদায়িকতাতে দূর্ব্যবহার কিছুই দেখিতে পাইতেছি না, সত্য নিষ্ঠা ও স্বাধীন চিন্তাতে ইহার উপপত্তি, সুতরাং “চতুর্দিকস্থ সমাজের বিবেক এবং সাম্প্রদায়িক সঙ্কলনের নিজ গৌরব বোধ” প্রভৃতি আপনি সে সকল কারণ নির্দেশ করিয়াছেন তাহা ব্রাহ্মসমাজ লোক হইতেছে ; দেখিতেছি সাম্প্রদায়িক স্বস্তির আরও শ্রেষ্ঠ ও অপরিহার্য কারণ রহিয়াছে।

(২) অন্যান্য ধর্মের বিকাশ, রক্ষা ও প্রচারের জন্য যেমন সেই সেই ধর্মাবলম্বীদিগের সমবেত চেষ্টা অর্থাৎ দলবদ্ধ হওয়া আবশ্যিক, ব্রাহ্মধর্ম সম্বন্ধেও সেইরূপ ; তবে আর ইহা অসাম্প্রদায়িক কিরূপে ? “ইহার যাজ্ঞের পক্ষে দেশ কাল বা জাতিবর্ণের গণনা নাই” তাহাতেই কি ইহা অসাম্প্রদায়িক ? হিন্দু ধর্ম ব্যতীত অন্য কোন ধর্ম যাজ্ঞের পক্ষেই তো দেশ কাল প্রভৃতির গণনা নাই, তবে ঐ সকল ধর্মকে অসাম্প্রদায়িক বলেন না কেন ? আপনি বলিয়াছেন “ইহা কি হিন্দু কি মুসলমান কি খ্রীষ্টান সকলের ধর্মের সারভাগ সুতরাং সকলেই ইহারে বস্তা” ইহা কি ঠিক কথা ? সকল ধর্মের সারভাগ বলি কাহাকে ? না বাহা সকল ধর্মের মধ্যেই সাধারণ ভাবে বর্তমানে আছে ; ব্রাহ্মধর্মের একটি মূল কথা এই—কোন বিশেষ ব্যক্তি বা গ্রন্থ পরিভ্রাণের একমাত্র উপায় নহে ; এই মতটী ছাড়িয়া দিলে ব্রাহ্মধর্ম ব্রাহ্মধর্মই থাকে না। জিজ্ঞাসা করি এই মতটী কি সকল ধর্মেরই আছে ? মুসলমান ও খ্রীষ্টান ধর্ম উভয়েরই ইহার প্রতিবাদ করিতেছে।

বলি বলেন “ব্রাহ্মধর্মের বীজ যে ঈশ্বর ও পরমোকে বিশ্বাস তাহা সকল ধর্মেরই রহিয়াছে, সুতরাং ইহা সকল ধর্মের সারভাগ ;” ইহার প্রথম উত্তর এই বীজ আর বৃক্ষ এক নহে ; দ্বিতীয় উত্তর এই ঈশ্বর ও পরমোকে বিশ্বাস কেবল ব্রাহ্মধর্মের বীজ নহে, ইহা হিন্দু, খ্রীষ্টান, মুসলমান প্রভৃতি সকল ধর্মেরই বীজ সুতরাং এই বিষয়েও ব্রাহ্মধর্মের কোন স্বত্ব নাই। বাস্তবিক কথা এই “ব্রাহ্মধর্ম সকল ধর্মের সার” এই কথার কোন অর্থ নাই ; ইহা সকল ধর্মের সার হইলে কেহই ইহার বিরুদ্ধে কিছু বলিতে না ; অন্যান্য ধর্মোপেক্ষা ইহা উচ্চ, উদার ও সত্য হইতে পারে, কিন্তু তাহা বলিয়া অন্য সকল ধর্মের সারভাগ হইল কিরূপে ? অন্যান্য ধর্মের ন্যায় ইহাও একটি স্বতন্ত্র ধর্ম, ইহার বিকাশ, রক্ষা, ও প্রচারের জন্য একটি স্বতন্ত্র সাম্প্রদায়িক প্রয়োজন। সুতরাং ইহাকে কোন প্রকারেই অসাম্প্রদায়িক ধর্ম বলিতে পারি না।

(৩) ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে রাজা রামমোহন রায়ের যে ভাব ছিল তাহার যে ব্যাখ্যা ঘটাইতে ইহা দুঃখের বিষয় কি না দেখা যাইত। তিনি যে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করেন একটি উদার উপাসনা প্রণালী অবলম্বন পূর্বক সকল ধর্মাবলম্বীদিগের সমবেত উপাসনা তাহার উদ্দেশ্য ছিল। আমরা

এখন বাহ্যিক ব্রাহ্মসমাজ বলি তাহার উদ্দেশ্য ব্রাহ্মধর্ম নামক একটি স্বতন্ত্র ধর্মের বিকাশ, রক্ষা ও প্রচার, কিন্তু ইহা ও বলা উচিত যে আমাদের উপাসনা প্রণালী পুরোক্ত উদ্দেশ্য সাধন বিষয়ে প্রতিকূল নহে। এখন কথা এই যদি পুরোক্ত উদ্দেশ্যই আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হইত তবে বলিতাম ব্যতীত ঘটনা ভাল হয় নাই। কিন্তু যখন ব্রাহ্মধর্ম প্রচার আমাদের উদ্দেশ্য হইয়াছে তখন বলিতে হইতেছে ব্যতীত ঘটনা ভালই হইয়াছে, ইহাতে দুঃখের বিষয় কিছুই নাই।

(৪) পুরোক্ত প্রশ্নগুলির মীমাংসার পর আর এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার বিশেষ প্রয়োজন নাই। সুশিক্ষার শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে পৃথিবী ক্রমশঃ ধর্ম বিষয়ক একত্র দিকে অগ্রসর হইতেছে সন্দেহ নাই কিন্তু যত দিন পৃথিবীতে হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, ব্রাহ্ম প্রভৃতি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ধর্ম মত থাকবে যত দিন না সমস্ত মানব জাতি এক বিশ্বব্যাপী ধর্মের আশ্রয়ে আসিবে ততদিন সাম্প্রদায়িকতা অর্থাৎ ধর্ম বিষয়ে পৃথক পৃথক দলবদ্ধ হওয়াও থাকবে ; ইহা স্বাধীন চিন্তা ও সত্য নিষ্ঠার অপরিহার্য ফল ; অতএব সাম্প্রদায়িকতা আসিল সাম্প্রদায়িকতা আসিল বলিয়া উদ্বিগ্ন হওয়ার কোন প্রয়োজন নাই, ইহাতে দুঃখ বা অগৌরবের বিষয় কিছুই নাই।

কিন্তু দ্বিতীয় প্রকারের সাম্প্রদায়িকতা অর্থাৎ জনা সাম্প্রদায়িকের প্রতি ঘৃণা নিচেষ্ট সম্পূর্ণ পৃথক বস্তু ; ইহা কৃমীটির ফল, সুতরাং সমস্ত পথত পরিভ্রাণ্য। ভগ্ন হইতে কোন সময়েই ইহার প্রয়োজন ছিল না, এখনও প্রয়োজন নাই। অসত্যের প্রতি ঘৃণা বিদ্বেষ থাকা স্বাভাবিক ও কর্তব্য সন্দেহ নাই, কিন্তু আজকাল চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রই বুঝিতে পারিতেছেন যে, সত্য গ্রহণে প্রস্তুত থাকিয়াও কৃশিকা বা কৃতিবশতঃ যে অসত্যকে সত্য মনে করিতেছে ‘একদম সত্য’ তাহার ভাঙ মতের জন্য ধর্মতঃ দানী নহে সুতরাং মতের নিকট ও বিদ্বেষের পাত্র নহে। সুশীল ও উদারতায় প্রভাবে এরূপ সাম্প্রদায়িকতা ক্রমেণে পৃথিবী হইতে পলায়ন করিতেছে ইহা সঙ্গত ব্যক্তি মাত্রেরই স্বত্বের বিষয় ; তাহাকে ব্রাহ্মসমাজ মতো ইহা স্থান না পায় এরূপ চেষ্টা করা প্রত্যেক ব্রাহ্মেরই কর্তব্য।

বলদেব

বিশেষ বিজ্ঞাপন।

তত্ত্বকৌমুদীর গ্রাহকদিগের মধ্যে বাহাদিগের নিকট দুই বৎসরের মূল্য প্রাপ্য রহিয়াছে এবং বার বার পত্র লিখিয়া ও বিজ্ঞাপন দিয়াও মূল্য প্রাপ্ত হওয়া গেল না, আমরা অত্যন্ত দুঃখের সহিত বাহাদিগের নিকট পত্রিকা প্রেরণে ক্ষান্ত হইতে বাধ্য হইলাম। তাহারা অল্পগ্রন্থ পূর্বক অন্ততঃ এক বৎসরের মূল্য পাঠাইলে পত্রিকা পুনঃ প্রেরিত হইবে।

তত্ত্ব-কৌমুদী

[পাশ্চিক পত্রিকা]

৩য় ভাগ
৬ষ্ঠ সংখ্যা।

১লা ভাদ্র, সোমবার, ১৮৭২ শক. আশ্বিন-১২৭১।

বাংলাদেশের পত্রিকা-১০
মুদ্রণ
প্রতি পত্র নং ৮০

সমুদ্রপাল সকল যখন দলবদ্ধ হইয়া আকাশ মার্গে গমন করে, তখন তাহার পিছনেই খাঁত ক্রান্ত হইয়া যায় অথচ কেহ কাহারও উপর পড়ে না। এত লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি প্রাণি একত্রে চলে, অথচ পক্ষপদের দ্বারা পরস্পরের প্রতি রোধ প্রাপ্ত হয় না। সেইরূপ প্রকৃত ঈশ্বর পরায়ণ্ডে মাদু ব্যক্তি যিনি তাহার কর্তব্য ক্ষেত্র অতি বিস্তার হইলেও তিনি একটা কর্তব্যের অনুরোধে অপরটির অবহেলা করেন না।

এখন এক প্রেমীর পশ্চিম জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন তাহার বসনে, সে ঈশ্বরের স্বরূপ ও প্রকৃতি সম্বন্ধে আমরা সম্পূর্ণ অজ্ঞ। সুতরাং ঈশ্বর বিষয়ে কোন প্রকার কথা বলাই আমাদের অনুচিত। ইহাদের মতের মূলে নিম্ন লিখিত যুক্তি দৃষ্ট হয়। আমাদের নিজের স্বরূপ ও প্রকৃতি সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান হয় কিরূপে? না, সংজ্ঞাশক্তি, বা প্রতিরোধ শক্তি দ্বারা অর্থাৎ আমাদের মনের নিজের দিকে দৃষ্টি পরিবার যে শক্তি আছে তদ্বারা। অপর মানবের প্রকৃতি সম্বন্ধে জ্ঞান ভিন্ন কিরূপে? না অনুমান দ্বারা। অপর ব্যক্তির মনে কি রহিয়াছে তাহা ত আর আমরা দেখিতে পাই না, তবে তাহার কাণ্যাদির দ্বারা আন্তরিক ভাব বা প্রকৃতির অনুমান করিতে হয়। আমরা ভাবিয়া থাকি, আমরা মানব, ইনিও মানব, আমরা ত্রুষ্ণ হইলে এইরূপ আচরণ করিয়া থাকি; ইনি এই প্রকার আচরণ করিতেছেন; অতএব ইনিও ত্রুষ্ণ পরবশ হইয়াছেন। ইহাতে দেখা যাউতেছে যে অপর ব্যক্তির স্বরূপ ও প্রকৃতি সম্বন্ধে আমরা যে অনুমান করি তাহাও একটা মূল সংস্কারের উপর স্থাপিত। সে সংস্কারটি এই আমিও মানব, তিনিও মানব অর্থাৎ আমাদের প্রকৃতিসমতাত্ত্বীয় ও সমধর্মী। ঈশ্বরের প্রকৃতি সম্বন্ধে এরূপ অনুমান চলে না, কারণ তাহার প্রকৃতি যে আমাদের সমজাতীয় তাহার প্রমাণ কি? ইহার উত্তরে প্রোফেসর নিউম্যান বলিয়াছেন, ঈশ্বরকে যে একেবারে জানি না তাহা কেমন করিয়া বলিব। দৃষ্টান্ত স্বরূপ তিনি পাপ পুণ্যের উল্লেখ করিয়াছেন। তাহার যুক্তির তাৎপর্য এই যিনি তাহাদু সৃষ্ট জীবের অন্তরে পাপের প্রতি স্থণা ও পুণ্যের প্রতি আস্থা দিয়াছেন তিনি স্বয়ং মানবের পাপ পুণ্যের প্রতি উদাসীন অথবা তাহার পাপের প্রতি আস্থা ও পুণ্যের প্রতি স্থণা আছে, একথা বহিঃস্থিত হইতে হয়, তাহা হইলে অগতঃ

কোন কথা অব্যক্ত আছে জানি না। যিনি পূর্বে এক স্রষ্টার বস্তু করিয়াছেন তিনি পুণ্য পুণ্যময় এবং পুণ্য তাহার নিকট স্পষ্টীয়, যিনি পাপকে তাহার সৃষ্টির চক্ষে এক নিষ্কৃত করিয়াছেন, পাপ তাহার নিকট ঘৃণিত এই কারণে পহিতেরা এই সৃষ্টিকেই সৃষ্টিকর্তার প্রকৃতির ছবি স্বরূপ বিবেচনা করিয়া থাকেন।

নদীর চলত দিনরাত্রি প্রবাহিত। এতঃ চলরাশি যে অবিশ্রান্ত গতিতে দিনরাত্রি চলিয়াছে তাহার কোন প্রকার শব্দ নাই। যদি তীরে দণ্ডায়মান হইয়া দেখা যায়, সে স্রোতের বল কত তাহা অনুমানও করিতে পারা যায় না। আপাততঃ মনে হয় যেন সে স্রোতের কোন প্রকার বল বা বিক্রম নাই, কিন্তু একধণ বৃহদাকার প্রস্তর লইয়া সেই স্রোতের কোন স্থানে নিক্ষেপ কর, দেখিবে তৎক্ষণাৎ সেই নীবব চলরাশি ওজ্জ্বল গর্জনে ক্রোধিত আবিস্ত করিবে এবং সেই উপলক্ষ্যকে উল্লঙ্ঘন করিবার চেষ্টা করিবে। জননী বাৎসল্যও এই প্রকার। মাতা স্বখন শিশুগণে পরিবৃত হইয়া বাস করেন, তখন দেখিলে তাহার স্নেহের বল বিক্রম কত তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া যায় না। কখনও দেখি সন্তান ক্ষুধার্ত হইয়া অকল ধরিয়া কাঁদিয়া বেড়াইতেছে, জননী গৃহ-কাঠো বাস্ত সেদিকে দৃষ্টি নাই; কখনও দেখি সন্তান অপরের নিকট আঘাত প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছে, মাতার তাহার অশ্রুর দিকে দৃষ্টি নাই; কখনও দেখি অনেক অনুরোধ উপরোধ করিয়াও সন্তান একটা প্রার্থনীয় দ্রব্য পাইতেছে না। এ সকল দেখিয়া আপাততঃ বোধ হইতে পারে মাতার অন্তরে যে স্রোত প্রবাহিত তাহার বল নাই; পণ্ডিতেরা এবং কবিরা যে মাতৃ স্নেহের এক বর্ণনা করিয়াছেন তাহা কবিত্ব মাত্র। কিন্তু অটপক্ষ্য কর, একদিন সেই শিশুকে কোন কঠিন পীড়াতে আক্রান্ত হইতে দেখ, অমনি সেই মাতৃ স্নেহের বিক্রম বুঝিতে পারিবে। তখন দেখিবে সে স্নেহের গভীরতা ও বিক্রম এত যে তাহাতে মাতাকে নিজের জীবন মৃত্যুর প্রতি উদাসীন করিতে পারে।

আমাদের একদিকে পৌত্তলিকতা, অপরদিকে মাতৃকতা, নক্ষিৎসে ঈশ্বরোপাসক দণ্ডায়মান। আমরা কোন অস্ত্রে

ইহাদের সহিত সংগ্রাম করিয়া একদিক হইতে পৌত্তলিক-গণ বলিতেছেন, নিরাকারের আবার আরাধনা পূজা কি? পৌত্তলিকতাতে যেমন ভক্তির সাহায্য করে একপ নিরাকারের পূজাতে কখনই হইতে পারে না; অপর দিক হইতে সংশয়ী ও নাস্তিকগণ বলিতেছেন, ঈশ্বর, পরকাশ ও আশ্রয় ভ্রমভর প্রতি বিষয়ে আমরা যাহা বলিতেছি, তাহা কখনা মাত্র, আকাশের ন্যায় অবস্থ। একপ অবস্থার প্রতি অমুরাগ বা প্রীতির গাঢ়তা সম্ভব নয়। এক এই মত উভয়কেই নিরস্ত করা যায়। যদি এই উভয় শ্রেণীর লোককেই দেখিতে পান, যে তাঁহার যে ঈশ্বরকে নিরাকার ও ইন্দ্রিয়াতীত বলিয়া অবস্থ ও নির্ভর শূন্যত্ব আবিষ্কার করেন, তখন যে কেবল তাঁহাকে গৃহে বস্তু বলিতেছেন তাহা নয়, কিন্তু একপ মাঝ বলিয়া প্রতিষ্ঠা করিতেছেন, একপ হৃদয়ের গাঢ় প্রীতির সহিত ভাল বসিতেছেন, যে সেই বিশ্বাস একেবারে ভবিষ্য ও মজিয়া বাইতেছেন; তাহা হইলে তাহাদের চক্ষুস্থির হয়। তাঁহারা বলেন, কি আশ্চর্য্য তাঁহার বিষয়ে আমাদের সংশয়ের ছেদন অন্যাপি হয় না, সেই ঈশ্বরকে এমন প্রণেয়্য লোক বিশ্বাস করিতে পারে!!! স্থির হও, অমুমকান করি তবে নিশ্চয় কিছু আছে। এই কারণে বলি বিশ্বাস ভিন্ন অ-বিশ্বাসকে চূর্ণ করিবার অন্য মন্ত আর নাই। একজন তর্কশাস্ত্রে পটু, নিরাকার ঈশ্বরকে কিরূপে প্রীতি করা সম্ভব, তাহা বিশদরূপে ব্যাখ্যা দিতে সমর্থ, কিন্তু তাঁহার আচরণে বিপ-ক্ষেরা স্পষ্টই দেখিতে পায় যে তিনি ঈশ্বর অপেক্ষা অন্য অনেক বস্তুকে বস্তু মনে করেন; সংকটে পড়িলেই অন্যান্য বস্তুর উপর নির্ভর করেন; ঈশ্বরের ইচ্ছা বিরুদ্ধ কাণ্ড যাহাকে বলিয়া থাকেন তাহা করিতে বাধে না; যদি একপ হয় তাহা হইলে আর তাঁহার নৌখিক যুক্তি শুনিবার জন্য কে অপেক্ষা করিবে! বিলক্ষণ যুক্তিয়াছি বিশ্বাস ভিন্ন বিশ্বাস প্রচার হয় না। যদি প্রাণের মধ্যে সন্দেহপেক্ষা অধিক ক্ষোভের কথা কিছু থাকে, সেটাই এই যে, আধ্যাত্মিকভাবে যখনই যাহা প্রার্থনা করিলাম, ঈশ্বর অপূর্ণ রাখিলেন না, তথাপি সেই বিশ্বাস জন্মিল না। একপ লোকদিগের দ্বারা ধর্ম প্রচার কি সম্ভব! ঈশ্বর আমাদেরই আশ্রয় দিন।

পূর্বোক্ত কারণে নানক চৈতন্য প্রীতি মহম্মদ, পল পার্কার প্রভৃতি সাধুসাহাজনদিগের বিষয় যখনই স্মরণ করি, তখনই ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতা উজ্জলিত হয়। ইহারা ঈশ্বরপ্রীতির ও বিশ্বাসের যে উজ্জল দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা দেখিয়া নাস্তিক সংশয়ী ও বিষয়ী ব্যক্তিগণ বিশ্বয় সাগরে নিমগ্ন হইয়া রহিয়াছে। কি আশ্চর্য্য! কি আশ্চর্য্য! এই কথাই চতুর্দিকে শ্রুত হইতেছে। একজন বিষয়ী লোক যে, একটা সামান্য রিপূর পদতলে লুপ্তি, একটা সামান্য জীলোকের চরণে পশুর ন্যায় পতিত, কিবা তুচ্ছ অর্থের লোভে এতদূর আকৃষ্ট যে শরীরের অস্থি খুলিয়া দিতে পারে কিন্তু অর্থ ছাড়িতে পারে না, সে যদি দেখে অপর একজনের নিকট ইচ্ছিয়সেবা ও সেই অর্থ মানবের যুগিত অপকৃষ্ট ভব্যাদির ন্যায় অসার

এবং সে যদি অমুমকানে জানিতে পারে যে ঈশ্বরই ঐ সাধুসাহাজন'তল, ঈশ্বরই তাহার বিহার কানন, ঈশ্বরই তাহার বহনশা ঘন, তাহা হইলেই তাহার চক্ষু খুলিতে পারে। পৃথিবীর ঈশ্বরপরায়ণ দম্মায়াগণ বিষয়ী, সংশয়ী ও নাস্তিকদিগের চক্ষু এইরূপে চিরকাল খুলিয়া দিয়াছেন, ইহাদের ন্যায় জগতের বস্তু আর কে?

পিচকারির মধ্যে জল ও বায়ু যোরতর সংগ্রাম। বায়ু যতক্ষণ তাহার মধ্যে থাকে ততক্ষণ জল তাহাতে প্রবেশ করিতে পায় না। আবার জল যতক্ষণ থাকে, বায়ু ততক্ষণ প্রবেশ হইতে পারে না। মানবের আত্মা পিচকারির ন্যায়, তাহাতেও অহমিকা এবং ভক্তি এই উভয়ের বিরোধ দেখিতে পাওয়া যায়। যে ক্ষুদ্রে অহমিকা আছে, সেখানে ভক্তি স্থান প্রাপ্ত হইবে না। খুলিয়া বলা আবশ্যক হইতেছে। যদি কেহ নিজের মনের মধ্যে প্রবেশ হইয়া দেখিতে পান, যে তাঁহার মনে বিলক্ষণ সাহস আছে, যে তিনি একজন গুবান পুরুষ ও তিনি নিজের গুণে ও নিজের চেষ্টাতে মুক্তিলাভ করিবেন; যদি তিনি অপর সকলের সহিত তুলনায় আপনাকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া দেখিতে পান, অথবা কাহাকেও আপনা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দেখিতে না পান; যদি অগ্ৰেণ করিয়া তাঁহার প্রকার পাত্র দেখিতে না পান, যদি কোন প্রকার সদগুষ্ঠানের বিষয় চিন্তা করিলে মনে এই ভাবের উদয় হয়, ভয় কি আমার ন্যায় কৃষ্ণ পুরুষ কয়জন আছে, আমি একটা অনার্য্যে সিদ্ধ করিব। যদি মনের অবস্থা একপ দোষে পান তাহা হইলে নিশ্চয়—নিশ্চয়—নিশ্চয় জানিবেন যে একপ পাত্র ভক্তি স্থান প্রাপ্ত হইবে না। ঠিক ইহার বিপরীত ভাবই ভক্তির অমুকুল। যে ব্যক্তি নিজ অন্তরে প্রবেশ হইয়া বার বার আপনার নিকৃষ্টতা অহুতব করেন, যিনি শ্রদ্ধাভরে প্রত্যেক সাধু পুরুষ ও রমণীর নিকট ঘবনত, যিনি কোন মহৎকার্য্যের অহুতান করিতে হইলে “ব্রহ্মরূপাহি কেবলং” এই বিশ্বাসের উপর দৃঢ়রূপে নির্ভর করেন, যিনি আপনার পরিজ্ঞান আপনার গুণ বা শক্তির সাধ্য বলিয়া অহঙ্কার করেন না। তিনিই অকপট ঈশ্বর প্রীতির উপযুক্ত পাত্র। দেবার্জনার জন্য পূর্ণচয়ন করিয়া কখন কখনও সেই পুষ্পের দলে যেমন যুগিত কীটকে শয়ান দেখা যায়, সেইরূপ আমরা যে প্রতিদিন ধর্মসাধন করি এবং সদগুষ্ঠান করি সেই ধর্মসাধন ও সদগুষ্ঠানের মধ্যে ও অনেক সময় অতি যুগিতভাবে সকল প্রকরণভাবে লুক্কায়িত থাকে; এইজন্য বিশেষ প্রার্থনা সহকারে সর্বদা আত্মপরীক্ষা করা কর্তব্য। ব্রাহ্মবন্ধু দেখে দেখি তোমার অন্তরে এই ব্যাধি প্রবেশি কি না।

সাধন চাক্ষল্য ।

ধর্ম সাধনেছ ব্যক্তি মাত্রেরই একটা কথা স্মরণ রাখা কর্তব্য। সাধন বিষয়ে যদি চকলতা থাকে তাহা হইলে সে সাধন দ্বারা কোন প্রকার ফল ফলিতে পারে না। ইংরেজেরা একটা প্রবাদ বাক্যে বলিয়া থাকেন, “যে প্রচুর গুণ

সর্বদা গড়াইয়া বেড়ায় তাহাতে শৈবাল কলিত পারেনা।^১ সেইরূপ যে আত্মা নিত্য নিত্য নব নব ভাবে পণ্ডিত্বজন করে, এক প্রকার ভাব অন্তরে বদ্ধমূল না হইতে হইতে ভাবান্তরের দিকে মীত হয়, এক প্রকার অভীষ্ট সিদ্ধ না হইতে অপর প্রকার অভীষ্টের পশ্চাৎ দাবিত হয়, তাহাতে কোন প্রকার ভাবই স্থায়ী বা বদ্ধমূল হইতে পারে না। কেবল মাত্র ধর্ম সাধন সম্বন্ধে কেন? অব্যবস্থিত চিত্ত ব্যক্তি সংসারের বিষয় বাণিজ্যও কৃতকার্যতা লাভ করিতে সমর্থ হয় না। এক প্রকার বানিজ্যের সূত্রপাত করিয়া তাহার ফলাফলের অপেক্ষা করিবার সহিষ্ণুতা নাই, ব্যস্ত সমস্ত হইয়া সে পথ পরিত্যাগ করিল, আর এক প্রকার ব্যবসায় আরম্ভ হইল, তাহাও আচিরাতঃ পরিত্যক্ত হইল, এইরূপে লক্ষ্য ও সহিষ্ণুতা বিহীন হইয়া সাধারণ কার্য্য করে তাহাদের কোন কার্য্যেই সফল লাভ হয় না। ধর্ম সাধন সম্বন্ধে একপ চন্দনতা যে কি অনর্থের উৎপাদন করে তাহা বর্ণনা করি। এই কারণে পাছে সাধন বিষয়ে আমাদের চঞ্চলতা হয়, সেই জন্য সর্বদা সতর্ক থাকা কর্তব্য।

বিশেষ ব্রাহ্মদিগের পক্ষে এইরূপ সাধন চরিত্রের আশঙ্কা অধিক। আমরা যেন নানা প্রকার গন্তব্য পথের সন্ধির স্থলে দণ্ডায়মান হইয়াছি। এখন কোন্ পথে চলি। যদি মূখ্য পথিকের ন্যায় ব্যস্ত সমস্ত হইয়া ক্রিয়াক্ষম এক পথে চলি লাম, আবার ফিরিয়া আর এক পথ অবলম্বন করিলাম এইরূপ করিতে থাকি তাহা হইলে আমরা অবশর ও ক্রান্ত হইয়া পড়িব অথচ গন্তব্য স্থানের দিকে অধিক অগ্রসর হইতে ও পারিব না। এই জন্য বুদ্ধিমান পথিক মাঝেই বাহা করিয়া থাকে আমাদের ও তাহাই কর্তব্য। প্রথমে আমাদের গম্য স্থান কি, তাহা নির্ণয় করা আবশ্যক, তৎপরে এই সমুদায় পথের মধ্যে কোন্ পথে সেই স্থানে যাওয়া যায় তাহা নিষ্কারণ করা কর্তব্য; তৎপরে প্রতিজ্ঞা ও সাহস সংকারে সেই পথে অগ্রসর হওয়া কর্তব্য।

অলঙ্কার পরিহার পূর্বক দেখা যাউক। আমরা পরব্রহ্মের উপাসক, ধর্মপথের যাত্রী। আমরা দেখিতেছি আমাদের সম্মুখে যোগের এক পথ, বৈরাগ্যের এক পথ, ভক্তির এক পথ, এতদ্ভিন্ন ঈশ্বরের শাস্ত, দাস্য, বাৎসল্য মধুর প্রভৃতি নানাভাব সাধনের ভিন্ন ভিন্ন পথ, নানা পথ প্রসারিত রহিয়াছে। আমরা এখন কিরূপে ও কোন পথ অবলম্বন করিয়া সাধনে প্রসূত হইব? আমরা কি এক দিন বৈরাগ্য দুই দিন যোগ, দিনত্রয় ভক্তি, দশমণ্টা মধুর ভাব, সাত ঘট্টা বাৎসল্য এইরূপে সাধন করিব? যদি এরূপ করি আমাদের সাধনের শ্রম যথেষ্ট হইবে অথচ কোন ভাবই অন্তরে বদ্ধমূল বা স্থায়ী হইবে না।

এখন আমাদের কর্তব্য কি? পূর্বেই উক্ত হইয়াছে বুদ্ধিমান পথিকের পক্ষে যাহা কর্তব্য আমাদের পক্ষেও সেই কর্তব্য। আমাদের প্রথমে স্থির করিতে হইবে আমরা নিজ নিজ জন্ম দান ও আত্মাতে এবং বাহিরের চরিত্রে কোন্ প্রকার কল উৎপন্ন করিতে চাই? আমাদের

লক্ষ্য কি? পূর্বে লক্ষ্য স্থির না করিয়া সাধনে প্রসূত হইয়া নির্দোষের কাজ। লক্ষ্যের প্রকৃতি অনুসারে সাধনের প্রকৃতিও নিকপিত হইবে। যেমন মনে কর, যদি আমাদের এই লক্ষ্য হয় যে আমরা নিজ নিজ চরিত্রে চৈতন্যের ন্যায় আবেশ ও উদ্ভাদ উৎপন্ন করিব, তাহা হইলে জ্ঞান চর্চা, ও কপটের আভাস পরিত্যাগ করিয়া প্রতিদিন খোল কব-তাল গঠিয়া সংকীর্ণন করিতে হয়, এবং যতক্ষণ না মুক্তি হইয়া পড়ি বা সন্তোষ না ভক্তির উদ্বেজনায় অধীর হইয়া পড়ি ততক্ষণ ছাড়িব না এই প্রতিজ্ঞা করিয়া কীর্তন আরম্ভ করিতে হয়। আবার মনে কর যদি যোগীদিগের ন্যায় ধ্যানের ভাব বিকশিত করাট একমাত্র লক্ষ্য হয়, তাহা হইলে ভক্তির উদ্বেজনায় পথ পরিত্যাগ করিয়া ও সংসার হইতে অবসৃত হইয়া গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হইতে হয়।

এখন প্রশ্ন হই, আমাদের লক্ষ্য কি? প্রত্যেক ব্রাহ্মকে আমরা এই প্রশ্ন করিতেছি। কেহ কেহ হয়ক বলিবেন, পূর্ণোক্ত ভাব ওলির সমুদায়ই আমাদের প্রার্থনীয়; কোন-টাই আমাদের বর্জনীয় নয়। অর্থাৎ আমরা জ্ঞানও চাই, ভক্তিও চাই, ধ্যানও চাই, কার্য্যও চাই। ইহা যেন বুলিলাম কিন্তু দ্বিতীয় প্রশ্ন আছে। ইহার সকল ওলিই কি সমান ভাবে ও পূর্ণ মাত্রায় প্রার্থনীয় অথবা ইহাদের কোন একটি বিশেষ ভাবে প্রার্থনীয়? একজন চৈতন্যের ন্যায় ভক্তিতে মুক্তি হইয়া বলিতে লুপ্ত হইতেছেন; যোগীর ন্যায় দিব্য-রাত্রি ধ্যানস্থ হইয়া রহিয়াছেন, এবং ঈশ্বর সেবকের ন্যায় দিন রাত্রি অবিভ্রান্ত পরিশ্রম করিতেছেন, এই কি চাও? অথবা কিঞ্চিৎ ধ্যান, কিঞ্চিৎ ভক্তি, কিঞ্চিৎ কার্য্য এইরূপ মিশ্রিত করিয়া একটি চরিত্র গঠিত করিতে চাও? যদি সকল ওলি মিশ্রিত করিতে চাও তাহা হইলে কেন তাবতী কি পরিমাণে তাহার মধ্যে থাকা আবশ্যক মনে কর?

আমাদের দৃঢ় সংস্কার যে একটি পরিহার লক্ষ্য না থাকিতে গত কয়েক বৎসর ব্রাহ্মদিগের সাধন বিষয়ে নিতান্ত চঞ্চলতা লক্ষিত হইয়াছে। ক্রিয়বিমল বাইবেলের আদর্শে কর্তব্য পরায়ণতা ও অমুষ্ঠানের দিকে দৃষ্টি পড়িল; উপবীত পরিত্যাগ কর, ব্রাহ্মধর্ম মতে অমুষ্ঠান কর, ব্রাহ্ম বিদ্যালয় স্থাপন কর, জ্ঞানের চর্চা বিস্তৃত কর, এই উপদেশ চতুর্দিকে শ্রুত হইতে লাগিল। ঈশ্বর সেবকের বিশেষ সন্তান প্রার্থনা, সুতরাং প্রার্থনা এই সময়ের বিশেষ ভাবরূপে প্রস্ফুটিত হইল। তৎপরে ব্রাহ্মসমাজের অধিনায়কদিগের বৈষ্ণব মতের সহিত সাক্ষাৎ হইল; দুই একজন ভক্তের মুখে মধুর সংকীর্ণন শ্রবণ করিলেন, অমনি স্রোত ফিরিয়া গেল; খোল করতাল সমাজ মধ্যে দেখা দিল, ব্রাহ্মগণ সংকীর্ণনের স্রোতে অঙ্গ ঢালিয়া ভক্তি জলে প্লাবিত হইতে লাগিলেন। ভক্তির প্রধান লক্ষণ নিজের অসারতা ও অপবিত্রতা বোধ, সুতরাং এই সময়ে অমুষ্ঠান ও ঈশ্বরের পতিতপাশ ভাবের প্রতি বিশেষ আস্থা দৃষ্ট হইতে লাগিল। ক্রমে তাহাতে আর ব্রাহ্মদিগের চিত্তের তৃষ্টি হয় না; ক্রমে ঈশ্বর কখনও আনন্দময়ী মা, হইতেছেন, কখনও "প্রাণবধূয়া" হইয়া "হৃদয় নিকুঞ্জ বনে গাঢ় আলিঙ্গন"

গ্রহণ করিতেছেন; সাধকগণ, তিন দিন চৈতন্য দুই দিন নানক, ও আড়াই দিন খীষ্ট এইরূপ নানা সাধু সঙ্গ করিয়া বেড়াইতেছেন। একপ সাধন চাকলা থাকিতে কোন প্রকার স্বামী সুলের আশা করা যায় না। তবে এখানে বুদ্ধিমান পাঠক মনেই একটা বিষয়ের প্রমাণ পাইতেছেন। ইহাতে আর কিছুই পরিচয় প্রাপ্ত না হওয়া যাইতে পারে। একটা বিষয়ের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। ব্রাহ্মেরা যে আদ্যাবধি প্রকৃত ধর্মতত্ত্ব দ্বারা চালিত হইয়া কায়া করিয়াছেন, তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। তাঁহারা যখনই আপনাদের যে অভাব অনুভব করিয়াছেন, তৎক্ষণাৎ তাহা দূর করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছেন, এবং বাকুলভাবে সেই পথ আশ্রয় করিয়াছেন। এই বাকুলতা দ্বারা উত্তেজিত হইয়া লোকে যদি কোন ভ্রমে পতিত হয় তাহা যে মার্জিতীয় তাহাতে কি আর সন্দেহ আছে? কিন্তু এরূপ ধর্ম পিপাসু লোক সকল বিপথে নীত না হন, ইহা সকলেরই প্রার্থনীয়, সুতরাং প্রকৃত সাধন পথকে তাহা বিচার করা কর্তব্য।

এই স্থানে ব্রাহ্ম পাঠক হয়ত বিজ্ঞাসা করিবেন এই সাধন চাকলা নিবারণের উপায় কি? সর্ক প্রথমে লক্ষ্য স্থির করা কর্তব্য। আমরা কি জন্য ধর্মসাধন করিব? কিসের ফল প্রাপ্ত হওয়া আমাদের উদ্দেশ্য? এই বিচারে প্রবৃত্ত হইলেই আমরা দেখিতে পাই, যে আমাদে ধর্মসাধন দ্বারা দুই প্রকার ফল উৎপন্ন করিবার ইচ্ছা করি। একটা আন্তরিক অপরাধী বাহিক। আন্তরিক ফল নিগূঢ় ঈশ্বর প্রীতি উৎপাদন করা, বাহ্যিক ফল একান্তমানে ঈশ্বরের সেবার ভাব বিকশিত করা। জনসমাজ ও মানবের প্রতিদিনের কর্তব্যসমূহকে এই উভয় ভাব সাধনের প্রতিকূল বোধে পরিত্যাগ না করিয়া বরং এই ভাবদ্বয় সাধনের অমূল ও উপযুক্ত ক্ষেত্র বোধ করা উচিত; আমরা চিরকাল এই বিশ্বাস করিয়া আসিতেছি। সুতরাং ভ্রম সমাজে, দৈনিক কর্তব্য ক্ষেত্রে, ও মানব জীবনের সকল প্রকার অমূল্যতার মধ্যে এই ভাবদ্বয় সাধনের উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। যদি নিরবচ্ছিন্ন উন্মাদিকা ভক্তি সাধনে এই উভয় ভাব সাধনের কোন ব্যাঘাত উপস্থিত করে তবে তাহা প্রকৃত সাধন পথ নহে, কিম্বা যদি নিরবচ্ছিন্ন যোগে এই সাধনের ব্যাঘাত করে, তবে তাহাও প্রধান সাধন রূপে অবলম্বনীয় নয়। অথচ একথা বলা আবশ্যক যে, ভক্তি ও যোগ এ উভয়েরই বিশেষ কার্য আছে। উন্মাদিকা ভক্তি, উন্মাদীন, অবসর ও জড়প্রায় আত্মাকে উদ্ধৃত ও আগ্রহ করে, পানীকে জাহার ভয়নাতা দেখাইয়া দেয় এবং স্নানের তৃষ্ণাকে বর্জিত করিয়া দেয়; ওদিকে যোগ ও মানবাত্মার আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকে উজ্জ্বল করে, অজ্ঞান জগতের সত্য সকলের সহিত পরিচয় ও খনিষ্টতা বুদ্ধি করিয়া দেয় এবং আত্মা ও পরমাত্মার সম্বন্ধকে পরিষ্কৃত করিয়া দেয়। এজন্য এ উভয় সাধনকে প্রকৃত সাধনের সহায়রূপে গ্রহণ করিতে হইবে। কেহ যদি এ উভয়কে একেবারেই পরিত্যাগ করেন, তাহার আধ্যাত্মিক

অকল্যাণ হইবার বিশেষ সম্ভাবনা। কিন্তু যে সাধনের উপর আমাদিগকে প্রধানতঃ নির্ভর করিতে হইবে; তাহা প্রীতি ও সেবার সাধন। এই আদর্শ সর্বদা চক্ষের সমক্ষে রাখিতে হইবে। পরমেশ্বরের প্রতি অন্তরের প্রগাঢ় প্রীতি, ও তাঁহার পিয় কার্য সাধনে কৃতি ও আনন্দ এট দুইটাই ঈশ্বর পরায়ণ ব্যক্তির চরিত্রের প্রধান লক্ষণ। ঈশ্বরের আশ্রয় মনন ও নিদিগমন দ্বারা তাঁহার প্রতি প্রীতি প্রগাঢ় হয়। এখানে একটা কথা বক্তব্য আছে, সপ্তাহান্তে একবার প্রকাশ্য উপাসনা স্থানে গিয়া উপাসনা করাতেই অনেক ব্রাহ্মের সাধন পর্যবেশিত হয়। অনেকে নিত্য উপাসনা পর্য্যাপ্ত করেন না। একপ শিথিলভাবে সাধন করিলে ঈশ্বরের প্রতি প্রীতি ভগ্নিবে কেন? ঈশ্বরের প্রতি প্রীতি ও ধ্রুববিশ্বাস যদি প্রার্থনীয় হয়, তবে সে জন্য বিশেষ প্রয়াস আবশ্যক। নিয়ম পূর্বক উপাসনা, নিয়ম পূর্বক ধর্ম গ্রন্থ পাঠ, ও সাধুসঙ্গ করা নিত্য প্রয়োজনীয়। নিত্য আত্মাকে আগ্রহ করিবার জন্য এবং আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকে উজ্জ্বল করিবার জন্য ভক্তি এবং যোগ উভয়কেই সময়ে সময়ে সহায়রূপে আশ্রয় করিতে হইবে।

(S. P. M.) কর্তব্য জ্ঞানের মূল কোথায়?

আমরা ইতিপূর্বে একটা প্রস্তাবে অগ্রগত এবং কর্তব্যের যে প্রভেদ করিয়াছিলাম, তাহা অনেকের কটিকর হয় নাই। ইহা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি। এসম্বন্ধে আর কোন পত্র গ্রহণ করিবার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু একজন প্রদেয় পত্রপ্রেরক উক্ত প্রস্তাবের নূতন ভাবে সমালোচনা করিয়াছেন। এদিক দিয়া কেহ অব্যাপি বিচার করেন নাই। সুতরাং তাঁহার পরে খানি এই স্থানে গৃহীত হইল। আমাদের এই মাত্র বক্তব্য যে পত্র প্রেরক যেভাবে কর্তব্য ও অগ্রগতির প্রভেদ করিয়াছেন সেরূপ প্রভেদ করা আমাদের উদ্দেশ্য ছিল না। লোকে সচরাচর যে সকল কার্যকে অগ্রগত শ্রেণী গণ্য করে এবং যে সকল কার্যকে কর্তব্য শ্রেণী গণ্য করে এই উভয়ের গুরুত্ব সম্বন্ধে প্রভেদ আছে ইহা বলাই আমাদের লক্ষ্য ছিল।

“মহাশয়! আপনার পত্রিকায় অগ্রগত ও কর্তব্য লইয়া তর্ক চলিতেছে। হিন্দুসমাজ হইতে সমাগত বিধবাগণকে ব্রাহ্মসমাজে আশ্রয় দান বিষয়ে বিচার হইতেই উক্ত তর্কটি উঠিয়াছে। আমি প্রধানতঃ অগ্রগত ও কর্তব্য বিষয়ে আমার যাহা বক্তব্য আছে বলিতে ইচ্ছা করি। অতএব প্রথমেই তৎসম্বন্ধে কিছু বলিয়া পরিশেষে বিধবাদিগের বিষয়েও একটি কথা বলিব।

অগ্রগত ও কর্তব্য বিষয়ে বিচারে প্রবৃত্ত হইলে সর্ক প্রথমে কর্তব্যের স্বরূপ আলোচনা করা আবশ্যক। কর্তব্য কতদূর? যতদূর দায়িত্ব। দায়িত্ব কতদূর? যতদূর ক্ষমতা। অর্থাৎ যতদূর আমার কর্তব্য, আমার দায়িত্ব ততদূর পবিত্র বিস্তৃত; আর যতদূর আমার দায়িত্ব ততদূর করিতে অবশ্য আমার ক্ষমতা আছে। সেইরূপ যতদূর আমার ক্ষমতা ততদূর করিতে আসি দায়ী; আর যতদূর করিতে আসি দায়ী, ততদূর আমার কর্তব্য। আমার বিপরীত দিকে, যেখানে

আমার ক্ষমতা নাই; সেখানে আমার দায়িত্ব নাই; আর সেখানে আমার দায়িত্ব নাই; সেখানে আমার কর্তব্য নাই। সে কাজ করিতে আমার ক্ষমতা নাই, তাহা করিতে আমি কখন দায়ী হইতে পারি না। সেইরূপ যেকাজ করিতে আমি দায়ী নহি, তাহা কখন আমার কর্তব্য বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। ক্ষমতা ব্যতীত দায়িত্ব হয় না, দায়িত্ব ব্যতীত কর্তব্য হয় না।

উপরের যুক্তিতে যদি কোন ভুল না থাকে, তাহা হইলে ইহা নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, ধর্মরাজ্যে অহুগ্রহ বলিয়া কোন পদার্থ নাই। মনুষ্য ক্ষমতার অতীত কিছুই করিতে পারে না; আর যতদূর ক্ষমতা ততদূর করিতে সে বাধ্য ও দায়ী; তবে আর অহুগ্রহের জ্ঞান কোথায়? মনুষ্যের ধর্মজীবনে কর্তব্য, দায়িত্ব ও ক্ষমতা এই তিন সমান্তরাল রেখা সমভাবে সমদূরে বিস্তৃত হইয়া রহিয়াছে।

তবে আমার নিকাচনের ক্ষমতা আছে। সংসারে অগন্য অসংখ্য সংকাশ্য রহিয়াছে। আমি পরিমিত ক্ষুদ্র জীব, আমি দ্বারা সকল গুলিই সম্পন্ন হওয়া অসম্ভব। অতএব আমার কৃতি, প্রবৃত্তি, শিক্ষা, অবস্থা ও ক্ষমতা অহুগ্রহে আমার অহুগ্রহের কাষা আমি স্থির করিয়া লইতে পারি। আমার একটি টাকা আরলগ্নের তুষ্টিক্ষেপ না দিয়া, বালিকা বিদ্যালয়ে দিতে পারি। ছই জন দরিদ্র বালকের ভরণপোষণ করি, এমন আমার ক্ষমতা নাই সুতরাং ছই জনের মধ্যে এক জনের ভার গ্রহণ করিতে পারি। বাহার ভার গ্রহণ করিলাম সে অবশ্য মনে করিতে পারে যে, আমি তাহার প্রতি অহুগ্রহ করিলাম; কিন্তু আমি নিজের সেরূপ মনে করিতে পারি না; কেন না সে কার্যে আমার দায়িত্ব আছে।

প্রচলিত হিন্দুধর্মে ছই প্রকার কার্য দেখিতে পাওয়া যায়। ১. প্রথম বাহা করিলে পুণ্য নাই কিন্তু না করিলে পাপ, যেমন বাঙ্গালী বিধবার একাদশীর উপবাস, দ্বিতীয় বাহা করিলে পুণ্য, কিন্তু না করিলে প্রত্যাবার নাই, যেমন ব্রতাদি। ব্রাহ্মধর্মে এই উভয় প্রকার কার্যের মধ্যে কোন প্রকার কার্য সম্ভব কি না। আমি বলি না। এখানে দ্বিতীয় প্রকার কার্য লইয়াই বিচার চলিতেছে। এমন কোন কার্য আছে কি না, বাহা করিলে পুণ্য, না করিলে প্রত্যাবার নাই, আমি বলি নাই। আপনি বলেন আছে। আপনি স্পষ্টই লিখিয়াছেন, “বাহার অকরণে প্রত্যাবার ভাগী হইতে হয় না তাহা অহুগ্রহ বা দয়া শ্রেণী গণ্য।” এ প্রকার শ্রেণী বিভাগ করা যে অস্বস্ত উপরে তাহার একটি যুক্তি দিয়াছি। আর একটি বলিব।

“এ কর্ম করা ভাল, একর্ম করা মন্দ” বিবেক কখন এ প্রকার ভাবে কথা বলে না। ‘কর্ম’ কিবা ‘করিও না’ বিবেক এইরূপে আদেশ করে। বিবেক মনুষ্যকে সর্বদাই শাসন করিতেছে। অন্যান্য মনোবৃত্তি যার পর নাই প্রবল হইয়া কার্য করিতে পারে, কিন্তু তাহাদের কাহারও শাসন নাই (Authority) নাই। শাসনের ভার কেবল একমাত্র

বিবেকেই আছে। বিবেক অমঙ্গলকে বাধা করে, লক্ষ্য করেন অদ্বিতীয় মনস্তত্ত্ববিৎ পণ্ডিত ইমানুয়েল কাণ্ট ইহাকেই বিবেকের (categorical imperative) বলিয়াছেন, এবং ইহা হইতেই অতি সুন্দররূপে পরমেশ্বরের অস্তিত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছেন। প্রক্টের কেশব বাবু ব্রাহ্মধর্মকে এই সত্যটি শিক্ষা দিবার জন্য অনেক যত্ন করিয়াছেন। “বিবেক indicative mood এ কথা নয় না, imperative mood এ কথা নয়” অনেককেই তাঁহাকে ইহা পুনঃ পুনঃ বলিতে শুনিয়াছি। সে বাহা হউক ইহা একটি সুগভীর সত্য।

এই কথাগুলির সঙ্গে আর একটি কথা মরণ করুন। শিশু শিওড়ার পার্কাগকে কোড়ে লইয়া তাঁহার মুখচুষন করিয়া তাঁহার মাতা কি বলিয়াছিলেন, “লোকে ইহাকে বিবেক বলে, আমি বলি উহা মানবের অন্তরে ঈশ্বরের বাণী।”

তাই আবার বলি অহুগ্রহের জ্ঞান কোথায় রহিল? বিবেক বাহা আদেশ করিবে তাহাই করিব বাহা নিষেধ করিবে তাহা করিতে পারিব না। করিতে যেমন বাধা না করিতে তেমনি বাধা। তবে আর অহুগ্রহ কোথায়? যদি অহুগ্রহ বলিয়া কিছু থাকে; বাহা আমি করিতে পারি, না করিতেও পারি, আমি বলিব উহা ধর্ম-রাজ্যের অন্তর্গত নহে; কেন না উহার সহিত বিবেকের কোন সন্ধক নাই। কিন্তু বাস্তবিক সেরূপ কিছু নাই। কেন না যতদূর আমাদের ক্ষমতা, ততদূর আমাদের দায়িত্ব।

আমরা সকলে একপ্রভুর ভক্ত। আমাদের অনন্ত-কালের চাকরি। প্রভু বাহা করিতে বলেন, তাহাই করিব। আমাদের আবার অহুগ্রহ কি?

আপনার এই অহুগ্রহের মত যদি ব্রাহ্মসাম্প্রদায়ের মনে দেশবাসীগণের মনে বহুমূল্য হয়, তাহা হইলেই সর্বনাশ। উপাসনা করা পরিবার প্রতিপালন করা, ঋণ পরিশোধ করা প্রভৃতি কয়েকটি কার্য ভিন্ন সংসারের যত প্রকার সমুদায় সকলই অহুগ্রহের মধ্যে পড়িয়া যায়। দেশের হিতের জন্য যিনি বাহা করিবেন, তাহা তাঁহার অহুগ্রহ মাত্র। জিজ্ঞাসা করি, যিনি বিষয় কর্ম পরিত্যাগ করিয়া প্রচুর ভ্রতে জীবন সমর্পণ করিয়াছেন, তিনি কি আমাদের প্রতি কেবল অহুগ্রহ করিতেছেন?

অহুগ্রহ মানি না। তবে কর্তব্যের মধ্যে গুরু লঘু স্বীকার করি। কিন্তু তাবিয়া দেখিলে দেখা যায় যে, কার্য কালে ঐ প্রকার গুরু লঘু থাকে না; অর্থাৎ বিভিন্ন কর্তব্যের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইলে তাহাদের ঐ প্রকার সন্ধক থাকে না। মনে করুন, আমার পুজনীয়া মাতার কঠিন পীড়া হইয়াছে। সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিয়া তাঁহার সেবা করিতে হইবে। সেবা করিলে স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়; স্বাস্থ্যরক্ষা একটি কর্তব্য। আমি কি করিব? অবশ্য লঘু কর্তব্য স্বাস্থ্যরক্ষা অবহেলা করিয়া গুরু কর্তব্য মাতৃ সেবার প্রবৃত্তি হইবে। কিন্তু বিরোধের অবস্থায় গুরু লঘু এই গণক বিলুপ্ত হইয়া যায়। সতুষ্ট লঘু কর্তব্য উন্নতভাবে অবশ্য লঘু পাল

হইত, কিন্তু কে বলিবে যে কথিত স্থলে স্বাস্থ্যভঙ্গ জন্য আমাদের অপরাধ হয়। কেবল লঘু গুরু সম্বন্ধ নষ্ট হয় এরূপ নহে, একটি কর্তব্য আর একটি অবর্তব্য হইয়া দাঁড়ায়।

এখন অনার্থা বিধবাকে আশ্রয় দিবার বিষয়ে সংক্ষেপে একটি কথা বলি। ব্রাহ্মসমাজে তাঁহাদিগের উপকার করিতে, তাঁহাদিগকে আশ্রয় দিতে বাধ্য। উহা অমুগ্রহের কার্য্য নহে, দায়িত্বের কার্য্য। একটি দৃষ্টান্ত গ্রহণ করুন। আমি আমার পরিবার প্রতিপালনের উপযুক্ত অন্ন সংগ্রহ করিয়াছি। তাহার অধিক আর নাই। এমন সময় তিন দিন উপবাসী এক দরিদ্র কাসিয়া আমার শরণাপন্ন হইল। আমি কি তাহাকে তাড়াইয়া দিব? কখনই না। বলিব “এস ভাই, আমাদের প্রত্যেকের অংশ হইতে এক এক মুষ্টি দিয়া তোমার প্রাণ বাঁচাইব।” সেইরূপ কোন অনার্থা বিধবা আশ্রয় লইতে আসিলে কি ব্রাহ্মণ বলিবেন, “তুমি চলিয়া যাও, তোমাকে সাহায্য করিতে আমরা দায়ী নহি।” জগদীশ্বর ব্রাহ্মসমাজকে এপ্রকার স্বার্থপরতা হইতে রক্ষা করুন।”

ব্যাখ্যান ।

ন চক্ষুষা বৃহত্ত নাপি বাচা,

নানোদৈর্ঘ্যমুপাস্য কন্যা বা ।

জ্ঞান প্রসাদেন দিষ্টং সখ্য

তত্ত্বং তং পশ্যতে নিকলং প্রায়মানঃ ।

অর্থ সেই পরমেশ্বর চক্ষু দ্বারা বা বাক্যের দ্বারা বা অন্য কোন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গৃহীত হইল না; তপস্যা বা সদব্রতান দ্বারা ও তাঁহাকে লাভ করিতে পারা যায় না। জ্ঞান প্রসাদ দ্বারা গীতার সর্ব বিস্তৃত হইয়াছে তিনি ধ্যান পরায়ণ হইয়া ঈশ্বরকে দর্শন করেন।

বহিরেন্দ্রিয় সকল যেমন ঈশ্বরকে দেখিবার বা পাইবার পক্ষে উপায় স্বরূপ নয়, সেইরূপ তপস্যা ও সদব্রতান প্রভৃতিও সকল সময় ঈশ্বর লাভের পক্ষে সহায় হয় না। তবে পরমেশ্বরকে লাভ করিবার একটা প্রধান উপায় আছে। তাহা বিস্তৃত সর্ব হওয়া। আত্মার যে শক্তি থাকিতে মনুষ্য আধ্যাত্মিক জগতের সত্য সকলকে প্রতীতি করিতে সমর্থ হয়; প্রীতি ও পবিত্রতার আশ্বাদন করিতে পারে এবং ভক্তিরূপে অবগাহন করিয়া তৃপ্ত হয়, সেই আধ্যাত্মিক শক্তির নাম সর্বগুণ। ইন্দ্রিয় পরতন্ত্রতা, বিষয়াসক্তি প্রভৃতি দ্বারা এই সর্বগুণ সচরাচর কলুষিত ও জড় ভাবাপন্ন হইয়া যায়। এই অবস্থাতে উপনীত হইলে আত্মার অতি শোচনীয় দশা হয়। অসত্যকে সত্য, সত্যকে অসত্য, অসারকে সার এবং সারকে অসার বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে থাকে। তখন আধ্যাত্মিক জগতের সমুদায় সত্যের তাৎপর্য্য গ্রহণের এবং গভীরতা অনুভব করিবার শক্তি পর্য্যন্ত নষ্ট হয়। ওদিকে সর্বগুণ যদি উজ্জ্বল থাকে তাহা হইলে মনুষ্যের মনে, সর্বদাই এই সত্যটা আগ্রহের সঙ্গে, যে চক্ষে বাহ্য দেখি, কর্ণে বাহ্য শুনি এবং জন-

সমাজে যে সকল ঘটনা রাশির মধ্যে পরিভ্রমণ করি, ইহার অতিরিক্ত মানবের আত্মার স্থায়ী কল্যাণের উপায় স্বরূপ অনেক স্পৃহণীয় বস্তু আছে। সেই সকল স্পৃহণীয় বস্তুর আশ্বাদন যে পার, সে কি আর কখনও সংসার আবর্ত মধ্যে ঘূর্ণিত হয়? সে প্রতিদিনের সুখ, দুঃখ, হর্ষ বিষাদপূর্ণ চকল জগতে বিচরণ করে বটে কিন্তু তাহার অন্তরাত্মা যেন আর এক জগতে বিহার করিতে থাকে। ব্রহ্মকে দর্শন করিতে হইলে এই আধ্যাত্মিক জগতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ধ্যানযোগে দেখিতে হয়। পক্ষী যতক্ষণ কুজ্বলিকা পূর্ণ পৃথিবী পৃষ্ঠে গাড়িয়া থাকে ততক্ষণ সে নবোদিত সূর্য্যের স্নান শোভা দেখিতে পায় না, কিন্তু যদি ধরাপৃষ্ঠ পরিত্যাগ করিয়া গগন মার্গে উড়ডীন হয় তাহা হইলেই সেই শোভা দর্শনে সমর্থ হয়; সেইরূপ সাধক যত দিন হুল দৃষ্টি ও তামসিক প্রকৃতি লইয়া নিম্ন জগতে পরিভ্রমণ করেন ততদিন ঈশ্বরের সৌন্দর্য্য দর্শনে সমর্থ হন না; নিম্ন জগত হইতে আধ্যাত্মিক জগতে উঠিলেই সেই সৌন্দর্য্য স্বতঃই তাহার নেত্রে পতিত হয়।

এই জন্যই পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন, ঈশ্বর দর্শনের জন্য সর্ব গুণের নিতাশ প্রয়োজন। সর্ব গুণের উপায় “কি? না জ্ঞান প্রসাদ।” জ্ঞান শব্দে এখানে আত্মা, পরমাত্মা ও ভৌতিক জগতের গভীর তত্ত্ব সকলের আলোচনা বুদ্ধিতে হইবে। আমরা দেখিতে পাই একপ আলোচনার চিত্ত যখন নিমগ্ন হয়, তখন যেন আমরা বিষয়ের উপরিস্থ তত্ত্ব সকল ভেদ করিয়া নিম্নে অবতরণ করি অথবা চকল বায়ু ও তেজ করিয়া স্থিরতর ও পবিত্রতর স্তরে উঠিত হই। এইরূপ আলোচনাতে রত থাকিতে থাকিতে বুদ্ধির জড়তা ও মালিন্য মুচিয়া যায় এবং বুদ্ধি শাসিত অস্ত্রের ন্যায় স্থায় ও উজ্জ্বল হয়। আত্মা এই অবস্থায় উপনীত হইলে, যদি ধ্যানযোগে পরমেশ্বরকে দর্শন করিবার চেষ্টা করা যায় তাহা হইলেই তাহার শোভা অতি সুস্পষ্ট ও স্নান ভাবে দর্শন করিতে পারা যায়।

(Continued from p. 56.)

গৃহধর্ম্ম (৬)

ভাই ভগিনীর সূক্ষ্ম।

যেদেশে পুরুষ বংশধর ও রমণী স্বগার পাত্রী সেদেশে ভ্রাতা ভগিনীর সৌহৃদ্য স্থাপন হইতে অনেক বিলম্ব আছে।

পুত্র উপার্জক, কন্যা পরদূষে যার, এই জন্য যে যত্নের প্রভেদ তাহার যুগে স্বার্থপরতা তাহা প্রমাণ্যমোদিত নহে।

এদেশে ভ্রাতা ভগিনী যতদিন শিশু ততদিন অকপট-প্রণয়, বয়োবৃদ্ধি সহকারে ভগিনীর ভ্রাতাদিগের অবজ্ঞার পাত্রী হইয়া অনেক দূরে গিয়া পড়ে।

কিন্তু আমাদের এই মানবজীবনের ও মানব সমাজের প্রধান সুখ কি? ভালবাসা দিয়া সুখ এবং ভালবাসা পাইয়া সুখ।

ভগিনী পরের গৃহে যাউন না কেন, ভ্রাতার গৃহ ও ভ্রাতার হৃদয় সর্বদা তাহার জন্য পাতা থাকিবে। যখনই

আমুন সে স্থল তাঁহার আরামের স্থান, যে করদিন ভ্রাতৃগৃহে বাস, সে করদিন পরম আনন্দে দিন যায়।

ভ্রাতা সারং কালে কর্তৃত্ব হইতে আসিয়া দেখিলেন ভগিনী সপরিবারে গৃহে উপস্থিত, অমনি আর সুখের সীমা নাই। তাহাদিগকে কোথায় রাখেন, কি দেন, কি খাওয়ান যেন সেই জনাই ব্যস্ত। এইরূপ গৃহেই ভগিনীর আসিয়া সুখ হয়।

ভগিনীর গৃহও এমন হইবে যে গিয়া ভ্রাতার প্রাণ যুড়াইবে।

যে ভগিনীর সহিত শৈশবে এক জননীর হস্ত হইতে আহাদের দ্রব্য কাড়াকাড়ি করিয়াছি, মাতার হৃদয় ভ্রাতৃগৃহে বসিয়া বিবাদ করিয়াছি, যৌবন ও শিক্ষার কি এই কল হইবে যে সে আমার হৃদয় হইতে দশ যোজন দূরে গিয়া পড়িবে?

ভ্রাতাতে ভ্রাতাতে একগৃহে বাস স্তত্রাং দূরত্বের অধিক সম্ভাবনা নাই। কিন্তু যেখানে নীচতা যেখানে স্বার্থপরতা সেইখানেই বিরোধ।

কিন্তু প্রকৃত ঐশ্বর্যোপাসক ভালবাসার স্বপ্নের দিকে দেখিবেন। যে আমাকে একবার ভালবাসিয়াছে এবং আমি তাহাকে একবার ভালবাসিয়াছি, তাহার নিকট এমন স্বপ্ন বন্ধ হইয়াছি, তাহার জন্য চিরদিন দায়ী থাকিব। অর্থাৎ একবার ঐ স্বপ্নের জন্য আদানতে অভিযোগ করিয়া ক্রেশ দিলেও যেমন ভরনোকের স্বপ্নদার রাগ না, সেইরূপ ভ্রাতা যদি অদ্য বিকল হল তাহার স্বপ্নদায় কোথায় যাইবে।

একদিন একজন সুবা পুরুষ বলিলেন, “অতি শৈশবে আমাদের পিতার পরলোক হয়, পিতাকে আমরা দেখিনাই, মোটে ভ্রাতাই পিতার কার্য্য করিয়াছিলেন। এখন তাঁহার এক বিধবা পত্নী আছেন, যদি আমরা থাকিতে তাঁহার কোন প্রকার ক্রেশ হয়, আমরা অপরাধী হইব; তিনি বিরূপ হইলেও তাহাকে সুখী করিবার চেষ্টা করা আমাদের কর্তব্য।” প্রকৃত ভাব এই; ভালবাসার স্বপ্ন মরিলে ও যায় না।

আর এক সময় আর একজন মহাত্মা বলিয়াছিলেন, “ভ্রাতারা স্বার্থপরতার উত্তেজনায় ও অমত্যের পরামর্শে আমাকে শত্রুর ন্যায় নির্ধাতন করিহেঁচেন, আমি কি প্রতি-হিংসা করিতে পারি! যদিও তাহাদের প্রতি বিরক্ত হই; আমার ভ্রাতৃবধূ, ভ্রাতৃপুত্রীগুলির ক্রেশ দেখিতে কি পারি!” প্রকৃত মনখী লোকের এই ভাব। জল যেমন বসে পড়িলে স্ত্র প্রিয়; অনেক দূর যায়, ভালবাসা তেমনি একবার যাহার উপর পড়ে তাহার সম্পর্ক যতদূর ততদূর গিয়া থাকে।

এক ভ্রাতা উপার্জন করিবেন দশজন অলস হইয়া আহার করিবেন, ইহা ঈশ্বরের ইচ্ছা নয়। স্বাধীনভাবে পরিশ্রম করা মানবের প্রেষ্ঠ সুখ ও সর্বশ্রেষ্ঠ অধিকার। কিন্তু অসম্পন্ন ভ্রাতা যদি দুঃস্থ ভ্রাতার সাহায্যার্থ অগ্রসর না হন তিনি ঈশ্বরের নিকট দারী।

সকল যদি ভাই ভগিনী রে সর্বদা একত্র থাকিতে পাই-
বেন জগৎ সুখ। কিন্তু যথো যথো সকল যদি সপরিবারে

এক গৃহে মিলিবার উপায় করি কর্তব্য। এই জনাই বোধ হয় ভ্রাতৃ দ্বিতীয়ার সৃষ্টি হইয়া থাকিবে। এক পিতা মাতার রক্ত যতদূর আছে সকল গুলি একত্র মিলিতেও কত সুখ! সে ছবি কল্পনার চক্ষে দেখিতেও সুখ।

মতভেদ নিবন্ধন ভ্রাতাতে ভ্রাতাতে যদি বিরোধ হয় হটক, তাহাতে ভাল বাসার স্বপ্ন ত মুছিয়া যাইতেছে না।

যদি কোন ভাই ভগিনী চুচরিয়া হয়, অপরে হয়ত স্বপ্না পূর্বক পরিত্যাগ করিবে, কিন্তু আমি তাঁহার গুণ দেখাইতে ও তিরস্কার করিতে ছাড়িব না। অথচ কিন্তু বাজ যেমন অপর পক্ষীর পশ্চাতে ধাবিত হইয়া স্বর্গ মর্ত্য পরিভ্রমণ করে তথাপি তাহাকে না ধরিয়াকে কে না, আমিও সেইরূপ তাহাকে না কিরাটরা ফিরিব না। একজন যদি প্রার্থনা সহকারে কাহারও উদ্ধার সাধনের প্রতিজ্ঞা করিয়া পশ্চাৎ ধাবিত হয়, সাধ্য কি তাহার যে হস্ত ছাড়াইয়া যায়। আম-
রাই সংসংকল্প সাধনে পরিশ্রান্ত হইয়া পড়ি। ঈশ্বর পরি-
শ্রান্ত হন না। এইখানেই দেবভাব ও মানব ভাবে প্রভেদ।

ভাই ভগিনীর সমবেত প্রার্থনা।

সকল পরিবারের পিতা মাতা পরমেশ্বর! আমরা সমুদায় ভাই ভগিনী একত্র হইয়া আজ করযোড়ে তোমার পবিত্র সমিধান উপস্থিত হইতেছি। মঙ্গলময়! তুমি তোমার মঙ্গল উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ করিবার জন্য আমাদের অতি পবিত্র ও মধুর সম্পর্কে বন্ধ করিয়াছ। জগদীশ্বর! জনক জননী তোমা-
রই মঙ্গল ভাবের প্রতিকৃতি স্বরূপ হইয়া বাল্যকালে আমা-
দিগকে লালন পালন করিয়াছেন। আমরা বাল্যকালে এক ক্রোড়ে প্রতিপালিত হইয়াছি, একপাত্র হইতে অন্ন, পান গ্রহণ করিয়াছি; এক শয্যাতে শয়ন করিয়াছি, আমাদের জীবনের স্রোত সকল সম্পূর্ণরূপে যেন মিশিয়া প্রবাহিত হই-
য়াছে। জগদীশ্বর! কার্য্যবশতঃ ও অবস্থার বিভিন্নতাবশতঃ যদিও তৎপরে আমাদের জীবন স্রোত ভিন্ন ভিন্ন পথে ধাবিত হইতেছে, তথাপি আমরা সেই পিতা মাতার সন্তান, সেই এক রক্ত আমাদের শিরাতে শিরাতে প্রবাহিত। অনন্ত প্রেমের আধার! তুমি যে অমৃত্যু ও ব্রহ্ম হস্তে আমাদের বন্ধ করিয়াছ তাহা যে আর ছিন্ন হইবার নয়; যে ভালবাসার স্বপ্নে আমরা পরস্পরের নিকট স্বামী হইয়াছি, সে স্বপ্ন যে সম্পূর্ণরূপে শোধ হইবার নয়। মরিলেও সে স্বপ্ন শোধ হইবে না। তবে জগদীশ্বর! আজ আমাদের ভাই ভগিনীর গলগল তৈমার নিকট এই নিবেদন, তুমি এই কৃপা কর যেন আমরা আমাদের সম্পর্কের মধুরতা সম্পূর্ণরূপে উপ-
লব্ধি করিতে সমর্থ হই; আমাদের পরস্পরের গৃহ যেন পর-
স্পরের পক্ষে সুখের স্থান হয়; পরস্পরের সুখ দুঃখে যেন পরস্পরের সুখ দুঃখ হয়। আমাদের সকল পরিবার যেন এক পরিবারের অঙ্গ হইয়া থাকে।

(১) সংক্ষেপ ।

ঈশ্বরের আরাধনার সময় চিত্ত যদি সামান্য বিষয় চিন্তার দিকে খাতিত হয় তাহা হইলে ঈশ্বরের অপমান করা হয় । এক ব্যক্তি রাজ-সকালে কোন প্রার্থনা জানাইতে গিয়া প্রার্থনা জানাইতে জানাইতে যদি তাহা ফেলিয়া একটা মক্ষিকা ধরিবার জন্য ব্যস্ত হয়, তাহা হইলে কি সেই রাজার অপমান করা হয় না ? — স্পার্কিয়ান সাহেব ।

চিত্তের প্রসন্নতা যেন বাস্পীয় যানের চক্রসকলের বসার ন্যায় । চক্রসকলে যখন বসা না থাকে, চক্রগুলি উষ্ণ হইয়া উঠে, এবং গতির বোধ করিতে থাকে । চিত্তে প্রসন্নতা না থাকিলে, কার্য করিতে গেলেই লোকে উষ্ণ হইয়া উঠে ও কার্য করিতে পারে না । — এ, ২.

যেমন এক বিদ্যু শিশির জলে অসীম আকাশ প্রতি বিদ্যিত হয়, সেইরূপ একবিদ্যু পুণ্য বা প্রীতির মধ্যে অনন্ত ঈশ্বরকে যেন প্রতিবিদ্যিত দেখা যায় । ৩.

বালকেরা আম্র আহার করিবার সময় যেই আম্রটা চাপিয়া ধরিল অমনি তাহার বীজটা বেগে বাহির হইয়া উঠে উঠিয়া গেল, কেবল ত্বকখানি হস্তে রহিল । সেইরূপ বিপদ যখন সাধুর শরীরকে চাপিয়া ধরে, তাহার আত্মাটা বেগে উঠে উঠিয়া যায় । ৪.

মানবের মন বাকুর ও বিষয়াসক্তি জল । বিষয়াসক্তি না সুধাইলে সে মনে ধর্ম্মাগ্নি লাগে না । — অজ্ঞাত লেখক । ৫

একুপ প্রবাদ, শৃগাল পথ প্রদর্শক হইয়া সিংহকে শিকারে লইয়া যায় । পাপ রূপ শত্রুর ও হুইটী শৃগাল আছে, আলস্য এবং সুখ স্পৃহা । ৬

পলাতুটী বতদিন কাঁচা ও সরস থাকে ততদিন তাহার স্বরীভূত আবরণগুলিকে সহজে অন্তরিত করা যায় না ; কিন্তু শুষ্ক পলাতুর আবরণ অন্তরিত করিতে প্রয়াস পাতিতে হয় না, আপনিই ছাড়িয়া আসে । সেইরূপ কোন ধর্ম্মসমাজের মধ্যে যতক্ষণ ভক্তিরস থাকে ততক্ষণ সে সমাজের একটা লোককে অপর গুলি হইতে অন্তরিত করাই ইচ্ছা করি কিন্তু যদি তাহাদের মধ্যে ভক্তিরস না থাকে তাহারা আপন আপন সরিয়া পড়ে । — সাধু জনের উক্তি । ৭

উর্ধ্ব নাতির আলের মধ্য স্থলে যদি একটা পতঙ্গ পতিত হয়, অমনি চারিদিকের স্ত্রী গুলি আসিয়া তাহাকে একেবারে বন্ধ করিয়া ফেলে, এবং যাহা বাকি থাকে উর্ধ্বনাতি স্বয়ং আসিয়া করিয়া দেয় । ঈশ্বর মানবাত্মাকে ধরিবার জন্য তাহার প্রিয় কার্য রূপ যেকোন পাকিয়াছেন যে ব্যক্তি দিগ বিদিক্‌ জ্ঞান শূন্য হইয়া একবার তাহার মধ্যস্থলে আসিয়া পড়ে, সে

তৎক্ষণাৎ পতঙ্গ হইয়া যার এবং ঈশ্বর স্বয়ং তাহাকে রূপা হইতে আঁড় ও জড়িত করেন, তাহার আর সংসারে ফিরিবার উপায় থাকে না । ৮

সংবাদসার ।

আমেরিকাতে কোন কোন স্থানে এখনও একরূপ আছে, যে সেখানে রোমান ক্যাথলিক ভিন্ন অন্য কোন খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের উপাসনাদি হইতে পারে না । কিন্তু কালের ও সভ্যতার কি মহিমা, সে সকল দেশের সংকীর্ণতা ও ক্রমে দূর হইতেছে । মস্কোতে বের্লিন নামক দেশে মস্কো নদী পরিবর্তিত হইয়া অন্যান্য স্থানের মধ্যে ধর্ম্ম বিষয়ে স্বাধীনতা প্রদত্ত হইয়াছে । ইতিপূর্বে দেশ মধ্যে যে অল্প সাংখ্যিক প্রোটেষ্ট্যান্ট ছিল, তাহারা হেচ্ছামত উপাসনার্থ কোন প্রকাশ্য উপাসনা স্থানে সমবেত হইতে পারিত না । নতুন মহিমতা সে রাস্তা বিধি বহিত করিয়াছেন ।

কিউবা নামক দ্বীপে, নয় বৎসর পূর্বে একরূপ কঠোর বিধি ছিল । প্রোটেষ্ট্যান্টগণ নগর মধ্যে উপাসনার স্থান প্রাপ্ত না হইয়া একখানি জাহাজে প্রতিবিলবার উপাসনার্থ মিলিত । কিউবা দ্বীপের সে কঠোর রাস্তা বিধিও পরিবর্তিত হইয়াছে । আমরা ধর্ম্ম বিষয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীনতার পক্ষপাতি স্তব্রায় পৃথিবীর যেদেশে এবিষয়ের উন্নতি দেখা যায়, তাহাতেই আমাদের আনন্দ হয় ।

ইংলণ্ডের লোক প্রসিদ্ধ ব্রাড্‌লা নামক নাস্তিককে নিম্নোক্তন করিবার চেষ্টা করিয়া এই করিয়াছেন, যে তাহার মান সম্মুখ ও পদ বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছেন । “নাশনাস রিকারমার” নামে ব্রাড্‌লা সাহেবের যে এক সংবাদপত্র আছে, তাহার গ্রাহক সংখ্যা ২০০০০ মহত্ব হইয়া দাঁড়াইয়াছে, এবং এখন দলে দলে লোক তাহার বক্তৃতা শুনিতে আসিতে আরম্ভ করিয়াছে । ইহাতে একটা শিক্ষা পাওয়া যায় । যাহারা বলপূর্ব্বক কোন মত বা বিশ্বাসকে দমন করিতে চায় তাহাদের ন্যায় ভ্রান্ত আর জগতে নাই ; তাহাতে ঠিক বিপরীত ফল উৎপন্ন করে ।

কিছু দিন হইল আমেরিকা দেশে একখানি জাহাজে আগুন লাগিয়াছিল । উক্ত জাহাজে অপরাপর আরোহীর মধ্যে একজন স্ত্রীতি বর্ষাধিক বয়স্ক বৃদ্ধ ও তাহার কন্যা ছিলেন । আরোহীরা সকলে স্বস্থ প্রাণ রক্ষার উপায় বিধানে ব্যস্ত হইল । কন্যাটি বৃদ্ধ পিতাকে লইয়া বিপর্য হইলেন । বৃদ্ধ বিপদে পড়িয়া একেবারে হতবুদ্ধি ও জড়প্রায় হইয়া গেলেন । কন্যাটি পিতার শরীরে সমস্ত গণোপযোগী বস্তু ধাঁধিয়া দিয়া বার বার বলিতে লাগিলেন “বাবা একটু বল প্রকাশ করিয়া, লাফাইয়া পড়, ” বৃদ্ধের হস্ত পদ যেন অচল । কন্যাটি ব্যাকুল হইয়া চতুর্দিকের লোকদিগকে সাহায্যের জন্য অহুরোধ করিতে লাগিলেন, এবং নিজের সাধ্যে বৃত্তদূর হয় বল প্রয়োগ করিতে লাগিলেন ; কিন্তু কে বা শুনে কেবা সাহায্য করে । এদিকে প্রজলিত অনলের লিখা সকল আসিয়া কন্যাটিকে আক্রমণ করিয়াছে, তখন কন্যাটি নিরাশ

হইয়া পিতার কঠালিঙ্গন করিলেন; তাহার বলি সংযুক্ত
কপোলদেশে বার বার চূপন করিতে লাগিলেন, এবং জন্মের
মত বিদায় লইয়া নিজে জলে ঝপ্প দিয়া পড়িলেন, বুদ্ধ
তখনও অচলভাবে ত্যজমান রহিয়াছেন ক্রমে প্রজ্বলিত
জ্বালাগ্নির মধ্যে অদর্শন হইয়া গেলেন। কন্যাটির শ্রাণ
রক্ষিত হইয়াছিল।

ভারতবর্ষে জাতিভেদের ন্যায় ধর্ম প্রচারের ও সকল
প্রকার উন্নতির শত্রু আর নাই। ইংরাজেরা শত বর্ষের
অধিক কাল ভারতবর্ষ অধিকার করিয়া আছেন এবং এদেশে
খ্রীষ্ট ধর্ম প্রচারকগণ বিপিনেতে তাহাদের ধর্ম প্রচার করিবার
প্রয়াস পাইতেছেন; তথাপি এদেশে খ্রীষ্ট ধর্ম প্রচার
প্রকার বন্ধ বলিলেই হয়। চীন দেশ স্বাধীন সেখানে খ্রীষ্টীয়
প্রচারকগণ এক স্বাধীনতার সহিত ধর্ম প্রচার করিতে
পারেন না, তথাপি সেখানে খ্রীষ্ট ধর্মের যেকোন বহুল প্রচার
হইতেছে স্বরণ করিলে চমৎকৃত হইতে হয়। একজন
পণ্ডিত বলিয়াছেন যে এখন বর্ষে বর্ষে যেকোন খ্রীষ্ট ধর্ম প্রচা-
রের প্রবৃত্তি দেখা দাইতেছে, তাহাতে আর ৩০ বৎসরের মধ্যে
খ্রীষ্টানের সংখ্যা ১২৬০০০০০ বার কোটি ঘটি লক্ষ হইবে।
চীন সাম্রাজ্য বৌদ্ধধর্মের প্রধান আশ্রয় স্থান ছিল, বুদ্ধি বা
গীষ্টের জয় পতাকা সেখানে অচিরে উড়ান হয়। চীন
দিগের মধ্যে জাতিভেদ না থাকাই ইহার প্রধান কারণ।
বৌদ্ধধর্মের ব্রাহ্মসমাজকে কতদিনে এরূপ বলবান করিবেন
যে তাহারা দেশ বিদেশে এইরূপ প্রচারক প্রেরণ করিতে
সমর্থ হইবেন।

একটা স্মৃতির সংবাদ এষ্ট, যে সুরাপানের অনিষ্ট কবি-
তার দিকে ক্রমেই ইংলণ্ডের লোকের দৃষ্টি আকর্ষিত হইতেছে।
কিছু দিন হইল সার উইলফ্রিড লাসন নামক একজন পার্লে-
মেন্ট সভার সদাশয় সভ্যের যজ্ঞে "লোকাল অপশন" নামে
একটা বিল বিবরণ হইয়া গিয়াছে। উক্ত রাজবিবির মর্ম্ম
এই, যে কোন স্থানে শ্রেণিকালয় পুলিশের অধীনস্থ দিবার
পূর্বে তৎস্থানের অধিবাসিদিগের মত জিজ্ঞাসা করিতে
হইবে, যদি অধিকাংশ লোকে বিরোধী হয়, গবর্ণমেন্ট অমু-
মতি দিতে পারিবেন না। এতদ্বির আর একটা বিল উপ-
স্থিত করা হইয়াছে তাহার মর্ম্ম এই যে রবিবার কোন
দোকানে সুরা বিক্রীত হইতে পারিবে না। এবিষয়ে যত
কঠোর বিধি হয় ততই আনন্দের বিষয় কারণ এই পাপের
ন্যায় ইংলণ্ডের শত্রু আর নাই।

ব্রাহ্মসমাজ।

পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, কলিকাতাতে কয়েক দিন
বাস করিয়া পুনরায় ঢাকায় প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছেন। তাহার
কলিকাতা বাস কালে কলিকাতাহ উপাসক মণ্ডলীতে একটি
উপদেশে ধর্ম পথের সাধকের পক্ষে দুইটা সদগুণকে নিতান্ত
প্রয়োজনীয় বলিয়া উল্লেখ করেন। প্রথম, ভক্তি ও প্রীতির
জন্য ব্যাকুলতা, দ্বিতীয় ধর্ম বুদ্ধিকে পথ প্রদর্শক আলোকের

ন্যায় অবলম্বন করিয়া অবিচারিত চিত্তে তাহার অনুগমন
করা। গোস্বামী মহাশয় নিজের জীবনের দুইটা ঘটনার
উল্লেখ করিয়া উক্ত উভয় সত্যকে আরও দৃঢ়রূপে লোকের
মনে মুদ্রিত করিয়াছিলেন। বাস্তবিক ব্রাহ্ম পাঠক! এই
দুইটাই ধর্ম সাধকের প্রধান লক্ষণ, এ দুইটির একটি যদি
হীন হয়, আধ্যাত্মিক অগতি অনিবার্য।

পণ্ডিত শিবনারায়ণ অগ্নিহোত্রী গত ত্রীমাসকালের সময়
অনুত মহেরে ধর্ম প্রচারার্থ গমন করেন, সুস্বাকার ভজন
সভাতে উপাসনা এবং প্রকাশ্য বক্তৃতা দিতে কয়েক দিন
অতিবাহিত হয়। একদিন তিনি গুরু দরবারের নিকটে
অনাবৃত স্থানে একটা উপদেশ দিয়াছিলেন সে উপদেশটিতে
অনেকের চিত্তকে ব্রাহ্মধর্মের দিকে আকৃষ্ট করিয়াছে। পণ্ডিত
অগ্নিহোত্রী তৎপরে মূলস্থানে গমন করেন।

পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন অবশেষে আসাম প্রদেশ
পরিভ্রমণ করিতেছেন। তাহার আসামের প্রচার কার্য এক
প্রকার সমাপ্ত হইয়াছে। তিনি যখন শিবসাগর পরিভ্রমণ
করেন, তখন সেখানকার ছাত্রগণ একটা প্রকাশ্য সভা
করিয়া তাহাকে একখানি অভিনন্দন পত্র দিয়াছে। ঐ
অভিনন্দন পত্রে তাহারা তাহাকে আসামের প্রথম হিতৈষী
বন্ধু বলিয়া কৃতজ্ঞতা জানাইয়াছেন। রামকুমার বাবু ক্রী
অভিনন্দনের উত্তরে যে বক্তৃতা করেন তাহাতে ছাত্রেরা বিশেষ
প্রীতি লাভ করিয়াছে। তিনি একবার কাছাড়, খ্রীষ্ট প্রভৃ-
তির অভিমুখে দাইবার সংকল্প করিতেছেন।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভা মার্চের ২১শি স্থায়ী হইবেন,
যে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা গৃহের উষ্টভাও রেজি-
ষ্ট্রী হইয়া গিয়াছে। আনন্দের একটি প্রধান কর্তব্য
স্মৃতি হইল।

১ লা আগষ্ট রবিবার বঙ্গ মহিলা সমাজের জন্মদিন উপ-
লক্ষে বিশেষ মীড়া হইয়াছিল। উক্ত দিবস রমণীরা সভা স্থল
অতি পরিপাটীরূপে সজ্জিত করিয়াছিলেন। ত্রীমুখ বাবু
উমেশচন্দ্র দত্ত উপাসনা কাণ্ড সম্পাদন করেন। প্রায় ৩০
জন মহিলা ও ২০ টা বালক বালিকা উপস্থিত ছিলেন।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ১৮৮০ সালের এপ্রেল,

মে ও জুনমাসের সংক্ষিপ্ত আয়

ব্যয়ের বিবরণ।

আয়।

প্রচার বিভাগ।

মাসিক দান	২৯১১।০
বার্ষিক দান	১৮৮।০
এককালীন	৬৩
পাথের	১৭৮।৫

সাধারণবিভাগ ।		বার্ষিক দান ।	
মাসিক দান	১৭.১০	জলপাইগুড়ি ব্রাহ্মসমাজ	৬৬০
বার্ষিক দান	৪১৭৮/০	বাবু রজনীনাথ রায়	৫
	৫৬৮১৮/০	,, মহেন্দ্রনাথ দাঁ	১
পুস্তক বিক্রয় ।		,, নীলমণি ধর	৪
সমাজের	৬৮.৫	,, হরকান্ত সেন	২
অপরের	২৯৮/০		১৮৮০
	২৭১৮/১	এককালীন দান ।	
তত্ত্ব-কৌমুদী	১৮৪/১	বাবু শিবচন্দ্র দেব	৭০
ঋণ গ্রহণ	২০	শ্রীমতী অম্বিকা দেব	১০
গচ্ছিত	৪২৮৩/৫	বাবু গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	৩
	১৩১১		৬৩
পূর্বস্থিত	১২৮/৫	কোরগর ব্রাহ্মসমাজ	২৮৫
মেট	১৩০৩৮/৫	পূর্ণীয়া ব্রাহ্মসমাজ	১৫
ব্যয় ।			১৭৮৫
প্রচার কার্যের ব্যয়	৪২৫/৫	দমট	
সাধারণ কার্যের ব্যয়	১২৩৮৮/০		৩০১২৫
পুস্তক হিসাবে	৩৩৬/০	সাধারণ ফণ্ড ।	
তত্ত্ব কৌমুদী	১২২৮৮/০	মাসিক দান ।	
ঋণ শোধ	১৮৩৮৮/০	বাবু হরকুমার রায়চৌধুরী	৯
গচ্ছিত প্রত্যাৰ্পণ	১০৮/১০	,, ভগবানচন্দ্র বসু	২৫
জনদান গঃ পুস্তক	২৮/০	,, কেদারনাথ রায়	৩
মেট ব্যয়	১২৮৩৮/৫	,, গিরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	১১০
স্থিত	১২০১০	,, গিরিশচন্দ্র রায়	৩
সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ১৮৮০ সালের এপ্রেল		,, দেবেন্দ্রনাথ বোস	১৪
মে ও জুনমাসের দান-আদায়ের বিবরণ ।		,, প্রাণকৃষ্ণ দত্ত	৭০
প্রচার ফণ্ড ।		,, আনন্দমোহন বসু	৬
মাসিক দান ।		,, রাণালচন্দ্র সেন	৩
বাবু রজনীনাথ চক্রবর্তী		,, মোহিনীমোহন বসু	৬
,, কৃষ্ণকুমার মিত্র	৭০	,, শুকচরণ মহালানবিস	২
,, হর্গামোহন দাস	১২০	,, শিবকৃষ্ণ দত্ত	২
,, কেদারনাথ রায়	৩	,, শিবচন্দ্র দেব	৬
,, কোরগর ব্রাহ্মসমাজ	১২	,, হর্গামোহন দাস	১২
,, আদিত্যকুমার চট্টোপাধ্যায়	১১০	,, প্রাণকৃষ্ণ দত্ত	৭০
,, ভুবনমোহন দাস	২৪	,, ভুবনমোহন দাস	৬
,, ভুবনেশ্বর গুপ্ত	১২	,, শ্রীমন্ত চট্টোপাধ্যায়	১১০
,, কালীনাথ দে	১০১০	,, ডাক্তর প্রসন্নকুমার রায়	২৪
,, আনন্দমোহন বসু	৬৯	,, কৃষ্ণদয়াল রায়	৬
,, কালীশঙ্কর মুকুল	২	,, কালীনাথ দে	৭
,, শুকচরণ মহালানবিস	৪	শ্রীমতী অন্নপূর্ণা চট্টোপাধ্যায়	১১০
,, আনন্দচন্দ্র রায়	১২		১৫১০
,, নবীনচন্দ্র ঘোষ	৯	বার্ষিক দান ।	
,, শিবচন্দ্র দেব	২	বাবু দ্বারকানাথ গাঙ্গুলি	৩৬০
,, উনেশচন্দ্র গুহ	৪	,, স্বর্গাক্ষর চট্টোপাধ্যায়	১
	২২১১০	,, গৌরীশঙ্কর দে	১১০

বাবু শিবনাথ শাস্ত্রী	১	বাবু দেবী প্রবন্ধ রায় চৌধুরী	১
„ জগদ্বজ্ঞ ভাট্ট	২	„ নবদ্বীপচন্দ্র দাস	২
„ কেশবনাথ মুখোপাধ্যায়	১১	„ গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	৩
„ তারাকিশোর চৌধুরী	১	„ কেশবনাথ চৌধুরী	৩
„ কৈলাসচন্দ্র সেন	১	„ শ্যামচন্দ্র বসু	৩
„ ভুবনমোহন ঘোষ	৬	„ চাঁদমোহন মৈত্র	২
শ্রীমতি জগৎলক্ষ্মী ঘোষ	২	„ কৈলাসচন্দ্র চক্রবর্তী	১
বাবু কেশবনাথ মিত্র	১	„ হেমচন্দ্র স্ত্র	১
বাবু উপেন্দ্রনাথ পাল	১১	„ মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	১
„ রাখাকান্ত ঘোষ	৩	„ উমেশচন্দ্র চক্রবর্তী	১১
শ্রীমতী নবলক্ষ্মী ঘোষ	১	„ প্রমাদদাস মল্লিক	১১
বাবু কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	১	„ হরকান্ত সেন	৩
„ কালীপ্রসন্ন রায়	১১	„ নন্দলাল নিয়োগী	১
„ ভুবনেশ্বর গুপ্ত	৩	„ কুমুদিনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়	১০
মরদার দয়াল সিংহ	১৫০	„ নবকুমার সমাদার	১
বাবু গুরুদয়াল সিংহ	৩	„ বৈষ্ণবনারায়ণ দাস	১১০
„ দ্বারকানাথ বিশ্বাস	১	„ হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	১০
„ কানাইলাল পাইন	২	„ রজনীকান্ত নিয়োগী	১
„ উদয় রাম দাস	২	„ প্যারীমোহন গুপ্ত	১
„ মহেন্দ্রলাল মল্লিক	১	„ অন্তর্ভুক্ত চক্রবর্তী	১০
„ রজনীনাথ রায়	৫	„ ভগবতীচরণ মিত্র	১
শ্রীমতী বিপ্লবী রায়	১০	„ বৈষ্ণোকাননাথ দেব	১
বাবু নগেন্দ্রনাথ চৌধুরী	২	„ জগদীশ বসু	১
„ শশীভূষণ বিশ্বাস	২	„ হেমচন্দ্র মৈত্র	১
„ কৃষ্ণচন্দ্র নাথ	১	„ কালীকুমার ঘোষ	৬
„ নীলাধর হুই	১	শ্রীমতী ক্ষেত্রদা মিত্র	২
„ রাখাবিনোদ রায়	৩	বাবু নীলমণি ধর	১
„ রজনীকান্ত মিত্র	১	„ বীরেশ্বর সান্যাল	১০
„ রাজকৃষ্ণ বিদ্যাস্ত	১	„ প্রসন্নকুমার রায় চৌধুরী	১
„ রামলাল শাহা	৩	„ জয়শঙ্কর দে	১
„ নবীনচন্দ্র ঘোষ	১	„ প্রমদাচরণ সেন	১০
„ গোবিন্দচন্দ্র বসু	১	„ অক্ষয়কুমার সেন	১০
„ ভোলানাথ মেট	১১০	„ মহেশ্বর চক্রবর্তী	১০
„ হরনাথ বসু	১১	„ আশুতোষ চট্টোপাধ্যায়	১
„ নবীনচন্দ্র রায়	৬	„ বাণীকান্ত রায় চৌধুরী	১০
„ গোপালচন্দ্র মল্লিক	২	„ নন্দগোপাল ভাট্ট	১
„ কুমুদবিহারী সামন্ত	২	„ বৈষ্ণবচরণ মল্লিক	৩
„ অধরলাল মেন	২	„ শ্রীনাথচন্দ্র মিত্র	১
„ লক্ষ্মীনারায়ণ সেন	১১	„ কমলকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়	৩
„ শিবচন্দ্র দাস	১১	„ ক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী	৩
„ মুকুন্দনাথ সেন	৮	„ রজনীকান্ত গুপ্ত	৩১০
„ ভগবানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	১	„ গোপালচন্দ্র মজুমদার	১
„ অবিনাশচন্দ্র দাস	১	„ লালনচন্দ্র মজুমদার	১
„ আদিত্যচরণ মল্লিক	৫	„ কৈলাসচন্দ্র মজুমদার	১
„ কুড়নচন্দ্র মল্লিক	১	„ প্যারীলাল অধিকারী	১
„ জগদীশচন্দ্র বসু	৩১	„ ঈশ্বরচন্দ্র অধিকারী	১

বাবু তারিণীচরণ সামান্য	১
„ হরিপদ বহু	১
„ রাধাবিনোদ দাস	১০
„ প্রবোধচন্দ্র দে	১০
„ শারদাপ্রসন্ন সেন	১০
„ রমানাথ চট্টোপাধ্যায়	৫
„ হরিনাথ মজুমদার	১
„ কৃষ্ণপ্রসন্ন মিত্র	১
„ উমেশচন্দ্র বোষ	১০
শ্রীমতী কাদম্বিনী বহু	১
বাবু আশুতোষ মিত্র	৬
„ অনন্দেরায়	৩
„ গঙ্গাগোবিন্দ নন্দী	৩
„ রজনীশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়	১
„ আনন্দমোহন বর্দ্ধন	১১০
„ কল্পকৃষ্ণ বোষ	১
„ মহেন্দ্রনাথ সরকার	২
শ্রীমতী কাদম্বিনী নন্দী	১
বাবু গোপালচন্দ্র সরকার	১০
„ কালীকান্ত সেন	১০
„ কালীকুমার চট্টোপাধ্যায়	৩
„ শরচ্চন্দ্র বোষ	১
„ কে, জি, গুপ্ত	১২
„ সুন্দরীমোহন দাস	১
„ মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	১০
„ উপেন্দ্রনাথ মিত্র	৬
„ কৈলাসচন্দ্র বাগ্‌চী	৩
„ গোপাল নারায়ণ মজুমদার	১০
„ চন্দ্রনাথ চক্রবর্তী	৩
„ মোহিনীমোহন মজুমদার	১০
„ নীলমনি ব্রহ্মচারী	১
„ নিদানচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	১০
„ শ্রীনিবাস দাস	১১
„ দ্বারকানাথ মিত্র	২
„ কানাইলাল পণ্ডিত	২
„ প্যারীমোহন বোষ	২
„ রাধেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার	২
„ উমেশচন্দ্র রায়	১৫
„ অবিনাশচন্দ্র চাম্পাভী	১
শ্রীমতী মনোমোহিনী বন্দ্যোপাধ্যায়	৪

মোট বার্ষিক দান ৪১৭৮০

বিজ্ঞাপন।

আগামী এই সেপ্টেম্বর রবিবার ৩ ঘটিকার সময় মৃজাপুর টুট ১৩ নং ভবনে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের একটি বিশেষ অধিবেশন হইবে।

বিবেচ্য বিষয়।

১। সভা মনোনয়ন।

২। অধ্যক্ষ সভাপতি মনোনীত একজন সভ্যের ক্ষমতা-মোদন।

৩। অধ্যক্ষ সভার দুইজন সভা নিয়োগ।

৪। বিবিধ।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কার্যালয় } শ্রীমোহিনীমোহন বহু।
১৮৮০। ১লা আগষ্ট। } সম্পাদক।

দীপ্ত শিরার অভিসেক।

সরল পদ্য প্রার্থনা পূর্ণ এই ক্ষুদ্র পুস্তক থানি ব্রাহ্মসমাজে এক সময়ে অত্যন্ত আদরের বস্তু ছিল। অনেক দিন ইহা অপ্রাপ্য হওয়াতে পুনর্মুদ্রিত হইয়া প্রচারিত হইয়াছে। ঐহাদিগের প্রয়োজন হয়, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কার্যালয়ে প্রদ করিলে প্রাপ্ত হইবেন। মূল্য ৮০ আনা মাত্র।

রবিবারের ছাত্র সমিতির উপদেশ সকল গ্রন্থাকারে মুদ্রিত করিয়া বিক্রীত হইতেছে। এইসকল ১৩ নং মৃজাপুর টুট ভবনে আনার নামে মূল্য সহ পত্র লিপিলে, উক্ত গ্রন্থ তাঁহাদের নিকট প্রেরিত হইবে।

প্রার্থনার আবশ্যিকতা ও মুক্তিযুক্ততা ১০
হাত ভেদ ১০
১৩ নং মৃজাপুর টুট } শ্রীমোহিনীমোহন বহু।
১১ আবে। } সহঃ সম্পাদক।

আগামী ১৫ই সেপ্টেম্বর আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম সংখ্যা গণনাথ ফরম মুদ্রিত হইয়াছে। ঐহাদের প্রয়োজন হইবে, পূর্ণাঙ্গ অঙ্গগত করিয়া বাপিত করিবেন।

তত্ত্বকৌমুদীর প্রথম ভাগের প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা বাদে প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ একত্রে বাক্যই হইয়া বিজ্ঞাপন আকির্ষে প্রস্তুত আছে মূল্য ৪, ডাকমাঙ্ক ১০০

কার্য্যালয়

বিশেষ বিজ্ঞাপন।

তত্ত্বকৌমুদীর গ্রাহকদিগের মধ্যে ঐহাদিগের নিকট দুই বৎসরের মূল্য প্রাপ্য রহিয়াছে এবং বার বার পত্র লিপিয়া ও বিজ্ঞাপন দিয়াও মূল্য প্রাপ্ত হওয়া গেল না, আমবা অত্যন্ত দুঃখের সহিত তাঁহাদিগের নিকট পত্রিকা প্রেরণে ক্ষান্ত হইতে বাধ্য হইলাম। তাঁহারা অন্ততঃ পূর্বক অন্ততঃ এক বৎসরের মূল্য পাঠাইলে পত্রিকা পুনঃ প্রেরিত হইবে।

তত্ত্ব-কৌমুদী

[পাক্ষিক পত্রিকা]

৩য় ভাগ।

৭ম সংখ্যা।

১৬ ই ভাদ্র, মঙ্গলবার, ১৮৭২ শক। ব্রাহ্ম সংবৎ ৫১।

বার্ষিক অষ্টম মলা ৭০
মুদ্রণ . . . ৩০
প্রতি খণ্ড নবক . ৫০

প্রার্থনা।

কণীশ্বর! তুমি ধর্ম প্রচারের সহায় হও, আমরা যে কিছু লিখিব বা বলিব তেঁমার সাহায্যের উপর নির্ভর করিয়া কবিত্তে পারি। এই পত্রে যাহা কিছু লিখিত হইবে আশীর্বাদ কর যেন তাহা সফল প্রসব করে, যেন তুমি তাহা তেঁমার দিকে নয় নারীর চিত্র আকৃষ্ট হয়, যেন তেঁমার ভক্ত ও অহুত হইবার বাসনা লোকের মনে উদ্ভূত হয়; যেন ব্রাহ্মগণের ধর্ম প্রবর্তি বলবতী হয়, সাধু মংকর সকল লাগতিক হয়, এবং সাধুতাপাশ্রমের প্রতিষ্ঠা দৃঢ় হয়। আমাদের নিখিল এক মঙ্গলকে তেঁমার হেতু ও ভাব দ্বারা অল্পপ্রাণিত কর, যেন তুমি প্রকৃত ধর্ম পথ্য বিষয়ে সাহায্য করে। আমরা তেঁমার রূপার উপর নির্ভর করিতেছি। তুমি আমাদের অন্তরে থাক।

যে চব্বিঘরের মধ্যে নিম্নলিখিত উপাদান গুলি দৃষ্ট হয় (১ম) প্রার্থনা জীবনের প্রবর্তি সহায় ও অবলম্বন (২য়) সাধুতার প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস (৩য়) কর্তব্য সাধনে অকুণ্ঠিত সাহস (৪র্থ) কর্তব্যের পথে অপরের বৈরভাব দেখিয়াও বৈর ভাবের অভাব (৫ম) সকল প্রকার হিতকর অনুষ্ঠানের জন্য ব্যগ্রতা। সেই প্রকার চরিত্রই আমাদের আশ্রয়িত প্রজ্ঞা আকর্ষণ করিয়া থাকে, আমরা অনেকে ঐশ্বরের উপাসনা করি কিন্তু চিন্তা করিলেই দেখিতে পাটব, প্রার্থনাকে সকল অবস্থার সহায় অতি অল্প লোকেই করিয়াছেন। প্রতি দিনের কর্তব্য ক্ষেত্রে আমাদের অতি কঠিন কঠিন প্রশ্ন উপস্থিত হয় এবং আমরা যথাসুবিধা যথাজ্ঞান মীমাংসা করিয়া থাকি, কিন্তু আরও সেই আমাদের চক্ষু ঐশ্বরের দিকে উন্মিত হয়। আমরা নিজের বুদ্ধির উপর নির্ভর করি কিন্তু সেই বুদ্ধিকে সুপথ প্রদর্শনের জন্য ঐশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি না। আমরা যত প্রকার দেশ হিতকর কার্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি তাহার অধিকাংশ স্থলে ঐশ্বরের নাম স্মরণ হয় না, ইহাও প্রার্থনা পরায়ণ লোকের লক্ষণ নয়।

• একজন বিখ্যাত মার্কিন পণ্ডিত বলিয়াছেন। লোকে সচরাচর সতর্ক হয়, পাছে অপরে তাহাদিগের প্রতি অন্যায় চরণ করে, কিন্তু প্রকৃত সাধুতা যখন জন্মিলে তখন লোকে

সতর্ক হইবে পাছে তাঁহারা নিজে অপরের প্রতি অন্যায় চরণ করে। উক্ত পণ্ডিত মানব চরিত্র গঠনের একটা মূল সন্ধান বলিয়া দিয়াছেন। প্রকৃত সাধু লোকের একটা প্রধান লক্ষণ এই যে সে রূপ ব্যক্তি সর্বদা সশক্তি, পাছে তাঁহার কোন কথা বা কার্য সত্য, ন্যায়, প্রীতি বা পবিত্রতার সীমা উল্লঙ্ঘন করে। এই কারণে এরূপ লোকে সর্বদা বিবেচনা ও প্রার্থনা পূর্বক কার্য করিয়া থাকেন কোনও পথকে বিবেকের চক্ষে সম্পূর্ণরূপে অবলম্বনীয় মনে না হইলে তাঁহারা কোন কমেই সে পথে অগ্রসর হইতে পারেন না। পাছে অদম্য হয় এই ভয়ে যেন হস্ত পদ কুণ্ঠিত হইয়া যায়। এইরূপ লোকে ধর্মভীরু বলে। অত্যাশ দোষে শিক্ষার দোষে ও প্রকৃত সাধনের অভাবে আমাদের অনেকের চরিত্রে এই ধর্ম ভীরুতা বিকশিত দেখা যায় না। আমরা কত সময় এমন কার্য করি যদ্বারা অগরের বিশেষ হানি হয়, কত সময় বিনা কার্যে এরূপ কথা প্রচারের পক্ষে সাহায্য করি যদ্বারা অপরের সুনামের বিশেষ ক্ষতি হয়। এইরূপ আচরণ করিয়া অনেক সময় পরে অনুতাপিত হইতে হইয়াছে। জগদীশ্বর আমাদেরকে ধর্ম ভীরু করুন।

চরিত্র বিষয়ে যেরূপ সতর্কতার উল্লেখ করা গেল, আধ্যাত্মিক উন্নতি সম্বন্ধেও সেইরূপ সতর্কতার প্রয়োজন। এক ব্যক্তি নিয়মপূর্বক একোপাসনা করিতেছেন, ব্রাহ্মসমাজ মধ্যে বহুদিন বেড়াইতেছেন, সকল প্রকার ব্রাহ্মজুষ্ঠান করিতেছেন, ব্রাহ্মসমাজে নানা প্রকার কার্য করিতেছেন, ইহাতেই যে তিনি নিরাপদ হইয়াছেন, এরূপ মনে করিবেন না। মানবের হ্রস্বভিসন্ধি এবং দুঃপ্রবৃত্তি সকল অতি অসংকীর্ণ ভাবে চিন্তা ও করনাদির সহিত মিশিয়া থাকে। ধর্মভীরু ব্যক্তি যেমন পাছে পথের সীমা অতিক্রম করি এই ভয়েই সতর্ক বাস্তব, প্রকৃত আধ্যাত্মিক উন্নতি প্রার্থী ব্যক্তিও সেইরূপ সর্বদা, পাছে জন্মের কোন স্থানে কোন হ্রস্বভিসন্ধি থাকিয়া যায় এই ভয়ে সশক্তি। তিনি প্রার্থনা সহকারে সর্বদা নিজের ভাব সকলকে তর তর করিয়া দেখিতেছেন। মনে কর তাঁহার বাসনা হইল এবং তিনি ঐশ্বরের অভীষ্ট বলিয়া অহুতব কবিলেন যে তিনি প্রচার কার্যকে জীবনের কার্য বলিয়া অবলম্বন করিবেন। এই বাসনার উদয় দেখিয়া তিনি নিশ্চিন্ত হইলেন না। তিনি প্রার্থনা পরায়ণ হইয়া

অনুসন্ধান আরম্ভ করিলেন, তিনি আপনাকে প্রশ্ন করিতে আরম্ভ করিলেন, আমি যে প্রচারপ্রত গ্রহণে অভিযায়ী হই-
যাছি ইহার মূলে কোন স্বার্থ আছে কি না? নিজের ভরণ-
পোষণের ভার অপরের মস্তকে দিয়া স্বাধীনভাবে বেড়াইব,
একপ ইচ্ছা অংশিকরূপেও আছে কি না? লোক প্রচা-
রকর্মে আদর সম্বল করে তাহার প্রতি লোভ আছে কি না?
ইত্যাদি। এক দিকে যেমন এই সকল প্রশ্ন করিতে থাকেন
অপর দিকে ব্যাকুল অন্তরে প্রার্থনা করিতে থাকেন।
‘ব্রাহ্মসঙ্ঘ! দেখ দেখি তোমার আধ্যাত্মিক ভাব সকলকে
একপেশরীক্য কর কি না?’ পাছে দম্ভভাব বলিয়া যেভাবে
জ্বদয়ে পোষণ কর তাহার মধ্যে কোন প্রকার দুষ্ট অভি-
সন্ধি বা ইচ্ছা থাকিয়া যায় এই ভয়ে তুমি সর্বদা সন্দেহ কি
না? পরমেশ্বর আমাদেরকে একপ সমাগ ককন।

(এক জন ইহুজাগা গৃহস্থের শিশু সন্তান ভাল কুদিত্যে।
বহু সংখ্যক লোক সেই পুষ্কবিনীর তীরে উপস্থিত হইয়া
কোলাহল করিতেছে। সকলেই অপূর্বক প্রয়োচনা করি-
তেছে, কেহই স্বয়ং গলে অবতরণ করিতেছে না; এমন সময়
এক জন ছন্দস্বর্ণ লোক উপস্থিত। সে বাজি বলিল “কি
আশঙ্কা? হোমনরা নাম না নাম না করিতে করিতে শিশুটী
যায়” এই বলিয়া সে বাজি গলে ঝপ্প দিল। তুমি অপর
দশ জন, যাহারা তীরে দণ্ডায়মান হইয়া উত্তম্য করিতেছিল,
সেই দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিল।) ব্রাহ্মসঙ্ঘ প্রচার হইব,
ব্রাহ্মসঙ্ঘের জয় হইব, ব্রাহ্মসমাজের কাহাঙ্কতে বিশ্বাস হইব
যাহারা এই ইচ্ছা করিতেছেন, তাহাদিগের তীরে লাড়ুইয়া
অপূর্বক প্রয়োচনা করিলে চলিবে না। আপনাদিগের ঝপ্প
দিল, দেখুন অপূর্ব কি না? এইরূপ দশটি লোক যদি
সন্তা ও ঈশ্বরকে সন্মান করিয়া তাহার প্রিয় কাব্য সাধনে
মন প্রাণ সমর্পণ করিতে পারেন, তাহা হইলে অচির সাগর
মধ্যে সমগ্র সমাজকে নতুন জীবন দিতে পারেন। সাধারণ
ব্রাহ্মসমাজের উৎসাহী সভ্যদিগের প্রত্যেকেই নিজ নিজ
চরিত্রে এই প্রসঙ্গ করুন তিনি সেই দশ জনের এক জন
হইবেন কি না?

আমরা অনেক স্থলে দেখিতে পাঠ এবং দেখিয়া ভ্রান্ত
হই, যে ব্রাহ্মসমাজী পীর মহাপ্রসিদ্ধির আধ্যাত্মিক সঙ্গতির
প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন। যে দম্ভকে সত্যসম্মত বলিয়া নিজে
অভ্যুভব করিয়াছেন, তাহা পীর পত্নীকে জানাইবার চেষ্টা
নাই। ইহাতে প্রকাশ পায় যে তাহার নিজে উক্ত দম্ভকে
এখনও আহার পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া অনুভব
করেন নাই। তাহার যে ব্রাহ্মসমাজের সহিত যোগ দেন
তাহা কেবল সাময়িক কোন ভাব বা সংস্কারের উত্তেজনা
বশতঃ, নতুবা এই প্রকাশ পায় যে পীর পত্নীর সঙ্গতি বা
অধোগতি হই তাহার নিকট সমান। এই উদাসীন্য এক
দিকে যেমন অতি নিষ্কণীয় অপরদিকে ইহাকে অনেক
অনিষ্ট কল প্রসব করে। পত্নী যদি কুসংস্কারাপন্ন হইয়া

থাকেন, তাহা হইলে পরিবার মধ্যে এবং পুত্র কন্যাদিগের
অন্তরে ব্রাহ্মসমাজের উদার ভাব ও পবিত্র নীতি বন্ধমূল হইবার
সম্ভাবনা অতি অল্প থাকে। ব্রাহ্ম বলিলেন এক মাত্র নিরা-
কার ঈশ্বরের উপাসনা ভিন্ন অন্য কোন উপাসনা কর্তব্য
নয়, তথাপি তাহাকে পত্নীর অনুমোদনে পুত্র কন্যাদিগের বিবা-
হের সময় পৌত্তলিকতাচরণ করিতে হইল; তিনি জানেন
জাতি ভেদ কিছু নয় কিন্তু তাহার পত্নী সন্তানদিগকে জাতি-
ভেদের শিক্ষা দিলেন; তিনি জানেন আর বয়সে পুত্র কন্যার
বিবাহ দেওয়া অকর্তব্য, পত্নীর অনুমোদনে তাহা ও দিতে
হইল, তবে আর তিনি ব্রাহ্ম হইয়া কি করিলেন? কি
অশিষ্টা? স্বা ব্রাহ্মসমাজীর নিকট নিজবিশ্বাস ও সংস্কার বাক্ত
করিতে ও তদনুসারে কাণ্য করিতে কর্তৃত্ব বা সংকুচিত হন
নয়, কিন্তু ব্রাহ্মসমাজী তাহাব অনুমোদন দিখাম স্ত্রীর নিকট
ভয়ে ভয়ে প্রোচন করিয়া বেড়ান।

তবে কি ব্রাহ্ম হইয়া তিনি দুঃখাদি পরিমাণেচন ও ঈশ্বর
তাহার কন্যাদিগের সম্ভার উপায় ককন।

সাম্প্রতিক ব্রাহ্ম।

সংস্কারের বিভিন্ন প্রকার কল্পনা করিয়া থাকেন। তাহারা
বলেন এই প্রকার ভাবের সংস্কারের ফলতঃ অনুমোদন
এই প্রকারের উদ্ভূত হইয়াছে। কল্পনা করি নাম, ইচ্ছা,
এক, তম। এই তিন প্রকার ভাবের ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণ আছে।
উক্ত লক্ষণানুসারে মানব প্রকৃতিতে তিন শ্রেণীর ভাগ
করা যায় যথা সাম্প্রতিক প্রকৃতি, সাম্প্রতিক প্রকৃতি ও সাম্প্রতিক
প্রকৃতি। এই প্রকৃতি প্রকৃতির লক্ষণ কি কি তাহা স্ব-
ভাবে বর্ণন করা আমাদের লক্ষ্য নয়, কিন্তু এই বিভিন্ন ভাবের
অনুসারে ব্রাহ্মদিগকে তিন শ্রেণীতে বিভাগ করিয়া কতক
গুলি দায়িত্ব প্রদান করা আমাদের উদ্দেশ্য।

প্রথম সাম্প্রতিক ব্রাহ্ম। ইহাদের চিন্তা শীলতা
নিতান্ত অল্প। সংস্কারের সত্য মতনের পর্যালোচনা
করিবার শক্তি নাই; নিজের অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া নিজের
দোষ গুণ বিচারের অভ্যাস নাই; কেন্ কামের
কিছুখান ফল কোন ভাবের কিছুখান গতি তাহা নিরূপণ
করিবার সানধ্য নাই। তাহারা হয়ত কোন লোকের
দিকে আকৃষ্ট হইয়া, ব্রাহ্মসমাজ মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া-
ছেন; এক সমুদায় লোক ছাড়িয়া আর এক সমুদায়কে
ধরিতেছেন; স্বাধীন ভাবে দর্শন সাধন করিতে অক্ষম; নিকাশ
বাহিরের অনুষ্ঠান ও বাহিরের কথাকর্ম মার ভাবিয়া রাখিয়া-
ছেন এবং সেই জন্য ঘোরতর বিবাদ কলহ করিয়া থাকেন;
দলাদলি করিতে ইচ্ছা অগ্রগণ্য। সমুদায় দর্শন সমাজকে
যদি একটা বাড়ী মনে করা যায়, বাড়ীর ঘরেই ইহারা সর্বদা
দণ্ডায়মান, বাহির বাড়ীর কথা লইয়াই সর্বদা বাস্তব;
ঈশ্ব-
রের উপাসনা করেন তাহাও প্রদর্শিত প্রণালী অনুসারে ও
নিতান্ত ভাসাভাসা রূপ। এই সাম্প্রতিক প্রকৃতির লক্ষণ।

সাম্প্রতিক ব্রাহ্ম তাহাদের ভাব অন্য প্রকার। তাহারা

চিত্তাশীল ও স্বাধীন চেত। কিন্তু তাঁহাদের চিত্তা অধ্যাত্মতত্ত্বের দিকে বড় আগ্রহ হয় না। বাহ্যতে উৎসাহ, ছুটাছুটি, ডাকাডাকি আছে সেই সকল কার্যে ইহাদের অধিক আদর। প্রকৃতির মধ্যে আত্ম-স্মৃতি ও স্বমতপ্রিয়তার অংশ কিঞ্চিৎ অধিক আছে; স্বভাব কিঞ্চিৎ উগ্র, মন কিঞ্চিৎ ওৎপতী, অহংবুদ্ধির বিলক্ষণ লোভ থাকিতে আপনাদিগকে সকল কার্যে দক্ষ মনে করেন; সর্বদাই লোকের প্রশংসা আশ্রয় করেন; সকল কার্যেই পৌরুষ দেখাইবার ইচ্ছার উদয় হয়; আত্মাদরের উপর কিঞ্চিৎ আঘাত পড়িলেই অসহিষ্ণু হইয়া পড়েন। বাহ্য সংস্কার কঠিন্য বিবেচনা হয় তৎক্ষণাৎ সাপন করিতে ইচ্ছা হয়; লোকের অনুরোধে ইচ্ছা বিরুদ্ধ কাণ্ড করেন না; অন্যায়চারীর প্রতি সহিষ্ণুতা প্রকাশ করিতে পারেন না। ঈশ্বরের উপাসনা করেন, কিন্তু চিত্ত সমাদানের শক্তি নাই। উপাসনার সময় চিত্ত নিতান্ত চঞ্চল হয়, সে চঞ্চলতা নিবারিত না হইতে হইতে আর বসিয়া থাকিতে পারেন না, নিতান্ত অসহিষ্ণু হইয়া পড়েন এবং চিত্ত সমাদানের চেষ্টা পরিচালনা করেন। সমাজ সংস্কার বিষয়ে ইহাদের বিশেষ উৎসাহ, সে বলিকে আধ্যাত্মিক উন্নতি অপেক্ষা প্রাধান্য মনে করেন এবং সেইরূপ কার্যে সকল বিশেষ উৎসাহ প্রকাশ করেন। ইহারা কৌতুকপ্রিয় স্ববসিক ও অভ্যন্ত সামাজিক।

সাহিত্যিক প্রাণের প্রকৃতি অন্য প্রকার। শাস্ত্রভাব এবং ভাব ও চিন্তার গভীরতা ইহাদের স্বভাবগত। ইহাদের প্রকৃতিতে উৎসাহ ও মৃদুতা, নিষ্ঠা ও অনশীলতা আশ্চর্য্য ভাবে মিশ্রিত। ইহারা বীরত্ব সহিত সকল কাণ্ড করেন, বাহির অপেক্ষা অন্তরের দিকে অধিক দৃষ্টি। ইহারা সত্যের স্বপ্ন বিচারে অত্যন্ত নিপুণ; মহনা উত্তেজিত বা সহসা অভিভূত হন না; আধ্যাত্মিক গভীরতার অতি চিত্তের বিশেষ আকর্ষণ এবং ধ্যাননিষ্ঠা ও ধর্মসাধন চরিত্রে স্থায়ীভাবে পরিণত। ইহারা জনতত্ত্ব মধ্যে থাকেন অথচ নির্জনের সুখ আনন্দন করিতে পারেন; দগদালির চক্রে পড়েন অথচ তাহার অপকৃষ্ট দোষে লিপ্ত হন না; নানাপ্রকার প্রতিবুল ঘটনার মধ্যে পণ্ডিত হন, অথচ পৈয়োর চ্যুতি হয় না। উপাসনাকালে ইহারা অতি স্নেহে চিত্তের সমাদান করেন, আত্মাকে একাগ্র করিয়া ঈশ্বরের চরণে সমর্পণ করিতে জানেন। ইহাদের আধ্যাত্মিক দৃষ্টির উজ্জ্বলতা অত্যন্ত অধিক সুতরাং ইহারা আধ্যাত্মিক রাজ্যের অনেক সত্য আবিষ্কার করিতে সমর্থ হন। ইহারা সমাজ সংস্কারকে পৌরুষের কার্য মনে করেন না, কিন্তু কঠিন্য বুদ্ধির অনুরোধে সকল প্রকার সদমুঠানে রত। ইহাদের প্রকৃতিতে অহংকার বা আত্মস্মৃতির ভাগ অতি অল্প। প্রশংসা শ্রবণে স্বভাবতঃ কুণ্ঠিত হন এবং নিঃশব্দে কার্য্য করিতে অধিক ভাল বাসেন। ইহারা কৌতুকপ্রিয় নন, কিন্তু ইহাদের মুখে এক প্রকার পবিত্র ও স্বর্গীয় প্রশংসিত দেখা যায় যদ্বারা ইহারা সকলের মন আকৃষ্ট করেন। মানবের সাধুতার উপর ইহাদের অধিক বিশ্বাস; ইহারা অনেক সহ করেন, অনেক ক্ষমা

করেন, দোষ ভাগ অপেক্ষা গুণ ভাগ অধিক দর্শন করেন। এই সকল সাহিত্যিক প্রাণের লক্ষণ। এখন প্রাক পাঠক চিত্তা কখন তিনি ইহার কোন শ্রেণী নিবিষ্ট।

অনন্ত জীবন লাভ করিবার জন্য

আমি কি করি ?

একজন ঈশ্বর পিপাসু ব্যক্তি মহাত্মা যদিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, “অনন্ত জীবন পাঠিবার জন্য আমি কি করিব ?” অনন্ত জীবন পাঠিব একথার অর্থ কি ? দুঃখময় ঈশ্বরতো আমাদিগকে অনন্ত জীবন দিয়া এসংসারে প্রেরণ করিয়াছেন, তিনি আমাদিগকে অমর করিয়া পৃষ্ঠি করিয়াছেন। মর্ম্মমাকে আর মৃত্যুর ভয় করিতে হয় না। তবে আবার অনন্তজীবন লাভ এই কথার অর্থ কি ? যে মহাত্মা ঈশ্বরকে বিশ্বাস হইয়া আত্মাকে পাপের অশ্রুতে ভাসাইয়া দেয়, হৃৎপিণ্ড হৃৎ দেবিতা হৃদয় বিপন্নিত হয় না, স্বার্থপরতার অধীন হইয়া যে ব্যক্তি কেবল স্বীয় উদর পূর্ত্তি লইয়া অহোরাত্রি ব্যস্ত; সে হতভাগ্য ভাবিত থাকিবে ও মৃত। ধর্ম্মজগতে এই সকল ব্যক্তি জীবন দিগীন বলিয়া পরিচিত। কিন্তু যে ব্যক্তি সর্বদা ঈশ্বর সহযোগ অনুভবে সুখী হইতেছেন, প্রতিমুহূর্ত্ত মিনি ঈশ্বরের প্রেমের পান করিয়া আত্মাকে কৃতার্থ করিতেছেন, মিনি ঈশ্বরকে পিতার ন্যায় ভক্তি প্রদা করেন, নরনারকে গাশন দ্রাক্ষা ও ভগিনীর ন্যায় ভাল বাসেন, পরের হৃৎ দেবিতা মিনি অশ্রুবেগ সহন করিতে পারেন না; বাহ্য হস্ত পতঃ প্রবৃত্ত হইয়া মানবজাতির হিতসাধনে নিযুক্ত হয়, স্বার্থ বিসর্জন দিয়া মিনি অনেক সেবা করিয়া থাকেন, এই সংসারে প্রকৃত পক্ষে তিনিই জীবিত। যে ব্যক্তি চিরজীবন একপ ভাবে অতি বাহিত করিতে পারেন তিনিই অনন্তজীবন লাভ করিয়াছেন। ছুর্ত্ত পাপপ্রলোভন, অসং সংসর্গ, কিছুতেই উচ্ছিন্ন এই জীবনী শক্তির অবদান করিতে পারিবে না। অনন্ত জীবন লাভকেই মুক্তিবলে। যখন মানুষ ধর্ম্ম ও ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুল হয়, যখন যৌর অনুপ্রাণনে তাহার হৃদয় দক হইতে থাকে, যখন সে ঈশ্বরের নাম গান, তাহার নিকট প্রাণনা ও তাহার চিত্তা ব্যক্তি আর কিছুতেই শান্তি পায় না; তখন তাহার মনে এই প্রশ্ন উথিত হয়, “আমার কি গতি হইবে ?” যখন সে আত্মপরীক্ষা করে, আর ভগ্ন-হৃদয়ে দেখে যে ভয়ানক জঘন্য জবনা পাশে তাহার আত্মা কলুষিত হইয়াছে, হৃদয়ের প্রাণ দৃষ্টিপাত করিয়া দেখে সেখানে ঈশ্বরের দীপ্ত ভলবাসা কি ভক্তি নাই, হৃদয় পাষণের ন্যায় কঠিন ও শুষ্ক; যখন দেখে যে তাহার সামান্য ক্ষমতা দ্বারা আর সে ভাল হইতে পারে না, তখন তাহার হৃদয়ের অভ্যন্তর হইতে এই প্রশ্ন উথিত হয় “হে ঈশ্বর আমার মুক্তির কিউপায় হইবে ?—অনন্ত জীবন লাভ করিবার জন্য আমি কি করিব ?” আমি দেখিলাম অনেক করে কিছুতেই পাপ যায় নারে’ অনেক উপায় উদ্ভাবন করিয়াছি অনেক প্রতিক্রা করিয়াছি ও ভাঙ্গিয়াছি কিছুই হইল না, মুক্তির পথে অনন্তজীবনের পথে অগ্রসর

হইতে পারি না কবে হে, ঐশ্বর আমাকে বল আমি কি করিব? কি করিলে আমার অনন্তজীবন লাভ হইবে।* অমৃতপানল দক্ষ ব্যক্তি এইরূপে ঐশ্বরকে ও আপনার আত্মাকে এই প্রশ্ন করিয়া থাকে।

যিনি যে ধর্মাবলম্বী হউন না কেন তাঁহার জন্ম হইতে যদি এ প্রশ্ন উত্থিত না হয়, ধর্মসাধন এখনো তাঁহার আরম্ভ হয় নাই। তিনি এখনো 'ধর্ম জগতের সীমার বহির্দেশে' রহিয়াছেন। ধর্ম-সাধনের কি উদ্দেশ্য? ব্রাহ্ম যে প্রতিদিন ঐশ্বরের নিকটে মুদ্রিত নরনে বসিয়া উপাসনার রত থাকেন, সমগ্র হৃদয়সমূহে বহুসংখ্য লোকের সহিত একত্রিত হইয়া অদ্বিতীয় ঐশ্বরের পূজায় নিমগ্ন হন, তাঁহার নাম গান করিয়া প্রেম প্রাবনে ভাসিতে থাকেন, তিনি যে তাঁহার ধর্ম ও ঐশ্বরের জন্য বিবিধ প্রকারে যত্নবাগবৎ হন, সুখের সংসার, মেহের পিতা মাতার কোমল ক্রোড় হইতে বিচ্ছিন্ন হন, ভ্রাতা ভগিনীর স্নেহ সমতার সুখ হইতে বঞ্চিত হন, এত প্রকারে ক্লেশ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন তাঁহার লক্ষ্য কি? একটু সাময়িক আনন্দ ভোগ করা কিবা লোকের নিকটে ক্ষুদ্রিত ও সাধু বলিয়া পরিচিত হওয়াই কি তাঁহার লক্ষ্য? কখনই নহে। যে ব্যক্তি একপা উদ্দেশ্য লইয়া ধর্ম সাধনে বৃত্ত হইবেন তিনি ধর্মিক নামের সম্পূর্ণ অঙ্গোপাঙ্গ। তবে প্রকৃত লক্ষ্য কি?—মুক্তি—অনন্ত জীবন।* যে সাধু এই লক্ষ্য ভেদ করিবার জন্য ধর্ম সাধনে নিযুক্ত হইবেন তিনিই প্রকৃত সাধক, তিনি পূর্ণ মনোরথ অবশ্যই হইবেন। সমাজের প্রতি দুইপাত করিলে একপা বহুসংখ্য লোক দেখিতে পাই যাহারা অনেক প্রকার কার্যে যত্নবশত ব্যস্ত থাকেন, কিন্তু প্রকৃত কোন সংলক্ষ্যের অভাব বশতঃ তাহাদিগের ধর্ম্য বিশেষ কোন সফল প্রদর্শন করেন না। মানুষ যখন লক্ষ্য বিবঞ্চিত হইয়া সংসার সমুদ্রে প্রবেশ করে তখন সে ব্যক্তি প্রলোভিত তনু খণ্ডের ন্যায় আশ্রয় বিহীন হইয়া তরঙ্গের আঘাতে ইতস্ততঃ চালিত হইয়া থাকে। আমাদের দেশের যুবকদিগের এত দুর্দশা কেন? ইহারা কোন বিশেষ উদ্দেশ্য লইয়া সমাজে প্রবেশ করেন না এবং এই জন্যই তাহারা সময় স্রোতে গা ভাসাইয়া দেন এবং এই স্রোতে তাঁহাদিগকে এতদূর নীচগামী করে যে আর তাহারা উঠিতে পারেন না, তুচ্চ-বিত্তের দৃষ্টান্ত দ্বারা দেশের অসংখ্য অনিষ্ট সাধন করিয়া থাকেন। ধর্ম জগতেও তরুণ;—যখন কোন ব্যক্তি বিশেষ কোন লক্ষ্য না রাখিয়া কেবল অন্যের দৃষ্টান্ত অনুকরণ করিয়া চলিয়া থাকেন, তিনি যাহাই করুন না কেন তাঁহার প্রকৃত ধর্ম সাধন হইবে না, করবার বিধি তবধীর ন্যায় তিনিও সে কোণায় যাইবেন তাহা কেহ বলিতে পারে না। সমুদ্রে যদি নানা প্রকার কঠিন প্রলোভন আসিয়া উপনীত হয়, তাহা হইলে সেই সকল প্রলোভনকে পদতলে দলিত করা তাঁহার পক্ষে সূচক হইবে। সামান্য বিপৎপাতে তাঁহার চক্ষু কপালে উঠিয়া যাইবে। হা হতোম্মি বলিয়া চীৎকার করিবেন। কিন্তু যে ব্যক্তি অনন্ত জীবন লাভরূপ

লক্ষ্য সমুখে রাখিয়া ধর্ম জগতে প্রবেশ করিয়াছেন সংসারের প্রলোভনে তাঁহার কি করিবে? বিপদকে তিনি তনু জ্ঞান করেন। ইহার কারণ এই যে অনন্ত জীবন লাভরূপ লক্ষ্য তাঁহার সমুখে রহিয়াছে। এইরূপ লক্ষ্য সমুখে থাকিলে মানুষ যেকোন সহজে আত্মোন্নতি সাধন করিতে পারে আর কিছুতেই তরুণ হয় না। মানুষ যদি প্রতি মুহূর্তে মুক্তি—অনন্তজীবনের জন্য লালসিত হয় তাহা হইলে তাহার পতনের আশঙ্কা অতি অল্প। যে ব্যক্তি মুক্তির ভিখারী না হইয়া কোন ধর্ম অবলম্বন করে ধর্ম তাহার নিকটে এক প্রকার পরিচ্ছদ হইয়া উঠে। এক ব্যক্তি অন্য এক ব্যক্তিকে শিক্ষা দিয়া থাকিলে তিনি খ্রীষ্টীয়ান হইয়াও কেন, দ্বিতীয় ব্যক্তি উত্তর করিল Because it has been a fashion to become Christian (কারণ খ্রীষ্টীয়ান হওয়া এক প্রকার কেশান হইয়াছে)। ব্রাহ্মগণ! এখন হইতে আমাদেরকে সাবধানে থাকিতে হইবে। আমাদের প্রিয়তম ব্রাহ্মধর্ম যেন পোষাকি ধর্ম না হইয়া উঠে। ব্রাহ্ম সমাজ শূন্য হইয়া যাক তাহাও স্বীকার, তথাপি যেন ব্রাহ্ম ধর্মের একপা দুর্দশা না হয়। মুক্তির ভিখারী হইয়া ঐশ্বরের নিকটে কাদিব। প্রতি নিরন্তর জন্মে এই প্রশ্ন উপাসিত হইবে আমি অনন্ত জীবন লাভ করিবার জন্য কি করিব? এই প্রশ্ন লইয়া বহুই অধিক আলোচনা করিব কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য হইবে। প্রতিদিন এই প্রশ্ন লইয়া ঐশ্বরের নিকটে উপস্থিত হইব। মুক্তি অনন্ত জীবনের জন্য—ধর্ম সাধনের প্রধান লক্ষ্য ভেদ করিবার জন্য প্রতি নিরন্তর আমরা ব্যাকুল হইব। লক্ষ্যের কতদূর নিম্নতর হইয়াছে প্রতিদিন চিন্তা করিয়া দেখিব আর "আমার মুক্তির জন্য আমি কি করিব" এই কথা বলিয়া দয়াময়ের নিকটে রোদন করিব। তাহা না করিলে শুধু কা "আমিবে, লোকে লক্ষ্য পবিত্রাণ করিয়া কেবল কতগুলি উপলক্ষ্য লইয়া ব্যস্ত থাকিবে। ব্রাহ্ম সমাজের সর্বনাশ হইবে, ব্রাহ্মধর্ম যে জগতের পল্লবের জন্য আগিয়াছেন সে মহান কার্যও সাধিত হইবে না। আর কত কাল আমরা এইভাবে কাটািব আমরা কি আমাদের উন্নতি সাধন করিতে চেষ্টা করিব না, ব্রাহ্ম ধর্ম যেন নর নারীর—পাপী—পতিত নর নারীর পরিজ্ঞানের জন্য আসিয়াছেন তাহা কি জগৎবাসীদিগকে দেখাইব না? তাহা হইলে আমরা মুক্তির জন্য অনন্ত জীবন লাভের জন্য লালসিত হইয়া ধর্ম সাধন করিতে হইবে। প্রতিদিন পতিতপাবনের চরণতলে বসিয়া "হে প্রভো আমার কি গতি হইবে।—অনন্ত জীবন লাভ করিবার জন্য আমি কি করিব?" ইহা বলিয়া হৃদয়ের দ্বার উন্মোচিত করিয়া রোদন করিতে হইবে।

ব্রাহ্ম কে?

এই পুরাতন প্রশ্নটি বহুদিনের পর উত্থিত করা যাইতেছে। প্রশ্নটি যদিও নিতান্ত পুরাতন, যে পঞ্চাশৎ বৎসর ব্রাহ্মসমাজ জীবিত আছে, এই দীর্ঘকালের মধ্যে যদিও বার বার এই প্রশ্নটির আলোচনা হইয়াছে, তথাপি মধ্যে মধ্যে

ইহা শুনকথাপন করা আবশ্যক কারণ, আদর্শটির বিষয় মধ্যে মনো সমালোচনা করিলে আমাদের উন্নতি বা অবনতির পরিমাণ নির্ধারণ করিতে পারা যায়।

প্রাক্ষণিক আধ্যাত্মিক বাপার সুতরাং ব্রাহ্মকে যে সকল লক্ষণের দ্বারা বিচার করিতে হইবে তাহাও আধ্যাত্মিক। সুতরাং আমরা সেইরূপ কয়েকটা লক্ষণের উল্লেখ করিব।

প্রথমঃ প্রকৃত ব্রাহ্ম যিনি, তিনি একাশ্রিত অর্থাৎ ব্রাহ্মকে তিনি আশ্রয় করিয়াছেন, ব্রাহ্মকে আশ্রয় করার অর্থ কি? তাহার অর্থ অতি গভীর। আপাততঃ সন্দর্ভন করিলে একোপাসক মাত্রকেই ব্রাহ্মপ্রাপ্তি বলা যায়। তাইতে পারে, কাহন তাহারা সকলেই পরমেশ্বরের আশ্রয়দাতা বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন এবং ঈশ্বরের আশ্রয় লাভের জন্য প্রাণদান করেন। কিন্তু উপনিষদে “অভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্ধতে” ইত্যাদি শব্দের দ্বারা যে ভাব ব্যক্ত করা হইয়াছে, অতি অল্প লোকেরই সে রূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

ঈশ্বরের প্রত্যেক রূপ প্রগাঢ় নিম্ন, ঐকান্তিক আত্মা এবং অটল বিশ্বাস সমুৎপন্ন হইলে ঈশ্বর আত্মাতে অভয় প্রতিষ্ঠা লাভ করে, সেইরূপ নিষ্ঠা ও বিশ্বাসের ভাব তাহার জন্যে নাটকি তিনি ব্রাহ্মপ্রাপ্তি শব্দে উক্ত হইতে পারেন না, অতএব প্রকৃত ব্রাহ্ম যিনি তিনি সকলদা নিজ অস্তরে প্রতিষ্ঠিত হইয়া দোষহীন, জীবন্ত ঈশ্বরের তাহার অটল প্রত্যক্ষা লাভ হইয়াছে কি না?

একান্তিক ব্রাহ্মের প্রথম লক্ষণ সে রূপ বিশ্বাসের অটলতা, দ্বিতীয় লক্ষণ পূর্ণত্বের পরিচয় হইয়া। জীবন্ত ঈশ্বরের আশ্রয়লাভের মুহূর্ত্তে পাইয়াও যত্নের পরিচয় হয় নাই, যে ব্যক্তি পরমেশ্বরের উপভোগের সামগ্রী বলিয়া অনুভব করে না, যে পরমেশ্বরের শ্রবণ মনন ও নিদিবাসনে আনন্দ ও শান্তি লাভ করে না সে কখনই বহুকাল ঈশ্বরের অবলম্বন কা সা থাকিতে পারিবে না। যিনি ঈশ্বরের একপে আশ্রয় করিয়াছেন যে চিত্ত তাহার ভাবন, মনন, নিদিবাসনে গভীর তৃপ্তি অনুভব করে, তাহার প্রিয়কায়া সাধনকে পরম উপাধিবস্ত বলিয়া প্রতীতি করে, তিনিই প্রকৃত ব্রাহ্মপ্রাপ্তি প্রাপ্ত, তিনিই ব্রাহ্ম।

প্রকৃত ব্রাহ্ম যিনি তিনি যে কেবল ঈশ্বরের আশ্রয় করেন তাহা নহে, ঈশ্বরও তাহাকে আশ্রয় করিয়া থাকেন। ঈশ্বর জীবকে আশ্রয় করেন, একথা শুনিতে আপাততঃ অতিশয় নিষিদ্ধ বোধ হয়। সর্বাধিপতি, সর্বশক্তিমান, ও পূর্ণ পবিত্রতার আধার যিনি তিনি অম্বার জীবকে আশ্রয় করিবেন কেন? তাহার কী কিছুই অভাব আছে, যে মনুষ্যের সাহায্য তাহাকে গ্রহণ করিতে হইবে? এ আশ্রয় সাহায্য গ্রহণের ভাবে নয়, কিন্তু সাহায্য বিধানের ভাবে,

অর্থাৎ প্রকৃত ব্রাহ্ম যিনি তাহার আত্মাতে এমন কোন স্বার্থ বা অভাব নাই যদ্বারা ঈশ্বরের শুভ ইচ্ছা বাধা প্রাপ্ত হইতে পারে, পরমেশ্বরের মঙ্গলময় ইচ্ছা সর্বতর আমাদের অন্তরে বাহিরে বর্তমান, তবে যে আমরা সর্বদা সেই ইচ্ছা দ্বারা মুক্তির দিকে চালিত হই না তাহার

কারণ এই, যে হয় আমাদের স্বার্থ পরতা, না হয় আমাদের বিষয়াসক্তি, না হয় আমাদের অন্য কোন প্রকার বাসনা তাহার পথে প্রতিবন্ধক রূপ হইয়া পড়ে। ধর্ম জীবনের পবিত্রতা দেখা গিয়াছে যতই এই সকল প্রতিবন্ধক বিদূরিত হইতে থাকে, ততই মানবাত্মাতে ঈশ্বরের শক্তি ও ইচ্ছার কায়া পরিদৃষ্ট হয়। এই কারণেই বোধ হয় পূর্ব কালের ধর্মগুরু বলিয়া থাকিবেন “যমেদৈব রুণ্ড তেন লভা তস্যৈব আত্মা রুণ্ড তন্মং শাস্তা।” পরমেশ্বরের দ্বারা বরণ করেন সেই তাহাকে জ্ঞাত করে। পরমেশ্বরের যে জীবকে বরণ করেন তাহার অর্থ এই যে আত্মাতে পরমেশ্বরের শুভ ইচ্ছা ব্যাঘাত প্রাপ্ত না হয়, সেই আত্মাই তাহার বিচার কানন হয়। পরমেশ্বরের রক্ষণ ও নেত্রা হইয়া আশ্রয়লাভ তাহাকে মুক্তির দিকে অগ্রসর করেন। অতএব প্রকৃত ব্রাহ্মের দ্বারা একটি লক্ষণ এই যে পরমেশ্বরের ইচ্ছা তাহার আত্মাকে ক্রমে মূর্ত্তমানরূপে অধিকার করিতে থাকে।

ঈশ্বরের সহিত যে সখ্য সে বিষয়ে যেকোন রূপে, জগতের সহিত সখ্য বিষয়েও সেইরূপ। সমস্তের লোকে যে সকল বিষয়ে আবদ্ধ হইয়া ধর্ম ও ঈশ্বর হইতে চ্যুত হয়, ব্রাহ্ম সে সকলের মধ্যে বাস করেন অথচ সে সকলে আবদ্ধ হন না। অর্থাৎ বিষয়ী লোকের যত প্রকার লক্ষ্য থাকে তাহার কিছুই তাহার লক্ষ্য বলিয়া গণ্য হয় না। তিনি যদিও ই সকল পদার্থ ও ঘটনার মধ্যে বাস করেন, তথাপি তাহার লক্ষ্য অন্য প্রকার থাকে। তিনি ঈশ্বরের অনুগত হইয়া তাহার প্রিয় কায়া সাধনকে নিজ জীবনের লক্ষ্য বলিয়া গ্রহণেন, সুতরাং অন্য কোন প্রকার আসক্তি তাহাকে বন্ধ করিতে পারে না। বরফ যেমন চল্লী বস্ত, তলে থাকে অথচ কলের তলে না থাকিয়া উপরে ভাসিতে থাকে, সেইরূপ প্রকৃত ঈশ্বর প্রেমিক ব্যক্তির আত্মা জগতের বস্ত এবং জগতে থাকে, অথচ বিশ্বাসের গুণে যেন জগতের উপরে থাকে। জগতের মধ্যে যে সকল দোষ আছে, তাহা তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না।

সামাজিক ব্যবহারেও ব্রাহ্মের এই অটল বিশ্বাসের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। তিনি যে কাব্যকে কর্তব্য মনে করেন, লোকে ভয়ে কখনই সে কাব্যের আচরণে ভীত হন না। তিনি অস্বাভাবিক সকল প্রকার সামাজিক কুরীতি ও কুনীতির খুলোচ্ছেদ করেন, কারণ লোকের বন্ধুতা বা শত্রুতার দিকে তাহার দৃষ্টি নাই; তিনি ঈশ্বরের অভিষ্ট কার্য্য করিতে ক্ষতি লাভ গণনা করেন না। তাহার অটল বিশ্বাস এবং প্রগাঢ় নিষ্ঠার পরিচয় জীবনের সকল বিভাগেই প্রাপ্ত হওয়া যায়।

(Continued from p. 67.)

গৃহধর্ম।

প্রভু ভক্তের সখ্য।

আমি তোমার সেবা করিব তুমি আমাকে বেতন দিবে, ভৃত্য যদিও এইরূপ ভাবে প্রভুর নিকট আগমন করে, তথাপি মানব হৃদয় ইহার মধ্যেই স্বর্ষী হইবার এবং স্বর্ষী করিবার অনেক স্থল প্রাপ্ত হয়।

অনুরাগ এবং ভর এই উভয়েই ভৃত্যকে চালাইতে পারে, কিন্তু এই উভয়ে স্বর্গ পত্তা প্রভেদ ।

অনুরাগে যদি কেহ এক গাছি তুল দেয়, তাহা মহামূল্য বস্তু; ভয়ে যদি মনি মাণিক্য দেয়, তাহা মূল্য বিহীন নিকট বস্তু ।

অনুরাগ সেবার অবসর অধেষণ করে, ভর নিকৃতি পাইবার সুযোগ চায় ।

সংসার চালাইতে বা দাস দাসীর শাসন করিতে কর্কশ ভাষা বা নিষ্ঠুর কবহারের প্রয়োজন নাই । কোন প্রকার ক্রটি প্রভুর দৃষ্টি আকর্ষণ করে না এবং ক্রটির প্রতি উপেক্ষা নাই এই মাত্র জানিলেই যথেষ্ট ।

প্রভুর যদি সেই চরিত্রের তেজ থাকে যাচা, অন্যায় বা হুণীভিক্তে ঘৃণা করে, তাহা হইলেই যথেষ্ট ইহা থাকিলে অধিক তিরস্কারের প্রয়োজন থাকে না ।

গৃহস্থায়ী বৃত্তে মিষ্ট কথা ভিন্ন শুনি না, কিন্তু চরিত্রের কি এক প্রকার উত্তাপ আছে যে জন্য সে পরিবার মধ্যে অন্যায়চরণ করিতে কাহারও সহস্ব হয় না, ইহাকেই বলে শাসন । পরিজনগণ নিদ্রিত থাকিলেও এই শাসন জাগ্রত থাকে ।

মানব স্বভাবের স্বাভাবিক গতি এই যে, অনুরাগ পাইলেই অনুরাগ দিয়া থাকে; ভৃত্যকে সাধুতা দ্বারা পরাজিত করিয়া সেই স্বত্ব দ্বারা বন্ধ করিতে পারে প্রভুর প্রকৃত গৌরব ।

ভৃত্যকে পরিবারের অন্তর্ভুক্ত গণ্য করিয়া তজ্জন্য ব্যবহার করিলে সে নিশ্চিত প্রভুর প্রতি আনন্দ হয় ।

বতঙ্গন সে কামান্দমু ততঙ্গন সে আশ্রয় । তাহার সহিত কেবল কাম্যের সম্বন্ধ, এই ভাবে ভৃত্যকে দেখিলে, সে সম্বন্ধকে নীত করা হয় তাহা ধর্ম্মিকের অজ্ঞানত্ব ।

ভৃত্যকে সহসা অবিশ্বাস করিতে নাই; অবিশ্বাস জন্মিলে সহসা তাহা প্রকাশ করিতে নাই; অবিশ্বাস প্রকাশ করিলে আর তাহাকে রাখিতে নাই । কারণ সন্দেহ এবং অবিশ্বাসের মধ্যে প্রতিদিন দাস করা প্রভু এবং ভৃত্য উভয়ের অযোগ্যতার কারণ ।

ভৃত্যকে আদেশ ও তিরস্কারের সীমা আছে; যেন অথবা আদেশ এবং অথবা তিরস্কার দ্বারা তাহার বিরক্তিকে প্রভু ভক্তির সীমা লঙ্ঘন করিতে বাধ্য না করা হয় ।

আমার প্রভু আমার সুখ দুঃখের প্রতি উদাসীন নন, জ্ঞাতদ্বারা অন্যায়চরণ করেন না, ভৃত্যের যদি এ বিশ্বাস থাকে প্রভুর অনেক অন্যায়চরণও সে সহ্য করিয়া থাকে ।

অনেক প্রভু ভৃত্যকে নিজ অধ্যায়চরণের সহায় করিয়া তাহাদের চরিত্রকে অধোগতি প্রাপ্ত করেন, নিজের সম্বন্ধে ও পথ রোধ করেন । অতএব ভৃত্যকে কখনও কোন ধর্ম্মবিশুদ্ধ আচরণে সহায়তা করিতে বলিবে না । “যদি অমুক আসে বলিঙ্গ আমার পাঁড়া হইয়াছে” প্রভুর এই এক মিথ্যা আদেশে তাহার যে ক্ষতি হইল দুই শত মুদ্রা দিলে সে ক্ষতি পূরণ হয় না ।

স্বাধার পবিত্রতাতে কুচি, অর্থের বিবেচ, সত্য্যচরণে

অকুণ্ঠিত সাহস, এবং মিথ্যার প্রতি বিজাতীয় ঘৃণা, চ্যায়ের প্রাত গাঢ় নিষ্ঠা, অন্যায়ের প্রতি বিরক্তি একপ লোকের গৃহে দুই বৎসর দাসত্ব করিয়া যে লাভ হয়, একটা বিদ্যালয়ে দশ বৎসর পাঠ করিলে সে বর্ণনীতির উপদেশ প্রাপ্ত হওয়া যায় না ।

ভৃত্যের সমক্ষে স্ত্রী বা অপর কোন আত্মীয়ের সহিত লজ্জাজনক আলাপ বা পরিহাস কৃতব্য নয় । কিন্তু পরিবার মধ্যে যে সকল উৎসব বা অনুষ্ঠান হয়, পরিবারের একজনকে ন্যায় তাহাকেও তাহার অংশী হইতে দেওয়া কৃতব্য ।

যে ব্যক্তির সঙ্গে ভৃত্যের প্রভুসম্বন্ধ একপ কাহাকেও তাহার সমক্ষে অপমানিত করা কৃতব্য নয় । তদ্বারা সে ভৃত্যের সহিত আর তাহাদের প্রভু ভৃত্য সম্বন্ধ থাকে না । সেইরূপ কোন ভৃত্যকে শাস্তি দিতে হইলে তাহাকে যাহারা সম্বন্ধ করিয়া চলে এমন কাহারও নিকট শাস্তি দেওয়া কৃতব্য নয় । কারণ আত্মার একবার ভাঙ্গিলে চরিত্রের প্রাচীর ভাঙ্গিয়া যায় ।

প্রার্থনা ।

গৃহের অধিপতী দেবতা পরমেশ্বর ! তোমার যে সকল দরিদ্র সম্বান, হীনাবস্থা নিবন্ধন আমাদের গৃহে দাসত্ব প্রকার করিয়াছে তুমি এই সুমতি দেও তাহাদের প্রতি আমাদের যে কঠব্য আছে, তাহা যেন আমরা বিস্মৃত না হই । আমরা পরস্পরের দ্বারা উপকৃত হইব, পরস্পরের সুখ দুঃখ এবং সুখে দুঃখী হইব বাগমা তুমি আমাদেয়কে একত্র করিয়াছ । দেখ যেন আমাদের ব্যবহার ও চরিত্র দ্বারা তাহারা উপকৃত হয়, আমরা যেন তাহাদেয়কে অশ্রের প্রতি দ্বারা সুখ্য করিতে পারি, যেন তাহাদেয়কে পরিবারের অন্তর্ভুক্ত গণ্য করিয়া সকল প্রকার পারবারিক সুখ ও আনন্দের অংশী করি । ইহারা তোমার উপাসক পরিবারে থাকিলে অশ্র বস্ত্রের মত জ্ঞানিবে না, অশ্র মত নয় প্রতি পাব্য অশ্র দৃষ্টান্ত দেখিয়া চমকত হইবে না, তাহা হইলে ধর্ম্মের গৌরব থাকিবে কেন । ধর্ম্মের রক্ষা কতা তুমি আমাদেয়কে এই গুরুতর কাম্যে উপকৃত কর । ধর্ম্মের প্রতি আমাদেয় আহ্বা দৃঢ় কর, সত্যের প্রতি অনুরাগ গাঢ় কর; ন্যায়ের প্রতি নিষ্ঠা অবল কর । সেই ধর্ম্ম-তেজ দ্বারাই যেন পরিবার পবিত্রন দাস দাসী সকলের মধ্যে ধর্ম্মের আদর রক্ষিত হয় ।

পরিবারই সাধনের ক্ষেত্র ।

সৈবপুরে পারিবারিক উপাসনান্তে প্রভু উপদেশের ধর্ম্ম । প্রাচীন কালের প্রজ্ঞামণি এ জগতকে মায়া এবং স্ত্রীপুত্র, পরিবার প্রভৃতিকে দাক্ষ বন্ধন বলিয়া মনে করিতেন; এবং এই প্রার্থী ব্যক্তির পক্ষে এ সমুদায়কে পরিত্যাগ বলিয়া উপদেশ দিতেন । আমরা সে সংসার পরিত্যাগ করিয়াছি । আমরা ব্রহ্মজ্ঞান প্রার্থনা করি, বটে, কিন্তু এ সকলকে ধর্ম্মসাধনের অন্তরায় স্বরূপ বিবেচনা করি না । অন্তরায় স্বরূপ বিবেচনা করা দূরে থাকুক, আমরা মানবের

দীর্ঘ পরিবারকেই তাহার ধর্মালয় ও সাধনের প্রাধান্য ক্ষেত্র মনে করি। আমাদের একপ বিবেচনা করিবার যথেষ্ট যুক্তি আছে। যদি স্বল্পভাবে আলোচনা করা যায়, এই যে সকল মধুরমধুর পতি পত্নী, পিতা পুত্র, মাতা কন্যা, ভাই ভগিনী প্রভৃতি পরস্পরের সহিত মগ্ন হইয়া আছেন, এই সকল মধুরের মধ্যে পরমেশ্বরের গুঢ় মঙ্গল উদ্দেশ্য নিহিত হইয়া আছে। তিনি আমাদেরকে এই সকল স্মৃতে বাঁধিলেন কেন? তিনি আমাদেরকে পরস্পরের নিকটে আনিলেন কেন? পুরুষকে একাকী দেখিয়া তাহার প্রাণবিন্যাসকে আনিয়া দিলেন কেন? পিতা মাতার যত শূন্য দেখিয়া তাঁহাদের ক্রৌড় পূর্ণ করিয়া অকলের ধনগুলিকে দিলেন কেন? ইহার মধ্যে কি তাঁহার কোন প্রকার শুভ অভিপ্রায় দৃষ্টি হয় না? আমাদের দেশের লোকে পৌত্তলিকতাকে ঈশ্বর লাভের সোপান মনে করে, আমি পরিবারকে সেই সোপান ভাবিয়া থাকি। এই পরিবার মধ্যেই মনুষ্য প্রথমে নিঃস্বার্থতা শিক্ষা করে, এখানেই প্রথমে তাহার প্রীতিকে ব্যাপ্ত করিতে আরম্ভ করে, নিজের সুখ অপেক্ষা পরের সুখ অধেষণ করায় যে স্বর্গীয় ভাব তাহা এখানে প্রথম উপার্জন করে। ইহা কি কল্পিত কথা। ঐ দেখ এক জন যুবাপুরুষ একাকী জীবনযাপন চিন্তিত্বিত। একক অবস্থায় সে নিজের সুখ ভোগেই মগ্ন, নিজের ভাবনা, নিজের সুখের অধেষণা ব্যতীত অন্যের চিন্তা তাকে কবিত্বিত আনিতে না। ঈশ্বর যেন বলিলেন “বিলম্ব কর আমি তোমাকে শিক্ষা দিবোঁ। এই বলিয়া তাহার একটা কন্যাকে আনিলেন; এবং তাঁহার নিকটে দায়মান করিয়া বসিলেন, “স্বর্গের মস্তান দেখ দেখি, ইহার পবিত্র ও প্রীতি বিকশিত মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখ দেখি, ইহাকে অদরের প্রীতি দিতে উচ্চা করে কি না? সে দেখিয়া মুগ্ধ হইল। এবং অজ্ঞাতনামের অদরের প্রীতি দান করিয়া বসিল; দেবতার পূর্ণ আনন্দ করিলেন, এক জন স্বর্গের ব্যক্তির হৃদয় পরাক্রম প্রকাশ করিল। ঈশ্বর বলিলেন এখনও হয় নাই। আমার এখনও শিক্ষা দিবার আছে; এই বলিয়া তিনি তাহার সুদৃঢ় ক্ষুদ্র চর গুলিকে ডাকিয়া বলিয়া দিলেন, “তোরা বা, যা শীঘ্র এই ব্যক্তির গৃহে যা, গিয়া চারি দিকে ঘেঁরিয়া ফেল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হস্ত পাতিয়া, আমাদের দেও, আমাদের দেও বলিয়া ইহার ভালবাসা, কাড়াকাড়ি করিয়া গ্রহণ কর।” ঈশ্বরের চর সকল জননী ক্রোড়ে অবতীর্ণ হইতে লাগিল; মনুষ্য বৃক্ষিল না। তাহার হামিয়া, কাঁদিয়া, আধ আধ কথা কহিয়া বিবিধ প্রকারে সেই স্বর্গের ব্যক্তির হৃদয় কাড়িতে আরম্ভ করিল। কি আশ্চর্য্য পরিবর্তন! যে শব্দ্যার একটু ক্রীড়া হইলে নিদ্রা বাইতে পারিত না, সে অগ্নিবদনে সমস্তানের পার্শ্বে বলিয়া সমস্ত রাত্রি আগরন করে, যে সামান্য অন্ন বস্ত্রের ক্রোশ সহ্য করিতে পারিত না তাহার আর সে দিকে দৃষ্টি নাই। সে কি সামান্য শিক্ষা যদ্বারা মনুষ্যকে এতদূর পরিবর্তিত করে? বল দেখি এ ভগতে ইহা অপেক্ষা সুন্দর দৃশ্য কি আছে? নিজের সুখ বিস্মৃত

হইয়া পরের সুখ অধেষণ করে এতত দেবভাব। এইরূপে ঈশ্বর মগ্ন দেখিলেন ঐ পরিবার পরিজন দ্বারা তাহার কঠোর হৃদয় আদ্র হইয়া আনিয়াছে, তাহার স্বর্গের প্রকৃতি কোমল হইয়া আনিয়াছে, তখন ভগবৎসিদ্ধিগকে ডাকিয়া বলিলেন, তোরা এই বেলা আয়! এই লোক পূর্বে তোদের মূর্খের দিকে চায় নাই; তোদের কষ্ট হৃৎ গণনা করে নাই; এখন আমি ইহাকে অনেক ভাস্কর্য্য আনিয়াছি, তোরা এই বেলা বা, এবং ইহার প্রীতির অংশ গ্রহণ কর। ক্রমে ভগবৎসিদ্ধিগণ সেই হৃদয়ের প্রীতি গ্রহণ করিতে লাগিল। একদিন স্বয়ং পরমেশ্বর তাহার হৃদয়ের দ্বারে উপস্থিত হইলেন। বলিলেন মস্তান এই বার আমার পুত্র। তুমি যে বড় স্বর্গের ছিলে! তুমি যে বড় আপনাকে লইয়া বাস্তব পাতিতে! এখন তোমার স্বর্গেরতা কোথায় গেল! আমি আমার কন্যাকে তোমার নিকট আনিয়া ছিলাম, আমি আমার চরগুলি, পাঠাইয়াছিলাম, আমি ভগবৎসিদ্ধিগকে ডাকিয়া দিয়াছিলাম, আজ আমি স্বয়ং উপস্থিত হইয়াছি। আজ তোমার প্রীতি আমাকে দেও। আমার চক্ষে তখন জল পড়িতে আরম্ভ হইল। তিনি বলিলেন, পিতা এতদিনে বুঝিলাম, যে পরিবারকে তুমি প্রকৃত শিক্ষার স্থান করিয়া ছিলে, এতদিনে বুঝিলাম তুমিই ভগবৎসিদ্ধিগকে ডাকিয়া ইহা সমস্ত যত্নে আমাদের বসিওঁ। আজ তুমিই পরিবার আমার সাপনক্ষেত্র হইল; আজ অবশিষ্ট পরিবার পবিত্রনের মুখে স্বর্গের চর্চা পড়িল। তাক ভাই! আমিও ভাবি। যে মনুষ্য পরস্পরের সহিত বন্ধ হইয়াছে, ঈশ্বরের সমক্ষে সেই মনুষ্যের গুণে এবং পবিত্রতা গ্রহণ করে। একক মনুষ্যের দিকে সামান্য সামান্য চক্ষে দেখিলে তাহার পক্ষে অপরূপ হয়। এমন অপরূপে অপরূপ হইও না। পরস্পরের প্রতি যখন দৃষ্টিপাত করিবে তখন এই মহৎভাবে করিও। পরমেশ্বর এই গুঢ় অভিপ্রায় মনে রাখিয়া সুখে মনোমোহন কর এবং এই পবিত্র ভাব বাহ্যতে রক্ষিত হয় সে জন্য ঈশ্বরের নিকট সর্বদা প্রার্থনা কর।

ব্যাখ্যান।

প্রাণোচ্ছ্বাসঃ সর্পভূতে বিভাতি বিজ্ঞানং বিদ্বান্ ভবতে নাতিবদী। আয়ক্রীড়ঃ আয়রতিঃ ক্রিয়াবান্ এষ প্রজ্ঞাবিদঃ বরিষ্ঠঃ।

এই যে পরমেশ্বর প্রাণরূপে সর্পভূতে বিরাজিত বহি-
রাছেন, যে জানী ব্যক্তি ইহাকে জ্ঞানেন, তিনি আর ইহাকে
অতিক্রম করিয়া কোন কথা বলেন না; তিনি পরমাত্মাতে
ক্রীড়া করেন, পরমাত্মাতে রমণ করেন, এবং সদচরিত্রশালী
হয়েন।

প্রকৃত ঈশ্বর পরায়ণ লোক যিনি তাঁহার অন্তর বাহিরেব
কতকগুলি লক্ষণ দ্বারা সেই ঈশ্বর পরায়ণতার পরিচয় প্রাপ্ত
হওয়া যায়। পূর্বোক্ত বচনে সেইগুলি যেরূপ বিশদ ও
গভীররূপে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা দেখিয়া চমৎকৃত হইতে
হয়। প্রথমতঃ তাহার অন্তরে প্রকৃত ঈশ্বর প্রীতি আছে,

তিনি ঈশ্বরকে অতিক্রম করিয়া কথা বলেন না। ঈশ্বরকে অতিক্রম করিয়া কোন কথা বলেন না ইহার অর্থ কি? ইহার অর্থ কি এই যে তিনি প্রাতিকাল হইতে রাতি পর্যন্ত সমুদায় সময় ঈশ্বর প্রসঙ্গে যাপন করেন, তাহা নহে। তিনি সর্বদা সতক থাকেন, পাছে তাঁহার কোন কথা বা আচরণ ঈশ্বরকে অতিক্রম করে অর্থাৎ ধর্ম ও পবিত্রতার সীমা উল্লঙ্ঘন করিয়া যায়। তিনি অধর্মের ভয়ে স্বভাবতঃ কুণ্ঠিত। কোন কার্য্য করিয়া বা কোন কথা বলিয়াই সন্দেহ মনো প্রবিষ্ট হন এবং সে কার্য্য বা সে কথা দ্বারা ঈশ্বর সীমা অতিক্রম করিলেন কি না, তাহা গভীররূপে অনুসন্ধান করিতে থাকেন। তাঁহার দৃষ্টি সর্বদাই ভাগ্যত।

দ্বিতীয়তঃ একরূপ ব্যক্তি সবলুষ্ঠানশীল হইয়া থাকেন। তাঁহার যে সদলুষ্ঠান তাহা বহু চেষ্টা বা অধ্যবসায়ের ফল নয়; তাঁহার স্বভাব প্রকটিত পুণ্যের ন্যায়। মানবের শরীরস্থিত ক্রম্বির যেমন স্বভাবতঃ চক্ষু, শ্রুতি, নাসিকা, হস্ত, পদাদিতে স্পষ্ট লক্ষিত হয়, সেইরূপ তাঁহার অন্তরে যে সাধুতা ও পবিত্রতা থাকে তাহাই সবলুষ্ঠানের আকারে আপনা আপনি পরিণত হয়।

তৃতীয়তঃ—একরূপ আত্মা পরমেশ্বরের ক্রীড়া করিয়া থাকে। সে আত্মা পরমেশ্বরকে আবাসগৃহ বলিয়া অনুভব করিয়া থাকে। শিশুর যেমন নিজ আবাসগৃহে আনন্দে বিহার করে; অসঙ্কোচে ও নির্ভরে আনন্দ কবিতা বেড়ায়; সেইরূপ ঈশ্বর প্রেমিকের আত্মাও পরমেশ্বরের প্রবণ মনন নিবিশ্রাস্ত আনন্দ লাভ করিয়া থাকে। তাঁহার প্রসঙ্গে যে অপার তৃপ্তি লাভ করে, এবং তাঁহার দ্রিয় কার্য্য সাদনকে সর্লশ্রেষ্ঠ হুখ বলিয়া প্রীতি করে। যেখানে প্রীতি সেখানে ভয়ের অভাব হইত। পরমেশ্বরের সহবাসে আর তাঁহার ভয় থাকে না।

চতুর্থতঃ—প্রেমিক ভক্তের কচি পরমেশ্বরেরই অর্পিত হয়। মানবের কচির স্বভাব এই যে তাহা উৎকৃষ্ট দ্রব্য লাভ করিলে আর নিকট বস্তুর প্রতি দ্বন্দ্বিতা হয় না। ঈশ্বর প্রেমিক যিনি তিনি পরমেশ্বরকে উপভোগের বস্তু বলিয়া প্রীতি করেন অন্তরঃ তাঁহার কচি ঈশ্বরের চরণে দৃঢ়রূপে আসক্ত হয়। যে পরিমাণে তাঁহার কচি এই মগন লক্ষ্যকে অবলম্বন করে, সেই পরিমাণে তাঁহার জন্ম অপর সমুদায় নীচ লক্ষ্যকে পরিত্যাগ করে। প্রাচীন কালের ঋষিগণ বলিয়াছেন বাহার জীবনে পূর্বোক্ত চারিটা লক্ষণ স্ফুর্তি পায়। তিনিই ব্রহ্মপরায়ণদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

(Continued from p. 68)

সংক্ষেপে।

কুরুক্ষেত্রস্থান স্বর্গীয় যেরূপ স্বাভাবিক ও প্রবল মনুষ্যের অসাধুতা পরিবার শক্তিও সেইরূপ স্বাভাবিক। অতএব ঈশ্বরের রাজ্যে কাহারও প্রবেশনা করিবার আশা নাই। অন্তরে অসাধুতার নরক রাখিয়া বাহিরে সাধুতার দ্বারা জগতকে অর্থাৎ প্রবলিত করা চর্যাশা মাত্র। ৭.

লোকে নিন্দা করিয়াছে বলিয়া এত বিরক্ত কেন? যে দোষের জন্য নিন্দিত হইয়াছে তাহার সংশোধনের চেষ্টা কর না কেন? ১০

এব বলিয়াছিলেন, "বটে! আমার পিতা আমাকে জোড়ে করিসেন না, আচ্ছা! আমি তপস্যা বলে এমন স্থান প্রাপ্ত হইব, যাহা আমার পিতাও প্রাপ্ত হন নাই।" প্রকৃত ঈশ্বর পরায়ণ লোকের এই ভাব। জগত বখন অশ্রদ্ধা প্রকাশ করে, তখন তাহার বলেন, আমি যখন দোষী তখন ঘৃণিত স্বাভাবিক কিন্তু অপেক্ষা কর এই ব্যাবি দূর করবার জন্য অর্ধম তপস্যা আরম্ভ করিগেছি, দোষী অশ্রদ্ধা গিরা ভক্তির উদয় হয় কি না?" ১১

নিরোপ বনকু খেলানার বাহিরে চিত্ত বিচিত্র করিয়া পাড়ার বিক্রয় করিতে গেল। বালকের স্বভাব, বর্ণ দেখিলে ভোগে, পাড়ার বালকেরা খেলানা গুলি কিনিয়া লইল; কিন্তু দুই চারিবার পুণিবীর সংবর্ধন না লাগিতে লাগিতে সমুদায় চিত্ত বিচিত্র ভটিয়া গেল। মনুষ্য সেইরূপ চরিত্রের বাহিরে সাধুতার বর্ণ মাঝিয়া দুই দিন মন হরণ করিতে পারে কিন্তু সংসারের পরীক্ষায় সে উপরের সাধুতা আরক দিন থাকে না। ১২

সেই ব্যক্তি আমাদের মধ্যে প্রকৃত মনবী যিনি নিজ নিন্দা ভরণ করিয়া প্রাপ্ত চিত্তে বালতে পাবেন, "লোকে ঠিক বলিতেছে, আ ম এই নির্দর পারি।" ১৩

বাহিরের সাধুতার দিকে যাহার দৃষ্টি তাহার ন্যায় কবি-দাসী কে? কারণ সে ঈশ্বর ঈশ্বর করে, অশ্রু অন্তরে অন্তরে অসাধুতা ও বাহিরে সাধুতা রাখিয়া ঈশ্বরকে বিজয় করে।

হে এক মুক বাহির তত দেখিও না, নিজের ভিতর দেখ। ভিতরে সাধু হও বাহিরের জন্য ভাবিও না। ১৪

ভগ্নে দুইটা পদ ভাগিতহে। একটীর মূলাল উৎপাটিত অপরাটীর উৎপাটিত নয়। উর্দর দিক দিয়া দেখিতে দুইটাই সমান কিন্তু হঠাৎ বাত্যা উপাতিত হইয়া জন আন্দোলিত হইল, তখন তাহাদের প্রভেদ বুঝিতে পারা গেল। যেটার মূলাল উৎপাটিত ছিল, সেটা ভাগিয়া গেল, অপরাটী একবার এদিকে একবার ওদিকে নঞ্চালত হইল বটে কিন্তু বাত্যা থামিলে যেখানকার পদ্য সেই খানে আসিয়া স্থির হইল। ধর্ম সমাজে বহুজন ভাসিহেঁতুন, তাহাদের সকলের মূল দৃঢ় ভূমিতে নাই। এক একবার আন্দোলনের বাত্যা উপস্থিত হয় আর একরূপ অনেকগুলি ভাগিয়া যায়। ১৫

নদ নদীর পুলিনে সময়ে সময়ে দেখা যায় যে জলস্রোত বহিয়া বাহিয়া পলি পড়িয়াছে। পলিগুলি দেখিতে সুন্দর কিন্তু একটু খনন করিলেই, ভয় অগ্নি, দগ্ধ কাষ্ঠ, জীর্ণ শাখা প্রভৃতি রাশি রাশি প্রাপ্ত হওয়া যায়। ব্রাহ্মসমাজে সেইরূপ অনেক লোক আছে। উপাসনার মধ্যে থাকিয়া থাকিয়া তাহাদের চরিত্রের উপরে এক প্রকার পলি পড়িয়াছে, আপন তত্ত্ব দেখিলে তরু ও যোগী মনে হয়; কিন্তু চরিত্র একটু খনন করিলেই 'গবাস্তি' ও দগ্ধদ্রব্য প্রভৃতি বাহির হইয়া পড়ে। অনেক ভক্ত এবং যোগী দেখা যায় তাহাদের ভিতরে সাধুতার অংশ বড় অধিক নয়। ১৬

আমরা প্রতিদিন পথে ঘাটে কত গুণ লতা দেখিতে পাই তাহার অনেকগুলি নানা প্রকার পীড়ার ঔষধার্থ লাগে। দিন দিন দেখিয়াও আমরা সে গুলিকে গ্রাহ্য করি না। কিন্তু যেদিন পরিজনগণের কাহারও পীড়া হয় এবং তাহাদের একটীর প্রয়োজন হয়, তখন সেই সামান্য একটা গুণ বা লতার মূল্য সহস্র মুদ্রারও অধিক হয়। সেইরূপ অনেক সত্য আমরা প্রতিদিন অগ্রাহ্য করি কিন্তু যেদিন কোন প্রকার গুরুতর অন্তরের ব্যাধি দূর করা প্রয়োজন হয় তখন সেই এক একটা সত্যের মূল্য সহস্র মুদ্রা অধিক বোধ হয়।

সংবাদসার।

মোট্রাত্র দেখিলেই আমাদের হৃদয়ে আনন্দ হয়। কিছু দিন হইল ইংলণ্ডের এক জন ধনশালী লোকের পরলোক হয়। উক্ত ধনী প্রথমে যে উইল করেন, মৃত্যুর পূর্বে আর তাহা পরিবর্তিত করিবার সময় পান নাই। তাহার পুত্র উইলের দ্বারা তিনি তাহার সমুদায় সম্পত্তি তাহার প্রথমতঃ একমাত্র কন্যাকে প্রদান করেন, তখন আর তাহার পুত্র বা কন্যা জন্মিবার আশা ছিল না। কিন্তু উক্ত উইল বিধিবদ্ধ হওয়ার পর তাহার আর একটা কন্যা জন্মে, তিনি এই দ্বিতীয় কন্যাটার জন্য কোন ব্যবস্থা করিবার সময় পান নাই। ধনীর মৃত্যুর পর এক জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি প্রথম কন্যার পানি গ্রহণার্থী হইয়া উপস্থিত, কন্যাটী বিবাহ করিবেন বলিয়া আশা দিয়াছেন, কিন্তু যতদিন না তিনি আইনামুগারে বয়ঃপ্রাপ্ত হন এবং তাহার ছোট ভগিনীকে তাহার ধনের এক তৃতীয়াংশ দিতে পারেন, তত দিন পরিণীতা হইবেন না বলিয়া ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। ইংরাজদিগের আইনামুগারে বিবাহিত হইলে জ্যৈষ্ঠ সমুদায় সম্পত্তি স্বামীর হইয়া যায়। পাছে ভগিনীর অর্থের হানি হয়, সেই জন্য বুদ্ধিমতী বালিকা পরিণীতা হইতে অস্বীকৃতি হইয়াছেন। এরূপ সহনশীলতা ওণেই মৃত্যু সমাজ স্থলের স্থান হয়।

বর্তমান শতাব্দীতে আর সমুদায় ধর্মসম্প্রদায়ের সংকীর্ণতার হাস দৃষ্ট হইতেছে। স্পেন যে এমন দেশ, যেখানে প্রোটেষ্ট্যান্টদিগের প্রবেশের অধিকার চুরে থাক, এক খানি বাইবেল বিক্রয় করিবার অধিকার ছিল না, যেখানে ১৫ বৎসর পূর্বে কয়েক জন লোক প্রোটেষ্ট্যান্ট বাইবেল পড়িবার জন্য একটা সভা করিয়াছিল, সেই অপরাধে তাহাদিগকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়। সেই স্পেনে এখন ধর্মমত বিষয়ে স্বাধীনতার দিন উপস্থিত হইয়াছে। এমন কি স্পেনের রাজধানী মেড্রিড নগরে ৬টা প্রোটেষ্ট্যান্ট তজনালায় স্থাপিত হইয়াছে। ধর্মমত হইতে, পৌরহিত্য, কুসংস্কার, এবং সংকীর্ণতা যতই অন্তরিত হয় ততই আনন্দের বিষয়।

কান্স দেশে বিবাহের প্রতি নরনারীর ক্রমেই বিতৃষ্ণা বৃদ্ধি হইতেছে। যুবক যুবতীগণ আর পরিনয় পাশে বসে হইতে সহজে সম্মত হন না। আবার অপরিদর্শিত বিবাহিত সম্প্রদায়ও বিবাহ বন্ধনকে কঠোর বলিয়া মনে করিতে

ছেন। ১৮৭৮ সালে কান্স দেশে ২৮০২ জন রমণী এবং ৪৭৫ জন পুরুষ স্বীয় পতি ও পত্নী হইতে স্বতন্ত্র থাকিবার জন্য আবেদন করিয়াছিলেন। সভ্যতার যদি এই ফল হয়, পবিত্র দাম্পত্য সখ্য ও আর নরনারীর পক্ষে স্পৃহণীয় থাকিবে না, তাহা হইলে সে সভ্যতাকে শোচনীয় বলিতে হইবে। বাল্যবিবাহ এক শোচনীয়, দীর্ঘকাল অবিবাহিত থাকিও অগর দিকে শোচনীয়। নরনারী দাম্পত্য প্রণয়ে পরস্পরের সহিত বদ্ধ হন, ইহার মধ্যে এক প্রকার পবিত্রতা আছে।

বহু দিন হইল এক জন ইংরাজ যুবক জাহাজের 'কর্মী' হইয়া যখন আপনার মাতৃভূমি পরিভ্রমণ করে, তখন তাহার এক জন চিঠিখিনী রমণী তাহাকে এক খানি ধর্মগ্রন্থ ও একটা মোতর দিয়া এই অনুরোধ করেন, "লোকের বিক্রয়ের ভয়ে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা বা মিতব্যয় ইহার কোনটা করিতে লজ্জিত হইও না।" সেই যুবা পুরুষ কখনও এই পরামর্শ বিস্মৃত হয় নাই, তাহার ফল এই হইয়াছে যে সে ব্যক্তি এখন রণতরি বিভাগে এক জন প্রধান ও সম্ভ্রান্ত কর্মচারী হইয়াছে। অনেক দুর্বল চিত্ত ব্যক্তির পক্ষে লোকের উৎপীড়ন অপেক্ষা লোকের উপহাসের ভয় অধিক। ব্রাহ্মসমাজের মধ্যেও এরূপ দুর্বলচেতা লোক অনেক দেখা গিয়াছে। এক জন পঠদশায় বড় অমুরাগী ব্রাহ্ম ছিলেন, শেষে মামুষের মত হইয়া যেই বড়দলে মিশিতে আরম্ভ করিলেন, লোকে ব্রাহ্ম ব্রাহ্ম বলিয়া বিক্রয় আরম্ভ করিল। আমাদের ব্রাহ্মবন্ধু অগ্নি আপনাকে ব্রাহ্মদিগের বিরোধী বলিয়া পরিচয় দিতে লাগিলেন। আমরা এরূপ দুর্বল প্রকৃতি বিশিষ্ট লোকদিগকে অপদার্থ কৃপাপাত্র বলিয়া মনে করি।

ব্রাহ্মসমাজ।

পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন মহাশয় শিলঙের অভিযুখে যাত্রা করিয়াছেন।

আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম আনন্দের ভ্রঙ্কর বন্ধু পণ্ডিত শিবনারায়ণ অগ্নিহোত্রী উৎসাহের সহিত পঞ্জাবে ব্রাহ্মধর্ম প্রচার কার্যে রত আছেন। তিনি মাসে একবার করিয়া অমৃত সহরে আসিবার ইচ্ছা করিয়াছেন। তিনি একাকী ও অসহায়, যেহেতু উৎসাহের সহিত কার্য্য করিতেছেন, দেখিলে হৃদয়ে আনন্দ হয়, জগদীশ্বর তাহাকে বিশেষরূপে সাহায্য করুন, তাহার শুভ সংকল্পের সহায় হউন।

শৈলপুত্র ব্রাহ্মসমাজের সাধ্বসরিক উৎসব গত সপ্তাহে সম্পন্ন হইয়াগিয়াছে। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী তত্পরলক্ষে নিয়ন্ত্রিত হইয়া গিয়াছিলেন। তিনি মঙ্গলবার সেখানে উপস্থিত হন। সেই দিন নেটিব ইন্সট্রুমেন্ট সোসাইটীর সভাগৃহে একটা বাজালা বন্ধুতা হয়, বুধবার উৎসব। অদ্য প্রাতে ও রাত্রে সামাজিক উপাসনা। পরদিন প্রাতে সামাজিক উপাসনা; এবং রাত্রে উক্ত সভাগৃহে একটা ইংরাজী বন্ধুতা। শুক্রবার একজন ব্রাহ্মবন্ধুর গৃহে পারিবারিক

উপাসনা হয়। উক্ত উপাসনাকালে প্রদত্ত উপদেশের মর্ম স্তানান্তরে প্রকাশিত হইল।

ছাত্রদিগের রবিবাগবীর উপাসনা সমাজের প্রতি ছাত্র-পণের দিন দিন অধুনা বৃদ্ধি দেওয়া আমরা পরমেশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞ হইতেছি। তাঁহার মুখাপেক্ষা করিয়া মনুষ্য কোন প্রকার কার্যে হস্তার্পণ করিলে তিনি সেই গুণ সংকরের সহায় হইয়া থাকেন। আমরা প্রথমা সহকারে তাঁহার উপর নির্ভর করিতেছি। প্রথমে ৪০ কি ৫০ টি ছাত্র এই সভাতে যোগ দিয়াছিলেন, ইহার নিয়মিত সভা সংখ্যা এক্ষণে ১৩৩ জন হইয়াছে, এতদ্বিধি বহুসংখ্যক দশক প্রতি-বারে উপস্থিত থাকেন। এই সভার উপাসনাও বক্তৃতা-দি-বার আশুততঃ পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর উপর আছে। তিনি এখানে যে সকল বক্তৃতা করিতেছেন তাহা পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়া সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ আপোসে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। পাঠকগণ স্তানান্তরে তাহার বিজ্ঞাপন দেখিবেন।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য নিরাক্ষর সভা আন্তর্জাতিক ব্রাহ্মদিগের তালিকা সংগ্রহের চেষ্টা করিতেছেন। নানা কারণে এরূপ একটা তালিকা সংগ্রহ করা আবশ্যিক হইয়াছে। প্রথমতঃ—যাহারা সম্পূর্ণরূপে পারিবারিক ও সামাজিক সকল প্রকার কার্যে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করিয়াছেন, তাহারা জাতি-ভেদকে গর্হিত জ্ঞানে তাহার প্রসার দেন না, সুতরাং দেশীয় সমাজ কর্তৃক পিত্তিত হইয়াছেন, তাহারা ইহাদের যুগ চাহিয়া সকল প্রকার ক্রোধ বর্জন করিতেছেন, তাহারাষ্ট ব্রাহ্ম সমাজের প্রকৃত বল, সুতরাং আমাদের বল কত তাহা জানা আবশ্যিক। দ্বিতীয়তঃ এরূপ ব্রাহ্ম পরিবারের তালিকা থাকিলে পুত্র কন্যার বিবাহ ও শিক্ষাদি সময়ে অনেক উপায় অবলম্বন করা হইতে পারে। এতদর্থ কার্য নিরাক্ষর সভা একপানি ফারম মুদ্রিত করিয়াছেন, তাহা সমুদায় মফ-স্বল সমাজে প্রেরিত হইতেছে। আগামী ১৫ই সেপ্টেম্বর তালিকা পূর্ণ করিবার দিন, মফস্বলের ব্রাহ্ম বন্ধুগণের প্রতি বিশেষ অধুরোধ তাঁহারা উদ্যোগী হইয়া কার্যে যানি পূর্ণ করিয়া যথা সময়ে প্রেরণ করিবেন।

শ্রীযুক্ত বাবু কনকচন্দ্র শর্মা নামে একজন আমানীয় যুবক সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচার কার্যে রতী হইবার উদ্দেশে কলিকাতায় আগমন করিয়াছেন। এতদ্বিধি আরও কয়েকটি যুবকের এইরূপ সংকল্প আছে। যিশন কমিটির ইহাদের শিক্ষার জন্য শীঘ্র উপায় বিধান করা কর্তব্য। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচার বিভাগের নিয়মাবলীর অনুসারে প্রচার কার্যার্থীদিগকে অন্ততঃ দুই বৎসর কাল শিক্ষা দিতে হইবে, তৎপরে কিয়ৎকাল পরীক্ষাধীন রাখা হইবে, তৎপরে প্রচার কমিটির প্রতিষ্ঠা পত্র প্রাপ্ত হইলে তাঁহারা প্রচারকরূপে মনোনীত হইবেন। এরূপ কঠোর নিয়মের একটা গুণ এই হইবে, সাংবাদ লোকই নির্দোষ হইবেন। জগদীশ্বর তাঁহার কার্যকে নিজে স্বীকৃত করিবেন, আমরা যদি সরল, বিশ্বাসী ও প্রার্থনা পরায় হই তিনি আমাদের কোন অভাব দিবে না। ইহা নিশ্চিত জানি।

গত কয়েক মাস হইতে আমাদের আপীসবাড়ীতে সাধা-রণ ব্রাহ্মসমাজের কয়েকটি যুবক সভা একত্র হইয়া “ব্রহ্মো-পাসক সম্মিলনী” নামে একটি উপাসনা সভা প্রতিষ্ঠা করিয়া-ছেন। অল্পবয়স্ক যুবকদিগের মধ্যে উপাসনার ভাব বিকশিত করা ইহার উদ্দেশ্য। প্রতি বুধবার বৈকালে ইহার অধি-বেশন হয়। সভাটি নরমাল স্কুল অধিষ্টিয়া আসিতেছে, আমাদের আচাৰ্য্যগণ মধ্যে মধ্যে উপাসনা কার্য সম্পাদন করিয়া থাকেন। ঈশ্বর করুন এই চেষ্টা ফলবতী হউক; এই সকল কার্যের উদ্যোগ তাঁহার রূপা অবদান হউক।

কাথি হইতে আমাদের এক জন সভ্য তাঁহার উপবীত পূরিত্যাগের সংবাদ দিয়াছেন, কলিকাতাতেও সম্প্রতি কয়েক-জন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্য উপবীত পরিত্যাগ করিয়া-ছেন। এই সংবাদে আমরা বিশেষ প্রীতি লাভ করিয়াছি; জগদীশ্বর যে আবার ব্রাহ্ম যুবকদিগকে জাগ্রত করিতেছেন তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। ব্রাহ্মসমাজ হইতে এ সকল কথা এক প্রকার উঠিয়া গাইবার উপক্রম হইয়াছিল। এ দিকে যে ব্রাহ্মসমাজের কতগুলি গুরুতর কর্তব্য আছে তাহা অনেকে একপ্রকার বিস্মৃত হইতে আশ্রয় করিয়া-ছিলেন। এদেগে হুস্ত জাতিভেদ প্রথার পক্ষেণ এমনি যে এক সময় যাহারা বীবেচনায় ইহার সম্বন্ধ সময়ে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহারা যেন অন্তর্গত হইয়া আসিতে-ছিলেন। এরূপ সময়ে আমাদের যুবকগণ এই উৎসাহের দৃষ্টান্ত পদদর্শন করিয়া মহৎ কল্যাণ সাধনের কারণ হইলেন। আমরা অধিক কি বলিব প্রার্থনা করি জগদীশ্বর এই অগ্নি সর্বত্র ব্যাপ্ত করুন। এটি জাতিভেদ প্রথার জন্য বৌদ্ধধর্ম এদেশে রক্ষা পায় না, এই পথের জন্য গীষ্টধর্ম প্রচার বন্ধ প্রায় হইয়াছে; যদি ব্রাহ্মগণ বিশেষরূপে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ না হন, তাহারা এই প্রথার পদতলে লুপ্তি হইবেন। তাহাদের দ্বারা বিশেষ উপকার হইবে না।

২১এ আগষ্ট শনিবার কলিকাতা নগরে ১৮৭২ সালের ৩ আইন অনুসারে একটি অসবর্ণ ব্রাহ্মবিবাহ সম্পন্ন হইয়া গি-য়াছে। পাত্রের নাম কুড়ুনচন্দ্র মল্লিক, বয়স্ক্রম অল্পমান ৩২ বৎসর, পাত্রীর নাম শ্রীমতী হরিদাসী, বিধবা, বয়স্ক্রম অল্পমান ২৫ বৎসর, শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় উপাসনা কার্য সম্পাদন করিয়াছিলেন।

প্রেরিত।

মহাশয়! শ্রীহট্ট ব্রাহ্মসমাজে সম্প্রতি একটি গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে; এই বিষয়ে নিম্নলিখিত পত্রখানি প্রেরণ করিলাম; অল্পগ্রহ পূর্বক আপনার সুবিখ্যাত পত্রিকাতে স্থান দান করিলে অত্যন্ত বাঞ্ছিত হইবে।

শ্রীহট্ট ব্রাহ্মসমাজের বয়স্ক্রম প্রায় উনবিংশতি বৎসর। এত কাল হইতে শ্রীহট্টে একটি ব্রাহ্মসমাজ জীবিত রহিয়াছে, কিন্তু এ ব্রাহ্মসমাজ দ্বারা যে ব্রাহ্মধর্ম লোকের নিকট আদ-রিত ও দেশের লোকের বিশেষ ঈর্ষ ও নীতি ভাব বৃদ্ধি পাইয়াছে ইহা আমার বিশ্বাস হয় না। এত কাল হইতে

ব্রাহ্মগণ সমাজের সহিত সংঘর্ষ হইয়া রহিয়াছেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় অনেকেরই জীবন ও বিশ্বাসের মধ্যে ঘোর বিবাদ রহিয়াছে। ব্রাহ্মগণ ব্রাহ্মসমাজে এক পদ ও শরীরের অবশিষ্টাংশ হিন্দুসমাজে দিয়া দণ্ডায়মান হইয়া আছেন। পৌত্তলিকতার সহিত সমুদ্র যোগ রহিয়াছে, অথচ কেহ আচার্য্য কেহ সম্পাদকের কার্য্য করিতেছেন। ধর্ম্ম ও কাৰ্য্যকে এক করিতে হইবে, এ চিন্তা কখন উাহাদিগের মনে উদ্ভিত হয় কি না সন্দেহ। এক দিবস এক জন জাতিচ্যুত ব্রাহ্ম সমাজের বেদীর কার্য্য করিতেছিলেন, ইহা দেখিয়া একজন বুদ্ধিমান বলিয়াছিলেন “ইনি কেন আমাদের ব্রাহ্মসমাজে,” ইহার মনে বিদ্যমান যে ব্রাহ্ম হইলে লোক জাতিচ্যুত হইবে কেন? সম্পাদক মহাশয়! এই কথা হইতেই বুঝিতে পারিবেন যে, শ্রীহট্ট ব্রাহ্মসমাজ কি একটি অদ্ভুত পদার্থ! শ্রীহট্টবাসী ব্রাহ্মগণ ব্রাহ্মসমাজকে একপ ধন্য ভাবে চিত্রিত করিয়া লোকের নিকট উপস্থিত করিয়াছেন। কিয়ৎকাল হইল কতিপয় ব্রাহ্ম সংকল্প করিলেন যে, শ্রীহট্ট ব্রাহ্মসমাজকে উন্নত ভিত্তিতে স্থাপিত করার জন্য চেষ্টা করিবেন। একটি বিশেষ ঘটনা দ্বারা তাঁহারা একপ কার্য্যে ইচ্ছাশক্তি করিতে উত্তেজিত হইয়াছিলেন। উাহাদিগের অধিবাসী অনুসারে গত ২০ এ জুন শ্রীহট্ট ব্রাহ্মসমাজের সভাদিগের একটি সভা আহত হয় উপস্থিত সভা সংখ্যা অল্প হইয়া সেদিন কান্দা স্থগিত থাকে। ২৭এ জুন একটি সভা আহত হইল। এই সভায় এই প্রস্তাব উপস্থাপিত হইল যে “সচ্ছরিত্র, ধর্ম্মসারায়ণ ও কার্য্যক্ষম আত্মস্থানিক ব্রাহ্ম উপস্থিত থাকিলে অন্য কেহ শ্রীহট্ট ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য বা সম্পাদকের কার্য্যে নিযুক্ত হইতে পারিবেন না।” কয়েকজন সভ্য তর্ক শাস্ত্রের গভীর ভাষা প্রদেখে যাওয়া নানা প্রকার অঁকাটু (?) যুক্তি প্রদর্শন করিলেন। দুই একটি যুক্তি উল্লেখ করা উচিত মনে করি। প্রথমতঃ একজন প্রধান সভ্য উঠিয়া বলিলেন যে “আত্মস্থানিক” কথার প্রকৃত অর্থ হইতে পারে না সুতরাং একপ নিয়ম করা উচিত নয়!!! শ্রীহট্ট ব্রাহ্মসমাজে একপ নিয়ম গৃহীত হইলে উক্ত ব্রাহ্মসমাজ অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। (কিন্তু ক্ষতি হইবে তাহা জ্ঞানবান বুঝিতে পারি না তবে এই মাত্র ক্ষতি হইতে পারে যে শ্রীহট্টবাসী ব্রাহ্মগণ এতদিন দুর্ভদিকই সন্ধান করিয়া আসিতেছিলেন, কিন্তু এখন যদি জাতিচ্যুত ব্রাহ্মদিগকে ব্রাহ্মসমাজে অধিক প্রাধান্য দেওয়া হয় তাহা হইলে অনেক হিন্দু ব্রাহ্মসমাজের প্রতিবিরক্ত হইবেন।) বক্তা মহাশয় আরও বলিলেন যে একপ নিয়ম কোন ব্রাহ্মসমাজে থাকা উচিত নয়!!! ইহা ব্যতীত তিনি ইহাও বলিলেন যে কেহ কেহ (অর্থাৎ পূর্বোক্ত প্রস্তাব-কারীগণ) শ্রীহট্ট ব্রাহ্মসমাজকে কোন দলের দিকে (অর্থাৎ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের দিকে) লইয়া যাইতে চেষ্টা পাইতেছেন। এইরূপে তিনি যুক্তি শাস্ত্রের মস্তকলেহন করিলেন। সংস্কার পক্ষীয় একব্যক্তি উঠিয়া পূর্ববক্তার যুক্তি খণ্ডন করিলেন। তিনি বলিলেন যে “আত্মস্থানিক” কথার অর্থ

কি? এবিষয়ে যে প্রশ্ন উত্থিত হইবে তাহা চিন্তার অগোচর। এবং আত্মস্থানিক কথার অর্থ হইতে পারে না একথাও সম্পূর্ণ নূতন। ব্রাহ্মসমাজ হইতে রাউল পিণ্ডি পর্য্যন্ত, করাচি হইতে আসামের শেষ সীমা পর্য্যন্ত যত ব্রাহ্ম সমাজ আছে, সকল স্থানেই এই “আত্মস্থানিক” কথা ব্যবহৃত হইয়া থাকে, কিন্তু শ্রীহট্টের ব্রাহ্মগণ যে, এই কথার অর্থোদ্ধার করিতে পারেন না। শ্রীহট্ট আচার্য্য। এইরূপ অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত তর্কের পর প্রস্তাব ভোটে দেওয়া হইল। বিপক্ষীয়দিগের সংখ্যা কিঞ্চিৎ অধিক হওয়াতে প্রস্তাব গৃহীত হইল না। সেদিনবৃষের সভায় পূর্ব সম্পাদক ও আচার্য্য দ্বন্দ্বকাব্য প্রত্যাগ করিলেন। ১১ই জুলাই সম্পাদক ও আচার্য্য প্রভৃতি নিয়োগ করিবার জন্য একটি সভা হয়। একজন সভ্য দুই জন আত্মস্থানিক ব্রাহ্মের নাম করিয়া বলিলেন, উাহাদের অন্য জন আচার্য্য ও অন্য একজন সহকারী আচার্য্যের কার্য্যে নিযুক্ত হউন। অন্য একজন সভ্য, সেই প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন যে দুই দলের (অর্থাৎ পৌত্তলিক ও আত্মস্থানিক ব্রাহ্ম) লোকই থাকা উচিত। অবশেষে একজন আত্মস্থানিক ব্রাহ্ম আচার্য্যের পদে নিযুক্ত হইলেন এবং দুই জন পৌত্তলিক ব্রাহ্ম সম্পাদক ও সহকারী আচার্য্যের পদে নিযুক্ত হইলেন। সেই অবধি কেহ কেহ মন্দিরে যাইতে ক্ষান্ত হইয়াছেন।

১৩ই আগষ্ট ১৮৮০।

শ্রীহট্ট

নিবেদক
আঃ

তত্ত্বকৌমুদীর মূল্য প্রাপ্তি।

২৬এ জুন হইতে জুলাই পর্য্যন্ত।

সম্পাদক মেদিনীপুর সমাজ	৩
বাবু হেমচন্দ্র সুর পূর্ণীয়া	৩
” শ্রীমতী চিত্তরঞ্জিনী দেবী	৩
” তারিণীচরণ মল্লিক বিনিদহ	৩
নোয়াখালি সমাজ	৩
” প্রাণনাথ মল্লিক শান্তিপুর	১
” কুমার বৈকুণ্ঠনাথ দে বালেশ্বর	৬
” শিবনাথ দত্ত পটুয়াটুলী	৩
” নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ভাগলপুর	৬
” শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় কৃষ্ণনগর	৩
” অবিনাশচন্দ্র ঘোষ সারোদপুর	৬
” মধুসূদন সরকার লাহোর	৩
” রাধানাথ দাস জামুকা	১
” কাশীপ্রসন্ন দে জামালপুর	১১০
” কুঞ্জমোহন দাস ঢাকা	৩
” জ্যোতিষ সাধারণ পুস্তকালয়	১
” কালীপদ মুখোপাধ্যায় আড়াশি	৩
” শীতলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বানসী	৩
” উপেন্দ্রচন্দ্র বসু কলিকাতা	৪১০
” উমাকান্ত মল্লিক কলিকাতা	১
” গৌহাটী সমাজ	৩
” যজ্ঞমণি ঘোষ কটক	৩
” কেদারনাথ রায় কলিকাতা	১১০
” রাধাপ্রসন্ন চক্রবর্তী মুরশিদাবাদ	৩
” ভগবতীচরণ দে জামুনিয়া	৩

বাবু বিপিনকৃষ্ণ বসু নাগপুর ৩
 আশ্বিনীকুমার ওহ কলিকাতা ১
 অন্নদাচরণ কান্তগিরি কাশিপুর ৩
 লক্ষীকান্ত দাস ৩
 শ্যামলাল দাস ১

বিত্তপন।

আগামী ৫ই সেপ্টেম্বর রবিবার ৩ ঘটিকার সময় মূজাপুর
 ষ্ট্রীট ১৩ নং ভবনে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের একটি বিশেষ
 অধিবেশন হইবে।

বিবেচ্য বিষয়।

- ১। সভা মনোনয়ন।
- ২। অধ্যক্ষ সভাবারা মনোনীত একজন সভ্যের অনু-
 মোদন।
- ৩। অধ্যক্ষ সভার দুইজন সভ্য নিয়োগ।
- ৪। বিবিধ।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কার্যালয় } শ্রীমোহিনীমোহন বসু।
 ১৮৮০। ১লা আগষ্ট। } সম্পাদক।

দীপ্ত শিরার অভিষেক।

সরল পদ্য প্রার্থনা পূর্ণ এই ক্ষুদ্র পুস্তক থানি ব্রাহ্মসমাজে
 এক সময়ে অত্যন্ত আদরের বস্তু ছিল। অনেক দিন ইহা
 অপ্রাপ্য হওয়াতে পুনর্মুদ্রিত হইয়া প্রচারিত হইয়াছে।
 ষাষ্টাদশগের প্রয়োজন হয়, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কার্যালয়ে তত্ত্ব
 করিলে প্রাপ্ত হইবেন। মূল্য ১/০ অর্থাৎ মাত্র।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্র



এই যন্ত্রে ইংরেজি ও বাঙ্গালা মুদ্রাক্ষণ কার্য
 স্ভাচরুরূপে, অল্প সময়ে এবং উচিত মূল্যে সম্পন্ন
 হয়। সংবাদপত্র, পুস্তক, চেক, দাখিলা, রসিদ,
 বিল, শিরোনামা, নানা প্রকার ক্ষুদ্র কার্য,
 নানা রঙের মুদ্রাক্ষণ, স্বর্ণময় মুদ্রাক্ষণ, ইত্যাদি।

মুদ্রিতকরা যাহার প্রয়োজন হইবে, তিনি
 কর্মধ্যাক্ষের নিকট কলিকাতা ৯৩ নং কলেজ
 ষ্ট্রীট ভবনে অনুসন্ধান করিবেন।

বিক্রেয় পুস্তক।

নিম্ন লিখিত পুস্তকগুলি ১৩ নং মূজাপুর ষ্ট্রীট সাধারণ
 ব্রাহ্মসমাজের কার্যালয়ে প্রাপ্ত হওয়া যায়। যথা—

পুস্তকের নাম	মূল্য	ডাকমাণ্ডল।
Channing's Complete works	১১।০	৮।০
Practical Sermons	৫।০	০
Memoir of Dr. Carpenter	৫।০	৮।০
Perfect Life	১৫।০	৮।০
Morning & Evening meditations	১৫।০	৮।০
Last Days of Raja Ram Mohon Roy	১।০	৮।০
সম্মতি-হার (বাবু পুণ্ডরীকাক্ষ মুখোপাধ্যায় প্রণীত)	১।০	৮।০
স্বকীর্তীর কীর্তি	১।০	৮।০
শিশুর সন্যাস	১।০	৮।০
ধর্মকুসুম (বালক বালিকাদিগের জন্য)	১।০	৮।০
জাতীয় সম্মতি	১।০	৮।০
অধ্যাপন ও ধর্মসাধন	১।০	৮।০
প্রবন্ধ-লতিকা	১।০	৮।০
Almanac 1880	4 ans	
Second Annual Report 1879	6 ans	
মোপান—নীতি বিষয়ক প্রবন্ধ	১।০	৮।০
Brahmo-Year Book 1879 (Miss Collet's)	১।০	৮।০
ব্রাহ্মসম্মতি	১।০	৮।০
ঐ ২ ভাগ	১।০	৮।০
সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নিয়মাবলী...	১।০	৮।০
ঐ ইংরাজী	১।০	৮।০
আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্মদিগের তালিকা	১।০	৮।০
কৃতজ্ঞতা	১।০	৮।০
আশ্রয় স্বপ্নদর্শন	১।০	৮।০
শিশু পালন	১।০	৮।০
ব্রাহ্মবচন সংগ্রহ	১।০	৮।০
ব্রাহ্মসমাজের বর্তমান অবস্থা	১।০	৮।০
ধর্ম্যালোচন	১।০	৮।০

রবিবাসরীর ভাদ্র সমাজে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী কর্তৃক
 প্রদত্ত উপদেশ সকল গ্রন্থাকারে মুদ্রিত করিয়া বিক্রীত হই-
 তেছে। গ্রন্থগোচ্ছগণ ১৩ নং মূজাপুর ষ্ট্রীট ভবনে আমার
 নামে মূল্য সহ পত্র লিখিলে, উক্ত গ্রন্থ তাঁহাদের নিকট
 প্রেরিত হইবে।

প্রার্থনার আবশ্যিকতা ও বলিহীনতা	১।০
জাতি ভেদ	১।০
পরকাল	১।০

১৩ নং মূজাপুর ষ্ট্রীট } শ্রীআদিনাথ চট্টোপাধ্যায়।
 ৩১ ভাদ্র। } সহঃ সম্পাদক।

আগামী ১৫ই সেপ্টেম্বর আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম সংখ্যা গণনার্থ
 করম মুদ্রিত হইয়াছে। ষাষ্টাদশগের প্রয়োজন হইবে, পুস্তক
 অবগত করিয়া বাধিত করিবেন।

তত্ত্বকোষদীর প্রথম ভাগের প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা বাদে
 প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ একত্রে বান্ধাই হইয়া বিক্রয়ার্থ আফিসে
 প্রস্তুত আছে মূল্য ৪ ডাকমাণ্ডল ৮।০

কার্য্যাদক্ষ

১৬ই ভাদ্রের তত্ত্ব-কোষদী ১২৭ ভাদ্র শুক্রবার প্রকাশিত
 হইল।

তত্ত্ব-কৌমুদী

[পাক্ষিক পত্রিকা].

৩য় ভাগ।
৮ম সংখ্যা।

১লা আশ্বিন বৃহস্পতিবার, ১৮০২ শক। ব্রাহ্ম সংবৎ ৫১।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ৩।
মকস্বল . ঐ ৩
প্রতি বগু নগদ . ৮।

প্রার্থনা।

কগদীশ্বর! আমরা যাহা কিছু লিখিব যেন অস্তরের অন্তর-
দহম স্থানের বিগাম হইতে লিপ্তিত পারি। লোকের নিকট
প্রার্থনা লাভের জন্য সে কথা লিখিত হয় বা যে কাগ্য কৃত
হয়, তাহা হইতে আমাদেরকে রক্ষা কর। অসমর্থতা বা
অসমর্থ ভাষা হইতে আমাদেরকে দূরে রক্ষা কর। প্রভু
অনেক অপরাধ করিয়াছি, দুর্বলতা বশতঃ অনেক শত্রুর
অনেক কাণ্ড করিয়া অশুভাগিত হইয়াছি, আবার যে
লোক প্রার্থনা নিমিত্ত তোমার নামকে পণ্যদ্রব্যের লাগিবে
করিয়া অপরাধী হইবে? আমাদের এই প্রার্থনা, যেন মিজের
ক্ষয় পরাক্ষয়ের দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া কেবল তোমারই
কৃপা অধঃমণ করি; যেন ভক্তনাম লৌলুপ হইয়া ভক্তির
আশ্রয়ের দিকে নীত না হই, যেন এক গুণ করিয়া, দশ গুণ
না বলি। মস্তকের উপর, মাথার উপর এবং তোমার উপর
যাহাতে অচল নিষ্ঠা উপস্থিত হয় এমন কর। আমাদের
উক্তি ও কাণ্ড দ্বারা যাহাতে শ্রমের প্রতি, মাথার প্রতি
এবং তোমার প্রতি লোকের আস্থা বৃদ্ধি হয় এরূপ কৃপা
কর। আমাদের উক্তি সকলকে তোমার পবিত্র তেজের
দ্বারা অশুভাগিত কর যে তাহারা মুকল প্রসব করে।

এক ব্যক্তি লোক মুখে কোন বিদেশের বিষয় শুনিয়া
আগিতেছেন, জনশ্রুতিতে শুনিয়া সেই দেশের জল বায়ু,
সেখানকার নদ নদী, সেখানকার প্রাকৃতিক শোভা, সেখান-
কার আচার ব্যবহার, প্রভৃতির প্রশংসা করিতে শিখিয়াছেন,
অপর এক ব্যক্তি স্বয়ং সেই দেশে গিয়া তন্মধ্যে বাস করিয়া
আসিয়াছেন। সেই দেশে সম্বন্ধে এই উভয় ব্যক্তির ভাবের
কত প্রভেদ!! প্রথম ব্যক্তির অধঃমণ কতক জনশ্রুতি
কতক কল্পনার উপর প্রতিষ্ঠিত, দ্বিতীয় ব্যক্তির অধঃমণ
জীবন্ত। ধর্মরাজ্য সম্বন্ধে এইরূপ। ধর্মজগতে বিচরণ
করিলেই, অনেক আধ্যাত্মিক কথা শ্রুত হওয়া যায়। পরমে-
শ্বর পাপীর পরিজ্ঞাতা; জীব একপক্ষ অগ্রসর হইলে তিনি
শতপদ অগ্রসর হইয়া আগ্রয় দেন; ভয় ও অশুভাপিত
জদরকে তিনি পরিজ্ঞাত করেন না; তিনি ভক্ত জদরকে
আনন্দে প্রাণিত করেন, দুর্বলকে বল প্রদান করেন, ইত্যাদি

অনেক সত্য দিন দিন প্রচারিত হইতেছে। যাহারা কেবল
মাধুর্ঘ্যে এইগুলি শুনিয়া বিগাম করিয়াছেন, তাহারা অভয়-
পদ প্রাপ্ত হন নাই; কিন্তু যাহারা নিজ জীবনে এবং নিজ
অন্তরে এই সকলের পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহাদের
বিগাম অটল ভূমিতে স্থাপিত হইয়াছে। ব্রাহ্ম পাঠক! তুমি
যে ধর্মবাহিনী থাকিতে ইচ্ছা কর তাহার কি কারণ? কেবল
কি লোকমুখে শুনিয়া অথবা নিজে পরিচয় পাইয়া অশু-
ভ হইয়াছ? ঈশ্বর কি তোমার অন্তরে নিজের সাক্ষ্য দিয়া
তোমার অবিশ্বাসকে চূর্ণ করিয়াছেন? যদি তো সাক্ষ্য না
হইয়া থাক, তবে সত্যের হইও না প্রার্থনাসহকারে তাহার
শরণাপন্ন হও।

রামায়ণের উপসংহারের দৃশ্যটি স্মরণ করুন। সীতা
অপমানে ধরাগর্ভে প্রবিষ্ট হইতেছেন এবং অপর দিকে
রামচন্দ্র তাহার কেশ পাশ ধারণ পক্ষক তুলিবার প্রয়াস
পাইতেছেন। এ ছবিটি কিরূপে স্মরণ পথের পথিক
তুমি কি কখনও এই ছবির অহরূপ ছবি নিজ অন্তরে দর্শন
কর নাই। তুমি যেন পাপের ক্ষমা নিমিত্ত হইতে যাইতেছ
এবং উদ্ধ হইতে যেন কোন আশ্চর্য্য শক্তি তোমার কেশা-
কর্ষণ করিয়া তুলিতেছে। এই শক্তি যাহারা অদ্যাপি নিজ
অন্তরে অহুভব করেন নাই, তাহারা মুক্তির তত্ত্ব অদ্যাপি
অবগত নন।

ব্রাহ্মের পক্ষে উপবীত ধারণ কর্তব্য কিনা এই প্রশ্ন
আবার উত্থিত হইয়াছে। এ বিষয়ে আমাদের দৃঢ় সংস্কার
এই যে, এই প্রথাটি যে দুইটি প্রকার চিহ্ন স্বরূপ, সে দুইটির
ন্যায় এ দেশের আধ্যাত্মিক ও সামাজিক কল্যাণের শত্রু
আর নাই। প্রথমতঃ জাতিভেদ, এমন কখনো, ধর্মবিরুদ্ধ
প্রথা আর নাই, যখন ইহার দোষ গুণের আলোচনাতে
প্রবৃত্ত হওয়া যায় তখন ইহার ন্যায় এদেশের উন্নতির শত্রু
আর দ্বিতীয় দৃষ্ট হয় না। দ্বিতীয়তঃ পৌত্তলিকতা, ইহার
ন্যায় শত্রুই বা কে আছে? যে পৌত্তলিকতা ভারতবাসী ও
ভারতবাসিনীদিগকে বহুকাল জীবন্ত ঈশ্বরের পবিত্র, পরি-
ত্রাণপ্রদ পূজা হইতে বিরত রাখিয়াছে, তাহার বিরুদ্ধে আর
নতুন করিয়া কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই? এই উত্তরের

উচ্ছেদ সাধন করিবার জন্যই ব্রাহ্মধর্মের আবির্ভাব। ব্রাহ্ম-ধর্ম পৌত্তলিকতার বিনাশ করিয়া নরনারীকে জীবন্ত ঈশ্বরের পূজা করিতে শিক্ষা দিবেন এবং জাতিভেদের উচ্ছেদ সাধন করিয়া মনুষ্যের ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করিবেন। অতএব উপবীত যদি উক্ত উভয় প্রকার চিহ্ন এবং পোষক হয়, যদি তাহার যুগ্ম উক্ত উভয়ের উচ্ছেদ সাধনের পথে বাধাত হয়, কিংবা উহার পরিত্যাগ যদি উক্ত উভয় প্রকার উচ্ছেদ সাধনের পথে সহায় হয়, তবে তাহা যে ব্রাহ্মের পক্ষে কর্তব্য তাহা বলাই বাহুল্য। ইহার পরিত্যাগ যদি ঈশ্বরের সঙ্গত হয় এবং তথাপি ব্রাহ্ম যদি লোক ভয়ে ভীত হন, তাহাতে, প্রকাশ, পায় পরমেশ্বরের প্রতি তাহার বিশ্বাস নাই।

আমাদের চারি দিকে যে লক্ষ লক্ষ লোক আচর্য নিষ্ঠা ও ভক্তির সহিত পৌত্তলিকতাচরণ করিয়া মৃত হইতেছেন, তাঁহাদের মুক্তি হইবে কি না? এই প্রশ্ন কেহ কেহ করিয়া থাকেন? মুক্তি কাহাকে বলে? ঈশ্বরের পবিত্রতার শক্তি দ্বারা মান-বান্দা যখন অধিকৃত হয় তাহার নাম মুক্তি। যে আত্মাতে ঐশী শক্তি দ্বারা পাপ প্রভৃতি পরাজিত হয় সেই আত্মা মুক্ত। যদি তাহাই হয় তাহা হইলে জীবন্ত ঈশ্বরের আরাধনা ও তাহার সহিত অধ্যাত্মযোগ ভিন্ন মুক্তি লাভের উপায় নাই। পূর্বোক্ত লক্ষ লক্ষ লোকের সম্বন্ধে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে, তাহারা বিশ্বাসাবীন হইয়া যে বাসকবৎ আচরণ করিয়াছেন সে জন্য পরকালে শাস্তি পাইবেন না, কিন্তু জীবন্ত ঈশ্বরের চরণে তাঁহাদিগকে আসিতেই হইবে। জীবন্ত ঈশ্বরের সহিত যুক্ত হওয়ার নামই মুক্তি। এক ব্যক্তি চুরি করে না, নিপাপনমুদ্রি, পরের অনিষ্ট চিন্তা করে না, বিবাদ কলহে থাকে না, নিরীহ, নির্দোষ, ইহাতেই যে তিনি মুক্তির অবিকারী তাহা নহে। মুক্তি যে অদ্বার নাম, তাহার ভাব অন্য প্রকার। তাহাতে জাগ্রত পবিত্রতার হৃদয় বল; সাধুতার স্বাভাবিক বিকাশ; পুণ্য জনিত আনন্দের অবিচলিত উপভোগ। এ সকল কি পবিত্রতা ও প্রীতির উৎস্বরূপ জীবন্ত পরমেশ্বরের সাফল্য যোগ ব্যতীত ঘটিতে পারে? উপনিষদে উক্ত হইয়াছে;—

“বশ্যায় মন্ত্রিরাকাশে তেজোময়ো নৃতময়ঃ পুরুষঃ সর্ভানুভূঃ
যশ্যায় মন্ত্রিরাগ্নি তেজোময়ো নৃতময়ঃ পুরুষঃ সর্ভানুভূঃ তমেব
বিদিত্বাতি মৃত্যুমেতিনানাঃ পৃষা বিদ্যাতে অরনায়”

অর্থ এই, যে সর্ভজ পুরুষ তেজোময় এবং অমৃতময় হইয়া সমুদায় আকাশে ব্যাপ্ত হইয়া আছেন, এই যে সর্ভজ পুরুষ তেজোময় এবং অমৃতময় হইয়া আশ্রয়ণে নিহিত আছেন, ইহাকে জানিয়া জীব মৃত্যুকে অতিক্রম করে, যাইবার অন্য পথ নাই।

“যাইবার অন্য পথ নাই” এ শব্দগুলি শুনিলে হৃদয় কম্পিত হয়, যদি এই তেজোময় পুরুষের আশ্রয় ভিন্ন যাইবার অন্য পথ নাই, তবে মানব ভূমি কি করিতেছে?

যদি জিজ্ঞাসা কর, সম্পূর্ণরূপে ব্রাহ্মধর্ম অনুসারে জীবন যাপন করিল বলিয়া আত্মীয় স্বজনকে এত ক্রেশ দিলাম কেন? এত অশ্রুপাতের কারণ হইলাম কেন? তবে শ্রবণ কর। লোকে লোককে যেরূপ ক্রেশ দেয়, অর্থাৎ অত্যাচার উৎপাদনা দি দ্বারা, আমরা সেরূপে কাহাকেও ক্রেশ দিই নাই। কাহারও প্রতি অত্যাচার করি নাই, কাহারও ধন মানের ক্ষতি করি নাই। কেবল আমাদের বিশ্বাসানুরূপ আচরণ করিতে সে আচরণ যাহাদের বিশ্বাস বিরুদ্ধ হইয়াছে, তাহারা আপনাদের কুশিক্ষা ও কুসংস্কার নিবন্ধন ক্রেশ পাটয়াছেন। অপর দিকে কি দেখিতেছ? আমরা যখন জীবন পথে যাত্রা করিয়াছিলাম, তখন পৌত্তলিকতা, জাতিভেদ, প্রভৃতির ভার স্বন্ধে করিয়া যাত্রা করি, কিন্তু আমাদের পুত্র কন্যাদিগকে সে সকল ভার হইতে মুক্ত রাখিয়া গেলাম, ইহা কি শাস্ত্রানুসার পক্ষে ও জগতের পক্ষে লাভ নয়। দ্বিতীয়তঃ আমরা জীবন্ত ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া যে সংগ্রামে প্রবৃত্ত থাকিলাম তাহাতে হয়ত আরও দশদিকে দশটী আত্মা বল প্রাপ্ত হইল, ইহা কি আনন্দের বিষয় নয়। অতএব বলি, চন্দনকে যত ঘর্ষনা করি ততই যেমন তাহার সৌভব বহির্গত হয়, এলাচ, দুর্গন্ধনি প্রভৃতিকে তৃণ করিলেই যেমন তাহাদের সুগন্ধতার ব্রহ্মগন্ধী তে পারা যায়; সেইরূপ ঈশ্বর প্রেমিকের আত্মা যখন “জয় জগদীশ্বর! তোমার ইচ্ছায় জয় হউক” বলিয়া সংসার শিলায় দণ্ড হইতে থাকে তখনই, তাহার বিশ্বাস ও প্রীতির সুগন্ধ চারিদিকে বিস্তৃত হয়। হে ব্রাহ্ম! লোক ভয়ে বিশ্বাসের পথ পরিত্যাগ করিত না।

ইঙ্গির সকল অশ্বের ন্যায় এবং মন বসুন্ধার ন্যায়। এই ইঙ্গির সকলকে সংযত ও নিয়মিত করিতে মনেন অনেক বলা ও কোশলেব পরোজন হয়। অশ্বের সহিত তুলনা করিবার মুক্তি এই, অশ্ব অতি তেজস্বী, নিয়মিত করা বড় কঠিন। সেইরূপ ইঙ্গির সকলও অতি তেজস্বী এবং সহজে নিয়মিত হয় না। অশ্ব যেমন বশীভূত হইবার পূর্বে অনেক বিদ্রোহাচরণ করে, বাধ হস্তে পতিত পক্ষী যেমন পরাধীনতা স্বীকারের পূর্বে আপনায় ছুঁকিল চঞ্চু পুটে অশ্রু কবার আঘাত করে, মানবের আত্মাও সেইরূপ যখন ঈশ্বরের শক্তিবারা কবলিত হয়, তখন সেই শক্তির সহিত প্রথমে তাহার প্রকৃতির বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। কিন্তু সে বিদ্রোহ অধিক দিন থাকে না, সে যদি মন প্রাণের সহিত প্রার্থনাকে আশ্রয় করে, তবে তাহার অন্তরে ক্রমে ঈশ্বরের জয় স্থাপিত হয়। আর বিরোধ থাকে না।

এই দৃষ্টান্তটি আর এক দিকে প্রয়োগ করা যাইতে পারে। যে দেশে রাজনীতি সম্বন্ধে রাজার ক্রীতদাস হওয়া, সমাজ সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে কর্তার অহুগত থাকা এবং ধর্ম সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে গুরু ও মহাপুরুষের পরচিহ্নের অহুগরণ করার অভ্যাস, সে দেশে যখন নিয়ম তত্ত্ব প্রণালী প্রচলিত হয় তখন

প্রথমে লোকের কমতাগ্রিস্তা, আত্মপ্রতিষ্ঠা, প্রভৃতির সহিত সেই প্রণালীর বিরোধ উপস্থিত হইবে। সৌকে কিছুদিন পরস্পর বিবাদ করিতে থাকে কিন্তু বিবাদ করিতে করিতে পরস্পরের সংঘর্ষে যতই তাঁহাদের আত্মপরতা, অমতাগ্রিস্তা, প্রতিষ্ঠা লাভের ইচ্ছা প্রভৃতি বিদূরিত হইতে থাকে ততই উক্ত প্রণালীর সুফল সকল আমরা দৃষ্টিগোচর করি। রাজনীতি সম্বন্ধে ফ্রান্স দেশ সম্প্রতি ইহা দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহারা যখন সাধারণ তত্ত্ব প্রণালী স্থাপন করেন তখন প্রথম ২ তাঁহাদের বিবাদ বিসম্বাদ দেখিয়া অনেকে মনে করিয়াছিলেন যে, সে প্রণালী অধিক দিন স্থায়ী হইবে না। দশ বৎসর গত হইল এখন সাধারণ তত্ত্বের শত্রুরাও বলিতেছেন যে এই প্রণালী স্থাপিত হওয়াতে ফ্রান্সের প্রশাসন ও সুখ সমৃদ্ধি দিন দিন বাড়িতেছে। ধর্ম সমাজ গঠন সম্বন্ধে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ সাধারণ তত্ত্ব প্রণালী স্থাপন করিবার চেষ্টা করিতেছেন। ব্রাহ্মধর্মের যেমন নরনারীর সমান অধিকার, তেমনি ব্রাহ্ম সমাজ সংক্রান্ত সমুদায় কাণ্ডে সাধারণ ব্রাহ্ম মণ্ডলীর নরনারীর সমান অধিকার, এই মতের উপর সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। এই সত্যটি সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্বে আমাদের পরস্পরের অন্তরে যে একতরকার বিষ আছে তাহা বাহির হইতে কিছুদিন লাগিবে। পরস্পরের অনেক সংঘর্ষের প্রয়োজন, অতএব সভ্যদিগের বিশেষ সহিষ্ণুতা ও বিশেষ প্রার্থনাত্মকতার প্রয়োজন। তাহাদিগের হস্তে জগদীশ্বর অতি ক্ষুদ্রতর কার্যের ভার দিয়াছেন ইহা যেন তাঁহারা বিস্মৃত না হন।

অবিশ্বাসী কে?

অনেকের সংস্কার আছে, যে ব্যক্তি ঈশ্বরের সত্তা ও স্বরূপাদি বিষয়ে সংশয়ান্বিত সেই ব্যক্তিই অবিশ্বাসী। যে বলে, ঈশ্বর যে আছে তাহার প্রমাণ কি? তিনি যদি দয়ানয় তবে তাঁহার সম্মানদিগকে নিরপরাধে ক্রেশ পাইতে দেন কেন? তিনি যদি সর্বশক্তিমান তবে দুটিকে নিপাত করিয়া মহত্ব নিরপরাধ লোককে রক্ষা করেন না কেন? তিনি যদি সর্বজ্ঞ তবে জ্ঞানিয়া গুনিয়া পাপকে জগতে স্থান দিলেন কেন? এই সকল কূট ও জটিল প্রশ্নের মীমাংসা করিতে অসমর্থ হইয়া যে ব্যক্তির মন সন্দেহে আকুল থাকে, আমরা তাহাকেই অবিশ্বাসী শব্দে উক্ত করিয়া থাকি, এবং তাহাকে মানবকুলে হতভাগ্য ও দুঃখের পাত্র মনে করি। কিন্তু জগতে আরও অনেক অবিশ্বাসী দৃষ্ট হয় যাহাদিগের ভুলনায় এ ব্যক্তির সংস্কার মার্জিতীয় বোধ হয়।

দ্বিতীয় অবিশ্বাসী সেই ব্যক্তি, যে লক্ষ বার শুনিয়াছে, যে জীবের জ্বালাও ও পরমগতি এক জন পুরুষ আছেন; তিনি পাপের শাস্তিদাতা ও পুণ্যের পুরস্কর্তা; অথচ সে চিন্তা তাহার মনে এক বারও উদিত হয় না। সে প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি পর্যন্ত যেরূপ জীবন বাপন করে, তাহা দেখিলে বোধ হয় না যে ঈশ্বরের চিন্তা একবারও তাহার মনে উদিত

হয়। তাহার সকল কার্যই প্রমাণ করিয়া দেয় যে, ঈশ্বর ও ধর্ম অসার, এবং সংসার ও উন্মত্ত সেবাই সার। সে সত্য অপেক্ষা ধনকে প্রিয় মনে করে, পবিত্রতার সুখ অপেক্ষা পঞ্চাচারকে সার জ্ঞান করিয়া থাকে। জিজ্ঞাসা করি ইহা অপেক্ষা ঈশ্বরব্রাহ্মনানা আর কি আছে? যদি কোন গৃহস্থের সন্তানেরা পিতা গৃহে জীবিত আছেন, এবং সেই সব তাঁহার ইচ্ছাবিরুদ্ধ ইহা জানিয়াও, যাহার যাহা ইচ্ছা করে, যখন চোঁচা গৃহে আসে, যখন ইচ্ছা বাহিরে যায়, গৃহে বসিয়াই কুৎসিত আমোদ প্রমোদে রত হয়, তবে সে গৃহস্থের অপমানের আর বাকি কি থাকে?

তৃতীয় অবিশ্বাসী সে, যে মনে করে যে তাহার নিজের পৌরুষে ও নিজের গুণে তাহার পরিব্রাজ হইবে। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা অনাবশ্যক। যে ঈশ্বর বিহীন হইয়া গদগুষ্ঠান করে, প্রার্থনা বিহীন হইয়া কর্তব্যপালন করে, এবং সম্পূর্ণরূপে আত্মপ্রতিষ্ঠা হইয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করে। ঈশ্বরের কৃপা মানবের পরিব্রাজের উপায়, এবং পরমেশ্বর সমুদায় শুভসংকল্পের সহায় ইহা সে বিশ্বাস করে না। ঈশ্বর এক জন আছেন, তাঁহার উপাসনা আরাধনাদি করিলে ভাল না করিলে ক্ষতি নাই; জগতের কলম্বন যাহাতে হয় তাহাই কর, ঈশ্বরের সহিত যোগের জন্য বাস্ত হইবার প্রয়োজন নাই। এই তাহার উপদেশ। এই অবিশ্বাস প্রথম দুইটি অপেক্ষা শোচনীয়।

চতুর্থ অবিশ্বাসী সে, যে মুখে ঈশ্বরের নাম করে, ভক্তের বেশ পরিধান করে, ধ্যানভুজানে যোগ দিয়া থাকে, অথচ গোপনে ধর্মবিকৃত পাপে রত থাকে। ইহার ন্যায় অবিশ্বাসী আর নাই। সে মুখে বলত ঈশ্বর পবিত্রতার আধার এবং তাঁহার আরাধনাই মুক্তির একমাত্র উপায়, কিন্তু ছদ্মবেশে বলে ও সকল কথা মিথ্যা, কখনও তাহার কার্যই, এই অবিশ্বাসের প্রমাণ। এই অবিশ্বাসের গভীরতা কত তাহা স্মরণ করিলে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। ইহাতে পরমেশ্বরকে যে বিরূপ বিদ্রূপ ও অবমাননা করা হয়, তাহা অস্বপ্ন করিবার চেষ্টা করিলে, এইরূপ শেলীর লোকের প্রতি ভয়ানক অশ্রদ্ধা উপস্থিত হয়। দুর্বল মানব সন্তানের পক্ষে হঠাৎ বিপথে নীত হওয়া কিছুমাত্র আশ্চর্যের বিষয় নয়। প্রকৃত মাধুয্যনি তিনিও সর্বপ্রকার শত্রুর হস্ত অতিক্রম করেন নাই। ঈশ্বরের পবিত্র সংস্পর্শ একবার তাহার পানে লাগিয়াছে, তিনি যখন দুর্বলতাবশতঃ পতিত হন, তখন যাতনার সীমা পরিসীমা থাকে না, তাঁহার আত্মার শোকধ্বনিতে ঈশ্বরের গৃহ পরিপূর্ণ হয়; তাহার শোকাক্রান্তে ঈশ্বরের চরণ ভাসিয়া যায়। তিনি এক দিন পতিত হইলে দশ দিন বা দশ মাস হাহাকার করিতে থাকেন। কিন্তু সেই ঈশ্বরব্রাহ্মনানাকারীর বিষয় কি বলিব, যে ঈশ্বরের গৃহে নীত গত্যাত করে, উপাসক বলিয়া পরিচয় দেয়, ঈশ্বরের ধর্ম অপরের নিকট প্রচার করে, ধর্মকে সার বলিয়া উপদেশ দেয়, কিন্তু গোপনে জাত-সারে, ইচ্ছাপূর্বক পাপে লিপ্ত থাকে, এবং সে অন্য অহুতানিত হয় না। এই ঘোরতর অবিশ্বাসের ন্যায় অবিশ্বাস আর নাই।

ঈশ্বরের পরিজ্ঞাপ্রদ শক্তি।

এক বার রন্ধন কার্যের বিষয় স্মরণ করুন। সেখানে আমরা প্রতিদিন কি ব্যাপার দেখিতে পাই। মনুষ্য স্থালীর মধ্যে জল, লবণ, হরিদ্রা প্রভৃতি অল্পপান, এবং নানা প্রকার উপকরণ দ্রব্য দিয়াছে। কিন্তু কেহই কাহারও সহিত মিশিতে চায় না। জল তরল তাহার স্ফিক্ততা কণ আছে, তাই লবণ হরিদ্রা প্রভৃতি বলিল আমরা জলের সঙ্গে মিশিব। তাহার কয় জনে মিশিল, কিন্তু তন্মধ্যে কতিন দ্রব্য যাহারা ছিল, তাহার যেন গর্ভভরে কেহ ডুবিয়া কেহ ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল। পরস্পরের ত কথাই নাই, জল যে এমন স্ফিক্ত বস্তু সে মিশিতে আসিল তাহাকে ~~ভিত্ত~~ ~~এবেশ~~ করিতে দিল না। এইরূপে মনুষ্যের স্থালীর মধ্যে কেহ কাহারও সহিত মিশিতে চায় না। অবশেষে মনুষ্য অগ্নিকে সম্বোধন করিয়া বলিল, অগ্নি! তোমাকে প্রাচীনকালের আখ্যায়ী অনেক স্তুতি করিয়াছেন, তোমার অশেষ শক্তি ও অশেষ গুণ, তুমিই এই কার্যের উপযুক্ত। তুমি এই সকল কতিন বস্তুকে মিশাইয়া দেও। অগ্নি তৎক্ষণাৎ বলিয়া স্বকার্যে প্রবৃত্ত হইল। অগ্নি যখন তাহাদের উপর নিজের শক্তি প্রকাশ করিল, তখন স্থালীর মধ্যে ভয়ানক কলরব ও বিবাদ আরম্ভ হইল। যাহারা কোন প্রকারে মিশিব না বলিয়া নিশ্চিন্ত মনে বসিয়া-ছিল, তাহার দেখিল এইকর শক্ত লোকের হস্তে পড়িয়াছি। তখন ঘোরতর কলহ উপস্থিত করিল। জল সকলের সঙ্গে মিশিতে চায় সুতরাং সে আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল; কিন্তু কতিন দ্রব্যগুলি একবার উপরে একবার নিম্নে ছুট-ছুটি আরম্ভ করিল। কোন ক্রমেই মিশিবে না। অগ্নির সহিত ঘোরতর বিস্তোহাচরণে প্রবৃত্ত হইল। অগ্নির সে দিকে দৃষ্টি নাই সে নিজ কার্য সমাধা করিবেই করিবে। অবশেষে কতিন যে ছিল, তাহাকে আর্দ্র হইতে হইল। তখন স্থালীর মধ্যে এক আশ্চর্য ব্যাপার ঘটিল, কে যে কাহার মধ্যে প্রবেশ হইল, কে যে কাহাকে আত্মীয় বলিয়া গ্রহণ করিল, কে যে কাহার সঙ্গে এক হইয়া গেল তাহার স্মৃতি নাই। দশটি মিশিয়া একটা হইল। দশ স্বাদ গিয়া এক স্বাদ হইল।

প্রতিদিন রন্ধন কার্যে আমরা যে ব্যাপার সম্বন্ধে করি মানবাত্মার আধ্যাত্মিক জীবন লাভ সম্বন্ধেও সেই ব্যাপার দেখিতে পাই। মনুষ্য জীবন্ত ঈশ্বরের সন্ধান যত দিন বা পায়, জীবন্ত ঈশ্বরের পবিত্রতার শক্তির দ্বারা যত দিন অধিকৃত না হয় তত দিন তাহার অন্তরের মধ্যে কেহ যেন কাহারও সহিত মিশিতে চায় না। সাধুতার সহিত ইচ্ছার মিলন হয় না, ক্রটির সহিত পবিত্রতার মিলন হয় না, প্রীতির সহিত ঈশ্বরের মিলন হয় না। এইরূপ শোচনীয় বিসম্বাদের অবস্থাতে ঈশ্বরের পরিজ্ঞাপ্রদ শক্তি যখন অবতীর্ণ হয় এবং নিজ কার্য করিতে থাকে, তখন প্রথমে মানবের হৃদয়ে ঘোরতর আন্দোলন উপস্থিত হয়। তাহার হৃদয়ের ভাব সকল যেন ঈশ্বরের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়। হৃদয় স্বাধীতে

ভাব ও প্রবৃত্তি সকল যেন ফুটিতে থাকে। কিন্তু এ সংগ্রাম অধিক দিন থাকে না। ব্রহ্ম কৃপা ও ব্রহ্মের শক্তির বলে ক্রমে সেখানে শান্তি স্থাপিত হয়; প্রাচীন বিবাদ ঘুটিয়া যায়। ক্রটির সহিত ইচ্ছার মিলন হয়, ক্রটির সহিত পবিত্রতার মিলন হয়। ইহাকেই নবজীবন লাভ বলা হয়। তখন অন্তরের দশ খানি খাতু মিশিয়া একখানি হয় এবং দশ প্রকার স্বাদ গিয়া যেন এক প্রকার স্বাদ হয়।

মানবাত্মার মধ্যে ঐশী শক্তি যে প্রকার কার্য দৃষ্ট হয়, মানব সমাজেও সেই প্রকার দৃষ্ট হইয়া থাকে। যতদিন কোন ধর্ম সমাজে ঈশ্বরের পবিত্র শক্তির আবির্ভাব দ্বারা অধিকৃত না হয় ততদিন তাহার মধ্যে কেহ কাহারও সহিত মিশিতে চায় না। পরস্পরে বিচ্ছিন্ন থাকে, পরস্পরের স্তবে স্তবী এবং হুংখে হুংখী হয় না; পরস্পরের ক্রোধে পরস্পরের প্রাণ কাঁদে না, পরস্পরের অন্তরে পরস্পরে স্থান প্রাপ্ত হয় না। একত্র করিতে যাউ, প্রত্যয়ে প্রত্যয়ে সংঘর্ষনে আঘাত ফুলিঙ্গই দেখা দেয়। একদা অবস্থাতে সেই পরিব্রাতার শক্তি ভিন্ন কে তাহাদিগকে একত্র করিতে পারে? মানবের আত্মিক ব্যাকুলতা ও প্রার্থনার স্রব অবলম্বন করিয়া, তাহার শক্তি যখন সেই সমাজ মধ্যে আবির্ভূত হয় তখন সেখানে পরিবর্তন ঘটিতে থাকে। সেই উত্তাপে কতিন যে সে কতিনতা পরিহার করে, পার্থক্য সে তাহার স্বার্থ দূরে যায়, অসহিষ্ণু যে তাহার অসহিষ্ণুতা নিবারিত হয়। পরস্পরের প্রতি যে সন্দেহ এবং আঘাত ছিল তাহা চলিয়া যায়। হতাশ, শ্রদ্ধা, ও প্রীতির স্রোত পরস্পরে পরস্পরের সহিত বন্ধ হইতে থাকেন। অবশেষে দশটি স্রব মিলিয়া যেন একটা স্রব উৎপন্ন হইতে থাকে। ইহা অতি নিশ্চিত কথা ব্রহ্ম কৃপার এই আবির্ভাব দ্বারা কোন ধর্ম সমাজ রক্ষিত হইতে পারে না, বা কোন প্রকার স্বাত্মী কার্য চলিতে পারে না। যাহারা একত্র থাকিয়া কার্য করিবার ইচ্ছা করেন, তাহাদের এই গুণাটী সর্বদা মনে রাখা কর্তব্য।

অলস সাধন।

কোন বিষয়ে স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতে এবং কোন কার্যের ফলাফল নির্ণয় করিতে যে পরিশ্রম হয়, তাহা সৌকার করিতে অতি অল্প লোকেই প্রস্তুত। আমাদের স্তব বা সৌক্যের জন্য যে সকল বিষয়ের প্রয়োজন, তাহা যদি অন্য আমাদের হইয়া উঠিত তাহলে আমরা বাচিয়া যাই। প্রায় আশ্চর্য লোকেরই মনের এই ভাব। এই কারণে অনেকে বলিয়া থাকেন, কে দশজন চিন্তা করিবে এবং শতজন অনুসরণ করিবে এই উন্নতির নিয়ম। দশজন চিন্তা করিবে আর শতজন অলসভাবে তাহাদের অনুদর্শিত পথের অনুসরণ করিবে ইহা আমরা প্রার্থনীর মনে করি না কিন্তু মানব সমাজের বর্তমান অবস্থাতে এইরূপ ব্যাপার প্রায় সকল বিভাগে দৃষ্ট হইতেছে। আমরা অধ্য কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ করিব।

প্রথমতঃ অলঙ্কার বেশ ভূষার বিষয় স্মরণ করা যাউক। আমরা দীর্ঘ দীর্ঘ সমাজ মধ্যে বা পরিবার মধ্যে সময়ে সময়ে এক এক প্রকার বেশ ভূষার আবির্ভাব দর্শন করিয়া থাকি। যত ব্যক্তি ঐ সকল বেশ ভূষা অবলম্বন করেন তাহাদের প্রত্যেকেই কি চিন্তা পূর্বক ও বিচার পূর্বক অবলম্বন করেন, তাহা নহে? হয়ত প্রথমে এক ব্যক্তি চিন্তা করিয়া এক প্রকার নূতন পরিচ্ছদ বা নূতন অলঙ্কার সৃষ্টি করিলেন; তিনি তাহা পরিধান করিয়া সমাজ মধ্যে গভায়াত আরম্ভ করিলেন। যিনি ঐ পরিচ্ছদ ধারণ করিয়াছেন তাহার প্রতি ভক্তি বা ভালবাসা থাকিতে কেহ হয়ত তদনুরূপ পরিচ্ছদ ধারণ করিতে আরম্ভ করিলেন, কাহারও বা রুচি সম্মত হওয়াতে তিনি তাহা অবলম্বন করিলেন; কেহ বা দশজন করিল বলিয়া করিলেন। এইরূপ সংক্রামক বোগের ন্যায় ঐ পরিচ্ছদ ধারণ প্রথা চতুর্দিক ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। প্রথমে একজন কি দশজন চিত্তা পূর্বক তাহা অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহা শত জনে চিত্তাবিহীনভাবে গ্রহণ করিল।

বেশ ভূষাদি সম্বন্ধে যেরূপ সামাজিক আচার ব্যবহারাদি সম্বন্ধেও সেইরূপ। আমরা জাতি ও সম্প্রদায় ভেদে ভিন্ন ভিন্ন আচার দেখিয়া থাকি। কাহারও প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি প্রদর্শন করিতে হইলে হিন্দুর সন্তান পাছকা উন্মোচন করিয়া প্রণত হইবে, ইংরাজ মন্ত্রকের উচ্চীষ উন্মোচন করিবেন, এবং মহম্মদের শিষ্য আর্দ্রাবনত হইয়া সেলাম করিবেন। এইরূপ স্থল বিশেষে বিশেষ বিশেষ কার্যা করিবার রীতি আছে। এসকল রীতিব সৃষ্টি হইল কিরূপে? ঐ সকল লোক কি দলবদ্ধ হইয়া বহু তর্ক বিচারের পর ঐ সকল প্রথাকে উচিত বোধে অবলম্বন করিয়াছে? তাহা করে নাই, প্রথমে একজন বা দশজন চিত্তা করিয়া উক্ত প্রথা অবলম্বন করিয়াছিলেন তৎপরে উহা সংক্রামক রোগের ন্যায় বহুসংখ্যক লোক কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে।

এইরূপ সকল প্রকার সামাজিক এবং গার্হস্থ্য অমুষ্ঠান ও সংক্রামক। সেখানেও জন সাধারণের চিত্তাবিহীনতার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। হয়ত প্রথমে এক পরিবারের লোক কোন বিশেষ ইষ্ট সাধন বা অনিষ্ট নিবারণের জন্য শাস্ত্রাশ্রয়ণ বা চিত্তা করিয়া কোন বিশেষ অমুষ্ঠান অবলম্বন করিল। তখন তাহা সেই পরিবার মধ্যেই বদ্ধ থাকিল। যে সকল প্রতিবেশি পরিবার তাহা দেখিলেন, তাহাদের গৃহে আবার যখন সেই সকল ইষ্টানিষ্ট উপস্থিত হইল তখন তাহারা আর বিশেষ চিন্তা না করিয়া সেই সকল অমুষ্ঠান অবলম্বন করিলেন। এইরূপ ধর্ম আপনা আপনি প্রচারিত হয়। ভারতবর্ষের অসভ্য জাতি সকল এইরূপ সংস্পর্শের ভণেই হিন্দুধর্ম গ্রহণ করিয়া থাকিবে।

কয়েকটা সামাজিক বিষয় উল্লেখ করিয়া সে সত্য প্রমাণ করিবার প্রয়াস পাওয়া বাইতেছে, মানবের সভ্যতা ও জ্ঞানের উন্নতির ক্রমের বিষয় চিন্তা করিলেই তাহার সারবত্তা প্রতীত হয়? আমরা যে সকলেই এখন দীকার করি যে পৃথিবী গোলাকার নিকটীল এবং ইহার উত্তর দক্ষিণ প্রান্ত কিঞ্চিৎ

চাপা, ইহা কল্পনে চিত্তা ও প্রমাণাহীন সন্ধান পুরঃসর গ্রহণ করিয়াছি? আমরা যে সকলেই বলি যে এষ্ট পৃথিবীর প্রত্যেক পরমাণুর কেন্দ্রস্থান গতি আছে, তাহা কল্পনে অন্ধ কথিয়া স্থির করিয়াছি? আমাদের অধিকাংশের পক্ষে কি এই কথা সত্য নয় যে একা গালিলিও বা নিউটন যাহা চিত্তাকরিয় স্থির করিয়াছেন তাহা আমরা শত শত ব্যক্তি আবিচারিত চিত্তে অবলম্বন করিয়াছি।

এই সকল বিষয়ে মনুষ্য অপরাপর সুন্দর বিষয়ে চিন্তা করিতে বিরত থাকে এবং অপরের চিত্তাশ্রয় বিষয় অবলম্বন করে, ধর্ম সাধন সম্বন্ধেও সেই রূপ চিত্তাবিহীনতা ও অলস দৃষ্টি করা যায়? মনুষ্য যখন ধর্মতত্ত্বা নিবন্ধন ব্যাকুল হয় তখন বাস্তব সমস্ত হইয়া অপরের প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করিয়া বসে। নিজে আপনার অভাব কি এবং তদুপযোগী সাধন প্রণালী কি তাহা স্থির করা, নিজে প্রার্থনা পরায়ণ হইয়া ঈশ্বরের দ্বারে উপস্থিত হওয়া, নিজে সংশয় নিরাসা, বিশ্বাস ও আশার মধ্যে আন্দোলিত হওয়া এসকল ক্রম অনেকে সচা করিতে পারে না। তাহাদের পক্ষে পরের পদবী অনুসরণ করা অতি সহজ কার্য। বিশেষতঃ ধর্ম জগতে বিশেষ বিশেষ ভাব সাধনের বিশেষ বিশেষ পথ দৃষ্ট হয়। ঐ সকল লোক সচরাচর তাহার একটা না একটা পথ অবলম্বন করিয়া বসে। মনে কর, আমাদের বোধ হইতেছে যে আমাদের আত্মার কল্যাণের জন্য ভক্তির প্রয়োজন। ভক্তির নাম উচ্চারণ মাত্র চৈতন্য ও তাহার সম্প্রদায়ের কথা স্মরণ হয়। কিন্তু উক্ত সম্প্রদায় যে প্রণালীতে ধর্ম সাধন করিয়াছেন, তাহার মধ্যে কিছু বর্জনীয় আছে কি না? সে প্রণালী আত্মার সকল অবস্থার পক্ষে উপযোগী কি না? তাহা একমাত্র সাধনরূপে অবলম্বনীয় কি না? এ সকল চিন্তা আবার কে করে। অমনি তাহা অবলম্বিত হইল। আবার যখন যোগের আবশ্যকতা বোধ হইল, তখন আর এক সম্প্রদায়ের প্রণালীর দিকে মন ধাবিত হইল। এইরূপে চিত্তাবিহীন ও অলস ভাবে সাধনে বাহারা প্রবৃত্ত হন, তাহাদিগকে এক সম্প্রদায় হইতে অপর সম্প্রদায়ের ক্রোড়ে, সে সম্প্রদায় হইতে তৃতীয় সম্প্রদায়ের ক্রোড়ে পতিত হইতে হয়।

ব্রাহ্ম ভ্রমরের ন্যায়, তিনি দেশ কাল বিচার না করিয়া সর্বস্থান হইতে নিজ আত্মার কল্যাণের উপযোগী বিষয় সকল সংগ্রহ করিবেন। সুতরাং তাহার পক্ষে চিন্তার নিত্য প্রয়োজন। তিনি কতটুকু বর্জন করিবেন কতটুকু গ্রহণ করিবেন তাহা স্থির করা নিত্য আবশ্যক। চৈতন্যের অবলম্বিত প্রণালীর মধ্যে আমাদের আত্মার কল্যাণের উপযোগী কিছু যদি থাকে কেন গ্রহণ করিব না, আবার খ্রীষ্টীয়-দিগের অবলম্বিত রীতির মধ্যে যদি কিছু থাকে তাহাই বা কেন মানিবে অবলম্বন করিব না! তবে কোনটা আমাদের পক্ষে কতকুর সংলগ্ন তাহা নির্ধারণ করিবার জন্য চিত্তা ও প্রার্থনার বিশেষ প্রয়োজন। আমরা যে ভাব সাধনের ইচ্ছা করি, কোনটার দ্বারা তাহার বিশেষ সাহায্য হইবে তাহা নিরূপণ করা একান্ত প্রয়োজন।

চৈতন্য প্রদর্শিত ভক্তি পথাবলম্বীদিগের সহিত আমাদের একটি গুরুতর বিষয়ে মতভেদ আছে। সেটা এই, আমরা চিত্তের ধর্মোন্মাদনের অবস্থাকে সর্বশ্রেষ্ঠ অবস্থা বলিয়া বিবেচনা করি না, এবং সকল সময়ের প্রার্থনীয় অবস্থা মনে করি না। এই উন্মাদের পথে একটি বিপদ আছে তাহা বিস্মৃত হওয়া কর্তব্য নয়। উপরে প্রবল বায়ু সংঘর্ষে তরঙ্গের উচ্চাস হইলে যেমন নদীর উপরের জল আলোড়িত হয়, এবং অনেক সময় নিম্নের জলে আলোড়ন দৃষ্ট হয় না, সেইরূপ উন্মাদিকা ভক্তির যে উচ্চাস তাহা অনেক সময় চরিত্রের অধঃস্রব তলকে স্পর্শ করে না। একদিকে লোকে সংসীর্ণনে উদ্ভূত হইয়া হস্ত তুলিয়া নৃত্য করে অপর দিকে চরিত্রের মূলে অপবিত্রতা ও অসাধুতা থাকিয়া যায়। এদেশের যোগ পথাবলম্বীদিগেরও সহিত আমাদের এক গুরুতর বিষয়ে অভেদ আছে। তাঁহারা সংসারকে মারা মনে করেন, ও সন্ন্যাসকে পরম ধর্ম জ্ঞান করেন। আমরা তদ্বিপরীত মতাবলম্বী, আমরা এই সংসারকেই শিক্ষার স্থান এবং ঈশ্বরের ইচ্ছামুগত ভূতা হইয়া কার্য্য করিবার ক্ষেত্র মনে করি। তবে আমরা দুইটা চাই, আমরা জীবন্ত পবিত্র ঈশ্বরকে সেই ভাবে পূজা করিতে চাই, যদ্বারা আমাদের চরিত্রের মূলদেশ পর্য্যন্ত পবিত্রতার তেজ প্রবিষ্ট হয়। দ্বিতীয়তঃ আমরা ঈশ্বরের ইচ্ছামুগত দাস হইয়া তাঁহার কার্য্যক্ষেত্রে অবিচলিত পরিশ্রম করিতে চাই। আমরা এই দুইটা লক্ষ্যের দ্বারা সমুদায় সাধন প্রণালী বিচার করিয়া লইব। অলস সাধনে বড় ফল ফলিয়া থাকে। জগদীশ্বর আমাদের সাধনালস্য হইতে রক্ষা করুন।

জগদীশ্বর আমি কবে তোমাকে সার বলিয়া বুঝিব ?

ঈশ্বরের আরাধনা ত বহুদিন করিতেছি কিন্তু ঈশ্বরকে কি সার বলিয়া প্রীতি করিতে সমর্থ হইয়াছি? ঈশ্বরের আরাধনা অনেক করে, কিন্তু অন্ন লোকেই তাঁহাকে পায়। ঈশ্বরকে জীবন্তরূপে এবং সাররূপে অনুভব করিয়া অতি অন্ন লোকে উপাসনা করিয়া থাকেন। ঈশ্বরের আরাধনা জীবের মুক্তির উপায়, ইহা হয় ত কেহ অনিয়ত রাখিয়াছেন; যেহেতু তাঁহার আরাধনা মুক্তির উপায় অতএব তাঁহার পূজা করি, এইরূপ কর্তব্য বোধে যে আরাধনা তাহাতে আত্মার নবজীবন লাভ হয় না। সাধনের প্রথমাবস্থাতে এই ভাবে মানবের ধর্ম সাধন আরম্ভ হইতে পারে, কিন্তু ইহাতে দীর্ঘকাল সময় তৃপ্ত হয় না। প্রাণে ঈশ্বরের পবিত্র সংস্পর্শ লাভ করা চাই, তত্ত্বের ধর্ম সাধন নীরস হইয়া পড়ে। অন্তরে সার বস্তু লাভ করা চাই তবে চিত্ত তদুপরি স্থির হইতে পারে।

মানুষ যখন জগতের লোকের সহিত নানা কার্য্য হুয়ে মিলিত হয়, তখন তাহার গৃহের সুখ দুঃখের কথা তাহার মুখে লিখিত থাকে। তাহার অন্ন বস্ত্রের রেশ আছে কি

না? তাহার গৃহে বিবাহ বিসম্বাদ আছে কি না? তাহার পরিবার মধ্যে প্রণয় সদ্ভাবের রাজত্ব আছে কি না এ সমুদায় তাহার মুখ দর্শনে জ্ঞাত হওয়া যায়। তেমনি ব্রহ্মোপাসক কিরূপ ব্রহ্মের উপাসনা করেন তাহার পরিচয় তাঁহার মুখ দেখিয়া জানিতে পারা যায়। যদি তিনি জীবন্ত ঈশ্বরের উপাসক হন তাহার মুখের ভাব, তাহার আচার ব্যবহার, তাহার কথা বাস্তার রীতি দেখিলেই তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। তাঁহাকে দেখিলেই বোধ হইবে যে তিনি কিছু সার-ধন লাভ করিয়াছেন। যে নির্ধন অবস্থা হইতে ধনের অবস্থা প্রাপ্ত হয়, দারিদ্র্য রেশ হইতে মুক্ত হইয়া সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠে, তাহার মুখ এবং রীতি নীতি দেখিলেই তাহার প্রমাণ লাভ করা যায়; দারিদ্র্যের অবস্থাতে যে সকল চিন্তা ও দুর্ভাবনার রেখা তাহার কপালদেশে পড়িয়াছিল, তাহা আর দৃষ্ট হয় না; চক্ষুর দৃষ্টিতে যে একপ্রকার বিষাদের আভা ছিল তাহা আর প্রত্যক্ষ করা যায় না। প্রত্যুত তাহার মুখে প্রসন্নতার জ্যোতি এবং মনে উদ্যম ও সাধনের সকার দৃষ্ট হয়। ব্রহ্মকে পাইয়া আমি কি এপ্রকারে আপনাকে ধনী মনে করিতেছি? একটি অতি সারবান পদার্থ লাভ করিয়াছি বলিয়া কি অহুভব করিতেছি। আমাদের প্রত্যেকের পক্ষে এই প্রশ্নটা নিত্য প্রয়োজনীয়, কারণ যে আরাধনাতে আত্মা আপনাকে লাভবান মনে করে না, যাহাতে প্রানের মধ্যে নূতন পবিত্রতার নূতন শক্তি ও নবজীবনের আবির্ভাব হয় না, সে আরাধনা পশ্চাদ্ধর্ম মাত্র বলিতে হইবে।

ঈশ্বরকে জীবন্তরূপে প্রত্যক্ষ করা যায় কিরূপে? জগতের ইতিবৃত্তে যখন দেখিতে পাই, পৃথিবীর বহু সংখ্যক সাধু ও সাধ্বী পুরুষ এবং রমণী এই পরমেশ্বরকে এরূপ সাব বলিয়া অনুভব করিয়াছিলেন, এই পরমেশ্বরের উপর তাঁহাদের হৃদয়ের এত গাঢ় প্রীতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল যে, পরমেশ্বরের জন্য তাঁহারা কোন প্রকার স্বার্থ বা সুখ উৎসর্গ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই; তখন নির্জের প্রীতি অত্যন্ত ঘৃণার উদয় হয়। আত্মোৎসর্গ যদি প্রীতির পরিচায়ক হয় তবেই আমার প্রীতির অবস্থা অতি হীন। আমি ত আজিও পরমারাধ্য দেবতার জন্য আপনাকে উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত নই। আপনাকে সম্পূর্ণরূপে উৎসর্গ করা ঘরে থাকুক, অতি সামান্য সামান্য আসক্তি পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত নই। এরূপ হৃদয়ের আরাধনায় ফল ফলিবে কেন? সেই জনাই বুঝি আমার এত প্রার্থনা শূন্যে মিলাইয়া গিয়াছে? আমি তবে কি করি? জীবন্ত ঈশ্বরকে সাররূপে প্রীতি করি কিরূপে?

মহুযা যখন এইটা বিলক্ষণরূপে বুঝিতে পারে, যে ঈশ্বর তিন্ন আমার চলিবে না; তাঁহার অভাবে আমার দুর্দশা ও বে বাতনা হইতেছে, তাহা নিবারনের জন্য যদি আমার সর্বস্ব সমর্পণ করিতে হয় তাহাও আমার পক্ষে জের; যখন প্রাণ এত দূর কানে তখনই সে ঈশ্বরকে সার বলিয়া হৃদয়ে গ্রহণ করিতে আরম্ভ করে; এবং যে পরিমাণে আপনাকে ঈশ্বরের চরণে বলিদান করিতে প্রস্তুত হয় সেই পরিমাণে ঈশ্বরের

যুক্তি প্রদ শক্তি তাহার হৃদয়কে অধিকার করিতে থাকে। ঈশ্বর মানবের আত্মাতে কি কার্য্য করেন, তাহার প্রশ্ন সে নিজ অন্তরেই প্রাপ্ত হয়। তখন যদি তাহাকে হত্যাও করা যায় তথাপি সে আর ঈশ্বরকে অসার বলিতে পারে না। প্রাচীন কালের পণ্ডিতেরা এই অবস্থাকে “অভয় প্রতিষ্ঠা” বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। এই অভয় প্রতিষ্ঠা যাহারা লাভ করিয়াছেন তাঁহাদের বিশ্বাস, লোকের উপরে, বা মতের উপরে হাপিত নয়। তাহাদের বিশ্বাস সাক্ষাৎ পরিচয়ের বিশ্বাস প্রাণে প্রাণে লাভ করিবার বিশ্বাস।

ফলতঃ জীবন্ত ঈশ্বরের আরাধনা ভিন্ন পবিত্রতা লাভের উপায় নাই। পরমেশ্বর যে দিন হৃদয়ের নিগূঢ়তম প্রীতিকে অধিকার করিয়া বসিবেন তবেই সুখি যে ঈশ্বরের উপাসক হইয়াছি। কিন্তু সেই সার বলিয়া কে অশুভব করাইয়া দেবে। ব্রহ্মের রূপার উপর নির্ভর করি।

(Continued from ১৪৩)

গৃহধর্ম।

(৩)

গৃহপালিত পশু পক্ষীর সহিত সম্বন্ধ।

নির্ঝাক জীব, তাহাকে যদি সুখে রাখা যায়, তাহাতে প্রাণে কত সুখ হয়।

গাভী সন্ধ্যার সময় মাঠ হইতে আসিয়া গৃহের প্রান্তে যখন দণ্ডায়মান হয়, এবং তাহার বংশ আনন্দে নৃত্য করিয়া যখন স্তন পানের জন্য ধাবিত হয়, তখন সে দৃশ্যের মধ্যে এক প্রকার স্বর্গীয় ভাব দেখা যায় যে অন্য গৃহস্থের গৃহ এত সুন্দর হয়।

পশুগণ কৃতজ্ঞতা এবং প্রভুত্বের চিহ্ন সকল যখন প্রদর্শন করে, তখন দেখিলে হৃদয় উন্নত হয়।

পশুপক্ষীদিগের রক্ষার ভার কেবলমাত্র দাসদাসীর হস্তে দিলে নির্দয়তা হয়, কারণ যাহাদের সেবার ক্রটি হইলে অভিযোগ করিতে পারে না, তাহাদিগকে পরের হস্তে রাখিলে অপরাধ হয়।

ইহাদের তত্ত্বাবধান করা কর্ত্তা বা গৃহিণীর প্রতিদিনের কর্ত্তব্য কর্ম্মের মধ্যে একটি কর্ত্তব্য হইয়া উচিত।

বালক বালিকাদিগের জীর্বার্থ গৃহে কুকুর বিড়াল প্রভৃতি রাখা কর্ত্তব্য। নির্জীব পুতলিকার সেবা অপেক্ষা সজীব পদার্থের সেবাতে তাহাদের অধিক আনন্দ হয়। দ্বিতীয়তঃ তাহাদিগকে ভাল বাসিয়া তাহাদের হৃদয়ের বিকাশ হইতে থাকে। তৃতীয়তঃ অবস্থা বিশেষে পশুদের ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যও ভাব দেখিয়া জ্ঞান লাভ করে।

আহারার্থ বা আমোদ প্রমোদার্থ পশু পক্ষীর হত্যা নিষিদ্ধ; কারণেই আত্মরক্ষা করিতে পারে না, তাহাকে যত্না দিয়া হত্যা করিলে হৃদয় মনের অধোগতি হয়।

গৃহপালিত পশুর হত্যা কোন ক্রমেই কর্ত্তব্য নয়। যাহার প্রতি ভালবাসা জন্মিয়াছে, সুখ বা স্বার্থের অহুরোধে সে ভালবাসাকে সবে দলিত করা আত্মরিক ভাব। যে গৃহে

এই ব্যাপার হইয়া থাকে, সেই গৃহের বালক বালিকা স্বার্থপরতার উপদেশ প্রাপ্ত হয়।

মানব অন্তরের প্রীতি কি পদার্থ। এতদ্বারা বনের পশু পর্যন্ত মানবের বশ হয়। পশু পক্ষীরা ভালবাসা চিনিতে পারে। যাকে ভালবাসে তাকে দেখিয়াও কত সুখী হয়। ইহা দেখিলেও সুখ।

এক দিন একটি ছবিতে দেখা গেল, একটি ছই বৎসরের শিশু একটি বৃহৎ কুকুরের সহিত খেলিতে খেলিতে তাহার কণ্ঠালিঙ্গন পূর্ব্বক, তাহার কঙ্কে মস্তক রাখিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। কুকুরটির বেশ একভাবে শয়ন করিয়া থাকিতে ক্রেশ হইতেছে, তথাপি নড়িতেছে না পাছে তাহার নিদ্রা ভঙ্গ হয়। এ সম্বন্ধে দেখিলে কি হৃদয় উন্নত হয় না? এ পশুর প্রতি যাহার স্নেহ জন্মে না, তাহাকে হৃদয় বিহীন ভিন্ন কি বলা যাইবে।

পশুরা যখন দৌরায়া করে তখন ধৈর্য্যচাঁতির বিশেষ সম্ভাবনা, কিন্তু একবার ধৈর্য্যচাঁতি হইলে অনায়াস শান্তি দিবার বিশেষ সম্ভাবনা। অতএব সর্ব্বদা সতর্ক থাকা উচিত যেন ধৈর্য্যচাঁতি না হয়।

প্রার্থনা।

রূপার আধার পরমেশ্বর! তুমি সকল জীবের সাধারণ পিতা তোমার স্নেহ দৃষ্টি আমাদের প্রতি যেক্রপ, আর এই আমাদের আশ্রিত জীব গুলির প্রতিও সেইক্রপ। অগদীশ্বর তুমি এই নির্ঝাক নিরীহ, ও অসহায় জীবগণের রক্ষা ও প্রতিপালনের ভার আমাদের উপর অর্পণ করিয়াছ। ইহারা ইহাদের সম্ভাব ও কৃতজ্ঞতার দ্বারা কত সময় আমাদের হৃদয়কে পরিতৃপ্ত করে, ইহাদের সদ্ভাস্ত্র দ্বারা কত সময় আমাদের সন্তোষ প্রদান করে, বিপদের সময় কত সাহায্য করে; ইহাদের প্রতি যদি আমাদের তদনুরূপ স্নেহও দয়া না থাকে, তাহা হইলে আমরা তোমার চক্ষে নিন্দিত হইব। হে প্রভো! আমরা যেন সর্ব্বদা ইহাদের প্রতি সদয় ও স্নেহে ব্যবহার করি; যেন ইহাদিগকে আপনাদের বালক বালিকার ন্যায় জ্ঞান করি; যেন ইহাদিগকে সুখ ও সুখী রাখিবার জন্য চেষ্টা করি; আমাদের গৃহে দয়া, যেন ইহাদের প্রতি কোন প্রকার অত্যাচার বা নৃশংসতা আচরণ না করি, আমরা ইহাদের রক্ষক হইব, ইহাদিগকে প্রতিপালন করিব, ইহাদিগের দুঃখ নিবারণ করিব এবং ইহাদের সহিত সপরিবারে সুখে বাস করিব, জগদীশ! সেই স্থগিত স্বার্থপরতা যাহা ভালবাসা ও বিশ্বাসের মুখাপেক্ষা না করিয়া ইহাদিগকে যত্নগ্রস্ত করে, সে স্বার্থপরতা হইতে আমাদের রক্ষা কর। যাহারা তোমার সৃষ্টির শোভা সম্পাদনার্থ জন্মিয়াছে, মনুষ্যের হস্তে যাহাতে তাহাদের প্রাণ না যায়, মনুষ্যকে এইরূপ ওভ বুদ্ধি দেও।

প্রার্থনা স্তবক।

প্রাতঃকালের প্রার্থনা।

জগতের জনক জননি! রাত্ৰিকালে আমি তোমার কোলে নিদ্রিত ছিলাম; তোমার কৃপা অন্তরালে থাকিয়া অজ্ঞাতভাবে আমাকে রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছে; তোমার গুণ ইচ্ছা আমাকে সকল প্রকার শারীরিক ও মানসিক সুখ বিধান করিতেছে এবং গুণভাবে ধর্ম পথের সহায় হইয়া আনাকে মুক্তি পথে অগ্রসর করিতেছে। জননি! তুমি আবার তোমার চিরস্বপ্নের জগতের মুখ দর্শন করিবার জন্য আমাকে তুলিলে? প্রভো! যেখানে তোমার হস্ত সেখানে স্নানতা নাই; তোমার সূর্য যুগে যুগে উঠিতেছে তথাপি তাহার সৌন্দর্য বা নবীনতা গেল না; প্রকৃতি বহু যুগ আছে অথচ তাহার তরুণতা এবং পুষ্প ফলের প্রাকৃতি নবীন শোভা গেল না। নিত্য উঠিয়া দেখি, তুমি শ্যামল দুর্দাদলকে শিশির সিক্ত করিয়া সম্ভানের চরণের জন্য কোমল করিয়া রাখিয়াছ, প্রতিদিন জাগ্রত হইয়া দেখি পক্ষী সকলকে নূতন উৎসাহ ও মধুর সুস্বাদ দিয়া সম্ভানের কর্ণকে তৃপ্ত করিবার জন্য পাঠাইয়াছ; প্রতিদিন দেখি পূর্বাকাশে সিন্দুর ঢালিয়া জগতের পদার্থ সকলকে সুবর্ণ বর্ণে রঞ্জিত করিতেছ। তুমি যেখানে সেখানে চির প্রাচীনের মধ্যে চির নূতন ভাব। তবে আমার প্রাণ কেন প্রতিদিন প্রাতঃকালে নব আনন্দে চক্ষু মেলিবে না। পিতা তুমি প্রকৃতির মধ্যে আছ আমার প্রাণে কি থাকে না? গৃহের মধ্যে নিত্য শিশু দিগের আনন্দ দেখিয়া যে আমার মনে ক্রোধ হয়, আমার যে সুখ লাভ করিতে ইচ্ছা হয়। জগদীশ শিশু যদি সুস্থ থাকে, সে অকাতরে নিশ্চিন্ত মনে জননীর কোড় নীড়ে শয়ন করিয়া নিদ্রা যায়। প্রাতঃ যখন সে চক্ষু উন্মীলন করে তখন যদি দেখিতে পায়, যে মাতা পূর্বেই উঠিয়া স্নেহভরে অবনত হইয়া তাহার মুখ নিরীক্ষণ করিতেছেন, তখন যে তাহার সুখ মনে ধরে না। আমি কেন সকল দিন নেত্র উন্মীলিত করিয়া তোমার প্রসন্ন মুখ দেখিয়া সহস্য বদনে উঠিতে পারি না? কেন আমাকে বিরস মুখে উঠিতে হয়। অবিখ্যাতীয় এবং কতদিনে যাইবে। কতদিনে আমি ব্যস্তবিক তোমার সন্তান হইব? তোমার প্রসন্ন মুখ দেখিয়া চক্ষু গুলিব? আমার প্রাতঃকাল সুখে আরম্ভ হইবে? দীনবন্ধু! তোমার দার্দ্র্যকে আবার আর এক দিনের সেদার বড় হইবার জন্য তুলিলে। কিন্তু দাস যে বড় দুর্বল, সে যে প্রতিদিন পদে পদে তোমার কাণ্ড্য করিতে স্থলিত হয়। এমন দিন যে গল্প যায় যেদিন এদাস, শয়নের সময় হইয়া বলিয়া শয়ন করিতে পারে, দয়াময় প্রভু! অদ্যকার কর্তব্য সকল সুসম্পন্ন হইল। অন্তর্যামি আমার অজুতাপের জলধারা ত তুমি দর্শন কর; আমি তোমার প্রিয় কাণ্ড্য জানিয়াও অবহেলা করি বলিয়া কতবার কাদিয়াছি; কতবার আত্ম-মানিতে স্নান হইয়া গিয়াছি। তুমি আমার যত্ন দেখিয়া দুর্বলকে অনেক বল দিয়াছ, অনেক কৃপা করিয়াছ, সেইজন্য

তোমার অনেক আদেশ পালনে সমর্থ হইয়াছি। অদ্যকার প্রাতে আবার তোমার দ্বারে উপস্থিত হইয়াছি; সম্ভানকে একবার প্রসন্ন বদনে বল সে কাণ্ড্য বাউক। সমস্ত দিন আমি তোমার কাণ্ড্য করিতে পারিব এই আশা দেও, আমি আশা পাইয়া যাই। আমি যে বড় দুর্বল, আমার স্বার্থপরতা, স্বেচ্ছাসক্তি, ইন্দ্রিয়পরতন্ত্রতা প্রভৃতি যে এখনও প্রবল। পাছে তোমার আদিষ্ট পথ হইতে ভ্রষ্ট হই, এই শঙ্কায় প্রাণ আকুল হয়। আমার পক্ষে যে তোমার কৃপার বিশেষ প্রয়োজন। আমার বিবেক বড় শিথিল, আমি যেভাবে কর্তব্য পালন করি তাহা তোমার উপাসকের অতুপযুক্ত, আমি কত দিনে এ কলঙ্ক হইতে রক্ষা পাইব? আমার কর্তব্য জ্ঞানকে উজ্জল করিয়া দেও, তোমার পবিত্রতার তেজ দ্বারা আমার আত্মাকে অতু-প্রাণিত করিয়া দেও, আমি উৎসাহিত মনে তোমার আদেশ পালনার্থ ব্যগ্র ছন্দ্য ও শ্রমশীল হস্তপদ লইয়া কাণ্ড্য অবতরণ করি। কর্তব্যের পথে যেন তোমার ইচ্ছাকেই সার বলিয়া জানি, মিত্রতা, শত্রুতা, অসুখ, সুখ, প্রভৃতি প্রভৃতির জন্য যেন নিজ কর্তব্য পালনে পরাশ্রয় না হই। তুমি বল এবং পবিত্রতা হইয়া আমার মস্তিষ্কে থাক। এই প্রার্থনা শান্তি: শান্তি:

মধ্যাহ্ন কালের প্রার্থনা।

কার্যের বাস্তবতার মধ্যে প্রাণ আমার তোমার জন্য ব্যাকুল হইতেছে; একবার পতিতপাবন! আমাকে দর্শন দিয়া কৃতার্থ কর। একবার তোমাকে দেখিয়া পুণ্য সঞ্চয় করিয়া লই। জগদীশ যদি কোন অবস্থায় তোমাকে হারাই-বার ভয় থাকে তাহা এই অবস্থা। ব্যস্ততা, পরিশ্রম, উদ্বে-জনা, বিবাদ বিসম্বাদের মধ্যে তোমাকে তুলিবার বিশেষ সম্ভাবনা। আমি যদি তোমাকে ছাড়িয়া কাণ্ড্যক্ষেত্রে যাই, দেখিতে পাই অমৃত আনিতে গিয়া গরল উৎপন্ন করি, বন্ধুতা করিতে গিয়া শত্রুতা বাড়িয়া আসি। আবার ইহাও দেখিয়াছি, প্রীতি প্রস্রবণ! তুমি যখন আমার প্রাণ পূর্ণ করিয়া থাক, কে যেন আমার মুখে সন্তাব ঢালিয়া দেয়। আমি যাহার সহিত মিলিত হই সেই স্নেহ কবে, শত্রুর নিকট গেলে মিত্রতা স্থাপিত হয়, হাটে বাজারে যাই শান্তি ও সুখের সীমা থাকে না। তাই একবার ডাকিয়া লইব বলিয়া এত ব্যস্ততার মধ্যেও ঐ চরণে উপস্থিত হইলাম। একবার গাঢ়রূপে আমার ছন্দ্যকে অধিকার কর; আমার প্রাণে তোমার পবিত্রতা ও প্রেম ঢালিয়া দেও আমি একবার জগতে বিতরণ করিয়া আসি। দেখ প্রভু! আমি নাকি অবিখ্যাতীয় তাই নিজ কর্তব্য সাধনে ক্লান্ত হইয়া পড়িতেছি, তুমি একবার প্রসন্ন দৃষ্টি দ্বারা আমার আত্মাকে উৎসাহিত কর আমার প্রীতি ক্লান্তি দূর হইয়া বাউক, আমি উন্নাস অন্তরে আবার তোমার কাণ্ড্য প্রসূত হই। লোকে যখন আমার প্রম ও উৎসাহের প্রশংসা করিবে, তখন যেন বলিতে পারি, তোমার আদেশে পরিশ্রম করার অপেক্ষা সুখ আর নাই। আমি অনেক ভাবিয়া দেখিয়াছি, তোমার কাণ্ড্য অধি-প্রসন্ন পরিশ্রম করা এবং তোমার আতি প্রীতি সাধন

করা ভিন্ন এ জীবনের উদ্দেশ্য আর দেখিছে, পাই না। তাই আলমাকে মহাপাপ জ্ঞান হইয়াছে। এই পাপ হইতে আমাকে রক্ষা কর। যে দিন তোমার কাজ শিকিছু করিব না সে দিন যেন তোমার অন্ন জলে অধিকার নাই এরূপ মনে হয়। সত্য সত্যই শুধু তোমার সেবা করা আমার পক্ষে অন্নপান স্বরূপ। তুমি ধনা! যে তুমি এমন অধিকার আমাকে দিয়াছ! এ সত্য যেন কখনও বিস্মৃত না হই? আমাকে এই বর দেও, আমি যখন কার্যের আড়ম্বরের মধ্যে থাকিব তখন সত্যের সীমা, ন্যায়ের সীমা, প্রীতির সীমা বা পবিত্রতার সীমাকে অতিক্রম না করি। যে কার্যে অসম্মত হইয়া লেশ আছে তাহা যেন অপকৃষ্ট বস্তুর ন্যায় তাগ করিতে পারি, তাহাতে ন্যায়ের বাধ্যতা অথবা প্রীতি কিংবা পবিত্রতার বিরুদ্ধ আচরণ করিতে হয়, তাহা হইতে হস্তপদ যেন সহজে কৃতিত্ব হয়। কার্যের উদ্বেজনীর মধ্যেও যেন এগুলি বিস্মৃত না হই। যে প্রাণ থাকিতে জ্ঞাতসারে অধর্ম করে না তুমি জ্ঞাতার সহায়। আমাকে বিশ্বাসী ন্যায় অটল ভাব দেও। সে ধনের জন্য পরিশ্রম করিতেছি সেই ধনের সহস্র মুদ্রা এক দিকে আর একটা সামান্য সত্য অপর দিকে এরূপ স্থলেও যেন সমুদায় দনকে নরের রণিত অপকৃষ্ট পদার্থের ন্যায় পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হই। তোমার উপাসক জগৎকে ক্রুরপে ধর্ম রক্ষা করে, তাহা আমাকে প্রদর্শন কর। যে বাণিজ্যে বিবেক বিরুদ্ধ আচরণ করিতে হয়, তাহা যেন পরিত্যাগ করিতে পারি; যে ব্যবসারে ন্যায় বা পবিত্রতার বাধ্যতা হয়, যদ্বারা রূপতে কুনীতির সাহায্য করে, পাপকে প্রশ্রয় দেয়, বা লোকের অনিষ্ট সাধন করে তাহা ত্রাসের অস্থাপন্য বলিয়া যেন পরিহার করিতে পারি; যে লাভ পরের ক্ষতি করিয়া করিতে হয় তাহা যেন বিবের ন্যায় জ্ঞান করি। ঈশ্বর তোমার পবিত্রতার রাজ্য আমার জীবনের সকল বিভাগে প্রতিষ্ঠিত হউক। এই তোমার নিকট প্রার্থনা। শান্তি: শান্তি: শান্তি:

রাত্রি কালের প্রার্থনা।

এই ত আবার বিশ্বমাতা! তোমার ক্রোড়ে নিশ্চিত হইবার জন্য আসিলাম। এখন দ্বাদশের হিসাব দিবার সময়! এইবার ত আমার কঠিন পরীক্ষা! অদ্য যে ভাবে যত দূর যে কর্তব্য পালন করা উচিত ছিল তাহা কি পারিয়াছি? কই জগদীশ! সে কথা ত সাহস করিয়া বলিতে পারিলাম না। আমি যে বড় দুর্বল, আমি অদ্য যে অপরাধ করিয়াছি, অন্তঃস্বামী মুখে আর তাহা কি নিবেদন করিব। তোমার রূপার যে দিন নিঃশব্দক মনে শয়ন করিতে পারি, সে দিন যে পরমসুখে নিদ্রা যাই। কিন্তু এ মুখ যে আমার সকল দিন হয় না; আমাকে যে অনেক দিন অশ্রুজল লইয়া শয্যাতে যাইতে হয়। আমার এ অবস্থা কত দিনে যাইবে। দেখুননা! আমি শয্যাতে যাইবার পূর্বে করযোড়ে তোমার নিকট এই প্রার্থনা করিতেছি, আমি অন্যকার দিন জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে যে কিছু অপরাধ করিয়াছি তুমি মার্জনা কর। "যে কার্য আমার করা উচিত ছিল না অথচ করিয়াছি,

যে কথা বলা উচিত ছিল না অথচ বলিয়াছি, যে ভাব আমার জন্মে স্থান দেওয়া উচিত ছিল না অথচ স্থান দিয়াছি, সে সমস্ত ক্ষমা কর, আমি অমৃত্যুতাপ সহকারে প্রার্থনা করিতেছি। যে কার্য আমার করা উচিত ছিল অথচ করি নাই, যে কথা আমার বলা উচিত ছিল অথচ বলি নাই, যে ভাব আমার জন্মে স্থান দেওয়া উচিত ছিল অথচ স্থান দিই নাই, সে সমস্ত ক্ষমা কর। আমি অমৃত্যুতাপ সহকারে প্রার্থনা করিতেছি।" দেখ! পিতা! তোমার জীব সকল বিশ্বাস নিদ্রায় শয়ন করিল; আমি তোমার নিকট দাখনয়নে উপস্থিত হইতেছি। আমার পরিশ্রান্ত মস্তক তোমার ক্রোড়ে গ্রহণ কর, আমার অমৃত্যুতাপ অশ্রুসিক্ত চক্ষুকে তোমার প্রশ্রয় মুখ দেখাইয়া তৃপ্ত কর। আমি তোমাকে হৃদয়ে লইয়া শয়ন করি। দীনবন্ধু! কবে আমার প্রীতি এত গাঢ় হইবে যে, তোমার হস্তে আমার সমুদায় সমর্পণ করিতে সমর্থ হইব। এই যে আমার দেহ মন, এই যে আমার বিষয় ভিতর এই যে আমার আত্মীয় স্বজন এ সমুদায় তোমার, কবে প্রকৃত প্রেমিকের ন্যায় এই কথা তোমাকে বলিতে সমর্থ হইব। তবে অন্যকার রক্তনীর মত এ দাস বিশ্বাস করিতে যায়। যদি আবার জগতে চক্ষু উন্মোচিত করি, যেন তোমাকে দেখিয়া শয্যা তাগ করিতে পারি। আর যদি এই রাত্রি আমার এ পৃথিবীর শেষ রাত্রি হয় যেন পরলোকে চক্ষু খুলিয়া তোমার সেবার নিযুক্ত হইতে পারি। রাত্রি কালের বিশ্রাম হইতে তুমি আমাকে রক্ষা করিও। স্বপ্নে যে সকল পাপের ছবি দেখিয়া সময়ে সময়ে ক্রেশ লাই, এমন করিয়া এই সময়ে আমার হৃদয়কে অধিকার কর যেন সে সকল ছবি দেখিয়া লজ্জিত হইতে না হয়। আমার স্বপ্ন সকল ও তোমার ভাব দ্বারা নিয়মিত হউক এই আমার প্রাণগত ইচ্ছা। আমি আগিয়া গুণের জন্য লালায়িত হইব এবং নিদ্রাবস্থায় পাপের ছবি সন্দর্শন করিব, এরূপ যন্ত্রণায় আমাকে রাখিও না। যখন আমি দেখিব যে আমার স্বপ্ন পর্যন্ত কেবল স্বর্গের ছবি দেখাইতে আরম্ভ করিয়াছে, তখন বুঝিব যে আমার প্রকৃতির অন্তঃস্থল পর্যন্ত সাধুতা দ্বারা সিক্ত হইতেছে; পুণ্য আমার প্রকৃতি হইতেছে। আমাকে এই বাঞ্ছিত অবস্থা প্রদান করিয়া কৃতার্থ কর। তোমার নিকট এই মাত্র প্রার্থনা। শান্তি: শান্তি: শান্তি:

সংবাদসার।

রাজতন্ত্র দেশে শত শত প্রজার শ্রমের উপার্জিত অর্থ রাজা ভোগ করে; পৌরহিত্য পোড়িত দেশে শত শত ব্যক্তির অর্থ গুরু ও পুরোহিত ভোগ করিয়া থাকে! রোমান কাথলিকদিগের গুরু পোপের আর বোধ হয় কিঞ্চিৎ হ্রাস হইয়া থাকিবে, কারণ রোম নগরে একটা সভা স্থাপিত হইয়াছে; পোপের ধর্ম সমাজের ব্যয় নির্বাহার্থ প্রত্যেক রোমান কাথলিকের নিকট হইতে দৈনিক এক পরসাদ আদায় করা ঐ সভার উদ্দেশ্য। সকল দেশের রোমান কাথলিকদিগের

নিকট হইতে যদি ঐ অর্থ সংগৃহীত হয় অর্থ বড় অল্প হইবে না।

টিটার্সপেন্স নামে রোমান কাথলিক ধর্ম যাজকদিগের এক প্রকার ট্যাক্স আছে। উক্ত ট্যাক্স দ্বারা সংগৃহীত অর্থ, পোপকে দেওয়া হইয়া থাকে। আয়রলণ্ড দেশে রোমান কাথলিক যাজকদিগের একদূর প্রতাপ যে এক ডবলিন নগর হইতেই ২০০০০ বিঘ হাজার টাকা উঠিয়াছে।

একপ শূন্য যার জন্মনিতে দিন দিন নাস্তিকতা এবং ধর্ম সম্বন্ধে যথেষ্টাচারের এতদূর বৃদ্ধি হইতেছে যে এই অনিষ্ট নিবারণের জন্য গবর্ণমেন্টের কোন প্রকার উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক হইয়াছে। একপ জনরব যে বর্তমান সময়ে প্রজাদিগের “সিভিল ম্যারেজের” অর্থাৎ ব্রাহ্মস্থান শূন্য প্রণালীতে বিবাহ করিবার যে অধিকার আছে, তাহা আর দেওয়া হইবে না। গুর্নোক্ত অনিষ্ট নিবারণের একপ উপায় অবলম্বন দ্বারা কত সুফল ফলিবে তাহা বলিতে পারা যায় না। আমাদের বোধ হয় এ অনিষ্ট নিবারণের ভার গবর্ণমেন্ট না লইয়া দেশের মধ্যে পণ্ডিত ও বিজ্ঞ লোকদিগের হস্তে দিলে ভাল হইত। বুদ্ধির ও চিন্তার জন্ম নিতেন যে সকল অনিষ্ট ঘটয়া থাকে তাহা বুদ্ধি এবং চিন্তা দ্বারা ই বর করিবার চেষ্টা ভাল।

ইংলণ্ডে এবং এদেশে বর্ণগতক গোবীতে টীকা দিবার প্রথা আছে। কিন্তু ইংলণ্ডের অনেক পণ্ডিত ও সদাশয় লোক ইহার বিরোধী, এজন্য ইংলণ্ডে একটা সভা আছে। আমাদের শ্রদ্ধেয় প্রোফেসর নিউম্যান তাহার একজন সভ্য। ক্রমে ইংলণ্ডে এবিষয়ে অনেকের মত পরিবর্তিত হইতেছে। গত বৎসর ইংলণ্ডে ৩২২ জন লোক নিজ পুত্র কন্যাকে টীকা দিতে অস্বীকৃত হওয়াতে জরিমানা হইয়াছে এবং ২৮ জন লোকের কারাদণ্ড হইয়াছে।

ইংলণ্ডে রবিবার পবিত্র বারকপে গণ্য। এদিন লোকে বিষয় কন্ঠ করে না, কিন্তু এদিন ছুটি পাওয়াতে নিম্ন শ্রেণীর লোকের মধ্যে সুরাপানাদি নিবন্ধন অনেক নীতি বিরুদ্ধ আচরণ হইয়া থাকে। গত বৎসর ৫৫৩১৭ জন লোক রবিবারে মাতলামি করাতে দণ্ডিত হইয়াছে।

ব্রাহ্মসমাজ।

গত ২৮ এ ভাদ্র রবিবার বরাহনগর বনভগলি সমাজের সাপ্তাহিক উৎসব সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী প্রাতঃকালের উপাসনা কার্য সম্পাদন করিয়াছিলেন।

আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্মদিগের তালিকা সংগ্রহের নিমিত্ত সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ অফিস হইতে যে কাগজ খানি প্রেরিত হইয়াছিল তাহা অনেকে পূর্ণ করিয়া পাঠাইতেছেন। যে সকল সমাজ এখনও প্রেরণ করেন নাই তাহার একটু উদ্যোগী হইয়া শীঘ্র প্রেরণ করিবেন; এতালিকাটা অনেক প্রকার কাজে লাগিবে।

সিমলা শৈলবাগী কোন বন্ধুর পত্রে জামা গেল, সেখান-

কার ব্রাহ্মগণ ক্রিয়াদিবস হইল দুই দলে বিভক্ত হইয়াছেন। কতিপয় সভ্য শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেনের দিকে গিয়াছেন এবং অবশিষ্ট সভ্য সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন।

সৈদপুরের একজন বন্ধু সেখানকার উৎসবের নিম্নলিখিত কার্য বিবরণ প্রেরণ করিয়াছেন।

“উৎসব ৯ই ভাদ্র মঙ্গলবার উৎসব আরম্ভ হয় এবং ১৫ই ভাদ্র রবিবার শেষ হয়, কলিকাতা নিবাসী শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, হর্দীবাড়ি নিবাসী বাবু শ্যামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, কলপাইগুড়ি নিবাসী বাবু কাশীপ্রসন্ন বসু, রত্নপুর নিবাসী বাবু কৈলাসচন্দ্র বসু প্রভৃতি মহোদয়গণ উৎসবে যোগ দিয়া আনন্দ পরিবন্ধন করিয়াছেন।

৯ই ভাদ্রমঙ্গলবার প্রাতে ৩৯ ঘণ্টা হইতে ৭৯ ঘণ্টা পর্যন্ত এবং অপরাহ্নে ৩৯ হইতে ৭৯ ঘণ্টা পর্যন্ত শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী উপাসনা করিয়া ৮ টা হইতে প্রায় ৯৯ ঘণ্টা পর্যন্ত অত্রস্থ ক্রব গৃহে “নূতন শিক্ষার নূতন ভাব” এই সম্বন্ধে একটা মৌখিক বক্তৃতা করিলেন।

১০ই ভাদ্র বুধবার প্রাতে ৩৯ হইতে ৮ ঘণ্টা পর্যন্ত এবং অপরাহ্নে ৭৯ হইতে ২ ঘণ্টা পর্যন্ত উপাসনা হয় পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী উপাসনা কার্য সম্পন্ন করিয়া সকলের সন্মুখে ব্রহ্মোৎসাহে উত্তেজিত করেন, তাহার আগমনে ও উপাসনাদিতে যোগ দিয়া স্থানীয় ব্রাহ্মগণ বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছেন।

১১ই ভাদ্র বৃহস্পতিবার প্রাতে ৩৯ হইতে ৮ ঘণ্টা পর্যন্ত এবং অপরাহ্নে ৩৯ হইতে ৭৯ ঘণ্টা পর্যন্ত উপাসনা তৎপরে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী ক্রব গৃহে “Higher life of the soul” এই সম্বন্ধে হংরাজি ভাষায় একটা বক্তৃতা করেন বক্তৃতা শ্রবণ করিবার জন্য এত ভদ্র লোকের (হংরাজি এবং বাঙ্গালি) সমাগম হইয়াছিল যে স্থানভাবে চতুর্দিকে অনেককে দণ্ডায়মান থাকিতে হইল। যাহা হউক যেকোন পবিত্র গুস্তার ঘটনা উপলক্ষে সকলে সমবেত হইয়াছিলেন দৃশ্যটা তাহার সম্পূর্ণ উপযোগী হইয়াছিল।

১২ই ভাদ্র শুক্রবার প্রাতে ৩৯ হইতে ৮ ঘণ্টা পর্যন্ত শ্রীযুক্ত বাবু আশুতোষ বসুর ভবনে পারিবারিক উপাসনা হয়, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী আচার্য্যের কার্য করিলেন, অপরাহ্নে ৭৯ হইতে ৯ ঘণ্টা পর্যন্ত উক্ত ভবনেই পারিবারিক উপাসনা হয় শ্রীযুক্ত বাবু আশুতোষ বসু আচার্য্যের কাণ্ড করিলেন।

১৩ই ভাদ্র শনিবার প্রাতে ৩৯ হইতে ৮ ঘণ্টা পর্যন্ত সমাজ গৃহে শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামলাল বন্দ্যোপাধ্যায় উপাসনা করিয়াছিলেন এবং অপরাহ্নে কৈলাসচন্দ্র সেন ৩৯ হইতে ৭৯ ঘণ্টা পর্যন্ত উপাসনা করিয়াছিলেন। তদুপরে ক্রব গৃহে শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র বসু “Duties of the educated natives” এই সম্বন্ধে একটা সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিলেন।

১৪ই রবিবার প্রাতে ৩৯ হইতে ৯ ঘণ্টা পর্যন্ত উপাসনা ও সন্ধ্যাকালে হইয়াছিল অপরাহ্নে ৩৯ হইতে ৫ ঘণ্টা পর্যন্ত।

প্রথমে একটি সঙ্গীত চটল পরে কৈলাসচন্দ্র সেন একটি প্রার্থনা করিলেন শেষে আবার একটি সঙ্গীত হইল; তৎপরে শ্রীযুক্ত বাবু কেশবনাথ চট্টোপাধ্যায় মাধ্যমিক আর বায় বিবরণ পাঠ করিলে পর আলোচনা ও কোন প্রশ্নগ্ৰস্ত হইতে শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন বসু মহাশয় কিছু পাঠ করিলেন; মাধ্যমিকালে ৭১ হইতে ৯৭ নম্বর পর্য্যন্ত উপাসনা হইয়াছিল এই দিবস প্রাতে এবং অপরাহ্নে শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন বসু আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন এদিনীও পরমানন্দে সাধন করা হইয়াছিল।

প্রেরিত।

শ্রীযুক্ত তত্ত্বকৌমুদী সম্পাদক মহাশয়
সমীপেষু।

সমীপেষু নিবেদন,

‘সাধন চাক্ষুণ্য’ বিষয়ে ১লা ভাদ্রের তত্ত্বকৌমুদীতে যে প্রবন্ধটি প্রকাশিত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে আমি কয়েকটি কথা লিখিতে চাহিতেছি। সাধন আশ্রয়ের পূর্বেই লক্ষ্য স্থিরীকৃত হইয়া থাকে: বিনা লক্ষ্যে কেহকি যখন সাধন আশ্রয় করে? কিসের সাধন? কাহার জন্য সাধন? বাহ্যিক প্রত্যেক সাধকের সমুখ আগে লক্ষ্য উপস্থিত হয়, পরে তাহার সাধনে কৃতি এ উদ্যম জন্মে। “এমন পাগল কে আছে বলুন, যে লক্ষ্যের দিকে বাটতে গইতে পশ্চিমদিকে নিজের গতিবোধ করিয়া যমে? যাহারা লক্ষ্য শূন্য, তাহারা কখন সাধন করে না। যখন যে পথ সম্মুখে পায়, যাহারা বিনা লক্ষ্যে যখন সেই পথে চলতে আরম্ভ করে, তাহাদিগকে সাধক বলিতে পারি না। সাধন চাক্ষুণ্যের লক্ষ্য বলিয়া আপনি যে সকল দোষ উল্লেখ করিয়াছেন, এটি শ্রেণীর লোকদিগের মধ্যেই পায় তৎসমুদয় দেখা গিয়া থাকে।

লক্ষ্যের অভাবে, সাধনের অভাবে ব্রাহ্মদিগের বাস্তব উন্নতি সুদূর পরাণত হইয়া রহিয়াছে। লক্ষ্য ভুলে হইলেই সাধন বন্ধ হয়; পূর্নাভি না দিতে দিতেই ব্রাহ্মদিগের যক্ষ নষ্ট হইয়া পড়ে। আপনি লিখিয়াছেন “আমরা পরব্রহ্মের উপাসক, ধর্ম পথের যাত্রী”—ভাল; আমরা তবে ধর্মপথের পথিক। “আমাদের সমুখে যোগের এক পথ, বৈরাগ্যের এক পথ”—এরূপ বলিলে ঐশ্বর লাভের এই সকল বিভিন্ন পন্থা বুঝাইয়া থাকে। কিন্তু এরূপ উপমা করিলে কি ভাল হয় না? যে এক ধর্ম পথেই যোগ, ভক্তি, বিনয়, বৈরাগ্য প্রভৃতি কুসুমতরু কুসুম লাভ্য বিস্তার করিয়া পথের শোভা সাধন করিতেছে; সাধককে এই-সকল-ভুল-হইতে পুষ্প চয়ন করিতে করিতে অগ্রসর হইতে হইবে। সমস্ত সঙ্গীত-পূর্ণ-বিকাশ হইতে না থাকিলে ব্রাহ্মের উপাসনা সার্থক হয় না। (১)

(১) এ দেশে এরূপ দেখা যায়, এক একটা সম্প্রদায় এক একটা তারকে বিশেষরূপে ও সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠভাবে সাধন করিয়াছেন, এবং সেই পরিমাণে অপর ভাব ওসির প্রতি অবজ্ঞা

পরিহার লক্ষ্য না থাকিলে সাধনহুতি ঘটে মতা; কিন্তু আপনি যে উদাহরণ দিয়াছেন, তাহা আমার বড় মনে লাগিল না। বলুন দেখি, যখন ব্রাহ্মগণ প্রথমে কর্তব্য পরায়ণতা ও অহুষ্ঠানের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন, যখন অহুষ্ঠান-ক্রিয়া ও ব্রহ্মবিদ্যালয়াদির আন্দোলন করিয়াছিলেন, যখন প্রার্থনাকে মূল্য করিয়া সাধন আরম্ভ করিয়াছিলেন, তখন কি তাঁহারা শূন্যহস্তে, শূন্যজন্মে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছিলেন? তাহারা কি যখনের কল লাভ না করিয়াই বিভিন্ন বিষয়ের সাধনে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন? তাহাও কখন স্বীকার করা যায় না। ব্রাহ্মগণ অবশেষে যখন ভক্তিসাধনের দিকে অগ্রসর হন, নাম সংকীর্ণনে রমনাকে পরিত্যক্ত করিতে আরম্ভ করেন, তখন তাহারা ত প্রার্থনাদিও পরিত্যাগ করেন নাট। উহা স্বীকার করিতেই হইবে, যখন যে বিষয়ের সাধন প্রথম আরম্ভ করিয়াছিলেন সে বিষয়ের প্রতি একটি অধিক অভিনিবেশ প্রদান করিতে হয়। ব্রাহ্মগণ তাহাই করিয়াছিলেন, ইহাও তাহাদের লোভ কি হইয়াছিল? ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসের কয়েক বৎসরের সাধকদিগের উপরে আপনি যে চাক্ষুণ্য দোষারোপ করিতেছেন, আমার ত তাহা সঙ্গত মনে হয় না। (২)

অবশেষে আমি আপনাকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করিতে চাই। ঐশ্বর কি আমাদের “আনন্দময়ী মা” নহেন? ভক্তির উচ্ছ্বাসে যখন প্রথম ঐশ্বরের কোলে গিয়া পড়ে, তখন কি সে তাঁহাকে “আনন্দময়ী মা” বলিতে চায় না? “ক্রম ঐশ্বর কখনও “আনন্দময়ী মা” হইতেছেন,—বলিয়া আপনি তবে ভক্তিসাধকদিগকে একটি বিজ্ঞপ্তি করিয়াছেন কেন? (৩)

আমি পূর্বেই বলিয়াছি যে, যখন যে সাধন প্রথম আরম্ভ করা যায়, তখন তাহাকে অধিকতর দৃষ্টি প্রয়োগ করিতে হয়। সাধনে কেন? সকল বিষয়েই এটি নিয়ম। সকল প্রদর্শন করিয়াছেন। অদ্বৈতবাদীগণ ভক্তির বিরোধী, বৈষ্ণবগণ জ্ঞানের বিরোধী। যে ভাবটী সর্বাপেক্ষা প্রবল রূপে সাধন করিবার জন্য একটি প্রণালী অবলম্বিত হয়, সে প্রণালীকে সেই ভাবের পথ বলা অসম্ভব নয়। ব্রাহ্ম যে ভাবটী সর্বাপেক্ষা অধিক রূপে সাধন করিবেন সেটী তাহাব পথ আপব সুসুদায় ভাব তাহার সহায় হইবে। অপর সম্প্রদায়ের মতিত ব্রাহ্মের এই প্রভেদ তাহার কোন পথের প্রতি বিদ্বেষ নাই। তিনি সকলের উৎকৃষ্ট বস্তু গ্রহণ করিবেন।

(২) সময়ে সময়ে যে সকল সাধনপন্থা অবলম্বিত হইয়াছে তাঁহাদের যে কোনফল ফলে নাট তাহা নহে, কিন্তু এটি সকল বিভিন্ন সাধন পন্থার স্থায়ী উদ্দেশ্য কি তাহা যে স্থির ছিল এরূপ বোধ হয় না। যখন সেটী চিত্তকে হরণ করিয়াছে তখনই সেটীকে স্থায়ী ভাব রূপে অবলম্বন করা হইয়াছে।

(৩) ঐশ্বরকে আনন্দময়ী মা বলাতে আপত্তি করা হয় নাই, কিন্তু দুই দিন আনন্দময়ী মা, তিন দিন “প্রাণ বধূয়া”, এক দিন বাল গোপাল, চারিদিন খীষ্টের সহবাস, দুই দিন শাক্য যুনির সংসর্গ ইত্যাদি প্রকার সাধন চক্ৰলতার প্রতি আপত্তি উত্থাপন করা হইয়াছে।

প্রকার সাধন সময়েই "জনসমাজ ও প্রতিদিনের কর্তব্য সকল," আপনি সমান রাধিতে বলিয়াছেন ; কিন্তু তাহা কি সম্ভব ? সাধনসিদ্ধির ভিন্ন ভিন্ন প্রণালীর দিকে দৃষ্টিপাত করিলে ইহা ত অসম্ভব বলিয়া বোধ হয় । মনে করুন, আমি প্রথম যোগময় 'অভ্যাস করিব । এ সময় আমার পক্ষে অপেক্ষাকৃত অধিক নিরুজ্জ্বলতার আশ্রয় গ্রহণ করা আবশ্যিক ; যে সকল কার্য্য মনের বাস্তবতা বৃদ্ধি করে, তৎসমুদয় ইহাতে বিরতি প্রয়োজন । সুতরাং সাধন বিশেষে দৈনিক কার্য্যের যে প্রকার ও পরিমাণ ভেদ হইবে, তাহা বলা নাহল্য । (৪)

শ্রীনগেন্দ্রচন্দ্র মিত্র ।

বাঁকিপুর ব্রাহ্মসমাজ ।

তত্ত্বকৌমুদীর মুদ্রাপ্রাপ্তি দং আগষ্ট ।

শ্রীযুক্ত বাবু কালীকৃষ্ণ দত্ত, বরাহনগর (৪৮৫. ১৬.)

জানকীনাথ দত্ত, কুরীগ্রাম	২.
পচমাসমাজ	৩.
ভূর্গা প্রসন্ন, রাণীবাজার	২১.
গোপালচন্দ্র রায়, হুড়ী	৩.
কৈলাসচন্দ্র সেন, সৈয়দপুর	৩.
উপেন্দ্রনাথ রায়, কাইতা	১১.
দারকানাথ মুখোপাধ্যায়, দারজিলিং	১১.
শ্রীমতী মোক্ষদা দেবী, ভাগলপুর	৩.
কালী প্রসন্ন ঘোষ,	৬.
বিহারীলাল রায়, বরিশাল	৬.
শ্রীমতী স্বর্ণময়ী, ময়মনসিং	৬.
শীতলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়,	৩.
কেশরনাথ রায়, কলিকাতা	১০.
অক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায়,	৩.
মহিমচন্দ্র দে, দেবীগঞ্জ	৩১.
বসন্তকুমার বসু, ফরিদপুর	৩.
ভুবনমোহন বসু, কলিকাতা	১.
মহেশপুর ব্রাহ্মসমাজ,	১১.
গোবিন্দচন্দ্র মুখোপাধ্যায়,	১১.
সম্পাদক, দারজিলিং সমাজ	৩.
অধরলাল মিত্র, এলাহাবাদ	৩.
হরিনাথ নিয়োগী, পিগ্‌না	৩.
বহুনাথ মুখোপাধ্যায়, হাজারিবাগ	৩.
শ্যামপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য, হাজারি	৬.
বহুনাথ রায়, রামপুরহাট	৩.
শ্রীমতী কালীময়ী দেবী, শ্রীহট্ট	৬.

(৭) বিশেষ বিশেষ সাধনের জন্য নির্দিষ্ট সময় যাপন করা যুক্তিযুক্ত তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু সে সময়ে সাধনের স্থায়ী ভাবটি বিবৃত হওয়া কর্তব্য নয় । আমি যে কিছু উপায় অবলম্বন করিব সেই স্থায়ীভাবে পোষকতার জন্য এই মাত্র প্রোত্বেদ ।

শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ শাহা, কুমারখালী	২১.
আওতাধ বক্রবর্তী, কলিকাতা	১১.
শরচ্চন্দ্র রায়, ময়মনসিং	৬.
জগজ্ঞান চক্রবর্তী, ময়মনসিং	৩.
প্যারীমোহন ঠাকুরতা ঐ.	৩.
শ্রীনাথ গুহ, ফরিদপুর	৩.
অধিকাচরণ সরকার, বর্ধমান	৩.
গুরুপ্রসাদ সেন, নীকিপুর	১১.
রাজেশ্বর গুপ্ত, চট্টগ্রাম	৬.
অনাথবন্ধু গুহ, ময়মনসিং	৩.
শ্রীমতী মাতঙ্গিনী দেবী, পাবনা	৩.

বিত্তপান ।

আগামী ৩রা অক্টোবর রবিবার অপরাহ্ন ৩ ঘটিকার সময়ে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষ সভার তৃতীয় অধিবেশন হইবে ।

বিবেচ্য ।

১—কাৰ্য্যনির্বাহক সভার তৃতীয় ত্রৈমাসিক বিবরণ ।

২—সভা মনোনয়ন ।

৩—পুস্তক প্রচার সভাকমিটির রিপোর্ট ।

৪—বিবিধ ।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কার্যালয়, } শ্রীমোহিনীমোহন বসু,
১৫ই সেপ্টেম্বর—১৮৮০ । } সম্পাদক ।

দীপ্ত শিরার অভিমেক ।

সরল পদ্য প্রার্থনা পূর্ণ এই ক্ষুদ্র পুস্তক খানি ব্রাহ্মসমাজে এক সময়ে অত্যন্ত আদরের বস্তু ছিল । অনেক দিন ইহা অপ্ৰাপ্য হওয়াতে পুনর্মুদ্রিত হইয়া প্রচারিত হইয়াছে । বাছাদিগের প্রয়োজন হয়, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কার্যালয়ে তত্ত্ব করিলে প্রাপ্ত হইবেন । মূল্য, /০ আনা মাত্র ।

রবিবাসরীয় ছাত্র সমাজে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত উপদেশ সকল গ্রন্থাকারে মুদ্রিত করিয়া বিক্রীত হইতেছে । গ্রন্থেচ্ছগণ ১৩ নং মজাপুর্ন ষ্ট্রীট ভবনে আমার নামে মূল্য সহ পত্র লিখিলে, উক্ত গ্রন্থ তাঁহাদের নিকট প্রেরিত হইবে ।

প্রার্থনার আবশ্যিকতা ও যুক্তিযুক্ততা ১০

জাতি ভেদ ১০

পুরকাল ১০

১৩ নং মজাপুর্ন ষ্ট্রীট } শ্রীঅন্নদাচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
৩১ জীবন । } সহঃ সম্পাদক ।

তত্ত্ব-কৌমুদী

[পাক্ষিক পত্রিকা]

৩য় ভাগ।

২য় সংখ্যা।

১৬ই আশ্বিন শুক্রবার, ১৮০২ শক। ব্রাহ্মি সংবৎ ৫১।

বাংলারিক অগ্রিমখ্য ২০
মুদ্রণ ৫০
প্রতি খণ্ড নগদ ১০

আরাধনা বা প্রার্থনার সময় আমরা অনেক কথা বলিয়া থাকি, যাহার গুরুত্ব আমরা তখন অনুভব করি না। অত্যান বন্দন এই সকল শব্দ আমাদের মূখ দিয়া বহির্গত হইয়া যায়। তাহা যদি না হইত, তাহা হইলে কি সেই সকল আরাধনা ও প্রার্থনা করার পাণ্ডে আমাদের জীবনে এত দুর্ভাগ্য থাকে। আমি “পাক্ষিকী ভূমি পরিভ্রমতা,” “আমি আমার তোমার কষ্টই মার,” আমি তোমার চরণে শ্রান মন সমর্পণ করিলাম,” আমি তোমাকে এই পাপাচীন উৎসর্গ করিলাম” এসকল শব্দের গুরুত্ব ও মূল্য কত তাহা কি আমরা সব সময়ে অনুভব করি। এত সকল শব্দে ছদ্ম মনের যে অবস্থা প্রকাশ করে সে অবস্থাতে যিনি উপস্থিত হইয়াছেন, তিনি যে প্রকৃত সাধু। কিন্তু একপ প্রকৃত সাধু কখনও আছেন, অথচ একপ ভাষা অনেকের মুখে প্রকৃত হইয়া যায়। শব্দ গুলি বলিতে বলিতে একপ অভ্যাস হইয়া যায় যে অবশেষে আর তদনুরূপ ভাবের উদয় হয় না। ভাবহীন হইয়া পরমেশ্বরের নাম লইলে নামাশ্রয় হয়। অতএব প্রত্যেক উপাসকেরই এদিকে দৃষ্টি রাখা কতব্য। আরাধনা বা প্রার্থনার সময় শব্দগুলি যাগাতে প্রাণের ভিতর হইতে উদ্ভিত হয় সেজন্য সতর্ক থাকা উচিত।

দলাদলিতে মানব হৃদয়ের অনেক অপকৃষ্ট ভাবকে প্রবল করিয়া তুলে; এবং এই সকল ভাবের উত্তেজনা যদি অধিক কাল হৃদয়ে থাকে তাহা হইলে হৃদয় মনের বিশেষ অব্যবহিত হয়। সে হৃদয়ে আর ঈশ্বর ঐতি বা ধর্ম্যভাব শীঘ্র বর্জিত হইতে পারে না। দলাদলিতে যে সকল অপকার করে সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ করা গাইতেছি। (১ম) জিগীষা প্রবৃত্তি প্রবল হইয়া সত্য ও ন্যায়ের প্রতি দৃষ্টির হ্রাস করে, মহুষ্য লঘু পাপে গুরুত্ব দেওয়া অনায়াস মনে করে না। (২য়) ঘৃণা বিদ্বেষ, প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি প্রবল হইয়া উঠে। (৩য়) আপনায় দলের গৌরব বৃদ্ধির জন্য অসত্যকে সত্য, সত্যকে অসত্য বলিয়া ঘোষণা করিতে, এবং একগুণ কার্যকে দশগুণ করিয়া বলিষ্ঠ সংকোচ হয় না। (৪র্থ) বিপক্ষ দলের কুৎসাকে পরম উপাদেয় বস্তু বলিয়া মনে হয়; তাহা প্রচার করিতে মহা উৎসাহ ও আনন্দ হইয়া থাকে। ধর্ম প্রচারে কত আনন্দ দৃষ্ট হয় না। (৫ম) যে ক্রোধ বা ঈর্ষা অন্যত্র

প্রকাশ করিলে ধর্ম্যভাব লোক মাত্রেরই অমুতাপিত ও লজ্জিত হইয়া থাকেন, সে ক্রোধ ও ঈর্ষা প্রকাশ করিয়া লোকে নৃত্য্য কার্য করিলাম বলিয়া আশ্র-প্রতাপিত হয়। এই দলাদলি ধর্ম্য সমাজের পাক্ষিক বিষয়রূপ। এবিষ অস্ত্রে প্রবিষ্ট হইলে আর রক্ষা নাই। যাহারা একান্ত প্রার্থনা পরায়ণ হইয়া সর্বদা আত্মাহুসন্ধান না করেন; তাহারা একবার এই দলাদলির চক্রে পড়িলে যে কোথায় গিয়া উপস্থিত হন তাহার হ্রিভা নাই। হে ব্রাহ্ম বন্ধু, ক্রমাগত ঈশ্বরের চরণ ধরিয়া প্রার্থনা কর, আপনায় অস্ত্রকে তর তর করিয়া পরীক্ষণ কর, তুমি যে কর্তব্য জ্ঞানের নাম দিয়া অপরের দোষ গুণের বিচারে প্রবৃত্ত হইতেছ, সে কর্তব্য জ্ঞানের মূলে জিগীষা প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি নিকট ভাব আছে কি না?

সিয়ার আলি যখন লর্ড মেয়কে হত্যা করে, সেই হত্যার সংবাদ ইংলণ্ডে তারযোগে প্রেরিত হইলে, লর্ড মেয়র সন্তানগণের নিকট হইতে তারযোগে এই উত্তর আসিল “Shere Ali may God forgive you” “সিয়ার আলি ঈশ্বর তোমার অপরাধ মার্জনা করুন।” সেইরূপ কেহ কোন পুরুষ কথা বলিলে বা কোন প্রকার অনিষ্ট সাধন করিলে আমরা যেন বলিতে পারি “জগদীশ্বর তুমি ইহাদিগকে ক্ষমতি বিধান কর, উন্নত ধর্ম্যভাব থাকিলে একরূপ ভাব সহজে হৃদয়ে উদ্ভিত হয়” আমাদের সে প্রকার ধর্ম্যভাব নাই বলিয়াই আমাদের এত দুর্বৃত্তা; আমরা প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি দ্বারা উত্তেজিত হইয়া অনিষ্টকারীর অনিষ্ট সাধনে অগ্রসর হই।

জগতে যত প্রকার বিড়ম্বনা আছে তাহার মধ্যে একটী প্রধান বিড়ম্বনা এই, অনেকে মনে করে, যে নিজে কোন সত্য হৃদয়ের সহিত বিশ্বাস না করিয়াও মুখের কথায় অপরের বিশ্বাস উৎপাদন করা যায়। একজন নিজে কার্যের সময় নীতির অধিকাংশ নিয়ম লঙ্ঘন করিতে কুণ্ঠিত হন না, তিনি জনজনের নিকট মুখে নীতির প্রেষ্ঠতা ও আবশ্যকতা প্রতিপাদন করিয়া আসিতেছেন; একজন নিজে ঈশ্বরের আরাধনা বা তাঁহার নিকট প্রার্থনা করেন না, তিনি অপরের

নিকট ধর্ম প্রচার করিবার জন্য বাস্তব; একজনের বিশ্বাসের অবস্থা নিতান্ত ক্ষুদ্র বলি। তিনি বিশ্বাস সম্বন্ধে অতি উচ্চ কথা বলিয়া আসিতেছেন; মনে ভাবিতেছেন তদ্বারা জগতের উপকার হইবে। ইহা অপেক্ষা ব্রাহ্ম সংস্কার আর কি হইতে পারে? সত্য সমাজের ইহা একটি রোগের ন্যায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রকৃত তত্ত্বদর্শী লোক ইহা দেখিয়া হাস্যমধুর্য করিতে পারেন না। আমরা ধর্ম প্রচার করিবার জন্য এত চেষ্টা করিতেছি অথচ সে পরিমাণে প্রচার হইতেছে না, ইহার প্রধান কারণ এই বাহ্যিক ধর্ম প্রচারের আশা ও তাঁহাদের মধ্যে প্রকৃত বিশ্বাসী ও ঈশ্বর-পরায়ণ লোকের সংখ্যা অল্প। হে বন্ধু! যদি অপরকে ধর্ম দিতে চাও, আগে দেখ তোমার ধর্ম আছে কি না? যদি অপরকে ধার্মিক দেখিতে চাও, দেখ দেখি নিজে ধার্মিক কি না? তোমার নিজের বাহ্য নাই শত চেষ্টাতেও তাহা অপরকে দিতে পারিবে না, সে চেষ্টাতে কেবল লোকের ঘৃণা ও উপহাসের আশঙ্কা হইবে। নিজে অবিদ্বানসী অভক্ত, থাকিব অথচ অপরকে ভক্তি শিক্ষা দিব, ইহা অপ্রাকৃত ইচ্ছা।

কর্তব্য পরায়ণ হওয়া বড় সহজ কথা নয়। বিশেষ বিশ্বাসের কর্ম। একটিকে একটি পথকে কর্তব্য গণ্য বলিয়া মনে করিয়াছি অপর দিকে হস্ত ও ধনের ক্ষতি, বন্ধুত্বের ক্ষতি, সামাজিক সুখ ও সুবিধার ক্ষতি। এই সমুদায় চক্ষুর উপর দেখিব অথচ অন্তঃকরণে উপেক্ষা করিব। সেই সত্য পথের প্রতি কতদূর আন্তরিক বিশ্বাস থাকিলে তবে একরূপ ব্যবহার সম্ভব হয়? এবং ধর্মের প্রতি সেরূপ বিশ্বাস না থাকিলেই লোকে কর্তব্যের পথে স্থির থাকিতে পারে না। আমাদের দৃঢ় সংস্কার পবিত্র অরূপ ঈশ্বরের উপর বিশ্বাসের দৃঢ় ভিত্তি স্থাপিত না হইলে চরিত্রে কখনই এই কর্তব্য পরায়ণতা বিকশিত হইতে পারে না। চরিত্রের ভিত্তি বাহ্যিক কর্তব্য বলা যায়, বিশ্বাসী ও প্রেমিক লোকের তাহাকে পরমেশ্বরের ইচ্ছারূপে অনুভব করেন। সুতরাং সে ইচ্ছা পালনে তাঁহার দৃঢ় আনন্দি উপভুক্ত হয় এবং সেজন্য কোন ক্রমকে তাহারা ক্রম বলিয়া বিবেচনা করেন না। ভারতবর্ষের লোক যত দিন জীবন্ত ঈশ্বরের সত্য বলিয়া প্রতীতি না করিতেছে ততদিন তাহাদের চরিত্রে কর্তব্য পরায়ণতা জন্মিতেছে না।

ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য সাধনের জন্য আমরা যখন আত্মোৎসর্গ করিতে আরম্ভ করি, তখন হইতে আত্মার মধ্যে এক নূতন জীবনের আরম্ভ দেখিতে পাই। বাস্তবিক মঙ্গলময়ের মঙ্গল ইচ্ছার অধীন হইয়া কার্য্য করার ন্যায় সুখ আর নাই। ঈশ্বরের ইচ্ছানুগত হইয়া একটি সামান্য কার্য্য করিলে প্রকৃত আধ্যাত্মিক উন্নতি সংস্কারিত হয়। এই ভাবে যিনি আত্মোৎসর্গ করিতে পারেন তাহারই হৃদয়ে ঈশ্বরের শক্তি ও পবিত্রতা বিশেষভাবে কার্য্য করিবার অবসর পায়। আমরা স্বার্থপর হইয়া ঈশ্বরের শক্তি ও পবিত্রতার পথে প্রতিবন্ধকতা-চরণ করিতেছি। ব্রহ্মের জন্য যে আপনার স্বার্থপরতাকে

চূর্ণ করিতে প্রস্তুত নয়, ঈশ্বর তাহার হৃদয়কে অধিকার করেন না। সে আপনার অন্ধকারেই আপনি বাস করে। ঈশ্বরের জন্য স্বার্থপরতাকে বলি স্বরূপ যে অর্পণ করিয়াছে সেই ঈশ্বরের পবিত্রতার শক্তি কত তাহা জানিয়াছে এবং ধর্মজীবন লাভ করার সুখ কত তাহাও অনুভব করিয়াছে।

যে ব্যক্তির মুখে ভক্তির ভাষার আড়ম্বরযুক্ত ডাক নাই, কিন্তু প্রাণের মধ্যে পরমেশ্বরের প্রতি প্রসন্ন নিষ্ঠা জীবন্ত ঈশ্বরের সম্পর্কে পবিত্রতার শক্তি বাহার চরিত্রের মূলদেশ পর্য্যন্ত প্রবিষ্ট হইয়াছে; অপবিত্রতার প্রতি বাহার স্বাভাবিক ঘৃণা; অন্যায়ের প্রতি বাহার আন্তরিক বিরক্তি; সত্যতার প্রতি অকৃত্রিম আস্থা; একরূপ ব্যক্তি যেখানে বাস করেন সেখানে অজ্ঞাতসারে যেন এক প্রকার বিশুদ্ধ বাতাস প্রস্রুত হয়। সে বাতাসে যে থাকে তাহারই চরিত্র উন্নত হয়। একরূপ ব্যক্তির গৃহের পরিজনগণ চরিত্রের নীচব শিক্ষা লাভ করিতে থাকে। হয়ত সেই সাধু মুখে উপদেশ দেন না, কাহাকেও ডাকিয়া নীতি মার্গ প্রদর্শনের চেষ্টা করেন না, কিন্তু তাহার চরিত্র নিতান্তভাবে সকলের উপর নিজ প্রভাব বিস্তার করিতে থাকে। তিনি উগ্র নন, তথাপি তাহার ভয়ে লোকের পাপ প্রবৃত্তি প্রকাশ পাইতে পারে না; তিনি কঠোর নন, তথাপি অন্যায়কারী, তাহাকে দেখিয়া রান হইয়া যায়; তিনি দূরে থাকেন তথাপি তাহার জীবন্ত চরিত্র নির্জনে অন্ধকারে পবিত্রতার প্রভাবের প্রতীক ন্যায় কার্য্য করিয়া থাকে। তাহার গৃহে সন্তান-গণকে অথবা পরিবার পরিজনকে ইচ্ছানুগত করিবার জন্য ক্রম পাইতে হয় না। তাহার ধর্ম জীবনের প্রভা সেই ইচ্ছার উপর পড়তে সকলেই সেই ইচ্ছার সঞ্চিত বোগ দিতে ভাল বাসে, তিনি কাহাকেও শাসন করিবার সংকল্প করেন না; শাসিত হইতেছে কি না হয়ত অনেক সময় তাহাও দেখেন না, অথচ তাঁহার ধর্ম জীবন নিঃশব্দে সতর্ককে শাসনাবীন করিয়া আনে। প্রকৃত চরিত্রবান লোকের এত তেজ, প্রকৃত ধর্ম জীবনের এত শক্তি। এই জন্যই আমরা বলি, ধর্ম জীবনই ধর্ম প্রচারের সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়। ব্রাহ্ম বাহিরের দশ জনকে আকর্ষণ করিবার জন্য ব্যস্ত কিন্তু গৃহের পরিজন তাঁহার দিকে আকৃষ্ট হয় না। ইহার অর্থ কি? ইহার অর্থ এই, তাঁহার ধর্ম জীবনের সেরূপ তেজ নাই, বাহ্য পরিবার পরিজনকে শাসন ও শিক্ষা বিধান করে। সন্তান-গণের শিক্ষার জন্য যে পিতা মাতা চিন্তিত তাঁহারা যেন এই কথা গুলি সর্বদা মনে রাখেন যে নিজ চরিত্রের দ্বাৰা যে শিক্ষা দেওয়া যায় তাহা সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষা।

সাধন শৈথিল্য।

ব্রাহ্মদিগের মধ্যে অনেকেই ধর্মকে প্রাথমিক বস্তু মনে করেন কিন্তু ধর্ম যে সাধনের দ্বারা উপার্জন করিতে হইবে তাহা বিশ্বস্ত হন। প্রতিদিন ব্রহ্মোপাসনা করেন একরূপ লোকের সংখ্যাই বড় অধিক নয়। আবার বাহ্যিক প্রত্যহ

ব্রহ্মপূজা করিয়া থাকেন তাঁহাদেরও ইহার অতিরিক্ত কোন প্রকার ধর্ম চর্চা দেখা যায় না। দিনের মধ্যে একবার বা দুই বার উপাসনা করিবার নিয়ম আছে, সেইরূপ উপাসনা দ্বারা কোন প্রকার আধ্যাত্মিক উপকার হইবে না হউক নিয়ম রক্ষা করিয়া থাকেন। একবার বসিতে হয় বলিয়া উপাসনার্থ বসিয়া থাকেন। সেই উপাসনার সঙ্গে যে আহার জীবন মৃত্যুর সম্বন্ধ তাহা অতি অল্প লোকেই অনুভব করিয়া থাকেন। অনেকের পক্ষে সপ্তাহান্তে একবার উপাসনা স্থানে গমন করাই একমাত্র সাধন।

একরূপ সাধন-শিথিলতা নিবন্ধন বিশ্বাস ও প্রীতির যদি অবনতি হয় তাহা কিছুমাত্র বিক্রিয় নয়। পরমেশ্বরের নামে শব্দে এমন কিছু গুণ নাই যে তাহা সপ্তাহের মধ্যে একবার কর্ণে প্রবিষ্ট হইলেই তদ্বারা মানবের পরিজ্ঞানের সাহায্য করিবে। জন্মে অমুরাগ বা তৃষ্ণা না থাকিলে সে নাম অর্থ বিধীন শব্দ মাত্র। কিন্তু জন্মের এই তৃষ্ণাকে উদ্দীপ্ত করিবার জন্য উপায় অবলম্বন করা আবশ্যিক। সে উপায় কি প্রকার? আমাদের দেশে অনেক প্রকার সাধন প্রণালী প্রচলিত আছে? সপাক আহার, নিরামিষ ভোজন, প্রত্যহ গঙ্গায়ান, প্রতিনিয়ত স্তোত্র পাঠ প্রভৃতি অনেক কার্য সাধন নামে উক্ত হইয়াছে। বিশেষ রূপ চিন্তাশীল না হইলে আমাদের দেশে এই প্রকার ভ্রমে পতিত হইবার সম্ভাবনা। একথা যেন কেহ বিস্তৃত না হন, যে এই কার্য ভুলি করিলেই ধর্ম সাধন হয় না যদি এ গুলি দ্বারা অন্তরের বিশ্বাস ভক্তি ও ঈশ্বর প্রীতিকে দৃঢ় করে তাহা হইলেই ঈশ্বর দ্বারা উপায় অবলম্বন করা মানক। কিন্তু তাহা সকল সময়ে হয় না; বরং অনেক সময় লোকে এইরূপ কতকগুলি বাহ্য উপায় অবলম্বন করিয়া আত্ম প্রদর্শিত হয়, বাহ্য কার্য গুলির অনুষ্ঠান করিয়া মনে করে যে অনেক ধর্ম সাধন করিলাম, প্রকৃত পার্থক্য নামের উপযুক্ত হইলাম।

আমরা যে উপায় অবলম্বন করিব তাহাতে বাহির অপেক্ষা অন্তরের দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। বাহ্যতে ধর্ম তৃষ্ণা প্রবল হয়, বিশ্বাস উজ্জ্বল হয়, নিজের হীনতা অনুভূত হয়, প্রতিজ্ঞার বল দৃঢ় হয় এবং প্রার্থনা সরল হয় একরূপ উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। ইহার ত্রিবিধ উপায় দৃষ্ট হইয়া থাকে। নিত্য ব্রহ্মপূজা ও পরমেশ্বরে চিন্তা-মাধান করিবার অভ্যাস করা সর্গপ্রধান উপায়; কিন্তু চিত্তকে সেই ব্রহ্মের কাণ্ডে সমর্থ করিবার জন্য অপর দুইটী উপায় অবলম্বন করা আবশ্যিক। প্রথমতঃ প্রতিদিন অথবা অন্ততঃ সপ্তাহের মধ্যে কয়েক দিন নিয়মপূর্বক ধর্মগ্রন্থ পাঠ করা কর্তব্য। এই উপায়ে ধর্মভাবকে যে কত সজাগ রাখে, বিশ্বাসের চক্ষু যে কত উজ্জ্বল করিয়া দেয় এবং নিষ্ঠা প্রভৃতিকে কত দৃঢ় করে তাহা অনেকে জানেন না। ধর্মভাব পূর্ণ অর্থাৎ সকল যখন আমরা পাঠ করি, তখন তাঁহাদের বিশ্বাস, ভক্তি, নিষ্ঠা প্রভৃতি অজ্ঞাতসারে আমাদের অন্তরে সংক্রান্ত হয়। আমরা ভক্ত লোকের সহিত বাস করিতে করিতে ভক্তির ভাব উপার্জন করি, বিশ্বাসী লোকের সহবাসে

বিশ্বাসের অগ্নি লাভ করি, এবং ধর্মতৃষ্ণার ব্যক্তি ভাব দেখিয়া ধর্মতৃষ্ণায় ব্যাকুল হইয়া উঠি। ইহা হইতে অনেকে দেখিয়া থাকিবেন যে প্রাচীন হিন্দুসমাজের মধ্যে যাঁহারা নিয়ম পূরণ, তত্ত্ব, শাস্ত্র প্রভৃতি পাঠ করিয়া বা গুনিয়া থাকেন তাঁহারাষ্ট সর্গাপেক্ষা নিষ্ঠাবান; এইরূপ খ্রীষ্টীয়-দিগের মধ্যেও যাঁহারা প্রত্যহ তাঁহাদের ধর্মশাস্ত্র পাঠ করিয়া থাকেন তাঁহারাষ্ট ভক্ত খ্রীষ্টান; বৈষ্ণবদিগের মধ্যে চৈতন্য চরিতামৃত প্রভৃতি পাঠ করা যাঁহাদের নিত্যকর্ম তাঁহারাষ্ট প্রকৃত ভক্তলোক। এই জন্যই ধর্মগ্রন্থ পাঠকে ভক্তি প্রভৃতির বৃদ্ধির প্রকৃষ্ট উপায় বলিয়া মনে হয়। বিশেষতঃ আমবা সমস্ত দিন সে প্রকার বিষয় চর্চা করি, মন সমস্ত দিন স্বার্থে স্থবির যে প্রকার অশেষণে ভ্রমণ করে, তদ্বারা জন্মের বিষয়-মুক্তিই প্রবল হইবার কথা। ধর্মগ্রন্থ পাঠ, এই আসক্তির কেতুস করিবার সর্গপ্রধান উপায়।

ধর্মগ্রন্থ পাঠের ন্যায় ঈশ্বরের প্রিয়কার্যের অনুষ্ঠান ও একটী প্রধান সাধন। পরমেশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া যখন কোন প্রকার সমস্যাতে বদ্ধ হওয়া যায়, ঈশ্বরের শুভ উচ্চা জাগিয়া তাহাকে বলবৃদ্ধির নিয়োগ করা যায়, তখন সেই কার্য দ্বার সফল হইয়া ঈশ্বরের পবিত্রতাকে আশ্রয় মধ্যে আনয়ন করে। জন্মের উরু ও পবিত্র হয়, ঈশ্বরের প্রতি নিষ্ঠা দৃঢ় হয়। পার্গনাশীলতা আপনা আপনি প্রকাশ পায়।

সাধনের সর্গপ্রধান উপায় ব্রহ্মের আরাধনা, ইহা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে। সে সময়ে আরও কিছু বক্তব্য আছে। আরাধনা যৌক্তিক শব্দ মাত্র নহে, একটী আধ্যাত্মিক অবস্থা, সেই অবস্থার মধ্যে ত্রিবিধভাবে সন্নিবেশ থাকা উচিত। (১ম) দান, (২য়) প্রীতি, (৩য়) প্রার্থনা। অর্থাৎ আমরা প্রতি দিনের সাধনের জন্য যে প্রণালী অবলম্বন করিব তদ্বারা এই ত্রিবিধভাবে বিশ্বাসের উপায় করিব। সংসারের বাস্তবতা ও কাম্যের অভাবের মধ্যে সন্দেহ বাস করাকে, অপবিত্রের অপকারেও মধ্যে একটী প্রধান অপকার এই হইবার সম্ভাবনা, যে আমাদের আধ্যাত্মিক দৃষ্টির গভীরতা নষ্ট হয়; যে চিত্তের একাগ্রতা বাতীত অন্তর্দৃষ্টি উজ্জ্বল হয় না সেই একাগ্রতা লাভ কবাই দ্বন্দ্ব হইয়া উঠে: চিত্ত সর্গদা বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে বিক্ষিপ্ত হওয়াতে, তাহাতে কোন প্রকার গভীরতাব চিন্তাও পারে না; এবং ঈশ্বরের সহিত আধ্যাত্মিক বোঝা স্থাপিত হইবার ক্ষেত্র হুহুং বিয় উপস্থিত হয়। এই বিষয় পবিহার করিবার জন্য, আমাদের সাধন-প্রণালীর মধ্যে দান বা যোগের জন্য সময় রাখা কর্তব্য। প্রতি দিন দ্বিযংকাল নিজে বস করিবার রীতি অবলম্বন করা উচিত। সেই সময়ে বিষয় হইতে চিত্তকে প্রত্যাহার করিয়া ব্রহ্মে অর্পণ করিতে হইবে; ঈশ্বরের সহিত জীবের যে নিগূঢ় সম্বন্ধ তাহা উজ্জ্বলরূপে জন্মগত করিতে হইবে। এতদ্বাতীত, প্রীতির সাধনের জন্য উপায় অবলম্বিত হওয়া উচিত। অর্থাৎ বাহ্যতে জন্মের প্রেমে বিগলিত হয়, জন্মের অমুরাগ প্রবল হইয়া ঈশ্বরের দিকে ধাবিত হয়, তাহার প্রতি

দৃষ্টি রাখিয়া সাধনে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। কিন্তু সর্বোপরি নির্ভর ও প্রার্থনার ভাবকে সাধন করিতে হইবে। ব্রহ্ম কৃপাকেই সার জানিয়া যাহাতে তত্ত্বপরি মন প্রাণ সমর্পণ করিতে পারা যায় সে জন্য আত্মাকে প্রস্তুত করিবার উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। এই ত্রিবিধভাবে যে সাধন দ্বারা বিকশিত হইবে, সেই সাধন প্রণালী প্রকৃষ্ট প্রণালী।

জুংথের বিষয় এই অপরূপ দর্শনশাস্ত্রদ্বয়ের লোকের সাধনের প্রতি যেমন প্রগাঢ় আস্থা দেখা যায়, আমাদের তাহার দশাংশের একাংশ নাই। এ বিষয়ে আমাদের অতি-শয়-আশঙ্কা ও শৈথিল্য। এ শৈথিল্য না ঘুচিলে আমাদের মধ্যে প্রকৃত ধর্মভাব বর্ধিত হইবে না।

জড় শক্তি ও চৈতন্য শক্তি।

আমাদের দেশে এক শ্রেণীর দর্শনকার আছেন যাহারা সত্যের স্বরূপময় এই প্রপঞ্চ বিশ্বকে দুই প্রকার শক্তির সংযোগে উৎপন্ন মনে করেন। জড়শক্তি এবং চৈতন্য শক্তি। এই উভয় শক্তির অতিরিক্ত আর কোন প্রকার শক্তি তাহারা স্বীকার করেন না। তাহাদের মতে এই উভয় শক্তির মধ্যে যেমন বিবাদ চলিতেছে। কোন স্থানে বাস্তবশক্তি প্রবল হইয়া চৈতন্য শক্তিকে পরাস্ত করিতেছে, কোন স্থানে চৈতন্য শক্তি জয়লাভ করিয়া নিজ প্রভুত্ব বিস্তার করিতেছে। যখন জড় শক্তি বিজয়ী হয় তখন যে পদার্থ উৎপন্ন হয়, তাহাতে আমরা জড়ভাব দর্শন করি, যথা মৃৎ পায়াল প্রভৃতি। এই সকল পদার্থে চৈতন্য শক্তি জড়শক্তি দ্বারা সম্পূর্ণরূপে অভিভূত হইয়া আছে। সেখানে যে চৈতন্য শক্তি নাই তাহা নহে, কিন্তু সে শক্তি এত পরাস্ত যে লক্ষ্য করা যায় না। মৃৎ পায়াল প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া যখন উদ্ভিদ জগতে প্রবেশ করা যায়, তখন চৈতন্য শক্তির কার্য অপেক্ষাকৃত স্পষ্টরূপে লক্ষ্য করিতে পারা যায়। সেখানে অল্পে অল্পে চৈতন্যের ক্ষুদ্র দৃষ্ট হয়। এ অবস্থাতেও চৈতন্য শক্তি বহুল পরিমাণে জড় শক্তি দ্বারা অভিভূত থাকে। উদ্ভিদ জগত হইতে প্রাণি জগতে প্রবেশ হইলে আরও চৈতন্য শক্তির ক্ষুরণ দেখিতে পাওয়া যায়। পশু পক্ষীদিগের মধ্যে জড় শক্তিকে অনেক পরিমাণে চৈতন্য শক্তি দ্বারা পরাস্ত দৃষ্ট হয়। এইরূপে সর্বত্রই যেন জড় ও চৈতন্যের সহিত বিবাদ চলিতেছে।

অবশেষে মানব জগতের প্রতি যখন দৃষ্টিপাত করি তখন চৈতন্য শক্তির আশ্চর্য্য বিকাশ দেখিয়া আমরা বিস্মিত হই। সেখানে দেখি চৈতন্য শক্তি যে কেবল মানব শরীরের মধ্যেই নিজ প্রভুত্ব বিস্তার করিতেছে তাহা নহে, কিন্তু সেই শক্তি মানব জন্ম হইতে বহির্গত হইয়া জগতে অন্যান্য জড় পদার্থের উপর বর্ত্ত্ব লাভের প্রয়াস পাইতেছে। চৈতন্য শক্তির এই বিচিত্র কার্যের জন্যই মহা সৃষ্টির ভূষণ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে।

মানবের আত্মাকে যদি শরীর হইতে স্বতন্ত্র করিয়া বিচার

করা যায় তাহা হইলেও তাহার মধ্যে যেন দুই শক্তির কার্য দেখিতে পাই। মানবের পশু প্রকৃতিকে জড়শক্তি বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে, এবং ঈশ্বর প্রণোদিত ভাব সকলকে চৈতন্য শক্তি বলা যায়। এই উভয় শক্তির কার্যের প্রভেদ অমুসারে জগতে তিন শ্রেণীর লোক দৃষ্ট হয়।

প্রথমতঃ, আমরা এক শ্রেণীর লোক দেখিতে পাই, যাহারা সম্পূর্ণরূপে পশু প্রকৃতি দ্বারা চালিত। বিবেক তাহাদের অন্তরে নিজ কর্তৃত্ব স্থাপন করিবার অবসর না পাইয়া মৃতপ্রায়; তাহারা পশু প্রকৃতির অতিরিক্ত আর কিছুই জানে না, তদরিক্ত জীবনের অন্য কোন প্রকার উচ্চ লক্ষ্য নাই। ইহাদের প্রকৃতি হামগিক।

দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকের অবস্থা সংগ্রামের অবস্থা। ইহাদের আত্মার মধ্যে জড় শক্তি ও চৈতন্য শক্তির বিরোধ স্পষ্টরূপে লক্ষ্য করা যায়, কখনও ইহাদের প্রকৃতি জড় শক্তি দ্বারা অভিভূত হয় তখন ইহারা পশু প্রকৃতির অধীন হইয়া তামসিক কার্যের অমুষ্ঠানে রত হন; কখনও বা ঈশ্বরের শক্তি প্রবল হইয়া ইহাদিগকে ধর্মের দিকে আকর্ষণ করে, তখন বিবেকের উজ্জ্বলতা ও অমুচাপের তীব্রতা প্রভৃতি দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই অবস্থাপন্ন ব্যক্তিদিগের জীবনে একবার ঘোরাকার আবার বিবেকের আলোক, এমনি ধর্মজীবনের ক্ষুদ্র আবার পাপের মুগ্ধ ভাব; একবার আনন্দের উচ্ছ্বাস আবার শোক ও অন্তঃতাপের হাহাকার।

তৃতীয় শ্রেণীর লোক তাহারা, যাহাদের অন্তরে চৈতন্য শক্তি অর্থাৎ ব্রহ্ম-শক্তি বিজয় স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছে। অর্থাৎ যেখানে প্রীতি পবিত্রতা প্রভৃতি কাম্য স্বাভাবিক ও অব্যাহত ভাবে হইয়া থাকে। ঈশ্বর এই অবস্থা প্রাপ্ত ব্যক্তিদিগের প্রাণ হইয়াছেন। তাহারা ব্রহ্মে সঙ্গীভূত হইয়াছেন। ব্রহ্ম-সঙ্গীভূত শব্দটির অর্থ অতি গুরুতর। ঈশ্বর তাহারই প্রাণ, ঈশ্বরের বিচ্ছেদে তাহার আত্মার বলবীয়া প্রভৃতি কিছুই থাকে না। ঈশ্বর যতক্ষণ প্রাণের আধাররূপে হৃদয় পূর্ণ করিয়া থাকেন ততক্ষণই তাহাদের আনন্দ, ততক্ষণই তাহাদের উৎসাহ, ততক্ষণই তাহাদের কার্য করিবার শক্তি। ঈশ্বরের অধীনে হৃদয়গত যখন অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়, তখন তাহারা মন্তকের কেশ জাল ছিন্ন ভিন্ন করিয়া রোদন করিতে থাকেন। কে যেন তাহাদের উৎসাহ, উদ্যম, আনন্দ প্রভৃতি অপহরণ করিয়া লয়। সেই দণ্ডেই এই সুন্দর জগত তাহাদের চক্ষে মৌলময় বিহীন হইয়া যায়। তাহারা অন্তরে শূন্যতা এবং বাহিরে শূন্যতা দেখিয়া শোকে তাপে মুহ্যমান হন। ঈশ্বর বিরহে যাহাদের এইরূপ অবস্থা উপস্থিত হয়; তাহাদিগকেই ঈশ্বরগত-প্রাণ বলা যাইতে পারে। ঈশ্বর তাহাদের প্রাণে বাসা পাইয়াছেন, তাহাদের প্রাণের প্রাণ হইয়াছেন।

এই ভাবে পরমেশ্বর যখন প্রাণের প্রাণ হন তখন প্রকৃত ধর্ম জীবন আরম্ভ হয়। এই ধর্ম জীবনের আশ্রয় যাহারা না পাইয়াছেন, তাহারা বহুকাল ধর্ম জগতে স্থির থাকিতে পারিবেন না। এভাবে ঈশ্বরের সহবাস ঘনি লাভ না করেন, তিনি ঈশ্বরের আরাধনা বহুকাল করিতে পারিবেন না।

ইহা ত অতি সত্য কথা, যিনি বলেন ঈশ্বর ভিন্ন আমার চলে না, ঈশ্বরের আরাধনা তাহারই নিকট প্রিয় বস্তু, কিন্তু ঈশ্বর ভিন্ন আমার চলে না একথা কি লোকে সহজে বলিতে পারে। একখাটি প্রাণের ভিতর হইতে উঠিবার পূর্বে প্রীতির কতদূর গভীরতার প্রয়োজন তাহা সকলে একবার চিন্তা করুন; পরমেশ্বরকে প্রাণের প্রানরূপে কতদূর অহুত্ব করা আবশ্যিক তাহা একবার চিন্তা করুন। জীবন্ত ঈশ্বর যতদিন আমাদের জীবনের জীবন না হইতেছেন ততদিন তাহার উপাসনা আমাদের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয় বিষয় হইতেছে না।

ধর্মভাব চরিত্রের মূল পর্য্যন্ত প্রবিশ্ত হইবার উপায় কি?

ধর্মসমাজ মধ্যে আমরা অনেক আছি। ধর্মচর্চা এক প্রকার চলিতেছে, কেহ কেহ ধর্মের আলোচনা লইয়া অনেক সময় যাপন করেন, কিন্তু ধর্মভাব চরিত্রের মূল দেশ পর্য্যন্ত প্রবিশ্ত হইয়াছে, এরূপ লোকের সংখ্যা অল্প। এক জন হস্ত প্রত্যাহ ৫ ঘণ্টা উপাসনা করেন, অথচ প্রয়োজন মত সত্যের অপলাপ করিতে বাধে না, বিপক্ষদিগের প্রতি অভ্যর্থিত কটুক্তি করিতে সংকুচিত হন না; আপনাকে ভক্ত বলিয়া বিলক্ষণ অভিমান আছে, এবং বিপক্ষদিগের প্রতি বিলক্ষণ বিদ্বেষ দেখিতে পাওয়া যায়। যদি এই সকল দেখা গেল, তবে তাহার ৫ ঘণ্টা উপাসনার কি ফল ফলিল? যে বিশ্বাস ও যে প্রার্থনা চরিত্রের মূল পর্য্যন্ত প্রবিশ্ত হয় না, যাহাতে মানবপ্রকৃতিকে বাস্তবিক উন্নত করে না; অসাধু-ভাবে লজ্জা দিয়া হৃদয় হঠতে দূর করিয়া দেয় না; যে বিশ্বাস ও প্রার্থনার কোন মূল্য যদি কেহ দিতে চান দিন আমরা তাহাতে তিন কড়ার মূল্য দিই না। এরূপ ব্যক্তি মুখে যাহাই বলুন, তিনি জীবন্ত ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন না; বলিতে কি তিনি ভিতরে ভিতরে ঈশ্বরকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাহা তিনি বঝিতে পারিতেছেন না। ঈশ্বরে বিশ্বাস করিয়া সেই বিশ্বাস দ্বারা হৃদয়ের যদি সংশোধন না হয় তবে সে বিশ্বাসের ফল কি? আমরা গ্রন্থিচ্ছেদক নই, জাল করি না, চুরি করি না, এই কি ধর্মিকের সর্ব প্রধান লক্ষণ হইল? কিন্তু বিপক্ষ দলকে লোকচক্ষে হীন করিবার জন্য, অন্যতাকে সত্য বলিয়া প্রচার করি, এক গুণ কার্যকে দশ গুণ করিয়া বলি, বিপক্ষদিগের প্রতি অতি ক্রুদ্ধ ভাষা অনায়াসে প্রয়োগ করি; অলস জোষ ও বিদ্বেষ হৃদয়ে পোষণ করি, এ সকল কি ধর্মের চক্ষে নিশ্চিন্ত নয়?

এখন প্রশ্ন এই, তাহার আশ্রয়াদিগকে প্রেমিক ও ভক্ত বলিয়া পরিচয় দেন। রীতিমত ঈশ্বরোপাসনা করিয়া থাকেন তাহাদের চরিত্রে এ সকল অসাধুতা প্রকাশ হয় কেন? ইহার এক মাত্র উত্তর জীবন্ত ঈশ্বরে তাহাদের প্রকৃত বিশ্বাস নাই। ঈশ্বরে যখন লোকের প্রকৃত বিশ্বাস উপস্থিত হয়, তখন তিনি মনের প্রত্যেক চিন্তা ও হৃদয়ের প্রত্যেক ভাবকে ঈশ্বর সন্নিধানে আনিয়া পরীক্ষা করিয়া থাকেন। এরূপ

ব্যক্তি সর্বদাই প্রার্থনা সহকারে নিজ অন্তরকে বার বার পরীক্ষা করিয়া থাকেন। আমি যে এই কাণ্ডটি করিতে বাইতেছি ইহার মধ্যে আমার কোন প্রকার তুরভিসন্ধি বা অসাধুভাব আছে কি না? এইরূপ চিন্তা তাহার হৃদয়ে সর্বদা উদ্ভিত হয়। তিনি যে চিন্তাকে অসৎ বা সে ভাবকে অসাধু বলিয়া মনে করেন তৎক্ষণাৎ তাহার জন্য অহু-তাপ্ত হন এবং ঈশ্বরের নিকট বল ও পবিত্রতা প্রার্থনা করেন। যখন লোকের সহিত বিবাদ উপস্থিত হয়, তখন সত্য পক্ষে প্রিয় থাকিবার জন্য বার বার ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে থাকেন, বিপক্ষদিগের সাধুতা যেন বিস্তৃত না হন এজন্য চিন্তিত হন, এবং অভিমান, বিরাগ প্রভৃতি পৃষ্ঠদেশে রাখিয়া যোগেতে কর্তব্য বুদ্ধির অনুসারে কার্য করিতে পারেন, সেট জনা প্রার্থনা পরায়ণ হন।

আমরা এক জন খ্রীষ্টীয় ধর্ম প্রচারকের কথা এক বার শুনিয়াছিলাম, তিনি এক বার নিরাশ্রয় বালক বালিকাদিগের জন্য একটা অনাথ নিবাস নির্মাণ করিবার সংকল্প করেন, এমন মহৎ কার্য, তথাপি তিনি দুই তিন দিন পরিয়া প্রার্থনা ও আত্মত্যাগ করিতে লাগিলেন, হৃদয়ের মধ্যে যশের প্রত্যাশা পৌরুষের উচ্চা আছে কি না? এই ব্যক্তি প্রকৃত বিশ্বাসী ও ধর্মভীরু লোক। আমাদের অতি সাধু সংকল্প সকলকেও পরীক্ষা করা প্রয়োজন এবং সে সম্বন্ধে পরস্পরের নিকট বল ও সাহায্য প্রার্থনা করা প্রয়োজন।

যে জীবনে এইরূপ আত্ম পরীক্ষা ও প্রার্থনা নাই, ঈশ্বরের পবিত্রতা সে জীবনের মূল দেশ পর্য্যন্ত প্রবিশ্ত হয় না। আমরা ইতিপূর্বে একটা দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছি, আবার তাহার উল্লেখ করিতেছি। 'নদীর স্রোত বহিয়া বহিয়া অনেক সময় যেমন পুলিন নিম্নিত হয়, পুলিনের উপরে কেমন পরিষ্কার বালুধারার শিখরিত অর্ধ হস্ত খনন না করিতে করিতে দৃঢ় দার, গবাস্তি, ভগ্নবট প্রভৃতি বাহির হইয়া পড়ে, সেইরূপ ধর্মসমাজ মধ্যে অনেক লোক দৃষ্ট হয়, যাহাদের চরিত্রের উপরে এক প্রকার ভক্তির পলি পড়ে কিন্তু অর্ধ হস্ত খনন করিলেই দৃঢ় দার ও গবাস্তি প্রভৃতি প্রকাশ হইয়া পড়ে। এরূপ ধর্মসাধন অতি অসার ও মূল্য বিহীন; তাহা মানসিক ধর্মভাবের উত্তেজনার ফল মাত্র। এরূপ ধর্ম সাধনের জন্যই ভারতবর্ষের অনেক সম্প্রদায় জগতে ঘৃণিত হইয়াছে, ব্রাহ্মদিগের পূর্ব হইতেই সতর্ক হওয়া উচিত। যে ব্যক্তি আপনাকে ভক্ত ও প্রেমিক বলিয়া আপনাকে পরিচয় দিবে, অথচ নিজ হৃদয় মনকে শাসন করিবে না, আমরা তৎক্ষণাৎ তাহাকে অবিশ্বাসী ও অভক্ত বলিয়া গণ্য করিব।

(Continued from p. 91.)

গৃহধর্ম।

অতিথি অভ্যাগতের প্রতি কর্তব্য।

গৃহস্থের গৃহে অসকাল যিনি থাকেন তিনিই অতিথি।

অতিথি সেবা গৃহস্থের একটা পরম ধর্ম।

কিন্তু অতিথিকে সুখে রাখিবার সর্বপ্রধান আয়োজন সজ্জনতা। অনেক অতিথির প্রতি অশেষ সৌজন্য প্রদর্শন করেন, অন্ন পান শয়ন প্রভৃতির কোন ক্রটি হয় না, কিন্তু সে গৃহে হয়ত এক দিনের অধিক দুই দিন থাকিতে ইচ্ছা হয় না। অপর এক ব্যক্তির, লৌকিকতা বড় অল্প, অতি-বিক্ত সৌজন্য বা আত্মাত্মিক বাগ্মতা নাই; কিন্তু কি' যে এক প্রকার আত্মীয় ভাব যে জন্য প্রাণ মুগ্ধ হয়।

পাছে অভাগত ব্যক্তির কোন ক্লেশ বা অসুবিধা হয়, এই আশঙ্কা বাহার মনে স্বভাবিক; পাছে তাঁহাকে মুগ্ধচিত্ত হইয়া থাকিতে হন এই ভাবিয়া সেই মুগ্ধচিত্ত ভাব দূর করিবার জন্য যিনি বাস্তব; তিনিই প্রকৃত সদয়বান লোক। দেখাইবার ইচ্ছা সেখানে কিছুমাত্র নাই, যে কিছু সৌজন্য বাহিরে দেখা যায় তাহা আত্মরিক সন্তোষের প্রকাশ মাত্র।

নবাগত ব্যক্তিকে চিরপরিচিত মিত্রের ন্যায় গ্রহণ করা আভ্যাসিক নয়, কিন্তু যোগ্য গৃহে স্থান দেওয়া যায় তাঁহাকে নিতান্ত বাহিরে ও দূরে রাখা কর্তব্য নয়। অর্থাৎ সন্তানটী তাঁহার কোলে দিব, গৃহের সুখের বিষয় যাহা কিছু তাঁহার অংশী করিব। আনন্দের সমগ্রী বাহ্য কিছু আগে দেখাইব।

হয় সঙ্গীক হইয়া অতিথি সেবা করিবার উপদেশ দিয়াছেন। অতিথি যিনি তাঁহারও ত মাতা ভগিনী পুত্রি আছেন, তখন গৃহস্থের পত্নী ও কন্যা প্রভৃতি তাঁহার পরিচর্যায় নিযুক্ত হন, তখন বোধ হয় যেন নিজ গৃহেই বসিয়াছেন। ইহাতে মনে এক প্রকার সাধু ভাবের উদয় হয়।

নিজেই অতিথির সেবা করিয়া সন্তানদিগকে অতিথি সেবার শিক্ষা দিতে হয়।

গৃহস্থের সুবিধা অসুবিধার প্রতি দৃষ্টি করা যেমন অতিথির কর্তব্য, অতিথির সুবিধা অসুবিধা দেখিয়াও চলাও গৃহস্থের উচিত। অতিথি অভ্যস্ত থাকিতে গৃহস্থের আহ্বান করিবার প্রথা এদেশে নাই।

অতিথিকে তাঁহার ইচ্ছা ও প্রবৃত্তির অনুসারে থাকিতে দেওয়া উচিত। সকলের অভ্যাস সমান নয়। অতিথির অন্য নিজেদের অভ্যাসের যদি কিকিৎ ক্রটি হয় তাহাও আনন্দিত চিত্তে সীকার করা কর্তব্য।

গৃহে অবস্থানকালে অতিথির কোন আচরণ যদি নিন্দনীয় বোধ হয়, তাহা হইলে তখন মৌনী থাকা কর্তব্য; কিন্তু সে জন্য যত্নের ক্রটি হওয়া উচিত নয়। উক্ত পরিচর্য যদি কখন আত্মীয়বাদের পরিণত হয় তাহা হইলে তখন ঐ দোষ সংশোধনের প্রয়াস পাওয়া কর্তব্য।

গৃহের রমণীরা অতিথির সেবা করিবেন, অসংকোচে অন্ন পানাদি দিয়া পরিচর্যা করিবেন, অতিথির মুগ্ধচিত্তের পূর্বে তাঁহার সহিত চিরপরিচিত বন্ধুর ন্যায় মিশিবেন না।

আপনাদের বৈকল্প অবস্থা তদতিরিক্ত অতিথিকে দেখাইবার চেষ্টা করা ভাল নয়। ইহাতে চিত্তের বে সংকোচ

ও ব্যয় বাহুল্য উপস্থিত হয় তাহাতে অচিরেই অতিথির উপর বিরক্ত হইয়া পড়িবার সম্ভাবনা।

অতিথিকে গৃহে স্থান দিয়া অনেক সময় গৃহস্থের আত্মার অধোগতি হয়। অল্পর যখন বলিতেছে সে ব্যক্তি গৃহ হইতে গেলে বাঁচি, মুখে হয়ত সেই সময়ে তাহাকে রাখিবার জন্য বাগ্মতা প্রকাশ করা হইতেছে। বাহির বাড়ীতে তাঁহার প্রতি যত্ন ও আদর দেখান হইতেছে, অতঃপরে গৃহস্থের নিকট গিয়া তাঁহার প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করা হইতেছে। কখন এরূপ হয়, আগে দরিদ্র মুগ্ধ প্রভৃতি দ্বারা পরিচর্যা করিয়া অবশেষে হয়ত সামান্য অন্ন জল দিতে হয়, অতিথি পরিবর্তন দেখিয়া মনে ক্ষুব্ধ হন। নিজেদের শক্তি সামর্থ্য না বুঝিয়া কামা করিলে এই প্রকার হয়।

গৃহস্থের অন্তরা বুঝিয়া আত্মীয় স্বাক্ষর করা অতিথির কর্তব্য এবং নিজ অবস্থার পরিমাণাতিরিক্ত পরিচর্যা করাও গৃহস্থের উচিত নয়। হিন্দু গৃহস্থগণ অতিথি সেবার জন্য চির প্রসিদ্ধ, বাহ্যিক এই সন্তোষটী না থাকিলে জনসমাজের আকর্ষণ অনেক পরিমাণে কমিয়া যায়।

প্রান্তরের মধ্যে প্রথমে রৌদ্রে উত্তপ্ত ও দক্ষ প্রায় হইয়া যদি একটা ছায়াযুক্ত বৃক্ষ পাওয়া যায়, তাহাতে যেমন সুখ, একটী বিশেষ বা অপরিচিত লোকদিগের মধ্যে পড়িয়া যদি এমন একটা পরিবার পাওয়া যায়, যেখানে গিয়া দুইটী সুখের অন্ন এবং একটী আশ্রিত দূর করিবার শয়্যা পাওয়া যায়, তাহা হইলে কত লাভ মনে হয়; ইহার উপরে যদি গৃহস্থের অকৃত্রিম সন্তোষ, রমণীগণের স্নেহগুণ পরিচর্যা, বালক বালিকাগণের সরল ও প্রসন্নতাপূর্ণ ক্রীড়া সন্তোষ করা যায়, তাহা হইলে সুখের পরিমিতা থাকে না।

একজন নীচ জাতীয় চাষা লোক একবার একজন সমাজ ভ্রাতৃগণের গৃহে অতিথি হয়। দিবা দ্বি প্রহরে ঐ দরিদ্র ব্যক্তি যখন পরিশ্রান্ত হইয়া উপস্থিত হইল তখন ঐ গৃহের কতী ভোজনে বসিয়াছিলেন। দরিদ্র ব্যক্তি সমাগত দেখিয়া মাত্র তিনি বৃদ্ধিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন অন্ন বাজন আছে কি না? তাঁহারা বলিলেন, না। তখন কতী ঠাকুরাণী আহ্বান শেষ করিয়া উঠিয়া স্বহস্তে সেই দরিদ্রের জন্য অন্ন প্রস্তুত করিলেন, এবং ক'ত মুগ্ধ বচনে তাহাকে আপ্যায়িত করিলেন। দরিদ্র ব্যক্তি আহ্বারান্তে গলবস্ত্র হইয়া তাঁহার চরণে লুপ্তিত হইয়া বলিল,—“মা এমন বামনের মেয়ে আমি কখনও দেখি নাই।”

একবার আমাদের দেশের একজন সুবিখ্যাত লোকের পত্নী বাড়ীতে প্রায় দ্বি প্রহরের সময় অন্য গ্রামের কতকগুলি বরষাত্রলোক উপস্থিত হইল। তাঁহার মাতা ঠাকুরাণী দয়াশীলা বলিয়া প্রসিদ্ধ। তিনি তখন নিদ্রিতা ছিলেন। বরষাত্রগণ কতীর নিদ্রা ভঞ্জন ভয়ে চুপে চুপে বাহির বাড়ীতে শয়নের বন্দোবস্ত করিতেছে, এমন সময়ে মাতার নিদ্রা ভঙ্গ হইল। তিনি উঠিয়া গবাক দিয়া পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ওরা কে? পরিচর্য লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “উহাদের আহ্বান হইয়াছে কি না? যখন উলিলেন তাহা-

দেয় আহার হয় নাই, তখন সেই যষ্টিপত্র বয়স্ক জননী নামিয়া আসিলেন; এবং নিজ জগদ্বিখ্যাত পুত্রকে সহায় করিয়া সেই রাজ্যে ২০।৩০ জনের সামান্য অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া আহার করাইলেন।

একজন ইংরাজ পণ্ডিত আফ্রিকা দেশের অসভ্য জাতি-দিগের মধ্যে অনেক দিন ভ্রমণ করেন। একদা তিনি শ্রান্ত, ক্লান্ত এবং পীড়িত হইয়া কোন অসভ্য গ্রামে আশ্রয় ভিক্ষা করেন, উক্ত গ্রামের অসভ্য ও বর্বর পুরুষগণ তাঁহাকে শুল্ক-কর বলিয়া অপমান পূর্বক বিদায় করিয়া দিল। তিনি গ্রামের বাহিরে আসিয়া একটি বৃক্ষের তলে শয়ন প্রায় হইয়া পড়িয়া আছেন, এমন সময় কতকগুলি জীলোক সেখান দিয়া যায়। তাঁহারা তাঁহাকে ধরাধরি করিয়া আপনাদের গৃহে লইয়া গেল। পরিচর্যা করিয়া তাঁহার শ্রান্তি দূর করিল এবং তাঁহার জন্য একটি নতুন গান দাওয়া পাঠিতে লাগিল। সে গানটির মন্ত্র এই, এবিদেশে এই পথিকের মা নাই, ভগিনী নাই, আর যেন আমরা ইহার মা ভগিনীর কাজ করি। এগুটি শুনিতে ও হৃদয়ে স্থখ হয়।

ব্রাহ্ম গৃহস্থের গৃহের দ্বার যেন অতিথির অভ্যাগতনার নিমিত্ত সর্বদা উন্মুক্ত থাকে।

প্রার্থনা।

লোক সমাজের দেহ স্বরূপ পরমেশ্বর! আমরা তোমার এই উচ্চাকাঙ্ক্ষা, তোমারই অবাক্ত শক্তি দ্বারা চালিত হইয়া সমাজবদ্ধ হইয়াছি। ইহার মধ্যে তোমার গুণ মঙ্গল উদ্দেশ্য নিহিত আছে, আমাদেরকে যে কিছু স্থখ বা ধন ধান দিয়াছ, তাহা কেবল স্বার্থপর হইয়া ভোগ করিবার জন্য নয়। তোমার আদেশ এই যে আমাদের পরস্পরের দ্বারা পরস্পরের গুণ সাহায্য বা স্থখ হইতে হয় তাহা হইবে। জগদীশ্বর! এই কৃপা কর এগৃহে অতিথি অভ্যাগত যিনি আসিবেন তিনি যেন সন্তান, শাস্তি ও পবিত্রতা দেখিয়া আপ্যায়িত হন। আমাদের গৃহটি যেন তাঁহার পক্ষে শাস্তি ও সুখের আলয় হয়। এখানে আসিয়া যেন তাঁহাদের পরভাব দূরে যায়। যেন তাঁহারা এখানে সকলকে ভাই ভগ্নীর মত দেখিতে পান। এ পবিত্রতার যিনি একবার প্রবেশ করিবেন তিনি যেন পবিত্রতার ছবি লইয়া যাইতে পারেন। আমাদের স্বার্থপরতা ও নীচতা দূর কর, হৃদয়কে উদার কর। আমরা অসংকোচে হৃদয়ের সন্তান সকলকে দিব, স্নেহের দ্বারা সকলকে বশীভূত করিব, সরল ব্যবহারের দ্বারা নবাগত ব্যক্তিকে সুখী করিব। যেমন আমাদের প্রত্যেকের জীবনে, তেমনি আমাদের পারিবারিক জীবনে তোমার পবিত্র নাম মহিমাবিত্ত হইবে তুমি এই বাসনা পূর্ণ কর।

প্রার্থনী শব্দক।

ভক্ততার সময়ের প্রার্থনা।

ভক্ত বৎসল! আমার হৃদয় মনের অবস্থা এমন শোচনীয় হইল কেন? আমি কোন্ গুণ অপরাধে তোমার প্রসাদে

বঞ্চিত হইলাম। কোথায় তোমার নাম করিলে ভক্তির উৎস উৎসারিত হইবে, কোথায় তোমার পবিত্র সহবাসে আসিবা-মাত্র পাষণ্ড জ্বর আর্ত হইবে, কোথায় তোমার পবিত্র আরাধনাতে নিযুক্ত হইবামাত্র মন প্রাণ প্রীতি সলিলে সিক্ত হইবে, তাহা না হইয়া আমার হৃদয়ক্ষেত্র যেন মরুভূমির ন্যায় হইয়া আছে। তোমার নাম করি প্রাণ চাহাতে নিমগ্ন হয় না; তোমার কৃপার কথা স্বপ্ন করি পাষণ্ড প্রাণ তথাপি বিগলিত হয় না। আমি তোমারই কার্য্য করিতে যাই, অন্তরে তোমার কৃপা ও তোমার প্রসন্ন দৃষ্টি অহুভব করি না। আমার পক্ষে এ অবস্থা যে সহন, বিপদ অপেক্ষা শোচনীয়। তুমি যদি কখনও এই অধম সন্তানকে তোমার সহবাসের সখ না দিতে, যদি কখনও ভক্তিতে না ভাসাইতে তাহা হইলে বোধ হয় এ চুরিমা সহ্য করিতে পারিতাম; কিন্তু প্রভু তুমি যে স্বপ্ন আমাকে স্বর্গের সুখের আশ্বাদন দিয়া এক সময় সুখী করিয়াছ, এখন এ যাতনা যে আর সহ্য হয় না। ভূমিত জান, আমি তোমাকে প্রাণের ভিতর লইয়া লোকের কাছে গিয়া কত সুখী হই। তুমি সুখাময় হইয়া যখন আমার প্রাণ পূর্ণ করিয়া থাক, তখন যে কোন ক্ষেত্রে আমার ক্ষেত্র বোধ হয় না, তখন অবিশ্রান্ত তোমার কাণ্ড্যে পরিশ্রম করিয়াও হান্তি হয় না; আমি তখন যে দিকে যাই, যাহা করি সমুদয় পানেই স্তম্ভা উৎপন্ন হয়। আজ আমি কি লইয়া যাইব; আমি এই ভক্তিবিশীন, মীরস ও শুষ্ক হৃদয় লইয়া কিকপে থাকিব! এ হৃদয় লইয়া সুখার মধ্যেও যে আমি গরল উৎপন্ন করিব। হে অনাগের নাথ! হে অধম তারণ! কোন্ অপরাধে অধম সন্তানকে এই শাস্তি দিতেছ। আমি বৃথা অহঙ্কৃত হইয়া তোমার কৃপার উপর নির্ভর করিতে ভুলিয়াছি, আমি বৃথা অবিখ্যামী হইয়া তোমার হস্ত বিস্তৃত হইয়াছি; আমি বৃথা অসাধুতাকে হৃদয়ে স্থান দিয়া তোমার অপমান করিয়াছি; নতুবা আমার এমন দুর্গতি হইবে কেন? প্রভু দর্পহারি! অহঙ্কৃত এবং অবিখ্যামী হৃদয়ের অহঙ্কার কতদিনে চূর্ণ হইবে। কবে আমি প্রকৃত বিখ্যামীর ন্যায় সম্পূর্ণরূপে তোমার কৃপার উপর নির্ভর করিতে শিক্ষা করিব। কবে আমি তোমার প্রেম সাগরে নিমগ্ন হইব, তোমার কৃপাতে অবগাহন করিব, তোমার পবিত্রতা লাভে পবিত্র হইব, তোমাকে প্রাণের গিরিহম বলিয়া হৃদয়ে ধারণ করিব এবং তোমাকে পাইয়া আপনাকে পরম ধনী করিব। আমার প্রাণের শুকতা ঘুচিয়া যাইবে, আমি প্রীতি সলিলে অবগাহন করিয়া প্রাণ মন জুড়াইব।

এই উন্মত্ততা অস্তিরতা কবে দূর হইবে? দীনবন্ধু, কবে হৃদয় শান্ত স্থতির হইয়া চিরদিনের জন্য তোমার চরণতলে বসিবে? সংসারে এত কষ্ট পাই, তবুও কেন তোমাকে ছাড়িয়া অনাক্তির আগুণে পুড়িতে যাই। তোমাকে অমৃতের আধার জানিয়াও কেন ভুলিয়া যাই, তোমাকে পরম সৌন্দর্য্যের আকর জানিয়াও কেন সংসারের কুৎসিত দৃশ্যে ভুলিয়া থাকি। দীনবন্ধু, তোমার স্বর্গের শোভা একবার আমাকে

ভাল করিয়া দেখাও, হৃদয়কে চিরদিনের জন্য ঐ সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ করিয়া রাখ; হৃদয়কে একবার ভাল করিয়া তোমার প্রেমের আশ্বাদন দিয়া চিরদিনের জন্য তোমাতে আসক্ত করিয়া রাখ।

দীনবন্ধু, তোমার চরণ প্রান্তে আমাকে একটু স্থান দাও, তোমার চরণতলে চিরদিনের জন্য বসিয়া আমি তোমার রাজ্যের অপরূপ সৌন্দর্য্য দেখিতে চাই : তোমার প্রেমালোকে মনুষ্যের জীবন কেমন অপরূপ সৌন্দর্য্য ধারণ করে, আমি তাহা দেখিতে চাই; দীনবন্ধু, এই শুক, কঠোর কুংসিং দৃশ্য হইতে আমার চক্ষু চিরদিনের জন্য বিদায় লউক, আমার চক্ষুর উপরে চিরদিনের জন্য একখানি পরদা ফেলিয়া দাও, তোমার প্রেম রাজ্যের সৌন্দর্য্যে হৃদয় মনকে চির দিনের জন্য মুগ্ধ করিয়া রাখ।

যখন তোমাকে চাই তখনই তোমাকে পাই, কি আশ্চর্য্য দীনবন্ধু, তুমি এক মুহূর্ত্তও ব্যাকুল ভক্তের হৃদয়ে আসিতে বিলম্ব কর না; কিন্তু হায়, আমি সকল সময় তোমাকে চাই না, তাই আমার জীবন শুক, নীরস, সৌন্দর্য্যহীন; দীনবন্ধু, আমার হৃদয়ে তোমার জন্য প্রবল পিপাসা জন্মাইয়া দাও। প্রবল আকর্ষণে হৃদয়কে তোমার দিকে আকর্ষণ কর। দীনবন্ধু, তোমার সাহায্য ভিন্ন আমি কিছুই করিতে সাহস করি না, কিছুই করিতে ভরসা হয় না। তোমাকে যে হৃদয়ের সহিত চাহিব আমার একরূপ বলও নাই, আমাকে তোমায় চাওয়াইতেও হইবে, তোমার জন্য এই হৃদয়কে ব্যাকুল করিতে হইবে, তোমার সাহায্য ভিন্ন আমি এক পদও অগ্রসর হইতে পারি না।

প্রভু, আমি তোমার দত্ত উচ্চ অধিকার অবহেলা করিয়া দেখ কেমন নোচভাবে জীবন কাটাটতেছি; আমি তোমার দত্ত দেব বেশ ছাড়িয়া পৃথিবীর মলিনতায় কলঙ্কিত হইতেছি, স্বর্গীর আলোক ছাড়িয়া পৃথিবীর অন্ধকারে পড়িয়া আছি; তোমার পবিত্র মহৎ সাধু সন্তানদিগের সহবাস ছাড়িয়া অতি নীচ সহবাসে থাকিয়া আপনাকে নীচ করিতেছি। তোমার রাজ্যের অপরূপ সৌন্দর্য্য ছাড়িয়া হার পৃথিবীর অপবিত্র কুংসিং দৃশ্যে ভুলিয়া আছি। দীনবন্ধু, এই আমাকে দাও, আমাকে আপন গৃহে লইয়া যাও, তোমার প্রদত্ত দানের মহত্ত্ব ও গৌরব আমাকে বৃত্তিতে দাও; আমার নীচাসক্তি দূর করিয়া চিরদিন তোমার পবিত্র সন্তানদিগের সহবাসে তোমার প্রেম রাজ্যে থাকিতে দাও।

সেন্ট ইনেশিয়াসের আধ্যাত্মিক আলোচনা।

মানব জীবনের লক্ষ্য।

তাহার প্রভু ঈশ্বরকে প্রশংসা করা, ভক্তি করা ও তাঁহার সেবা করা এবং এই উপায়ে অনন্ত সুখ সম্পদের অধিকারী হইবার জন্য মাহুৎ সৃষ্টি হইয়াছে।

এই চিন্তার মধ্যে তিনটা সত্য সমুদায় আধ্যাত্মিক আলোচনার মূল ভিত্তি স্বরূপ নিহিত রহিয়াছে।

১ম। আমি ঈশ্বরের নিকট হইতে আগিয়াছি।

২য়। ঈশ্বর আমার প্রভু।

৩য়। ঈশ্বর আমার চরম লক্ষ্য।

১ম আমি ঈশ্বরের নিকট হইতে আগিয়াছি।

১। শত বর্ষ পূর্বে আমি কোথায় ছিলাম? তখন আমার অস্তিত্ব ছিল না। শত বর্ষ পূর্বে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে আমি এই পৃথিবীকে দেখিতে পাই। নানা দেশ নানা জাতি দেখিতে পাই। আজ যে সূর্য্য কিরণ বিস্তার করিতেছে, সেই সূর্য্যকে দেখিতে পাই। আমি যে ভূমিতে জাত হইয়াছি ও যথায় বাস করিতেছি, যে পরিবারে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি, যে নামের দ্বারা আমি অভিহিত হইতেছি এই সমুদায় দেখিতে পাই। কিন্তু আমি? আমি কি ছিলাম এবং কোথায় ছিলাম? আমার সত্তা ছিল না। এবং অসং পদার্থের মধ্যে আমি তখন ছিলাম। হায়! কত যুগ যুগান্তর পৃথিবীর মস্তকের উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে, যখন কেহ আমার বিষয় কোন চিন্তা করে নাই। কারণ অসং কি করিয়া চিন্তার বিষয়ী ভূত হইবে? কত যুগ যুগান্তর চলিয়া গিয়াছে যখন একটা নিকৃষ্টতম কীটানু আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিল, কারণ অস্তিত্ব: তখন তাহাদের অস্তিত্ব ছিল।

২। কিন্তু এখন আমি আছি। আমার বুদ্ধি বৃদ্ধি জ্ঞান উপার্জন করিতে সক্ষম রহিয়াছে, আমার হৃদয় ভাল বাসিতে সক্ষম আছে, এবং অশেষ আশ্চর্য্য ইন্দ্রিয় যুক্ত শরীর আছে। এই সত্তা আনাকে কে প্রদান করিল? অন্ধ ঘটনা? ইহা নির্দোষের কথা। আমার মাতা পিতা? তাঁহারাও ত বলেন "না আমি তোমাকে মন ও আত্মা দিই নাই। বিধি রচয়িতা তোমাকে আত্মা ও বুদ্ধি বৃদ্ধি প্রদান করিয়াছেন।" তবে আমি কি নিজেই আমার নিঃস্বের জনয়িতা?—তাহা নহে; কারণ অসং কখনও সং উৎপাদন করিতে সমর্থ নহে। অতএব ঈশ্বরেরই আমার সত্তা আরোপ করিতে হইবে। "তোমার হস্ত হে প্রভো। আমাকে সৃজন ও নির্মাণ করিয়াছে।" তুমি আমাকে অসং হইতে সত্যোতে আনিয়াছ।

৩। হে আশ্বিন! তোমার সৃষ্টির আনুভূতিক ঘটনাবলীর বিষয় একবার চিন্তা করিয়া দেখ।

(ক) ঈশ্বর কেবল তাঁহার অনন্ত প্রেমের দ্বারা প্রণোদিত হইয়া আমাকে সৃজন করিয়াছেন। আমার সত্তাতে কি তাঁহার কোনও প্রয়োজন ছিল? অথবা আমি কি তাঁহার সৃষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় ছিলাম? তাহা নহে। তিনি কেবল প্রেমের দ্বারা প্রণোদিত হইয়া আমাকে সৃজন করিয়াছেন।

(খ) ঈশ্বর আমাকে সৃজন করিয়াছেন। এবং আমি অনন্তকাল থাকিব এই আদেশ প্রচার করিয়াছেন। অধাদি কাল হইতে আমি তাঁহার চিন্তার বিষয়ীভূত ছিলাম। যখন আমি অসং ছিলাম তখনও ঈশ্বরের চিন্তাতে আমার স্থান

ছিল। আমি তাঁহার মনের ও হৃদয়ের মধ্যে ছিলাম। তিনি আমাকে অনন্তকাল হইতে অনন্ত প্রেমে প্রাণিত করিয়াছেন।

(গ) ঈশ্বর আমাকে স্বজন করিয়াছেন; এবং স্বজন করিয়া অসংখ্য সৃষ্ট বস্তু অপেক্ষা আমাকে প্রেষ্ঠ করিয়াছেন। ইচ্ছা করিলে তিনি ইহাদের প্রত্যেককে আমা অপেক্ষা সহস্রগুণে উৎকৃষ্ট করিয়া স্বজন করিতে পারিতেন। হে ঈশ্বর! আমি কি করিয়াছি যে এই উত্পাদ ও তোমার এত ভালবাসা লাভের যোগ্য হইব? তুমি কেবল, হে প্রেমময়! তোমার অনন্ত প্রেমের দ্বারা প্রণোদিত হইয়া এই উচ্চস্বাৰ আমাকে প্রদান করিয়াছ।

(ঘ) ঈশ্বর আমাকে স্বজন করিয়াছেন; এবং স্বজন করিয়া জগতের সর্বাপেক্ষা মহৎ জীবরূপে আমাকে প্রতি-
ষ্ঠিত করিয়াছেন। আমার আত্মা তাঁহার প্রতিরূপে গঠিত হইয়াছে। আমার সত্তার সত্তাতে তাঁহার মোহর তক্ষিত রহিয়াছে।

(চ) ঈশ্বর আমাকে স্বজন করিয়াছেন; এবং স্বজন করিয়া প্রতিমূর্ত্তি আমার সত্তা রক্ষা করিতেছেন। আমার জীবনের প্রত্যেক দণ্ড এবং প্রত্যেক পল তিনি আমাকে এক একটা নূতন জীবন প্রদান করিতেছেন। তিনি প্রাণের প্রাণ হইয়া আমার অভ্যন্তরে রহিয়াছেন। এবং তাঁহাকেই আমি চীৎত আছি। হে ঈশ্বর! তুমি মনুষ্যকে কত না ভাল বাস!

ভাব।

বিনয়। আমাদিগের অসারতা দেখিয়া। “তোমার সমক্ষে হে ঈশ্বর! আমি ক্ষুদ্র হইতেও আরো ক্ষুদ্র, নীচ হইতেও আরো নীচ।”

ভক্তি ও প্রীতি।—ঈশ্বরের মহত্ব ও প্রেম দেখিয়া। “মাহুন্ন কে? হে ঈশ্বর! যে তুমি তাহাকে এত বড় করিবে? অথবা তাহাকে এত ভাল বাসিবে?”

কৃতজ্ঞতা।—ঈশ্বর আমাদিগের জন্য যাহা করিয়াছেন ও করিতেছেন তাহার বিষয় চিন্তা করিয়া। “হে আত্মন ঈশ্বরকে ধন্যবাদ প্রদান কর এবং তোমার অভ্যন্তরে যাহা কিছু আছে সকলে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ প্রদান করুক! হে আত্মন ঈশ্বরের মহিমা কীর্তন কর, এবং তোমার অন্য তিনি যাহা করিয়াছেন তাহা ভুলিও না।”

হায় হায় কি হবে আমার।

(১.)

আমি কি পাবও ঘোর, প্রাণ মোর কি কঠোর,

জান ওহে হৃদয় বিহারী!

পাষাণে নির্ঝর ঝরে, কিন্তু প্রভু এ অন্তরে,

নাহি পাই বিলুপ্ত বারি।

সুধারেছে ভক্তি নদী উড়ে ধূলি নিরবধি

অদিক্কেই হইল স্রাবণ।

সুশ্যামল, সুকোমল, ছিল যথা দুর্জয়াল
আজ তথা মকর সমান!

নিবেছে প্রাণের বাতি অন্তরে ঘেরেছে রাতি
মুখ ভাতি না দেখে তোমার!

না জানি কি পাপ করি আদি এ বিচ্ছেদে মরি
হায় হায় কি হবে আমার।

(২.)

কাদি এলা এসংসাবে হৃদয়ী বলে কৈ আমারে
দয়া করি দেখাবে সে পথ!

যে পথে সহজে যাব, প্রাণেশের দেখা পাব,
পুরাটের উচ্চ মনোরথ!

দেখি প্রেম সরোবরে ডুবিল জনম তরে
পাশরিব এঘোর যাকনা;

সুধা রসে কবি যান জুড়াব তপিত প্রাণ,
পাপ তাপে পাইব মাস্তানা।

শূন্য প্রাণ লয়ে আমি, ওহে প্রভু অস্বর্গামি,
পারিনা যে থাকিতে হে আর;

তোমা বিনা প্রভু মোর, দেখেছে দুর্জনা ঘোর,
হায় হায় কি হবে আমার।

ব্রাহ্মসমাজ।

আমরা দেখিয়া নিতান্ত প্রীত হইলাম যে আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্মদিগের তালিকা সংগ্রহ করিবার জন্য সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ আকিঞ্চ হইতে যে মুদ্রিত ফর্ম স্থানে স্থানে প্রেরণ করা হইয়াছিল, তাহা অনেক পল হইতে পূর্ণ হইয়া আসিয়াছে। যাহারা এখনও প্রেরণ করেন নাট, তাহারা অল্পগ্রহ করিয়া আর বিলম্ব করিবেন না। এখানে একটা কথা বলা আবশ্যক বোধ হইতেছে, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ আনুষ্ঠানিক ও অনানু-
ষ্ঠানিক ব্রাহ্মের যে প্রভেদ করিয়াছেন তাহা অনেকের কচি-
কর হয় নাই। তাহারা বলেন ইহাতে আনুষ্ঠানিকদিগের
অহঙ্কার বৃদ্ধি করিবে। আনুষ্ঠানিকদিগের যদি এরূপ অহঙ্কার
হয় তাহা নিতান্ত শোচনীয় বলিতে হইবে। মাহুনের যাহা
করা উচিত, এবং না করিলে পাপ, তাহা করিয়া আবার
অহঙ্কার কি! আমি পিতা মাতার সেবা করি এই বলিয়া
যদি কেহ অহঙ্কৃত হয় তাহাতে যে রূপ বাতুলতা প্রকাশ পায়,
ব্রাহ্মধর্মমতে অনুষ্ঠান করিয়া যদি কেহ অহঙ্কৃত হন তাহার ও
সেই প্রকার ভ্রম।

আসাম হইতে কনকচন্দ্র শর্মা নামে এক জন উৎসাহী
যুবক সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক রূপে শিক্ষিত হইবার
জন্য কলিকাতাতে আসিয়াছেন। এসংবাদ আমরা পূর্বে
প্রকাশ করিয়াছি, ইতিমধ্যে আর এক জন উৎসাহী, ধর্ম্ম-
রাগী যুবক প্রচার ব্রত গ্রহণার্থী হইয়া শিক্ষিত হইবার অভি-
প্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, ইহার নাম শ্রীযুক্ত শশিভূষণ বসু।
আরও এক জন প্রার্থী ছিলেন, কিন্তু প্রচার কমিটি, তাহাকে
আপাততঃ কিছু কাল অপেক্ষা করিতে বলিয়াছেন। ইহা-

দেয় শিক্ষার্থ শ্রীহই উপায় বিধান করা হইবে। আপাততঃ প্রতিদিন প্রাতে একত্র উপাসনা করিবার নিয়ম করা হইয়াছে। জগদীশ্বর আমাদের লোক আনিয়া দিবেন। তাঁহার কার্য ক্ষেত্র বিস্তৃত; তিনি সেই ক্ষেত্রে পরিচর্যা করিবার জন্য প্রত্যেক ব্রাহ্মকে আহ্বান করিতেছেন, ব্রাহ্মেরা কি সেই আহ্বান শ্রবণ করিবেন না? তাহা হইলে সে অপরাধ হইবে। যাহার যে দিকে সাহায্য করিবার সুবিধা আছে তাঁহার সেই দিকেই কার্য করা উচিত।

বিগত ২৬ সেপ্টেম্বর রবিবার রবিবারীয় ছাত্র সমাজের সভাপতি তাঁহাদের সভার ত্রৈমাসিক অধিবেশন উপলক্ষে দলবদ্ধ হইয়া শিবপুর হিত গবর্ণমেন্টের উদ্যানে গমন করেন। রবিবার প্রাতে প্রায় ৩০ জন যুবা পুরুষ নৌকাযোগে উক্ত উদ্যানে গমন করেন। সেখানে একটি ছাত্রায়ুক্ত প্রসিদ্ধ নিকুঞ্জের মধ্যে সমবেল নিলিয়া পরমেশ্বরের উপাসনা করেন। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী বক্তৃতা দ্বারা ছাত্রসভার উদ্দেশ্য বুঝাইয়া দেন। উপাসনা ও বক্তৃতা অংশে যখন সকলে হৃদয় খুলিয়া সঙ্গীত ও সংকীর্ণনে রত হইলেন, তখন সেই নির্জজন উদ্যানের নিকুঞ্জ মধ্যে হৃদয়ে এক প্রকার অপূর্ণ ভাবের সঞ্চার হইতে লাগিল। উপসনার পর, সভাপতি, এক এক দলে বদ্ধ হইয়া, চারি দিকে ছড়াইয়া পড়িলেন। সর্বশেষে সকলে আনন্দের সহিত প্রীতিভোজনে যোগ দিলেন। প্রত্যেকের স্বচ্ছন্দ্রমে প্রদত্ত সখ্য সাহায্যে ঐ ভোজের আয়োজন করা হয়। ইহাকে আমাদের পরী-গ্রামবাসী লোকেরা বন ভোজন বলিয়া থাকেন। জগদীশ্বর ছাত্রসমাজের উপর তাঁহার শুভ আশীর্বাদ বর্ষণ করুন।

আমাদের প্রদেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন আসামের নানানদ্বান ভ্রমণের পর শ্রীহই হইয়া অবশেষে কাছাড় গমন করিয়াছেন, তাঁহার কার্যবিবরণ হইতে কিঞ্চিদংশ উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া যাইতেছে।

আমি নানা কার্যে ব্যস্ত থাকা প্রযুক্ত এত দিন আমার কার্যবিবরণ আপনাদের নিকট প্রেরণ করিতে পারি নাই। তাহার জন্য আমরা ক্ষমা করিবেন। বিগত ২৭ এ আষাঢ় শনিবার শিবসাগরে উপস্থিত হই এবং ১৬ই শ্রাবণ শুক্রবার শিবসাগর পরিভ্রমণ করিয়া বিশ্বনাথে আসি শিবসাগরে তিন সপ্তাহ বাস করি এই তিন সপ্তাহের মধ্যে দুইটি প্রকাশ্য বক্তৃতা, ছাত্রসভার ছাত্রদের জন্য দুইটি বক্তৃতা, ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপন ও উক্ত সমাজে চারিটি উপদেশ ও উপাসনাদি এবং ছাত্রদিগের সঙ্গে বিশেষ আলোচনা, ব্রাহ্মবন্ধুদিগের ব্যক্তিগত পারিবারিক উপাসনাদি করি। বিশ্বনাথে মাত্র ছয় দিন থাকি ইহার মধ্যে লক্ষী বাবু বাসায় পারিবারিক উপাসনা এবং বিক্রমপুর চা-বাগানে গমন করিয়া তাহাদিগের সহিত উপাসনা ও আলোচনাদি করি। তৎপরে আসিবার সময় তেজপুর ও গোহাটিতে আট দিন বাস করি। এই আট দিনের মধ্যে উপাসনা ও আলোচনাদি ভিন্ন আর বিশেষ কিছু করি নাই। ৭ই ভাদ্র গোহাটি পরিভ্রমণ করি এবং ১০ই ভাদ্র শিলক্ষে গাঁহি, তথায় ১২ দিন বাস করি এই বাস দিনের মধ্যে চারি

দিন সমাজ গৃহে উপাসনা ও উপদেশ, এক দিন প্রকাশ্য বক্তৃতা, শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্রের নামকরণ উপলক্ষে উপাসনা ও উপদেশ এবং অক্ষয় বাবুর বাড়ীতে দৈনিক উপাসনা ও অনুরূপ বন্ধুদিগের সহিত আলোচনা করি। ২২ এ ভাদ্র শিলক্ষে পরিভ্রমণ করিয়া ২৫ এ ভাদ্র শ্রীহটে আসি, এখানে দুইটি প্রকাশ্য বক্তৃতা, দুই দিন সামাজিক উপাসনা ও উপদেশ এবং বন্ধুদিগের সহিত আলোচনা ও উপাসনাদি করি।

পঞ্জাব প্রদেশে পণ্ডিত শিবনারায়ণ অগ্নিহোত্রী গত তিন মাসে, যেরূপ উৎসাহের সহিত কার্য করিয়াছেন, তাহার বিবরণ পাঠ করিয়া আমরা নিতান্ত প্রীত হইয়াছি, প্রার্থনা করি, ঈশ্বর তাঁহাকে আরও সাহায্য করুন। গত জুলাই মাসে জীয়াবকালের সময় তিনি লাহোর পরিভ্রমণ করিয়া প্রথমে অমৃতসর নগরে গমন করেন, সেখানে ভজন সভাতে দুই দিন উপাসনা; টাউনহলে, এক দিন "বর্ষ কি?" এই বিষয়ে বক্তৃতা। শিকদিগের দরবার গাহেবের নিকট অনাবৃক্ত স্থানে নৈমিত্তিক উপদেশ; তৎপরে দিবস টাউনহলে; "স্বাভাবিক প্রত্যাশ" বিষয়ে একটি বক্তৃতা, ইত্যাদি দ্বারা ব্রাহ্মবন্ধু ভ্রমণের বিবরণ চেষ্টা করিয়াছেন। অমৃতসর হইতে তিনি কুশাবানে গমন করেন, সেখানে প্রায় তিন, ধর্ম্মলাপ, সামাজিক উপাসনা; ক্রীলোকদিগের প্রতি উপদেশ, ও প্রকাশ্য বক্তৃতাভিত্তে যাপন করেন। এতদ্বির পণ্ডিত অগ্নিহোত্রী আরও অনেক কার্যের ভ্রম হইতে লইয়াছেন। কেশব বাবুর দলভুক্ত ব্রাহ্মদিগের সহিত মতভেদ হওয়াতে তিনি এবং অপর কতিপয় বন্ধু পঞ্জাব ব্রাহ্মসমাজ নামে একটি নূতন সমাজ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। অল্প দিন হইল সেই সমাজের জন্য একটি নূতন বাড়ী ভাড়া করা হইয়াছে। সেখানে প্রায় ১৮১২ জন লোক রীতিমত উপাসনাতে যোগ দিয়া থাকেন। এতদ্বির ব্রাহ্মসমাজের সভা নামে একটি সম্মত সভা স্থাপিত হইয়াছে; সেখানে গঠিত কয়েক মাসের মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয় সকল অবলম্বন করিয়া আলোচনা হইয়াছে। (১) প্রত্যাশ (২) যুক্তি (৩) ধর্ম্মবিজ্ঞান (৪) পাপ (৫) পাপের প্রায়শ্চিত্ত (৬) আত্মার পুনর্জন্ম (৭) ঈশ্বর ও তাঁহার স্বরূপ (৮) জীব ও তাঁহার স্বরূপ (৯) জীব ও ঈশ্বরের সম্বন্ধ ইত্যাদি। সমদর্শী সভা নামে আর একটি সভা আছে, পণ্ডিত অগ্নিহোত্রী তাহার সভাপতি। তাহাতে সভ্যগণ নানা প্রকার হিতকর বিষয়ের আলোচনা করিয়া থাকেন। এতদ্ব্যতীত, ব্রাদার্স হিল্ড নামে উদ্ভূত ভাষাতে পণ্ডিত অগ্নিহোত্রীর এক মাসিক পত্রিকা আছে, তাহাতে ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় এবং সামাজিক প্রশ্ন সকলের আলোচনা করা হয়। তিনি সম্প্রতি "ভারতবর্ষের রমণ গণের বর্ত্তমান অবস্থা" এই বিষয়ে উদ্ভূত ভাষাতে এক খানি গ্রন্থ প্রচার করিয়াছেন। জগদীশ্বর তিনি তোমার পরিচর্যা ভৃত্যদের সহায় হও।

সংবাদসার।

কিছুদিন হইল গ্লাডষ্টোন সাহেব বলিয়াছেন “রোমান কাথলিক ধর্মের প্রকৃত শক্তির বিলোপ হইয়াছে” সত্য বটে সত্যি বৎসরই কেহ কেহ রোমান কাথলিক হইতেছে; কয়েক জন উচ্চ পদবিশ্র লোকও রোমান কাথলিক হইয়াছেন। কিন্তু মানিং এবং নিউম্যানের পর প্রকৃত মনসী ও প্রতিভাসম্পন্ন একটি লোককেও রোমান কাথলিক হইতে দেখা যায় নাই।” সংশয়বাদ সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, “ইংলণ্ডে সংশয়বাদীদিগের বিখ্যাত কিছু ঠিক বলা যায় না। ইহা নিঃসংশয় যে অস্বল্প সংশয়বাদী এদেশে আছে। কিন্তু সংশয়বাদকে আমি মতামারী মনে করি, একটা আত্মাঙ্গীড়া বলিয়া বিশ্বাস কর না।” হাবারটি স্পেনম্যানের দ্বারা বলিয়াছেন “স্পেনম্যান একজন প্রাণভোগসম্পন্ন যোগক, আমি তাঁহাকে অস্বল্প আস্থা দি। তিনি ঈশ্বরের সম্পূর্ণ অজ্ঞেরদের বিষয়ে যাহা বলেন আমি তাহাকে মনোবৈজ্ঞানিক চাচুয়া ভিন্ন আর কিছুই বলিতে পারি না। ইহা সত্য যে আনাদের সমুদয় জ্ঞানই আংশিক। যদি আনরা বিংশতি বৎসরও একত্র বাস করি তবুও পরস্পরকে কেবল আংশিক ভাবে চিনিতে সমর্থ হই। তথাপি প্রাত্যহিক কার্যের ক্ষেত্রে এই আংশিক জ্ঞানই যথেষ্ট।” সম্মান মনুষ্য অবশ্য ঈশ্বরকে মন্য পরিমাণে জানিতে পারে। তবুও এই সীমাবদ্ধ ঈশ্বর-জ্ঞানই মনুষ্যের আবাবনা, প্রেম ও ভক্তি উদ্দীপনের পক্ষে যথেষ্ট। ইক্ষু ও টিন ডালের দ্বারা যে সংশয়বাদ প্রচারিত হইতেছে সেজন্য আনার কোন ভয় নাই। অবশেষে এই সংশয়বাদ আপনাকেই আপনি পরাসিত করবে।

শিক্ষিত সমাজে খৃষ্ট ধর্মের প্রবেশ পথ বহুদিন হইল অবরুদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু পার্শ্ব ও অসভ্য জাতির মধ্যে প্রতি বৎসর সহস্র সহস্র লোক খৃষ্ট ধর্মে দীক্ষিত হইতেছে। ১৮৭৮ সালে দাক্ষিণাত্যের টিনেভেলী ও তৈলঙ্গ প্রদেশে ষাট হাজার লোক খৃষ্টান হয়। বিগত অক্টোবর মাস হইতে হৈলঙ্গ দেশে আরো সহস্রাধিক লোক খৃষ্ট ধর্ম অবলম্বন করিয়াছে। কিছুদিন হইল দিনাজপুর জেলার কোন গ্রামে ৩২ জন অশিক্ষিত গ্রাম্য লোক খৃষ্টান হইয়াছে। সাঁওতাল ও আসামের আদিম অধিবাসীদিগের মধ্যে প্রতি বৎসর কত খৃষ্টান হইতেছে এবং হুভিক ও মহামারীর সময় কত লক্ষ লক্ষ লোক খৃষ্টান হয় তাহার সূখা করাই দুষ্কর। উদ্যোগ যত্ন ও অর্থবলে দিন দিন ভারতবর্ষে খৃষ্টানের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে। ১৮৬১ সালে সমস্ত ভারতবর্ষে ১৩৮৭৩১ জন দেশীয় প্রোটেষ্ট্যান্ট খৃষ্টান ছিল; এখন তাহাদের সংখ্যা ৬০০০০। এতদ্বারা রোমান কাথলিক মতাবলম্বী দশ লক্ষ, এবং অন্যান্য খৃষ্টীয় সম্প্রদায়ভুক্ত ছয় লক্ষ, মোট একুশ লক্ষ লোক খৃষ্টান হইয়াছে। খৃষ্ট ধর্মের বাহ্যিক চাকচিক্য বহুদিন স্তিমশূন্য হইয়াছে, কিন্তু খৃষ্টীয় প্রচারকদিগের অধ্যবসায়, কষ্ট সহিষ্ণুতা ও খৃষ্টানদিগের ধর্মার্থে প্রায়ক দান বতদিন থাকিবে, ততকাল খৃষ্টীয় স্রোত কে নিবারণ করে। এখনও

ভারতে মিশনারিদিগের স্থাপিত ২৫০০ বিদ্যালয় আছে এবং তাহাতে ১৪০,০০০ বালক বালিকা ও যুবক যুবতী শিক্ষা পাইয়া থাকে।

চীন দেশের ফুচু সহরে প্রায় ১১ লক্ষ লোকের বাস। ত্রিশ বৎসর হইল এই স্থানে খৃষ্টান মিশন সংস্থাপিত হইয়াছে। প্রথম এগার বৎসর এই জনাকীর্ণ বিস্তৃত সহরে একটি লোকও খৃষ্টধর্ম অবলম্বন করে নাই। কত প্রচারক অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন, একটি লোকেরও মন ফিরিল না। অবশেষে নিরাশ হইয়া মিশন উঠাইয়া দিতে সকলেই কৃত-মঙ্গল হইলেন। অর্জু শ্বিথ নামক একজন মিসনরী কিছুকাল এই স্থান পরিভ্রমণ করিতে স্বীকার করিলেন না। ধর্ম প্রচার করিয়া এই নিরাশাপূর্ণ স্থানেই জীবনের অবসান করিলেন এই তাহার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা হইল। কিছুদিন পরেই তিনি এক জনকে খৃষ্ট ধর্মে দীক্ষিত করিয়া অপূর্ণিবা হইতে প্রধান করেন। এখন এই ফুচু সহরে তিন হাজারেরও অধিক খৃষ্টান আছে।

মহামায়া নামক নারী তৈলঙ্গ প্রদেশীয় রমণী, তিনি বোম্বাই সহরে “লিফজিই” নামক মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া এক সম্প্রদায় সৃষ্টি করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। সম্প্রতি তিনি গিঃল উপ-গমন করিয়াছেন। বৌদ্ধ রমণীগণ তাঁহাকে দেবী ভজনে পূজা করিতেছেন। মহামায়া প্রহবে অনিচ্ছুক কিন্তু তাঁহারাই জিতেছেন না। তাঁহারাই বলেন, এই বিধি ভেদ হইতে পতিতা স্ত্রীরা দেবী। হা! ভারতবর্ষ আর কত কাল এই মব ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকিবে।

লর্ড রিপণ বর্তমান লোক। এক দিন শিমলার প্রাচীন বাগ্গা দিয়া গমন কাবাবের সময় মনিলেন যে, মিউনিখশিলাটি কলিদিগকে অপরাহ্নের কোন নির্দিষ্ট সময়ে রাস্তার চলিতে বাধণ করির ছেন। ইহাতে লর্ড রিপণ অত্যন্ত আশ্চর্যাবিত হইয়া বলিলেন, “মহারানীর রাজপথে লক্ষপতির যেমন অধিকার, ভিক্ষুকেরও তেমন অধিকার।” ধর্ম ছাড়া রাজ্য তিষ্ঠিতে পারে না। ইংরেজদিগের মধ্যে আজও লর্ড রিপণের মত ধার্মিক লোক আছে বলিয়াই ইংরেজ রাজ্য অক্ষুর আছে।

বেহারে এক জন সন্ন্যাসীর আবির্ভাব হইয়াছে। তিনি লোহার কীট শলাকা পূর্ণ শযায় শয়ন ও উপবেশন করেন তাঁহার বড়মেণ্ড লৌহ শলাকা বিকৃত আছে। শুনা যায় সন্ন্যাসী ১২ বৎসরের জন্য এই কঠোর ব্রত অবলম্বন করিয়াছে। ব্রতের চারি বৎসর গত হইয়াছে। কুসংস্কার পূর্ণ ধর্মোত্তারজবানী কোটি কোটি মরনারীকে কি ছুঃখের নিগড়ে আবদ্ধ করিয়াছে।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের “ব্রাহ্মপকেট এলমেনেক” নামক পত্রিকাতে ভারতবর্ষ সমস্ত ব্রাহ্মসমাজের যথাযথ বিবরণ সংগ্রহ পূর্বক প্রকাশ করিবার মানসে বিনীতভাবে এই

প্রার্থনা করিতেছি যে, প্রত্যেক সমাজের সম্পাদক অগ্রগৃহ পূর্বক স্বীয় সমাজসম্পর্কীয় নিম্নলিখিত বিবরণ আমার নিকট পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। ভরসা করি যে গত বৎসর যে সকল সমাজ হইতে বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই এবং যে সকল সমাজের নূতন প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, তাহারা এক্ষণে সদয় হইয়া বাঞ্ছিত বিবরণ প্রেরণে অগ্রগৃহীত করিবেন। বর্তমান বর্ষের পঞ্জিকাতে যে সকল ব্রাহ্মসমাজের, ব্রাহ্ম প্রকাশিত হইয়াছে, ঐ সকল সমাজ সম্পর্কে পূর্ব প্রকাশিতের পর যে কোন পরিবর্তন ঘটিয়াছে তাহাই কেবল জানাইবেন। যদি সংবাদ প্রাপ্তির অভাবে কোন সমাজের নাম পঞ্জিকাতে উল্লেখ করা না হয়, তাহা অতিশয় ক্ষোভের বিষয় হইবে।

বিবরণ।

- ১। সমাজের নাম ও তাহা কোন্ স্থানে অবস্থিত (ডাক ঠিকানা সহিত)।
- ২। সমাজ সংস্থাপনের দিন।
- ৩। নিয়মিত উপাসনার সময়।
- ৪। বার্ষিক উৎসবের দিন।
- ৫। আগাধীর নাম।
- ৬। সম্পাদকের নাম।
- ৭। সমাজের সভার সংখ্যা।
- ৮। কোন প্রচারক থাকিলে তাহার নাম।
- ৯। সমাজের মন্দির আছে কি না। যদি থাকে তবে তাহা কোন্ সময়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।
- ১০। সমাজের অন্তর্গত বিদ্যালয়াদি।

উল্লিখিত বিবরণ আগামী ১লা অক্টোবর বা তৎপূর্বে কোম্পানীর আমার ঠিকানায় পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

আগামী ৩রা অক্টোবর রবিবার অপরাহ্ন ৩ ঘটিকার সময় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষ সভার তৃতীয় অধিবেশন হইবে।

নিবেদ্য।

- ১—কার্যনির্বাহক সভার তৃতীয় ত্রৈমাসিক বিবরণ।
- ২—সভা মনোনয়ন।
- ৩—পুস্তক প্রচার সনদমিটার রিপোর্ট।
- ৪—বিবিধ।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কার্যালয়, } শ্রীমোহিনীমোহন বসু,
১৫ই সেপ্টেম্বর—১৮০১। } সম্পাদক।

দীপ্ত শিরার অভিষেক।

সকল পদ্য প্রার্থনা পূর্ণ এই ক্ষুদ্র পুস্তক খানি ব্রাহ্মসমাজে এক সময়ে অত্যন্ত আদরের বস্তু ছিল। অনেক দিন উহা অপ্রাপ্য হওয়াতে পুনর্মুদ্রিত হইয়া প্রচারিত হইয়াছে। বাহাদিগের প্রয়োজন হয়, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কার্যালয়ে তত্ত্ব করিলে প্রাপ্ত হইবেন। মূল্য ১০ আনা মাত্র।

বিশেষ বিজ্ঞাপন।

তত্ত্বকৌমুদীর গ্রাহকদিগের মধ্যে বাহাদিগের নিকট ছুই বৎসরের মূল্য প্রাপ্য রহিয়াছে এবং বার বার পত্র লিপিয়া ও বিজ্ঞাপন দিয়াও মূল্য প্রাপ্ত হওয়া গেল না, আমরা অত্যন্ত দুঃখের সহিত বাহাদিগের নিকট পত্রিকা প্রেরণে ক্ষান্ত হইতে বাধ্য হইলাম। তাহারা অগ্রগৃহ পূর্বক অন্ততঃ এক বৎসরের মূল্য পাঠাইলে পত্রিকা পুনঃ প্রেরিত হইবে।

রবিবাসরীয় ছাত্র সমাজে পঠিত শিবনাথ শাস্ত্রী কর্তৃক প্রথম উপদেশ সকল গ্রন্থাকারে মুদ্রিত করিয়া বিক্রীত হইতেছে। গ্রন্থমূল্য ১৩ নং মজাপুর ষ্ট্রীট ভবনে আমার নামে মূল্য সহ পত্র লিখিলে, উক্ত গ্রন্থ তাহাদের নিকট প্রেরিত হইবে।

প্রাথমিক আবশ্যিকতা ও মুক্তিযুক্ততা ১০
ভাষা ভেদ ১০
পঞ্চকাল ১০
ভারত ক্ষেত্রে সংস্কার কাহা ও তৎসম্বন্ধে উপায় ১০

১৩ নং মজাপুর ষ্ট্রীট } শ্রীআদিগোপ চট্টোপাধ্যায়।
৩১ আশ্বিন। } সহঃ সম্পাদক।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজমন্দির নির্মাণ জন্য বাহাদিগের চাঁদা স্বাক্ষর করিয়াছেন, তাহাদিগের নিকট বিনীত নিবেদন যে, তাহারা অবিলম্বে তাহাদিগের অঙ্গীকৃত অর্থ প্রেরণ করিয়া বাধিত করেন। শীঘ্র শীঘ্র অর্থ সংগ্রহ না হইলে সমাজ-মন্দির নির্মাণ কার্য চলা স্থগিত হইবে।

১৩ নং মির্জাপুর ষ্ট্রীট, } শ্রীকুরুচরণ মহলানবিশ
কলিকাতা। } বিগ্‌ডিং ফোর্ডের সম্পাদক।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের দাতব্য, প্রচার ফন্ডের দাতব্য, এবং পুস্তক মূল্য হিসাবে বাহাদিগের নিকট যাহা প্রাপ্য আছে, অগ্রগৃহপূর্বক এই সময় প্রেরণ করিলে বিশেষ উপকৃত হওয়া যায়। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অনেক ব্যয়ের প্রয়োজন, অর্থাভাবে তাহা স্থগিত ও তদুৎসাহকপে নিষিদ্ধ হইতে পারে না, উহা বলা বাচনা। অতএব সভা, গ্রাহক ও স্থানীয় এজেন্ট মহোদয়গণ এবিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হন, একান্ত প্রার্থনা।

উপরিউক্ত দাতব্য ও মূল্য অন্য নামে পাঠাইলে গোলযোগ হয়, এই জন্য আমার নামেই প্রেরণ করিলে বাধিত হইবে।

১৮০১। ১৫ই জুলাই } শ্রীউমেশচন্দ্র দত্ত

১৩ নং মজাপুর ষ্ট্রীট কলিকাতা } সহকারী সম্পাদক।

বাণাবোধিনী পত্রিকা।

এতদ্দেশীয় জীলোকদিগের বিশেষ পাঠোপযোগী এই পত্রিকা কাঠিকমাস হইতে পুনঃপ্রকাশিত হইতেছে। বাহাদিগের গ্রাহক হইবার ইচ্ছা করেন, অগ্রগৃহপূর্বক নিম্নলিখিত ঠিকানায় সংবাদ লিখিবেন ও মূল্য পাঠাইবেন। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য কলিকাতার জন্য ২০ এবং মুম্বাইয়ের জন্য ২৫, বাৎসরিক মূল্য বার্ষিক মূল্যের অর্ধেক।

বাণাবোধিনী কার্যালয় }
৪৪ নং শীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট } শ্রীআশুতোষ ঘোষ।
কলিকাতা ১০ই কাঠিক ১২৮৬ } সহকারী কার্যাব্যক্ষ

তত্ত্বকৌমুদীর প্রথম ভাগের প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা বাদে প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ একত্রে বাক্যই হইয়া বিক্রয়ার্থ আফিসে প্রস্তুত আছে মূল্য ৩ ডাকমাশুল ১০। কার্যাব্যক্ষ।

তত্ত্ব-কৌমুদী

[পাক্ষিক পত্রিকা.]

৩য় ভাগ।

১০ ম সংখ্যা।

১লা কার্তিক শনিবার, ১৮০২ শক। ব্রাহ্ম সংবৎ ৫১।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২।
মুদ্রাস্বল ৩।
প্রতি খণ্ড নগদ ০।৮

প্রার্থনা।

জগদীশ্বর! পবিত্র ব্রাহ্মসমাজ তোমার প্রিয় কার্গ্য-কর্তৃ ইহা জানিয়া আমরা সখান্যাসেই সমাজের সেবা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। কিন্তু এখানে একটি বিপদ আছে, সেইটী অবগন করিয়া তোমার রূপার আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি, তুমি সেটী হইতে আমাদের রক্ষা কর। অনেক সময় দেখিতে পাঠি, যে তোমার প্রিয় কার্গ্য সাধনের ইচ্ছার সহিত সমাজ মধ্যে সদ্ভাব ও প্রতিপত্তি লাভের ইচ্ছা মিশ্রিত হইয়া অতি বিশুদ্ধ ভাবে ও কলুষিত করিয়া দেয়। আমি সত্ব বিষয়ে সর্বাঙ্গগণ্য হইব, আমিই সমাজকে গঠন করিব, আমিই সকল প্রকার নূতন বিষয় প্রবর্তিত করিব, এই সকল আকাঙ্ক্ষা গুণভাবে অন্তরে প্রবর্তিত হইয়া তোমার প্রিয় কার্গ্যকে নিজ প্রতিপত্তি লাভের উপায় স্বরূপ করিয়া ফেলে। তুমি এই বিপদ হইতে আমাদের রক্ষা কর। আমরা যে অবিশ্রান্ত তোমার কার্গ্যে খাটিব, প্রতিপত্তি লাভের বাসনা যেন তাহার ত্রিনীয়ার মধ্যে না আসে। তোমার কার্গ্যে অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করা আমাদের সর্বোচ্চ অধিকার এবং প্রধান কর্তব্য, ইহা জানিয়াই যেন পরিশ্রম করিতে পারি। সদনুষ্ঠান আমাদের দ্বারা হইক বা অপরের দ্বারা হইক তাহাতেই যেন আনন্দিত হই। তোমার কার্গ্যে যখন রত হইব, তখন স্বার্থপরতা, সুখেচ্ছা বা প্রতিপত্তি লাভ স্পৃহা যেন আমাদের পথে না থাকে, এই রূপা কর।

ধ্যান, প্রীতি, এবং প্রার্থনা ঈশ্বরোপাসনার এই তিনটি অঙ্গ তিন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশেষরূপে প্রস্ফুটিত হইয়াছিল। আমাদের দেশের জ্ঞান পথাবলম্বী অদ্বৈতবাদীগণ ধ্যানকে সর্বশ্রেষ্ঠ সাধনরূপে আশ্রয় করিয়াছিলেন; চৈতন্যের শিষ্যগণ প্রীতিকে সর্বশ্রেষ্ঠ ভাব জ্ঞানে তাহার বিকাশের বিবিধ উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, এবং গ্রীষ্টের শিষ্যগণ তাহারই উপদেশানুসারে প্রার্থনাকে জীবনের প্রধান সম্বল বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকেন। ধ্যানে আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকে উজ্জ্বল করে এবং আধ্যাত্মিক জগতের সারবত্তাকে প্রতিপন্ন করে; প্রীতিতে জদরকে ব্যাকুল ও বিগলিত করে এবং প্রার্থনা বিশ্বাসকে দৃঢ় করে। ইহার সকল গুলিতেই আমাদের প্রয়োজন তাহাতে লক্ষ্য নাই। অনেক ব্রাহ্মকে এগুলি সাধন বিষয়ে শিথিল প্রবৃত্তি দেখা যায়। হয়, আধ্যাত্মিক জগতের কথা বলিও

না; ঈশ্বরোপাসনা মানবের কর্তব্য, ইহা প্রচার করিও না; আর যদি বলিতে বা প্রচার করিতে হয়, তবে নিজে অগ্রে সেই আধ্যাত্মিক জগত দর্শন করিবার অভ্যাস কর। ধ্যান পরায়ণ হও। ধ্যান ধারণা উপাসনার জন্য এমন সময় বাথ যখন নিকটবর্তী হইবে চিত্ত অর্পণ করিতে পারিবে। প্রতিজ্ঞা পূর্বক উপাসনাতে আসীন হও। মন বসিতেছে না বলিয়া চঞ্চল হইয়া উঠিয়া যাউও না। ক্রমাগত মনকে বসাইবার চেষ্টা কর; এইটাকে একটি সর্ব প্রাধান কার্গ্য ভাবিয়া ক্রিয়াকাল এবিষয়ে যাপন করাকে সময়ের অপব্যয় ভাবিও না। কাল বিলম্ব গ্রাহ্য করিও না। কয়েক দিন একরূপ করিলেই চিত্ত শাসিত হইয়া আসিবে এবং ঈশ্বর সহবাস মিষ্ট লাগিতে আবৃত্ত হইবে। দেখিবে ইহার মধ্যে কত তত্ত্ব নিহিত আছে।

মহম্মদ বলিয়াছিলেন, “যে আমার ধর্ম মতের বিরোধী সে ঈশ্বর বিরোধী তাহার উচ্ছেদ সাধন কর।” চৈতন্য বলিয়াছিলেন “মাথাই রে মেরেছিস কুলসির কাণা, তাই বলে কি প্রেম দিব না” এতট ভাবে কত অন্তর!! যাহারা মনে করেন ঈশ্বর বিরোধীর প্রতি ঘৃণা বা বিদ্বেষ প্রকাশ ধার্মিকের পক্ষে অসম্ভব কার্গ্য নয়, তাহারা নিগূঢ় ঈশ্বর প্রীতির তত্ত্ব বিস্মৃত হইয়াছেন। মহম্মদকে আমরা এই ভ্রমের জন্য নিন্দনীয় মনে করিয়া থাকি। তিনি নিজের প্রতিহিংসা প্রবৃত্তিকে ঈশ্বরের আদেশ জ্ঞানে বিষম ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন এবং জগতে একটি মহৎ অনিষ্টকর দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। ঈশ্বর রূপার ব্রাহ্মধর্ম আমাদের একমাত্র উপায়। আমরা যে, কার্গ্যে সকল সময় শত্ৰুকে সন্তাব দ্বারা পরাজিত করিবার চেষ্টা করি, তাহা বলিতেছি না। কিন্তু একথা বলা উচিত, যে যখন আমরা ক্রোধ বা প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি দ্বারা উত্তেজিত হই; তৎপরেই ব্রাহ্মের অহুচিত কার্গ্য হইল বলিয়া অহুতাপ করি ও ঈশ্বরের নিকট অশ্রুপাত করি। বলিতে কি, সহস্র প্রতিকূলতা-চরণেও যে সাধুর জদয়ের প্রীতি প্রতিহত হয় না, তিনিই ত প্রকৃত সাধু ও প্রকৃত দেবপ্রকৃতি বিশিষ্ট লোক। পরমেশ্বরের কোন তাব দেখিয়া আমরা বিশেষ মুগ্ধ হই? দেখি, মহাব্য

কখনও হাসিতেছে, কখনও কাঁদিতেছে, কখনও তাঁহাকে ভক্তি উপহার দিতেছে, কখনও তাঁহার নিন্দা দ্বারা রম্যনাকে কলঙ্কিত করিতেছে, কিন্তু ঐশ্বরের চঞ্চলতা নাই। তাঁহার শুভ সংকল্প অচঞ্চল ও স্থির থাকিয়া, সেই জীবেরই কল্যাণ সাধনে রত রহিয়াছে। আমাদের মধ্যে যিনি এই প্রকার সাহসী ও অটল শুভ সংকল্পের পরিচয় দেন, তিনিই আমাদের মধ্যে দেবতুল্য ব্যক্তি। এক্ষণ অটল শুভ সংকল্প সাধন করিতে অনেক সংগ্রামের প্রয়োজন। কিন্তু তত্ত্বজ্ঞান মানবের মহত্ব প্রকাশিত হয় না। এই জনাই আমরা বলি।

“নরের নরত্ব পশুত্ব দেবত্ব,
এসংগ্রাম বিনা নর দেও কিনা
কে আর প্রকাশে? রক্ত স্রোতে যার
বক্ষঃস্থল ভাসে, কিন্তু তবু প্রাণ
কভু স্তান নয়, শুভ ইচ্ছা মর;
যার খরতর শরে জর জর,
তাহারি কল্যাণ অন্তরের ধান
নরত্ব দেবত্ব এক স্থানে তার।”

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিশুদিগেব প্রতি এখনও ব্রাহ্মগণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় নাই। তাহাদের শিক্ষা ও উন্নতির নিমিত্ত কিছু করা যে নিতান্ত আবশ্যিক তাহা আমরা এখনও সম্পূর্ণরূপে জ্ঞদয়ঙ্গম করি নাই। সহরে যে সকল ব্রাহ্ম গৃহস্থ বাস করেন, তাহারা বিদ্যালয়ে শিশুদিগকে প্রেরণ করিয়া কর্তব্য কার্য্য করা হইল ভাবিয়া নিশ্চিন্ত হন। বাহারা মফস্বলে বাস করেন তাহাদের গ্রন্থও সকল সময়ে ঘটে না। শিশুদিগের জন্ম মন ধর্ম্মনীতি ও ধর্ম্মভাব প্রভৃতির উন্নতি হয়, এজন্য আমরা অদ্যাপি কোন প্রকার উপায় অবলম্বন করি নাই। পুত্রবদিগের জন্য উপাসনা মন্দির আছে; সঙ্গত প্রভৃতি আছে, পত্রিকা পুস্তকাদি আছে। রমণীগণের জন্য ব্রাহ্মিকা সমাজ, নারীসভা মাসিক পত্রিকা প্রভৃতি হইয়াছে, কিন্তু শিশুরা যে জগতে বাস করে এসকল উপায় সে জগতকে স্পর্শ করে না। তবে তাহাদের শিক্ষার উপায় কি? ইতিমধ্যেই পুত্র কন্যার ভাবের বৈপরীত্য দেখিয়া অনেক ব্রাহ্ম পিতা মাতাকে শোক করিতে হইতেছে। এ অনিষ্ট নিবারণের উপায় করা নিতান্ত আবশ্যিক হইয়াছে। প্রত্যেকের স্বতন্ত্রভাবে নিজ নিজ শিশু সন্তানগণের সর্বাঙ্গীন শিক্ষার উপায় অবলম্বন করা সম্ভব নয়। অনেকের সেরূপ অর্থ সামর্থ্য বা অবসর নাই। সুতরাং এবিধে কোন প্রকার সাধারণ উপায় অবলম্বিত হওয়া উচিত। *See p. 117*

প্রায় দশ বৎসর হইল ফরাসি দেশে রাজতন্ত্র প্রণালী পরিবর্তিত হইয়া নব্যতন্ত্র প্রণালী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই প্রণালীতে রাজতন্ত্রের অসংখ্য অসুবিধা দূর হইয়াছে। এই প্রণালীতে সকল বিচারের উন্নতি হইতেছে। ধন বৃদ্ধি হইয়াছে, সৈন্যবল বৃদ্ধি হইয়াছে, জাতির জয় প্রাপ্তি বৃদ্ধি হইয়াছে, স্বদেশ চিহ্নিতকরণ বৃদ্ধি হইয়াছে, রাজবিধি প্রণয়ন রাজ-শাসন প্রভৃতি সকল কার্য্যের শৃঙ্খলা ও উন্নতি দৃষ্ট হইতেছে।

বর্তমান ফরাসি গবর্ণমেন্ট কিছুদিন হইল এই আদেশ প্রচার করিয়াছেন, ‘যে জেহুইট নামক রোমান ক্যাথলিক ধর্ম্ম সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিগণ আর ফ্রান্স দেশে নিজ নিজ মত প্রচারের জন্য বিদ্যালয় প্রভৃতি খুলিতে পাইবেন না। ইহাতে তাহাদিগকে প্রকারান্তরে নির্বাসিত করা হইয়াছে। একাধাটী উদার গবর্ণমেন্টের অমুরূপ কার্য্য হয় নাই। কিন্তু ফরাসি গবর্ণমেন্ট আত্মবক্ষার জন্য এক্ষণ আচরণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। তাহারা অমুসলমান দ্বারা জানিয়াছেন যে জেহুইট-গণ সর্বদা রাজতন্ত্র প্রণালীকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রচার করিয়া থাকেন। তাহাত হইবেই, ধর্ম্ম সম্বন্ধে বাহারা একজন অভ্রান্ত গুরু মানিয়া থাকেন, রাজনীতি সম্বন্ধে একজন ঐশ্বর নিদ্দিষ্ট রাজা স্বীকার করাও তাহাদের পক্ষে আবশ্যিক। অভ্রান্ত গুরু ঐশ্বর-নিয়োজিত, এবং রাজ অধিকার ঐশ্বরদত্ত অধিকার, এ উভয় মত একই মতের দুই বিভিন্ন দিক মাত্র। বাহারা ধর্ম্ম সম্বন্ধে অভ্রান্ত ঐশ্বরাদিষ্ট গুরু স্বীকার করেন, তাহারা সকল দিকেই স্বাধীনতার শত্রু। পরিবার মধ্যে তাহারা কর্তার ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণকে পাপ বলেন; সমাজ মধ্যে দলপতির চরণে স্বাধীনতা বিসর্জনকে কর্তব্য জ্ঞান করেন; রাজনীতি বিষয়ে রাজাকে কি এক অপূর্ণ ঐশ্বরদত্ত পদার্থ জ্ঞান করিয়া থাকেন। তাহারা সকল দিকেই মানবের উন্নতির পথে প্রতিবন্ধক স্বরূপ হইয়া উঠেন।

বিলাতের স্পার্জিয়ান সাহেব মধ্যে মধ্যে এক একটা সুন্দর কথা বলিয়া থাকেন। মচরাচর উপামনালয় সকলের বেদী হইতে যে সকল উপদেশ প্রদত্ত হইয়া থাকে তাহার উল্লেখ করিয়া তিনি বলিয়াছেন; যে, অনেক উপদেশটাকে একপা উচ্চ উচ্চ কথার আলোচনাতে রত দেখা যায়, যে তাহা সম্পূর্ণরূপে তাহাদের উপাসক মণ্ডলীর ধারণা শক্তির অতীত। ‘দেখিলে বোধ হয় যেন তাহারা ভাবিয়া থাকেন, যে জিরেফার আহার যোগানই তাহাদের কার্য্য, মেষ পালের আহার দিবার জন্য যে তাহারা নিযুক্ত সে কথা বিস্মৃত হইয়াছেন।’ আমাদের ব্রাহ্ম সমাজে বহুদিন হইতে এই প্রকার ভ্রমের কার্য্য চলিয়া আসিতেছে। অনেক ব্রাহ্ম অদ্যাপি দৈনিক উপাসনা করিতে শিখিলেন না; অনেকে অদ্যাপি অতি নিম্নাঙ্গী কপটতা ছাড়িতে পারিলেন না! অনেকে অদ্যাপি ধর্ম্মের জন্য সামান্য স্বার্থকে বিস্মৃত হইতে পারিলেন না; অনেকে অদ্যাপি মানবের অবস্থা কর্তব্য কার্য্য সকলকে প্রিয় জ্ঞান করিতে পারিলেন না, কিন্তু উপাসনা স্থানে গেলে কিরূপ উপদেশ শ্রুত হওয়া যায়? কেন, ‘আমি এবং আমার স্বর্গস্থ পিতা এক’ ‘অধ্যাত্ম যোগ দ্বারা ব্রহ্ম শক্তিতে লয় হইয়া যাও’ ‘ভক্ত যোগী ও প্রেমিক বৈরাগী হও’ ইত্যাদি। প্রেমিক বৈরাগী কে হইবে? যার সামান্য ইঞ্জিরের নেশা এখনও ঘুটিল না? কি পরিহাসের কথা!!! এই সকল উপদেশের একটি মহৎ অনিষ্ট ফল পড়িয়াছে। অনেক লোক শূন্যে শূন্যে এই সকল উচ্চ কথা বলিতে শিখিয়াছে। যদি জাতিভেদের চিহ্ন স্বরূপ উপনীতি পরি-

ভ্যাগ করিতে বল, যদি চরিত্রের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার চেষ্টা কর, যদি মানুষ হইবার জন্য উপদেশ দেও, সেই সকল লোক বলে “ও কি? ওত বাহিরের কথা, প্রেম ভক্তির বিষয় বল।” অর্থাৎ আমরা যে যেখানে আছি সেইখানে থাকিতে পাই অথচ শূন্যে শূন্যে ভাবুকতার মধ্যে ভ্রুবিতে পারি এইরূপ কর। এই ভাবুকতাতে ভারতবর্ষের সর্বনাশ হইয়াছে। ধর্ম যদি কেশাকর্ষণ করিয়া নরকের যাত্রীকে স্বর্গের পথে দণ্ডায়মান না করে, সংসারগতিক চূর্ণ না করে, পাপ প্ররক্তিকে সমূল উৎপাটন না করে, ভীককে বীরের ন্যায় সাহসী না করে, পুরাতন লোককে নূতন ভাব, পন্ন না করে, তবে সে ধর্ম ধর্মই নয়, সে শক্তি ঈশ্বরের শক্তি নয়। আমরা জীবন বিহীন, চরিত্র বিহীন কপট ব্যক্তির দ্বারা ভাবের উপর এক কপটকেরও মূল্য স্থাপন করি না। সে প্রেম ভক্তির প্রার্থী আমরা নই, সেরূপ প্রেম ভক্তি আমাদের নাই বলিয়া যদি কেহ নিন্দা করেন সে নিন্দাকে প্রশংসা মনে করি।

ইংলণ্ডের এক খানি সংবাদপত্রে দেখা গেল যে, ইংলণ্ডে কিছু কাল রোমান ক্যাথলিকদিগের যেরূপ শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল, ক্রমে তাহা মান ভাব ধারণ করিতেছে। এক সময়ে অনেক গুলি সমান্তরাল রোমান ক্যাথলিক ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু এক্ষণে সে প্রোতের প্রতিরোধ হইতেছে। এরূপ হওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র নয়। বর্তমান সময়ের নাস্তিকতা ও সংশয়বাদ দর্শনে শঙ্কিত ও বিরক্ত হইয়া কঠকগুলি ধার্মিক লোক প্রথমে মনে করিয়াছিলেন বিশ্বাসের পদার্থের সংখ্যা বৃদ্ধি করাই অবিশ্বাস রোগ দূর করিবার প্রধান ঔষধ। স্বাধীন চিন্তার পথে গেলে যদি অবিশ্বাস ও নাস্তিকতাতে উপনীত হইতে হয়, তাহা হইলে স্বাধীন চিন্তার পথ রুদ্ধ করাই শ্রেয়। কিন্তু এরূপ ভ্রম কতকাল থাকিবে! কালক্রমে এ স্রোত আবার পরিবর্তিত হইতেছে। ব্রাহ্মদিগের মধ্যেও অনেকে মনে করিয়া থাকেন যে, কুসংস্কারের মাত্রা যত বৃদ্ধি করা যায়, মতের আবর্জনা যতই সংগ্রহ করা যায়, ততই বিশ্বাস ও ভক্তির পক্ষে সাহায্য হয়। এ সংস্কার ভ্রান্ত—ভ্রান্ত—ভ্রান্ত। বিশ্বাস ও ভক্তি মতের আবর্জনার উপর নির্ভর করেন না; মহাপুরুষ অবতার প্রভৃতির অপেক্ষা করে না। যেখানে প্রাণগত ঐকান্তিকতা আছে, আন্তরিক ক্ষুধা তৃষ্ণা আছে, পরিভ্রাণের লালসা আছে, অমৃত্যুতাপের অশ্রু আছে, ঐকান্তিক নির্ভর আছে, সেইখানেই প্রেম ও ভক্তি পুষ্পের ন্যায় বিকশিত হয়। কুসংস্কার বিবর্জিত বিশুদ্ধ জ্ঞান সম্বলিত ভক্তি ও নিগূঢ় প্রেম প্রদর্শন করিবার জন্যই ব্রাহ্মসমাজের জন্ম। কি হুঃখের বিষয়, কি পরিতাপের বিষয়, যে ব্রাহ্মদিগের মধ্যে অনেকে আবার সেই সকল মতের আবর্জনার মধ্যে পতিত হইতেছেন, যে সকল মত চিরকাল ধর্মসমাজ মধ্যে কুসংস্কার ও অপবিত্রতার সৃষ্টি করিয়াছে, মানবের স্বাধীন চিন্তার গতি রোধ করিয়াছে, এবং সকল প্রকার উন্নতির পথে অন্তরায় স্বরূপ হইয়াছে।

যে সকল মতের উল্লেখ করিলে অন্তরে আতঙ্ক হয়, যে সকল মতকে চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই ঘৃণা করিতে শিক্ষা করিয়াছেন, কি শোকেয় বিষয় সেই সকল মত ও কোন কোন ব্রাহ্মের মনে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। কি আর বলিব, জগদীশ্বর এই বিপদ হইতে তাঁহাদিগকে রক্ষা করুন।

আমাদের শ্রদ্ধাঙ্গদ বন্ধু বিজয়রূপ গোস্বামী মহাশয় ঢাকা যাইতে এক খানি পত্র আমাদের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। এই পত্র খানি বোধ হয় মুদ্রিত হইয়া স্থানে স্থানে প্রেরিত হইয়াছে। পত্র খানি আমরা যথা স্থানে মুদ্রিত করিলাম। আশা করি প্রত্যেক ব্রাহ্ম ইহা মনোযোগের সহিত পাঠ করিবেন। আমাদের বলা বাহুল্য মাত্র যে বিজয় বাবু ব্রাহ্মধর্মের বিশুদ্ধতা রক্ষা সম্বন্ধে যে আশঙ্কা করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত। ব্রাহ্মেরা আর যাহা করুন যেন কখনও অধর্মমূলক পৌত্তলিকতা ও জাতিভেদের প্রশংসা না দেন। এ দুই শব্দই চিরকাল ভারতবাসীদিগকে জীবন্ত ঈশ্বর হইতে দূরে রাখিয়াছে। এ দুই শব্দই ভারতবর্ষের গলদেশ হইতে উন্মোচন করিতে হইবে। সুতরাং আমরা কখনই এমন কোন কাজ করিব না বা কোন ব্রাহ্ম করিলে উপেক্ষা করিব না, যদ্বারা এই দুই প্রকার বিন্দুমাত্রও প্রশংসা দেওয়া হয়। বিজয় বাবু যে কয়েকটা ঘটনার কথা অবগত করিয়াছেন তাহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে ইহা আপত্তি যোগ্য তাহাতে সন্দেহ কি? প্রথমতঃ আমরা ভুলিয়া আশ্চর্য্যাবিত হইলাম, যে ঢাকাতে নববিধানের যে নূতন শাখা হইয়াছে, ঐ শাখার সভাপতি নাকি উপাসনার সময় সমীপে ঈশ্বরের জন্য এক খানি আসন রাখিয়া থাকেন। আমাদের অরুণ হয় কিছু দিন পূর্বে ব্রাহ্মিকাদিগের প্রতি উপদেশের মধ্যে কেশব বাবু এক বার ঐরূপ উপদেশ দিয়াছিলেন। সমীপে এক খানি আসন রাখিয়া মনে করিবে সেই আসনে এক জন বসিয়া আছেন তাহা হইলে তাঁহার সমস্ত প্রতিষ্ঠার পক্ষে সাহায্য হইবে। এই যুক্তি অবলম্বন করিয়া কি প্রতিমা স্থাপনের পক্ষ সমর্থন করা যায় না। এক বার এক ব্যক্তি শালগ্রাম শিলার স্বপক্ষে এইরূপ যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন। শালগ্রাম শিলার মধ্যে ঈশ্বরের ভাব কিয়ৎপরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রথমতঃ শালগ্রাম শিলা চক্ষু মুখ নাসিকা প্রভৃতি বিহীন, সুতরাং কোন জীবের সহিত ইহার উপমা নাই; দ্বিতীয়তঃ এই শিলা অথচ মণ্ডলাকার অর্থাৎ ইহার চারি দিকে যতই ঘুরিয়া আসা যায়, অস্ত্র পাওয়া যায় না, সুতরাং ইহা অনন্তের প্রতিকৃতি স্বরূপ। অতএব এরূপ একটা পদার্থ যদি সম্মুখে থাকে তাহা হইলে পরমেশ্বরের চিন্তার বিষয়ে বিলক্ষণ সাহায্য হয়। যাহারা ঈশ্বরের সমস্ত বোধের সাহায্যের জন্য আসন স্থাপনের আবশ্যকতা অনুভব করেন, তাহারা শালগ্রাম শিলার প্রতি কেন আপত্তি করেন, তাহার যুক্তি আমরা বুঝিতে পারি না। দ্বিতীয়তঃ যে মুসলমান ব্রাহ্মটীর উল্লেখ করা হইয়াছে, ইহাকে আমরা জানি এবং এক জন অমুরাণী ও উৎসাহী ব্রাহ্ম বলিয়া বহুদিন শ্রদ্ধা

করিয়া আসিতেছি। ইনি ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিতে হুসলমান সমাজ কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছেন, ইনি ব্রাহ্ম মতে বিবাহ করিয়াছেন এবং চিরদিন ব্রাহ্মদিগের সহিত বাস করিতেছেন। কোন ব্রাহ্ম অহুষ্ঠানের নিমন্ত্রণে যদি একরূপ ব্যক্তির নিমন্ত্রণ না হয় তাহা হইলে ব্রাহ্মেরা জাতিভেদ সম্বন্ধে অদ্যাবধি যাহা কিছু বলিয়া আসিতেছেন সমুদায় বুঝা বাক্য ব্যয় মাত্র হইয়া যায়। নববিধানের যে এই প্রকার মত হইয়াছে, আমাদের ইহা সম্বন্ধে বোধ হয় না কারণ এই হুসলমান ব্রাহ্ম ব্রাহ্মের সহিত আমরা পূর্বে কেশব বাবুর নিজ বাড়ীতে একত্র আহার বিহার করিয়াছি, নববিধানের শিষ্যদিগের কি এ বিধেও মতের পরিবর্তন ঘটিতেছে? যাহা হউক আমরা ইহার তাৎপর্য বুঝিতে পারিলাম না। উপসংহারে এই মাত্র বলিয়া বিজয় বাবু ব্রাহ্মধর্মের বিপুলতা রক্ষার জন্য যেকোন বাগ্ন সকল ব্রাহ্মের যদি এই প্রকার বাগ্নতা থাকিত তাহা হইলে চিন্তা থাকিত না।

ঐশ্বরকে কিরূপ নামে সম্বোধন করা
উচিত।

মহাত্মা রামা রামমোহন রায় আদি সমাজ গৃহের যে ট্রিষ্টীড গণন করেন, তন্মধ্যে এক স্থানে আছে;— “এই গৃহে জগতের সৃষ্টি ও রক্ষা কর্তা একমাত্র অনন্ত ও অপরিবর্তনীয় পুরুষের পূজা হইবে; কিন্তু অপর কোন ব্যক্তি বা সম্প্রদায়, যে নাম বা আখ্যা দ্বারা কোন পদার্থ বা পুরুষের পূজা করিয়াছে, এমন কোন নামে তাঁহার পূজা হইবে না।” সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ রামমোহন রায়ের এই মতটি আপনাদের ট্রিষ্টীড মধ্যে গ্রহণ করিয়াছেন। এখন প্রশ্ন এই, রামমোহন রায় একরূপ নিয়ম কেন করিয়া ছিলেন? তাঁহার মনে কি আশঙ্কা ছিল? গিনি নামরূপ বিহীন, তাঁহাকে যে নাম ইচ্ছা সেই নামে সম্বোধন করিতে পারা যায়। তাঁহার উপাসকগণ তাঁহার নামকরণ করিয়া থাকেন। যে নামটি যখন যে উপাসকের অন্তরে মিষ্ট লাগে, সে তখন সেই নামে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া থাকে। কাহারও নিকট তিনি নায়ক, কাহারও নিকট নায়িকা; কেহ তাঁহাতে পিতৃভাব সম্পর্কন করে, কেহ বা মাতৃভাবে তাঁহাকে দেখিয়া থাকে; কাহারও নিকট তিনি শিশু হইয়া প্রেম ভিক্ষা করেন, কাহারও নিকটে বা সখা হইয়া প্রেম বিতরণ করেন। এ সকল ভাবের কথা। তিনি কিছুই নন, অপচ সকলি। পরোক্ষের স্বরূপ যখন এই প্রকার তখন আবার তাঁহার নাম লইয়া বিবাদ কেন? এবং রামমোহন রায় যিনি প্রথম বুদ্ধিতে নিপুণ এবং ধর্মভাবে প্রবল ছিলেন তিনি একরূপ নিয়ম করিলেন কেন?

আমরা এ প্রশ্নের উত্তর দিতেছি। ঐশ্বরের পক্ষে সকল নামই সমান, ইহা সত্য কথা কিন্তু তাহা বলিয়া আমরা তাঁহাকে অন্যান্য সম্প্রদায়ের অবলম্বিত বিভিন্ন অর্থ বিশিষ্ট কোন নামে সম্বোধন করিতে পারি না। ইহার অনেকগুলি যুক্তি আছে।

প্রথমতঃ যে শব্দগুলি বহুকাল এক প্রকার অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, লোকের মনে সেগুলির সহিত সেই অর্থের এক প্রকার যোগ নিবদ্ধ হইয়া যায়। সে শব্দগুলি উচ্চারণ করিলে লোকে হঠাৎ সেই প্রকার অর্থ বুঝিয়া থাকে। সুতরাং সেই শব্দ দ্বারা আমরা যে নূতন সঙ্গীতি প্রচার করিবার অভিপ্রায় করিতেছি, লোকে সহজে তাহার মর্ম গ্রহণ করিতে পারে না। মনে কর যদি আমরা ভক্তের অনুরাগকে “রাধা” এবং ঐশ্বরের পরিচালনপ্রদ শক্তিকে “কৃষ্ণ” বলিয়া অঙ্গুলিতে “রাধা কৃষ্ণ” “রাধা কৃষ্ণ” জপিতে আরম্ভ করি, তাহা হইলে অপর এক জন দেখিয়া সর্বপ্রায়ে মনে করে যে আমরা উক্ত নামদ্বয় দ্বারা ব্রজবিহারী নন্দ-নন্দন ও তাঁহার প্রণয়ের পাত্রী ঘোষ-কন্যাকে স্মরণ করিতেছি, তাহার এ ভ্রান্তি ঘূচিত আমায় অপর দশটি কার্যা দেখিতে হয়। যদি বল পরে কি ভাবিবে ইহা ভাবিয়া ত আমরা কার্যা করিতে পারি না। ইহাও বলা যন্ত্রত বোধ হয় না। ধর্মপ্রচার যখন আমাদের উদ্দেশ্য তখন সেই প্রচারের পক্ষে যাহাতে ব্যাঘাত জন্মিবার সম্ভাবনা একপ কার্যা কখনই করা উচিত নয়। বিশেষ যদি এমন বুদ্ধিতাম যে ঐ নাম দুইটি না করিলে আর ঐশ্বর প্রাপ্তির আশা নাই, তাহা হইলে লোকের মনের ভাবের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া উক্ত নামদ্বয় গ্রহণ করিতে পরামর্শ দিতাম। কিন্তু তাহা যখন নয়, ঐশ্বরকে অপর কোন নামে সম্বোধন করিলেও যখন ভক্তি বা প্রীতির কোন ব্যাঘাত দেখা যায় না, তখন লোককে একরূপ সন্দেহ ও বিতর্কের মধ্যে পতিত করাতে ফল কি?

দ্বিতীয় যুক্তি এই, অপর সম্প্রদায়ের গৃহীত ও অভ্যস্ত শব্দ যখন ব্যবহার করা যায় তখন তাহার ভাবেন যে, আমরা বুঝি তাঁহাদিগের দিকে অগ্রসর হইতেছি; সুতরাং তাঁহাদের মনে অনেক আশার উদয় হয়, কিন্তু যখন তাঁহারা দেখিতে পান যে আমরা শব্দগুলি লইয়াছি বটে, কিন্তু তাহার মর্ম অন্য প্রকার; তাঁহাদের দিকে অগ্রসর হওয়া আমাদের অভিপ্রায় নয়। তখন তাঁহাদের মনে পূর্ব আশার অল্পরূপ বিরক্তি উৎপন্ন হয় এবং তাঁহারা আমাদের প্রবন্ধ ও শব্দ মনে করিতে থাকেন। চূড়ান্তরূপে একটা বিষয়ের উল্লেখ করা যাইতে পারে। ব্রাহ্মেরা এক একরার খ্রীষ্টীয়দিগের ব্যবহৃত শব্দ সকল অবলম্বন করিয়া খ্রীষ্ট বিষয়ে এক একটা বক্তৃতা করিতেছেন, অমনি খ্রীষ্টের শিষ্যগণ আশাতে উৎফুল্ল হইয়া উঠিতেছেন, ভাবিতেছেন ব্রাহ্মদিগের খ্রীষ্ট ধর্ম গ্রহণের দিন বহুদূর নয়। আবার কিছুদিন পরে তাঁহারা এই ব্রাহ্মদিগকে প্রবন্ধ ও শব্দ বলিয়া উপহাস করিতেছেন। একরূপ অকার্যকর বিরক্তি উৎপাদন করিবার প্রয়োজন কি?

তৃতীয় যুক্তি এই, যে শব্দ গুলি চিরদিন এক প্রকার অর্থে ব্যবহৃত হইয়া আসিয়াছে যদি আমরা সম্পূর্ণরূপে তাহার অর্থ পরিবর্তিত করিয়া দিতে পারি তাহা হইলে এক প্রকার হয়, কিন্তু যদি সে বিষয়ে আমরা অসমর্থ হই, তাহা হইলে ভবিষ্যৎ

যাহারা আমাদের পথাবলম্বী হইবে তাহাদের পথে স্মৃতিঃ
বিশ্ব রাখিয়া যাতায়াত হয়। তাহারা সচরাচর সেই শব্দগুলিকে
প্রাচীন অর্থে গ্রহণ করিয়া বসিবে এবং আমাদের প্রচারিত
মতকে দ্বিগত করিয়া ফেলিবে। অনেক বলিয়া থাকেন যে
চৈতন্য নিয়ে রূপারক্ষ নাম গ্রহণ করিতেন কিন্তু তাহা
এক প্রকার আধ্যাত্মিক অর্থে; যদি একথা সত্য হয়, তাহা
হইলে তাঁহার ভ্রাতৃ প্রচার প্রণালীর এই কল দর্শিয়াছে যে
তাঁহার শিষ্যেরা পৌত্তলিকতা ও পাপ হৃদের মধ্যে নিপতিত
হইয়াছে।

চতুর্থ বৃক্তি এই, ঐ সকল শব্দ যখন আমরা ব্যবহার
করি তখন যে সকল সম্প্রদায় সেই সকল শব্দ চিরকাল বাক্য
হার করিয়া আসিতেছেন তাহারা মনে করেন, তাহাদের
অবলম্বিত কুমন্ত্রারের মধ্যে নিশ্চয় কিছু থাকিবে নতুবা
বিরুদ্ধ মতাবলম্বীরাও সেই শব্দ ব্যবহার করিবে কেন? এবং
তাহাদের মধ্যে গভীর অর্থ দেখিতে পাউবে কেন? ইত্যাদি
তাহাদের কুমন্ত্রারকে আরও দৃঢ় করিয়া দেওয়া হয়। যদি
আমরা ঈশ্বরকে “কালী” “দুর্গা” প্রভৃতি শব্দে সম্বোধন করি,
তাহা হইলে পৌত্তলিকগণ মনে করিতে পারেন তাহাদের
পৌত্তলিকতার মধ্যে কোন গভীর মত আছে, এবং সে
পথ পবিত্রতাম্বূ নহে। ব্রাহ্ম হইয়া কি আমাদের কার্য এই?
কোথায় আমরা অতঃপর পূর্ণ বিধানের সহিত বলিব “নান্যঃ
পন্থা বিদ্যাতে সত্যমর্থ” এই নিরাকার, পূর্ণ, চিন্ময় ও
বিস্তার আকার ঈশ্বর ভিন্ন মুক্তি লাভের অন্য উপায় নাই,
না আমাদের ভাষা ও ব্যবহারে লোকের এই প্রতীতি জন্মিল
যে তাহাদের চির প্রচলিত ভ্রাতৃ পথ পরিত্যক্ত নয়।

পঞ্চমঃ আমরা যে সম্প্রদায়ের চিরন্তন শব্দ সকল
শব্দগণন করি, জগতের নিকট সেই সম্প্রদায়ের সত্যের আপ-
নতিক্রমে গভীরতা স্মরণ করা হয়। তাহা হইলে জগতের
অপরাধ সম্প্রদায় আর মুক্ত ভাবে আমাদের মত সকল গ্রহণ
করিতে পারে না। আমরা যদি ঈশ্বরকে “কালী” “দুর্গা”
বলে যুগ্মনামদিগের নিকট আমাদের সত্য প্রচ্ছন্ন হইয়া
পড়ে, যদি কোন প্রকার খ্রীষ্টীয় নামে সম্বোধন করি হিন্দু
বিদের নিকট তাহা বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন করা হয়। এই সকল
বিবেচনা করিয়াই আমাদের মত এই যে ব্রাহ্মের পক্ষে কোন
সম্প্রদায় বিশেষের অবলম্বিত, কোন শব্দে ঈশ্বরকে সম্বোধন
করা কর্তব্য নয়। রামমোহন রায়েরও মনে ঐ প্রকার
চিন্তার উদয় হইয়া থাকিবে। আমরা যথাসাধ্য নূতন
ভাষাতে নূতন মনের ভাব প্রকাশ করিব। যদি অন্যের
অবলম্বিত কোন শব্দ গ্রহণ করি, নিতান্ত বাধ্য হইয়া করিব
এবং পদে পদে তাহার অর্থ প্রকাশ করিয়া তাহার অর্থ
সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত করিবার চেষ্টা করিব।^{১০} আমাদের
প্রতি এমন কি শপথ আছে যে অগরের গৃহীত শব্দ গ্রহণ
করিতেই হইবে?^{১১}

তবে হয়ত কেহ কেহ বলিবেন, ব্রাহ্ম সকলের উৎকৃষ্ট
বস্তু আপত্তার সাধনের অন্তর্গত করিবেন। অগরের শব্দটি
গ্রহণ করিলেই কি তাহার উৎকৃষ্ট বস্তুটিকে আত্মসাৎ করা

হয়? শব্দটি পরিত্যাগ করিয়া কি সে সম্প্রদায়ের প্রকৃত
সম্ভাব সকল আয়ত্ত করা যায় না? “পিতেশ্বর” “পুত্রেশ্বর”
এবং “কপোতেশ্বর” এই শব্দ তিনটি ব্যবহার না করিয়া
কি বীশ্বর ন্যায় বিধাম ও নির্ভর ও প্রীতি উপার্জন কবিবার
চেষ্টা করা যায় না? কালী দুর্গা প্রভৃতি নাম ব্যবহার না
করিয়া কি ভক্তি ও নিষ্ঠার ঐকান্তিকতা লাভ করা যায় না?
আপনাকে রাধা ও ঈশ্বরকে কৃষ্ণ নাম না দিয়া কি প্রেমের
নিগূঢ়তা অন্বেষণ করা যায় না? যদি তাহা না হয় তবে
মত অনর্থের মূল কারণ আচরণে প্রবৃত্ত হইবার কারণ কি?

নববিধানী ও ব্রাহ্ম।

বর্তমান বর্ষের প্রারম্ভ অবধি শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র
সেনের সম্প্রদায় নববিধান নামে একটি শব্দ স্থাপিত করিয়াছেন।
তাঁহারা বাহা কিছু বলিতেছেন বা করিতেছেন, সে সমুদায় এই
নববিধানের নামে করা হইতেছে। এ নববিধান বস্তুটা কি?
ব্রাহ্মমতায় মধ্যে হইতে কি নূতন ভাবের আবির্ভাব হইল?
কোন নূতন সত্য প্রকাশিত হইল? কোন নূতন পন্থা আবিষ্কৃত
হইল? এরূপ কি নূতন বস্তু পাওয়া যেন, যে জন্য এই বর্ষকে
নববিধানের প্রারম্ভ বলিয়া গণনা করা হইতেছে? এক-
কণ চিন্তা সাধন-সারায়ণ ও সরল ব্রহ্মমতেরই মনে উদ্ভিত
হইয়া থাকিবে। আমাদেরও মনে প্রথমে এই চিন্তার উদয়
হইয়াছিল। আমরা নববিধানের সংকল্পিত, নববিধান মণ্ডিত,
নববিধানের উপদেশাদি মনোমোহন সহকারে পাঠ করিয়া
দেখিলাম, তাহার মধ্যে কোন প্রকার নূতন ভাব, অর্থাৎ
এই বর্ষের পূর্বে শুনি নাই, এমন কোন ভাব দেখিতে পাউ-
লাম না। নববিধানের শিষ্যগণ হয়ত বলিবেন, বর্তমান
বর্ষের পূর্বে যে কাল অতীত হইয়াছে তাহা বিধানের গভী-
রতার ন্যায় ছিল; অতঃপর সে সময়েও এই নবজাত শিশুর
ভাবাঙ্গের লক্ষণ সকল পরিদৃশ্যমান ছিল, এক্ষণে সেই অব-
সব সকল পূর্ণ হইয়াছে। তবে দেখা যাইক কোন ভাব
বিশেষ পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে। বর্তমান বর্ষের নববিধানের
কান্যগালীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দুইটি নূতন বিষয়
দৃষ্টিগোচর হয় (১ম) জগতের মহাপুরুষদিগের নিকট তীর্থ-
যাত্রা (২য়) পরমেশ্বরকে মাতৃভাবে এবং কালী দুর্গা প্রভৃতি
ভাবে দর্শন করা। এই উভয়েরই মূলে বোধ হয় একই
উদ্দেশ্য নিহিত আছে। সে উদ্দেশ্যটি এই, যুগে যুগে এক
এক জন মহাপুরুষ এবং এক এক সম্প্রদায় জন্মগ্রহণ করিয়া
জগতকে যে সকল বিশেষ ভাব দিয়া গিয়াছেন, সে সমুদায়
ব্রাহ্মধর্মরূপ বিধানের অন্তর্গত করিতে হইবে। কেশব বাবু
বোধ হয় এইরূপ ইচ্ছা দ্বারা চালিত হইয়া থাকিবেন। এ
ইচ্ছাটি যে অতি মহৎ তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। ব্রাহ্ম
যদি অসংকোচে সকলের উৎকৃষ্ট বস্তুগুলি সংগ্রহ করিতে
না পারেন, তিনি যদি স্বদেশ বিদেশ গণনা না করিয়া সকল
দেশের সাধু ও সাধ্বী নরনারীর চরণে ভক্তিভাবে শিষ্যের
ন্যায় বসিতে না পারেন, তিনি যদি উদারতার সহিত সকল
সম্প্রদায়কে আলিঙ্গন করিতে না পারেন, আহার সহিত

সকল শাস্ত্র পাঠ করিতে ন পারেন, তাহা হইলে তিনি ব্রাহ্ম নামের উপযুক্ত হইতে পারিবেন না। ইহা আমরা বিলক্ষণ জানি। সুতরাং কোন দেশের কোন ঈশ্বর পরায়ণ মহাত্ম্য প্রতি যদি আশ্রয় প্রদর্শন করা হয় তাহাতে আমরা আপত্তি করি না। ইহাও স্বীকার করি, যে জগতের ধার্মিকদিগের এক এক জনের চরিত্রে যে যে বিশেষ সঙ্গুণ আছে, যে কিছু বিশেষ সত্য শিক্ষা দিবার আছে, তাহা যত্নপূর্বক উপার্জন করিবার চেষ্টা করা কর্তব্য। কিন্তু এইরূপ শিক্ষা করিতে হইলে কিরূপ সাধনের প্রয়োজন? এক চৈতন্যের ন্যায় ব্যাকুলতা, বা পলের ন্যায় নির্ভর, বা পার্কারের ন্যায় অটল উৎসাহ শিক্ষা করিতে হইলে অশ্রুতঃ পাঁচ ছয় বৎসর তাহাদেরই গ্রন্থ পাঠ, তাহাদেরই চরিত্র ধ্যান, ও সেই সকল সঙ্গুণ প্রাপ্তির জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে হয়। আমরা ২০ বৎসর ঈশ্বর বিশ্বাস ও চৈতন্যের ভক্তির কথা শুনিয়া আসিতেছি, আমাদের করজ্ঞান সেই পরিমাণে বিশ্বাসী বা ভক্ত হইয়াছেন? এরূপ স্থলে যদি এ সম্বন্ধে ঈশ্বা, পর সম্বন্ধে মহামুদ, তৎপর চৈতন্য, এইরূপে এক এক দিন এক এক সাধুর নিকট তথ্যব্রত করা হয়, তাহা হইলে বাসকের ক্রীড়া বলিয়া হাস্য সম্বরণ করিতে পারা যায় না। সাহিত্য-দর্পণ নামক সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রকার হামারপের নিম্নলিখিত উদাহরণটি দিয়াছেন:—

গুরোর্গিরিঃ পঞ্চ দিনান্যনীতা,

বেদান্ত শাস্ত্রাণি দিনত্রয়ক।

অমী সনাত্তারচ তর্কবাণ্

সমাগতাঃ কুকুট মিশ্র পাদাঃ ॥

কুকুট মিশ্র মহাশয় আসিতেছেন, ইহাঁব বিদ্যার কথা শুনি, ইনি পাঁচ দিবস গুরুদ্বন্দ্ব পাঠ করিয়াছেন, তিনদিন বেদান্ত শাস্ত্র অব্যয়ন করিয়াছেন, এবং তৎপারের আশ্রয় মাত্র হইয়াছেন।

সেইরূপ তাহারা তিনদিন ঈশ্বা, দুই দিন মহামুদ, একদিন চৈতন্যের সহবাস করিয়া স্থায়ী উপকারের আশা করেন তাহাদিগকে কুকুট মিশ্রের সহিত তুলনা করা যায়।

ঈশ্বরের মাতৃভাব ও নূতন কথা নহে। পূর্বে ব্রাহ্ম-সমাজে এরূপ নাম স্থান না উঠুক পরমেশ্বরকে জননীরূপে সম্বোধন করিয়া প্রার্থনা বা সঙ্গীত অনেক হইয়াছে। “জননী সমান করেন পালন,” “জগত জননী জননীর জননী তুমি গো মাতঃ” “জননীর কোলে বসে কেনরে অবোধ মন।” “মা বার আনন্দময়ী” ইত্যাদি বহুসংখ্যক সংগীতে মাতৃভাব বার বার প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা অনেকবার তাহাকে বিশ্বমাতা বলিয়া বন্দনা করিয়াছি এবং এখনও করিয়া থাকি। বাস্তবিক জননীর স্তনে দুগ্ধ এবং জননীর অন্তরে নিঃসর্গ বাৎসল্য যিনি দিয়াছেন সেই নিঃসর্গ করুণার আদারকে যদি মাতা বলিব না তাহাকে বলিব। সুতরাং এবিষয়ে নব বিধানের শিষ্যগণ কি নূতন আদিকার করিয়াছেন জানি না। শক্তি, কালী প্রভৃতি শব্দে যে কেহ কেহ তাহাকে সম্বোধন করিতেছেন, তাহাতে আমরা বিন্দুমাত্র ইষ্ট লাভ দেখি না বরং

সমূহ অনিষ্টের আশঙ্কা দেখি। উক্ত শব্দ সকলের এরূপ ব্যাখ্যা করিয়া লাভ কি? এমন কোন সম্প্রদায়ের কোনও প্রথা বা কোনও উক্তি নাই যাহার পাঁচ সাত প্রকার অর্থ আমরা ঘটাইতে পারি না। আমি মনের মত একটা অর্থ ঘটাইলাম বলিয়াই যে সেই অর্থে সেই প্রথার প্রতি হইয়াছিল, এবং সেই অর্থটি গ্রহণ করিলেই যে তাহাদের অন্তর্গত মর্ম গ্রহণ করা হইল তাহা কে বলিল? সুতরাং যাহারা আপনাদের মনের মত অর্থ ঘটাইয়া মনে করেন যে তাহাদের অন্তর্গত মর্ম ভাব সকল জ্ঞানসাৎ করা হইতেছে তাহারা যে কিরূপ ভ্রান্ত সকলে বুঝিতে পারিবেন।

১. নববিধান ত বাপারটা এই, এক্ষণে সরল পাঠক ভরত জিজ্ঞাসা করিবেন, তবে নব বিধান বলিয়া একটা ধরা কোণা হইল কেন? আমাদের অনুমানে বোধ হয়, যে কোন কারণে হউক আমাদের অপর পক্ষীয় বন্ধুগণ একটা নূতন কাণ্ড ও নূতন নাম করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছেন। কিছুদিন পূর্বে তাহারা ব্রাহ্মনাম পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মশব্দী নাম গ্রহণ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাহারা যদি একটা নূতন নাম গ্রহণ করিতে বাস্তবিক ইচ্ছুক হইয়া থাকেন, তাহা হইলে এরূপ নাম না লইয়া “নববিধানী” নাম লইলে ভাল হয়। ইহাতে অনেক প্রকার কষ্ট কম আছে। পথ মতঃ তাহা হইলে আমাদের সহিত বিবাদের কারণ সৃষ্টি হয়; কাব্য তাহারা যতদিন ব্রাহ্মনামে আপনাদের পরিচয় দিবেন ততদিন ব্রাহ্মনামে তাহারা যাহা কিছু করিবেন আমাদিগকে বাধ্য হইয়া যে সকল বিষয়ের দোষগুণ বিচার করিতে হইবে। কিন্তু যদি তাহারা ব্রাহ্মনাম পরিত্যাগ করেন তাহা হইলে আমাদের আর বিবাদ করিতে হইবে না। যদি বলেন কোমরা ব্রাহ্ম নাম পরিত্যাগ কর না কেন? তত্বের আমরা বলি এ নামটি আমাদের নিকট অতি প্রিয়; এবং তাহা হইলে আমাদের শিক্ষা অপরাধে এবং রাজ্য রান্নাভোজন রায় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর পণ্ডিতের প্রতি অকৃতজ্ঞতা অপরাধে অপরাধী হইতে হইবে। আমরা তাহা পারি না। তাহারা নাকি ইতিপূর্বেই ব্রাহ্মনাম পরিত্যাগের বাসনা জানাইয়াছেন সুতরাং তাহাদিগেরই একাগ্র শোভা পায়।

দ্বিতীয়তঃ ব্রাহ্মনাম পরিত্যাগ করিলে তাহারাও অনেক ঘৃণা ও বিবাদের হস্ত হইতে বাচিয়া যান। যতদিন তাহারা ব্রাহ্ম নাম রাখিবেন ততদিন তাহাদিগকে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের “পিশাচ” “পিশাচী”দিগের (আমরা “ব্রহ্মতত্ত্বের” ভাষা উদ্ধৃত করিতেছি) সহিত এক দলস্থ বলিয়া জগতের নিকট পরিচিত হইতে হইবে। আমরা, অসচ্চরিত্র, বাস্তিচারী ঈশ্বরবিরোধী, অদ্বৈতবাদী, অধার্মিক (বৈবাসরীয় মিরার আমাদের যে সূচ্যাক্তি করিয়াছেন তাহারই পুনর্কৃত করিতেছি) সুতরাং আমাদের সহিত এক দলস্থ হওয়া তাহাদের ন্যায় উদার, জিতেন্দ্রিয়, বিনীত, ভক্ত ও দানক লোকের কর্তব্য নয়। এ চিন্তা নিশ্চয় তাহাদের অন্তরে বরো মধ্যে উঠিয়া থাকিবে। সুতরাং ব্রাহ্ম নামটি পরিত্যাগ করিলে তাহাদিগকেও আর আমাদের প্রতি কটুক্তি করিতে হইবে না।

তৃতীয়তঃ তাঁহারা যদি নববিধানী নাম গ্রহণ করেন তাহা হইলে তাঁহাদের প্রিয় নব বিধানের নাম চিরস্মরণীয় হইবে, নতুবা ব্রাহ্মনাম থাকিলে এ বিধানের নাম কালে ব্রাহ্ম সমাজরূপ সাগরের তরঙ্গে বিলীন হইবে।

চতুর্থতঃ নববিধানী নাম গ্রহণ করিলে তাঁহাদের প্রিয় বিধানটী সর্বদা শিষ্যগণের চক্ষের সমক্ষে থাকিবে। ইহার উন্নতি ও কল্যাণের জন্য তাঁহারা সকলেই সচেষ্ট হইবেন।

পঞ্চমতঃ নববিধানী নাম গ্রহণ করিলে শ্রীযুক্ত বাবু কেশব চন্দ্র সেনের কীর্তি অক্ষয় থাকিবে। যতদিন তাঁহার দলন্ত লোকেরা ব্রাহ্মনাম রক্ষা করিবেন, ততদিন ইতিপূর্বে তিনি ব্রাহ্মসমাজের অপর পাঁচজন নেতার মধ্যে স্থান প্রাপ্ত হইবেন। রামমোহন রায়, কিষ্কি দেবেজনাথ ঠাকুর মহাশয়ের ন্যায় তিনিও একজন বলিয়া গণ্য হইবেন। ইহা ত মহাপুরুষের যোগ্য নয়। জগতের মহাপুরুষগণ সকলেই এক এক নতুন পন্থা আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন। খ্রীষ্ট কি পাঁচজন নেতার মধ্যে একজন ছিলেন। মহম্মদ কি দশজন নেতার মধ্যে একজন ছিলেন? চৈতন্য বা নানক কি পর প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন? পূর্বের পথে থাকিলে মহাপুরুষের মহত্ত্বের ছানি হয়। যিনি পূর্বের পথে থাকেন তিনি মহাপুরুষ নন। এমন কি রামানুজ, পরভাচার্য্য, কবীর, ওয়েসলি কর্তৃক দক্ষিণ প্রভৃতি ছোট ছোট মহাপুরুষগণও নতুন নতুন পন্থার আবিষ্কার ও নতুন নতুন নামের সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। শিষ্যগণ যদি কেশব বাবুর নাম অক্ষয় ও চিরস্থায়ী করিতে চান, তাহা হইলে নব বিধানী নাম গ্রহণ করা সর্বোৎকৃষ্ট ব্যবস্থা। তাহা হইলে ইতিপূর্বে লিখিত হইবে যে বঙ্গদেশে উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এক অপ্রতিম তেজস্বী পুরুষ আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তিনি প্রথমে নিজ অলৌকিক ধর্মোৎসাহের সচিৎ ক্রিয়াকলাপ ব্রাহ্ম সমাজের সোবা করেন তৎপরে নিজে নব বিধান নামে এক সম্প্রদায় সৃষ্টি করিয়া যান। আমরা সর্কান্তঃকরণের সহিত বলিতেছি তাঁহার এরূপ কীর্তি থাকে তাহাতে কাহারও আপত্তি নাই। আমরাও তাহা হইলে নতুন নামানুসারে তাঁহাদিগকে নির্দেশ করিতে আরম্ভ করিব। অর্থাৎ তাঁহাদের সম্প্রদায়কে নববিধানী সম্প্রদায়, তাঁহাদের সমাজকে নববিধানী সমাজ, তাঁহাদের প্রচারকদিগকে নববিধানী প্রচারক, তাঁহাদের সভ্যদিগকে নববিধানী শিষ্য বলিয়া বর্ণন করিব। তাঁহাদের প্রতি সমুচিত শ্রদ্ধা ও সম্ভাব প্রদর্শন করিতে ক্রটি করিব না; তাঁহারা যাহা কিছু করিবেন অপরাপর সম্প্রদায়ের কার্য্যের ন্যায় মাদরে সমালোচনা করিব। নব বিধানের শিষ্যগণ স্থির চিত্তে আমাদের প্রস্তাবটী বিচার করুন এইমাত্র আমাদের অনুরোধ।

জীবন্ত ধর্ম। †

সচরাচর জ্ঞান উপার্জনের দুইটী উপায় দৃষ্ট হয়। একটী, শাখা প্রশাখা অবলম্বন করিয়া মূল্যের জ্ঞান সংলাভ ও অপরটী মূল অবলম্বন করিয়া শাখা প্রশাখার পরিচয় প্রাপ্তি।

একটী অনধিবাসিত নতুন দ্বীপে উপস্থিত হইয়া, অধিবাসিত প্রদেশের দান্য কি গোদুম ক্ষেত্রের ন্যায় এক খানি পরিপক্ব দান্য বা গোদুম ক্ষেত্র দর্শনে তথায় মানবান্ধিত্ব নির্ণয় করা, প্রথমোক্ত উপায় সংশ্লিষ্ট। কিন্তু প্রথমে মনুষ্যের সাক্ষাৎ লাভের পরে ঐ ক্ষেত্রে মনুষ্যের হস্ত কর্তৃত্ব বলিয়া অবধারণ, শেষোক্ত উপায়ের ফল। এখানে একটী ন্যূন সংশয় ভালে সমাচ্ছন্ন ও অপরটী পূর্ণ পরিপক্ব পন্থা। এতলে প্রথম সিদ্ধান্তটী অজান্তে বলিয়া নিশ্চয় গ্রহণ যোগ্য নয়, কিন্তু শেষটী অজান্ত। এইরূপ স্থানে শেষ উপায় নিঃসৃত মনুষ্যের অস্তিত্ব ও কার্য্যের বিশ্বাসকে নিশ্চিত ও জীবন্ত বিশ্বাস বলা যাইতে পারে। কিন্তু প্রথমোক্ত উপায় নিঃসৃত ই বিশ্বাসকে এতলে সন্দিগ্ধ বা মূঢ় বিশ্বাস বলা যায়।

জীবন্ত ধর্মের অর্থ জীবন্ত ঈশ্বরে জীবন্ত বিশ্বাস। কদাচিৎ অতি গুরুতর, কিন্তু গুরুতর হইলেও ক্ষুধার অন্ন এবং পিপাসার জল বন্ধন, এতদ্বিন্ন অন্যত্র পাইবার উপায় নাই, তখন উহা কদাচ পরিত্যজ্য নয়। মানবাত্মার অনন্ত জীবন পথের একমাত্র পথে যে বিস্তৃত পন্থা, কঠিন বা গুরুতর বলিয়া তাহার অজ্ঞানরূপে নিরস্ত থাকা অপেক্ষা মূঢ়তা কি হইতে পারে?

পৃথিবীতে সাধারণতঃ, যে ধর্ম পরিব্যাপ্ত হইয়া তাবৎমানব কাল চসিয়া আসিতেছে, তাহাকে জীবন্ত ধর্ম বলা যাইতে পারে না। বলিতে কি এখনও ঈশ্বার আশোকময় দ্বার উন্মুক্ত ও উন্মুক্ত হয় নাই। আবহমান কাল প্রচলিত ধর্মকে সাধারণতঃ দুইটী শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। পৌরহিত ধর্ম ও দার্শনিক ধর্ম। প্রথমটীর ভিত্তি ধর্ম গ্রন্থ ও পুরহিতবর্গের উপদেশ। ধর্মগ্রন্থ উপলক্ষ মাত্র, তদ্ব্যাপ্যতা পুরহিতদিগের উপদেশই চরম। এই জন্যই ইহাকে পৌরহিত ধর্ম বলা যাইতে পারে। দ্বিতীয়টীর ভিত্তি মূর্ত বিশ্বাস। অর্থাৎ জগৎ কাম্যবৈচিত্র্য পদ্যবেক্ষণ ও সমালোচনরূপ শাখা প্রশাখাদি অবলম্বন করিয়া, তদীয় স্রষ্টার অস্তিত্বের বিশ্বাসের উপর এই ধর্মের মূল পরিবদ্ধ। এই ধর্ম যতই মনুষ্যের জ্ঞান ও বুদ্ধির পরিচয় দিউক না কেন, যতই প্রধান হইত প্রধানতম মনুষ্য ইহার সেবক হইউন না কেন, যতই বহু বিস্তৃত স্থানে ঈশ্বার ব্যাপ্তি হউক না কেন, মনুষ্যেরা ইহাকে যতই আদর করুক না কেন, ঈশ্বার মূল গুণই যুক্তি এবং তর্ক থাকুক না কেন, যে ধর্মের জাভান মায়ে মাহুয় সমস্ত তর্ক যুক্তি এবং উপায় ভুলিয়া গিয়া কেবল সর্বত্র জল্পিত জীবন্ত বিশ্বাসের কথা প্রচার করে; নিশ্চিত ফল লাভের আশা নিজ জ্যোতিঃ বিকীর্ণ করে, যে ধর্মগ্রাহীর মুখমণ্ডলে জ্ঞানস্বরূপ পবিত্র পুণ্যময়ের স্তবিসল পুণ্য জ্যোতিঃ সতত দৌকীয়মান থাকে, যে ধর্ম প্রকৃত মুক্তির শ্রেষ্ঠ দ্বার, ইহাকে কখনই সেই ধর্মের সমুচ্চ নামে অভিহিত করা যাইতে পারে না। সেই ধর্মের স্থান কেবল জীবন্ত ধর্ম দ্বারাই প্রকৃতপক্ষে সমধিকৃত রহিয়াছে। জীবন্ত ধর্মের মূল জীবন্ত বিশ্বাস। অগ্নির দাহন ক্রিয়া বর্ণনে তাহাতে তাপের অস্তিত্ব সন্দ্বন্ধীয় বিশ্বাসও সেই বিশ্বাস নয়? কিন্তু অগ্নির সাক্ষাৎ সংস্পর্শ

দ্বারা তাহার বিষয়ে যে বিশ্বাস জন্মে তাহাই প্রকৃত জীবন্ত বিশ্বাস। এখানে যুক্তি, তর্ক, ভ্রম, প্রমাদ, সন্দেহ, উপায়, অমুপায়, কিছুই অধিকার নাই। এখানে একের মর্দাব-ধারণে বিশ্বের সমস্ত গুণ মর্ম নন্দনপনে প্রতিভাত হইতে থাকে। সুতরাং তত্ত্ব অল্পদশী ব্যক্তিও এ রাজ্যে নিবাসী হইলে, সংসারের ভ্রমোদশী পতিত মণ্ডলীর উপদেষ্টা বলিয়া গণ্য হইন।

যাহারা অনির্দিষ্ট বিষয়ের অল্পসন্ধানোপযোগী শেষবৎ সাধন অবলম্বন করিয়া অনন্ত অপার অনদিগমোদে অল্পসন্ধান প্রবৃত্ত হয়, তাহারাই প্রবলিত হয়। কিন্তু যাহারা পূর্ববৎ সাধন দ্বারা স্বীয় অন্তরে প্রকৃতির সঙ্গে সেই বিশ্বমূল্যের সর্ব কারণ পরম দেবতার সাক্ষাৎ লাভ করেন, তাহারাই ধন্য।

নিষ্কলিষ বিশ্বাসীর ঈশ্বর কাহাবৈচিত্র্য দ্বারা উপলব্ধি অগ্নি সংলগ্ন হওয়ারিতে কাণ্ড নন্দ হইল, অতঃপর অগ্নি মধ্যে লাপ বিলম্বমান আছে। তাহাদের ঈশ্বরও বটে তাগবৎ উপলব্ধ। ইহাদের ঈশ্বর সমুদ্রে, চতুর্দিকে কিঞ্চিৎ ইহার ঈশ্বর দ্বারা অণুমানিত নহে, ইহাদের প্রাণ ঈশ্বরকে আশী-দন ও স্পর্শ করিতেছে না, অথবা আপনাকে তাঁহা দ্বারা প্রাণ বিশিষ্ট বা জীবিত মনে করে না। কেন না, ঈশ্বর যে ভদ্রা-ভদ্র, ক্ষুদ্র বৃহৎ বাল বৃক অতোদে মানব অন্তরে সর্বদা প্রকা-শিত আছে, তাহার তত্ত্ব তাহার। হিন্দী পিয়া, প্রথমে তাহা দ্বারা লব্ধজ্ঞান বা চক্ষুমান না হইয়া, দ্রুত মুক্তির ন্যায় আপ-নাদের ভক্তি পরিণিত বল দ্বারা মহা সমুদ্র সিংহন করিয়া রক্ত লভে পর্যাগী হয়। সুতরাং তাহাদের ঈশ্বর অদৃষ্টকন্-নার বিষয় মাত্র। নাস্তিক বর্ণন দ্বিতীয় যুক্তি তর্ক দ্বারা বলে ঈশ্বর নাই, তখন তাহারা কল্পিত ও অস্বীয় হয় এবং সন্দে-হের দোষাধি দোষপ্রামাণ্য হইতে থাকে। কিন্তু সাহস করিয়া বলিতে পারে না, মত! কি বলিগু! এই যে ঈশ্বর! এই যে তোর এবং আমার প্রাণে সমভাবে প্রজ্জ্বলিত, অগ্নিতে ভূবিয়া আচ্ছিন্ন শরীর দগ্ধ হইতেছে, তথাপি বলিস্ উত্তাপ নাই! মতর্কহ। সাবধান হ। এই বিশ্বাস এবং সাহ-সের কথা তাহারা বলিতে পারে না। বলিতে গেলেও বিবেক করোদধ করে। কেননা তাহাদের পক্ষে এ বাক্য মিথ্যা। বলপূর্বক বলিলেও সে বাক্য অন্তর্দাক্যের প্রতি-ধ্বনি হয় বলিয়া অনার হৃদ আলিত অগ্নি ক্ষুণ্ণিদের নাস্তি বহি-র্গমন মুহূর্ত্তেই নির্দোষিত এবং তেজ ও জ্যোতিঃ শূন্য হইয়া অসারতা প্রচার করে। তাহারাই এই সকল জীবন্ত বিশ্বাসের অভাবে দর্শনের স্রব্দ সকল অল্পসন্ধান করে এবং বিপক্ষকে তদন্তমোদিত মৃত বাক্যাবলী দ্বারা পরাজিত করিতে গিয়, সর্বদাই অকৃতকার্য হয়। মৃতের দেহে প্রাণ দিতে পারে না। মৃতপ্রায় নাস্তিক তাহাদের নিকট হইতে প্রাণ পাইয়া বরে যাইতে পারে না বরং সন্দেহ ও নাস্তিকতার তরঙ্গ বদ্ধিত করিয়া বিষয় ও নিরাশভাবে ফিরিয়া যায়। কিন্তু জীবন্ত ধর্মের অনল তাহাদের মনে প্রজ্জ্বলিত, তাহারাই এই রূপ নন। এই বিশাল জগৎ চিহ্ন অনন্ত আকাশে পট

হইতে প্রফালিত করিয়া ফেলিলেও তাহাদের বিশ্বাস হীনভেদ হয় না। বরং নির্দোষ অক্ষকার গর্ভে যেমন অগ্নি নিষ্কম্প ও নিধুম হইয়া আরও উজ্জ্বলতম হয় ইহাতে তাহাদের বিশ্বাসও তদ্রূপ হয়। ইহারা নাস্তিক ও পামরদিগকে দমন করিতে দর্শন শাণের পাত্রোদঘাটন করেন না, কিন্তু ইহাদের মরণ জীবন্ত বিশ্বাস পূর্ববাক্য সহস্র বজ্র রবে তাহাদের কর্ণকণ্ডরকে পরিপূর্ণ করে। সেই রবে মরুভূমিতে নদী প্রবাহিত হয়, অনন্ত যুগের মৃত ও প্রাণ পাইয়া জীবিত হয়। অদরের চির বক দ্বার সকল পুলায় যায়, অন্তর চক্ষু বিকসিত হয়। সুতরাং ইহারাই কৃতকার্যতা লাভ করেন। ইহাওই ধন্য। ইহাওই প্রকৃত ধার্মিক ও ভক্ত। ইহারা শাখা চর নহেন কিন্তু মূল প্রাপ্তি, প্রকৃত মমতা এবং জ্ঞানী। ইহারা আপ-নাদের গভীর অভ্যন্তরে তত্ত্ব বৈশিষ্ট্য কাল হইতেই যে জগৎ ভেদী শাসন, মঙ্গল ও মহাপ্রদেশ পূর্ব গভীর সব প্রতিনিয়ত অনিতে পান কিম্বা সর্পি রক্ষণী, সর্পি উচ্চ স্থানচার ও জ্যোতি-শরী বৃহতী শক্তি দেখিতে পান, তাহারই প্রতি তাহারা ঈশ্বর কর্ণে স্থির দৃষ্টিতে দৃঢ়রূপে অন্তর্ভুক্ত করেন এবং অপেক্ষা করিয়া থাকেন। কালে ফলান ও বয়োবৃদ্ধি সহকারে এত যুগান্তর ঘটিয়া উঠে। তখন তাহারা দেখেন আপনাদের দেরা, প্রেম, নাগ ও পবিত্রতা পদতীর উৎস সেই শৈশবধারি-চিত্র একমাত্র নবনী শক্তি। সেই একমাত্র বসন্ত জীবন্ত উপদেশকপে তাগদিগকে এই সবল শিক্ষা প্রদান করিতেছে। আরও দেখিতে পান সেই বন শ্রবণ বা সেই নাস্তিক প্রকৃতির ফলতাই তাগদিগকে সর্বদা নান্দে প্রবলিত করিতেছে। যখন অকুট জ্ঞান জনিত প্রদোষ দ্বারা অস্তিত্ব হইয়া নিম্নল জ্ঞান ও বিশ্বাস তাহাদের পদকে সমুদ্রল করে, তখন সেই নিম্নল জ্যোতিঃ রশ্মির মধ্যে সেই অনন্ত শক্তির আদার, সেই গভীর বক, পতিত নিম্নল মত অকণ পর-মেধরকে তাহার সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিয়া অবাক ও গুপ্তিত হন। এইরূপে তাহারা আত্মভাণ্ডারে স্বকণাশ পরমেশ্বার সহিত পরিচিত ও তাগবৎকৃত অমুপায়িত হইয়া বহির্জগতে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন। তাহাদের পবিত্র দৃষ্টি আশ্রয় পুণ্যময়কে অনন্ত আকাশে ব্যাপ্ত দেখিতে পায়। পরমাণু হইতে গ্রহ তারা সকলেরই প্রাণরূপে দেখিতে পায়। তখন তিনিই তাহাদের পান, আহার ও শ্রবণ মননের একমাত্র বিষয় হন। বিপদে বদ্ধ তিনি, পলোভনে শাস্তা তিনি, পরীক্ষার রক্ষক তিনি, তিনিই জননী এবং জনক রূপে তখন তাহাদের নিকট প্রতিভাত হন। তাহাদের প্রার্থনা বাক্য অগ্নয়ের গভীর ব্যাকুলতারই বহিরাবুতমাত্র হয়। তাহাদের উপাসনা আরাবনাও অনাবিধ। তাহাদের উপাসনা জলন্ত, জীবন্ত এবং গভীর। পরমাত্মার দক্ষিত সাক্ষাৎরূপে ভক্তি ও প্রেম বিমিশ্রিত গভীর আধ্যাত্মিক আলাপই সেই উপাসনা। যখন তাহাদের আত্মার অভ্যন্তরে গভীর নির্জীন দিস্তক স্থানে সেই আলাপ সংরুদ্ধ হয়, তখন জগৎ ও আত্মাশ্রুতি ক্রমে বিলোপ হয়। সেই অবস্থায় সেই অনন্ত অনদিগম্য মহা-পুরুষকে তাহার। অব্যয়ন করিতে থাকেন। সেই গভীর

অধায়নই তাঁহাদের জীবন্ত আরাধনা। সেই আরাধনা করিতে করিতে যখন সেই অনন্ত মহিমারূপে ভাবভরক্কে ভাসমান হন, তখন নিম্পন্দ ও নিশ্চিন্ত হইয়া কেবল সেই অমন্ত সত্যবানের পূর্ণ পবিত্র গভীর অতীতত্ব নিমগ্ন থাকেন, এবং তাঁহাতে প্রোপিও হইয়া যান। ইহাই তাঁহাদের জীবন্ত জলন্ত ধ্যান বা সমাধি। কিন্তু অনন্ত অনবিন্যাস অপার মহিমাসিদ্ধ পরমেশ্বরে যতই নিমগ্ন হন, যতই সমাহিত হন, ততই ক্ষুধা ও পিপাসা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। সেই গভীর ক্ষুধাপিপাসাই তাঁহাদের প্রার্থনা। নচেৎ সাড়ম্বর উপাসনা, জগদ্বর্ণনাময় আরাধনা ও নিফল প্রার্থনা দ্বারা মুহুর্বিমুগ্ধী এবং মৃত ধর্ম দীক্ষিত 'জনগণের নায়' তাঁহারা কখনও শ্রীকৃষ্ণ অস্থি ও স্নেহ প্রচার করেন না। তাঁহাদের চরিত্র সেই পরমায়ার নিম্নলিখিত জ্যোতিঃ দ্বারা গঠিত হয়। তাঁহারা তাঁহারই মধ্য দিয়া তাঁহাতেই অতীতপ্রাপ্ত ও জীবন্ত হইয়া এই জগৎকে দেখিতে থাকেন। তাঁহাদের আদেশে সমস্ত কর্তব্য সাধন করেন। তিনি নিত্যশুদ্ধ ও বহুরূপে তাঁহাদের অন্তরে জীবন্তভাবে বিবাজিত। সুতরাং ইহঁরাই প্রকৃত মানুষ নামে খ্যাত হইতে পাবেন। ইহঁদের অমায়িক, সরল, বিনীত ও নিরপেক্ষ নিঃস্বার্থ মধুর ব্যবহার শ্রুতি মুহূর্ত্তেই স্বর্গের সৌভ ও স্বর্গের আভাস প্রদীপ করিতে থাকে। ধন্য তাঁহারা যাহারা এই জীবন্ত ধর্ম-মন্ত্রে দীক্ষিত। ধন্য সেই জীবন্ত ধর্মকে। ধন্য সেই মহান আনন্দময় জীবন্ত জাগ্রত সর্গজ মহাপুরুষকে। তিনি এই জীবন্ত জাগ্রত ধর্মের সূত্র নয় স্রোতে বিশ্বক্স প্রাবিত করেন। জগৎবাসী স্বর্গবাসী হউক।

ব্রাহ্মসমাজ।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের গত বিশেষ অধিবেশনে বাবু হেরশ-চন্দ্র মৈত্র ও বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় অধ্যক্ষ সভার সভ্য নিযুক্ত হন। কেহ কেহ বলিতেছেন এই নিয়োগ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ২৮ সংখ্যক নিয়মাবলী হইয়া নাই। ২৪ জন ব্রাহ্ম এই বিষয় বিবেচনার জন্য সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের একটি বিশেষ সভা আহ্বান করিবার জন্য সম্পাদকের নিকট আবেদন করিয়াছেন। আগামী ২রা নবেম্বর মঙ্গলবার ৩টার সময় ১০ নম্বর মির্জাপুর স্ট্রীট ভবনে সেই সভার অধিবেশন হইবে।

ডাক্তার প্রসন্নকুমার রায় মহাশয় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের লাইব্রেরিতে ১০০ শত টাকা প্রদান করিয়াছেন। আমরা এই দানের জন্য ডাক্তার রায়কে ধন্যবাদ দি। উপযুক্ত অর্থভাবে লাইব্রেরী আশাশুভরূপ গঠিত হইতেছে না। ব্রাহ্মগণ লাইব্রেরির প্রতি দৃষ্টি রাখিলে ইহার অভাব অনেক পরিমাণে হ্রাস হইতে পারে।

রংপুরের অন্তর্গত কুড়িগ্রাম হইতে বাবু রজনীকান্ত মৈত্র লিখিয়াছেন, আচাৰ্য বাবু হরনাথ দাস এবং সম্পাদক বাবু জানকীনাথ দত্তের অতীতস্থিতিতে ডাক ওয়ারশিয়ার বাবু হরিপ্রসাদ দাস আর দুইটা ভ্রাতার সহিত ব্রাহ্মসমাজ

গৃহে পারদীয় উৎসব সম্পন্ন করিয়াছেন। এই উপলক্ষে সমাজগুণী হুসজ্জিত করা হইয়াছিল এবং সন্ধ্যার সময় সন্ধ্যা ও উপাসনা হইয়াছিল।

কুমারখালি ব্রাহ্মসমাজের সাপ্তাহিক উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত উৎসব উপলক্ষে নিমন্ত্রিত হইয়া গমন করিয়াছিলেন। উৎসবের কার্যবিবরণ নিম্নে দেওয়া গেল,—

‘গত শুক্রবার রাত্রে সমাজগৃহে উপোষন’ বহুপ উপাসনা হয়। শনিবার সাপ্তাহিক উৎসব হয়। প্রাতে যে উপাসনা হয়, তাহাতে ‘সকল প্রকার উৎসব অপেক্ষা ব্রহ্মসংসারের শ্রেষ্ঠতা’ বিষয়ে উপদেশ হয়। তৎপরে উৎসবের সহিত নগর সন্ধ্যা হয়। অপরাহ্নে প্রায় ৩০০ দর্শকে বঙ্গ ও পদ্মা বিতরণ করা হয়। রাত্রে উপাসনায় ‘সংসারে এমন কি আছে, যাহা ঈশ্বর প্রেম হইতে আনন্দিগকে বিচ্যুত করিতে পারে?’ এই বিষয়ে উপদেশ হয়। রবিবার প্রাতে উপাসনা এবং পাপ ও তাহার দণ্ড এই বিষয়ে উপদেশ হয়। রবিবার রাত্রে স্থানীয় ব্রাহ্মেরা উপাসনা কার্য নির্বাহ করেন।

বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত কুমারখালী হইতে হিমলাবটে গমন করিয়া তথায় প্রক্বেয় জীবাণু চান্দমোহন মৈত্র মহাশয়ের বাটীতে উপাসনাদি করিয়া দুইদিন অতিবাহিত করেন। এখন তিনি সৈয়দপুর গিয়াছেন তথা হইতে শিলিগুড়ি গমন করিবেন।

কলিকাতা নগরে ব্রাহ্ম বালক বালিকাদিগের অবস্থান ও শিক্ষার জন্য একটি বাসস্থানের অভাব বহুদিন হইতে উপলব্ধি হইতেছে। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য নির্বাহক সভা এই অভাব দূর করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। ৬ বৎসর হইতে ১২ বৎসরের বালক ও ১৩ বৎসরের বালিকা এই স্থানে অবস্থান করিতে পারিবে। আগাতঃ ২০ টি বালক বালিকা হইলেই বোর্ডিং খুলি গোলা হইবে। প্রত্যেকের জন্য বিছানা কাপড় ও পুস্তক প্রভৃতি ব্যতীত মাসিক খরচ ১০ টাকার অধিক হইবে না। দুইজন ব্রাহ্ম শিক্ষয়িত্রী ও একজন ব্রাহ্ম শিক্ষক ইহাদিগকে শিক্ষা প্রদান করিবেন। এই প্রস্তাবিত বোর্ডিং স্কুলের বিস্তারিত বিবরণ পত্র সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ অফিসে পত্র লিখিলে পাওয়া যাইবে। আশা করি ব্রাহ্মগণ এই সুযোগের ফল গ্রহণ করিতে অবহেলা করিবেন না।

দেশের দুঃখ ও দুর্গতির সীমা নাই। ব্রাহ্মগণ যে দিকেদৃষ্টি না করিলে গুরুতর কর্তব্য লক্ষ্যনের অপরাধী হইবেন। নানা প্রকার সদহুষ্ঠানের জন্য কার্য নিকাংক সভা একটি স্বতন্ত্র সভা সংস্থাপন করিয়াছেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রত্যেক সভাই তাহার সভ্য হইতে পারিবেন। ব্রাহ্ম সমাজের অনেক সভা আছেন যাহারা সংকারণ্য করিতে অত্যন্ত উৎসাহী কিন্তু সুবিধা ও শৃঙ্খলার অভাবে তাহাদিগের সদিচ্ছা হৃদয়েই বিলীন হইয়া যায়। আমরা ওনিয়া সুখী হইলাম যে, সভা নিয়ম করিয়াছেন ইহার প্রত্যেক

সত্যকেই কিছু না কিছু কাজ করিতে হইবে। আশা করি এই সভা সংস্থাপনের সংবাদ শুনিয়া সকলেই সুখী হইবেন। আগামী ৭ই নবেম্বর রাববার ৩ ঘটিকার সময় এই নব প্রতিষ্ঠিত সভাস্থলের প্রথম অধিবেশন হইবে। এই সভার উদ্দেশ্য ও কার্য প্রণালী সেই অধিবেশনে বিবৃত হইবে।

সংবাদসার।

রুসিয়ার নিহিলিষ্টদিগের প্রতি যে ঘোরতর অত্যাচার চলিতেছিল, তাহা অপাততঃ স্থগিত হইয়াছে। কিন্তু সেন্ট পিটার্সবার্গের ছাত্রদিগের মধ্যে আর একটি সাংক্রামিক রোগ দেখা দিয়াছে। তাহাদের মধ্যে অনেকে আত্মহত্যা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। এই আত্মহত্যার সংখ্যা এত অধিক বৃদ্ধি হইয়াছে, যে গবর্ণমেন্টকে সেজন্য বিশেষ উপায় অবলম্বন করিতে হইয়াছে। রুসিয়ার ছাত্রদিগের মধ্যেই অনেকে নাস্তিক নিহিলিষ্ট দলভুক্ত ছিল। ইহারা যে সকল আশা করিয়া বিদ্রোহচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, তাহা ভগ্ন হওয়ার পরে ইহাদের অনেকের হৃদয় বোধ হয় ভাঙিয়া গিয়া থাকিবে এবং ভগ্ন হৃদয়ই অনেকের আত্মহত্যার কারণ হইবে। ইউরোপে বর্ষে বর্ষে প্রায় ৬০০০০ হাজার লোক আত্মহত্যা করে। যে যে দেশে নাস্তিকতা প্রবল সেই সেই দেশে আত্মহত্যা অধিক হইয়া থাকে।

আমেরিকা এক বিচিত্র দেশ। তথায় নিত্য নূতন নূতন বাণিজ্য শুল্কিত পণ্য আসে। কিছুদিন হইল এক ব্যক্তি এই কথা প্রচার করিতে আরম্ভ করিয়াছে, যে আগামী নবেম্বর মাসে সমুদ্রার পৃথিবী আবার ঝলসানো নিমগ্ন হইবে। তাহার এ বিশ্বাস এত প্রবল যে সে ব্যক্তি এতদর্থ নোরার ন্যায় একটি আত্মজ প্রস্তুত করিতেছে, তাহাতে ৫০ জন লোক ৪০ দিন ১০ রাত্রি বাস করিতে পারিবে এরূপ আয়োজন করা হইবে।

ইংলণ্ডের ধর্মসমাজ রাজার অধীন। কিন্তু আমেরিকায় সকল ধর্ম সম্প্রদায়ের সমান অধিকার। ধর্ম বিষয়ে এরূপ স্বাধীনতা ও উদারতার বিরূপ সুরূপ দলিয়া থাকে তাহা যাহারা জানিতে ইচ্ছা করেন তাহারা নিম্নলিখিত বিবরণটি পাঠ করুন। ফিলাডেলফিয়া সহরে ৪৪৭ টি গির্জা নিউ ইয়র্কে ৩২১, ক্রকলেন সহরে ২৩০ টি। তিনটি সহরে এই, সমগ্র দেশে কত। প্রত্যেক সম্প্রদায় অবাধে আপনাপন বিশ্বাসানুসারে কার্য্য করিবার অধিকার পাওয়াতে ধর্মপ্রচারের এত শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। এতগুলি গির্জা নিয়োগ ও তাহার আচার্য্য প্রভৃতির বেতনাদিতে কত ব্যয় হইতেছে তাহাও কল্পনা কর। এই ব্যয় প্রকারা যৎসামান্যকাল বহন করিতেছে। স্বাধীনতা সকল দিকেই মানবের উন্নতির অমুকুল।

বিলাতে একটি সভা আছে, তাহার নাম (Conditional Immortality Association) কন্ডিশনাল ইমর্টালিটি এসোসিয়েশন। মানবের জ্ঞান যে অমর তাহা এই সভার সভ্যগণ স্বীকার করেন না। তাহারা বলেন যে যাহারা যীশুকে

পরিভ্রাতা রূপে অবলম্বন করে তাহারাই অনন্ত জীবন লাভ করে, অনেকে করে না। এই মতাক্রান্ত ব্যক্তিদিগের যে আবার একটি সভা আছে তাহা আমরা জানিতাম না। ইহারা ইতিমধ্যে ৮৩ হাজার পুস্তক পত্রিকাদি প্রচার করিয়াছেন।

প্রেরিত।

ঢাকা—১৪ ই আশ্বিন। ১৮০২ শকঃ।

ব্রাহ্মবন্ধুগণ! আশি আবার আমি আপনাদিগকে আহ্বান করিতেছি, আপনারা আমার বিনীত আহ্বানে উত্তর দান করুন।

ব্রাহ্মসমাজের মঙ্গলসম্বন্ধের জন্য আপনারা দায়ী আমি সমবে সময়ে আপনাদিগকে আহ্বান করিয়া সেই দায়িত্বের কথা কহিয়া থাকি। আপনারা একবার পীর স্বীর দায়িত্বের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন।

সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, অনন্তস্বরূপ, নিরাকার নিরঞ্জন মঙ্গলময় একমাত্র অদ্বিতীয় পরব্রহ্মের পূজা করা এবং সেই ব্রহ্মপূজা প্রচার করা প্রত্যেক ব্রাহ্মের কর্তব্য। পরব্রহ্মকে প্রীতি করা এবং তাহার প্রিয়কাম্য সাধন করাই তাহার উপাসনা অথবা পূজা।

এই ভারতবর্ষে আখ্যা মঃর্ষিগণ বহুকাল পূর্বে ব্রহ্মপূজা প্রচার করিয়াছিলেন। ব্রহ্মপূজা ভিন্ন জীবের পরিভ্রাতা নাই, এই মত সর্বত্র প্রচলিত হইয়াছিল। ভারতের দুর্ভাগ্যক্রমে আত্মস্বাধীনতা তিরোহিত হইল। 'মঃর্ষিদিগের আশ্রম সকলও শূন্য হইয়া গেল। অজ্ঞানান্ধকারে চতুর্দিক আচ্ছন্ন হইল। এই সময়ে জ্ঞানহীন লোকে ব্রহ্মপূজার মর্ম ধারণা করিতে সক্ষম হইল না। 'অমনি ধর্ম্মশাস্ত্রের একস্থানে লিপিত হইল যে, "উপাসকানাং কাৰ্য্যার্থে ব্রহ্মণোরূপকল্পনা"। উপাসকদিগের হিতের নিমিত্ত ব্রহ্মের রূপ কল্পনা করিবে। প্রথম কোন প্রতিমার সৃষ্টি হয় নাই। ব্রহ্মের এক একটি স্বরূপকে এক এক দেবতা কল্পনা করিয়া তাহার ধ্যান ও পূজা চেনা করা হইল। ক্রমে সেই ধ্যান প্রতিমার পারগত হইল। এখন সমস্ত আত্মসম্মান ব্রহ্মপূজা ভাগ করিয়া কেবল প্রতিমা পূজার নিযুক্ত হইয়াছেন। শাস্ত্র সকল পুনঃ পুনঃ বলিতেছেন ব্রহ্মপূজা ভিন্ন মুক্তি হয় না প্রতিমা পূজা অজ্ঞানদের জন্য। লোকে আর শাস্ত্রের শাসন মানিতেছে না। কারণ ব্রহ্মপূজার পরিভ্রম আছে ভগ্নসম্মান আছে। প্রতিমা পূজা প্রতি সহজ। এইরূপে আখ্যাগণের ব্রহ্মপূজাকে দুর্গা কালী লক্ষ্মী সরস্বতী রাধা কৃষ্ণ প্রভৃতি পুত্তলিকাগণ গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে।

আখ্যাগণের মধ্যে ব্রহ্মপূজা প্রচারের আর একটি প্রতিবন্ধক জাতিভেদ। সর্বব্যাপী ব্রহ্মকে পূজা করিলে জাতিভেদ থাকিতে পারে না। সুতরাং জাতিভেদ থাকিলে ব্রহ্মপূজার বিঘ্ন হইবেই হইবে।

পৌত্তলিকতা ও জাতিভেদ মনুষ্য জাতির অধিকার সঙ্গীর্ণ করিয়া ব্রহ্মপূজা নষ্ট করিয়াছে। ব্রাহ্মগণের ঘোর

অজ্ঞাতারের সময় মহাত্মা শাক্যসিংহ ভারতের মানবজাতির সমগ্রাধিকার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া কঠোর হইয়া ছিলেন। কিন্তু ব্রাহ্মণেরা কোণল করিয়া শাক্যসিংহকে একটা অবতার মধ্যে গণ্য করিল। শাক্যসিংহের শিষ্যগণ ক্রমে ব্রাহ্মণদিগের কোণলে মুগ্ধ হইয়া তাহাদের উদ্দেশ্যে বিশ্বাস হইলেন।

বৌদ্ধগণ ব্রহ্মপুত্র প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হন নাই। এছাড়া আশাও তাহাদিগকে নাস্তিক মনে করিলেন। এই সময়ে মহাত্মা শঙ্করাচার্য্য শ্রীযুক্তকবেলো বৌদ্ধ ও জৈনদিগকে পরাস্ত করিলেন। অবশিষ্ট বৌদ্ধ ও জৈনগণ হিন্দুসমাজের অন্তর্ভুক্ত হইয়া গেল। তাহারা হিন্দুসমাজের সহিত মিলিত হইয়া রক্ষা করিল না, তাহারা ভারত হইতে দূরীভূত হইয়া সিংহল চীন প্রভৃতি দেশে গমন করিল।

পঞ্চাব প্রদেশে মহাত্মা নানক, জাতিভেদ প্রথা উঠাইয়া দিয়া ব্রহ্মপুত্র প্রচার করিলেন। বহুদিন পন্থান্ত নানকের ধর্ম্ম বিশুদ্ধ ছিল, কিন্তু যে অবধি তঁহা গোবিন্দ শক্তি উপাসনার জন্য তুর্গা কালী নাম গ্রহণ করিলেন, অমনি শিষ্যদিগের দৃঢ়তা বিলম্ব হইয়া পড়িল। এখন শিষ্যদিগের মধ্যে অধিকাংশই পৌত্তলিক এবং জাতিভেদ স্বীকার করিয়া থাকেন।

মহাত্মা বৈষ্ণব জাতিভেদ উঠাইয়া দিয়া এক হাবিনাম প্রচার করিয়াছিলেন। তাহার ধর্ম্মে পৌত্তলিকতা ছিল এখন। চৈতন্যের শিষ্যগণ এখন জাতিভেদ স্বীকার করিতেছেন।

আরও কয়েকজন ব্রহ্মপুত্র প্রচারিত হইয়াছিল, কিন্তু তাহাও পৌত্তলিকতা ও জাতিভেদের গ্রাসে প্রবেশ করিয়াছে। অবশেষে মহাত্মা বাম মাহন রায় মহাশয় ব্রহ্মপুত্র প্রচার করিয়া পরলোকে গমন করিয়াছেন।

অন্ধ শতাব্দী অতীত হইতে না হইতে ব্রাহ্মসমাজে পৌত্তলিকতা ও জাতিভেদ প্রবেশ করিতেছে। এখন সাধারণ না হইলে ব্রাহ্মধর্ম্মও তাহা পৌত্তলিকতার পরিণত হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

মুসলিম চাকারে কেশব বাবুর শিষ্যগণ তুর্গা কালী প্রভৃতি পৌত্তলিক নামে নগরকোঠন করিয়াছেন। তাহারা বলিয়া থাকেন যে, ভক্তিভাবে তুর্গা কালী বলিলে পরিদ্রাণ হয়। সুতরাং এই সকল নাম ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিলে লোকে ব্রহ্ম পূজা ভুলিয়া পৌত্তলিক হইবে সন্দেহ নাই। তুর্গা কালী বলিলে দশভূজা তুর্গা চতুর্ভূজা কালীই বুঝাইবে। তাহারা উপাসনার সময় ব্রহ্মের বসিবার জন্য এক খানি আসন পাতিয়া রাখেন। (ইহা আমি শুনিয়াছি)। রঙ্গপুর সদ্যঃপুষ্করিণী এক জন কেশব বাবুর শিষ্য, এক জন পণ্ডিত মুসলমান ব্রাহ্মকে নিমন্ত্রণ করিলেন না। কারণ তাহাকে কেশব বাবুর মত নাই। মুসলমানের সহিত আহার ব্যবহার করিলে হিন্দুরা বিরক্ত হয় এবং স্বাভাবিক ভাবে থাকে না।

কেশব বাবু নিজেও তুর্গা কালী লক্ষ্মী সরস্বতীর বাধা করিতেছেন। লক্ষ্মী ধর্ম্মতত্ত্বে অবতারের আবশ্যকতা

স্বীকার করিয়াছেন। কেশব বাবু এবং তাহার শিষ্যগণ ব্রাহ্মধর্ম্মকে পৌত্তলিকতা ও জাতিভেদে পরিণত করিতে চেষ্টা করিতেছেন। যদিও কেশব বাবু নানাপ্রকার বাধা করেন তথাপি পৌত্তলিকতা ও জাতিভেদের সহিত মিলিত হইতে অন্যান্য বারের ন্যায় এবারও ব্রহ্মপুত্র, পৌত্তলিকতা ও জাতিভেদের গ্রাসে নিপতিত হইবার সম্ভাবনা।

কেশব বাবু নতন বিধান বলিয়া যাহা প্রচার করিতেছেন তাহার মধ্যে নতন কিছুই নাই। যাহা, কখনও কোন ধর্ম্মসম্প্রদায়ে প্রচারিত হয় নাই তাহাই নতন। প্রাচীন মহর্ষিগণ এবং পূর্বাবধি ব্রাহ্মসমাজেও জ্ঞান যোগ ভক্তি-যোগ কর্ম্ম যোগ একত্র সাধন করিতেছেন। কেশব বাবু সে গুলিকেই নাড়াচাড়া করিতেছেন, অথচ নতন বিধান বলিয়া ভ্রম হইয়াইতেছেন।

ব্রাহ্মবন্ধুগণ! যাহাতে পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মের মধ্যে পৌত্তলিকতা ও জাতিভেদ প্রবেশ করিতে না পারে, তজ্জন্য আপনারা বিশেষ সতর্ক হউন। এখন নীরব থাকিলে ইচ্ছার পর অনুতাপ করিতে হইবে।

যদি ব্রাহ্মগণ তুর্গা কালী বাধাকৃত্য প্রভৃতি নাম অর্চনা করেন তবে পৌত্তলিকদিগের অপরাধ কি? তাহারাও বলেন যে, তাহারাও ব্রহ্মের পূজা করেন, কেবল প্রতিমাধানি সম্মুখে রাখেন।

মহাত্মা বহুই বড় হউক না কেন, সে কখনই ঈশ্বরের অবতার হইতে পারে না। ঈশ্বর অনন্ত অসীম, মহাত্মা পরিমিত ক্ষুদ্র কীট। বিশেষতঃ সর্বশক্তিমান ঈশ্বর স্বয়ং অক্ষম হইয়া মহাত্মার আশ্রয় ও সাহায্য গ্রহণ করিবেন ইহা অতি অস্বাভাবিক। ঈশ্বরের অবতার স্বীকার করা আর ঈশ্বরকে অস্বীকার করা একই কথা।

সর্বব্যাপী ঈশ্বরকে কোন নির্দিষ্ট আসনে স্থান দিলে তাহার সর্বব্যাপিত্ব অস্বীকার করা হয়।

মুসলমান প্রভৃতি, হিন্দুদিগের অস্পৃশ্য জাতিকে ব্রাহ্ম করা হইবে না, ব্রাহ্ম হইলেও তাহার সঙ্গে আহার করা যাইবে না। একপ নিয়ম করিলে ব্রাহ্মধর্ম্মকে সামাজিক ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করা হয় না। ঈশ্বরের পিতৃভাব ও মহাত্মার ভাতৃত্ব বিনষ্ট হইয়া যায়।

সর্বপ্রকার ক্রুৎকার অসত্য দূর করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম স্বীয় মহিমা বিস্তার করুক। আমরা যেন ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের পথে সহায়তা করিতে পারি। যাহাতে ব্রাহ্মধর্ম্ম ভবিষ্যতে কলঙ্কিত হইতে পারে এমন কোন কথা ব্রাহ্মধর্ম্মে প্রবিষ্ট হইতে দিওনা। যত দিন জীবিত থাকিব ব্রাহ্মধর্ম্মকে বিশুদ্ধ রাখিতে প্রাণপণে যত্ন করিব। "রূপং রূপবিবর্জিতস্য ভবতোষানেন রক্ষণীয়ং। জ্ঞানানির্জনীরতা হবিলত্ত্বো দুরীকৃতা বনয়। বাসিষ্ঠ্যক বিনাশিতং ভগবতোষতীর্থ যাত্রাদিনা। ক্ষতবাং কদম্বাশ্রিতং দ্রুমশাখায়াঃ সোমতরুং মৎ কৃতং ॥" রূপবর্জিত যে ভূমি তোষান দ্বারা দূরীকৃত হইয়াছে, বাসিষ্ঠ্যক বিনাশিতং ভগবতোষতীর্থ যাত্রাদিনা। ক্ষতবাং কদম্বাশ্রিতং দ্রুমশাখায়াঃ সোমতরুং মৎ কৃতং ॥ রূপবর্জিত যে ভূমি তোষান দ্বারা দূরীকৃত হইয়াছে, বাসিষ্ঠ্যক বিনাশিতং ভগবতোষতীর্থ যাত্রাদিনা। ক্ষতবাং কদম্বাশ্রিতং দ্রুমশাখায়াঃ সোমতরুং মৎ কৃতং ॥ রূপবর্জিত যে ভূমি তোষান দ্বারা দূরীকৃত হইয়াছে, বাসিষ্ঠ্যক বিনাশিতং ভগবতোষতীর্থ যাত্রাদিনা। ক্ষতবাং কদম্বাশ্রিতং দ্রুমশাখায়াঃ সোমতরুং মৎ কৃতং ॥

ধন করিয়াছি। হে জগদীশ! আমার অজ্ঞানতাকৃত এই তিন অপরাধ ক্ষমা কর।”

মহর্ষি বেদবাস নিরাকার ব্রহ্মকে সাকাররূপ বর্ণনা করিয়া অল্পতাপ করিয়াছেন। ব্রাহ্মবজ্রগণ! মহর্ষি কৃষ্ণ বৈপারনের ঐ শ্লোকটি পাঠ করিয়া সাবধান হইবেন।

যাঁহারা পৌত্তলিক ধর্ম ত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মসমাজের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের এক মুহূর্ত্তকালও 'উদাসীন' থাকি উচিত নহে। এখন একটি অসত্যকে প্রস্তর নিলে তাহাতেই তাঁহাদিগের ভাবিবংশধরদিগের সর্বনাশ হইবে। অতএব বজ্রগণ সাবধান হউন। ঈশ্বরের নিকট দিনানিশি প্রার্থনা করুন। এতিনি তাহার ব্রাহ্মধর্মকে রক্ষা করুন।

নিবেদক,

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ খোষামী।

তত্ত্ব-কৌমুদীর মূল্যপ্রাপ্তি।

দং সেপ্টেম্বর—১৮৮০।

বাবু শিবচন্দ্র দাস, ভবানীপুর	১।০
„ গোবিন্দচন্দ্র বসু, কলিকাতা	।০
„ প্যারীমোহন দাস, কালীঘাট	১.
„ নকুড়চন্দ্র মুখোপাধ্যায়,	৩.
শ্রীমতী তরঙ্গিনী গুহ, ভবানীপুর	২.
বাবু প্রসন্নকুমার চৌধুরী, কলিকাতা	১।০
„ তারকবজ্র চক্রবর্তী, মানিকগঞ্জ	৩.
„ উপেন্দ্রনাথ পাল, কলিকাতা	।।০
„ হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, জামালপুর	৩.
„ প্রাণনাথ মল্লিক, শান্তিপুর	৫.
„ কালীনাথ রায়, কলিকাতা	২।০
„ রাধাগোবিন্দ সাহা, কুমারখালি	১।।০
„ মধুসূদন রাও, কটক	৩.
„ রাক্ষচন্দ্র চৌধুরী, কলিকাতা	১৫/১০
„ হৃদাদাস আচার্য্যচৌধুরী, জমিদার মুক্তাগাছা	৩.
„ অখোরনাথ মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা	২।০
„ অমৃতনারায়ণ আচার্য্যচৌধুরী মুক্তাগাছা	৩.
„ গুরুদরাল সিংহ, কুমিল্লা	২।।০
শ্রীমতী বসন্তকুমারী সেন, রাজনগর	৩.
খ্রিষ্টিক লাইব্রেরির সম্পাদক, ভবানীপুর	১.

বিজ্ঞাপন।

আগামী ২রা নবেম্বর মঙ্গলবার অপরাহ্ন ৩ ঘটিকার সময় ১৩ নম্বর মির্জাপুর ষ্ট্রীটে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের একটি বিশেষ অধিবেশন হইবে। বাবু দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী এবং অপর ২৩ জন কর্তৃক প্রেরিত নিম্নলিখিত প্রস্তাব বিবেচিত হইবে। বাবু হেরম্বচন্দ্র মৈত্র ও বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়কে

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষ সভার সভ্য পদে নিয়োগ, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ২৮ সংখ্যক নিয়ম বহিষ্ঠূত হইয়াছে। অতএব তাহাদের নিয়োগ রহিত করা হয়।

শ্রীমোহিনীমোহন বসু,

সম্পাদক।

বিশেষ বিজ্ঞাপন।

তত্ত্বকৌমুদীর গ্রাহকদিগের মধ্যে যাঁহাদিগের নিকট দুই বৎসরের মূল্য প্রাপ্ত রহিয়াছে এবং বার বার পত্র লিপিয়া ও বিজ্ঞাপন দিয়াও মূল্য লাগু হওয়া গেল না, আমরা অত্যন্ত দুঃখের সহিত তাঁহাদিগের নিকট পত্রিকা প্রেরণে ক্ষমতা হইতে বাধা হইলাম। তাঁহারা অল্পগ্রহ পূর্বক অত্যন্ত এক বৎসরের মূল্য পাঠাইলে পত্রিকা পুনঃ প্রেরিত হইবে।

রবিবাসরীয়া ছাত্র সমাজে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত উপদেশ সকল গ্রন্থাকারে মুদ্রিত করিয়া বিক্রীত হইতেছে। গ্রহণেচ্ছুক ১৩ নং মূলাপুর ষ্ট্রীট ভবনে আমার নামে মূল্য সহ পত্র লিখিলে, উক্ত গ্রন্থ তাহাদের নিকট প্রেরিত হইবে।

প্রার্থনার আবশ্যকতা ও মুক্তিসূক্ততা	১০
জাতি ভেদ	১০
পরকাল	১০
ভারত ক্ষেত্রে সংস্কার কার্য ও তৎসাধনের উপায়	১০
১৩ নং মূলাপুর ষ্ট্রীট	} শ্রীআদিনাথ চট্টোপাধ্যায়।
৩১ আবেণ।	
	সহঃ সম্পাদক।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের দাতব্য, প্রচার ফণ্ডের দাতব্য, এবং পুস্তকের মূল্য হিসাবে যাঁহাদের নিকট বাতা প্রাপ্ত আছে, অল্পগ্রহপূর্বক এই সময় প্রেরণ করিলে বিশেষ উপকৃত হওয়া যায়। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অনেক ব্যয়ে প্রয়োজন, অর্থাভাবে তাহা সুন্দর ও সুশৃঙ্খলরূপে নিষ্কাহিত হইতে পারে না, ইহা বল্য বাতল্য। অতএব সভা, গ্রাহক ও স্বানায় এজেন্ট মহোদয়গণ এবিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হন, একান্ত প্রার্থনা।

উপরিউক্ত দাতব্য ও মূল্য অন্য নামে পাঠাইলে গোলযোগ হয়, এই জন্য আমার নামেই প্রেরণ করিলে বাধিত হইবে।

১৮৮০। ১৫ ই জুলাই	} শ্রীউমেশচন্দ্র দত্ত
১৩ নং মূলাপুর ষ্ট্রীট কলিকাতা	
	সহকারী সম্পাদক।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজমন্দির নির্মাণ জন্য যাঁহারা চাঁদা স্বাক্ষর করিয়াছেন, তাঁহাদিগের নিকট বিনীত নিবেদন যে, তাঁহারা অবিলম্বে তাঁহাদিগের অঙ্গীকৃত অর্থ প্রেরণ করিয়া বাধিত করেন। শীঘ্র শীঘ্র অর্থ সংগ্রহনা হইলে সম্রাজ-মন্দির নির্মাণ কার্য চলা, স্বকঠিন হইবে।

১৩ নং মির্জাপুর ষ্ট্রীট,	} শ্রীগুরুচরণ মহলানবিশ
কলিকাতা।	
	বিল্ডিং ফণ্ডের সম্পাদক।

তত্ত্ব-কৌমুদী

[পাক্ষিক পত্রিকা]

৩য় ভাগ।
১১ শ সংখ্যা।

১৬ই কার্তিক রবিবার, ১৮০২ শক। ব্রাহ্ম সংবৎ ৫১।

বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২০
মুদ্রাশূল ৫০
প্রতি খণ্ড নগদ ৮০

যাহার অন্তরের বিশ্বাস প্রগাঢ় এবং যাহা কিছু সংস্থার কার্যে করিবার ইচ্ছা প্রবল, সে রূপ ব্যক্তি সম্বন্ধে প্রয়াসী নয়; অথচ জগদীশ্বর সে রূপ লোককে দশকনের নিকট সম্ভাস্ত করিয়া থাকেন। যিনি এক গুণ বলেন কিন্তু দশ গুণ করেন; যাহার প্রবৃত্তির ক্রীষীমাতে প্রদর্শনের ইচ্ছা দেখিতে পাওয়া যায় না; নিজ প্রশংসার কথা হইলে যাহার মন লজ্জাবতী লতার ন্যায় স্বভাবতঃ কুণ্ঠিত হইয়া যায়; এরূপ লোককে আমরা আন্তরিক প্রজ্ঞা না দিয়া থাকিতে পারি না। কিন্তু আমাদের অনেকের প্রকৃতি এরূপ রাজসিক যে আমরা ঈশ্বরের কার্য করিতে গিয়া সুখ্যাতি লাভের জন্য বাগ্র হইয়া পড়ি। বিশেষ সতর্কতা ও বিশেষ প্রার্থনাশীলতা ব্যতীত রাজসিক প্রকৃতি বিশিষ্ট লোকদিগের এরূপ বিপদ হইতে রক্ষা পাওয়া দুসর। বিন্দুমাত্র প্রদর্শনেচ্ছা অথবা প্রতিপত্তি লাভের বাসনা থাকিলে ঈশ কার্য জগদীশ্বরের আশীর্বাদ প্রাপ্ত হয় না। একথা যে কতদূর সত্য তাহা বাক্যে বর্ণনা করা যায় না। নিজ প্রকৃতির ও নিজ কার্যের প্রতি যাহাদের দৃষ্টি আছে, তাহারা ইহা লক্ষ্য করিতে পারেন। আমাদের প্রকৃতি গৌণার্থিকের অল্পবুদ্ধ, এবিধ হইতে উদ্ধার হইবার উপায় কি? জগদীশ্বর কৃপা করিয়া রক্ষা কর, আমাদের সংকল্পের মধ্যে যাহাতে প্রকৃত সাধুতা থাকে, আমাদের দৃষ্টিতে এমন বস্তু প্রদান কর।

নববিধানী ভ্রাতারা কেন আমাদের প্রতি আক্রোশ প্রকাশ করিতেছেন? আমরা বাবু কেশবচন্দ্র সেনের একটি প্রার্থনা স্থানান্তরে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম, দেখিলে পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন বিধান বিরোধীদের প্রতি তাহার আক্রোশ কত! অন্য সময় হইলে আমরা বোধ হয় কর্কশ কথা বলিতাম, কিন্তু জগদীশ্বরের কৃপায় বিরোধের উত্তেজনা অনেক প্রশান্ত হইয়াছে। মনে ভাবিতেছি, আমাদের দ্বারা তাহাদের সন্তানের অনেক ব্যাঘাত হইয়াছে; তাহাদের দলস্থ অনেক লোকের মন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে সুতরাং আমাদের প্রতি জাতক্রোধ হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু তাহারা বলিয়া থাকেন যে তাহাদেরই জয় হইতেছে, এবং আমরা ধর্ম বিচীন, অভক্ত ও অবিশ্বাসী আমরা যে কিছু আয়োজন করিতেছি তাহা কিছুই থাকিবে না। যদি, তাহাই হয় তবে আমাদের প্রতি এত আক্রোশ কেন? হি! এত রাগ কি ভাল দেখায়?

এমন অভক্ত গালি কি দিতে আছে? ধর্ম এত অনাচার সহি-বেন কেন? নববিধানী ভাই! ঈশ্বরের রাজ্যে অনন্ত বিস্তীর্ণ; সকলেই নিজ নিজ সংস্কার ও বিশ্বাস অনুসারে কার্য করিব; পরস্পরের ভ্রম পরস্পরে দেখাইব; ইহাতে আক্রোশ প্রকাশ করিলে অত্রাক্ষোচিত কার্য হয়। তোমরা বিশ বৎসর ব্রাহ্মসমাজের সেবা করিয়াছ, তোমাদের কার্য কলাপ সকলে দেখিয়াছেন ও দেখিতেছেন; আমরা ব্রাহ্ম-সমাজের কার্যক্ষেত্রে নূতন লোক: ভক্তি বিশ্বাস অংশে আমরা নিতান্ত হীন, আমরা নিজেই পরিভ্রাণের জন্য ঈশ্বরের নিকট কান্দিতেছি। আমরা লোকদিগকে আকৃষ্ট করিতে পারি আমাদের এরূপ গুণ অতি অল্পই আছে। একটি ভাবনা আমাদের মনে সর্বদা জাগরুক রহিয়াছে এবং তাহার ভাবেই সময়ে সময়ে মন অবসর হইয়া পড়িতেছে, তাহা এই ধর্ম পিপাসু আত্মাদিগের ক্ষুধা তৃষ্ণার বস্তু কেমনে দিব। এরূপ স্থলে যদি অধিক লোকের চিত্ত আমাদের দিকে আকৃষ্ট হয় নিশ্চয় জানিবে তাহা আমাদের গুণে নহে, কিন্তু আমরা সত্য পক্ষ অবলম্বন করিয়াছি সেই জন্য এবং তোমা-দের কার্যে সকলে ক্রটি দেখিতেছেন বলিয়া। তবে আমা-দের প্রতি আক্রোশ কেন? নরাসুর নরপিশাচ প্রভৃতি কঠোর শব্দের ব্যবহার কেন? যে কথা শুনিতে ক্ষোভে চক্ষে জল আসে এমন নিদারুণ শব্দের প্রয়োগ কেন? সত্য বলিতেছি আমাদের ক্রোধ জন্মিতেছে না, প্রার্থনা করি তেই ইচ্ছা হইতেছে; অতএব প্রার্থনাই করা যাউক:— “জগদীশ্বর! আমরা নিতান্ত হীন ও দুর্বল তোমার কৃপার উপর নির্ভর করিয়া আশ্রয় লইতেছি। প্রভো! যে উদার ধর্ম তুমি দীক্ষিত করিয়াছ তাহার উদারতা ও পবিত্রতা রক্ষা করা বড় কঠিন, তুমি এই কার্যে আমাদের সমর্থ কর। আমরা এক দিকে যেমন কর্তব্য বোধে অসত্য নিবারণ ও সত্য স্থাপনের চেষ্টা করিব অপরদিকে যেন উদার প্রীতি দ্বারা চালিত হইতে পারি। আমাদের দুর্বল হৃদয়ে সহজেই প্রতি হিংসার ইচ্ছা জন্মিয়া থাকে। সে পাপ হইতে আমা-দিগকে রক্ষা কর। জগদীশ্বর! যাহাদিগকে চিরদিন ধর্ম বন্ধু বলিয়া জানিয়া আসিয়াছি এবং সত্যের ও বিশ্বাসের অহ-রোধে যাহাদের সহিত বিরোধ করিতে বাধ্য হইয়াছি তাহাদের কর্কশ কথা সহ করিবার শক্তি আমাদের দাও। প্রভো! তাহাদিগের দ্বারা ব্রাহ্মসমাজের কেহই অকল্যাণ হইবার

আশঙ্কা আছে তাহা হইতে সমাজকে রক্ষা কর। তাহাবিগকে ভ্রম ও কুসংস্কার হইতে উদ্ধার করিয়া সত্যপথে আনয়ন কর।

মিষ্টানের দোকানে বিযাক্ত ভৃঙ্গগুলি যখন বলিয়া থাকে ; তাহাদের কত একাগ্রতা!! প্রহার করিলেও নড়ে না। তাহাদের উগ্র প্রকৃতির উগ্রতা তখন আর দৃষ্ট হয় না। প্রকৃত ঐশ্বর্যপ্রাপ্তি ধন্যসমাজ যখন গঠিত হয়, তাহার এই ভাব। বিভিন্ন প্রকৃতি বিশিষ্ট নরনারীকে একত্র বাঁধিবার এই একমাত্র উপায়। দশ জন লোক যদি কোন সমাজ মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া বাস্তবিক আশ্বাদনের কোন বস্তু পায়, যদি পরমেশ্বরকে তাহার সেখানে বাস্তবিক মধুরূপে অনুভব করে, তাহা হইলেই তাহারা আপনা আপনি একটি অপরিহার্য পার্শ্বে বলিয়া যায়। তখন তাড়াইলেও যাইতে চায় না। অনেক ধর্ম সমাজ বন্ধনের ও ধর্ম প্রচারের এই গুঢ় তাৎপর্য বুলিতে না পারিয়া নানাপ্রকার বাহ্যিক উপায় অবলম্বন করেন। কেহ ভাবেন বহুতা দ্বারা লোক আকৃষ্ট হইবে, কেহ ভাবেন এক গুণ কার্যকে দশগুণ করিয়া বলিলে লোক আকৃষ্ট হইবে। এ সকল অল্পবিশ্বাসী লোকের চিন্তা। প্রত্যেক ব্রাহ্ম যেন নিম্নলিখিত কথা গুলি প্রত্যয়ে লিখিয়া রাখেন—“যদি ঐশ্বরের শক্তি ও পবিত্রতা তোমাদের মধ্যে জাগ্রত রূপে বিরাজিত থাকে তবেই তোমরা লোকদিগকে আকৃষ্ট করিয়া রাখিতে পারিবে।”

লোকে এইরূপ বলিয়া থাকে যে অশ্বতরী গর্ভধারণ করিলে, সে গর্ভস্থ শিশু বাঁচে না অশ্বতরীরও প্রাণ যায়। এইরূপ শৃংখলও কুর্কুরে যদি কোন শাবক জন্মে সে শাবক আর সন্তান প্রসব করে না। বিধাতার এনিয়ম করিবার উদ্দেশ্য এই যে তাহা না হইলে জনতে বিভিন্ন জাতীয় পশু পক্ষীর সংশ্রবজাত নূতন নূতন বংশে পৃথিবী পূর্ণ হইয়া যায়; এবং বিধাতার সৃষ্টি প্রাণীর শৃংখলা ভগ্ন হইয়া পড়ে। আধ্যাত্মিক জগতে ও বোধ হয় এইরূপ নিয়ম আছে। অবিশ্বাসী যে সে বিশ্বাস প্রচার করিতে পারে না, তাহার উপদেশে কাহারও বিশ্বাস বর্জিত হয় না; অভক্ত যে সে লোকদিগকে ভক্তি দিতে পারে না। তাহা যদি হইত, ঐক্যগতে আর সাধুতা ও সরলতার আদব থাকিত না, জগত ভগ্নতাতে পরিপূর্ণ হইত। প্রচারকদিগের এই কথাগুলি শ্রবণ রাখা বিশেষ কর্তব্য। তাই হুমি যে ভক্তি বিশ্বাসের কথা বলিতে যাইবে, অগ্রে দেখ তোমার ভক্তি বিশ্বাস কিরূপ?

ঐশ্বর্য প্রেমিক ও ভক্তজন মাত্রেই সময়ে সময়ে “আমার শূন্য হৃদয় পূর্ণ কর” বলিয়া ঐশ্বরের নিকট কাদিয়াছেন। এসকল ভাষা সংসারী লোকের নিকট কল্পনা বা অত্যাশ্রিত মাত্র। ঐশ্বরের বিরহে হৃদয় শূন্য হয় কিরূপে এবং তিনি শূন্য হৃদয়কে পূর্ণ করেন কিরূপে, ইহার কোন তবই তাহারা জানেন না। কিন্তু পরমেশ্বরের রূপায় যে একবার তাহাতে প্রীতি অর্পণ করিতে পারিয়াছে, সেই ব্যক্তিই জানে, ঐশ্বরের

বিশ্বেদের ক্রেশ প্রাণে কিরূপ লাগে। সময়ে সময়ে সাধনে ঔদাসীন্য নিবন্ধন বা কোন প্রকার পাপে লিপ্ত হওয়াতে বা কোন প্রকার বিশ্বাস বিকৃত আচরণ করাতে লোকের ভক্তি নদী স্রুতাটয়া যায়; তখন সমুদায় হৃদয়কেই আশ্বাদনের ন্যায় বোধ হইতে থাকে; সমুদায় বিষয় নীরস এবং শুষ্ক মনে হয়, বিশ্বাসের আলোক নিতান্ত স্নান ভাব ধারণ করে, ঐশ্বরের প্রিয়কাণ্ড সাধনের ইচ্ছা যেন খর্ব হইয়া যায়। এই অবস্থা নিতান্ত শোচনীয়। ভক্তির আশ্বাদন যাহারা একবার পাইয়াছেন, তাহাদের পক্ষে নীরস অন্তরাস্ত্রা লইয়া বাস করা দুঃসহ ক্রেশের বিষয়। এই কারণে ভক্তজন মাত্রেই এই শোচনীয় অবস্থায় পতিত হইলে একেবারে ব্যাকুল হইয়া উঠেন এবং যতক্ষণ সেই মূল সমান হৃদয়কেই আবার প্রেমজলে প্রাবিত না হয় ততক্ষণ নিতান্ত দুঃখে কাল যাপন করিতে থাকেন। এরূপ অবস্থা হইতে উদ্ধার হইবার কয়েকটি উপায় আছে। প্রথমতঃ এই সময়ে সংসারের সহস্র কাজ থাকিলেও তাহা হইতে কিয়ৎকালের জন্য অবসৃত হইতে হইবে; নির্জনে প্রথমে কোন একজন ঐশ্বর্য পরায়ণ সাধুর জীবন ও বচনাবলীর আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবে; সেই সাধুর এক একটি ভাব ও এক একটি কথা প্রার্থনা পূর্বক আলোচনা করিতে হইবে; তৎপরে হৃদয়ে যখন ধর্ম ভাব জাগ্রত হইল দেখিলে, তখন ঐশ্বরের ধ্যান ধারণা ও প্রার্থনাতে নিযুক্ত হইতে হইবে। প্রাণে যদি ভক্তির আনন্দ থাকে তাহা হইলে সংসারের অনেক ক্রেশ ও অনেক পারিভ্রমকে ক্রেশ বা পরিশ্রম বলিয়া বোধ হয় না; পরমেশ্বরের প্রিয় কাণ্ড সকলকে মধুময় বোধ হয়। ঐশ্বরের উপাসক মাত্রেই হৃদয়ের এই অবস্থার দিকে দৃষ্টি থাকা উচিত। ভক্তির আনন্দ যাহাতে চিরস্থায়ী হয় সে জন্য ঐশ্বরের নিকট সর্বদা প্রার্থনা করিতে হইবে।

✓ ধর্ম প্রচারক কিরূপ হইবেন? আমাদের দেশে ধর্ম প্রচারক মাত্রেই চিরকাল বৈরাগ্যের পথ অবলম্বন করিয়াছেন; অর্থাৎ দণ্ড কোপীন লইয়া সংসার হইতে অবসৃত হইয়াছেন। তাহারা যে এরূপ করিতেন তাহার কারণ আছে; তাহারা শ্রী পুত্র, জাতি, কুটুম্ব আদ্যীয় বন্ধু প্রভৃতির সঙ্গে থাকাকে ঘোর মায়া বলিয়া অনুভব করিতেন। আমাদের এবিষয়ে অত্যন্ত মহত্বেদ উপস্থিত হইয়াছে। আমরা শ্রী পুত্র প্রভৃতিতে মায়া জ্ঞান না করিয়া বরং ঐশ্বরের অতীষ্ট সাধনের সহায় বলিয়া মনে করিয়া থাকি। ইহাদের সম্বন্ধে আমাদের যে সকল কর্তব্য আছে, সেই সকলকে আমরা অতিশয় পবিত্র মনে করিয়া থাকি, সে সকল কর্তব্যের অবহেলা করিলে প্রত্নব্যয়ভাগী হইতে হয় এরূপ বিশ্বাসও করিয়া থাকি। সুতরাং প্রাচীনভাবে ধর্ম প্রচার করা ব্রাহ্মদিগের পক্ষে কিঞ্চিৎ কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু কথায় এই, শ্রী পুত্রের প্রতি কর্তব্যের দোহাই দিয়া মানুষ অনেক সময় সংসারে আসক্ত হয়; অর্থাৎ তখন আর সেই সকল কর্তব্যকে সাধনের সহায়রূপে অবলম্বন করে না কিন্তু তাহাই প্রধানতম সাধন-

রূপে পরিণত হইয়া থাকে। এরূপ ব্যক্তিবিশেষ দ্বারা কিরূপে ধর্ম প্রচার হইবে। জগতে যে সকল মহাত্মা ধর্ম প্রচার করিয়া মানবজাতির পরিব্রাজনের পথ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের অনেকের জীবনে দেখিতে পাওয়া যায় যে তাঁহারা লোকালয়ে লোকালয়েই ধর্মালোচনা করিয়া বেড়াইতেন। যেখানে লোক সমাগম সেইখানে তাঁহাদিগকে দেখা যাইত। হুংখীদের পর্ণকুটীরে, অতি নিরুপ্ত ও অসচ্চরিত্র ব্যক্তিদের ভবনে, যাত্রা মহোৎসবাদি স্থানে, তাঁহাদের পদা-পন হইত। তাঁহারা সংসারের সকল পথে বিচরণ করিতেন; মানবজীবনের সকল বিভাগ পর্ণাবেক্ষণ করিতেন; পাপ ও পুণ্য উভয়ের সহিত মিলিত হইতেন; সকল প্রকার প্রলোভন পূর্ণ পথে গভীরত করিতেন; অগত কোন প্রকার আসক্তি বা পাপে লিপ্ত হইতেন না। ঈশ্বরের যে আজ্ঞা পালন করা তাঁহাদের জীবনের ব্রত বলিয়া অনুভব করিতেন সেই আজ্ঞার ভাব অগুরে সর্বদা এত তপস্বীক থাকিত যে চিত্তকে আর অন্য দিকে আবদ্ধ হইতে দিত না।

প্রকৃত ধর্ম প্রচারক যিনি তাঁহার ভাব যেন এই প্রকার হয়। তিনি যেন ঈশ্বরপ্রাপ্ত হইয়াছেন। ঈশ্বর এরূপ এবং এতদূর্ব তাঁহার জন্ম রাজ্যকে অধিকার করিয়াছেন যে তাঁহার ইচ্ছাবীন হওয়া ব্যতীত তাঁহার আব গত্যন্তর নাই। ধর্ম চিন্তা তাঁহার মনকে একপাশী করিয়াছে, যে সংসারের যে সকল বিষয় ইচ্ছা লোকে কত নীচতা পকাশ করে, কত দূষণতার কাণ্ড করে, কত প্রকার মিথ্যা ও প্রবঞ্চনার সৃষ্টি করে, কত প্রকার কৌশল উদ্ভাবন করে, কত বুদ্ধি ও চিন্তা শক্তি ব্যয় করে, যে সকল বিষয় তাঁহার বুদ্ধির মধ্যে আসেই না। এরূপ ব্যক্তি সংসারকে একদিক বই অন্য দিক হইতে দেখিতে জানেন না। তিনি যে ধর্ম প্রচার করেন, তাহা তাঁহার প্রকৃতির অনুরোধে অর্থাৎ সেই প্রসঙ্গেই তাঁহার আত্মা জীবন পায় বলিয়া তাঁহাকে দেখিলেই মনে হয়, তাঁহার মনটা যেন আর কোন জগতে বিচরণ করিতেছে; এজগতের নীচতা, ক্ষুদ্রতা প্রভৃতি যেন সে চিত্তকে স্পর্শ করিতে পারে না। দেখিবামাত্র ভক্তি ও শ্রদ্ধার আবির্ভাব হয়। যে সকল কথা তিনি উচ্চারণ করেন তাহা অগুরের গভীরতম বিশ্বাস হইতে উদ্ভূত হয়। বলিতে হয় বলিয়া কোন কথা বলেন না। ভক্তির কথা বলিয়া ভক্তনাম উপা-র্জন করিবার বাসনা তাঁহার অন্তরে নাই। এরূপ করাকে মহা অপরাধের মধ্যে গণ্য করেন। তিনি পূর্ণ আস্থার সহিত কার্য করেন; পূর্ণ আস্থার সহিত লোকের সহিত আলাপ করেন। এইরূপ প্রচারকের দ্বারাই ঈশ্বরের ধর্ম প্রচারিত হয়।

ব্রাহ্মধর্ম যদি এইরূপ লোকদিগের দ্বারা প্রচারিত হয় তবেই তাহা লোকের প্রজ্ঞা ভক্তি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইবে। বক্তৃতা দ্বারা বা মিষ্ট আলাপের দ্বারা কিম্বা বাহ্যিক সৌজন্য বা সন্তোষের দ্বারা লোকের মনোরঞ্জন করা কঠিন কার্য নয়; তাহা হইলেই ধর্ম প্রচার হইল না কিন্তু যিনি লোকের মনের ধর্ম লিপাসা বর্জিত করিয়া দিতে পারেন,

মৃতপ্রায় বিশ্বাসকে উজ্জ্বল করিতে পারেন, প্রীতির উৎস খুলিয়া দিতে পারেন, সংসারের ঘোর ভাঙ্গিয়া দিতে পারেন, আত্মার, যুগ্ম স্বর্গের দিকে ফিরাইয়া দিতে পারেন তিনিই প্রকৃত প্রচারক। ব্রাহ্মসমাজে ঈশ্বরের রূপা বিশেষরূপে অবতীর্ণ হইল, আমরা এইরূপ প্রচারক প্রাপ্ত হই।

আধ্যাত্মিক অনুলিপি।

বিদ্যালয়ে সকলে যায় কিন্তু বিদ্যান সকলে হয় না; সেই রূপ ধর্মসাধনে অনেকে নিযুক্ত হয় কিন্তু সাধনের ফল সকলে লাভ করে না। যদি ইহার কারণ অনুসন্ধান প্রবৃত্ত হওয়া যায়, তাহা হইলে উভয় স্থলে প্রায় এক জাতীয় কারণ দৃষ্ট হইবে। বিদ্যা বিষয়ে আমরা দেখিয়াছি, যে পরিমাণে নিজের আয়াস, পরিশ্রম ও চেষ্টার উপর নির্ভর করা যায় সেই পরিমাণে শাস্ত্রে গাঢ় প্রবেশ হয়; চিত্তের অভিনিবেশ শক্তি জন্মে; এবং প্রতীত মানসিক শক্তি বিকশিত হয়। অনেক নির্দোষ পিতা মাতা বালক কাল হইতেই সম্ভাব্য পরিশ্রমের ভার অপরের স্বন্ধে দিয়া থাকেন। তাঁহারা সন্তানগণের সাহায্য করিবার জন্য লোক নিযুক্ত করেন, অনেক সময় এই সকল লোক শিশুদিগের হইয়া পরিশ্রম করে। কোন একটা প্রবন্ধ লিখিতে হইবে তাহার লিপি দিল; কোন একটা গণিত শাস্ত্রের কঠিন প্রশ্নের ফল নির্ণয় করিতে হইবে তাহার করিয়া দিল, বালকেরা স্বেচ্ছা অনুলিপি করিয়া লইয়া গেল। তাহার বিদ্যালয়ে সুখ্যাতি পাটল বটে কিন্তু তাহাদের বিদ্যাশিক্ষার পথে কটক পড়িতে লাগিল।

ধর্ম রাজ্যেও সাধকদিগের অনেক সময় এইরূপ দৃষ্টি উপস্থিত হয়। বিদ্যাশিক্ষার ন্যায় আধ্যাত্মিক উন্নতির পক্ষেও এক নিয়ম। সে নিয়ম এই, মনুষ্য নিজের আধ্যাত্মিক ক্ষুদ্রা তৃষ্ণার দ্বারা চালিত হইয়া নিজের উন্নতির চেষ্টা নিকে করিবে; নিজে স্বাধীনভাবে ঈশ্বরের দ্বারে প্রার্থী হইবে; নিজের সাধন পন্থা নিজে অন্বেষণ করিবে; সম্পূর্ণরূপে কাহারও প্রদর্শিত পথের উপর নির্ভর করিবে না। যদি এ নিয়মের ব্যাঘাত হয়, যদি কেহ ব্যাকুলতা বশতঃ এক জন গুরুকে আশ্রয় করিয়া বসে এবং তাঁহাবই লিপির অনুলিপি করিতে আরম্ভ করে, তাহা হইলে সেই দিন হইতে সেকণ ব্যক্তির আধ্যাত্মিক উন্নতির হ্রাস হইতে থাকে। অবশেষে সে ব্যক্তি আর পদার্থ বা মনুষ্যত্ব থাকে না। গুরুর অনু-লিপি করার নাম ধর্ম রাজ্যে অধিক শোচনীয় ভ্রম আর কিছুই হইতে পারে না। তবে কি আমাদের ধর্ম রাজ্যে শিক্ষক ও সহায় নাই? ধর্ম রাজ্যে আমাদের অনেক শিক্ষক আছেন; কিন্তু তাঁহারা যদি আমাদের পদাধীন ও পব-মুখাপেক্ষী করেন, তাহা হইলে তাঁহারা আমাদের বন্ধুর কার্য না করিয়া শত্রুর কার্য করেন বলিলে, অত্যাচার হয় না। আমাদের স্বাধীনতার গোপন করিয়া বরং তাহার পূর্ণতা ও বিকাশের পক্ষে সাহায্য করাই তাহাদের ক্যাজ। জগদীশ্বর বিভিন্ন ব্যক্তিকে বিভিন্ন প্রকৃতি বিভিন্ন কৃতি ও বিভিন্নভাবে

দিয়া বৃষ্টি করিয়াছেন। এরূপ স্থলে সাধন বিষয়ে অমূল্যিপি করিলে আত্মার সমুহ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা।

দুঃভাগ্যবশতঃ যে কারণে অলস ছাত্রেরা শিক্ষকের স্বল্প পরিভ্রমের ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া, সেই কারণে অলস সাধকগণও অপরের স্বল্প সাধনপথ আবিষ্কারের ভার দিয়া নিজেরা অমূল্যিপি করিবার জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকেন। অন্তরের ক্ষুধা ও তৃষ্ণাতে ব্যাকুল হইয়া পথে পথে বিচরণ করা, বিশ্বাস ও সংশয় আশা ও নিরাশার মধ্যে ক্রম বার আন্দোলিত হওয়া, পতন ও উত্থান, আনন্দ ও অশ্রুতাপ দ্বারা নার বার লাহিত হওয়া; অন্ধকার মধ্যে পথ প্রাপ্ত পথিকের ন্যায় পথ অবশেষ করা একল ক্রেশ তীহারের প্রাণে নিত্য অসহ্য হয়। সুতরাং কোন শক্তিশালী, পুরুষের আশ্রয় লওয়া সহজ পথ বলিয়া মনে হয়। যে দিন হইতে তীহার এইরূপ কোন পুরুষের আশ্রয় প্রাপ্ত হন, সেই দিন হইতে পূর্বের ব্যাকুলতা, পূর্বের আন্দোলন, ও পূর্বের আগ্রহ মন-ফাব ধারণ করিতে আরম্ভ করে। আমি সাধন পথ অবশেষের ক্রেশ হইতে নিস্তার পাইয়াছি, এখন ইনি যাহা করিবেন তাহার অমূল্যিপি করিব, তাহা হইলেই পরিভ্রাণ হইবে, এই সংস্কার জন্মে উদিত হওয়াতে সাধন পথের এবং প্রকৃত উন্নতির চিন্তা জন্ম হইতে অন্তরিত হইতে থাকে; সুতরাং সে ব্যক্তি অজ্ঞাতসারে পূর্বের উন্নত অবস্থা হইতে ভ্রষ্ট হইতে থাকে। আর এক দিকে একটা মহৎ অনিষ্ট ঘটে। জগদীশ্বর আধ্যাত্মিক উন্নতির এই নিয়ম করিয়াছেন, যে মনুষ্য যতই পূর্ণ বিশ্বাসের সহিত, অন্তরের প্রগাঢ় আস্থার সহিত কাণ্ড করিবে ততই তাহার চরিত্রের শোভা বৃদ্ধি হইবে, আর যে পরিমাণে না বিশ্বাস, অপূর্ণ বিশ্বাসের সহিত কোন কাণ্ড করিবে সেই পরিমাণে তাহার আত্মার সৌন্দর্যের ব্যাঘাত হইবে। যে সত্য আমি বুঝিলাম না, অথচ অমূল্যিপি করিতে আরম্ভ করিলাম, তদ্বারা আমার আত্মার লাভ না হইয়া ক্ষতি হইতে লাগিল। পূর্ণ বিশ্বাসের সহিত নিজে সত্যটি প্রতীতি করিলে সত্যের উপভোগ নিবন্ধন যে সুখ হইত তাহা হইল না; সত্য গ্রহণ নিবন্ধন আত্মার যে শক্তি বিকশিত হইত তাহা হইল না অথচ আত্মার স্বাধীনভাবে দণ্ডায়মান হইবার শক্তি হ্রাস হইতে লাগিল।

৬. আমরা ব্রাহ্মদিগকে সতর্ক করিতেছি, তীহার আধ্যাত্মিক ব্যাকুলতা বশতঃ যেন আধ্যাত্মিক অমূল্যিপির ভ্রমে পতিত না হন। যিনি যত বড় সাধু ও প্রতিভাশালী লোক হউন না কেন, সাধন বিষয়ে কাহারও অমূল্যিপি করিবে না। ধর্ম জগতের মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত যিনি তীহার ও কথা ততক্ষণ গ্রাহ্য নয়, যতক্ষণ অন্তরের পূর্ণ বিশ্বাস ও বিবেকের দ্বারা তাহা গ্রহণ করিতে না পারি। যাজ্ঞবল্ক্য, বলিয়াছেন, অথবা মনু বলিয়াছেন, ঐষ্ট বলিয়াছেন, অথবা নানক বলিয়াছেন, বলিয়া কোন কুথা মানিয়া লইব না, কিন্তু আমার জন্মের পূর্ণ বিশ্বাস দ্বারা সত্য বলিয়া প্রতীতি করিতেছি বলিয়া মানিব।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, সাধুগণ যাহা বলিতেছেন না

বুঝিলেও মানিয়া লও, তদনুরূপ আচরণ করিতে থাক। কালক্রমে তাহার যুক্তি পাইবে। এরূপ মতকে যে আমরা ক্রিয়াক্রমে মনে করি তাহা বলিতে পারি না। ব্রাহ্ম হইয়া যদি কেহ এরূপ বলেন, তীহারকে আমরা জিজ্ঞাসা করিব, তবে তাই শাস্ত্রীয় বিধি সকল পরিত্যাগ করিলে কেন? ঠিক এই যুক্তি অবলম্বন করিয়া কি বলা যায় না, পৌত্তলিকতা প্রভৃতির তাৎপর্য আছে, পরে বুঝিতে পারিবে। যাত্রা কালে তিথি নক্ষত্র প্রভৃতি দর্শন, তিথি বিশেষে দ্রব্য বিশেষের ভক্ষণ নিষেধ এ সকলের তাৎপর্য আছে, পরে বুঝিবে এখন মহাজনদিগের অমূল্যিপি করণ; আতিভেদের গূঢ় মর্ম্ম আছে, পরে জানিতে পারিবে, এখন প্রাচীন প্রথা অনুসরণ কর। ব্রাহ্ম তুমি যদি এক স্থানে বিশেষ না বুঝিয়া অনুসরণ কর, আর এক স্থানে কেন করিবে না? আমরা উভয় স্থলে একই কথা বলি, আমরা যতক্ষণ পূর্ণ বিশ্বাসের সহিত কোন সত্য গ্রহণ করিতে না পারিব ততক্ষণ কাহারও অমূল্যিপি করিব না। এই স্বাধীনতা রক্ষা করিবার জন্য ব্রাহ্ম জাতেরই সতর্ক হওয়া উচিত তত্ত্বি কোন আধ্যাত্মিক সাধন স্থায়ী সুফল প্রসব করিবে না।

“নান্যঃপন্থা বিদ্যাতে অয়নায়।”

যশ্যায় মন্নিগ্রাকাশে তেজোময়ো মৃতমরঃ পুরুষঃ সর্বাভূতঃ
যশ্যায় মন্নিগ্রাশ্বনি তেজোময়ো মৃতমরঃ পুরুষঃ সর্বাভূতঃ
(তমেব বিদিস্বাতি মৃত্যুমেতি নান্যঃপন্থা বিদ্যাতে অয়নায়।)

এই যে তেজোময় এবং অমৃতময় ও সর্বাভূত আমি পুরুষ আকাশে পরিব্যাপ্ত হইয়া আছেন, এই যে তেজোময় অমৃতময় ও সর্বাভূত আমি পুরুষ এই আত্মাতে নিহিত হইয়া আছেন, ইহাকে যিনি জানেন তিনি মৃত্যুকে অতিক্রম করেন, যাই-বার অন্য পথ নাই।

জগদীশ্বর করুন এই সত্যটি আমরা ভাল করিয়া প্রতীতি করিতে পারি। আমরা বর্তমান সময়ে যেরূপ সভ্যতা, জ্ঞানের চর্চা, বিষয় বাণিজ্যের উন্নতি এবং ভোগ বিলাসের মধ্যে বাস করিতেছি, তাহাতে এই সত্যটি সম্পূর্ণরূপে প্রতীতি করা বা সর্বাদা জন্মে মুক্তির রাখা কঠিন। আমাদের নরন মন সততঃ বাহিরের উন্নতি ও বাহিরের শোভার দিকে আকৃষ্ট হইতেছে। তত্ত্বি একু শ্রেণীর লোক সততই সাহসের সহিত এই কথা প্রচার করিতেছেন, যে ঈশ্বর, পরকাল, আধ্যাত্মিক উন্নতি ও যুক্তি প্রভৃতি মানবের লক্ষ্য হওয়া উচিত নয়, মনুষ্য যে সকল বিষয়ের মধ্যে এ জগতে বাস করিতেছে, তাহার উপভোগ ও উন্নতি সাধন করাই প্রকৃত বুদ্ধিমত্তার কার্য। এই সকল বিষয় ও প্রতিবন্ধকের মধ্যে বাস করিয়াও ঈশ্বর ভিন্ন মনুষ্যের যাইবার অন্য পথ নাই, এই সত্যের দিকে স্থির দৃষ্টি রাখা অতীব দুষ্কর। কিন্তু এই সত্যটিকে ব্রাহ্মগণ যত দিন সমুদায় প্রাণের সহিত আলিঙ্গন না করিতেছেন, তত দিন ধর্ম্মের যে শ্রেষ্ঠত্ব তাহা প্রাপ্ত হইবে না এবং তীহারদের দ্বারা ধর্ম্ম প্রচারও হইবে না। আমরা আরও স্পষ্ট করিয়া মনের ভাব প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিতেছি।

যদি এক ব্যক্তি নানাপ্রকার প্রণালীতে চিকিৎসা করিয়া পাঁচটা সন্তান হারাইয়া অবশেষে শেষ দুইটা সন্তানের সংকট পীড়াম্বলে কোন বিশেষ প্রণালীর কৃতকার্যতা দেখিতে পায়, তবে সেই প্রণালীর প্রতিও সেই বিশেষ চিকিৎসকের প্রতি তাহার কিরূপ আস্থা জন্মে? সেইরূপ পাপী যখন পবিত্র স্বরূপ পরমেশ্বরের শরণাপন্ন হইয়া নিজ অন্তরে তাঁহার পরিণামপ্রদ শক্তির পরিচয় পায়, যখন সে আপনার তিনিরাজন হৃদয় ঘরে পুণ্যের জ্যোতি দর্শন করে, যখন অমৃততাপের অগ্নিশিখার পশ্চাতে ঈশ্বরের স্তম্ভিষ্ঠ ও আশাপ্রদ ভাব প্রত্যক্ষ করে, তখন কি তাহার সমুদার মন প্রাণ বলিয়া উঠে না, এত দিন পরে পথ পাইলাম ইহা ভিন্ন যাইবার অন্য পথ নাই?

আমরা যে এ দেশে নিরাকার ঈশ্বরের পূজা প্রচার করিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছি আমরা সফলে কি বিলক্ষণ বুঝিয়াছি, এ বিশ্বাস কি আমাদের অস্থিমজ্জাকে অধিকার করিয়াছে, যে এই পরমেশ্বর ভিন্ন যাইবার আর অন্য পথ নাই? সাধারণভাবে উপরে উপরে আমরা অনেকে জানি এবং স্বীকার ও করিয়া থাকি, যে নিরাকার অদ্বিতীয় পরমেশ্বরের আরাধনাই মুক্তির এক মাত্র উপায়, কিন্তু এই বিশ্বাস প্রবল রূপে হৃদয় মনকে অধিকার করিয়াছে কি না? যাহাঁর চিত্ত এইরূপে অধিকৃত হইয়াছে তিনিই, ঈশ্বরের ধর্ম প্রচারের উপযুক্ত লোক। বিশেষতঃ এই পৌণ্ডলিকতা পরিপূর্ণ দেশে বার বার এই সত্যটা লোকের কর্ণে বলা আবশ্যক হইয়াছে। আমাদের জীবনের দ্বারা ও এই সত্য প্রচার করা আবশ্যক হইয়াছে। আমাদের প্রতিদিনের কার্য দেখিয়া লোকে যেন বিলক্ষণ বুঝিতে পারে, যে আমরা মুক্তির জন্য বাস্তবিক লালায়িত এবং পবিত্র স্বরূপ ঈশ্বরের রূপকেই মুক্তির একমাত্র উপায় মনে করি; নতুবা লোকে যদি দেখে এক জন ব্রাহ্ম, বৎসরের প্রত্যেক মাস, মাসের প্রত্যেক সপ্তাহ এবং সপ্তাহের প্রত্যেক দিন কেবল সুখে আহার বিহার করিয়া যাপন করেন, ইন্দ্রিয় সুখে বিলক্ষণ আসক্তি, আত্মার সদগতির জন্য চিন্তা বা সে অভাব মোচনের ইচ্ছার কিছুমাত্র প্রমাণ নাই, কোন প্রকার ধর্ম চর্চা নাই, ব্যাকুলতার চিহ্ন নাই, তাহা হইলে কি সে দেখিবে তাহার বোধ হইবে না যে পৃথিবীর অপরাপর বিষয়ী লোক যে পথে চলিতেছে এ ব্যক্তি ও সেই পথের পথিক। এ যে ঈশ্বরকে এক মাত্র গতি বলে তাহা মুখের কথা মাত্র। কিন্তু তাহা না হইয়া যদি তাহার আমাদিগকে মুক্ত পথের অনুসন্ধান ব্যতীত তাহা হইলে তাহাদের ও অনুসন্ধানের প্রবৃত্তি জন্মে।

আমরা যে পরমেশ্বরের আরাধনাকে এক মাত্র ও সর্বশ্রেষ্ঠ পথ বলিয়া ধরিয়াছি, তাহার প্রমাণ জীবনের অপরাপর ভাবে ও প্রকাশিত হওয়া বাই। প্রথমতঃ আত্মোৎসর্গ, লোকে যদি দেখিতে পায়, যে তাহার যে পথকে কল্পনা মনে করিতেছে আমরা সে জন্য আপনাদিগকে অক্লেশে উৎসর্গ করিতেছি, অন্নান বদনে অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিতেছি, জ্ঞানদীপ্তিতে অশেষ প্রকার ক্রেশ বহন করিতেছি, তাহা হইলে

তাহাদের আর বুঝিতে বাকি থাকে না যে ঐ পথকে আমরা নিশ্চয় সর্বশ্রেষ্ঠ মনে করি। দ্বিতীয় আনন্দ; জগতের ধর্ম পিপাসু ব্যক্তিগণ যদি দেখিতে পায় যে আমরা যে পথ প্রদর্শন করিতেছি সে পথে আসিয়া আমরা নিজে পরমসুখী হইয়াছি, আমাদের আশা পূর্ণ হইতেছে, আনন্দ বর্ধিত হইতেছে, তাহা হইলে তাহাদেরও চিত্ত আকৃষ্ট হয়। তৃতীয়তঃ পবিত্র স্বরূপ ঈশ্বরের সংস্পর্শ যাহারা লাভ করিয়াছে তাহাদের জীবনে পবিত্রতার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া উচিত, যদি পবিত্রতা বিষয়ে হীন হই তাহাতে প্রমাণ হয় আমরা যে পথে আসিয়াছি তাহা প্রকৃত পথ নহে। যখন পূর্বোক্ত ত্রিবিধ লক্ষণ সাধকের জীবনে প্রকাশিত হয়, তখন বিশ্বাসের দৃঢ়তাব পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। একরূপ ব্যক্তি যদি দশম্মনকে ডাকিয়া বলে “ঈশ্বর ভিন্ন যাইবার অন্য পথ নাই,” তাহা হইলে লোকে শ্রদ্ধার সহিত সহিত শ্রবণ করে। জগদীশ্বর কখন আমরা যেন পূর্ণ আস্থার সহিত এই সত্যটিকে গ্রহণ করিতে সমর্থ হই।

রিডলি ও লাটিমর।

(প্রাপ্ত)

ইংলণ্ডের রাজা অষ্টম হেনরির কন্যা মেরী যুখন শিংহাসনে আরোহণ করেন, তখন ইউরোপ খণ্ডে রোমান কাথলিক ও প্রোটেস্ট্যান্টদিগের বিবাদ চলিতেছিল, সেই বিবাদ তরঙ্গ ইংলণ্ডেও উপস্থিত হইয়াছিল। মেরীর পূর্বে এডওয়ার্ড রাজা হন, তিনি প্রোটেস্ট্যান্ট ছিলেন, কিন্তু মেরী ষের রোমান কাথলিক ছিল, রাক্ষসী মেরী রাজ্যভার গ্রহণ করিয়াই ইংলণ্ডে প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্মের সমূল উচ্ছেদ সাধনের জন্য কৃত সংকল্প হইল। এই দুর্ভাগ্য সাধন করিতে যাইয়া মেরী যে সকল পৈশাচিক কাণ্ড করিয়াছিল তাহা মনে হইলে ও শরীর রোমাঞ্চিত হয়। লণ্ডন নগর প্রোটেস্ট্যান্টদিগের রক্ত দ্বারা আশ্রিত হইয়াছিল। অথি কিও নামক ক্ষেত্রে যে ভয়ানক অগ্নি জালিয়া দিয়াছিল তাহাতে কত ধর্মবাজক, ধার্মিক পুরুষ জীবন্ত দগ্ধ হইয়াছিলেন। এখনো মেরীর নাম শ্রবণে হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার হয়। মেরীর রাজত্ব কালে ইংলণ্ডে দুই জন বিখ্যাত প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্ম বাজক ছিলেন ইহাদিগেরই এক জনের নাম রিডলী অন্যের নাম লাটিমর।

রিডলী ১৫০০ খৃঃ অঃ ইংলণ্ডের অন্তর্গত নর্দাম্বারল্যাও প্রদেশস্থ টিনেডেল গ্রামে একটা সম্ভ্রান্ত বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। রিডলী প্রথমতঃ ক্যাথলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে উপযুক্ত রূপে শিক্ষা লাভ করেন। বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া তিনি ইরোরোপের অনেক স্থানে প্রায় ৩ বৎসর কাল পর্য্যন্ত ভ্রমণ করেন। এই ভ্রমণ কালে তিনি অনেক ধর্ম সংস্কারকের সহিত পরিচিত হন ও তাহাদিগের সহিত ধর্ম বিষয়ে তর্ক বিতর্ক করেন। এই সময় হইতে পোপ ধর্মের প্রতি তাঁহার অনাস্থা জন্মে। অবশেষে দেশে প্রত্যাপন করিয়া ক্যাথলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপকের কার্যে নিযুক্ত হন। এই সময়

হইতেই তিনি পোপ ধর্মের জাতি দেখাইবার জন্য অনেক গ্রন্থ প্রকাশ করেন। সেই সময়ে রিডলী এক জন বাজী বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার এতাদৃশ ক্ষমতা দেখিয়া ইংলণ্ডের রাজা তাঁহাকে রোচেষ্টারের বিশপের কার্যে নিযুক্ত করেন। রিডলী উত্তরোত্তর উন্নতি লাভ করিতে লাগিলেন এবং অবশেষে লণ্ডনের বিশপের কার্যে নিযুক্ত হইলেন। দক্ষিণ পীড়িতদিগের দুঃখ মোচন করিবার জন্য রিডলী ইংলণ্ডের রাজা এডওয়ার্ডকে চিকিৎসালয় নির্মাণ করিবার জন্য বারবার অহুবেদ্য করেন। এডওয়ার্ড তাঁহার আগ্রহান্বিত দর্শনে তাঁহার পরামর্শানুসারে তিনটি প্রকাণ্ড চিকিৎসালয় নির্মাণ করেন। দুঃখের বিষয় যে রিডলীর সংকার্য করিবার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইল না। মেরী সিংহাসন অধিকার করিবামাত্রই রিডলীকে কারাগারে নিক্ষেপ করিল। মৃত্যু পর্য্যন্ত তিনি কারাবদ্ধ ছিলেন। রিডলীর কারামহুচর লাটিমর।

রিডলীর বন্ধু লাটিমর ১৪৭২ খৃঃ অঃ লেটোর নারায়ের অন্তর্গত কোন গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। চতুর্দশ বর্ষ বয়স্ক কালে তিনি ক্যান্টাব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন। ডাক্তার বটস্ নামক জনৈক উচ্চ পদাভিষিক্ত ব্যক্তির সহায়তায় লাটিমর রাজকার্যে প্রবেশ করেন। সেই সময়ে রাজার ক্ষমতা লটনা অনেক বাদ বিসম্বাদ চলিতেছিল, কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত লাটিমর এই সকল কার্যে আপন মস্তিষ্ক শুল্ক করিয়া অবশেষে রাজ দত্ত সম্পত্তি গ্রহণ করতঃ রাজকার্যে হঠাৎ অবসর গ্রহণ করিলেন। রাজকার্যে হঠাৎ অবসর হইয়া তিনি ধর্ম প্রচারে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রথমতঃ তিনি একজন প্রকৃত দৃঢ় বিশ্বাসী ক্যাথলিক ছিলেন কিন্তু অবশেষে তাঁহার ধর্ম মত পরিবর্তিত হইয়া প্রোটেষ্ট্যান্ট সম্প্রদায়ের এক জন নায়ক হইয়া উঠিলেন। মেরী রাজ্যাভিষিক্ত হইবার পর রিডলী ও লাটিমরকে বিচারালয়ে উপস্থিত হইতে আদেশ প্রদান করা হইল। লাটিমর রোমান ক্যাথলিক বিচারকদিগের সম্মুখীন হইলে তাঁহার লাটিমরকে নানা প্রকারে উপহাস করিতে লাগিলেন লাটিমর প্রশান্তভাবে এই সকল সহ্য করিলেন। বিচারের পর তাঁহার প্রতি এই আদেশ হইল যে তুমি শীঘ্রই এই দেশ পরিত্যাগ করিয়া যাও। লাটিমর তাহাতে স্বীকৃত হইলেন।

লাটিমর রাজাজ্ঞানুসারে মাতৃভূমি পরিত্যাগ করিবেন ইহা স্থির কিন্তু দুঃখের বিষয় যে তাঁহার দেশ ত্যাগের অব্যবহিত পূর্বেই রাজাজ্ঞা পরিবর্তিত হইল নূতন রাজাজ্ঞানুসারে তিনি বন্দীকৃত হইলেন বিখ্যাত টাওয়ার কারাগারে তিনি রুদ্ধ হইলেন। রিডলী ও লাটিমর কয়েককাল এক স্থানেই অবস্থিত ছিলেন, অবশেষে তাঁহাদিগকে স্বতন্ত্র স্থানে রাখা হইল। শত্রুগণ তাঁহাদিগের এই জনন্য বন্দীদশা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইত না নানা প্রকারে তাঁহাদিগের প্রতি আত্যাচার করিত। তাঁহারা অন্যায়াদেশ শত্রুদিগের নিষ্ঠুর আচরণ সহ্য করিয়া থাকিতেন। লাটিমর যে কেবল সহিষ্ণুতার সহিত সকল ব্রহ্মণ্য সহ্য করিতেন তাহা নহে তিনি সর্বদাই এক দুঃখের

মধ্যেও প্রফুল্ল থাকিতেন এবং ঈশ্বরের কৃপা ও ইচ্ছার উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিয়া প্রশান্তমনে সময় যাপন করিতেন।

এক দিবস উত্তাপাভাবে লাটিমর শীতে অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছিলেন। তিনি কারাধ্যক্ষকে বলিয়া পাঠাইলেন যে “আমাকে যদি অগ্নি না দাও তাহা হইলে তোমরা প্রতারিত হইবে।” কারাধ্যক্ষ মনে করিল লাটিমর হৃদয় কারাগার হইতে পলায়ন করিবেন। তিনি কারাধ্যক্ষকে বলিলেন আমি বাস্তবিক তোমাদিগকে প্রবঞ্চনা করিব, কারণ তোমাদিগের সকলের আশা আছে যে আমাকে তোমরা দগ্ধ করিবে, কিন্তু এখন যদি শীতে মরিয়া যাই তাহা হইলে তোমরা সম্পূর্ণরূপে নিরাশ হইবে ও প্রতারিত হইবে। এইরূপে তিনি তাঁহার মৃত্যুর বিষয় লইয়া আমোদ করিতেন।

দীর্ঘকালাবাসের পর তাঁহাদিগের বিচার আরম্ভ হইল। প্রধান প্রধান ক্যাথলিক ধর্ম যাজকগণ রাজ্যী মেরীর আদেশানুসারে বিচার আসনে উপবেশন করিলেন। প্রথমতঃ রিডলী ও লাটিমরকে আপন আপন ধর্মমত পরিত্যাগ করতঃ রোমান ক্যাথলিক ধর্ম গ্রহণ করিতে অহুবেদ্য করা হইল। নানা প্রকার প্রলোভন দেখান হইল। বিচারকগণ কেবল আপনাদিগের কাপুরুষতা ও নীচতা প্রদর্শন করিলেন, বন্দীগণ তাঁহাদিগের এই সকল প্রলোভন ও ভয়প্রদর্শন দেখিয়া হাস্য করিতে লাগিলেন। রিডলী ও লাটিমর ধর্ম বিদ্বেষ অপরাধে অভিযুক্ত হইলেন। নানা প্রকার তর্ক ও চিত্তার পর ধর্মাস্ত্র নিষ্ঠুর বিচারকগণ নায়কে পদতলে দলন করিয়া এই আদেশ প্রদান করিলেন যে, ইহাদিগকে অগ্নিতে দগ্ধ করা হইবে। রিডলী লাটিমর পূর্বেই জানিতেন যে শীঘ্রই তাঁহাদিগকে স্মিথফিল্ডে লইয়া গিয়া নিষ্ঠুর শত্রুগণ জলন্ত অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে, সুতরাং বিচারের পর শান্ত মনে তাঁহারা কারাগৃহে প্রত্যাগমন করিলেন এবং মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। ১৫৫৫ খৃঃ অঃ অক্টোবর মাসে এই দণ্ডাজ্ঞা কার্যে পরিণত হয়।

প্রথমতঃ বিশপ রিডলী কৃষ্ণবর্ণ গাউন পরিধান করতঃ মধ্য ভূমিতে প্রোথিত কাঠের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তৎপর লাটিমর দীর্ঘ পরিচ্ছদ পরিহিত হইয়া, টুপী ও কুমাল মস্তকে লইয়া কাঠের দিকে অগ্রসর হইলেন। চতুর্দিকস্থ লোকে বিস্মিত হইয়া ধর্মবীর্যের প্রতি অনিমেধনয়নে দৃষ্টিপাত করিয়া রহিল। ধর্মের জন্য প্রাণ দিতে অগ্রসর হইতেছে ইহা দেখিয়া তে না বিস্মিত হয়? রিডলী লাটিমরকে দেখিয়া হাসিয়া বলিলেন “তুমি আসিয়াছ?” লাটিমর বলিলেন “যত শীঘ্র পারি আসিয়াছি।” এইরূপে গমন করিতে করিতে তাঁহারা কাঠের নিকট উপস্থিত হইলেন। এই স্থানে উপস্থিত হইবামাত্র রিডলী দুই হস্ত উত্তোলন পূর্বক উর্দ্ধদিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। লাটিমরের প্রফুল্ল মুখ দেখিয়া তিনি তাঁহার নিকট দৌড়াইয়া গিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন এবং বলিলেন “প্রাতঃ ভয় নাই, ঈশ্বর হস্ত অগ্নির উত্তাপ বিমূর্ত করিবেন নতুবা উহাতে দগ্ধ হইয়া

মরিষার জন্য আমাদের জন্মে বল আনিয়া দিবেন।” উভয়ের কি আনন্দ! ধর্মের অমুরোধে আজ তাঁহারা জীবন বিসর্জন দিতেছেন। তাঁহাদিগের ধর্মগুরু বীণ্ড যেরূপ বিশ্বাস ও বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন, আজ তাঁহারাও সেই গুরুর ন্যায় মেটরূপে আত্মবিসর্জন দিতে যাচ্ছেন। তাঁহাদিগের জন্মে কি আনন্দ! জগৎবাসী দেখিবে যে ধর্মের কি অদ্ভুত পরাক্রম।

কাঠের নিকট উপস্থিত হইয়া রিডলী জ্ঞান অবতারণ পূর্বক ঈশ্বর উপাসনায় নিযুক্ত হইলেন। লাটিমরও আপন কাঠের পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া উপাসনায় প্রবৃত্ত হইলেন। ইহলোক হইতে বিদায় হইবার পূর্বে দুই জনে হৃদয়ের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিয়া হৃদয়ের পূজায় নিযুক্ত হইলেন। উপাসনা প্রার্থনা শেষ হইলে উভয়ে মিলিয়া কথোপকথন করিতে লাগিলেন। এই সময়ে শত্রু পক্ষীয় এক জন ধর্ম যাজক উপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন। এই উপদেশের মধ্যে খৃষ্ট ধর্মের বিরুদ্ধ মত সকল প্রচার করিলেন। উপদেশ শেষ হইলে রিডলী ইহার উত্তর দিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন, কিন্তু নিষ্ঠুর শত্রুগণ তাঁহাকে অহুমতি প্রদান করিল না। তাহারা তাঁহাদিগের ধর্মমতের বিরুদ্ধে অনেক কথা বলিয়া এবং এরূপ অভিপ্রায় ও জ্ঞাপন করিল যে তাঁহারা সেই সকল মত সাধারণের সমক্ষে পরিভাগ করিলে তাঁহাদিগকে বধ করা হইবে না। রিডলী উচ্চৈশ্বরে বলিয়া উঠিলেন “যত ক্ষণ পর্যন্ত আমার শরীরে নিধাস প্রধাস বহিতেছে ততক্ষণ পর্যন্ত আমি কিছুতে আমার প্রভু যীশু ও তাঁহার প্রচারিত সত্য সকল অস্বীকার করিব না। ঈশ্বর হইলেই সকল ভার রহিয়াছে, তিনিই নিরপেক্ষভাবে বিচার করিবেন।” লাটিমর বলিলেন “যদি তোমরা আমাকে অহুমতি কর তাহা হইলে আমি ঐ উপদেশের যথোপযুক্ত উত্তর দিতে পারি।” কিন্তু পিশাচগণ তাঁহাদিগকে কিছুতেই অহুমতি দিল না এবং তাঁহাদিগকে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইতে আদেশ করিল। প্রাস্তর ভাবে বীরত্ব এই আদেশ অনুযায়ী কাণ্ড্য করিতে আরম্ভ করিলেন। রিডলী আপন গাত্র বস্ত্র উন্মুক্ত করিয়া তাঁহার একটা আত্মীয়কে উপহার দিলেন। পার্শ্ব অনেক ভদ্রলোককে তিনি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপহার দিলেন। এই সকল ক্ষুদ্র উপহার বাস্তবিকই অমূল্য রত্ন। জনৈক রক্ষক লাটিমরের বস্ত্র সকল উন্মোচন করিল। উন্মুক্ত গাত্র উন্মোহিত হইয়া রিডলী প্রার্থনা করিলেন “পিতা: আমি তোমাকে সম্পূর্ণ হৃদয়ের সহিত ধন্যবাদ দিতেছি যে তুমি আমাকে এরূপ আশীর্বাদ করিয়াছ যে মৃত্যু সময় পর্যন্তও তোমার বিষয় প্রচার করিতে সমর্থ হইয়াছি। প্রাণ দিয়াও তোমার নাম প্রচার করিতে পারিয়াছি, তোমার নিকট যে প্রভো এই প্রার্থনা তুমি এই দেশকে সকল শত্রু হস্ত হইতে রক্ষা কর।” যাজকগণ আসিয়া কাঠের সহিত বীরপুরুষদ্বিগকে লৌহশৃঙ্খল দ্বারা আবদ্ধ করিল। যাহাতে অতি শাস্ত্র মৃত্যু হয়, এই জন্য রিডলীর ভ্রাতা তাঁহার গলদেশে এক খণ্ড বজ্র, কতকগুলি বারদ বাঁধিয়া দিলেন। রিডলী জিজ্ঞাসা করিলেন “ইহা

কি?” তাঁহার ভ্রাতা বলিলেন “বারদ!” রিডলীর বলিলেন “ভাই লাটিমরের জন্য বারদ আনিয়ন কর নাই?” তাঁহার ভ্রাতা বলিলেন “আনিয়াছি” তিনি লাটিমরের গলায়ও বারদ বাঁধিয়া দিলেন। চতুর্দিকে কাঠ সজ্জিত হইল। প্রথমতঃ যাজকগণ রিডলীর পায়ের নিকট অগ্নি জ্বালাইয়া দিল। ইহা দেখিয়া লাটিমর বলিলেন “ভ্রাতা: ভয় নাই, প্রকুর হও, অন্য কাহী ঈশ্বরের অমুরোধে যে প্রদীপ জ্বালাইব তাহা কখনো নিব্বীণিত হইবে না।” রিডলী যখন দেখিলেন বিকট অগ্নি ক্রমে তাঁহাকে স্পর্শ করিতেছে তিনি উচ্চৈশ্বরে এই প্রার্থনা করিলেন “হে ঈশ্বর তোমারই হস্তে আমার আত্মাকে সমর্পণ করিলাম “প্রভো আমার আত্মাকে গ্রহণ কর।” এই কথা পুনঃ পুনঃ বলিলেন। লাটিমরও উচ্চৈশ্বরে বলিলেন “হে স্বর্গস্থ পিতা তুমি আমার আত্মাকে গ্রহণ কর।” অল্পক্ষণেই লাটিমর সহাস্যমুখে ইহলোক পরিভাগ করিলেন। কিন্তু রিডলীকে হৃঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইয়াছিল। কাঠ সাজাইবার দোষে রিডলীর শরীরের কেবল নিম্নভাগ দগ্ধ হইল। যন্ত্রণায় অধীর হইয়া তিনি দর্শকদিগকে বারম্বার বলিলেন আমার মস্তকের উপর কাঠ আনিয়া দাও। তাঁহার কথা কেহ শুনিত পাইল না। তাঁহার শরীরের নিম্নভাগ ভস্মীভূত হইয়া গেল তত্রাপি তাঁহার উপরিভাগ অক্ষত রহিল। যন্ত্রণায় অধীর হইলেন। কে তাঁহার যন্ত্রণার প্রতি দৃষ্টপাত করে। ধর্ম্মাক পিশাচগণ নিষ্ঠুরতার অবতার। রিডলীর যন্ত্রণায় কোন প্রকার কষ্ট বোধ না করিয়া বরঞ্চ তাহারা আনন্দিত হইল। এত যন্ত্রণার মধ্যেও রিডলী “ঈশ্বর সহায় হও, সহায় হও” এই কথা বারম্বার উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। অবশেষে তাঁহার অসহ্য যন্ত্রণা দেখিয়া জনৈক দর্শক তাঁহার মস্তকের উপর অগ্নি আনিয়া দিল। অগ্নি বারদ স্পর্শ করিবামাত্র তাঁহার শরীর দ্বিধা হইয়া গেল, এক খণ্ড লাটিমরের পদের নিকট আসিয়া পতিত হইল। রিডলীর যন্ত্রণার অবসান হইল। অশ্রুজলে দর্শকদিগের চক্ষু পূর্ণ হইল। এরূপ পাষণ্ড হৃদয় কে? এই হৃদয়বিদারক দৃশ্য দেখিয়া কাহার চক্ষু অশ্রুজলে সিক্ত না হয়।

যাও রিডলী লাটিমর সেই অনন্ত লোকে যাও। যাও তাঁহার সন্নিধানে যাহার আদেশে ও সহায়তায় পৃথিবীতে এই অদ্ভুত বীরত্বের অভিনয় করিতে সমর্থ হইলে! যাও সেই শান্তি ধামে যেখানে অমরগণ ব্যাকুলভাবে তোমাদিগের প্রতীক্ষা করিতেছেন। তোমরা এসংসার হইতে বিদায় লইলে কিন্তু জগৎবাসী তোমাদিগকে বিস্মৃত হইতে পারে নাই। জগৎবাসী তোমাদিগের নিকট হইতে আত্ম বিসর্জন ও প্রকৃত ঈশ্বর প্রেম শিক্ষা করিতেছে। এই বিজ্ঞানালোক হুশোভিত উনবিংশ শতাব্দীতে ও লোকে তোমাদিগের জীবনচরিত পাঠ করিয়া কত উপকার লাভ করিতেছে। বাস্তবিকই তোমরা যে অপূর্ণ প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত করিয়া দিয়াছ তাহা আর নির্বাপিত হইল না। এখনো লোকে তোমাদিগের দৃষ্টান্ত অমূল্য করিয়া ধর্মের জন্য সকল প্রকার

যন্ত্রণা ও বিপদের সম্মুখে নির্ভীকচিত্তে দণ্ডায়মান হইতে সাহসী হয়।

যে মহানুজের তোমাঙ্গিকে এই অদ্ভুত বল প্রদান করিয়াছিলেন তিনি ধন্য। তিনি আমাঙ্গিকেও এরূপ বল, বিধান করুন।

(Continued from pag-104)

প্রার্থনা স্তবক।

বিশ্বাসের জন্য প্রার্থনা।

পূর্ণ পবিত্রতার আধার পরমেশ্বর! আমি কবে তোমাকে জীবনের জীবন রূপে প্রত্যক্ষ করিব? কবে তোমাকে হৃদয়ের সম্পূর্ণ প্রীতির সহিত আলিঙ্গন করিব? আমার বিশ্বাস যে বড় দুর্বল, আমি সকল সময়ে তোমাকে প্রকৃত সংপূর্ণরূপে অনুভব করিতে পারি না; তুমি যে প্রাণ-রূপে সর্বত্র বিদ্যমান, সর্বদা এ সত্যটি সমাক্রমে প্রতীতি করিতে পারি না। এই বিশ্বাসের দুর্বলতা বশত: আমার আত্মার কি দুর্গতি সর্বসাক্ষি! তাহা জানিতেছ। আমি প্রলোভন দেখিলে ক্লিপ্ত হই; সংশয়ী লোকের নিকট কুণ্ঠিত হই, এবং তোমার ঐশ্বর্য্য সাধনে অনেক সময় সাহসী হইতে পারি না। যে বিশ্বাস অনলের শিখার ন্যায় অস্তরে জ্বলিতে থাকে, বাহার আলোকে হৃদয় ঘরের সকল অন্ধকার ঘুচিয়া যায়, বাহা আত্মাকে অভয় পদ প্রদান করে, এবং আত্মার মধ্যে নব জীবন ও নূতন বলের সঞ্চার করে আমি সেই বিশ্বাসের ভিখারী, তুমি কৃপা করিয়া আমাকে সেই বিশ্বাস দেও। জগদীশ! দুর্বল বিশ্বাস লইয়া আমি অধিক দিন ধর্ম্ম জগতে থাকিতে পারিব না; কোথায় কোন পাপের স্রোতে ভাসিয়া বাইব। যদি এ দাসকে চিরদিনের মত আশ্রয় দিবে তবে এই সংসারাসক্ত চিত্তকে একবার বিশ্বাসী কর; যদি অধর্মের উদ্ধার করিবে তবে এই অগ্নি ভাল করিয়া হস্তের আলিয়া দেও। অবিশ্বাসীর যে দুঃস্থতা তাহার মধ্যে আমাকে রাখিও না, আমাকে সংসারে এ প্রকারে লাঞ্চিত হইতে দিও না। যে ববনিকা আমার আত্মার চক্ষের সমক্ষে আসিয়া তোমাকে উজ্জলভাবে দেখিতে দিতেছে না, সে ববনিকা কৃপা করিয়া অন্তরিত কর; যে সকল আসক্তি আমার চিত্তকে বন্ধ করিয়া রাখিয়াছে তাহার বন্ধন হইতে আমাকে উদ্ধৃত কর। আমাকে বিশ্বাসের সুখ দেও, আমি পূর্ণ বিশ্বাসের সহিত তোমার উপর নির্ভর করিব, সদানন্দ চিত্তে তোমার কাণ্ড করিয়া বেড়াইব; এবং তোমার পবিত্র আশ্রয়ে দিন দিন প্রীতি পবিত্রতাতে বর্দ্ধিত হইব। আমার দুর্বল বিশ্বাস আমাকে সম্পূর্ণরূপে তোমার ইচ্ছার অঙ্গুগত হইতে দেয় না। আমি ক্রটি, দান্তের গণনাতেই ব্যাকুল হই, এমন অবস্থাতে আমাকে উপস্থিত কর যে অবস্থাতে তোমার অঙ্গুগত হওয়াই আমার সর্বশ্রেষ্ঠ সুখ হইবে। তোমার স্তুত ইচ্ছা সাধনের জন্য কোন প্রতিবন্ধককে প্রতিবন্ধক বলিয়া গণ্য করিব না। আসক্তির বিষয় ওলি অকালে বাধিয়া বসিয়া আছি, যদি আবশ্যক হয় তোমার ইচ্ছাতে অপকৃত

বস্তুর ন্যায় সে ওলিকে পথে ফেলিয়া তোমার প্রদর্শিত পথের অনুসরণ করিব।

পারিবারিক অশান্তির সময়ের প্রার্থনা।

জগতের জনক জননি! আজ একবার বিশেষভাবে আমাকে দর্শন দেও; আজ প্রাণ ব্যাকুল হইয়া তোমার আশ্রয় ভিক্ষা করিতেছে। রূপানিচ্ছ! আমার ন্যায় দুর্বল চিত্ত ব্যক্তির পক্ষে সংকট ও প্রলোভন পূর্ণ সংসারে ধীরভাবে বিচরণ করা কিরূপ কঠিন তাহা তুমি জান। আমি কর্তব্য সাধন করিতে গিয়া ধীরতা হারায়া ফেলি, আত্মীয় স্বজনদের দোষ সংশোধন করিতে গিয়া ককর্ষ ব্যবহার করি, অপরের সেবা করিতে গিয়া বিরক্তি ও ক্রোধ উৎপাদন করি। জগদীশ! চিত্ত যখন উত্তেজিত হয় তখন বিবেকের আদেশা বিস্মৃত হইয়া বাই এবং অনায়াচরণ করি। জগদীশ! তুমি আমাকে নানা প্রকার সম্বন্ধে তোমার জগতের সহিত বন্ধ করিয়াছ। অনেকের সুখ দুঃখের ভাব আমার হৃদয়ে দিয়াছ। আমার অধুনা শিথিলতা বা দৈর্ঘ্যের চাতি হইলে কতগুলি আত্মার সুখের ব্যাঘাত হয়। হে প্রভো! বাহাদের সহিত রেহের সম্বন্ধ, তাহারা যখন প্রতিকূল হয়, তাহাদের নিকট শ্রদ্ধা ও সদ্যবহারের প্রত্যাশা করি তাহারা যখন নিমাতন করে, সেই সময়ে সাধুতা ও শুভ সংকল্প অবিচলিত রাখা আমার ন্যায় দুর্বল ব্যক্তির পক্ষে বড় কঠিন। কিন্তু সেই ত প্রকৃত ধর্ম্মভাব। তুমি ত এই ভাবে চিরদিন সম্মান গণের কল্যাণ করিয়া আসিতেছ। আমাকে হৃদয়ের বল ও পুণ্যের আনন্দ দেও যে আমি অবিচলিত সাধুতার সহিত সংসার মধ্যে নিজ কর্তব্য পালন করিতে পারি; আশঙ্কিত ও যন্ত্রণার অনলের মধ্যে চিত্তের দৈর্ঘ্য রক্ষা করিতে সমর্থ হই। পুণ্যময় আমার পরিবার মধ্যে তোমার পবিত্র ইচ্ছার ভর হউক। আমরা সকলে তোমার চরণে আশ্রয় প্রাপ্ত হই; এবং তোমার কৃপাতে এক হৃদয়ে তোমার সেবা করিয়া জীবনকে সার্থক করি।

নির্ভরের জন্য প্রার্থনা।

মহলমর! এ মহা সংগ্রামে যেন কখনও পতিত না হই, যে নিজের মুক্তি নিজের হস্তে। এ অহঙ্কার যে হতভাগ্যের অন্তরে আছে, তোমার আশীর্ব্বাদে সে বঞ্চিত হয়। জগদীশ যে আপনি আপনার পরিজাতা সে আর তোমার দ্বারে প্রার্থী হইবে কেন? যে নিজ পৌকষের গর্বে নিজে ক্ষীণ সে তোমার চরণে মস্তক অবনত করিবে কেন? দেখ নাথ! তোমার দাসের যে সে গর্ক করিবার যো নাই! তোমার সন্তানদিগের মধ্যে আমার ন্যায়, দুর্বল ও হীন কয় জন আছে। আমি কিলের অহঙ্কার করিব, আমি কার বলে দাঁড়াইব? তুমি জান আমার সে বল নাই। এই যে অপরোধ কলঙ্কিত হৃদয় ইহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে ক্রেশপাই, তোমার কৃপার আবির্ভাব ও তোমার শক্তির বিশেষ কাণ্ড ভিন্ন কে আমাকে তুলিতে পারে? দীনবন্ধু, তুমি যে কেশে ধরিয়। পাণীকে মরকট হইতে উদ্ধার কর,

বিশ্বাস, চক্ষু বন্ধন পাই, তখন যে সভা সভাই এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করি। তাহা যদি না হইবে আমি তোমার উপাসকদিগের মধ্যে এক জন হইলাম কিরূপে? কৃপাময়! যে কৃপাশ্রমে আশ্রয় দিয়াছ, সেই কৃপার উপর বাহাতে সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে পারি; বাহাতে "ব্রহ্মকৃপাহিকেবলং" এই মন্ত্রকে সার ভাবিয়া সর্বদা জপিতে পারি, বাহাতে তোমার কৃপাকে ভরসা করিয়া গুণাবহ তরঙ্গ মধ্যে ডুবিতে পারি, বাহাতে তোমার চরণাশ্রয় করিয়া সকল অত্যাচার সহ্য করিতে পারি, এরূপ ভক্তি আমাকে দেও। সে মোখিক ভক্তি আমি চাই না বাহা কেবল শুনিতে ভাল, সে ধর্মের কথা চাই না যাঁহা কেবল বাহিরে বাহিরে লোককে আকৃষ্ট করে; আমি পবিত্রতা সাগরে ডুবিতে চাই, আমি পুণ্যসলিলে অবগাহন করিতে চাই, আমি তোমার প্রতি নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে চাই। মানবের ধর্ম, শৌচিক ধর্ম, সভ্যতার ধর্ম, বড় অপকৃষ্ট বস্তু তাহা হইতে রক্ষা কর, অতি কাতরে এই প্রার্থনা করিতেছি এবং আমাকে পূর্ণ নির্ভরের ধর্ম, পূর্ণ প্রীতির ধর্ম দিয়া কৃতার্থ কর। আমি বিলক্ষণ বুঝিয়াছি তোমার ইচ্ছার বিশেষ সহায়তা তিন্ন আমার পরিভ্রাণ হইবে না; দাসের জুগতি যাবে না, তাই ব্যাকুল হইয়া শবণাগর হইতেছি, তুমি আমার আশ্রয়, তুমি আমার বল, তুমি আমার গতি মুক্তি, তুমি আমার দাঁড়াইবার স্থান। এই ভাবে আনাকে চিরদিন রক্ষা কর। তোমার কৃপার জয় হউক, তোমার কৃপার জয় হউক।

শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেনের প্রার্থনা।

(ধর্মতত্ত্ব ১৬ই আধিন)

জননি! তোমার প্রতি বাহার বন্ধুতা, তোমার শত্রুর প্রতি তাহার শত্রুতা, যে ব্যক্তি তোমার শত্রুকে আদর করে, প্রশ্রয় দেয় সে তোমার বন্ধু নহে, সে তোমাকে ভাল বাসে না। বাহাতে তোমার রাজ্য জগতে প্রতিষ্ঠিত না হয়, তজন্য বাহার প্রাণপণে চেষ্টা করে, তাহার তোমার শত্রু, আমরা তোমার প্রেরিত নব বিধানের আশ্রিত হইয়া তাহাদিগকে কোন রূপে ক্ষমা করিতে পারি না। দীর্ঘ কাল ব্যাপিয়া উপাসনা করা উচিত নহে, যোগ ভক্তি বাতুলতা, বিধান কিছুই নহে, ঈশ্বর দর্শন ও প্রত্যাদেশ কেবল কথার কথা, এই সকল অবিশ্বাসের কথা বাহার। বলা তাহার। তোমার শত্রু, আমরা তাহাদিগকে কোনরূপে প্রশ্রয় দিব না। এই সকল ভয়ঙ্কর রাক্ষস প্রকৃতি লোক কত লোকের সর্বনাশ করিতেছে, কত তাই ভগিনীর গুলার ছুরিকার আঘাত করিতেছে তাহাদের লক্ষ্য হইয়া নিষ্ঠুর ডাক্তার, তোমার জানিয়া আমরা ইহাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিব, অস্ত্র: এক শরীরকে স্পর্শ করিব না, আত্মকল্যাণ কাটিব। লোক ধর্মের হৃদয়ে ধারণ করিয়া রাখা দেও।

বিষ বাওয়াইতেছে। নারীজাতির পবিত্রতা নষ্ট করিতেছে, শারীরিক হুম্ব ব্যভিচার ও বিলাসিতাকে প্রশ্রয় দিতেছে। এই সকল নরনার উপাসনা ও ধর্মের নাম দিয়া তোমার পুত্র কন্যাটিকে আকর্ষণ করিতেছে ও পরে তাহাদিগের গলায় ছুরি দিতেছে, ভক্তি বিশ্বাসের পথ হইতে দূরে লইয়া বাইতেছে, ঘোর সংসারী বিলাসী ও ইন্দ্রিয়পরায়ণ করিয়া তুলিতেছে, দেশময় সংশয় নাস্তিকতার বিষ ছড়াইতেছে। মা! তোমার ভক্ত মহম্মদ কাফেরদিগকে কখনও ক্ষমা করেন নাই, তিনি ঈশ্বরের শত্রু রাখিব না বলিয়া তাহাদের বিরুদ্ধে ক্রমশঃ বীর পরাক্রমে অস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন। "মহম্মদ বাঁচিয়া থাকিতে কে অধিতীয় ঈশ্বরের রাজ্য স্থাপিত হইতে দিবে না, কোন্ হুম্মা তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিবে, অগ্রসর হউক" তাহার এই বাক্য ছিল, তাহার সিংহ প্রতাপে জগৎ কাঁপিয়াছিল, তিনি কাফেরকুল নির্মূল করিয়াছিলেন। কাফেরকে তিনি কোনরূপে প্রশ্রয় দেন নাই। মা! কাফেরেরা আমাদের প্রতি অত্যাচার করিলে আমরা ক্ষমা করিব, কিন্তু তোমার প্রতি যখন অত্যাচার করে তখন কি তোমার সন্তান হইয়া আমরা তাহা ক্ষমা করিতে পারি? তুমি স্বয়ং অপমানিত ও অত্যাচারিত হইয়া কাহাকে কিছু বল না। আমরাও নিজের সম্বন্ধে অত্যাচার ও অপমান সহ্য করিব; কিন্তু তোমার প্রতি কাফেরদিগের অত্যাচার ও অপমান আমরা প্রাণে সহ্য করিতে পারি না। তাহার। তোমার হাত কাটিতে চায়, জিহ্বা কাটিতে চায়, তোমাকে মারিয়া ফেলিতে চায়, কোনরূপে জীবন্ত রাখিতে চায় না, তাহাদের ক্রটি ও বুদ্ধির অহরূপ এক মৃত দেবতা গড়িয়া লোকের নিকট উপস্থিত করিতে চায়। তে' অনেক ব্যয়ের দিগকে মারিতে চায় প্রাণ থাকিতে ইচ্ছা করে। অনেক ব্যয়ের করিয়া সহ্য করিব? কাঁদিব। নরদান ও হৃদয়খলকপে নির্দোষ আত্মাদের প্রধান অস্ত্র। কাফের' বাতলা। অক্লান্ত সভ্য, সংগ্রাম আধ্যাত্মিক, কোনরূপ হেয়দয়গণ এবিষয়ে বিশেষ মনোযোগ করিতেছে। অনেক সংকর্ষা করিতেছে।

উৎ

• দীপ্ত শিরার অভিষেক।

সরল পদ্য প্রার্থনা পূর্ণ এই ক্ষুদ্র পুস্তক খানি ব্রাহ্মসমাজে এক সময়ে অত্যন্ত আদরের বস্তু ছিল। অনেক দিন উঠা অপ্রাপ্য হওয়াতে পুনর্মুদ্রিত হইয়া প্রচারিত হইয়াছে। বাহাদিগের প্রয়োজন হয়, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কার্যালয়ে তত্ত্ব করিলে প্রাপ্ত হইবেন। মূল্য /০ আনা মাত্র।

শ্রীউমেশচন্দ্র দত্ত

• সহকারী সম্পাদক।

হুগতি না হয়। তোমার অপমানে স্বদেশের হুগতিতে যেন রক্ত গরম হইয়া উঠে। আমরা তোমাকে ভাল বাসিব ও তোমার শত্রুকেও ভাল বাসিব ইহা হইয়া উঠিবে না। তোমার শত্রু আমাদের শত্রু।

ব্রাহ্মসমাজ ।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম যে সাশেম ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য মেঃ এস. পি. নাইডুর যত্নে কোইম্বাটুর নগরে একটি ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হইয়াছে। নূতন সমাজ দীর্ঘজীবী হইয়া দেশের কল্যাণ সাধন করুক এই আমাদের প্রার্থনা।

১৭ই অক্টোবর সিমলা পাহাড়ে বাবু হারাণচন্দ্র বসুর দ্বিতীয় কন্যার এবং ৮ই কার্তিক শ্রীযুক্ত বাবু কেদারনাথ চৌধুরির কনিষ্ঠা কন্যার নামকরণ হইয়াছে।

ছই সপ্তাহের ছুটির পর “ছাত্র সমাজের” কার্য্য পুনরায় আরম্ভ হইয়াছে। গত রবিবার “বিবেক সম্বন্ধীয় বিবিধ মতের” বিষয় আলোচিত হইয়াছিল।

পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন অসাধারণ পরিশ্রম করিতে করিতে অংশেষে ভয় শরীর হইয়া সাত্ত্ব্য লাভের জন্য দার-জিলিং গমন করিয়াছেন। হিমালয় পর্ব্বতের সুন্দর উপত্য-কার কোন বন্ধুর গৃহে তিনি অবস্থিতি করিতেছেন। বিদ্যা-ব্রত মহাশয়ের জলন্ত উৎসাহ ব্রাহ্মদিগের মধ্যে প্রবেশ করিলে বহুদিন পূর্বে ব্রাহ্মসমাজের সুখশ্রী পরিবর্তিত হইত।

বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত এখন দারজিলিংএ অবস্থিতি করিতে-ছেন। তিনি কলিকাতা প্রত্যাগমনের সময় উত্তর বঙ্গরেলওয়ের নিকটস্থ সমাজ গুলি পরিদর্শন করিয়া আসিবেন, এরূপ বাটব।

এই সংসারাসক্ত “গনডেডো” নামক ফরাসী দেশীয় এক খানি উদ্ধার করিবে তবে এই পত্রিকার “ব্রাহ্মসমাজ” সম্বন্ধে একটি দেও। অবিশ্বাসীরা যে ছুর হইয়াছে প্রবন্ধ লেখক সাধারণ রাগিও না, আমাকে সংগারে যথেষ্ট অনুরাগ প্রদর্শন করিয়া-দিও না। যে যবনিকা আমার আশ্রয় বাবু সমাজ নেতৃত্ব পদ তোমাকে উজ্জলভাবে দেখিতে দিতেছে। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের করিয়া অন্তর্ভুক্ত কর; যে সকল আসক্তি

বন্ধ করিয়া রাখিয়াছে তাহার বন্ধন হইতে আ-মৈত্র্য এম, এ কর। আমাকে বিশ্বাসের সুখ দেও, আমি পূর্ণ। পাঠকগণ সহিত তোমার উপর নির্ভর করিব, সদানন্দ চিত্তে যেমত কলে-কার্য্য করিয়া বেড়াইব; এবং তোমার পবিত্র আশ্রয়ে দুইদিন দিন দিন প্রীতি পরিভ্রমিতে বঞ্চিত হইব। আমার হৃদয় বিল-বিশ্বাস আমাকে সম্পূর্ণ রূপে তোমার ইচ্ছার অঙ্গুগত হইতে দেয় না। আমি কল্পি লাভের গণনাতেই ব্যাকুল হই, এমন অবস্থাতে আমাকে উপস্থিত কর যে অবস্থাতে তোমার অঙ্গুগত হওয়াই আমার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুখ হইবে। তোমার স্তম্ভ ইচ্ছা সাধনের জন্য কোন প্রতিবন্ধকে প্রতিবন্ধক বলিয়া গণ্য করিব না। আসক্তির বিষয় গুলি অকলে বাধিয়া বসিয়া আছি, যদি আবশ্যক হয় তোমার ইচ্ছাতে অপকৃত

লবিত হইয়াছে। যদিও এখন পর্য্যন্ত ব্রাহ্মসমাজে আত্মজ্ঞা-রূপ ঈশ্বর প্রীতি দেখা যায় না, তথাপি উপাসনার এই অঙ্গটী ব্রাহ্মগণ অনেক পরিমাণে অবলম্বন করিয়াছেন এবং সামাজিক উপাসনা প্রভৃতি যে ব্রাহ্মের অবশ্য কর্তব্য কর্ম্ম তাহা উপলব্ধি করিয়াছেন। কিন্তু এ পর্য্যন্ত ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য সাধনের জন্য কোন নির্দিষ্ট প্রণালী অবলম্বিত হয় নাই। গরিব হুংবী অনাহারে, রোগে, ক্রেশে দিন যাপন করিতেছে, তাহাদের হুংব মোচন ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য। মদ্যপানে দেশ উৎসর্গ হইতেছে তাহার নিবারণ ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য। অশিক্ষার দেশের নরনারী জীবন শূন্য হইয়া আছে তাহাদিগকে শিক্ষা প্রদান ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য। সামাজিক অত্যাচারে নারীজাতির অশেষ হুগতি হইয়াছে, তাহাদের উন্নতিবিধান ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য। প্রজার প্রতি অত্যাচার নিবারণ, রাজনিগ্রহ হইতে দেশকে মুক্ত করা প্রভৃতি ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য। উপাসনার দ্বিতীয় অঙ্গটির পরিচালনার জন্য অদ্যাপি ব্রাহ্মদিগের বিশেষ আগ্রহ দৃষ্ট হয় নাই। ব্যক্তিবিশেষ এজন্য চেষ্টা করিতে পারেন, কিন্তু কোন সমবেত প্রণালী এ পর্য্যন্ত অবলম্বিত হয় নাই। এমন সময় আদিয়াছে যখন ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্যের দিকে ব্রাহ্মের মনোবোগ প্রদান করা কত্তব্য নতুবা উপাসনা চিরদিন একান্ত থাকিবে এবং ব্রাহ্মসমাজের মহৎ, উদ্দেশ্য চির দিন অপরিণত থাকিবে। সমবেত প্রণালীতে সাধু অমুষ্ঠানের জন্য সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যনির্বাহক সভা “হিতসাদিনী” নামক এক সভা সংস্থাপন করিয়াছেন এবং সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের সভাদিগকে এই সভায় মন প্রাণের সহিত যোগ প্রদান করিয়া খাটিবার জন্য আহ্বান করিতেছেন। যাহারা ব্রাহ্মধর্ম্মকে দেশব্যাপক দেখিতে ইচ্ছা করেন, তাহারা কখনও এই মহৎ কায্য হইতে ছুঁতে অবস্থিতি করি-বেন না।

সংবাদসার ।

১৫ই অক্টোবর বাকিপুর ১৮৭২ সালের ৩ আইন অমু-সারে এক সিভিল বিবাহ হইয়া গিয়াছে। পাত্রের নাম বাবু বিপিনবিহারী দাস এম, এ বি এল। ইহার নিবাস শ্রীহট্ট এবং জাতি সাহা। পাত্রী বিখ্যাত রমা বাই জাতিতে মহারাজী ব্রাহ্মণ। ইহার পূর্বে আর কখনও মহারাজী ও বাঙ্গালীতে বিবাহ হয় নাই।

ঐ তারিখেই আহম্মদাবাদ নগরে একটি বিধবা বিবাহ হইয়াছে। পাত্র পাত্রী উভয়েই ব্রাহ্মণ। আহম্মাদাবাদ জন-নগরের অনেক সম্ভ্রান্ত ও ক্ষমতাসালী লোক বিবাহ সভায় বসে দাঁড়ান ছিলেন।

অপরায় কল্যাণ প্রদেশে বিধবা বিবাহ সংঘটনের জন্য একটি সভা পাই, তোমার ইচ্ছাছে। আমাদের বন্ধু বাবু নবীনচন্দ্র রায়, কার্য্য ভিন্ন কে আ-র্য্য অরিহোজী, বাবু শিবচন্দ্র সেন, মেঃ যে কেশে ধরিয় গাণী প্রভৃতি কটকটন উৎসাহী লোক এই

সভার স্থাপনিত। বিবাহ রমণী ও বিধবা বিবাহেচ্ছু পুরুষ তাহাদিগকে জানাইলে তাহারা বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করিয়া দিতে পারেন এবং নানারূপ সাহায্য করিতে পারেন। বঙ্গদেশে এক সময়ে বিধবা বিবাহের জন্য বেক্রপ ভুল আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল, এখন আর তাহার নাম গন্ধও নাই। নগরে নগরে ও পল্লীতে ২ কত বিধবা সামাজিক অত্যাচারে দগ্ধ হইতেছে তাহা মনে হইলে অশ্রুপাত করিতে হয়।

আমরা শুনিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলাম চরপুরের নতুন মহারাজা তাহার পিতার রক্ষিত ১৫০ শত দর বনিতাকে বিদায় দিয়াছেন। দেশীয় রাজ্য সমূহে ধর্ম্মনীতি এত শিথিল যে রাজগণ প্রকাশ্য সভার বারবনিতা লইয়া আমোদ আশ্লাপ করিতে লজ্জা বোধ করেন না, এইরূপ অধন্য অপরাধেই দেশীয় রাজগণ হীনপ্রাণ, হীনবীৰ্য্য হইয়া পড়িয়াছেন। ধর্ম্মনীতির উন্নতি না হইলে কোন দেশেরই শুভ দেখা যায় না। ভারতীয় অবনতি ভারতীয় অপরাধের অবশ্যস্বাভাবী কথা তাহার আব সন্দেহ নাই।

অনেক সংশয়বাদী এই বলিয়া গোরব করেন যে বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যে যাহারা শ্রেষ্ঠ তাহারা সকলেই সংশয়বাদী। এই উক্তি সম্পূর্ণ অসীক। পদার্থতত্ত্বের পণ্ডিতদিগের শিবিরে যাহা উলিখিত টমসন ও অধ্যাপক টেইট অত্যন্ত ধর্ম্মভীরু লোক। ডাক্তার বেলফোর্ড ষ্ট্রুট সাংসদ সমিতি কোন অবিধাদী বৈজ্ঞানিকের কোনরূপে হুজুরা মন্যবে না, তিনিও একজন ধর্ম্মিক লোক। সুপকটোমেন্টোপস অনুসঙ্গারী ডাক্তার হুগিগুস একজন ধর্ম্ম বিশ্বাসী বলিয়া বিখ্যাত। অধ্যাপক ব্রুয়েস ক্রমবিকাশবাদীদের মধ্যে সর্বোচ্চ অগ্নি পাপ হইয়াছেন, তবুও অপেক্ষা তিনি সর্বোশেষেই শ্রেষ্ঠের কিস্তি তিনিও একজন সংশয়বাদী। ডাক্তার ডাবিউটন ঐশ্বর্য্য এবং পরকালে বিশ্বাস করেন এবং নিয়মিতরূপে ডাক্তার মাটিঙ্গের সমাজে উপাসনা করিতেন। ডট কিন্ডন বৈজ্ঞানিক যাহারা সহজ সহজ বক্তৃতা ও প্রবন্ধ লিখিয়া যশোলাভ করিয়াছেন কিন্তু কখন মূল তত্ত্ব আবিষ্কার করেন নাই, তাহা বাই সংশয়বাদী। ইউরোপ ও ইংলণ্ডের প্রধান প্রধান সকল বৈজ্ঞানিকই ধর্ম্মবিশ্বাসী।

বিজ্ঞাপন।

বিশেষ বিজ্ঞাপন।

তত্ত্বকৌমুদীর গ্রাহকদিগের মধ্যে যাহাদিগের নিকট দুই বৎসরের মূল্য প্রাপ্য রহিয়াছে এবং বার বার পত্র লিখিয়া ও বিজ্ঞাপন দিয়াও মূল্য প্রাপ্ত হওয়া গেল না, আমরা অত্যন্ত দুঃখের সহিত তাহাদিগের নিকট পত্রিকা প্রেরণে ক্ষান্ত হইতে বাধ্য হইলাম। তাহারা অতীত পূর্বক অন্ততঃ এক বৎসরের মূল্য পাঠাইলে পত্রিকা পুনঃ প্রেরিত হইবে।

আগামী ২রা নবেম্বর মঙ্গলবার অপরাক্ত ৩ ঘটিকার সময় ১৩ নং মজাপুর ষ্ট্রীটে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের একটা বিশেষ অধিবেশন হইবে। বাবু দেবী প্রসন্ন রায়চৌধুরী এবং অপর ২৩ জন কর্তৃক প্রেরিত নিম্নলিখিত প্রস্তাব বিবেচিত হইবে।

বাবু হেরম্বচন্দ্র মৈত্র ও বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়কে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষ সভার সভ্য পদে নিয়োগ, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ২৮ সংখ্যক নিয়ম বহির্ভূত হইয়াছে। অতএব তাহাদের নিয়োগ রহিত করা হয়।

শ্রীমোহিনীমোহন বসু,

সম্পাদক।

রবীন্দ্রসরীয় ছাত্র সমাজে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত উপদেশ সকল গভ্যাকারে মূদ্রিত করিয়া বিক্রীত হইতেছে। গ্রহণেচ্ছুক ১৩ নং মজাপুর ষ্ট্রীট ভবনে আমার নামে মূল্য সহ পত্র লিখিলে, উক্ত গ্রন্থ তাহাদের নিকট প্রেরিত হইবে।

প্রার্থনার আবশ্যিকতা ও বুদ্ধিমত্তা

১০

জাতি ভেদ

১০

পরকাল

১০

ভারত ক্ষেত্রে সংস্কার কাণ্ড ও তৎসাধনের উপায়

১০

১৩ নং মজাপুর ষ্ট্রীট

শ্রীমোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়।

১১ শ্রাবণ।

সহঃ সম্পাদক।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের দাতব্য, প্রচার ফণ্ডের দাতব্য, এবং পুস্তকের মূল্য হিসাবে যাহার নিকট যাহা প্রাপ্য আছে, অনুগ্রহপূর্বক এই সময় প্রেরণ করিলে বিশেষ উপকৃত হওয়া যায়। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অনেক ব্যয়ের প্রয়োজন, অর্থাৎ তাহা সুন্দর ও শৃঙ্খলরূপে নিষ্ঠা-হিত হইতে পারে না, ইহা বলা বাহুল্য। অতএব সভা, গ্রাহক ও স্থানীয় এজেন্ট মহোদয়গণ এবিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হন, একান্ত প্রার্থনা।

উপরোক্ত দাতব্য ও মূল্য অন্য নামে পাঠাইলে গোলযোগ হয়, এই জন্য আমার নামেই প্রেরণ করিলে বাঞ্ছিত হইবে।

১৮৮০। ১৫ ই জুলাই

শ্রীউমেশচন্দ্র দত্ত

১৩ নং মজাপুর ষ্ট্রীট কলিকাতা

সহকারী সম্পাদক।

দীপ্ত শিরার অভিষেক।

সবল পদ্য প্রার্থনা পূর্ণ এই ক্ষুদ্র পুস্তক খানি ব্রাহ্মসমাজে এক সময়ে অত্যন্ত আদরের বস্তু ছিল। অনেক দিন ইহা অপ্রাপ্য হওয়াতে পুনর্মুদ্রিত হইয়া প্রচারিত হইয়াছে। যাহাদিগের প্রয়োজন হয়, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কার্যালয়ে তত্ত্ব করিলে প্রাপ্ত হইবেন। মূল্য ১০ আনা মাত্র।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজমন্দির নির্মাণ জন্য
যাঁহারা চাঁদা স্বাক্ষর করিয়াছেন, তাঁহাদিগের
নিকট বিনীত নিবেদন যে, তাঁহারা অবিলম্বে
তাঁহাদিগের অঙ্গীকৃত অর্থ প্রেরণ করিয়া বাধিত
করেন। শীঘ্র শীঘ্র অর্থ সংগ্রহ না হইলে
সমাজ-মন্দির নির্মাণ কার্য চলি অকঠিন
হইবে।

১৩ নং মির্জাপুর ষ্ট্রীট, } শ্রীগুরুচরণ মহলানুবিংশ
কলিকাতা। } বিল্ডিং কমিটির সম্পাদক।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

এতদেশীয় জীলোকদিগের বিশেষ পাঠোপযোগী এই
পত্রিকা কাঠিকমাস হইতে পুনঃপ্রকাশিত হইতেছে।
যাঁহারা গ্রাহক হইবার ইচ্ছা করেন, অগ্রহণপূর্বক নিম্নলিখিত
ঠিকানায় সংবাদ লিখিবেন ও মূল্য পাঠাইবেন। অগ্রিম
বার্ষিক মূল্য কলিকাতার জন্য ২।০ এবং মুম্বইয়ের জন্য ২।৫,
বাৎসরিক মূল্য বার্ষিক মূল্যের অর্ধেক।

বামাবোধিনী কার্যালয়
৪৪ নং সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট } শ্রীজগদীশ ঘোষ।
কলিকাতা ১০ই কার্তিক ১২৮৬ } সহকারী কাৰ্য্যাধ্যক্ষ

তত্ত্বকৌমুদীর প্রথম ভাগের প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা বাদে
প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ একত্রে বাক্যই হইয়া বিক্রয়ার্থ আফিসে
প্রস্তুত আছে মূল্য ৪ ডাকমাশুল ১।০। কাৰ্য্যাধ্যক্ষ।

আগামী ১৮৮১ বৃদ্ধাব্দের “ব্রাহ্মপকেট এলমেনেক্” নামক
পত্রিকাতে ভারতবর্ষ সমস্ত ব্রাহ্মসমাজের যথাযথ বিবরণ
সংগ্রহ পূর্বক প্রকাশ করিবার মানসে বিনীতভাবে এই
প্রার্থনা করিতেছি যে, প্রত্যেক সমাজের সম্পাদক অগ্রহণ
পূর্বক স্বীয় সমাজসম্পর্কীয় নিম্নলিখিত বিবরণ আমার নিকট
পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। ভরসা করি যে গত বৎসর
যে সকল সমাজ হইতে বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই এবং
যে সকল সমাজের নতুন প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, তাঁহারা এক্ষণে
সদয় হইয়া বাধিত বিবরণ প্রেরণে অগ্রহণ করিবেন।
বর্তমান বর্ষের পত্রিকাতে যে সকল ব্রাহ্মসমাজের বৃত্তান্ত
প্রকাশিত হইয়াছে, ঐ সকল সমাজ সম্পর্কে পূর্ব প্রকা-
শিতের পর যে কোন পরিবর্তন ঘটিয়াছে তাহাই কেবল
জানাইবেন। যদি সংবাদ প্রাপ্তির অভাবে কোন সমাজের
নাম পত্রিকাতে উল্লেখ করা না হয়, তাহা অতিশয় ক্ষোভের
বিষয় হইবে।

বিবরণ।

- ১। সমাজের নাম ও তাহা কোন্ স্থানে অবস্থিত (ডাক
ঠিকানা সহিত)

২। সমাজ সংস্থাপনের দিন।

৩। নিয়মিত উপাসনার সময়।

৪। বার্ষিক উৎসবের দিন।

৫। আচার্যের নাম।

৬। সম্পাদকের নাম।

৭। সমাজের সভ্যের সংখ্যা।

৮। কোন প্রচারক থাকিলে তাঁহার নাম।

৯। সমাজের মন্দির আছে কি না। যদি থাকে তবে
তাহা কোন্ সময়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

১০। সমাজের অন্তর্গত বিদ্যালয়াদি।

উল্লিখিত বিবরণ আগামী ১লা অক্টোবর বা তৎপূর্ব
কোরগরে আমার ঠিকানায় পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্র



এই যন্ত্রে ইংরেজি ও বাঙ্গালা মুদ্রাঙ্কণ কার্য
সুচারুরূপে, অল্প সময়ে এবং উচিত মূল্যে সম্পন্ন
হয়। সংবাদপত্র, পুস্তক, চেক, দাখিলা, রসিদ,
বিল, শিরোনামা, নানা প্রকার ক্ষুদ্র কার্য,
নানা রঙের মুদ্রাঙ্কণ, স্বর্ণময় মুদ্রাঙ্কণ, ইত্যাদি।

মুদ্রিতকরা যাঁহারা প্রয়োজন হইবে, তিনি
কম্প্রাধ্যক্ষের নিকট কলিকাতা ৯৩ নং কলেজ
ষ্ট্রীট ভবনে অনুসন্ধান করিবেন।

বিক্রেয় পুস্তক।

নিম্ন লিখিত পুস্তকগুলি ১৩ নং মির্জাপুর ষ্ট্রীট সাধারণ
ব্রাহ্মসমাজের কার্যালয়ে প্রাপ্ত হওয়া যায়। যথা—

পুস্তকের নাম	মূল্য	ডাকমাশুল।
Channing's Complete works	১।০	৮০
Practical Sermons	৫০	১০
Memoir of Dr. Carpenter	৫০	৮০
Perfect Life	১।৫	৮০
Morning & Evening meditations	১।৫	৮১০
Last Days of Raja Ram		
Mohon Roy	১।০	৮১০
সম্মত-হার (বাবু গুণ্ডরীকাক সুখোপাধ্যায় প্রণীত)	১।০	৮১০
স্বকীর্তন কুটীর	১।০	৮১০
শিশুর সমাচার	১।০	৮১০
ধর্মকুসুম (বালক বালিকাদিগের জন্য)	১।০	৮১০

তত্ত্ব-কৌমুদী

[পার্শ্বিক পত্রিকা]

৩য় ভাগ।

১২ নং সংখ্যা।

১লা অগ্রহায়ণ সোমবার, ১৮০২ শক। ব্রাহ্ম সংবৎ ৫১।

বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ১০
মহাশয় ৫০
প্রতি গ্রন্থ নগদ ৮০

মান সম্মান এমন পদার্থ যে এলোতে একবার পতিত হইলে মোকো বিষম শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া পড়ে। তখন আর সম্পূর্ণরূপে বিলাস অচ্যুতের কাণ্ড করিতে পারেনা হয় না। আগার ওদিকে যশস্বতী বনতঃ অনেক ইশ্বরের পিতা কাণ্ড করিতে গিয়া ঐশ্বরের বিষ্ণু হইয়া গান। তাঁতাদিদের বন্যসোহত ক্রিপে চারিদিকে বিস্তৃত হইলে, লোক ক্রিপে বিদ্যা বুদ্ধি বাগ্মিতা প্রভৃতির প্রশংসা কবিত্তেছে; চরিত্রের গুণে লোকের ক্রিপে বৃদ্ধ হইলে, সেই দিকেই দৃষ্ট পড়ে। বালক যেমন খেঁহের দ্বিত্বিত নিত দেহের ছায়ায় দৈর্ঘ্য দেখিয়া আনন্দিত হয় সেইরূপ এই মানব অল্প বিদ্যা লোক আনন্দনিক শক্তির কাণ্ড দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া থাকেন। প্রকৃত বুদ্ধিমান ও প্রকৃত ঐশ্বর্য পোষক তিনি, যাহার মস্তকে "তোমার নাম মহিমান্বিত হইক" এই প্রাণনা সন্দনা জাগরুক আছে। আস্তা তিনি পদ ও মস্তকে অগ্রগণ্য কল্যা যদি বিধান ও মস্তকের অচ্যুতের সকলের প্রকার তলে গমন করিতে হয় তাহা করিতেও প্রস্তুত। এই ভাবে যাহারা ঐশ্বরের পথ আগ্রহ করেন তাহারা এই তাঁতার প্রেমের আধিকারী। আমাদের অবস্থা অতি শোচনীয়, আমরা ঐশ্বরের গৌরব অপেক্ষা নিজের বা নিজ দলের গৌরব অগ্রে অবস্থান করি। জগদাধর! কবে তুমি বিশ্বাসীর গ্রন্থ দ্রবতা হইতে শ্রমের মুক্তি লাভ করিব। তুমি আমাদের সহায় হও বর্ষাদার পলেব নায় যেন আমরা বলিতে পারি যে "তোমার বিষকাতা ও তোমার প্রেমের সহিত তুমিনায় জগতের মান মগাদা, সমস্ত প্রতিপত্তি মহেশ্বরের উৎসর্গীকৃত অপকৃষ্ট বস্তুর নায়।"

সত্য পথে কি যে সে ব্যক্তি চলেতে পারে? প্রসিদ্ধ আন্তরিক নিষ্ঠা ও অচল আস্থা বাণীত মনুষ্য ধর্ম্মপথে গির থাকিতে পারে না। সম্পূর্ণ সত্যনিষ্ঠ চরিত্রের অনেকগুলি লক্ষণ আছে; (১ম) সত্য নির্দ্ধারের জন্য একান্ত আগ্রহ (২) সত্যকে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করিবার জন্য উৎসুকতা ও চেষ্টা, (৩) সত্য স্টিচারে বার বার ঐশ্বরের নিকট প্রার্থনা করা, (৪র্থ) সত্য নির্দ্ধারিত হইলে কারমনোবাক্যে তদ্রূপ হওয়া। এই চারিটী যে ব্যক্তির চরিত্রে মিলিত না হয় তাহাকে সম্পূর্ণরূপে সত্যপ্রিয় বলা যায় না। যে ব্যক্তির সত্য জানিবার জন্য বিশেষ ব্যগ্রতা নাই, সত্যটী সম্পূর্ণরূপে জানা হইল কি না

সে বিষয়ে দৃষ্টি নাই এবং সত্য জানিবার তদ্রূপারে আচরণ কারবার সংকল্প নাই; তদ্রূপের তাহাকে মানব জন্মের একটা সর্বভেদে স্থাপে বদিত করেন। হে বন্ধু! যদি মাহুম হইতে চাহ, যদি ঐশ্বরের রাজ্যে তাহার ইচ্ছানুসৃত হইতে চাহ, যদি লোকের অন্ধা ও অনুরাগের পায় হইতে চাহ, এই চাহাব বদ্রূপ উপার্জন করিবার চেষ্টা কর, অন্য আয়োজন করিতে হইবে না। বিশেষতঃ সন্দনা সতর্ক থাকিবে কখনও বিধান ও সত্য বিকল্প আচরণ করিবে না। যতক্ষণ না বুঝিবে ততক্ষণ অতি মহৎ লোক হইলেও তাঁহার মস্তের অনুসরণ করিবে না; ঐশ্বরের ইচ্ছা নিজে যতক্ষণ না বুঝিবে নহা আদেশের নাম শুনিবেও সেপথে যাইবে না; লোকের বিজ্ঞাপ বা নিদার ভয়ে বিধান বিকল্প কল্পা বলিবে না বা বিধান বিকল্প আচরণ করিবে না। ইচ্ছা যে মানবায়ার কি সন্দনাশ হয় তাহা বলিয়া জানান যায় না। সাবধান! সাবধান! এমন সন্দনাশের পথ হইতে বিরত থাকিবে। অনেক প্রকারে কপটতাচরণ এবং সূত্রেব অবমাননা করিয়া জানিবার আহার ওজাবতা গ্রন্থের নষ্ট হইয়াছে, যে অনেক সময় আমরা সত্য জানিবার জন্য ব্যগ্র হই না; যদি বা জানি সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে ইচ্ছুক হই না এবং যদিও বা সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম কার তদ্রূপারে আচরণ করিতে যে আমরা বাবা তাগা বুঝিতে পারি না। জগদীশ্বর এই শোচনীয় অবস্থা হইতে আমাদেরকে মুক্ত করুন। হে প্রভো! আমাদেরকে সম্পূর্ণরূপে সত্য-পরায়ণ কর।

ঐশ্বরোপাসনার দ্বারা অনেক সময় লোকের কপটতা শিক্ষা হয়। ব্রাহ্ম পাঠক হয়ত বলিবেন একি অসম্ভব কথা! অপেক্ষা করুন একথা নিতান্ত অসম্ভব নয়। উপাসনা স্থলে আসিয়া অনেকে বাস্তবিক কপটতাচরণ করিয়া থাকেন। প্রথমতঃ উপাসনার ভাষা শুনিয়া শুনিয়া অনেক সময় কতকগুলি স্থলিত শব্দ আমাদের মনস্থ হইয়া যায় উপাসনাতে বসিবামাত্র সেই শব্দ গুলি অভ্যাস বশতঃ মুখ দিয়া বহির্গত হইতে থাকে। তাহার এক একটা শব্দের যে গুরুতর অর্থ, যদি আমাদের হৃদয়ের ভাব ও তাহার গভীরতার অরূপ হয় তাহা হইলে তেমন প্রত্যেক উপাসনা দ্বারা আমাদের আত্মা বাস্তবিক স্বর্গের দিকে উন্নীত হয়, কিন্তু তাহাই কি সকল সময় ঘটে? অনেক সময় কি একপ দেশা যায় না যে

মুখের ভাষা স্বর্ণে গেল এবং হৃদয় পৃথিবীতে রহিল। 'একুপ ভাবে পরমেশ্বরকে ডাকিলে নামাপরাধ হইয়া থাকে। এই এক প্রকার কপটতা। দ্বিতীয় কপটতা ইহা অপেক্ষা শোচনীয়; অনেক দুর্দলচিত্ত ব্যক্তি উক্ত নাম পাইবার লোভে অনেক সময় ভক্তির বাহা লক্ষণ সকল প্রদর্শন করিয়া থাকেন। এক ব্যক্তির উপাসনা কালে নিদ্রাকর্ষণ হইতেছে, তিনি নমস্কারের ভাণ করিয়া, বা স্বাভাবিক শিরঃসঞ্চালনের ভাণ করিয়া নিদ্রা গোপন করিবার প্রয়াস পাইতেছেন; কোন প্রকারে নিদ্রার হস্ত হইতে বাচিতে পারিতেছেন না অথচ পাছে লোকে অভক্ত ভাবে এই ভয়ে নেত্র উন্মীলন করিতে সাহসী হইতেছেন না; কপটতা দ্বারা নিজ দোষ গোপনের প্রয়াস পাইতেছেন। একুপ ধর্ম সাধনে অধ্যক্ষ রুজি ভিন্ন অন্য ফল হয় না। বাহ্য লক্ষণের দিকে যাহা-দের অধিক দৃষ্টি; কপটতা করিতে যাহাদিগের বাঁধে না তাহাদিগকে অধিক কাল ধর্ম জগতে থাকিতে হইবে না।

আত্মগোপনিক ব্রাহ্মের তালিকা সংগ্রহ হইতেছে। কেহ কেহ বলিতেছেন ব্রাহ্মের আবার আত্মগোপনিক আত্মগোপনিক কি? যিনি ব্রাহ্ম, তিনি একমাত্র জীবন্ত সত্যস্বরূপ ঈশ্বরের উপাসক, তিনি কি আবার কোন প্রকার অত্মগোপনে পৌত্তলিকতাচরণ করিতে পারেন? সুতরাং একুপ প্রভেদ করা অকর্তব্য। প্রকৃত বিশ্বাসের এই কথা তাহাতে সন্দেহ কি? কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের দেশে, সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস অমুসারে কাণ্ড না করিলে দোষ কি, তাহাও বুঝাইয়া দিতে হয়। সুতরাং ব্রাহ্মদিগের মধ্যেও বহুসংখ্যক লোক একুপ আছেন, যাহারা সত্য স্বরূপ ঈশ্বরের উপাসক হইয়াও কাণ্ড কালে পৌত্তলিকতাচরণ করিয়া থাকেন। ঈশ্বরের রূপায় ব্রাহ্মসমাজের এ দুর্দলতা দূর হইবে। আপাততঃ তাহারাই আত্মগোপনিক শব্দ বাচ্য যাহারা কোন প্রকার সামাজিক বা গার্হস্থ্য অত্মগোপনে পৌত্তলিকতাচরণ করেন না বা করিবেন না। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, যাহারা নিজ আচরণে পৌত্তলিকতা ও আতিভেদের প্রশ্ন দেন না তাহারাই আত্মগোপনিক ব্রাহ্ম।

একজন আমাদিগকে সিজ্ঞাসা করিলেন ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হইতে গেলে কি চাই? উত্তর, প্রথম নিয়ম, জীবন্ত ঈশ্বরকে জীবনের জীবনরূপে উপলব্ধি করিতে হইবে। এবড় সামান্য ব্যাপার নয়। ঈশ্বর যখন অধির ন্যার তোমার প্রাণে লাগিবেন; যখন দেখিবে যে তোমার পবিত্রতার প্রতি রুচি এবং পাপের প্রতি অরুচি জন্মিতেছে, যখন দেখিবে চিন্তা ও কল্পনার স্রোত পুরাতন পথ পরিত্যাগ করিতেছে; সংপ্রসঙ্গ ও ঈশ্বরের-ঈশ্বর কার্য পরম মিষ্ট বস্তু বোধ হইতেছে, তখন বুঝিবে যে ঈশ্বর জীবনের জীবন হইতেছেন। দ্বিতীয় নিয়ম জীবনে সম্পূর্ণরূপে সত্য স্বরূপ ঈশ্বরের অমুর্ত হইতে হইবে। প্রতিদিন ভক্তি শ্রদ্ধার সহিত ঈশ্বরে চিত্ত সমাধানের অভিযাস করিবে, একমাত্র সত্য স্বরূপ ঈশ্বর ব্যতীত আর কোন করিত দেবতার নিকট যত্নক অবনত

করিবে না; কোন প্রকার পারিবারিক বা সামাজিক অত্মগোপনে পৌত্তলিকতাচরণ করিবে না, এবং নিজে নম্রতার ভ্রাতৃত্ব বিরোধী কোন আচরণ করিবে না। ঈশ্বরকে জীবনের জীবনরূপে অমুর্ত করিলে, এসকল নিয়ম প্রতিপালন করা কঠিন হইবে না।

স্তুতি ও নিন্দা।

এ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিবার ইচ্ছা হইতেছে, অনেক ভ্রাতৃ লোকে মনে করিয়া থাকে যে সত্যকতা দ্বারা অস্তরের অসামুদ্রিক গোপন করিয়া জগতে সামুদ্রিক প্রতিপত্তি লাভ করা যায়, এই কারণে দেখা যায় যে লোকে বাহিরের কথা ও বাহিরের আচরণের দিকেই অধিক দৃষ্টি রাখে। "অমুককে যদি এ কথাটা না বলিতাম, অমুকের প্রতি যদি একুপ আচরণ না করিতাম তাহা হইলে ভাল হইত" এই বলিয়া অনেককে দুঃখ করিতে দেখা যায়; কিন্তু অমুকের সম্বন্ধে একুপ ভাব কেন অস্তরে গোপন করিলাম, একুপ অসামুদ্রিক কেন হৃদয়ে উদ্ভিত হইল, একুপ বলিয়া অতি অল্প লোকেই দুঃখ করিয়া থাকে। কিছু স্বকন্দশি ব্যক্তির দেখিতে পাইবেন যে কুকুরের যেমন ঘ্রাণ শক্তি আছে তেমনি মানবায়রও ঘ্রাণ শক্তি আছে। পরিচয় মাঝে কাহার অস্তরে সামুদ্রিক বা অসামুদ্রিক আছে তাহা যেন আত্মগোপনের দ্বারা বুঝিতে পারা যায়। একুপ কি পাঠকণঃ কখন ও দেখেন নাই, এক ব্যক্তির নিকট যাওয়া গেল, তিনি অত্যা-র্থনা সুসক হাস্য করিলেন, মন বলিয়া দিল সে হাস্য অন্তরের বিদ্রোহ গোপনের চেষ্টা মাত্র। এক ব্যক্তি কত সত্বে ও সোজন্য দেখাইতেছে, মনস্তত্ত্বের জন্য বিবিধ প্রকার ক্রেশ স্বীকার করিতেছে, তথাপি তাহার প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা বলিলে যে ভাব বুঝার সে ভাবের উদয় হইতেছে না। মন যেন বলিতেছে লোকটা বড় ভাল নয়। ধর্মপ্রচারক ধর্মপ্রচার করিতে গেলেন, তিনি বলিতে কহিতে, লিখিতে পড়িতে, মিশিতে, আপ্যায়িত করিতে সুপটু, কত কত উচ্চ উচ্চ কথা প্রচার করিলেন, মুখে স্বর্গীয় ভাবের ছড়াছড়ি করিলেন, তিনি যেইপক্ষঃ ফিরিলেন, রমণীরা বলিতে লাগিলেন যে লোকটার দৃষ্টি খারাপ, পুরুষেরা বলিতে লাগিলেন লোকটা উচ্চদের নর অর্থাৎ মুখে বেক্রপ উচ্চদের কথা বলিয়াছিলেন মনের অবস্থা সেরূপ নয়। কে একুপে ভিতরের চরিত্র প্রকাশ করিয়া দিল?

অসামুদ্রিক যে স্বরূপে সামুদ্রিক প্রতিপত্তি লাভ করা সম্ভব নয় তাহার অন্য কোন যুক্তি না থাকিলেও একটা প্রধান যুক্তি এই যে কোনও ব্যক্তির পক্ষে এতদূর সত্যক হওয়া সম্ভব নয় যে সে কখনও নিজ চরিত্রের দুর্দলতা প্রকাশ করিবে না। জনসমাজ, পরিবার, নিজগৃহ প্রভৃতি স্থলে যে কখনই তাহার অসাবধানতার যুক্তি আসিবে না একুপ সম্ভব বোধ হয় না। যখন লোকের নিজ কথা বা কাহার দিকে দৃষ্টি থাকে তখনই সে ব্যক্তি সত্যক হইতে পারে; কিন্তু আমরা অনেক সময় নিজের অজান্তসারে নিজের

চরিত্র প্রকাশ করিয়া ফেলি। একরূপ শ্রুত হওয়া যায়, কোন রাজসভাতে এক বার এক জন লোক অসিয়াছিল, সে ব্যক্তি একরূপ বেশ গোপন করিয়াছিল ও নানা ভাষাতে একরূপ কথা কহিতে পারিত যে সে কোন জাতীয় লোক কেহই স্থির করিতে পারিল না। অবশেষে একজন চতুর লোক স্থির করিবার ভার লইল। উক্ত আগন্তুক একদিন অনামনক হইয়া পথে যাইতেছে এমন সময় ঐ চতুর ব্যক্তি হঠাৎ আনিয়া তাহার পৃষ্ঠে পদাঘাত করিল; তাহাতে আগন্তুকের ক্রোধের উদয় হইল; ক্রুদ্ধ হইবামাত্র তাহার নিজের ভাষা বাহির হইয়া পড়িল। সেইরূপ অনামনক হইলেই লোকের নিজের চরিত্র বাহির হইয়া পড়ে।

এই সকল দেখিয়া আমাদের দৃঢ় প্রতীতি হইয়াছে যে জগদীশ্বরের ধর্মরাজ্যে বাহারা অসাধু হইয়া সাধুতার শ্রদ্ধা চায় তাহাদের ন্যায় ভ্রান্ত আর নাই। অপরদিকে প্রকৃত সাধুতা যদি কাহারও থাকে তবে তাঁহার মান মর্যাদা জগদীশ্বর বাড়াইয়া থাকেন; তাঁহার রাজ্যে প্রকৃত সাধুতার ও পবিত্র হয় না।

পূর্বোক্ত মতো বিশ্বাস স্থাপন করিয়া একবার জগতের স্ততি নিন্দার বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া যাউক। জন সমক্ষে আমরা সর্বদাই পরম্পরের চরিত্রের প্রতি মতামত প্রকাশ করিয়া থাকি। স্ততি বা নিন্দা তিন কারণে ঘটয়া থাকে। প্রথমঃ অধিকাংশ স্থলে লোকে আমাদের সহিত মিশিয়া পরিচয় দ্বারা চরিত্রের যে সকল দোষগুণ জানিতে পারে, তদ্বারাই তাহাদের সংস্কার জন্মে। দ্বিতীয়তঃ ব্যক্তিগত সুখ দুঃখের সংশ্রব থাকতে কৃতজ্ঞতা বা বিদ্বেষ জন্মে, তন্নিবন্ধন স্ততি বা নিন্দা শুনিতে পাওয়া যায়। তৃতীয়তঃ লাস্তি বশতঃ বা লোক মুখে শুনিয়া অনেক সময় আমরা ব্যক্তি বিশেষের প্রশংসা বা নিন্দা করিয়া থাকি। এই ত্রিবিধ স্থলে আমাদের যদি সত্যের প্রতি এবং সাধুতার প্রতি প্রকৃত বিশ্বাস থাকে তাহা হইলে আমরা কি করি? স্ততি বা নিন্দা শুনিবামাত্র আমাদের দৃষ্টি অন্তরের দিকে পতিত হয়; যদি দেখি যে লোকে যে নিন্দা করিতেছে বাস্তবিক সেই অসাধুতা চরিত্রে আছে, তখন ভাবি আমি নিজেই যখন এই অসাধুতা অন্তরে রাখিয়াছি তখন ত আমি এই নিন্দার উপযুক্ত; যদি দেখি যে প্রশংসা করিতেছে তদনুরূপ সদগুণ আমার অন্তরে নাই, তাহা হইলে ভাবি এ প্রশংসা স্থায়ী হইবে না; লোকে আমার প্রকৃত দুর্বলতা একদিন জানিবেই জানিবে। যদি দেখি লোকে ভ্রান্তি বশতঃ বা লোক মুখে শুনিয়া নিন্দা করিতেছে, তখন মনে করি প্রকৃত ঘটনা না জানাতেই তাহারা ভ্রমে পড়িয়াছে প্রকৃত ঘটনা অসংকোচে জানান কর্তব্য। যদি দেখি কেহ বিদ্বেষ বশতঃ নিন্দা প্রচার করিতেছে, তখন ভাবি এ অসাধুতা যখন আমাতে নাই, তখন এ নিন্দাও আমাকে দীর্ঘকাল স্পর্শ করিবে না। মনে কর একজন অপর এক ব্যক্তিকে অহঙ্কৃত বলিয়া নিন্দা করিয়া আসিলেন; বাহারা সেই নিন্দা শুনিলেন প্রথমে তাহাদের অশ্রদ্ধা জন্মিল বটে কিন্তু তৎপরে তাহাদের নিন্দিত

ব্যক্তির সহিত পরিচয় হইয়া যখন জানিলেন যে সে ব্যক্তির অহঙ্কার নাই তখন তাহাদের কি নিন্দা প্রচারকেরই প্রতি অশ্রদ্ধা জন্মে না? এবং তাহারা দশজনে কি আবার অপর দশ জনের ভ্রান্ত সংস্কার দূর করিবার চেষ্টা করেন না। ঐশ্বরের জগতে অন্যায় নিন্দা স্থান প্রাপ্ত হইতে পারে না। “ধর্মো বক্ষতি ধার্মিকং” ধর্মই ধার্মিককে রক্ষা করেন।

ঐশ্বরের রাজ্যে যখন এমন সুবিচার তখন আমাদের কি শেচনীয় অবস্থা যে আমরা সত্যের উপর এবং সাধুতার উপর নির্ভর করিতে পারি না। মনে করি যেন কপটতা দ্বারা বা সত্য গোপনের দ্বারা কোন ব্যক্তির বা কোন দলের মান মর্যাদা রক্ষা হইতে পারে। হে ব্রাহ্ম বন্ধু! যদি দেখ বাস্তবিক তোমার দলের কোন লোকের দ্বারা এমন কোন কার্য হইয়াছে যাহা নিন্দনীয়, তবে সে জন্য লোক নিন্দাকে দুঃখের কারণ কেন মনে কর? লোকে নিন্দা করে তাহা তত দুঃখের বিষয় নয়, কিন্তু তোমাদের মধ্যে একরূপ নিন্দিত কার্য যে হইতে পারে ইহাই সর্বাপেক্ষা দুঃখের বিষয়। লোকে যদি জানিতে চায়, ঐশ্বরকে সাক্ষী রাখিয়া আমূল সমুদায় কথা ভাঙ্গিয়া বল; শুনিয়া যদি কাহারও অশ্রদ্ধা হয়, মোদী থাক, তোমরা সে অশ্রদ্ধার উপযুক্ত। আর যদি দেখ কেহ শত্রুতা বশতঃ অসত্য নিন্দা রটনা করিতেছেন; লোক-দিগকে সরলভাবে তোমাদের গুণ দোষ সমুদায় দেখিতে দেও, দেখিবে সে নিন্দা স্থায়ী হইবে না। ঐশ্বর যদি থাকেন তিনি সাধুতার রক্ষক, ইহাকে কি আর সন্দেহ আছে। গোপনে তাঁহার মুখ যেরক্ষা করে ঐশ্বর লোকালয়ে সেই সাধুর মুখ উজ্জ্বল করিয়া থাকেন। হে ব্রাহ্ম! এই সত্যটি যদি শিখিয়া না থাক, তবে প্রকৃত বিশ্বাসের মর্ম এখনও জান না।

আমাদের বিবেক এত দুর্বল যে আমরা জনশ্রুতিতে শুনিবামাত্র কুংসা প্রচার করিতে কুণ্ঠিত হই না। “ওহে শুনিয়াছ অমুক এমন, অমুক তেমন” এইরূপ কর্ণে কর্ণে বলার যে সুখ তাহাকে আমরা পরমসুখ জ্ঞান করি। ইহাতে সময়ে সময়ে যে কি ধর্মবিরুদ্ধ আচরণ হয়, তাহা একবার অহুভব করিতে পারিলে বোধ হয় এক মাঝেই সতর্ক হইবেন। মনে কর, আমি কোন ব্যক্তির কোন দোষের কথা শুনিলাম। শুনিবামাত্র আমার তিন জন বন্ধুকে বলিলাম, তাহারা তৎপর দিন আর দশ জনকে বলিলেন, এইরূপে সেই কুংসা বহুদূর ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। অবশেষে দুই মাসের পর আমি বিশেষ প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়া জানিলাম যে সে কথা যিনি বলিয়াছিলেন তাহার ভ্রম হইয়াছিল। তখন আমার অহুতাপ উপস্থিত হইল ভাবিলাম কেন বিনা অনুসন্ধানে এক ব্যক্তিকে দোষী ভাবিয়াছিলাম; ঠাট্টা হইল যে বাহাদিগের নিকট পূর্বে নিন্দা করিয়াছি তাহাদিগেরও ভ্রম দূর করি; কিন্তু কত লোকের ভ্রম দূর করিব? দেখ, যে পরিমাণে অনিষ্ট করিয়া ফেলিয়াছি তাহা আর সংশোধনের উপায় হইল না। এই জন্য ব্রাহ্মমাত্রেয়ই নিম্নলিখিত নিয়মটি অবলম্বন করা কর্তব্য। কোন ব্যক্তির কুংসা কর্ণগোচর হইলে, তাহার তথ্য নিরূপণের

চেঁটার প্রবৃত্তি হইবে; যত দিন ঐশ্বর্য্যকাম দ্বারা নিজে নিঃসন্দেহ না হও ততদিন আর জন প্রাণীকে সে কথা বলিবে না। এই ব্রাহ্মোচিত ব্যবহার। লেখক যে এই নিয়ম বিরুদ্ধ কার্য্য কখনও করেন নাই, তাহা যেন ব্রাহ্ম পাঠক মনে না করেন। এই নিয়ম বিরুদ্ধ কার্য্য করিয়া নিরপরাধ ব্যক্তির অনিষ্ট হইল দেখিয়াছি; একভাবে বলিয়াছি লোকে আর এক ভাবে লইয়া তিনকে ভাল করিয়াছে দেখিয়াছি; যে অপকণ্ড করিয়া ফেলিয়া তাহা আর সংশোধন করিতে পারিলাম না বলিয়া অতুতাপের অশ্রুভণ ফেলিয়াছি, এবং ঈশ্বরের নিকট উপাসনার সময় কাঁদিয়াছি। সেই জন্যই ব্রাহ্ম মাত্রকে এই পরামর্শ দিতেছি। নিন্দিত বন্ধু! তুমি বৈধা বলধন কর, তুমি যাহার উপযুক্ত তাহাই পাইবে। নিন্দাকারি! তুমি একবার চিন্তা কর, যদি হোমার প্রচারিত কুন্স পথে অসত্য বলিয়া প্রমাণিত হয়, তখন তুমি কি করিবে? জগদীশ্বর আমাদের অত্রাঙ্ক বিবেককে অগ্রে ভ্রান্তবশে দীক্ষিত করেন। তবে দেশ মধ্যে ধর্ম্ম প্রচার করিব।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রতি নববিধানী- দিগের ব্যবহার।

শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন ও তাঁহার প্রচারকগণ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রতি যে প্রকার ব্যবহার করিতেছেন আমরা এত দিন তাহা উপেক্ষা করিয়া আসিতেছি। আমরা প্রথমে ভাবিয়াছিলাম সাময়িক উদ্বেজনা বশতঃ তাঁহাদিগের যে ঐশ্বর্য্যচ্যুতি হইয়াছে, কিয়ৎকাল পরে তাহা নিবৃত্ত হইবে, কিন্তু এখন দেখা যাউক যে তাঁহাদের সাময়িক উদ্বেজনা ক্রমে স্থায়ী শত্রুতার পণিবৃত্ত হইতেছে। কেশব বাবুর উৎসাহ যখন যে দিকে ধাবিত হয় তিনি অজ্ঞের ন্যায় সেট পথ অবলম্বন করেন। তাঁহার জীবন যাহারা নিগূঢ় রূপে আলোচনা করিয়া আসিতেছেন তাঁহারা তাঁহার সহস্র প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়াছেন। আমরা দৃষ্টান্ত স্বরূপ কতকগুলি বিষয় উল্লেখ করিতেছি। ১৮৬৩ সালে যখন তিনি খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায়ের সহিত ধর্ম্মগুদ্ধে পদব্রত হন, তখন তঁহাদের পুরাতন ও নূতন বিধান (Old Testament and New Testament) লইয়া কত উপহাস করিতেন। অপরিবর্তনীয় ঈশ্বরের ইচ্ছার পরিবর্তন হয় না তাঁহার পুরাতন উচ্চা ও নূতন উচ্চা আসিতে পারে না, এই বলিয়া কত প্রকাশ্য বক্তৃতাতে তিনি রেভারেন্ড ডাউসন ও লালবিহারী দে কে উপহাস করিতেন। এখন যে ব্যক্তি তাঁহার প্রচারিত নতন বিধানে বিশ্বাস না করে তাকে সেই প্রকার বিজ্ঞপ করিতেছেন। যখন এই মহানগরীতে মনুক্রিয় নামক জনৈক খ্রীষ্টীয়ান হিন্দু জাতির ন্যায় পরতার অশ্রাব বিষয়ে বক্তৃতা করেন, কেশব বাবু তাঁহার “ঈশা ইষ্টোপা আসিয়া” নামক বক্তৃতার ক্ষমাশূণের পক্ষ অবলম্বন করিয়া খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায়কে তদ্বিষয়ে যে উপদেশ দিয়া ছিলেন তাহা সকলেরই স্বরণ আছে। তিনি ইংলণ্ডেও এই গুণের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া আসিয়াছেন। তিনি সেন্ট-

জেমসহলে বলিয়াছিলেন যে “আমি পৃথিবীর সচিব ক্ষমাশূণ প্রচার করিয়া, উপহাস্যাস্পদ হওয়াও প্রথমেনে করি; কিন্তু সাময়িক লোকদিগের সাহিত্য প্রাণিহিংসার পথ প্রচার করিয়া খ্যাতি লাভ করিতে চাই না।” কিন্তু আজ কাল তিনি কি মত প্রচার করিতেছেন তাহা দেখুন—“কাকেবেরা আমাদের প্রতি অত্যাচার করিবে আমরা ক'রব, কিন্তু যখন তোমার প্রতি অত্যাচার করিবে তখন কি তোমার সম্মান হইয়া ক্ষমা করিতে পারি?—তোমার শত্রু আমাদের শত্রু।” যখন মিসকলেট তাঁহার প্রশংসা করিতেন তখন ঐ রমণীর উদারতা ও ধর্ম্ম ভাবের প্রশংসা তাহার মুখে প্রবৃত্ত না, কিন্তু যে দণ্ডে ঐ বুদ্ধিগা মহিলা তাঁহার কণ্ঠের দোষ প্রদর্শন করিলেন সেই মুহূর্ত্তে মিসকলেট ওদণ্ডা দ্বিধাবাদী অধ্যাত্মিক বৃত্তীমান শব্দে বাচা হইলেন। কেচবিহার বিবাহের পক্ষে যে সমস্ত ব্রাহ্ম নরনারী কেশব বাবুর নিকট পরম অজ্ঞের ছিগেন ঐ বিবাহের পরেই তাঁহারা “নাথিক, দৈত্য, দানব, কাকের ব্যভিচারী, বাফস, বগের চক্রেবৎসবাবী, ঘোব সামারী, বিনামী ও উদ্রিয় পরায়ন” হইয়া গেলেন।

কেশব বাবু নিজে এই প্রকার কটুক্তি করাকে হইটো অনিষ্ট বিচারে সম্মতন। প্রথমক, তাঁহার শিষ্যগণের অনেকক তাঁহার উক্তি এবং আচরণের অন্তরঙ্গ করিয়া থাকেন। তিনি ধরিয়া আনত বলিলে শিষ্যগণ অনেক সময় বিশ্বাস করেন। তিনি নিজে কটুক্তি আরম্ভ করিলে পূর্বেই শিষ্যগণের কাহারও কাহারও ভণ্ডে আমাদের পিতৃ পুরুষদিগের পক্ষান্ত নিতান্ত ছিল না, কোথায় তিনি রশ্মি একটু সংবত করিয়া রাখিবেন, কোথায় উদারতা ও দীর্ঘতা শিক্ষা দিবেন, না নিজেই অসুদারতার পথ প্রদর্শন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। শিষ্যগণ ভাবিবেন, যখন যখন অসুদারতা দেখিয়াছেন, তখন আমাদের দণ্ডগত উৎসাহের সচিব কাকের কুল নিমূল করিতে হইবে। এই বাবু কতকগুলি চিন্তা বিহীন ও ধর্ম্মিক ব্যক্তির হস্তে আমাদের পিতৃপুরুষ এবং খ্রী পুত্র পরিবার কাহারও মান সম্মানের রক্ষা নাই! সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের কুন্স তাঁহাদের দণ্ড প্রচারের ন্যায় প্রিয় ও পবিত্র কার্য্য হইবে। জগদীশ্বর এই বিপদ হইতে নববিধানীদিগকে রক্ষা করেন। দ্বিতীয় অনিষ্ট ইহা অপেক্ষাও গুরুতর; সেটা এই, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অনেক গুলি গণনীয় সভা এক্ষণে খ্রী জাতির শিক্ষা ও উন্নতির জন্য বিবিধ উপায় অবলম্বন করিতেছেন। রমণী সমাজ মধ্যে নিজ স্থান অধিকার করিয়া যাহাতে সমাজের কল্যাণ ও সুখ বর্দ্ধিত করিতে পারেন, সেই বিষয়ে সাহায্য করা তাঁহাদের উদ্দেশ্য। তাঁহারা যে প্রণালীতে কার্য্য করেন তাহা নববিধানী বন্ধুদের ঐতিকর না হইতে পারে; কিন্তু তাহা বলিয়া যদি ইহাদের প্রতি এই দোষারোপ করা হয়, যে ইহারা নারী জাতির পবিত্রতা নষ্ট করিতেছে তাহা হইলে ধর্ম্ম বিরুদ্ধ আচরণ হয়। একে দেশের লোকের খ্রী জাতির সাধীনতা বিষয়ে ষোড়শ কুসংস্কার আছে; লোকে মনে করে রমণীগণ সমাজ মধ্যে নিজ অধিকার প্রাপ্ত হইলে দেশের মর্দনাপ হইবে, তাঁহারা

দেশ সংস্কারক, কোথায় তাঁহারা লোকের এই সংস্কার দূর করিবার বিষয়ে সাহায্য করিবেন না লোকের সেই কুসংস্কার যাহাতে দূত হয় সে বিষয়ে সাহায্য করিতেছেন। কি পরি- তাপের বিষয়। যদি লোকের এই কুসংস্কারের বাতাস দিয়া নিজের লোকের প্রিয় হইবার এবং আমাদিগকে আশ্রয় করিবার বাসনাতে এরূপ আচরণ করিয়া থাকেন তবে জগদী- খর এ অপূরণ্য হইতে তাহাদিগকে মুক্ত করুন।

আমাদের এই সকল কথা বলিবার অভিপ্রায় এই যে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের সভ্যগণ যেন শত্রুতার বিনি- ময়ে শত্রুতাচরণ না করেন। ঠৈয়া, উদাবতা ও ক্ষমার সহিত সকল কটুক্তি মছ করিয়া তাঁহারা যেন সন্তোষ ও উদারতার জয় স্থাপন করিতে পারেন। তবে এ সময়ে আমাদের একটা গুরুতর কর্তব্য আছে। আমরা যেমন কমা ও উদারতার সহিত অত্যাচার ও তিরস্কার মছ করিব, সেইরূপ আবার সভ্যকে রক্ষা করিবার জন্যও আমরা দায়ী। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নামে যে সমস্ত কলঙ্ক আরোপ করা হইতেছে, তাহাকে তৎসম্বন্ধ হইতে রক্ষা করা কর্তব্য। কিন্তু এ বিষয়ে আমরা একটা প্রতিবন্ধক দেখিতেছি। যাহারা ছুঁয়ায় ঘোষণা করিতেছেন, তাঁহারা সকল কথায় সাধারণভাবে বলিতেছেন, এমন কি আমাদের সমাজের নামস্বাক্ষর উল্লেখ করিতেছেন না। কোন ব্যক্তি বিশেষের কোনদোষ আছে কি না তাহাও বলিতেছেন না। একটা ভীক নিন্দাকারীর সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হওয়া কঠিন কার্য। যদি তাঁহারা কোন বিশেষ ব্যক্তি বা বিশেষ ঘটনার প্রতি লক্ষ্য করিয়া এই সকল অভদ্র ও কর্কশ কথা বলিতেছেন এরূপ হয়, সেই ব্যক্তি বা ঘটনার উল্লেখ করুন; আমরা যথা জ্ঞান যথা বিশ্বাস যথা জ্ঞান সমুদায় ভাঙ্গিয়া ব্রাহ্মদিগকে জানাইব। পাপ গোপন করিয়া যে স্থায়ী সম্মত পাওয়া যায়, কিংবা অসংকোচে সত্য বলিলে যে কোন পক্ষের সর্বনাশ হয়, ইহা আমরা বিশ্বাস করি না। আমরা অবিখ্যাসী, অভক্ত, অপ্রেমিক কিন্তু জগদীশ্বর কৃপা পূর্বক এ বিশ্বাস টুকু দিয়াছেন। সত্য ধর, সত্য বল, সত্যচরণ কর, সমাজ যায় থাকে থাকে থাকে, এই যাহাদের মত তাহারা কি লোকের নিন্দার ভয় করে!!! আমরা এরূপ অপদার্থ নই। ওহে ধার্মিক, প্রেমিক, ভক্ত, বৈরাগী, যোগী, ব্রত-পরায়ণ, ঈশ্বর-চিহ্নিত, ঈশ্বরানুগৃহীত ঈশ্বরের বিশেষ কৃপা প্রাপ্ত নব-বিদ্যাবান! এ কোন্ ধার্মিকের কাজ, এ কোন্ প্রেমি- কের বিচার, এ কোন্ ভক্তের আচরণ, এ কোন্ যোগীর বাব- হার, এ কোন্ ঈশ্বর চিহ্নিত লোকের লক্ষণ, যে তুমি কোন্ ব্যক্তি বা কোন্ ঘটনা উল্লেখ করিয়া গালি দেও তাহা বলিবে না, জন শ্রুতিতে যাহা শুন তাহার সত্যাসত্য অন্বেষণ করিবে না, কুণ্ঠ শত্রুকুলকে অপদহ করিবার আশায় তাহা অবলম্বন করিয়া দলপুঙ্খ লোককে অবাচ্য কুবাচ্য বলিবে! এতৎবৎসর ব্রাহ্মধর্মের চর্চা করিয়া কি এই শিক্ষা পাইল? ইহা দেখিলে ত কোমার প্রেম ভক্তির প্রতি আর ভক্তি থাকে না। যেন হয় মলজ রটনা করিতে যাহা-

দের বাঁধে না তাহারা ভক্তি ঈশ্বরের উচ্চ কথা বলিলে, শুনিব কেন? আমরা তোমাকে অহরোধ করিতেছি, তুমি সরল হও, স্পষ্ট করিয়া যাহা বলিবার আছে বল যদি কোন আচরণ নিষিদ্ধ মনে করিয়া থাক এস তর্ক কর; যদি কোন গুপ্ত চরিত্র জানিয়া থাক, ভাঙ্গিয়া বল অহুস্কান কর; জগদীশ্বর সাক্ষী; আমরা জানিয়া কোন সত্য গোপন করি নাই এবং করিব না। তুমি অসংকোচে জিজ্ঞাসা কর আমরা অসংকোচে উত্তর দিব। নতুবা আমরা তোমাকে অন্যায়াচারী বলিব।

অভিমানী ঈশ্বর।

“বাইবেলের এক স্থানে ঈশ্বর বলিতেছেন “আমি অভি- মানী ঈশ্বর। আমার সমীপে তোমরা অন্য কোন দেবতার আরাধনা করিবে তাহা আমি মছ করিতে পারি না। প্রেমের বিকৃতি অভিমান, বা ঈর্ষ্যা। যে অতিশয় ভাষ- বাসার পাত্র সে যদি অপরকে ভাল বাসে তবে তাহা মানবের দুর্বল প্রাণে মছ হয় না। নরজন্মের এই বিকার কি শুদ্ধ বুদ্ধ নির্মল স্বরূপ পরমেশ্বরের আরোপ করা যাইতে পারে? তিনি নরজন্মত জন্ম দৌর্লভ্য দ্বারা চালিত হন একথা বলিলে তাঁহার অনন্ত পবিত্রতা এবং তাঁহার মহত্বের হানি করা হয়। তবে অভিমানী ঈশ্বর ইহার মধ্যে কি কোন অর্থ নাই? কিংবা অর্থ আছে, তাহা নিম্নে প্রকাশ করা যাইতেছে।

আমরা যদি হির চিন্তে আমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতির ক্রম পর্যালোচনা করি তাহা হইলে আধ্যাত্মিক জগতের একটা সুস্পষ্ট নিয়ম লক্ষ্য করিতে পারা যায়। সে নিয়মটা এই; ঈশ্বরকে জীবন্ত সত্তারূপে প্রীতি করিয়া আধ্যাত্মিক প্রীতি যোগে তাঁহার সহিত যুক্ত হওয়াই মানবের আধ্যাত্মিক উন্নতি ও পবিত্রতা লাভের এক মাত্র উপায়। ঈশ্বর আছেন, আমাদের আত্মাও আছে; তিনি পবিত্র স্বরূপ আমরা পবিত্রতা অংশে হীন; সত্য, কিন্তু তাহা হইলেই কি আমাদের আত্মার অভাব মোচন হয়? তিনি অন্তর হইতে অন্তরতম অঞ্চ তাঁহার পবিত্রতা দ্বারা আমরা সকল সময় অনুপ্রাণিত হই না কেন? তিনি পুণ্যের অধার, তিনি সর্বজ্ঞ, তিনি কৃপাকর আধার অথচ তাঁহার কৃপা আমাদের প্রীতি, কৃতজ্ঞতা, আরা- ধনা, প্রার্থনাকারি মুখাপেক্ষা না করিয়াই আমাদের পরিজ্ঞান সাধন করে না কেন? আবার যদি এমনও দেখিতাম যে যে আরাধনা বা প্রার্থনা করে তাহারই আত্মা আধ্যাত্মিক ভাবে ইন্নত হয়, তাহা হইলেও বিশেষ বিস্তারের কারণ হইত না। কিন্তু জাহাত নহে; তাঁহার নাম করিয়া আরাধনা বা প্রার্থনা করিলেও ত সন্তুষ্ট হইতেছেন না। এই ব্রাহ্মসমাজ মধ্যেই কত লোক দেখিলাম, যাহারা সপ্ত বৎসর বিশ বৎসর, আরাধনা প্রার্থনাদি অবলম্বন করিয়া রহিয়াছেন, অথচ তাহা- দের আত্মা ও চরিত্রে এমন কোন লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় না যাহা দেখিলে মনে হয়, যে তাহারা জীবন্ত, সাক্ষাৎ, জগৎ পবিত্রতার আধার পরমেশ্বরের দ্বারা অনুপ্রাণিত হই-

স্বাচ্ছেন। তবে সে আরাম্ভনা কিরূপ আরাধনা, সে প্রার্থনা
কিরূপ প্রার্থনা, যাহা হইলেই ঈশ্বরের কৃপা মানব জন্মে
অবতীর্ণ হইতে পারে; যদ্বাণ্য মানবের হৃৎকল প্রাণে বাস্তবিক
বলের সঞ্চার হইতে পারে এবং পাপ কলঙ্কিত আত্মাতে
বাস্তবিক জলন্ত পবিত্রতার উদয় হইতে পারে?

• সকলেরই মুখে শুনিতে পাওয়া যায়, কেবল প্রার্থনা
করিলে হয় না; কি ভাবে প্রার্থনা করা যায় তাহার উপর
প্রার্থনার ফলাফল নির্ভর করে। তাহা যেন বুঝিলাম, কিন্তু
সে ভাব কি প্রকার? তাহার স্বরূপ কি? প্রার্থনার মর-
লতা, ঐকান্তিকতা, একাগ্রতা, গাঢ়তা, আগ্রহ প্রভৃতি শব্দ
দ্বারা সেই ভাবকে আমরা প্রকাশ করিয়া থাকি। কিন্তু
সে ভাবের প্রকৃত প্রকৃতি কি? তাহার মধ্যে কোন কোন
ভাব সন্নিহিত আছে? ইহা আমরা সকলেই জানি যে
পরিষ্কাররূপে নিজের অভাব বোধ না হইলে সরল প্রার্থনার
উদয় হইতে পারে না, এবং ইহাও সত্য কথা যে আমরা
অনেক সময় প্রার্থনা করিতে হয় বলিয়া মৌখিক প্রার্থনা
করিয়া থাকি এবং সেই জন্যই প্রার্থনার ফল দেখা যায় না;
কিন্তু কেবলমাত্র নিজের অভাব বোধ থাকিলেই সে ভাবটি
জন্মে না। তাহার সঙ্গে সঙ্গে আর তিনটি ভাব থাকা
চাই। (১ম) ঈশ্বরকে জীবন্ত সত্তারূপে বিশ্বাস, (২য়) তাহার
কৃপাকে প্রকৃত সাহায্যরূপে জ্ঞান, (৩য়) ইচ্ছাপূর্বক ঈশ্বরের
ইচ্ছা বিরুদ্ধ 'কছু' নিজ আত্মাতে রাখিব না; এই প্রতিজ্ঞা।

তৃতীয় বিষয়টির বিশেষরূপে আলোচনা করা নিতান্ত
প্রয়োজন। পূর্ণ প্রীতির এনিয়মই নয়, যে আমি যাহাকে
চাই তাহার বিরুদ্ধ কিছুও চাই। সে ব্যক্তি পবিত্রতাকে
প্রকৃতরূপে ভাল বাসে না যে পবিত্রতা চায় আবার একটু
পাপও চায়, সে পবিত্রতাকে পূর্ণরূপে চায় না। যে সত্য-
স্বরূপ, পবিত্রস্বরূপ পরমেশ্বরকে বাস্তবিক চায়, সে সত্য
বা পবিত্রতার বিরোধী আর কিছু চাহিতে পারে না। ঈশ্ব-
রকে বাহার সর্বস্বতোভাবে অহুসরণ করিতে প্রস্তুত তাহারাই
তাঁহার কৃপার এবং পরিজ্ঞানপ্রদ শক্তির অধিকারী। এই
ভূক্ত সাধনের রাজ্যে আসিয়া যিনি বেধা দিয়া আপনার
ক্ষেত্রে অবস্থ করিলেন, যিনি বলিলেন আমি ঈশ্বরের
জন্য এইটুকু করিব, অগ্নি পারিষ না, এই অহুষ্ঠানটী করিব
ওটী করিব না; এই কাখাটী ছাড়িব ও বাবসাটী ছাড়িতে
পারিব না, তিনি সেই মুহূর্ত্ত হইতে আপনার সর্বনাশ করি-
লেন। তাঁহাকে আমরা তৎক্ষণাৎ বলিব, “নির্বোধ ব্রাহ্ম
তুমি কিরূপে জানিলে ঈশ্বর তোমাকে কি ছাড়াইবেন কি
রাখিবেন? তুমি কোন যুক্তিতে গভী দ্বারা আপনাকে বদ্ধ
করিতেছ? যদি ঈশ্বরের ইচ্ছা বিরুদ্ধ জানিয়াও তুমি কোন
গভীর মধ্যে থাক, তবে সেইদিন তোমার হৃত্য। সেই দিন
হইতে তোমার প্রার্থনা বিফল আরম্ভ মাত্র হইবে। ঈশ্বর যে
তোমাকে সর্বস্ব ছাড়িতে বলিতেছেন তাহা নহে, কিন্তু তোমার
জন্ম যেন এই বলিয়া প্রস্তুত থাকে, তাঁহার জন্য যাহা কিছু
ছাড়িবার প্রয়োজন হইবে সমুদায় ছাড়িব।

খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায়ের ধর্মগ্রন্থে একটি আখ্যায়িকা আছে।

ঈশ্বর একবার তাঁহার একজন অহুগত উপাসকের প্রীতির
পরীক্ষার জন্য আদেশ করিলেন ‘তোমার পুত্রকে জলন্ত
অগ্নিতে আত্ম দাও,’ তিনি তৎক্ষণাৎ পরমেশ্বরের নাম
করিয়া গিয়া ঈশ্বরকে সহজে ধরিয়া অগ্নিতে আহুতি দিবার
জন্য অগ্রসর হইলেন; তৎক্ষণাৎ স্বর্ণ হইতে আশীর্বাদ
তাঁহার শিরে বর্ষিত হইল; ঈশ্বর তাঁহাকে সেই কঠিন ব্রত
হইতে অব্যাহতি দিলেন; এবং তাঁহাকে বর প্রদান করিলেন।
আমাদের দেশের চির প্রচলিত দাতাকর্ণের আখ্যায়িকাতেও
এই উপদেশ আমরা প্রাপ্ত হই। কর্ণের ব্রাহ্মণ ভক্তি অত্যন্ত
অগ্নিক ছিল। তাঁহাকে পরীক্ষা করিবার জন্য নারায়ণ ব্রাহ্মণ
আকারে তাঁহার গৃহে অতিথি হইলেন এবং তাঁহার একমাত্র
পুত্র বৃষকেতুকে হত্যা করিয়া তাহার শরীর দ্বারা বাঞ্ছন
প্রস্তুত করিবার আদেশ করিলেন। যখন পিতা মাতা
হুই পার্শ্বে দণ্ডরমান হইয়া একমাত্র পুত্রের মস্তকে ক্রান্ত
দিয়া কাটিতেছেন, পাঠক একবার সেই চবিটী মরণ করুন।
কি ব্রাহ্মণ ভক্তির ঐকান্তিকতা!! নারায়ণ বৃষকেতুকে
পুনরুজ্জীবিত করিলেন, কিন্তু কর্ণ যদি বলিতেন “ব্রাহ্মণ
তোমার একমুয়োধ মানিতে পারিব না” তাহা হইলে এই
আখ্যায়িকাকারের মতে বিপ্র ভক্তির ঐকান্তিকতা প্রদর্শন
করা হইত না। তেমনি হে ব্রাহ্ম! ঈশ্বর যে তোমাকে
সর্বস্ব হুচাইয়া পথের ফকির করিতেছেন তাণ নহে, কিন্তু
যদি কোন লাভ, বা সুখ, বা সুবিধা, বা কার্য পরিত্যাগ করা
তাঁহার ইচ্ছা সম্মত বলিয়া অনুভব কর এবং ধন লোভ,
বা লোক ভয়ে, বা অন্য কোন কারণে যদি “পরিভাগ
করিতে পারিব না” একথা বল, তাহা হইলে তোমার ঈশ্বরের
প্রতি ঐকান্তিক প্রীতি নাই, তোমার প্রেম পূর্ণ নহে;
তাহা হইলে সেই দিন হইতে তোমার উন্নতির পথ বন্ধ
হইল। অনেক নির্বোধ ব্রাহ্ম মনে করেন, এক বিষয়ে
একটু কপটতা হইল, তাহাতে কি আর দশ বিষয়ে ভাল
থাকিয়া এক্ষতি টুকু পূরণ করিব। হায়! হায়! একুপ ক্ষতি
যদি পূরণ হইত তাহা হইলে, পাপীর আর ভাবনা কি?
এক্ষতি পূরণ হইবার নহে, একুপ চিন্তা মৃত্যুর পথ স্বরূপ
জানিবে।

তবেত দেখিতেছি যে ঈশ্বর যে কেবল আমাদের প্রতি
চাহেন তাহা নহে, পূর্ণ প্রীতি না হইলে তাঁহার কৃপা
সম্পূর্ণরূপে অবতীর্ণ হয় না। তাঁহার এই ভাবের প্রতি
দৃষ্টি করিয়া কোন কোন প্রেমিক ভক্ত তাঁহাকে আত্মার
পতিরূপে সম্বোধন করিয়াছেন। মানবাত্মা যত অসতী হয়
ততই তাঁহার পরিজ্ঞানপ্রদ পবিত্রতা হইতে বঞ্চিত হয়।
তিনি আর কাহারও সহিত মানবাত্মার অহুসরণের অংশ
করিয়া লইবেন না। হর সমগ্র জগৎ দেও, নতুবা তাঁহাকে
পাইলে না। অসতী নারী যেমন পতি পবিত্র শব্দায়
হুই জনকে আরোহণ করার অধঃ পতির প্রতি বাহ্যিক
সেবা করিয়া থাকে, সেইরূপ ‘সংসারগত’ অন্ন বিখ্যাসী
লোক আত্মার জগদগমনে হন মার্ম প্রভৃতিকে দান দিয়াও
মৌখিক অহুসরণ প্রকাশ দ্বারা ঈশ্বরকেও সন্তুষ্ট রাখিতে

চার । মাৎস্য প্রবন্ধিত হয় কিন্তু স্বর্গের ঈশ্বর প্রবন্ধিত হন না । এই কারণেই বোধ হয় কোন কোন ভ্রষ্ট মণ্ডলীতে তিনি অভিমানী ঈশ্বর নামে উক্ত হইয়া থাকিবেন ।

কলিকাতাহ উপাসক মণ্ডলীর সমীপে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী কর্তৃক বিবৃত উপ- দেশের সারাংশ ।

ধার্মিক যখন এ জগতে বিচরণ করিয়া বেড়ান আমরা তখন তাঁহার বাহিরের কাথ্যই দর্শন করি । আমরা তাঁহার বাহিরের প্রসন্নতা, ও পবিত্রতা দেখিয়া মুগ্ধ হই কিন্তু কে তাঁহাকে অন্তরে থাকিয়া চালাইতেছে তাহা অনেক সময় লক্ষ্য করি না । একজন অন্তরে থাকেন, তিনিই সকল কাণ্ডের সাক্ষী-রূপে বাস করেন এবং তাঁহাকে লইয়াই ধার্মিক আপনাকে পরম সুখী জ্ঞান করেন । ইনি কে ? লোকে যাহাকে বিবেক বলিয়া থাকে ইনি সে বস্তু নহেন । ইনি একটা স্বতন্ত্র বস্তু । যদি জিজ্ঞাসাকর পুরুষ কি রমণী । তাহার উত্তর এই ইহাকে রমণী বলাই অধিক যুক্তিসঙ্গত, কারণ নারী প্রকৃতির ন্যায় এই অন্তরবাসী বস্তুর প্রকৃতি বড় কোমল ও স্নিগ্ধ । ইহাকে প্রাণে পাইলে প্রাণ পরিতৃপ্ত হয় । দ্বিতীয়তঃ এদেশে যেমন এক একজন রমণীকে লোকে সৌভাগ্য-বতী বলিয়া থাকে, তাঁহার পদার্পণ মাত্র চারিদিকে সুশৃঙ্খলা ও উন্নতি দৃষ্ট হয় ; দাস দাসীদের মধ্যে আর বিবাদ বিসম্বাদ থাকে না ; প্রতিবেশিদিগের সহিত বন্ধুত্ব ও প্রণয় স্থাপিত হয় ; ধন ধান্যের দিন দিন বৃদ্ধি হইতে থাকে ; সংসার সুখ শান্তির আলয় হয় এবং সকল দিকে সুপ্রভুল হইতে থাকে । সেইরূপ এই আধ্যাত্মিক রমণী যখন জগৎ গৃহকে আলোকিত করেন, তখন আত্মার এবং মানব চরিত্রের সকল বিভাগেই সুশৃঙ্খলা ও উন্নতির লক্ষণ সকল সুস্পষ্ট লক্ষিত হয় । প্রবৃত্তিতে প্ররুত্তিতে বিরোধ চ্ছা ও বিবেকে বিবোধ, ভাবে ভাবে বিরোধ এসকল ঘূচিয়া যায় । ইনি যখন অন্তরে প্রতিষ্ঠিত থাকেন তখন জগৎগৃহ সুখ শান্তিতে পরিপূর্ণ থাকে । আর একটা বিষয়ে ইহার রমণীর সহিত সৌগাৎশ্য আছে । ইনি নারীর ন্যায় অভিমানিনী, এবং লজ্জাবতী লতার ন্যায় লজ্জাশীলা । অপবিত্রতার লেশমাত্র দেখিলে ইনি সংকুচিত হইয়া যান, লজ্জাতে নিজ মুখ আবরণ করেন এবং দেখিতে দেখিতে যেন ক্ষীণ হইতে থাকেন । এই অপরাগ প্রকৃতি বিশিষ্টা রমণী কে তাহা বর্ণন করিবার চেষ্টা করিতেছি ।

ত্রয়োপাসক মাজেই একটা বিষয় প্রত্যক্ষ করিয়া থাকিবেন । যে দিন প্রকৃত ত্রয়োপাসনা হয়, যে দিন তাঁহার আরাধনাক্তে জন প্রাণের লয় হয়, যে দিন আত্মা বাস্তবিক গৃহ এবং গভীর আধ্যাত্মিক ভাবে নিমগ্ন হইয়া ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করে, সে দিন উপাসনার পরেই আত্মার মধ্যে একটা সন্তোষের জন্ম দেখা যায় । বিশ্বাস, পবিত্রতা ও আদর্শ এই ত্রিবিধ ভাব জড়িত হইয়া এই ভাবের উৎপত্তি

হয় । আত্মা ও পবিত্রতা, মিলন হইলে, মানবাত্মা যখন ব্রহ্মের প্রসাদ প্রাপ্ত হয়, তখন ঈশ্বর যেন নিজের প্রতিনিধি স্বরূপে এই ভাবটিকে মানব অন্তরে প্রতিষ্ঠিত করিয়া যান । এই কারণে ইহাকে ব্রহ্মকন্যা বলি যাইতে পারে । এই জগৎবাসিনী ব্রহ্মকন্যাই সাধুর প্রকৃত সহায়, এবং তাঁহার অন্তরের প্রগাঢ় অধরাগের পাত্রী । জগতের নীতিশাস্ত্র কলার জন্য । সংসারের পুণ্ডকে যে নীতির নিয়ম লিখিত থাকে তাহা কাহার জন্য ? যাহারা ঈশ্বরের উপাসক নহে, এবং এই ব্রহ্মকন্যার সহিত যাহাদের পরিচয় হয় নাই, তাহাদের জন্য । ইহাকে যাহারা স্থান দিয়াছেন, তাঁহারাই মুখচ্ছবি প্রকৃতি দৃষ্টি রাখিয়া কাটা করিয়া থাকেন । আমি পূর্বেই বলিয়াছি ইনি অত্যন্ত অভিমানিনী তহু বড় সুকুমার । পাপের উত্তাপ লাগিবামাত্র ইহার পবিত্র মুখশ্রী পুষ্পের ন্যায় স্তান হইয়া যায় । ইনি লেশমাত্র স্বীয় পিতার অপমান সহ্য করিতে পারেন না । মনুষ্য যদি ইহার মুখ না চাহিয়া অপবিত্রতা বা অসাধুতার আচরণে প্রবৃত্ত হয় ; অমনি ইনি লজ্জাবগুণে নিজ মুখ আবৃত করিয়া পিতার অপমান হইল, বলিয়া রোদন করিতে বসেন এবং মানিনী হইয়া তহুতাগ করিবার সংকল্প করেন । এবং তেমন তেমন দেখিলে জগৎ গৃহ ছাড়িয়া যান । ইহার গুণ ও ইহার মূল্য যাহারা জানিয়াছেন এবং ইহাকে অন্তরের সহিত প্রীতি করিতে যাহারা শিক্ষা করিয়াছেন, তাঁহার সকল ক্লেশ সহ্য করিতে পারেন কিন্তু ইহার মলিন মুখ দর্শন করিতে পারেন না । ইহার বিচ্ছেদে তাঁহাদের শ্রাণ যায় । বিচ্ছেদ বিরহ প্রভৃতি শব্দ প্রণয়ের শাস্ত্রেই দেখিতে পাই । ভক্তগণ যে সে সকল শব্দ ধর্মজগতে ব্যবহার করিয়াছেন তাহা কেবল এই অদর্শন যাতনা বর্ণন করিবার জন্য । আমাদের পৃথিবী ভক্ত জনের ক্রন্দন ধ্বনিতে পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে । ধ্বনির প্রতিধ্বনি যেমন অনেকক্ষণ থাকে, এক একজন সাধু ঈশ্বর প্রেমিক মহাত্মার ক্রন্দন ধ্বনি যেন সেইরূপ সহস্র সহস্র বৎসর ধর্মজগৎ এই জগৎগৃহে রহিয়াছে । আমরা শুনিয়া কত গময় চমৎকৃত হই । ভাবি ধর্ম রাজ্যের একি বিপরীত ভাব । সংসার মধ্যে পাপ ও অপবিত্রতার মধ্যে যাহারা নিমগ্ন হইয়া আছে, যাহাদের আত্মা নানা ব্যাধিগ্রস্ত, ক্রন্দন করিতে হয় তাহাদেরই করা উচিত । এবং সাধুগণ যাহারা নির্মল চিত্ত লইয়া জগতকে পবিত্র যাহারা করিতেছেন, তাঁহাদের আনন্দে কালযাপন করা উচিত । কিন্তু একি বিপরীত ভাব ! সহস্র অভাব যার সেই অকাতরে মিষ্টা যায়, সে হাসিয়া খেলিয়া বেড়ায় এবং যাহাকে দেখিয়া মনুষ্য স্বর্গের ভাব শিক্ষা করে তাঁহার আর্তনাদে ঈশ্বরের গৃহ পূর্ণ হইতে থাকে । বেগভীর বেদনার সাধুগণ সময়ে সময়ে আকুল হইয়া ক্রন্দন করেন, তাহা সামান্য ব্যক্তির বুঝিবার সম্ভাবনা নাই । বিষমীর নিকটে তাঁহার শোকও যেমন বিশ্বজনক তাঁহার আনন্দও তেমনই বিশ্বজনক । বিষমী লোক দেবে লোকে জগতে সে সকলকে সুখের বস্তু মনে করে, যাহা উপাসকের জন্য প্রাণপণ করিয়া পরিশ্রম

করে, বাহার জনা অসহ্য ক্লেশ বহন করে, প্রাণভয় গণনা না করিয়া মৃত্যুযুগ্মে গমন করে, সে সকলের কিছুই নাই; কল্যাণপ্রাপ্তির সংস্থান নাই; মস্তক রাখিবার স্থান নাই; অথচ প্রসন্ন মুখের বিমল কান্তি যেন কেহ হরণ করিতে পারে না। সে মুখ সর্বদাই পবিত্র নিঃকলঙ্ক হাস্যে পরিপূর্ণ। নেত্রদ্বয় সরলতা যেরূপে আনন্দে প্রসূর। লোকে দেখিয়া ভাবে অবাক্তি কেন হাসে কেন বা ঠোঁড়ে, 'ইহার কোনই ব্যুৎপত্তি নাই। এইত ঠিক কথা। প্রকৃত জীবন প্রেমিক সাধুর হাস্য ও ক্রন্দন উভয়ের কারণ বিষয়ী লোকের বাহ্যের অতীত। পূর্বে যে ভাবের বর্নন করিয়াছি এই ভাবই তাহারই ইঙ্গ ও বিবাদের মূল। যখন তাহার জন্ম কন্দরে এই ভাবে বিরাজিত দেখেন তখন ত্রিভুবনের সকল স্থখ তুচ্ছ মনে হয় এবং যখন এই ভাবের স্নানতা বা অভাব লক্ষ্য করেন তখন ঘোর বিপদ উপস্থিত বলিয়া আত্মনাশ করিতে থাকেন। হে ব্রাহ্ম! তুমি যে এতদিন ঈশ্বরের উপাসনা করিতেছ তোমার অন্তরে কি এই ভাব পূর্ণরূপে বর্তিত হইয়াছে? এই অপরূপ লাভ্যাশাবৃত্তির রমণীর সহিত কি তোমার পরিচয় হইয়াছে? ইহার পবিত্র সুকোমল কমনীর মুখের জ্যোতি দেখিয়া কি তুমি নিজ কাম্যের জন্য কণ বিচার করিয়া থাক? ইহার মুখ কান্তি স্নান দেখিলে কি তোমার প্রাণ আকুল হয়? তুমি কি এই ভক্তি ভাবের অভাব দেখিয়া ধরাশায়ী হইয়া ক্রন্দন কর? তুমি কি এই ভাবের অভাব দেখিয়া আমার প্রাণের ঘর খালি হইল কেন বলিয়া আত্মনাশ করিয়া থাক? যদি এভাবের উৎপত্তি নিজ অন্তরে কখনও দর্শন না করিয়া থাক, তবে তোমার ধর্ম সাধন এখনও সকল হয় নাই। তুমি এই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া ধর্ম সাধন কর। যতক্ষণ প্রাণমন্দিরে এই সুশুদ্ধতার রাশি দর্শন না করিবে ততক্ষণ উপাসনা বা প্রার্থনা সকল হইল নহে করিবে না কিংবা ঈশ্বরকে ছাড়িবে না।

(Continued from p. 129)
প্রার্থনা শুভক।

পূর্ণ প্রাণের জন্য প্রার্থনা।

৩ প্রাণধার! তোমাকে ভক্তজন অপরাপর মধুর সোধো-
ধনের মধ্যে আহার পতি বলিয়া সোধোদন করিয়াছেন।
এ জন্মের পূর্ণ প্রীতি না দিলে তোমাকে পাইব না। তুমি
অপর কাহারও সহিত আমার অহুরাগের অংশ করিয়া
লইতে চাও না। কিন্তু আমি যে অন্ন বিশ্বাসী! আমি যে
তোমাকে সর্বদা দিব এমন কথা প্রাণ ধরিয়া বলিতে পারি
না। আমি মূর্ণ! আমি মনে করি ঈশ্বরকে এত দিলাম, একটু
বদি না দি তাহাতে ক্ষতি কি? একটু কপটতাচরণ করি-
লাম, একটু অনভ্যাস ব্যবহার করিলাম, একটু পৌত্তলিকতা-
চরণ করিলাম, তাহাতে ঘোষ কি? এত উপাসনা করিতেছি,
এত প্রার্থনা করিতেছি, এত উৎসবে যোগ দিতেছি, এত
সমুদ্রস্থান করিতেছি ইহাতে কি সে ক্ষতি পূরণ হইবে না।
হায় হায়! কেন এমন কুতর্ক আমার স্বার্থপর অন্তরে স্থান

পাইল? কেন আমি ধর্মজগতে আসিয়া তোমার পবিত্র
নাম লইয়া জীড়া করিলাম! কেন তোমার প্রেমকে সংসারের
ক্রয় বিক্রয়ের বস্তুর ন্যায় ব্যবহার করিলাম! কেন নিভের
হস্তে রেখা কাঁটিয়া তাহার ভিতরে নিজে বদ্ধ হইলাম!
কেন নিজের হস্তে কূপ খনন করিয়া তাহাতে ডুবিলাম!
সেই অপরাধে বৃষ্টি ভক্তের প্রাণেশ্বর! তুমি আমার প্রতি মুখ
কিরাইলে? আমার এত উপাসনা প্রার্থনা পথ হইয়া
গেল। আমার সমুদ্রস্থান সকল আমার আত্মাতে তোমার
পবিত্র মুখ জ্যোতি আনয়ন করিতে পারিল না। আমি
এত দিন অন্ধকারে ঘুরিয়া মরিলাম। আমি আর এমন
কাজ করিব না। অসতী নারীর ন্যায় তোমার আসনে অপরকে
প্রতিষ্ঠিত করিয়া আর কলঙ্কিত হইব না। তুমি আমাকে
পূর্ণ বিশ্বাস দেও যে আমি সম্পূর্ণরূপে তোমার হই। এ
জন্মে তোমার রাত্য সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হইক। দেখ
নাথ তোমারই রূপান্তরে আমার প্রাণ যে তোমাকে পাটবার
জন্য ব্যাকুল হইতেছে। তোমাকে পাটবার পথে যে ব্যাকুল
দেয় তার ন্যায় আমার শত্রু কে? আমার অন্তরে যদি এমন
কোন অসক্তি থাকে যে জন্য আমি তোমাকে পাটতেছি না
সে যে আমার পক্ষে বিধি। দেখিও যেন এই বিষে আমার
সর্বনাশ না হয়।

বিগল দিগের জন্য প্রার্থনা।

৪ উদার প্রেমের প্রসবন স্বরূপ পরমেশ্বর! আমি তোমার
প্রেমের কথা কতবার শুনিলাম, পাপীর সহিত তোমার কি
ব্যবহার তাহাও নিজ জীবনে কতবার প্রত্যক্ষ করিলাম,
তথাপি আমার সংকীর্ণ জন্মের অসুদারতা দূর হয় না
কেন? জগদীশ্বর তোমার রূপান্তরে যখনই আধ্যাত্মিক চক্ষু
খুলিয়া যার তখনই দেখিতে পাই, যে প্রেমের দ্বারা অপ্র-
মকে পরাস্ত করা সাধুতা দ্বারা অসাধুতাকে পরাস্ত করাই
প্রকৃত পথ। কিন্তু আমার জন্ম মন এরূপ দুর্বল যে
আমি কার্য কালে অনেক সময় তোমার সহপদেশ বিস্তৃত
হই। যখন লোকে কর্কশ কথা বলে, যখন তাহার কঠোর
ব্যবহার করে, যখন তাহার নির্দয়তা করে, যখন তাহার
চরিত্রে কলঙ্ক আরোপ করিয়া লোক সমাজে হেয় করিবার
চেষ্টা পায়, তখন যে অনেক সময় ধৈর্য রক্ষা করিতে
পারি না। জন্ম প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি দ্বারা উত্তেজিত হয়;
অনিষ্টকারীর অনিষ্ট চিন্তা অন্তরে স্থান প্রাপ্ত হয় এবং
আমাকে অসাধুতার দিকে আকৃষ্ট করে। প্রেমময়!
তোমার উপাসকেরূপে এরূপ ব্যবহার কর্তব্য নয়। এ দুঃখতা
ও দুর্বলতা হইতে আমাকে রক্ষা কর। আমি যে ধর্ম
গ্রহণ করিয়াছি তাহাতে শত্রুকে প্রীতি করিবার আদেশ
আছে। তুমি কি না বলিয়া আমাদের পক্ষে অসাধ্য বাধা
তাহাই আদেশ করিয়াছ। কেন জগদীশ্বর! জগতে যে
তোমার অনেক ভক্ত সজ্জনের জীবনে এই মহাবের দুঃখ
দর্শন করিয়াছি। আমাদের এই দুঃখ জীবনেও যে এমন স্বর্গীয়
ভাব সময়ে সময়ে উপলব্ধি করিয়াছি। উপাসনাকে তুমি
যখন জন্ম মনকে পূর্ণাঙ্গিলে প্রতিষ্ঠিত কর, তখন ইচ্ছা হয়

প্রেমের বন্যাত্তে সকলকে প্রাবিক করি। ইচ্ছা হয় বিপক্ষগণ নিকটে আসুন প্রাণ খুলিয়া অলিঙ্গন করি। এই ভাব আমার অন্তরে স্থায়ী কর, তোমার এই দুর্বল সন্তানকে ক্রেশ দিয়া গাহারা স্থখী হইতেছেন, আমার অনিষ্ট চেষ্টা করিতেছেন তাঁহাদিগকে ভূমি রক্ষা কর, এবং স্তম্ভি বিধান কর, আশীর্বাদ কর, যেন আমার চিত্ত বিকৃত না হয় যেন এই সংকল্প অন্তরে সর্বদা জাগরুক থাকে। মহান্ প্রভু তোমার নাম মহিমাম্বিত হউক।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষসভার তৃতীয় ত্রৈমাসিক অধিবেশনের কার্যবিবরণ।

গত ৩রা অক্টোবর রবিবার অপরাহ্ন ৩ ঘটিকার সময়
মৃত্যুপুর ষ্ট্রীট ১৩ নং ভবনে অধ্যক্ষসভার অধিবেশন হয়।

উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত বাবু শিবচন্দ্র দেব (সভাপতি)

- „ „ গুরুচরণ মহলানবিস
- „ „ শিবনাথ শাস্ত্রী
- „ „ কালীপ্রসন্ন দত্ত
- „ „ ফণীন্দ্রমোহন বসু
- „ „ রজনীকান্ত নিয়োগী
- „ „ নগেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়
- „ „ আনন্দমোহন বসু
- „ „ স্বয়ংকুমার চট্টোপাধ্যায়
- „ „ কৃষ্ণকুমার মিত্র

শ্রীমতী স্বর্ণপ্রভা বসু

- „ „ মোহিনীমোহন বসু
- „ „ উমেশচন্দ্র দত্ত
- „ „ ভারাকিশোর চৌধুরী
- „ „ সুনন্দ্রীমোহন দাস
- „ „ ভুবনমোহন দাস
- „ „ দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী
- „ „ হেরষচন্দ্র মৈত্র
- „ „ কাশীশঙ্কর স্কুল

প্রথমতঃ সংক্ষেপে একটি প্রার্থনা হইয়া কার্য্যারম্ভ হইল।

সম্পাদক গত অধ্যক্ষসভার কার্য্য বিবরণ পাঠ করিলে তাহা
বিধিপূর্ব্বক গৃহীত হইল।

তৎপরে সহকারী সম্পাদক কার্য্য নির্বাহক সভার
গত ত্রৈমাসিক কার্য্য বিবরণ ও আয় ব্যয় বিবরণ পাঠ
করিলেন।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী প্রস্তাব করিলেন এবং বাবু ভুবন-
মোহন দাস পৌষকতা করিলেন যে পণ্ডিত কার্য্যবিবরণ
গৃহীত হয়।

স্বয়ংকুমারমোহন বসু সমাজ মন্দির নির্মাণ কার্য্যের
বিলম্ব কেন হইল এবং অন্য পর্য্যাপ্ত নির্মাণার্থে কত টাকা
ব্যয় হইয়াছে, তাহা বিবরণ দিলেন।

সহকারী সম্পাদক রিপোর্ট হইতে বিলম্বের কারণ পুনরায়
পাঠ করিলেন এবং জানাইলেন কেবল সমাজ মন্দির
নির্মাণার্থে অন্য পর্য্যাপ্ত প্রায় ১২০০০ টাকা ব্যয় হইয়া গিয়াছে।

বাবু ফণীন্দ্রমোহন বসু আরও জিজ্ঞাসা করিলেন, যে
আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্মগণের তালিকা বাহারা যথাসময়ে পূর্ণ
করিয়া দেন নাই, তাঁহাদিগের নিকট হইতে এখনও তাহা
গৃহীত হইতেছে কি না? তাহাকে অবগত করা হইল যে
এখনও তালিকা গৃহীত হইতেছে এবং বাহারা অদ্যাপি দেন
নাই, তাহারা এখনও দিলে গৃহীত হইবে।

বাবু দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী মন্দিরের প্রাচীরের বেধ এবং
ফাটা অংশ সম্বন্ধে ইঞ্জিনিয়ারদিগের মত জানিতে চাহিলেন
এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সাধারণ (ফণ্ড) শিরে কি কি
ব্যয় হয় জিজ্ঞাসা করিলেন।

কাৰ্য্য নির্বাহক সভার কার্য্য বিবরণ মধ্যে ইঞ্জিনিয়ার-
দিগের যে অভিপ্রায় লিপিবদ্ধ ছিল, তাহা পাঠ করিয়া
অবগত করা হইল যে প্রাচীরের যে বেধ হইয়াছে তাহাতে
আশঙ্ক্য বিষয় কিছুই নাই, কিন্তু ফাটা অংশটা ভাঙ্গিয়া
পুনর্নির্মাণ করিতে হইবে। দ্বিতীয় প্রশ্ন সম্বন্ধে বলা হইল
যে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সাধারণ ফণ্ড শিরে আফিসের
ব্যয় হইয়া থাকে, এতদ্বিধি তাহার আয় হইতে প্রচার ফণ্ড,
তত্ত্বকৌমুদী প্রভৃতিরও সাহায্য প্রদত্ত হইয়া থাকে।

বাবু হেরষচন্দ্র মৈত্র জিজ্ঞাসা করিলেন, এতিনি ও বাবু
কৃষ্ণকুমার মিত্র তত্ত্বকৌমুদীর অনাদায় টাকার যে তালিকা
দিয়াছিলেন, তন্মধ্যে এখনও কত টাকা অনাদায় আছে?
প্রত্যুত্তরে বলা হইল, এখন এপ্রশ্নের উত্তর দান করা সম্ভব
নহে, তিনি ইচ্ছা করিলে কাৰ্যালয় হইতে জানিতে পারেন।

নির্দ্ধারিত হইল, যে প্রস্তাব হইয়াছে তাহা গৃহীত হয়
এবং আয় ব্যয়ের হিসাব অডিটরদিগের নিকট অর্পিত হয়।

শ্রীযুক্ত বাবু ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তীর প্রস্তাবে ও বাবু
নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের পোষকতায় গঠিত হইল দার্জি-
লিঙস্থ বাবু শ্যামাচরণ চক্রবর্তী ও বাবু বীরেশ্বর সিংহ সাধা-
রণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্য হন।

যে সকল সভ্য ১৮৭৮ সালের দাতব্য অদ্যাপি প্রদান
করেন নাই, সহকারী সম্পাদক তাঁহাদিগের নামের তালিকা
সভার গোচর করিলেন।

নির্দ্ধারিত হইল যে ৬ষ্ঠ নিয়ম অনুসারে উক্ত সভাগণকে
পত্র লেখা হয়।

৪ জন সভ্য সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্য পদ পরিত্যাগ
করিয়াছেন, ইহাও সভার গোচর করা হইল।

বগুড়ার বাবু শ্রীনাথ দেব তত্ত্ব বাবু উমেশচন্দ্র সেনের
মৃত্যু ও তদীয় পরিবারদিগের সাহায্য দানের আবশ্যকতা
বিষয়ে যে পত্র লেখেন তাহা পঠিত হইল।

শ্রীযুক্ত বাবু কালীশঙ্কর স্কুলের প্রস্তাবে ও বাবু কালী-
প্রসন্ন দত্তের পোষকতায় এবং সর্বসম্মতিতে স্থির হইল যে
এই পত্র কার্য্য নির্বাহক সভার নিকট অর্পিত হয় এবং এ
বিষয়েও ব্রাহ্মসমাজে অন্যান্য বিপদ ঘটনার তাহার সাহায্য

বিধানের যে উপায় উচিত বোধ করেন, অবলম্বন করিতে পারেন।

শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র দত্তের প্রস্তাবে ও বাবু মোহিনী-মোহন বহুর পোষকতার এবং সর্বসম্মতিতে স্থির হইল যে বগুড়ার বাবু উমেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের মৃত্যু সংবাদ/শ্রবণে কমিটি গভীর হঃঃ প্রকাশ করিতেছেন এবং এই নির্ধারণের এক এক প্রতিলিপি তাঁহার বিধবা পত্নী ও বগুড়া ব্রাহ্মসমাজের নিকট প্রেরণ করা হয়।

বাবু কণীপ্রমোহন বহু প্রস্তাব করেন এবং বাবু রজনী-কান্ত নিরোগী তাহার পোষকতা করেন, যে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ, তাঁহাদিগের গত অধিবেশনে অধ্যক্ষ সভার যে দুইজন সভ্য নিযুক্ত করিয়াছেন, ইহা যে নিয়ম অনুসারে অবৈধ হইয়াছে তাহাদিগকে অবগত করা হয়।

এ বিষয়ে সভাগণের মত গৃহীত হইয়া অধিকাংশের মতে প্রস্তাব অগ্রাহ হইল।

বাবু দেবী প্রসন্ন চৌধুরী প্রস্তাব করেন যে সম্পাদক বাবু দ্বারকা নাথ গাঙ্গোপাধ্যায়ের লিখিত একপত্র অদ্যাকাল সভার উপস্থিত করিবেন বলিয়া আমাকে লিখিয়াছিলেন, তাহা উপস্থিত না করাতে অদ্যকার অধিবেশন স্থগিত থাকে।

অধিকাংশের মতে প্রস্তাব অগ্রাহ হইল।

অবশেষে সভাপতিকে ধন্যবাদ দিয়া সভাকার্য শেষ হইল।

ক্রমঃ

ব্রাহ্মসমাজ।

গত রবিবারের পূর্ক রবিবার হইতে কলিকাতার উপা-সক মণ্ডলীর সামাজিক উপাসনার সময় পরিবর্তিত হইয়াছে। এখন সন্ধ্যা ৬ টার সময় উপাসনা আরম্ভ হয়।

আগামী রবিবার সামাজিক উপাসনার পর উপাসক মণ্ডলীর অধিবেশন হইবে। উপাসক মণ্ডলীর কার্য প্রণালী কিছু দিন হইল অত্যন্ত বিশৃঙ্খল ভাবে চলিতেছে। বাহাতে উপাসক মণ্ডলীর সভ্যদিগের একটি নূতন তালিকা প্রস্তুত হইতে পারে, সভ্যদিগের চাঁদা মাসে মাসে আদায় হইতে পারে, সভ্যদিগের মধ্যে ধর্মভাব ও সন্তাব বর্দ্ধিত হইতে পারে এবং ব্রাহ্মসমাজ শান্তি পরিবারে পরিণত হইতে পারে, সভ্যদিগের সে বিষয়ে মনোযোগ দেওয়ার সময় আসিয়াছে। সামাজিক উপাসনা বাহাতে আরো অধিক লোক আকৃষ্ট করিতে পারে তাহারও বিবিধ উপায় উদ্ভাবন করিয়া তাহা অবলম্বন করা কর্তব্য।

ছাত্র সমাজের কার্য কতক দিনের জন্য বন্ধ হইয়াছে। আগামী জাম্বুয়ারি মাস হইতে তাহার কার্য পুনরায় আরম্ভ হইবে। এই বৎসর ছাত্র সমাজের কার্য বেরপ উৎকৃষ্ট প্রণালীতে নির্বাহ হইয়াছে সে জন্য সাধু কার্যের সহায় পরমেশ্বরকে আমরা ধন্যবাদ করি। এই বৎসরের প্রথমে কেবল ৩০।৪০ জন সভ্য লইয়া কার্য আরম্ভ হইয়াছিল,

ঈশ্বর প্রসাদে বর্ষশেষে ইহার সভ্য সংখ্যা প্রায় ১৫০ শত হইয়াছে; এবং প্রায় ২০০ শত ছাত্র নিয়মিতরূপে যোগ দান করিয়াছেন। এ বৎসর ছাত্র সমাজ হইতে চারিখানি উপদেশ পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়াছে। সভ্যগণ সন্তাব ও ধর্মভাব বর্দ্ধনের জন্য দুইবার বোটানিকাল গার্ডেন গমন করিয়া পত্র পুষ্পে সুশোভিত কুঞ্জকূটরে প্রকৃতির ঈশ্বরকে ভজনা করিয়া উপকৃত হইয়াছেন। মাহুষের শক্তিতে নয় কিন্তু ঈশ্বরের শক্তিতে চিরদিন শুভ সফল সিদ্ধ হইয়া থাকে। ঈশ্বর করুন আগামী বৎসরে যেন কলিকাতার ছাত্র মণ্ডলী দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত নিজ উন্নতি সাধনে রত হইতে পারেন।

আমরা ইতিপূর্বে পাঠকদিগকে জানাইয়াছি যে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ব্রাহ্ম বালক বালিকাদিগের জন্য একটি বোর্ডিং স্কুল স্থাপন করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন; এবং বিংশতিটা ছাত্র যুটিলেই স্কুলের কার্য আরম্ভ হইবে। ইতিমধ্যেই দুইটা বালক বালিকা কলিকাতায় প্রেরিত হইয়াছে। যাহারা এইরূপ স্কুলের আবশ্যকতা উপলব্ধি করিয়াছেন, তাঁহারা শীঘ্র তাঁহাদিগের সম্ভানদিগকে পাঠাইলে শীঘ্রই বিদ্যালয় খোলা হইতে পারে। বিদ্যালয়ে বালক বালিকা উভয়েই থাকিতে পারিবে। দুইজন ব্রাহ্মিকা শিক্ষয়িত্রী ও একজন ব্রাহ্ম শিক্ষক বালক বালিকাদিগকে শিক্ষা দিবেন। শিক্ষয়িত্রীগণ বিদ্যালয়ে ছাত্রদিগের সহিত বাস করিবেন। বিদ্যালয় গৃহের কতক অংশে এক জন ব্রাহ্ম সপরিবারে বাস করিবেন, তিনি সাধারণ তত্ত্বাবধান করিবেন। প্রতি শনিবার বিদ্যালয়ের ও বাহিরের ব্রাহ্ম বালক বালিকাদিগের সম্মিলন হইবে। তাহাতে ভূগোল, প্রাকৃতিক ঘটনার কারণ, সহজ সহজ বৈজ্ঞানিক ও শারীরিক চিত্র প্রভৃতি দ্বারা মৌখিক শিক্ষা দেওয়া হইবে; এবং এখানে সঙ্গীত প্রভৃতিও শিক্ষা দেওয়া যাইবে। মাসের মধ্যে অন্ততঃ এক দিন ছাত্রদিগকে, আর্ট গ্যালারী, মিউজিয়াম, পশুশালা, বোটানিকাল গার্ডেন ও ইডেন গার্ডেন প্রভৃতি স্থানে লইয়া গিয়া তথায় বিবিধ জাতীয় বিষয় মৌখিক শিক্ষা দেওয়া হইবে। আহা, জলখাওয়া, শিক্ষা, বাড়ীভাড়া ও কাপড় কাচা প্রভৃতিতে মাসিক ১০ টাকা লাগিবার সম্ভাবনা। যাহারা আপন আপন সম্ভানদিগকে এই বিদ্যালয়ে পাঠাইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর নিকট শীঘ্র চিঠি লিখিয়া জানাইবেন। যে সব কমিটি এই বিদ্যালয়ের প্রস্তাব করিয়াছেন, তাঁহারা বালকদিগের শিক্ষার জন্য পুস্তক প্রণয়ন করিবেন। এবং সন্তানদিগকে এমন শিক্ষা প্রদান করিবার উপায় উদ্ভাবন করিবেন যাহাতে তাঁহারা সম্ভানদিগকে শৈশবকাল হইতে উপযুক্ত শিক্ষা দিতে সমর্থ হন।

আমাদের পাঠকগণ ও হিটবীগণ শুনিয়া হৃদয় হইবেক যে অমৃতসরের সর্দার দয়ালসিংহ (মাজিডিয়া) সাহেব মন্দির নির্মাণের জন্য আর ১৮০ টাকা প্রেরণ করিয়াছেন। এপুত্র তিনি নিজে এবং সংগ্রহ করিয়া মোট ২২০ টাকা পাঠাইয়াছেন। মন্দিরের আরও অন্য সর্দার সাহেব বেরপ পরিচালনা

করিয়াছেন এবং মুকুতেশ্বরে দান করিয়াছেন তাহার জন্য আমরা তাঁহাকে আমাদের অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি ।

আমাদের মন্দির নির্মাণের জন্য বিজ্ঞানির রাজা ৫০০ শত টাকা প্রদান করিয়াছেন । আমরা এজন্য রাজা বাহাদুরকে ধন্যবাদ দি । কতক দিন পূর্বে কে আশা করিয়াছিল যে এত অল্প দিনে আমাদের উপাসনা গৃহের জন্য এত অর্থ সংগৃহীত হইবে? ঈশ্বর যাহার সহায় পৃথিবীতে মানবও তাহার সহায়? আমরা কিছুদিন পূর্বে আশাও করি নাই যে এত শীঘ্র নূতন উপাসনাগৃহে সমুদয় ভ্রাতা ভগিনী এক পরমেশ্বরের উপাসনা করিব । এখন আশা হইয়াছে, আগামী মাঘোৎসবে আমরা নূতন মন্দিরে উৎসব করিতে পারিব ।

আগামী মাঘোৎসবে নূতন উপাসনা গৃহ উপাসনার জন্য যাহানে উন্মুক্ত হয় এরূপ চেষ্টা হইতেছে । মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে প্রতিষ্ঠা কার্য সম্পাদনের জন্য নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে । আমাদের দূরস্থ বন্ধুদিগকে সেই শুভ দিনে উপস্থিত হইবার জন্য আমরা সাদরে নিমন্ত্রণ করিতেছি ।

বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত দারজিপিং হইতে আসিবার সময় শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি ও সৈদপুর সমাজ পরিদর্শন করিয়া আসিয়াছেন । তিনি সমুদয় স্থানেই বিশেষ উপাসনা করিয়াছিলেন । তাহার সৈদপুরের কার্য সম্বন্ধে আমরা নিম্নলিখিত পত্র খানি প্রাপ্ত হইয়াছি ।

সৈদপুর ব্রাহ্মসমাজের প্রতিনিধি সম্পাদক বাবু কৈলাসচন্দ্র সেন লিখিয়াছেন:—

বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত এখানে আগমন করিয়াছিলেন, তাহার আগমনে এখানকার সকলেই পরম উপকৃত হইয়াছেন ।

১৯ এ অক্টোবর অত্রত্য ব্রাহ্ম সমাজে উপাসনা অশ্বে উপদেশ দিয়া সভ্যগণকে উৎসাহিত করিয়াছেন ।

৩০ শে, প্রাতে সমাজ গৃহে উপাসনা পরে অপরাহ্নে ৭ ঘটিকায় সময় শ্রীযুক্ত বাবু আশুতোষ বসুর ভবনে পারিবারিক উপাসনা এবং অতঃপুর্বে উপদেশ দ্বারা ব্রাহ্ম ধর্মের গভীর মত্যা সকল প্রচার করিয়াছেন, ইনি কেবল ধর্ম প্রচার করিয়াছেন তাহা নহে তৎসঙ্গে কয়েকটা হিতকর বিষয়েও সহায়তা করিয়াছেন ।

৩১ এ প্রাতে উপাসনা অশ্বে ব্রাহ্ম সমাজের মাগিক সভার অধিবেশন হয় । উমেশ বাবু উক্ত সভায় সভাপতির পদ গ্রহণ করিয়া যেরূপ ভাবে কার্য নির্বাহ করিয়া গিয়াছেন তাহা যিনি দেখিয়াছেন তিনিই অত্যন্ত আশ্চর্য্যিত হইয়াছেন । ইহাকে দেখিলে বাস্তবিক ভক্তির উদ্রেক হয়, ব্রাহ্ম ব্যতীত অন্যান্য লোকেও ইহাকে যথেষ্ট আদরের সহিত গ্রহণ করিয়াছেন । অপরাহ্ন ৫ ঘটিকার সময় অত্রস্থ রূব গৃহে "চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন সকল উন্নতির মূল" বিষয়ে একটি উদীপনা পূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন ; এই বক্তৃতা অনেকের হৃদয়কে আকর্ষণ করিয়াছিল এবং চরিত্রের উৎকর্ষ বিষয় উৎকৃষ্টরূপে বর্ণনা করিয়া শ্রোতৃবর্গকে মোহিত

করিয়াছেন, সাংকালে ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনার পর অতি উপাদেয় উপদেশ প্রদান করিয়া আমাদের উৎসাহিত করিয়াছেন ।

বাবু হেরম্বচন্দ্র মৈত্র ও বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মর্শ্বাশয় ছয়ের অধ্যক্ষ সভার সভ্য পদে নিয়োগ, অষ্টাবিংশ নিয়ম বিবৃতি তত্ত্বগত তাহাদের নিয়োগ ২ রা নবেম্বরের বিশেষ অধিবেশনে রহিত হইয়াছে । বৎসরের মধ্যে অধ্যক্ষ সভার কোন সভার পদ শূন্য হইলে, সে পদে যদি কোন সভাকে নিয়োগ করা আবশ্যক হয়, তবে ২৮ সংখ্যক নিয়ম অনুসারে অধ্যক্ষ সভা তাহাকে মর্নোনীত করিয়া সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অনুমতি গ্রহণ করিবেন । হেরম্ব বাবু ও নগেন্দ্র বাবুর নিয়োগের সময় ভ্রমক্রমে এই নিয়মটা কাহারও স্মরণ না থাকায় এই গোলযোগ হইয়াছিল ।

গতবারে পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের যে পত্র প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে একটি ভুল হইয়াছে ; সদ্য পুষ্করিণীর ব্রাহ্ম মহাশয় কেশব বাবুর আদেশ অনুসারে নয় কিন্তু তাহার জীৱ আপত্তিতে আমাদের মুসলমান ব্রাহ্মবন্ধুকে নিমন্ত্রণ করেন নাই । বিজয় বাবু এই ভুলটি সংশোধন করিয়া পাঠাইয়াছেন । জীৱ আপত্তিতেই হউক আর যে জনাই হউক আমরা ব্রাহ্ম মহাশয়ের আচরণে দুঃখিত হইয়াছি ।

গত শনিবার ১০ ই অক্টোবর এখানে একটি অসবর্ণ ব্রাহ্ম বিধবা বিবাহ হইয়াছে । পাত্রীয় নাম, শ্রীমতী হেমপ্রভা রায় জাতিতে কায়স্থ, বয়স ১৬ বৎসর । ইহার পিতৃালয় বিক্রমপুরের অন্তর্গত বহর গ্রামে । পাত্রের নাম বাবু শশীভূষণ সরকার, বারাকপুরের নেটিব ডাক্তার, জাতিতে বৈদ্য বয়স ২৮ বৎসর । ইহার নিবাস ঢাকা জেলায় । পাত্রীর পিতা হিন্দু অথচ কন্যার ক্রেশ সহ্য করিতে না পারিয়া স্বয়ং কন্যাকে কলিকাতায় আনয়ন করিয়াছিলেন । বিবাহটি ৩ আইন অনুসারে রেজেষ্ট্রী করা হইয়াছে ।

ময়মনসিংহের অন্তর্গত ইটনা গ্রামে ৩ আইন অনুসারে আর একটি অসবর্ণ ব্রাহ্ম বিবাহ হইয়াছে । পাত্রের নাম বাবু মহেশচন্দ্র চক্রবর্তী কুচবিহার জ্বলের পণ্ডিত । জাতিতে ব্রাহ্ম । ইহার নিবাস ময়মনসিংহের আটয়া উপবিভাগে । পাত্রী ইটনা গ্রামের বৃদ্ধ ব্রাহ্ম বাবু কালীকিশোর বিখাসের কন্যা । ইনি জাতিতে কায়স্থ ।

৩ আইন অনুসারে এখানে আর একটি অসবর্ণ ব্রাহ্ম বিবাহ হইয়াছে । পাত্রের নাম বাবু বিহারীলাল সেন ময়মনসিংহের অন্তর্গত কিশোরগঞ্জ জ্বলের শিক্ষক, নিবাস মানিকগঞ্জ, জাতিতে বৈদ্য । পাত্রীর নাম কুমারী কিশোরীমোহিনী চৌধুরী, পিতৃালয় বরাহনগর, জাতিতে সক্ষোপ ।

১৩ ই অক্টোবর হাইদ্রাবাদ (ডেকান) নগরে মেঃ ওয়া-মান পাণ্ডুরাং কেলকারের দ্বিতীয় পুত্রের ৩২০ এ সেপ্টেম্বর সোলাপুরে মেঃ সদাশিব পাণ্ডুরাং কেলকারের দ্বিতীয় পুত্রের নামকরণ ব্রাহ্ম ধর্ম অনুসারে সম্পন্ন হইয়াছে । ইহারা উভয়েই বোম্বাই প্রার্থনা সমাজের উৎসাহী সভ্য এবং ব্রাহ্ম ধর্ম অনুসারে গৃহ কার্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন ।

আমাদিগের ব্রাহ্ম বন্ধু আবু অধিকাচরণ সেন এম, এ কৃষ্ণ-
নগর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের অধ্যাপক গবর্ণমেন্টের প্রদত্ত
বার্ষিক ২০০ পাউণ্ড বৃত্তি পাইয়া কৃষি বিদ্যা অধ্যয়নের জন্য
ইংলণ্ডে যাইতেছেন।

বিজ্ঞাপন।

বিশেষ বিজ্ঞাপন।

তত্ত্বকৌমুদীর গ্রাহকদিগের মধ্যে তাহাদিগের নিকট দুই
বৎসরের মূল্য প্রাপ্য রহিয়াছে এবং বার বার পত্র লিপিয়া
ও বিজ্ঞাপন দিয়াও মূল্য প্রাপ্ত হওয়া গেল না, আমরা
অত্যন্ত দুঃখের সহিত তাহাদিগের নিকট পত্রিকা প্রেরণে ক্ষান্ত
হইতে বাধ্য হইলাম। তাহারা অল্পগ্রহ পূর্বক অন্ততঃ এক
বৎসরের মূল্য পাঠাইলে পত্রিকা পুনঃ প্রেরিত হইবে।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজমন্দির নির্মাণ জন্য
মাহারা চাঁদা সাক্ষর করিয়াছেন, তাহাদিগের
নিকট বিনীত নিবেদন যে, তাহারা অবিলম্বে
তাহাদিগের অঙ্গীকৃত অর্থ প্রেরণ করিয়া বাধিত
করেন। শীঘ্র শীঘ্র অর্থ সংগ্রহ না হইলে
সমাজ-মন্দির নির্মাণ কার্য চলা স্বকঠিন
হইবে।

১৩ নং মুজাপুর ষ্ট্রীট, } শ্রীগুরুচরণ মহলানবিশ
কলিকাতা। } বিল্ডিং ফণ্ডের সম্পাদক।

তত্ত্বকৌমুদীর প্রথম ভাগের পঞ্চম ও দ্বিতীয় সংখ্যা বাদে
পঞ্চম ও দ্বিতীয় ভাগ একত্রে বাপাই হইয়া বিক্রয়ার্থ আফিসে
প্রদত্ত আছে মূল্য ১ ডাকমাশুল।/০। কার্যাদ্যক।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের দাতব্য, প্রচার ফণ্ডের দাতব্য,
এবং পুস্তকের মূল্য হিসাবে তাহার নিকট যাহা প্রাপ্য
আছে, অল্পগ্রহপূর্বক এত সময় প্রেরণ করিলে বিশেষ
উপকৃত হওয়া যায়। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অনেক ব্যয়ের
প্রয়োজন, অর্থাভাবে তাহা ফন্ড ও স্বশৃঙ্খলক্রমে নির্দা-
হিত হইতে পারে না, ইহা বলা বাজনা। অতএব সভা,
প্রাক্তক ও স্থানীয় এজেন্ট মহোদয়গণ এবিষয়ে বিশেষ
মনোযোগী হন, একান্ত প্রার্থনা।

উপরিউক্ত দাতব্য ও মূল্য অন্য নামে পাঠাইলে গোল-
যোগ হয়, এই জন্য আমার নানেই প্রেরণ করিলে বাধিত
হইবে।

১৮৮০। ১৫ ই জুলাই } শ্রীউমেশচন্দ্র দত্ত
১৩ নং মুজাপুর ষ্ট্রীট কলিকাতা } সহকারী সম্পাদক।

রবিবাসরীয় ছাত্র সমাজে গঠিত শিবনাথ শাস্ত্রী কর্তৃক
প্রদত্ত উপদেশ সকল গ্রন্থাকারে মুদ্রিত করিয়া বিক্রীত হই-

তেছে। গ্রন্থগচ্ছগণ ১৩ নং মুজাপুর ষ্ট্রীট ভবনে আমাদে
নামে মূল্য সহ পত্র লিখিলে, উক্ত গ্রন্থ তাহাদের নিকট
প্রেরিত হইবে।

প্রার্থনাব্যবস্থাপকতা ও মুক্তিযুক্ততা ১০
ভাষা ভেদ ১০০
পরকাল ১০
ভারত ক্ষেত্রে সংস্কার কাব্য ও তৎসাময়িক উপায় ১০

১৩ নং মুজাপুর ষ্ট্রীট } শ্রীআদিনাথ চট্টোপাধ্যায়।
৩১ প্রাবন। } সহঃ সম্পাদক।

দীপ্ত শিরার অভিষেক।

সরল পদ্য প্রার্থনা পূর্ণ এই ক্ষুদ্র পুস্তক খানি ব্রাহ্মসমাজে
এক সময়ে অত্যন্ত আদরের বস্তু ছিল। অনেক দিন ইহা
অপ্রাপ্য হওয়াতে পুনর্মুদ্রিত হইয়া প্রচারিত হইয়াছে।
তাহাদিগের প্রয়োজন হয়, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কার্যালয়ে তৎ
করিলে প্রাপ্ত হইবেন। মূল্য ১০ আনা মাত্র।

বিক্রেয় পুস্তক।

নিম্ন লিখিত পুস্তকগুলি ১৩ নং মুজাপুর ষ্ট্রীট সাধারণ
ব্রাহ্মসমাজের কার্যালয়ে প্রাপ্ত হওয়া যায়। যথা—

পুস্তকের নাম	মূল্য	ডাকমাশুল
Channing's Complete works	১০০	২০
Practical Sermons	৫০	১০
Memoir of Dr. Carpenter	৫০	১০
Perfect Life	১৫০	৫০
Morning & Evening meditations	১৫০	৫০
Last Days of Raja Ram		
Mohon Roy	১০	১০
সম্প্রদ-হার (বাবু পুণ্ডরীকচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত)	১০	১০
স্বকীর্তির কীর্তি	১০	১০
পঞ্চকুহন (বালক বালিকাদিগের জন্য)	১০	১০

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্র



এই যন্ত্রে ইংরেজি ও বাঙ্গালা মুদ্রাঙ্কন কার্য
সুচারুরূপে, অল্প সময়ে এবং উচিত মূল্যে সম্পন্ন
হয়। সংবাদপত্র, পুস্তক, চেক, দাখিলা, রসিদ,
বিল, শিরোনামা, নানা প্রকার ক্ষুদ্র কার্য,
নানা রঙের মুদ্রাঙ্কন, স্বর্ণময় মুদ্রাঙ্কন, ইত্যাদি।

মুদ্রিতকরা যাহার প্রয়োজন হইবে, তিনি
কর্ম্মাধ্যক্ষের নিকট কলিকাতা ১৩ নং কলেজ
ষ্ট্রীট ভবনে অনুসন্ধান করিবেন।

১লা অগ্রহায়ণের তত্ত্ব-কৌমুদী ৩রা অগ্রহায়ণ প্রকাশিত
হইল।

তত্ত্ব-কৌমুদী

[পাক্ষিক পত্রিকা]

৩য় ভাগ।

৩৩ শ সংখ্যা।

১৬ই অগ্রহায়ণ মঙ্গলবার, ১৮০২ শক। ব্রাহ্ম সংবৎ ৫১।

বার্ষিক অগ্রিম মূল্য পা.
মকরল ৫০
পুষ্টি পত্র নং ৮০

সাধুগণ এই পাপ পলোভন পূর্ণ জগতের পক্ষে লবণ-রূপ, তাহারা না থাকিলে মানব সমাজ স্পৃহনীয় বস্তু হইত না, বন্যাবাদ পশুপক্ষের লবণ-রূপ, তাহাদের অভাবে জগতের রস তা স্বাদ থাকে না; সুতরাং মানব কাম্যের লবণ-রূপ, তাহাদের মানবের কাম্য অথকব হয় না; বিবেক বস্তু জগতের লবণ-রূপ, কারণ তন্ময় মানবের পদসাধন বিষাদ-হারা বস্তু।

হে মানব! তুমি মনে করিতেছ, আমি কি অচতুর; জগতবাসী আমার কোশল বৃদ্ধিতে পারিল না, আমি কেমন সাধুনাম উপাধীন করিয়া গেলান। আপনাকে এ প্রবেশ দিও না, তুমি যখন এ জগতে নড়িয়া চড়িয়া বেড়াইতেছ, তখন তোমার অজ্ঞাতসারে জগতবাসীর মনে তোমার চরিত্রের দৈর্ঘ্য, প্রপঞ্চ, আকর্ষণ, বিপুলিত প্রভৃতির ছবি পাড়িতেছে। তুমি চিকিৎসক যেরূপ তাহা আশ্রয়ণার্থী সকলে জানিতে পারিতেছে। তুমি যখন অসুখি মাথিয়া মনে করিতেছ, লোকের প্রিয় মৌরভে আনন্দিত হইতেছে, তখন হয়ত জগতবাসী তোমার অন্তর্নিহিত, কোন অগুরুষ্ট বস্তুর আশ্রয় পাইয়া, তোমার অজ্ঞাতসারে বস্তুকণ্ঠে নাশাফাদন করিতেছে। অতএব সাধুগণ! চাতুরী বা কৌশলের উপর নির্ভর করিও না।

এক জন বিজ্ঞ লোক বলিয়াছেন, চিন্তাশক্তি বিহীন কেহ যেমন পণ্ডিত হইতে পারে না; বিবেক সম্বন্ধে হীন হইলে তেমন কেহ উচ্চ শ্রেণীর ধার্মিক হইতে পারে না। সত্য গ্রহণ করিবার, সত্য বলিবার এবং সত্যচরণ করিবার সাহস বাহার নাই, ধর্ম তাহাকে আপনার প্রণয়ের উপযুক্ত পাত্র মনে করেন না। সেই ব্যক্তি ঈশ্বর প্রীতির উপযুক্ত নয়। যে ব্যক্তি জ্ঞাতসারে সত্য গোপন করে, বা অসত্য প্রচার করে, তাহার ন্যায় গুঢ় অবিদ্যাসী কে? হে পরমেশ্বর! আমরা এইরূপে কতবার তোমার অপমান করিয়াছি। তোমাকে উপাসনার সময় যে সকল কথা বলি যদি সে সমুদায় হৃদয়ের কথা হইত, তাহা হইলে কি জ্ঞাতসারে অসত্যপ্রচারণ করিতে পারিতাম? বিশ্বাস ও সংস্কার বিরুদ্ধ আচরণ করিয়া কি প্রকারান্তরে এই কথা বলি নাই, যে ধর্ম, লোকাসুহৃৎ অপেক্ষা শ্রিয় নহে। এই অপরাধের শাস্তি কি এই দিয়াছ, যে আমরা

দেব ধর্ম্যভাব সকল নিঃসৃত হইয়া পড়িয়াছি। এখন আর সম্পূর্ণ প্রাণের সহিত সম্বন্ধে গ্রহণ করিতে পারি না? প্রভো! তুমি আমাদের এখনও রক্ষা কর। জ্ঞান চক্ষুর সংসারিকতা দূরিত ধর্ম্মবুদ্ধিকে উজ্জ্বল কর।

যিনি জীবন্ত ঈশ্বরের উপাসক তিনি কখনও অলস বা জড়ভাবাপন্ন হইতে পারেন না। ঈশ্বর তাহার উপর দুইটা কাম্যের ভার দিয়াছেন। প্রথমতঃ তিনি বিশ্বাসের জীবন্ত ভাষাতে জগতকে বলিবেন যে, এই সত্যরূপ পুরুষের আশ্রয় ভিন্ন জীবের পরিবর্তন দ্বিধায় পড়া নাই; দ্বিতীয়তঃ তিনি নিজ জীবন দ্বারা জগতবাসিদিগকে দেখাইবেন, যে সন্ধকে তাহারা প্রীতি করেন, তাহার প্রিয়কাম্য সাধনই তাহাদের আশ্রয় অন্ন পান স্বরূপ। কি বিনিয়োগ ঈশ্বরের প্রিয়কাম্য সাধনই সন্তোষপামকের আশ্রয় অন্ন পানস্বরূপ? তাহাতে কি আর সন্দেহ আছে? শাস্ত্রে বলে দেবগণ অমৃত ভোজী, এই সেই অমৃত। ধর্ম্মচিন্তা, ধর্ম্মালাপ ও ধর্ম্মাচরণ লইয়াই সাধু বিচরণ করেন। ধর্ম্ম তাহার আশ্রয়ের অন্ন, ধর্ম্ম তাহার পানীয় জল, ধর্ম্ম তাহার আচ্ছাদনের বস্ত্র, ধর্ম্ম তাহার সেবিকারি বায়ু, ধর্ম্ম তাহার চক্ষের আলোক, ধর্ম্ম তাহার আশ্রয়ের কানন, ধর্ম্ম তাহার নির্জন্মের বস্তু, ধর্ম্ম তাহার শয্যার সঙ্গী। হে ব্রাহ্ম! চিন্তা কর দেখি প্রকৃত ধর্ম্মপথ হইতে কত দূরে আছ। অলসতা তাহাদের প্রকৃতি ঈশ্বরের স্বর্গীয় অগ্নি তাহাদিগকে অদ্যাপি স্পর্শ করে নাই।

আমরা কি জগতের সাধু মহাপুরুষদিগকে সমুচিত শ্রদ্ধা ভক্তি করি না? ইহা কি কখনও সম্ভব হয়? সাধুতার প্রতি যাহাদের প্রীতি আছে, তাহারা কি কখনও সাধুদিগকে ভক্তি না করিয়া থাকিতে পারে? ইংরাজি কবি পোপ বলিয়াছিলেন, পাপের মূর্ত্তি এমন জঘন্য যে তাহার প্রতি ঘৃণার উদ্রেক করিবার জন্য প্রয়াস পাইতে হয় না, দেখিলেই ঘৃণার উদয় হয়। আমরাও বলি প্রকৃত সাধুতা এমন পদার্থ যে দেখিলে ভক্তি না করিয়া থাকি যায় না। এই সময়েই দুই লোকে সময়ে সময়ে সরল শিশুদিগকে ডুলাইয়া নির্জন্মে লইয়া গিয়া যেমন তাহাদের বসন ভূষণ প্রভৃতি কাড়িয়া লয়, জগতের সাধুবাও তেমনই সরল সত্যপ্রিয় আমাদের

ব্রহ্মরাজের নিগূঢ় পঞ্চলইয়া গিয়া তাহার মন প্রাণ কাড়িয়া লন। আমরা অগ্রে ঈশ্বরের নিকট যাই, তৎপরে তিনিই আমাদের প্রত্যেককে প্রত্যেক সাধু ও সাধ্বী নরনারীকে ভক্তি করিতে শিক্ষা দেন। ঈশ্বরের যে ভাল বাসে সে সাধুদিগকে ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারে না; আর তাঁহার প্রতি যার সমুচিত ভালবাসা নাই, সে ব্যক্তির নিকট মহাপুরুষ মহাপুরুষ করিলেই বা কি? অতএব হে ব্রাহ্ম! অগ্রে ঈশ্বরে প্রীতি স্থাপন করিতে শিক্ষা কর, জগতের সকল মহাজন তোমার আত্মীক হইবেন; তখন সকলকে ধর্মপথের পরম সহায়ও প্রাণের ভাট বলিয়া মনে হইবে। মহাজনদিগের প্রতি এতাব যদি না জন্মিয়া থাকে, জানিবে সাধুতার প্রতি সমাদর জন্মে নাই।

অনেকে জগতের মহাজনদিগকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি মনে করিয়া থাকেন, আমাদের বোধ হয় তাঁহাদিগকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি না বলিয়া মানবের প্রতিনিধি বলাই অপেক্ষাকৃত অধিক যুক্তি সম্মত। প্রথমতঃ তাঁহারা এ জগতে পুত্র ও ভ্রাতার ভাবই অধিক প্রদর্শন করিয়া থাকেন। এই দুই ভাব ভ্রাতৃত্ব পিতৃত্ব পরমেশ্বরে সম্ভব নয়। তাঁহার অপেক্ষা উচ্চ বা মহৎ কেহ নাই; সুতরাং এ ভাবদ্বয়ও তাঁহার ধর্ম নয়; সুতরাং এই ভাবদ্বয় সম্পন্ন ব্যক্তি তাঁহার প্রতিনিধি হইতে পারে না। তিনি মানবেরই প্রতিনিধি হইতে পারেন। আর এক অর্থে তাঁহাকে মানবের প্রতিনিধি বলা যায়। মনুষ্য সমাজের যে কার্য করা উচিত ছিল, অথচ তাহারা করে না, এত সকল মহাজন সেই কার্যের ভার লইয়া জগতে বিচরণ করেন। মানবের পাপ ও দুর্বলতার অপ্রতুল নাই, পশুর জন্য ক্ষুদ্রিত ও তুষিত হইয়া ক্রন্দন করা মানবের পক্ষে উচিত। কিন্তু অপিকাংশ মানবের সে ক্ষুদ্র তুষা নাই। মহাজন গণ যেন বলেন “মানব যদি তুমি ক্রন্দন না কর আমরা তোমাদের হইয়া ক্রন্দন করিব।” তাহা, মানব জাতির সমষ্টিত হত্যাকার স্বরূপ, তাঁহারা এক এক জন এক একটা ক্রান্তির সমবেত প্রার্থনা। আর এক অর্থে তাঁহারা মানবের প্রতিনিধি—মানব সমাজই তাঁহাদিগকে প্রস্তুত করে। তাঁহাদের জাতির মধ্যে উৎকৃষ্ট যাগ থাকে সেই সকল উপদানে তাঁহারা নিশ্চিত হইয়া থাকেন। তাঁহাদিগকে সমাজের চিন্তা ও ভাব স্রোতের আবর্ত বলা যাইতে পারে। এ স্রোত তোমার আমার উপর দিয়া বহিয়া যাইতেছে, প্রকাশ নাই, তাঁহাদের গভীর প্রকৃতি ও গভীর প্রতিভার সংস্পর্শে আসিয়া প্রবল আবর্ত উপস্থিত করে।

আমাদের এক জন ব্রাহ্ম বন্ধু পত্র দ্বারা একটী প্রশ্ন করিয়াছেন। কিছুদিন হইল নববিধানী বন্ধুদিগের মন্দিরে কোচ বিহারের মহারাজা ও মহারাণীর যে বিবাহ হইয়া গিয়াছে, আমরা এত নিকটে থাকিয়াও কি তাহা দেখিতে পাইলাম না? ইহা কি একটী নূতন ব্যাপার নয়, ইহা সবেও কি আমরা নববিধানের মধ্যে কোন নূতন ঘটনা লক্ষ্য করিতে

পারিলাম না? আমরা তাঁহার প্রবন্ধের উত্তর দিতেছি। মিমার বলিয়াছেন কোচবিহারের ভূতপূর্ব ঘটনা “বাগদান মাত্র” (only betrothal) হইয়াছিল; এই বিবাহই প্রকৃত বিবাহ। দেখা যাউক এই কথা কতদূর সত্য। আমাদের বন্ধু অমুগ্রহ করিয়া নিম্ন লিখিত প্রশ্নগুলির বিষয় চিন্তা করিবেন।

প্রথম, যদি ভূতপূর্ব ঘটনা বাগদান মাত্র হইয়াছিল এরূপ হয়, সকল বাগদানের ন্যায় এই বাগদানের ভঙ্গ হইবার কোন সম্ভাবনা ছিল কি না? আমাদের দেশের বাগদানের পর কত বিবাহ ভঙ্গ হইয়া যায়, এখানে সে সম্ভাবনা ছিল কি না?

দ্বিতীয়, কেশব বাবু কোচবিহারের মহারাজাকে জামাতা অথবা সম্ভাবিত জামাতা, কি ভাবিতেন? পাত্র পাত্রী আপনাদিগকে স্বামী স্ত্রী অথবা পরিণয়কাজী, বর, কন্যা কি ভাবিতেন?

তৃতীয়, এই কালের মধ্যে মহারাজার যদি কোন প্রকার উদ্ভাদন ঘটিত, তাহা হইলে কেশব বাবুর কন্যা রাজবংশ রক্ষার জন্য পোষা পুত্র লইতে পারিতেন কি না? এবং সেই মুক্তিই রাজার ইংলণ্ডে গমনের পূর্বে বিবাহের একটী প্রধান যুক্তি ছিল কি না? ১৭৯৯ শক ১৬ই চৈত্রের ধর্মতত্ত্বে শ্রীযুক্ত বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ও শ্রীযুক্ত বাবু গৌরগোবিন্দ রায় যে পত্র মুদ্রিত করেন, তাহাতে বলিয়াছিলেন “গবর্ণমেন্টের নূতন প্রস্তাব এই যে মার্চ মাসে রাজার ইংলণ্ডে যাইতেই হইবে; কিন্তু অবিবাহিত অবস্থায় তাঁহার তথায় যাওয়া নিষিদ্ধ অনতিপ্রেক্ষ, এ জন্য ৬ মার্চ দিবসে বিবাহ হইবে; কিন্তু সে বিবাহ নাম মাত্র।” গবর্ণমেন্ট অবিবাহিত অবস্থায় রাজাকে ইংলণ্ডে যাইতে দিতে স্বীকৃত হন নাই, ইহার অর্থ কি?

চতুর্থ, ভূতপূর্ব বিবাহের বৈধতা রক্ষার জন্য পাত্রকে হোম করিতে হইয়াছিল কি না? উক্ত সংখ্যক ধর্মতত্ত্বে নিম্নলিখিত উক্তি দর্শন করুন “গবর্ণমেন্টের শাসনেন্দ্রে আদেশে বিবাহের বৈধতা রক্ষার জন্য হোমের সময় তাঁহার কেবল উপস্থিত থাকিতে হইয়াছিল।” ধর্মতত্ত্ব ১৬ই চৈত্র ১৭৯৯।

পঞ্চম, ভূতপূর্ব বিবাহকে পূর্বে ব্রাহ্মবিবাহ বলিয়া পরিচয় দেওয়া হইয়াছিল কি না? পাঠ করুন “পরে ব্রাহ্ম রীতি অনুসারে প্রতিজ্ঞা, প্রার্থনা ও বর কন্যার প্রতি আচায্যের উপদেশ এই কয়েকটী অমুষ্ঠান স্বতন্ত্র স্থানে কতিপয় ব্রাহ্মের সম্মুখে সম্পন্ন হইল।” ধর্মতত্ত্ব ১৬ই চৈত্র ১৭৯৯ শক।

আর ও দুই একটী প্রশ্ন আছে যাহা লজ্জাবশতঃ করিতে পারিতেছি না। এই সকলের পরও যদি ভূতপূর্ব বিবাহকে বাগদান মাত্র বলা যায়, তাহা হইলে সত্যানুগত ব্যবহার হয় কি না? আমাদের বন্ধু দেখিবেন, যে তাহারা নিম্নমুখেই ভূতপূর্ব বিবাহকে বিবাহ, কেবল বিবাহ নয় বৈধ বিবাহ এবং ব্রাহ্ম বিবাহ বলিয়াছেন; এখন আবার সেই দম্পতীকে বিবাহ দিলে, চলিত ভাষায় “এক মুরগী দুই স্থানে জবাই” যাহাকে বলে ঠিক তাহা হয় কি না? এইটী যদি প্রকৃত ব্রাহ্ম বিবাহ হইল তবে সেই ব্রাহ্ম বিবাহটী কি? ঠিক এই যুক্তিতে পরিণীতা স্ত্রী রাখিয়া ইংলণ্ড গন্ত প্রত্যেক যুবকের বিবাহকে বাগদান মাত্র বলিয়া, সমাগত হইলে পুনরায়

বিবাহ দেওয়া যায় কি না? এই যুক্তি অবলম্বন করিয়া কেহ তাঁহার একাদশবর্ষীয়া বালিকার নাম মাত্র বিবাহ দিয়া যদি কোন যুবাণুককে হস্তগত করিয়া রাখেন এবং উভয়ে বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে আবার বিবাহ দিয়া জগতকে প্রকৃত বিবাহ হইল ইত্যাদি জ্ঞাপন করেন, আমাদের বন্ধু তাহাতে অনুমোদন করেন কি না? আমরা লোক দেখান কালের পরম শত্রু আমাদের বন্ধু সত্যাকে সাক্ষী করিয়া আমাদের প্রশ্নগুলির উত্তর দিবেন। তাহা হইলেই বুঝিতে পারিবেন, দ্বিতীয় বিবাহটী আমাদের চক্ষে ক্রীড়া মাত্র বোধ হইয়াছে কেন? যে জগদীশ্বর ধর্ম্মসাক্ষ্যে আসিয়া ধর্ম্মানুষ্ঠানকে যেন ক্রীড়ার বস্তু না করি, তুমি আমাদের চরিত্র প্রকৃতিকে রক্ষা কর, যে কার্য্য করিব, যেন গাঢ় বিশ্বাসের সহিত করিতে পারি।

আধ্যাত্মিক আলস্য ।

জগতে অলস লোকের অগ্রহুল নাহি। শরীর স্বাস্থ্যে সাহায্য অলস তাহার পরিশ্রমকে ভর করে; বিনা শ্রমে সাহাকে কার্য্য সিদ্ধি হয় তাহারই ইচ্ছা করে। ক্রিষ্ণ শ্রম করিলে যে লাভ হয়, কি, যে ক্ষতি নিবারণের সম্ভাবনা, তাহারা শ্রমের ভয়ে সে লাভ পরিত্যাগ ও সে ক্ষতি স্বীকার করিয়া থাকে। যদি তাহাদের অঙ্গ আচ্ছাদনের জন্য অঙ্গরক্ষার প্রয়োজন হয়; তাহারা কি করে? বাজারে যাওয়া, বস্ত্র মনোনীত করা, প্রকৃত মূল্য নিকূপণ করা, কিভাবে সে বস্ত্রকে প্রস্তুত করিতে হইবে তাহা চিন্তা করা, তাহাকে প্রস্তুত করিবার জন্য লোক অন্বেষণ করা, এ সকল পরিশ্রম তাহাদের সহ্য হয় না। লোকে যে বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া অধিক মূল্যে দ্বারে দ্বারে বিক্রয় করে তাহারা তাহাই ক্রয় করে; যদি তাহা সম্পূর্ণ রূপে নিজ দেহের উপযোগী না হয়, সে অসুবিধাও ভোগ করিতে প্রস্তুত হয়।

শারীরিক আলস্যের ন্যায় এক প্রকার মানসিক আলস্যও আছে। সেই সকললোক চিন্তার ক্রেশ হইতে বাঁচিতে চায়। কে আবার এই জন্য ভাবে, কে আবার পাঁচ খানি গ্রন্থ পাঠ করে; কে আবার এই তর্ক বিতর্ক লইয়াই কাল যাপন করে; অম্বুকের উপর চিন্তার ভার দেওয়া বাউক। এই রূপ চিন্তা তাহাদের অন্তরে উদ্ভিত হইয়া তাহা দিগকে পরপ্রত্যাশী করে। একজনে বা দশজনে বাহা চিন্তা করিয়া রাখিয়াছে, ইহারা অবিচারিত চিত্তে তাহাই অবলম্বন করে। তাহারা যদি বনিক হয়, অপর দশজন বনিকের প্রদর্শিত পথেরই অনুসরণ করে; যদি শিক্ষক হয় বেশের দশজন চিন্তা করিয়া যে শিক্ষা প্রণালী উদ্ভাবন করিয়াছে, সম্পূর্ণ রূপে তাহারই অনুসরণ করিতে থাকে, যদি ছাত্র হয়, নিজ পাঠ্য বিষয়সকল বুঝিবার ভার অপরের স্বন্ধে, কেবল স্মৃতির উপর নির্ভর করে, যদি গ্রন্থকার হয় 'অনুবাদ করিতে' সর্ব্বাঙ্গে অগ্রসর হয়, যদি শাসন কর্তা হয় নিয়মবদ্ধ প্রণালীর রেখা মাত্র ব্যতিক্রম করিতে সাহসী হয় না।

মানসিক আলস্যের ন্যায় এক প্রকার আধ্যাত্মিক আলস্য আছে। আত্মার ক্ষুধা তৃষ্ণায় ব্যাকুল হইয়া সৎসারাকার মধ্যে প্রকৃত পথ অন্বেষণ করার যে ক্রেশ, তাহা এই সকল লোক লোকে সহ্য করিতে পারে না। একবার আলোক একবার অন্ধকার ইহার মধ্যে লাঞ্চিত হইয়া কাদিতেছি; একবার আশা একবার নিরাশার মধ্যে পতিত হইয়া ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইতেছি, এইরূপে ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইতে অনেক ক্রেশ পাইতে হয়, অনেক অশ্রুজল ফেলিতে হয়, কিন্তু যে আত্মা এইরূপে অগ্রসর হয়, সেই অন্ধকারের মধ্যে পরমেশ্বরের পবিত্র মুখভ্যুতি দেখিয়া আশ্বস্ত হইতে পারে। কিন্তু অলস সাধকেরা এ পথে চলিতে প্রস্তুত নয়। বে অঙ্গ রক্ষা দ্বারা তাহাদের আত্মার অঙ্গাচ্ছাদন হইবে, সে বস্ত্রের জন্য তাহারা ঈশ্বরের নিকট আসিতে যাইতে পারে না, পথের ভয়ে ভীত হইয়া সাধু মহাজনদিগের শরণাপন্ন হয়। তাহারা এক এক জন মানবের জন্য যেন কতকগুলি অঙ্গরক্ষণ প্রস্তুত করিয়া লইয়া বেড়াইতেছেন; নিজ আত্মার অঙ্গের পক্ষে তাহা সুসংলগ্ন হউক না হউক এই সকল অলস লোক তাহার এক একটা পরিয়া বসে এবং সাধন শ্রমের হস্ত হইতে নিবৃত্তি পাইল বলিয়া আনন্দিত হয়।

অলস্যার বর্জিত করিয়া বলিতে গেলে বলিতে হয়। তাহাদের সাধন বিষয়ে স্বাবলম্বন শক্তি নাই, তাহাদিগকে অপর সাধকের গলগ্রহ হইতেই হইবে। আমরা একরূপ আধ্যাত্মিক পরাধীনতাকে শোচনীয় মনে করি। যদি একরূপ কোন যুবা পুরুষকে দেখিতে পাই, যাহার বয়স বিংশতি বৎসর অথচ তাহাকে জননীর সহস্র আহার করাটী দিতে হয়, বস্ত্র পরাইতে হয়, রাত্রিকালে উঠিলে সঙ্গে বাহিরে যাইতে হয়, তাহা হইলে যেমন সেই বৃদ্ধ শিশুর জন্য শোক করিয়া থাকি, সেইরূপ যদি কোন জ্ঞান ও চিন্তাশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিকে ধর্ম্ম বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে গুরু অধীন দেখিতে পাই, তাহা হইলেও নিতান্ত দুঃখের বিষয় মনে করিয়া থাকি। যদি দেখি গুরু যতক্ষণ একটা বিশেষ ভাব না দিতেছেন ততক্ষণ সে ভাবের কথা তাহারও মুখে শুনা যাইতেছে না; গুরু যে গ্রামটী মুখে তুলিয়া দিতেছেন সেইটী মুখে উঠিতেছে, যেটী না দিতেছেন সেটী আর পাইতেছেন না; তাহা হইলে বলি, এই জননী যেমন বৃদ্ধ শিশুকে জগতে অকর্ম্মণ্য ও অপদার্থ করিয়া থাকেন, সেইরূপ গুরু ও শিষ্যদিগকে ধর্ম্ম জগতে অপদার্থ করিয়া ফেলিতেছেন। এই আধ্যাত্মিক আলস্য হইতে রক্ষা পাইবার জন্য আমরা ব্রাহ্ম মাত্রকেই সতর্ক করিতেছি। হে মানব! ঈশ্বর তোমাকে যে সকল অমূল্য আধ্যাত্মিক বৃত্তি ও শক্তি দিয়াছেন, জাধীনভাবেও ঈশ্বরের সাহায্যে তাহার চালনা করা ভিন্ন, তোমার মনুষ্যত্ব, মহত্ব, ও প্রকৃত ধর্ম্ম লাভের উপায়ান্তর নাই। যে ভার নিজে বহন করিবে বলিয়া ঈশ্বর দিয়াছেন তাহা পরের স্বন্ধে দিও না; যে সংগ্রাম নিজে করিবে বলিয়া বিধি করিয়াছেন তাহার ভার অপরের হস্তে দিয়া অলস হইও না। ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা

অবলম্বন কর। ধর্মপথে অপ্রপাত করিতে করিতে চমিতে
চয়; ব্যাকুল হইয়া ঈশ্বরের নিকট কাদিতে হয় তোমার
আর গত্যন্তর কি?

মহুয়া দূষিতমত নিবন্ধন অনেক সময় নিজের সুখ
অনিষ্ট সাধন করিয়া বসে। সেটী এখানে উল্লেখ করা আবশ্যিক
বোধ হইতেছে। জগদীশ্বর মানবাত্মার তেজ, শক্তি ও
পবিত্রতা রক্ষার এই নিয়ম করিয়া দিয়াছেন, যে সে যদি
জ্ঞাতসারে কোন প্রকার বিশ্বাস বিরুদ্ধ বা সত্য বিরুদ্ধ আচরণ
করে, যদি বিশ্বাসের দ্বারা কোন প্রতীতি না কবিতা অপরের
অহংমোহে তাহার আচরণ করে, তাহা হইলে তাহার চরিত্রের
দীপ্তি ও পবিত্রতা নষ্ট হইয়া যায়। এইটী ধর্ম পথের যাত্রী
মানবেরই বিশেষরূপে অনুভব করা কর্তব্য। আধ্যাত্মিক
জড়তা বশতঃ মানব যদি সম্পূর্ণরূপে কোন গুণের মুখ
প্রত্যাক্ষী হয়, তাহা হইলে যে কেবল সে ব্যক্তির অবলম্বন
শক্তি তিরোহিত হয় তাহা নহে, আর একটা সর্বনাশ ঘটয়া
থাকে। মানব প্রকৃতির পক্ষে ইহা কখনও সম্ভব নয় যে
এক ব্যক্তির পক্ষে যাহা স্কন্দ বা প্রয়োজনীয় বোধ হইবে
তাহা সম্পূর্ণরূপে অপর এক জনের গ্রহণোপযোগী হইবে।
যদি গ্রহণোপযোগী হয়, একজন উন্নত সাধক যাহা প্রতীতি
করিয়াছেন তাহা যে অপরে সেইভাবে প্রতীতি করিতে সমর্থ
হইবে এরূপ আশা করা যায় না। অনেক সময় শিষ্যগণ
গুরুর কথা অবিচারিত চিত্তে অবলম্বন করিয়া থাকেন।
জন্মের যে সত্য প্রতীতি করিতে পারিলাম না, যে সত্যের
গভীরতা দেখিতে পাইলাম না; বিশ্বাসের দ্বারা গ্রহণ করিতে
পারিলাম না, অথচ ভাবিলাম, এরূপ একজন উচ্চ জ্ঞানীর
সাধক যখন এরূপ কথা বলিলেন, তাহা জন্মজন্ম না করিলেও
আমার গ্রহণ করা উচিত। কাবণ উনি উচ্চ জ্ঞানীর সাধক।
এইভাবে আত্মার স্বাধীনভাবে সত্য গ্রহণের শক্তি ও অধিকারকে
খর্ব করিয়া, যদি একবার কাহারও পদতলে অবনত হওয়া
গায়, তাহা হইলে মানব চরিত্র রক্ষার যে একমাত্র উপায়
ছিল তাহারও বাধ্যত হয়। এইরূপ যতবার বিশ্বাসের উপর
বল প্রকাশ করা যায় ততই গুরুরূপে আত্মার অসোগতি হইতে
থাকে। কোন বর্তমান নদীর কিয়ৎংশকে উভয়দিকে সেতু
দ্বারা কিছুকাল বন্ধ করিয়া রাখিলেই সেমন তাহার জল
দূষিত হইয়া পড়ে। সেইরূপ মানবাত্মার স্বাধীন প্রসার বন্ধ
করিয়া কিছুদিন রাখিলেই তাহাতে অজ্ঞাতসারে অনেক
প্রকার পাপ ও অপবিত্রতা আসিয়া প্রবিলম্বিত হয়। কেহ
কেহ হয়ত প্রশ্ন করিবেন, তবে কি জগতের সাধুদিগের প্রত্ন-
শিথ পথে চলিব না? তাহাকে বলিব? যতক্ষণ পূর্ণ বিশ্বাস-
সের সহিত কোন কথাকে সত্য বলিয়া প্রতীতি না করিবে
ততক্ষণ প্রতীতি হইয়াছে এরূপ দেখাইবে না। চৈতন্য বা
নানক বলিয়াছেন বলিয়া যে গ্রহণ করিতেছি তাহা নহে।
কিন্তু আমার মতে তাহার ঠিক সত্য বলিয়াছেন বলিয়া
অনুভব করিতেছি তাই গ্রহণ করিতেছি। যদি এরূপ অনুভব
না করিতাম গ্রহণ করিতাম না, এইভাবে সত্য গ্রহণ
করিবে। আত্মার স্বাধীনতা সর্বপ্রায়ে রক্ষণীয়, ইহার

ব্যাখ্যাত করিলে মানবের দুর্গতির কোথায় শেষ হইবে তাহা
জানি না।

মধ্যবর্তিত্ব-ত্রয়।

মহুয়া যত দিন জগদীশ্বরকে না জানে, যত দিন তাঁহার
পরিচয়প্রদ শক্তির সহিত সাক্ষাৎ পরিচয় না হয়, যত দিন
নিজ অন্তরে তাঁহার সাক্ষাৎ আবির্ভাব ও তাঁহার হস্তের
বিচিত্র কাণ্ড প্রত্যক্ষ না করে, তত দিন তাহাকে ঈশ্বর বিষয়ক
জ্ঞানে জ্ঞান সম্পূর্ণরূপে পবনবাপেক্ষা হইয়া থাকিতে হয়।
এইরূপ অবস্থাকে মধ্যবর্তিত্বের অবস্থা বলা যাইতে পারে।
এই প্রকার অবস্থাতে মানবকে ত্রিবিধ মধ্যবর্তীর উপর নির্ভর
করিতে দেখা যায়। প্রথম, কথোক্ত, এইরূপ লোকে
ধর্মের বাহ্যিক ক্রিয়া কাণ্ডকে পরমপুণ্যার্থ জ্ঞান করিয়া থাকে;
বুদ্ধিপূর্বক হউক আর না হউক যন্ত্রের ন্যায় সেই গুলি পালন
করিতে পারিলেই পারত্রিক মুক্তির হইবে এইরূপ আশা
করিয়া থাকে। কেন মালা ধরাইব, কেন বিপুল ধারণ
করিব, কেন তপস্যা করিব, এসকল চিন্তা তাহাদের মনে
উদিত হয় না। এই গুলিকেই তাহার মুক্তির পথ বলিয়া
বিবেচনা করিয়া থাকে।

দ্বিতীয় মধ্যবর্তী শাস্ত্র। যিনি সকল শাস্ত্রের মূল তাঁহাকে
যে ব্যক্তি না জানিল, তাহাকে মানবের লিখিত শাস্ত্রের মুখা-
পেক্ষা করিয়া থাকিতে হয়। সেই এক খানি গ্রন্থে যে
কথা গুলি লিখিত আছে, তাহাই সে ব্যক্তির এক মাত্র অন্ন
পান হইয়া পড়ে। সে শাস্ত্র খানিকে সে একমাত্র সার বস্তু
বলিয়া বিবেচনা করে; কেশমাত্র তাহার আদেশ অতিক্রম
করিতে সাহসী হয় না। বালক যেমন অন্ধকারে যাইতে
ভয় পায় সে ব্যক্তিও সেইরূপ সেই শাস্ত্রের বাহিরে যাইতে
ভয় পায়।

তৃতীয় মধ্যবর্তী গুরু। ঈশ্বরের সহিত সাক্ষাৎ যোগ
স্থাপনে যাহার অশক্তি হয়, তাহার আর একটা সংকটে
পতিত হয়। তাহার অনেক সময় এক জন সাধন সম্পন্ন
মানবকে আশ্রয় করে। সেই ব্যক্তির উক্তিকেই আপনা-
দিগের মুক্তি সাধনের এক মাত্র উপায় বলিয়া মনে করে;
অবিচারিত চিত্তে তাঁহার সমুদায় আদেশ প্রতীপালন করিতে
থাকে, সাধীন চিন্তা যদি কখনও সে উক্তির প্রতি সন্দেহ
বা বিতর্ক উপস্থিত করে, তাহা হইলে সে স্বাধীনতাকে পাপ-
প্রবৃত্তি জ্ঞানে তাহাকে বিনাশ করে।

এই ত্রিবিধ বন্ধন হইতে মুক্তি পাইবার এক মাত্র উপায়
পরমেশ্বরের সাক্ষাৎকার লাভ করা। “ভিত্যন্তে হৃদয় গ্রন্থি-
ছিদ্যন্তে সর্ব সংশয়াঃ ক্রীয়ন্তে চাস্য কৰ্ম্মাণি তস্মিন্
দৃষ্টে পরাৎপরে”। সেই পরাৎপরের পরমেশ্বরকে দর্শন করিলে
জন্মের গ্রন্থি ছিন্ন হয়, সকল প্রকার সংশয় দূর হয়, এবং
বাহ্য কর্ম্মকাণ্ডের অসারতা প্রতীত হয়। নিজ অন্তরে পর-
মেশ্বরের পরিচয় না পাইলে, কাহার সাধ্য ধর্মপথে স্থির
হইয়া দণ্ডায়মান হয়। তাহাকে যে সাধক প্রকৃতরূপে অন্তরে

দেখিয়াছেন, ঈশ্বরই তাঁহার শাস্ত্র, ঈশ্বর তাঁহার গুরু। কোন শাস্ত্র, কোন সাধুর প্রতি তাঁহার অবজ্ঞা বা অশ্রদ্ধা নাই। প্রত্যুত তিনি অশ্রদ্ধাক্ত সহকারে সকল সাধুর উপদেশ গ্রহণ করিয়া থাকেন, কিন্তু তিনি কখনও অপর কাহাকেও ঈশ্বরের স্থলাভিষিক্ত করেন না; তিনি ভিন্ন আর কাহাকেও যুক্তির পথপত্রপ জ্ঞান করেন না।

কলিকাতাস্থ উপাসক মণ্ডলীর সমীপে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী কর্তৃক বিবৃত উপদেশের সারংশ।

আমরা গত ধরাপৃষ্ঠ হইতে উঠে উঠি, ততই পৃথিবীর পৃষ্ঠস্থিত পদার্থ সকল আমাদের দৃষ্টিতে ক্ষুদ্র হইতে থাকে, এবং ক্ষুদ্র বস্তুগুলি একেবারে দৃষ্টির অগোচর হইয়া যায়। কোন পক্ষতশৃঙ্গে বা অপব কোন উচ্চপ্রদেশে দণ্ডায়মান হইয়া তৃণপত্রের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে, কোথায় কোন বস্তু রহিয়াছে, একটি অপরটি হইতে কত দূরে অবস্থিত, তাহা আর আমরা নিরূপণ করিতে পারি না। কিন্তু পক্ষীদের কি আশ্চর্য্য শক্তি, তাহারা গগণের কোন উচ্চ প্রদেশে উড়িতে উড়িতে, এক ধরাপৃষ্ঠে কোথায় তাহাদের আহারীয় বস্তুটি পড়িয়া আছে, তাহা তাহারা লক্ষ্য করিতে পারে। যে পক্ষী মৎস্য আহার করে, কোথায় একটি ক্ষুদ্র মৎস্য পড়িয়া আছে সেটি তাহার চক্ষে পতিত হয়। ক্ষুদ্র পক্ষীটির বৃক্ষের শাখায় ছিল, হঠাৎ পরাতলে অবতীর্ণ হইল, নাহিয়া দেখে মুক্তিকাতে একটি অতি ক্ষুদ্র কীট লুপ্তিত হইতেছিল, সেটিকে ধরিবার জন্য আসিয়াছে। একরূপে পক্ষীদের দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা দেখিয়া আমরা সময়ে সময়ে অত্যন্ত বিস্ময়াধিত হই, তাহাদের তুলনায় আপনাদিগকে অন্ধের ন্যায় বোধ হয়। কিন্তু ইহাব মধ্যে বিস্ময়ের কারণ কিছু নাই। জগদীশ্বর তাহাদিগকে এ শক্তি না দিলে তাহাদের বাঁচাই দুর্ঘট হইত। তাহারা কেবল দ্বারা বাঁচিবে তাহাক তাহাদের মুখের নিকট থাকে না, তাহা অন্বেষণ সাপেক্ষ। সুতরাং এ বিষয়ে ঈশ্বর তাহাদের দৃষ্টিকে অতিশয় তীক্ষ্ণ করিয়া দিয়াছেন। অন্যান্য বিষয়ে তাহাদের দৃষ্টি একপ তীক্ষ্ণ না হইলেও ক্ষতি নাই। বিশেষতঃ ক্ষুধা আবার তাহাদের দৃষ্টিকে আরও তীক্ষ্ণ করিয়া দেয়। যখন ক্ষুধা তাহাদিগকে চঞ্চল করে, তখন তাহারা কেমন সতর্ক হয়, কেমন একাগ্রতার সহিত নিরীক্ষণ করিতে থাকে, কেমন আগ্রহের সহিত চারিদিক অন্বেষণ করিতে থাকে। যে দৃষ্টি স্বভাবতঃ তীক্ষ্ণ ক্ষুধা তাহাকে আরও তীক্ষ্ণ করিয়া তোলে।

পক্ষিগণ ক্ষুধিত হইলে যেমন জগতের নানা প্রকার পদার্থের মধ্যে নিজ শ্রাণ ধারণের উপযোগী পদার্থ অন্বেষণ করিয়া বাহির করে; প্রকৃত ধর্ম্মপিপাস্ত ব্যক্তিগণও সেইরূপ মানবসমাজের বিচিত্র কাঁধ্য ও বিচিত্র ঘটনাবলীর মধ্যে আপনাদের আত্মার ক্ষুধার অন্ন আবিষ্কার করিয়া থাকেন। আমরা কি পৃথিবীর ঈশ্বর প্রেমিক মহাজনদিগের দৃষ্টির

তীক্ষ্ণতা দেখিয়া সময়ে সময়ে বিস্মিত হই নাই? কি আশ্চর্য্য আমরা যেখানে কোন সৌন্দর্য্য বা কোন শোভা দেখিলে না, ইহারা কিরূপে সেখানে এত সৌন্দর্য্য আবিষ্কার করিলেন এই বলিয়া কি চমকিত হই নাই? বাস্তবিক সাধারণ চক্ষু যেখানে স্পৃহনীয় কোন পদার্থ দেখিতে পায় না, সাধুজনের চক্ষু সেখানে হইতে অনেক অমূল্য রত্ন সংগ্রহ করিয়া থাকে। জননমাজের ঈশ্বরাসক্তি; ত্যাগপরতা, মনোভা, বুদ্ধি বিগ্রহ প্রভৃতির ভিতরও তাহারা অনেক মূল্যবান বস্তু কুড়কটীয়া পান। এ ভগতে প্রতিদিন পুষ্প প্রফুল্লিত হয় এবং পক্ষীরাও অতিদিন উড়িয়া থাকে, আমরা প্রতিদিন দেখিতেছি, দেখিয়া দেখিয়া ইহারা পুরাতন হইয়া গেল, কিন্তু এই দুইটি পদার্থ হইতে এক জন ধর্ম্মায়া একটি উপদেশ লাভ করিলেন; তিনি পক্ষীদের নিকট বিশ্বাস, নির্ভর ও নিশ্চিন্ত প্রভৃতি শিক্ষা করিলেন; ঐ পক্ষীগুলি তাঁহার চক্ষের কি অপূরণ বোধ হইল; তাহাদিগকে দেখিয়া তিনি কত মুগ্ধ হইয়া গেলেন। ফুলগুলি দেখিয়া কিরূপ আনন্দে ভাসিতে লাগিলেন এই জন্যই সাধুগণ বলিয়া থাকেন যে জন দেখিতে জানে, তাহার পক্ষে কিছুই পুরাতন নয়।

কিন্তু ইহার মধ্যে একটি কথা আছে। যে পদার্থটি সাধারণ লোকে দেখিয়াও দেখিল না; পথের পার্শ্বে অবস্থিত করিয়া গেল; দেখিয়াও হয়ত মূল্যবান বিবেচনা করিল না, সে পদার্থটি সাধুদের নিকট মূল্যবান হইল কেন? ইহার ভিতর একটু কথা আছে। যে বস্তুটি তাহা নিতান্ত প্রয়োজন, যেটি না হইলে যার চলে না, সেটি তাহার নিকট সম্ভা-পেক্ষা মূল্যবান হয়। যে পদার্থে কাহারও প্রয়োজন নাই তাহার মূল্যও নাই; পৃথিবীতে অপূরণ্য তৃণপত্র দেখিতেছি আমাদের নিকট সেগুলির মূল্য নাই, কিন্তু তাহার মধ্যে যেটি না হইলে আমার একটি পীড়িত সন্তানের প্রাণরক্ষা হয় না, সেইটি আমার পক্ষে মূল্যবান অপর গৃহস্থের পক্ষে তাহা না হইতে পারে। লক্ষমুদ্রা এক দিকে আর সেই সামান্য গুল্মটি আর এক দিকে। সেইরূপ ধর্ম্ম সেই ব্যক্তির পক্ষে মূল্যবান পদার্থ নয়, ঈশ্বর তাহার নিকট মূল্যবান বস্তু নয়, তাহার ধর্ম্ম না হইলেও চলে। পরমেশ্বরের সহিত যোগ ও তাঁহাকে লাভ করা ব্যতীত আমার আর গতি নাই, ইহা বাঁহারা অনুভব করিয়াছেন, তাহারাই প্রকৃতভাবে তাঁহাকে অন্বেষণ করিতেছেন। এই যে আমরা এতগুলি পুরুষ ও রমণী এখানে উপাসনার্থ সমবেত হইয়াছি, একবার আমাদের জন্ম পরীক্ষা করিয়া দেখি। আমরা কি সকলে ঈশ্বরকে বাস্তবিক মূল্যবান বস্তু বলিয়া অনুভব করিয়াছি! তিনি না হইলে আমার চলে না, তাঁহাকে না পাইলে আমার আত্মার জীবন থাকিবে না, এরূপ কয়জনে অনুভব করিয়া থাকেন। মৎস্য যেমন গগণবিহারী পক্ষীর আহারের বস্তু ঈশ্বর কি তেমনি আমাদের আহারীয় বস্তু হইয়াছেন? সেই ভাবে কি আমরা তাঁহাকে অন্বেষণ করিতেছি? সরলভাবে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে, আমাদের কত জনকে ভাঙিত হইতে হয়, নিজের আত্মা নিজের নিকট লজ্জা প্রাপ্ত হয়।

বাস্তবিক সেই ব্যক্তিই ঈশ্বরের পথের প্রকৃত পথিক। যিনি গভীরভাবে আত্মার অভ্যন্তরে অনুভব করিয়াছেন, সে সেই প্রাণবাহী ভিন্ন ভাবের প্রাণ বাঁচিয়ে না; তাহাকে না পাঠলে তাঁহার সকল দিকে ব্যাঘাত ঘটয়া যায়; তাহার সকল দিকে সুখ নষ্ট হইয়া যায়। যখন পন্থাসী পাইলে সকল দিক রক্ষা হয় সেটাকে না চায়? কিন্তু হে ব্রাহ্ম! ঈশ্বরের অভাবে তোমার কোনকাজ কি অটুটকইতেছে? তাহার অভাবে আমাদের কোন কার্যের কি ক্ষতি হয়? কই ধন উপার্জনের ত ব্যাঘাত হয় না; বৎস যাহারা তাহাকে বিমুখ, তাহারই ভগ্নত প্রচুর ধন সংগ্রহ করিতেছে। কই তাহার অভাবে ত মান সম্বন্ধের ব্যাঘাত হয় না; জগতের নীতি বাঁচাইয়া চল, নাস্তিক হও, জগতবাসী তোমাদিগকে ক্রোড়ে করিয়া লইবে। কই তাহাকে জুলিলাম বলিয়া ত কোন দিন অগ্নির গ্রাস গলে বাঁদিয়া গেল না, কিংবা কোন প্রকার ইন্দ্রির সুখের পক্ষে কটক পড়িল না। তবে কিরূপে বলি যে তিনি না হইলে আমার চলিবে না। দেখ দেখি ব্রাহ্মবন্ধু আর কোন অর্থে এ কথা ব্যবহার করিতে পার কি না? বিশেষ রূপ আপনাকে পরীক্ষা কর: পরমেশ্বরকে বার বার এই প্রশ্ন কর। ঈশ, পরম পুত্র! তুমি না হইলে কি আমার চলিবে না। যখন দেখিবে মন প্রাণ ঈশ্বরের চরণে প্রণত হইয়াছে, নেত্রজল বহিতেছে, এবং আত্মা উৎসুক অথুবে ঈশ্বরের পবিত্র মুখের দিকে চাহিয়া বলিতেছে: "হে ভক্তের প্রণমন! মানবাত্মার অত্যাশ্রয় মনি! তোমাকে না পাঠলে যে সকল দিক বন্ধিয়া যায়! আমার জীবন ধারণ করা যেন তখন হয়! আমি প্রাণের দায়ে তোমার চরণে শরণাপন্ন হইয়াছি। অন্তো তোমাকে ছাড়ে ছাড়ুক, আমি ত ছাড়িতে পারিব না; ছাড়িলে যে আমার চলিবে না?" তখন বুঝিবে যে প্রকৃত পক্ষে দণ্ডায়মান হইয়াছ। হে ব্রাহ্ম ঈশ্বরকে এই ভাবে অবেশন কর।

(Continued from P. 144)
প্রার্থনা স্তবক। (৫)

নির্ভর্য জন্য প্রার্থনা।

ভক্ত বৎসল আমি যে শিশুদিগকে দেখিয়া বড় লজ্জিত হই। তাহাদের নিকলস্ক সুখের প্রসন্নতাতে যখন আমাদের ঘরের অন্ধকার দূর করে; তাহাদের সরল ক্রোড়ীতে যখন আমাদের চিত্তকে ধরন করে; তাহাদের অটুতাস্যে ও ক্ষুদ্র চরণের শব্দে যখন আমাদের ঘরের নিস্তরতা দূর করে, তখন তাহাদিগের অসংকোচ পসরতা দেখিয়া আমি লজ্জিত হই। তুমি যদি পিতা হও, এবং আমি যদি তোমার শিশু হই, তোমার বাড়ী যে আমার বাড়ী, তোমার ঘর যে আমার খেলা ঘর। শিশু যেমন পিতার ঘরের রাজা, সে ঘরের সকল দ্রব্যই তার, প্রত্যেক পদার্থে তার অধিকার, সেটরূপ তোমার ধর্ম গৃহে বা কিছু সম্পত্তি আছে, সেখানে যত সাধুকে সাজাইয়া রাখিয়াছ সব যে আমার আমি যে তোমার ঘরের রাজা। প্রভু কি সাতসের কথা বলিতেছি। সাহস কেন এই ত সত্য কথা। তবে কি আমি তোমার সন্তান নাই? তবে কি তুমি

আমার জননী নও? তবে কি আমি তোমার পুত্র? যদি পুত্র নই তবে পরভাব আজও গেল না কেন? আমার প্রিয়পিতা! আমার মেহময়ী মাতা! আজও তোমার নিকট থাকা ইতি নীচ, ইন্দ্রিয়সক্ত ও স্বার্থপর চিত্তের পক্ষে ভার স্বকপ, তোমাকে দেখা, তোমাকে প্রাণে আলিঙ্গন করা, তোমার প্রিয় কাথো রত হওয়া এ সকল এখনও আমার পক্ষে "সাধন"। মায়েব ঘবে খেলা করা নাথি শিশুর পক্ষে স্বাভাবিক কান্দা আর কি? সে কান্দকে কি আবার সাধন বলা যায়? কেন হেমনি তোমার ঘর আমার স্বাভাবিক ক্রোড়ার স্থান হইবে না। বুঝিয়াছি পুত্র! শিশুর নির্ভর্য নাম তোমার এই অবিশ্বাসী সন্তানের নির্ভর্য নাই। তোমার প্রীতি প্রীতি নাই। তোমার প্রীতির উপবেশে বিশ্বাস নাই। তাইত তোমার ধ্যান ধারণাতে নিযুক্ত বা তোমার পবিত্র সৎবাসে গেলে বোধ হয় যেন কোন অপরিচিত লোকের বাড়ীতে আসিয়াছি। সেখানে হইতে পলাইতে পারিলে বাচ। তোমাকে আজ আমি এই প্রণ করিতেছি, আমার এই অবিশ্বাস কবে দূর হইবে। কবে আমি তোমাকে আমার আপনায় স্থান ভাবিতে পারিব, কবে তোমার প্রীতির উপর পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করিয়া, আমি প্রসন্ন অন্তরে তোমার মেবার নিযুক্ত হইতে পারিব।

আত্মোৎসর্গের জন্য প্রার্থনা।

জগদীশ্বর আমি কার? আমার এ হস্ত কার? আমার এই দেহ মন কার? প্রভু সব যে তোমারই। তোমার কাণে তাহারা লাগিবে বলিয়াই আমাকে এসকল দিয়াছ। কই আমি ত তোমার কাণে ইহাদিগকে উৎসর্গ করিতে পারি নাই। আমি এই হস্তের দ্বারা পাপের শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ে সাক্ষ্য করিয়াছি, এই চক্ষু দ্বারা নরকের অগ্নি বৃষ্টি করিয়াছি, এই দৈর্ঘ্যমনকে কলঙ্কিত করিয়াছি, এই শরীর মনের শক্তি সকলকে কত সময় অন্তর্য ও অসাধুতার পথে নিয়োগ করিয়াছি, তবে আমি কিরূপে তোমার? না প্রভু আমি অদ্যাপি প্রকৃত পক্ষে তোমার হইতে পারি নাই। আমার মনে বড় ইচ্ছা হয় যে আমি সম্পূর্ণরূপে তোমারই প্রিয়কায়া সাধনের জন্য এজগতে জীবিত থাকি, এ দেহের এ মনের সমুদায় শক্তি তোমার কাণে লাগুক। এইরূপে তোমার হস্তে যে আত্ম সমর্পণ করিতে না পারি সে এ জগতে নির্ভর্য হইতে পারে না। সে সংসার প্রলোভনের মতো স্থির থাকিতে পারে না। তোমার হস্তে যে আপনাকে অসংকোচে সমর্পণ করে, তুমি নিজের পবিত্রতার দ্বারা তাহাকে অভিষিক্ত কর, সে নবজীবন ও নূতন বল লাভ করিয়া নির্ভর্য হয়। আমি কিরূপে এই অবস্থা প্রাপ্ত হইব। প্রীতির যে প্রকার গাঢ়তা হইলে, মানব তোমার হস্তে সম্পূর্ণরূপ আপনাকে সমর্পণ করিতে পারে আমার ততদূর প্রীতি নাই। আজ তোমাকে এরূপ কথা বলিতে পারি না, যে তুমি আমার হৃদয় মন সমুদায় গ্রহণ কর। কৃপাময় আমাকে কৃপা করিয়া সেই প্রীতি

দিতে হইবে। আমি তোমার হস্তে আত্মসমর্পণ করিয়া
রুগার্ণ হই। এই আমার প্রার্থনা ।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্যনির্বাহক

সভার তৃতীয় ত্রৈমাসিক

কার্যবিবরণ ।

(জুলাই হইতে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত)

গত ২১ এ জুলাই উপাসনা গৃহের টাইডিং রীতিমত
সেপ্টেম্বরী হইয়া গিয়াছে। সাধারণের সুবিধার জন্য ঐহা
পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়াছে, দ্বারা প্রকাশিত হইবে।

উপাসনা গৃহ—আমরা গতবারে যেরূপ আশা করিয়া-
ছিলাম, তদনুসারে মন্দিরবে গৌহস্তম্ভ সকল যথাসময়ে
প্রস্তুত হইয়াছিল এবং তদ্বারা কার্য হইতে পারিলে বর্ষার
মধ্যে ছাদ প্রস্তুত হইবার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু ভূমির
বিষয় বলিতে হইবে যে ভূমি সম্বন্ধে একটি ভ্রম হওয়াতে
কার্যের অত্যন্ত ব্যাঘাত উপস্থিত হয়। এই অবস্থায় কার্য
নিরাস্তক সভা বিশেষ উৎকর্ষাকুল হইল, প্রত্যেক নিয়মিত
অধিবেশনে এবিষয় বিবেচনা স্থলে প্রণয় করেন এবং এতদ্বি-
শেষ এক মাসের মধ্যে ৪টি বিশেষ অধিবেশন আহ্বান
করিয়া উজ্জ্বলতার সহিত পরামর্শ করেন। ভিন্ন ভিন্ন
কাম্যপ্রার্থী দ্বিরীকৃত ও পরিত্যক্ত হয়। অবশেষে গত ১৩ই
সেপ্টেম্বর বাবু নীলমণি মিত্র মহাশয় আবু ২১ জন উজ্জ্বল-
তার সহিত পরামর্শ করিয়া যে মত প্রদান করেন, তাহা
ধায়া করিয়া কায্যারম্ভ হইয়াছে। আর কোন বিষয় উপস্থিত
না হইলে এখনও মাঝোৎসবের পূর্বে উপাসনা গৃহ প্রস্তুত
হইবার আশা করা যায়। এজন্য বিশেষ উপায় অবলম্বিত
হইতেছে। সিদ্ধিলাভা ঈশ্বর এই কাণ্ডের সহায় হউন।

বিল্ডিং ফণ্ড কমিটি—এই কমিটি গত ৩ মাসে ১২৮৮
সংগ্রহ করিয়া ১০২৭ টাকা উপাসনা গৃহের কায্যার্থে
হস্তে অর্পণ করিয়াছেন। ২৭ ৥০ ফণ্ড হিত আছে। মন্দির
নির্মাণার্থে সর্বশুদ্ধ প্রায় ৩৭,০০০ টাকা স্বাক্ষরিত, ১৭,০০০
টাকা সংগৃহীত এবং ২১,০০০ টাকা ব্যয়িত হইয়াছে। ঋণ
প্রায় ১০০০ টাকা অপরিশোধিত রহিয়াছে। ফণ্ডে নিত্য
অর্থভাব, অথচ সত্তর বারসাধ্য কায্য সকল সাধনের প্রয়ো-
জন, অতএব আমবা স্বাক্ষরকারী ও অপর সাধারণ সদস্য
মহোদয়গণের নিকট বিনয়সহকারে প্রার্থনা করিতেছি, রূপা-
পূর্বক এই সময় বাহার ফণ্ড দেয়, দান করিয়া আমাদিগের
অভাব মোচনের সহায়তা করেন। এস্থলে বিশেষ আশ্বাসের
সহিত প্রকাশ করা কর্তব্য, গৃহ নির্মাণের সাহায্যার্থে কুমারী
কলেটের যত্নে ইংলণ্ড হইতে ২৩৪৮/৪ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে
এবং মহারাণী স্বর্গময়ী ৩০০ টাকা দান করিয়াছেন।

পুস্তকালয় সব-কমিটি—ইতিমধ্যে পুস্তকালয় সম্বন্ধে কতক-
গুলি নিয়ম প্রণয়ন করিয়া কার্য নিবাহক সভা দ্বারা অহ-
মোদিত করিয়া লইয়াছেন এবং তদনুসারে কায্যারম্ভ করি-
য়াছেন। পুস্তকালয় প্রতিদিন ১১ টা হইতে ৫ টা পর্য্যন্ত
খোলা থাকে এবং সাধারণে তথায় আসিয়া পুস্তক ও সংবাদ

পত্রাদি পাঠ করিয়া যান। ইহার কার্যাবলী বাবু প্রসন্ন-
কুমার চৌধুরী উপাসনালয়ের কার্যে নিযুক্ত হওয়াতে, শ্রীযুক্ত
বাবু আদিনাথ চট্টোপাধ্যায় তাঁহার প্রতিনিধিত্ব করিতেছেন।
পুস্তকালয়ের নিয়মিত অর্থদাতা সভা ১২ জন, শুদ্ধি ৫ জন
সম্মানিত সভা মনোনীত হইয়াছেন। এই সব কমিটির গত
ত্রৈমাসিক আয় ১৬৩/৮ বায় ১০/৮ বাবে ৬৮০ হিত আছে।

পুস্তক প্রচার সব কমিটি—শ্রীযুক্ত বাবু কামাখ্যাচরণ
সোমের প্রদত্ত 'দীপশিরার অভিষেক' পুস্তক মুদ্রিত ও প্রচা-
রিত হইয়াছে। ধর্ম বিষয়ক প্রয়োজন্য মালা এবং আরও
কোন কোন পুস্তক প্রস্তুত হইয়া আছে। আগামী মাঝো-
সবের পূর্বে নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি প্রকাশিত হইবে সব
কমিটি এইরূপ নিদ্রারণ করিয়াছেন:—

- ১। ধর্মবিষয়ক প্রস্তোত্তর
- ২। প্রার্থনা স্তবক।
- ৩। গৃহধর্ম।
- ৪। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মত, উদ্দেশ্য ও কায্যপ্রণালী।
- ৫। উপাসনা পদ্ধতি।
- ৬। Hymns Prayers (in English)
- ৭। Pocket Almanac

প্রচাৰ সব কমিটি—আসাম নিবাসী বাবু কনকচন্দ্র শৰ্মা
যিনি প্রচারকরূপে প্রস্তুত হইবার বাসুনায কিছুদিন হটল
কলিকাতায় আসিয়াছেন এবং কলিকাতা নিবাসী বাবু শশি-
ভূষণ বহু, যিনি অনেক বিষয়ে আপনাব ধর্মোৎসাহের পরি-
চয় দিয়াছেন, এই দুইজন ব্রাহ্ম প্রচার শিক্ষার্থীরূপে সব
কমিটি দ্বারা গৃহীত হইয়াছেন। তাঁহাদিগের শিক্ষাদির
ব্যবস্থা শীঘ্র নিদ্রারিত হইবে।

আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম সংখ্যা গণনা সব-কমিটি—এই সব
কমিটি (Census) সংখ্যা গণনার একটি কার্য মুদ্রিত করিয়া
মুদ্রায় ব্রাহ্মসমাজে ও পরিচিত আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্মদিগের
নিকট পূর্বাহে প্রেরণ করেন। ১৫ই সেপ্টেম্বর সংখ্যা
গণনার দিন নির্দিষ্ট ছিল। অনেক স্থান হইতে যথাসময়ে
বা তৎপূর্বেই কার্য পূর্ণ হইয়া আসিয়াছে। ইহাতে প্রত্যা-
বিত বিষয়ে তাঁহাদিগের বিশেষ সহায়ত্ব ও উৎসাহের
পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। এপ্রদত্ত যতগুলি কার্য
পূর্ণ হইয়া আসিয়াছে, তাহা হইতে এইরূপ বিবরণ প্রাপ্ত
হওয়া যাইতেছে:—

ব্রাহ্ম ২৫২, বালিকা ১৭২, মোট ৪২৪ এতদ্বিধ বালক
বালিকা আছে।

বার্ষিক রিপোর্ট সব কমিটি—এই সব কমিটি আগামী
বার্ষিক রিপোর্টের স্বাক্ষরকারী গ্রাহক সংগ্রহার্থ ব্রাহ্মসমাজ
ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণের নিকট প্রার্থনা প্রা-
প্রেরণ করেন। অত্যন্ত আশ্বাসের বিষয় যে অনেক গুলি
সমাজ ও সভা উক্ত পুস্তক গ্রহণে অভিলষী হইয়া গ্রাহক
শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন। গ্রাহক সংখ্যা প্রায় ১০০ হইয়াছে।
এখনও সময় আছে, আশা করা যায় আরও অনেক গ্রাহক
প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। কোন কোন সমাজের কায্যের
রিপোর্ট ইতিমধ্যে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।

তব-কৌমুদী—এই পত্রিকার অধ্যক্ষতার ভাব শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষয়কুমার মিত্র ও বাবু হেরমচন্দ্র মৈত্রের উপর অর্পিত হইয়াছিল, তাহার। সে ভার পরিত্যাগ করিতে গরু ওঠা আগষ্ট হইতে বাবু আদিনাথ চট্টোপাধ্যায় ইহার কাণ্ডাধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়াছেন ।

প্রচারকাণ্ডা—পণ্ডিত শিবনারায়ণ অগ্নিহোত্রী গ্রীষ্মাবকাশ উপলক্ষে পঞ্জাবের মফস্বল স্থান সকলে ধর্ম প্রচার করিয়া ভ্রমণ করেন । তিনি অমৃতসরের ভজন সভাগৃহে ও টাউন-হাউলে উপাসনা ও বক্তৃতা দি করেন এবং শিকদিগের দরবার সাহেবে উপদেশ দেন । বক্তৃতার বিষয় (১) ধর্মাত্মগত জীবনের আবশ্যকতা (২) ধর্ম কি ? (৩) স্বাভাবিক প্রত্যাশ । তিনি অমৃতসর হইতে প্রত্যাগত হইয়া মূলতানে যান । তথায় এক সপ্তাহ অবস্থিতি করিয়া প্রতিদিন ধর্মচর্চা, উপাসনা বা বক্তৃতা কিছু না কিছু প্রচার সম্বন্ধীয় কার্য্য নিরীক্ষা করেন । “আমাদিগের জীভাতি” এই বিষয়ে একটি বক্তৃতা করেন এবং কেবল দ্বীলোকদিগকে লইয়া এক দিবস উপাসনা ও এক সত্য স্বরূপ ঈশ্বর বিষয়ে উপদেশ প্রদান করেন । তিনি মধ্যপঞ্জাব ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠার বিষয় গত ত্রৈমাসিক রিপোর্টে অবগত করেন । এই সমাজে গড়ে ১৯।২০ জন সভ্য উপস্থিত হন এবং তিনি ইহার উপাসনা কার্য্য নিরীক্ষা করেন । এতদ্বিধি ব্রাহ্মসমাজের সভ্য ও সমদশী সভ্য নামক সাম্প্রদায়িক সভ্যদের সহিত যোগ দিয়া নিয়মিতরূপে ধর্মালোচনা দি করিয়াছেন । তিনি উর্দু ভাষায় ত্রিদারী হিন্দী নামক মাসিক পত্র সম্পাদন করিয়া থাকেন । ভারতবর্ষীয় জীলোকদিগের বর্তমান অবস্থা ও তাহাদিগের শিক্ষার আবশ্যকতা বিষয়ে তাহার প্রণীত একখানি পুস্তক উক্ত ভাষায় প্রচারিত হইয়াছে ।

পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন গত আষাঢ় মাসের শেষে মণ্ডলা হইতে শিবসাগর গমন করেন । তথায় ৩-সপ্তাহ অবস্থিতি করিয়া, দুইটি প্রকাশ্য বক্তৃতা এবং ছাত্রদিগের সভায় দুইটি বক্তৃতা করেন । তিনি তথায় একটি নূতন ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপনার তথায় উপাসনা ও ঐটি উপদেশ দান করেন । এবং ব্রাহ্মবন্ধুদিগের পারিবারিক উপাসনাদি করেন ।

শিবসাগর হইতে বিখ্যাত আসিয়া ছয়দিন অবস্থিতি করেন । তথায় কোন ব্রাহ্মের বাসায় পারিবারিক উপাসনা এবং বিক্রমপুর চা-বাসিচার কুলাদিগকে লইয়া উপাসনা ও ধর্মালোচনা করেন । তৎপরে তেজপুর ও গোঁহাটিতে ৮দিন বাস করিয়া উপাসনা ও আলোচনাদি করেন । ১৩ই ভাদ্র শিলিঙে গমন করিয়া তথায় ১২ দিন অবস্থিতি করেন । ইতিমধ্যে ৪ দিন সমাজ গৃহে উপাসনা ও উপদেশ দান, একদিন প্রকাশ্য বক্তৃতা, এবং শ্রীযুক্ত ক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্রের নামকরণ উপলক্ষে উপাসনা ও উপদেশ দান, এবং তাহার বাটিতে দৈনিক উপাসনা ও অন্যান্য বহুগণের সহিত ধর্মালোচনা করেন । ২৫এ ভাদ্র শ্রীহটে গমন করিয়া দুইটি প্রকাশ্য বক্তৃতা, দুইদিন সামাজিক উপাসনা ও উপদেশ দান এবং বহুগণের সহিত উপাসনা ও আলোচনাদি করেন ।

পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী গত আষাঢ় মাসে বঙ্গপুরে গমন করিয়া, মানবদীবন বিষয়ে একটি প্রকাশ্য বক্তৃতা করেন এবং দুই দিগন্ত ভ্রমণে ব্রাহ্মসমাজে উপাসনা করেন । রঙ্গপুর হইতে কলিকাতায় আসিয়া প্রায় এক পক্ষকাল অবস্থিতি করেন । কলিকাতায় উপাসকমণ্ডলীতে দুই দিবস উপাসনা এবং ধর্মালোচনাদি দ্বারা অত্রীতা ব্রাহ্মগণের ধর্মভাব উদীপনের সহায়তা করেন । আবেণ ও ভাদ্র মাসে ঢাকাত্তে অবস্থিতি করিয়া নিম্নলিখিত গণালী গুলুসাবে কায্য করেনঃ—
রবিবার পূর্ববঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজে উপাসনা, মঙ্গলবার বাসায় ঘুসায় রক্ষসংকীর্তন, ও শাখনা, বুধস্পতিবার বাবু আনন্দচন্দ্র দাস মহাশয়ের ভবনে উপাসনা, শুক্রবার ডাক্তার প্রসন্নকুমার রায় মহাশয়ের ভবনে আলোচনা, রবিবার প্রাতে বাবু গোবিন্দচন্দ্র দাস মহাশয়ের ভবনে উপাসনা । ধর্ম বল ও আত্ম জাতির ব্রহ্মপুত্র এই দুই বিষয়ে বক্তৃতা করিয়াছেন । এবং ১০ই ও ১১ই আশ্বিন শারদীয় একোৎসব কায্য সম্পন্ন করিয়াছেন ।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী কলিকাতার অধিকাংশ কল কলিকাতায় অবস্থিতি করিয়া কলিকাতায় উপাসক মণ্ডলীর আচায়ে্যের কায্য নিয়মিত রূপে সম্পন্ন করিয়াছেন । ছাত্রদিগের উপাসনা সভার কায্য গ্রীষ্মাবসানের পর পুনরারম্ভ করিয়া ইহাকে অধিকতর উদ্ভাবিত করিয়াছেন । এই সভায় শ্রায় ২০০ শ্রোতা নিয়মিতরূপে উপস্থিত হন । তিনি তব-কৌমুদীর সম্পাদকীয় কায্যও নিরীক্ষা করিতেছেন । ইতিমধ্যে মফস্বলের কয়েক স্থানে ধর্মপ্রচার করিয়া আসিয়াছেন । তিনি শ্রাবণের প্রথমে মতিহারীর সাংবৎসরিক উৎসবে আহূত হইয়া, তথাকার উৎসব কায্য সম্পন্ন করেন এবং তত্রীতা হিন্দুস্তানী অধিবাসীদিগের সহিত শাস্ত্র বিচার ও ধর্ম সম্বন্ধীয় আলোচনা করেন । সৈয়দপুর ব্রাহ্মসমাজের সাংবৎসরিক উৎসব উপলক্ষে ৯ই ভাদ্র তথায় গমন করেন এবং ৩৪ দিন তথায় অবস্থিতি করেন । তথায় উৎসব কায্য সম্পাদন ভিন্ন পারিবারিক উপাসনা করেন এবং আগ্রার উচ্চতর জীবন বিষয়ে একটি ইংরাজী বক্তৃতা করেন । তৎপরে সৈয়দপুর উন্নতি বিধায়িনী সভায় “নূতন শিক্ষার নূতন ভাব” বিষয়ে বক্তৃতা করেন । তিনি কোরগর, বরাহনগর, ভবানীপুর প্রভৃতি স্থানেও মধ্যে মধ্যে উপাসনা ও বক্তৃতা করিয়াছেন ।

দার্জিলিংয়ের বাবু ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী গত কমিটী-অধিবেশনে ব্রাহ্মদিগের পুত্র কন্যার জন্ম রেজেষ্ট্রারী সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের আফিসে রাখিবার জন্য প্রস্তাব করেন, তাহা কার্য্য নিরীক্ষক সভায় বিবেচিত হয় । কার্য্য নিরীক্ষক সভার মতে জন্ম মৃত্যু এবং বিবাহ এই তিন বিষয়ের রেজেষ্ট্রারী রাখাই প্রার্থনীয় । এ বিষয় এখনও বিবেচনাশ্লে রহিয়াছে ।

এজেন্ট—তেজপুর হইতে শ্রীযুক্ত রামহৃদয় মজুমদার মহাশয় স্থানান্তরিত হওয়াতে, শ্রীযুক্ত বাবু মহিমচন্দ্র চক্রবর্তী তেজপুরের এজেন্ট হইয়াছেন ।

কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করা যাইতেছে বালীগঞ্জ নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার চৌধুরী মহাশয় আফিসের হিসাবাবির

শুশ্রূষা বিধানের সাহায্যার্থ স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া অনেক যত্ন ও
ক্লেশ স্বীকার করিয়াছেন।

১৮৮০। ওরা

অক্টোবর।

ঐ উমেশচন্দ্র দত্ত।

সহকারী সম্পাদক।

ব্রাহ্মসমাজ।

গত ১১ই অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার মিন্দুরিয়াপটীত মল্লিক
পরিবারের পারিবারিক সমাজের সম্পূর্ণ সাধারণিক উৎসব
সম্পন্ন হইয়াছে। প্রাতে বাণ উমেশচন্দ্র দত্ত ও রাত্রিতে
পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী উপাসনা করেন। উপাসনান্তে
বহু সংখ্যক লোক নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। মল্লিক মহাশয়
গন সকলকেই সাদর অভ্যর্থনার সাহিত্য আহ্বান করাইয়া
ছিলেন।

আমরা কৃতজ্ঞতার সচিব স্বীকার করিতেছি, যে রাগা-
নাট্যের অশ্রুগত হবিগগনবাসী বাবু রাধারমণ সিংহ সাধারণ
ব্রাহ্মসমাজের সাহায্যার্থ ৫ পঁচ টাকা এবং শিবসাগরের
অশ্রুগত হাকিমহিবাসী বাবু উদয়রাম দাস সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ
পুণ্ড্রকালয়ে ২ হুই টাকা দান করিয়াছেন।

মাধোৎসব আনন্দের প্রধান উৎসব। এই সময় দূর
দূরান্তর হইতে ব্রাহ্মসমাজ কলিকাতায় সম্মিলিত হইয়া পরস্পরের
পূজা করিয়া কৃতার্থ হন। সাধারণ গবর্ণমেণ্টের কিছা রেল-
ভয়ের কাজ করেন, অবসর না পাওয়াতে তাহারা এই
মহোৎসবে যোগ দিতে অসমর্থ হন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের
কান্যানিকাংক সভা গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রেরণ করিবার
জন্য এক খানি আবেদন পত্র প্রস্তুত করিয়াছেন। ঐ
আবেদন পত্রে মাধোৎসবের সময় সাত দিনের ছুটির জন্য
প্রার্থনা করা হইয়াছে। কলিকাতা ও মফস্বলের ব্রাহ্মসমাজের
স্বাক্ষরের জন্য উক্ত আবেদন পত্র শীঘ্রই প্রেরিত হইবে।
মাধোৎসবের আর অধিক বিলম্ব নাই। ব্রাহ্মসমাজ উদ্যোগী
হইয়া যাহাতে শীঘ্র স্বাক্ষারিত আবেদন পত্র পাঠাইতে পারেন
তাহার যত্ন করিবেন।

১৮৮১ সনের ব্রাহ্ম পকেট এলমেনাক মুদ্রণার্থ প্রেসে
দেওয়া হইয়াছে। এবংসর তাহাতে অনেক নূতন কথা
সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে যে
পুঙ্খ প্রচারিত এলমেনাক হইতে এবারকার এলমেনাক
অনেক উৎকৃষ্ট হইয়াছে।

১৮৮১ সালের সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের রিপোর্ট শীঘ্রই যন্ত্রস্থ
হইবে। যে সকল ব্রাহ্মসমাজ এপয্যন্ত আপনাদিগের রিপোর্ট
পাঠান নাই, অথগ্রহ পুঙ্খক তাহাদের রিপোর্ট শীঘ্র
পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। রিপোর্ট অসময়ে উপস্থিত হইলে
অনেক অসম্পূর্ণতা থাকিয়া যায়।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের একটি নিয়ম এই যে, যে সমুদয়
ব্রাহ্মসমাজ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সাহিত্য সহায়ভূতি প্রকাশ
করেন, তাহারা ইচ্ছা করিলে অধ্যক্ষ সভায় আপন আপন
প্রতিনিধি নিযুক্ত করিতে পারেন। এপয্যন্ত অল্প কয়েকটি

সমাজই প্রতিনিধি নিয়োগ করিয়াছেন। আমরা আশা
করি অন্যান্য ব্রাহ্মসমাজও এবার সময়মতে প্রতিনিধি নিয়োগ
করিবেন।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষসভা বৎসরে চারিবার হয়।
এ সভায় মফস্বলের অনেক সভা আছে। দূরতা নিবন্ধন
সভার কাগাদি সম্বন্ধে তাহারা কোন মতামত প্রকাশ করিতে
পারেন না। কি উপায় অবলম্বন করিলে বিদেশস্থ সভা-
রাও পত্র বারা মতামত প্রদান করিতে পারেন, এপয্যন্ত
তাহার কিছুই স্থির করিতে পারা যায় নাই। এদ্বারা বিদে-
শস্থ সভাদিগের কি মত জানাইলে অধিক সুখী হইব।

বালক বালিকাদিগের ব্যবহারার্থ

নূতন সঙ্গীত।

রাগিনী ললিত—তাল পদ সোয়ারি।

আয় আয় ভাই সবে মিলে খাই

পিতার চরণতলে আমরা পুটি।

বালক বালিকা বলে, থাকিবনা তাঁবে ভুলে
আমাদের ক্ষীণস্বরে ডাকিব তাহার।

প্রাতঃ সূর্য্য প্রকাশিল, আনন্দে গগন মাতিল
বিহঙ্গকুল উড়িল গাইতে বিভূর ভয়।

আমরাও পিতা বলে, ডাকি আজি কুতূহলে
স্মৃতি দিন সকলে কৃপাকরে কৃপাময়।

শ, প, ব।

একটি বাগকের জন্মদিন উপলক্ষে রচিত।

সুর—মহাজে মিলিত হই পাপীর সনে

আজ মনের মাধে প্রাণ ভরে ডাকব দয়াময়। (তোমার)

যেন জন্ম দিনের ফল জীবনেতে রয়। (আমার)

যেন কভাব না মনে আনি, কুকথা না কাণে শুনি

মহাবালক যথা যাবনা তথার। (আমি)

পিতা মাতা গুরুজন, করেন কত যতন

তাঁদের চরণে যেন ভক্তি সদা রয়। (আমাব)

ভূমি ভাল বাস বলে, ভাল বাসেন সকলে

আমি যেন শিখি ভাল বাসিতে তোমার। (প্রভু)

শ, প, ব।

রাগিনী ভৈরব—তাল চুখরি।

জয় ভব কারণের হুর।

ভাই ভগিনী মিলে, যাং সারি সারি চলে
তব সিংহাসন তলে হে। (আজি)

যাব সবে হাত ধরে, গাইয়া আনন্দ ভরে

দয়াময় তব গুণগান হে।

জানিনা হে কেমনে,

পূজিব ও চরণে

কৃপা করে স্মৃতি দাও হে।

পিতা মাতা গুরুজন,

করেন কত যতন

আমাদের মঙ্গল তরে হে।

তাঁদের পানে যেন,

বাখা না দি কখন

কুণ্ডল আশ্রয় করে হে।

যতদিন বাঁচ রব,

সাদু কাতে মিলিব

কোমার চরণ তলে হে।

শ, প, ব।

প্রেরিত।

আপনার প্রেরিত আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্মের সংখ্যা পত্র (census form) পূরণ করিয়া ইতিপূর্বেই প্রেরণ করিয়াছি। এক্ষণে শুনিতে পাঠ, এই সংখ্যা পত্রে কেশব বাবুর সমাজস্থ সভ্যগণের নামও গ্রহণ করা হইবে। তদ্বিষয়ে আমাদিগের নিয়মিত কয়েকটি আপত্তি আছে। ভরসা করি এই পত্র পানি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সাধারণ অধিবেশনে উপস্থিত করিয়া আপত্তি তকের মীমাংসা করাইয়া বাতিল করিবেন। ইহাও আমাদিগের বক্তব্য, যে এই আপত্তিগুলির মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত উক্ত সংখ্যা পত্র যেন সাধারণে প্রকাশিত না হয়।

১। কেশব বাবু ও তাঁহার সমাজস্থ লোক বর্ত্তক মনুষ্য এবং ঈশ্বরের মদো মহাপুরুষদিগের আনয়ন দ্বারা ব্রাহ্মধর্মের একটি মূল সত্তার রূপান্তরিত করা হইয়াছে কি না?

২। কেশব বাবু ও তাঁহার সমাজস্থ লোক বর্ত্তক প্রচারিত ব্রাহ্মধর্মে এবং বাইবেলোক্ত খ্রীষ্ট ধর্মের, চৈতন্যের শিষ্য-গণ বর্ত্তক প্রচারিত ও আসামত মহাপুরুষদিগের মতে কি প্রভেদ রহিল?

৩। কেশব বাবুর দ্বারা পৌত্তলিকতার এবং পল্লী-বাহের প্রভাব দেওয়া হইয়াছে কি না?

৪। কেশব বাবুর সমাজ বর্ত্তক প্রচারিত “ব্রাহ্মের মত, নববিধান, আদেশ” ইত্যাদি ব্রাহ্মধর্ম বিরোধী অভিনব মত থাকি সত্ত্বেও যদি কেশব বাবু ও তাঁহার দলস্থ লোক দিগকে আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম বলিয়া স্বীকার করা হয়, তবে ইহা দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম প্রায় সর্বতোভাবে অবলম্বন করিয়াছেন, কিন্তু কেবল আত্মীয় জাতি কুটুম্বদিগকে পরিভ্রাণ করিতে অসমর্থ, তাঁহাদিগকেও কেন আনুষ্ঠানিকরূপে গণ্য করা হইবে না?

৫। যদি কেশব বাবু ও তাঁহার দলস্থ লোকদিগকে ব্রাহ্ম ও আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম বলিয়া স্বীকার করা হয়, তবে পৃথক সমাজ করার মুখ্য উদ্দেশ্য কি?

৬। যদি আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্মদিগের সংখ্যা পত্র গ্রহণ দ্বারা কেবল আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্মের সংখ্যা ও ব্রাহ্মসমাজের প্রকৃত বল নির্ণয় করাই প্রধান উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে, কেশব বাবুর দলস্থ লোকদিগকে আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম বলিলে সেট উদ্দেশ্য বিফল হইল কি না?

পরিশেষে নিবেদন এইপত্রের এক খণ্ড অমূল্য অমূল্য গ্রহণ করিয়া তত্ত্বকৌমুদীতে প্রকাশ করাইবেন। বোধ করি তাহা হইলে এক্ষণে অন্যান্য ব্রাহ্মদিগের মতও পাইতে পারিবেন।

শ্রী:—

ব্রাহ্মরূপাহি কেবলং।

প্রশ্ন।

এখানকার ব্রাহ্মদিগের দ্বারা “কর্ত্তবাসাদিনী সভা” নামে একটি সভা স্থাপিত হইয়াছে; সেই সভার সভ্যগণের মধ্যে অন্যান্য বিষয়ের সহিত নিম্নলিখিত বিষয়ের আন্দোলন উপস্থিত হয়। কিন্তু বহুমান প্রজ্ঞাবোধ ভালরূপ মীমাংসা না হওয়াতে, সাধারণ ব্রাহ্মগণের আলোচনার জন্য আপনার নিকট প্রেরণ করিলাম। ভরসা করি “সাধারণ ব্রাহ্মগণ” স্বয়ং মত প্রকাশ করিয়া সভাকে বাতিল করিবেন।

১। “পৌত্তলিকতার সহিত ব্রাহ্মের সংশ্রব” এই শব্দের অর্থ কি?

২। বুদ্ধা জননী ঘোর পৌত্তলিক; ব্রাহ্মপুল তাঁহার প্রতিমা পূজার জন্য আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া পূজার সাহায্য করিলেন। এটি সংশ্রব হইল কি না? যদি হয়, তবে ব্রাহ্মপুলের এরূপ সংশ্রব রাখা উচিত কি না?

৩। প্রভু পৌত্তলিক। ব্রাহ্মভূতা প্রভুর পূজার জন্য দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিলেন। পূজার সাহায্য করিলেন। এটি সংশ্রব হইল কি না? যদি হয়, তবে ব্রাহ্ম ভূতোর এরূপ সংশ্রব রাখা উচিত কি না?

মেদিনীপুর } শ্রীহৃদ্যানারায়ণ বসু
কর্ত্তবাসাদিনী সভা } সম্পাদক।
১৮ই কা্তিক ব্রহ্ম সংগ্রহ }

জুলাই আগস্ট ও সেপ্টেম্বর মাসের

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের

দাতব্য আদায়।

প্রচারকৃত।

মাসিক।	...	
বাবু লক্ষীকান্ত দাস	...	৬
,, কালীশঙ্কর হুগু	...	১
,, শিবচন্দ্র দাস	...	৬
কোরগর ব্রাহ্মসমাজ	...	১২
বাবু আনন্দমোহন বসু	...	৬২
,, ভুবনমোহন দাস	...	২৩
,, আনন্দচন্দ্র রায়	...	২
,, প্রসন্নকুমার রায়	...	১৪
,, হুর্গামোহন দাস	...	৩০
,, কৃষ্ণকুমার মিত্র	...	১০
,, আদিত্যকুমার চট্টোপাধ্যায়	...	১০
,, মহেন্দ্রনাথ দেব	...	১০
,, গুরুচরণ মহালানবিশ	...	২
,, দ্বারকানাথ বসু	...	৬
		১৮০১
বার্ষিক	...	
জলপাইগুড়ি সমাজ	...	৬৫০
কাকিনিয়া সমাজ	...	২
,, কোদারনাথ গুহ	...	১৩
		১৮৫

এক কালীন	...	৩	বাবু মধুরলাল সেন	...	৩
১১ ফুৎচন্দ্র মল্লিক	...	৫	১১ ঝালচন্দ্র ঘোষ	...	১
পাণ্ডেয়	...		শ্রীমতী স্বর্ণপ্রভা কসু	...	২৫
মতিহারী ব্রাহ্মসমাজ	...	১৫	বাবু নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	...	৮
দংক	...	১৫	শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়	...	১০
২০১৫			১১ গঙ্গাগোবিন্দ গুপ্ত	...	৩
সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মাসিক ।			১১ গোপালচন্দ্র চক্রবর্তী	...	২
১১ যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ	...	৩	শ্রীমতী অম্বিকা দেব	...	৩
১১ হরকুমার রায়চৌধুরী	...	৫	বাবু মহেশ্বর চক্রবর্তী	...	১০
১১ শিবচন্দ্র দেব	...	৩	১১ উমেশচন্দ্র গুপ্ত	...	২
১১ পশ্চিম বসন্ত রাম	...	৩৬	১১ মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	...	১০
১১ গিরিশচন্দ্র রায়	...	২	১১ চন্দ্রেশ্বর গুপ্ত	...	১
১১ রংপালচন্দ্র সেন	...	৩	১১ বৈদ্যুতিকেশ্বর চক্রবর্তী	...	৫
১১ আনন্দমোহন বসু	...	৬	বাবু রাধাকান্ত ঘোষ	...	৩
১১ গিরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	...	৫	১১ কেশবনাথ মুখোপাধ্যায়	...	১
১১ ভুবনমোহন দাস	...	৬	নাথুভাই দজিভাই	...	১০
১১ মোহিনীমোহন বসু	...	৬	মতিলাল লালভাই	...	২
১১ শ্রীমন্ত চট্টোপাধ্যায়	...	১১	বাবু অক্ষয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	...	৫
১১ শ্রীমতি অন্নপূর্ণা চট্টোপাধ্যায়	...	১১	১১ পাদীমোহন গুপ্ত	...	১০
১১ ভাষ্কর শমসুন্দর রায়	...	৩	১১ বিজয়কুমার গোস্বামী	...	২
১১ কেশবনাথ রায়	...	২	১১ বিপিনচন্দ্র পাল	...	১১
১১ অনন্তলাল মজুমদার	...	১০	১১ রামপ্রসাদ সেন	...	৩
১১ ভূপতিমোহন দাস	...	৪	১১ নরেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	...	১২
১১ যতনাথ রায়	...	৭	১১ মধুসূদন রায়	...	২
১১ যতনাথ চক্রবর্তী	...	৪	১১ বিষ্ণুচরণ চট্টোপাধ্যায়	...	৫
১১ অরুণচরণ মহালানবিশ	...	১	শ্রীমতী নিতম্বিনী চট্টোপাধ্যায়	...	৫
১১ প্রাণকৃষ্ণ দত্ত	...	১১	১১ ভবানীচরণ ভট্টাচার্য্য	...	১০
১১ ভগবানচন্দ্র বসু	...	১৫	১১ বাণীকান্ত রায়চৌধুরী	...	১০
১২৭৬			১১ শরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	...	৫
সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ বার্ষিক ।			১১ নমঃ শিবায়	...	১০
বাবু লক্ষীকান্ত দাস	...	৬	১১ কেশবনাথ মিত্র	...	৫
লালা বাণীপ্রসাদ	...	৬	১১ মনমথনাথ মুখোপাধ্যায়	...	১
বাবু চরিত্রচরণ সেন	...	১০	১১ যোগীন্দ্রনাথ মিত্র	...	১
১১ হেমচন্দ্র মজুমদার	...	৩	১১ কৃষ্ণচন্দ্র সাহা	...	১
১১ রামচন্দ্র মজুমদার	...	২	১১ অমূল্যলাল মল্লিক	...	৫
শ্রীমতী মনোরঞ্জনী নিয়োগী	...	১	১১ মথুরানাথ মল্লিক	...	৫
বাবু কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য	...	১	১১ ধরনীধর মল্লিক	...	৫
১১ সীতানাথ দত্ত	...	২	১১ হরনাথ দাস	...	৩
১১ অনন্তদেব বন্দ্যোপাধ্যায়	...	১	১১ গোপালচন্দ্র মল্লিক	...	৩
শ্রীমতী হুশীলা মজুমদার	...	১	১১ উপেন্দ্রচন্দ্র বসু	...	১
বাবু হর্নাপ্রসন্ন সেন	...	১	১১ অভয়চরণ নাগ	...	১
১১ পঞ্চানন ঘোষ	...	১	১১ রাধাবিনোদ দাস	...	১০
১১ হর্যাকুমার রায়	...	১	১১ গিরিজানন্দ সেন	...	১
			১১ অন্নদাচরণ সেন	...	৫
			১১ বুঢ়েয়া প্যাণ্টাঙ্ক	...	১১
			১১ পরেশনাথ সেন	...	৫

বাবু হরকিশোর সেন	...	১০
„ কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত	...	১৫
„ বিপিনবিহারী বসু	...	৪
„ নন্দলাল সেন	...	১
„ নবকুমার সমাদ্রাব	...	১০
„ রজনীকান্ত নিরোগী	...	১১০
„ হরিচরণ বন্দোপাধ্যায়	...	১০
„ গগনচন্দ্র ঘোষ	...	৩
„ দুর্গাপ্রসাদ	...	৩
„ প্রসন্নকুমার চৌধুরী	...	১০
„ জগৎহরি সেন	...	১
„ উপেন্দ্রচন্দ্র বসু	...	৬
„ অক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায়	...	১০
„ সত্যপ্রিয় দেব	...	৩
„ গুরুগোবিন্দ পাট্টোয়ার	...	২১
„ মহিপতি বামরূপ বাম নীলকণ্ঠ	...	১
„ মহেন্দ্রনাথ দে	...	১০
„ অমৃতলাল চক্রবর্তী	...	১১
„ আশুতোষ বসু	...	১
„ নিবারণচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়	...	১
„ গোবিন্দচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	...	১
„ তৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী	...	১
„ আদিত্যকুমার চট্টোপাধ্যায়	...	১
„ গুণাভিরাম বড়ুয়া	...	১০
„ কালীকুমার মিত্র	...	১
„ প্রসন্নকুমার রায় চৌধুরী	...	২
„ সূর্য্যকুমার চট্টোপাধ্যায়	...	১
„ শ্রীনাথচন্দ্র	মহম্মদসি	২
„ ব্রজলাল অধিকারী	...	৩
„ পার্শ্বমোহন রাহা	...	১০
„ শ্রীনাথ গুহ	...	১০
„ গগনচন্দ্র সেন	...	১০
„ ভুবনমোহন সেন	...	৩
„ রাজকুমার মল্লিক	...	১
„ আশুতোষ বসু	...	৬
„ জ্ঞানচন্দ্র বসু	...	১১০
„ কড়নচন্দ্র মল্লিক	...	২

২২২৥

তত্ত্ব-কৌমুদীর মূল্যপ্রাপ্তি ।

দ্বং অক্টোবর ১৮৮০ ।

বাবু শশীভূষণ পালচৌধুরী জমিদার	লৌহজহ	৪৫০
শ্রীমতী অন্নদামণী সেন	গাউপাড়া	৬
„ অন্নদামণী সেন	স্বর্ণগ্রাম	৬

বাবু দুর্গামোহন দাস	ভবানীপুর	২১০
„ মহিমুচন্দ্র বসাক	নাটোর	৩
„ গিরিশচন্দ্র ঘোষাল	কলমগাম	৩
„ আনন্দমোহন বসু	দমদম	২১০
„ মহেন্দ্রলাল ঘোষ	গয়া	৪১০
„ ভগবীচরণ মল্লিক	রাণাঘাট	৩
„ চন্দ্রমোহন বিশ্বাস	ময়মনসিংহ	৬
„ শ্রীনাথচন্দ্র	ঐ	৬
„ কৃষ্ণমোহন বন্দোপাধ্যায়	কলিকাতা	২১০
„ উদয়রাম দাস	হাতিপতি, আসাম	২
„ গোপালচন্দ্র মল্লিক		১
„ বাগ্‌মাচারা ব্রাহ্মসমাজ		১০
„ কৃষ্ণদত্ত চট্টোপাধ্যায়	বেঙ্গলুন	৪১০
„ হরিচরণ চক্রবর্তী	ঢাকা	৬
„ নীলমণি বর	মেদিনীপুর	৩

তত্ত্বকৌমুদীর সাহায্যার্থ এক কালীন দান ।

শ্রীশ্রীমতী মহরানী শরৎসুন্দরী

পুটিয়া

১০

বিজ্ঞাপন ।

বিশেষ বিজ্ঞাপন ।

তত্ত্বকৌমুদীর গ্রাহকদিগের মধ্যে যাহাদিগের নিকট দ্রুত বৎসরের মূল্য প্রাপ্ত রহিয়াছে এবং বার বার পত্র লিখিয়া ও বিজ্ঞাপন দিয়াও মূল্য প্রাপ্ত হওয়া গেল না, আমবা অকান্ত দুঃখের সহিত তাহাদিগের নিকট পত্রিকা প্রেরণে ক্ষান্ত হইতে বাধ্য হইলাম। তাহারা অল্পমূল্য পুস্তক অত্যন্ত এক বৎসরের মূল্য পাঠাইলে পত্রিকা পুনঃ প্রেরিত হইবে।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজমন্দির নির্মাণ জন্য যাহারা চাঁদা স্বাক্ষর করিয়াছেন, তাহাদিগের নিকট বিনীত নিবেদন যে, তাহারা অবিলম্বে তাহাদিগের অঙ্গীকৃত অর্থ প্রেরণ করিয়া বাধিত করেন। শীঘ্র শীঘ্র অর্থ সংগ্রহ না হইলে সমাজ-মন্দির নির্মাণ কার্য চলা স্কটিন হইবে।

১৩ নং মির্জাপুর ষ্ট্রট, } শ্রীগুরুচরণ মহলানবিশ
কলিকাতা। } বিল্ডিং ফণ্ডের সম্পাদক।

তত্ত্বকৌমুদীর প্রথম ভাগের প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা বাদে প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ একত্রে বাবাই হইয়া বিক্রয়ার্থ আফিসে প্রস্তুত আছে মূল্য ৪ ডাকমাশুল ১০০। কার্যাব্যয়ক।

দীপ্ত শিরার অভিযেক ।

সরল পদ্য প্রার্থনা পূর্ণ এই ক্ষুদ্র পুস্তক খানি ব্রাহ্মসমাজে এক সময়ে অত্যন্ত আদরের বস্তু ছিল। অনেক দিন ইহা অপ্রাপ্য হওয়াতে পুনর্মুদ্রিত হইয়া প্রচারিত হইয়াছে। তাহাদিগের প্রয়োজন হয়, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কার্যালয়ে তত্ত্ব করিলে প্রাপ্ত হইবেন। মূল্য ১০ আনা মাত্র।

তত্ত্ব-কৌমুদী

[পাক্ষিক পত্রিকা]

৩য় ভাগ।

১৪ শ সংখ্যা।

১লা পৌষ বুধবার, ১৮০২ শক। ব্রাহ্ম সংবৎ ৫১।

বাহ্যমবিক্রমঃ পঞ্চমঃ ১০
মুদ্রকঃ ১৩
প্রতিপত্তঃ নগদ ৮০

মহাপুরুষদিগের বিষয় আমরা গতবারে কিছু বলিয়াছি। ঈশ্বরের প্রতি তাহার ভক্তি চক্ষে জগতের সমুদায় ঈশ্বর-প্রেমিক মহাত্মার প্রতি তাহার অন্তরের প্রগাঢ় আস্থা উপস্থিত হইয়া থাকে। যে দায়িত্বকে ভাল বাসে না সে পক্ষকে ভাল বাসে না। সুতরাং যদি কেহ বলেন আমরা পৃথিবীর ঈশ্বরপ্রেমিক মহাজনদিকে সমুচিত ভক্তিলাভ করি না, তাহা বুদ্ধিবাদ নিতান্ত ভ্রম। আমরা যে অবস্থাকে শোচনীয় মনে করি তাহা এই, ধর্মজগতে সময়ে সময়ে গুরুভঙ্গির এতদূর আভিযা দেখা যায় যে লোকে নিজের ইতিহাস বৃদ্ধি একেবারে জলাঞ্জলি দেয়। গুরুব কথ্য বা কথার ভাল মন্দ বিচারের শক্তি থাকে না; তাহার উপদেশ সত্য কি না এ চিন্তা করিবারও শক্তি থাকে না। ইহা অপেক্ষা মানব-জ্ঞান তুর্গাত আর কি আছে? জগদীশ্বর তাহার নিজের কাণ্ডকলাপ পবিত্র স্বাধীন ভাবে যিয়ার করিয়া দেখিবার জন্য মানবকে চিত্তার স্বাধীনতা দিয়াছেন, সেই স্বাধীনতাতে যে বঞ্চিত করে সে ত বন্ধুর কাণ্ড করে না, সে অজ্ঞাতসারে পরম শত্রুর কাণ্ড করে। এতদ্বারা প্রতি আমাদের এই মাত্র পরামর্শ, হে ব্রাহ্ম! প্রগাঢ় প্রকার সহিত আন্তরিক ভক্তির সহিত সাধুজনের বচন সকল পাঠ কর; ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা পূর্বক পাঠ কর; কিন্তু আপনার বিবেক ও চিত্তকে স্বাধীন রাখ; কাহারও চরণে বিক্রয় করিও না।

জগতের মহাজনদিগের সন্মুখে আর একটি কথা আছে, অনেকে তাহাদিগকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি বলিয়া বর্ণন করিয়া থাকেন। এইটী প্রাচীন কালের কুসংস্কার। তাহাদিগকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি না বলিয়া মানবের প্রতিনিধি বলিলে অধিক যুক্তিসঙ্গত হয়। বহুসংখ্যক মনুষ্য অপরিষ্কৃত ভাবে যে প্রার্থনা করিতে থাকে, তাহারা সেই প্রার্থনাকে পবিত্র করিয়া প্রকাশ করেন। অসংখ্য লোক যখন অন্ধ নিমিত্ত তখন তাহারা তাহাদের প্রতিনিধি স্বরূপ হইয়া, সংসার অরণ্য জাগ্রত হইয়া বিচরণ করেন। তাহারা যেন মনুষ্য সমাজকে বলেন, তোমরা যদি সকলেই ঘুমাইলে তবে আমরা জাগিয়া থাকি। এ দুর্দশা ঈশ্বরের নিকট দিনরাত্রি প্রার্থনা না করিলে যাবে না, তোমরা যদি সেরূপ বাগ্মতার সহিত প্রার্থনা না কর আমরা তোমাদের হইয়া করিতেছি।* এই ভাবে তাহাদিগকে মানবের প্রতিনিধি বলা যায়।

জগতের প্রকৃত বাস্তবিক জীবনে, আমরা তুর্গাত উপদেশ লাভ করি। প্রথম, তাহাদের ধর্মপ্রচার বড় কঠোর দেখা যায়। এইত আমরা কত লোক রক্ষা নাম লইয়াছি। মানব বিষয়ে আমাদের বাগ্মতা কত, যদি একবার অনুমতনে কণা মাত্র আতি শোচনীয় দৃশ্য দেখিতে পাত্তা যায়। মর্দিন দিনেই আমাদের অনেক লোকের এক দৈনন্দিন ও ঐশ্বর্য্য দেখা তাহা অরণ্য করিলে লক্ষিত হইতে হয়। দিনান্তে দেখিয়া কিছু কাল ঈশ্বরের শ্রবণ মননে যাপন করা তাহাও অনেক ব্রাহ্ম করেন না; সাধু মহাজনদিগের গ্রন্থাবলী পাঠ ও ত্রিধর্ম চিন্তা ইহা অধিকাংশের নাই; ধর্ম বিষয়ের কোন মাপা পু বা চর্চাও বড় অধিক লোককে করিতে দেখা যায় না। আমাদের ত ধর্মের জন্য বাগ্মতা এই; কিন্তু ঈশ্বরপ্রেমিক মহাজনদিগের জীবন এক বার অরণ্য করা। তাহাদের বাক্যদ্বারা সময়ে সময়ে এত দূর প্রদল হইয়া উঠিত যে তাহারা দ্বিপু-প্রায় হইয়া হয় গিরিগুহা বাসী, না হয় অরণ্য বাসী, না হয় সংসারত্যাগী হইয়া বাইতেন। যে বস্তু আমাদের কাছে অরণ্য হইতে উত্তেজিত করিয়া তুলিতে পারিতেছে না, তাহার জন্য এত আকাঙ্ক্ষা, এত বাগ্মতা, এত অস্থিরতা!! ইহা দেখিলে কি আমাদের সংসারাসক্ত ও স্বার্থপর চিত্ত বিষয়ে স্তব্ধ হয় না? তাহাদিগের জীবনে আর একটি উপদেশ প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহারা ধর্মকে এমন সার বস্তু বলিয়া বিশ্বাস করিতেন যে সে জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করা এবং অসহ্য যাতনা সহ্য করাকেও ক্রেশ বলিয়া গণ্য করিতেন না। এই জনাই তাহাদের দ্বারা ধর্মপ্রচার হয়। আমরা জীবনবিধর্মী লোক, আমরা ধর্মকে এত সার ভাবি না যে সে জন্য আর সমুদায়কে নিকৃষ্ট ভাবিতে পারি, সেই কারণেই আমাদের দ্বারা ধর্মপ্রচার হয় না। ইহা অতি সত্য কথা। হে ব্রাহ্ম! এই কথাটির গুরুত্ব সন্দেহ অনুভব করিবার চেষ্টা কর। তুমি বর্তমান ধর্মকে সারাৎসার না ভাবিতেছ ততক্ষণ তোমার দ্বারা ঈশ্বরের ধর্মপ্রচার হইবে না।

(এক বার এক জন ইংরাজ যুবক নোন কাগ্যাপলকে শিবিকারোহণে ভারতবর্ষের এক প্রদেশ হইতে অপর প্রদেশ গমন করিতেছিলেন। পথিমধ্যে দম্ভাগণ তাহাকে আক্রমণ করিল, যুবকের নিকট তাহার ভগিনীর মস্তকের কতকগুলি কেশ স্মৃতি চিহ্ন স্বরূপ ছিল। তিনি যত্নপূর্বক একটি কাচ

নিশ্চিত পাত্রে ঐ কেশ রক্ষা করিতেন। সে দিন যাত্রা কালে ঐ প্রাজ্ঞী তাঁহার নিকট ছিল। দম্মাগণ যখন শিবিকা বেঁটন করিল, যুবক সন্ধ্যাত্রে সেই কেশগুলির রক্ষার জন্য বাস্ত হইলেন। তাঁহার মুদ্রা ও বস্ত্রাদির জন্য তাঁহ বাস্ত হইলেন না। দম্মাবা সেই বস্তুটী রক্ষা বিষয়ে তাঁহার আগ্রহ দেখিয়া মনে করিল, সেটীটী সর্কোপেক্ষা মূল্যবান হইবে; সুতরাং মুদ্রা ও বস্ত্রাদির দিকে দৃষ্টি না করিয়া 'বলপুরুষ' সেইটী তাঁহার হস্ত হইতে লইবার জন্য প্রয়াস পাইতে লাগিল। এই বিবাদে উক্ত যুবকের একটী অঙ্গুলি ছিন্ন হইল কলপি নিনি সেই সামান্য বস্তুটীকে ছাড়িলেন না।

ইহাতে আমবা কি উপদেশ পাইতেছি? তিনি যদি সেই বস্তুটীকে মূল্যবান জ্ঞান না করিতেন, দম্মারা কখনই মূল্যবান জ্ঞান করিত না। ব্রাহ্মেরা যে, দেশে ধর্ম প্রচার করিবার চেষ্টা করিতেছেন ভিক্ষাসা করি তাঁহারা কি এই ধর্মকে বাস্তবিক মূল্যবান জ্ঞান করিয়াছেন? কর্তৃ জন ব্রাহ্ম অমুভব করেন, যে তিনি পবিত্র স্বরূপ পরমেশ্বরের উপাসক হইয়া পরম লাভবান হইয়াছেন? কর্তৃ জন ব্রাহ্মের পরিকার বোধ আছে যে এই ধর্ম না হইলে তাঁহার চলিবে না এবং জগৎ-ত্রেও সঙ্গতি হইবে না? যাহারা পবিত্ররূপে ঐটা অমুভব করিতেন সমর্থ হন নাই, তাঁহারা ধর্ম প্রচার করিলে সে ধর্ম প্রচার হইবে না। লোকে যদি দেখে আমবা যাহা প্রচার করি তাহার প্রতি আমাদেরই আদর নাই; ব্রাহ্ম-দলকে বলেন এক মাত্র ঈশ্বর উপাস্য অথচ নিজে জীবনে দেখান, উপাসনা করিলেও হয় না করিলেও হয়, তবে আর তাঁহার প্রচারে কল কি? অতএব হে ব্রাহ্ম! তোমার প্রতি ক্ষমতা তুমি যদি স্পষ্ট প্রতীতি করিয়া না থাক, যে পাপের আশ্রিত হওয়া ভিন্ন তোমার সঙ্গতি নাই, তাহা হইলে তুমি কাহাকেও ব্রাহ্মধর্মের কথা বলিও না। উপাসনাবিহীন, নিষ্ঠাবিহীন ব্রাহ্ম! তুমি ধর্ম প্রচার করিয়া দেশের অধিবাস রক্ষা করিও না। লোকে উদ্ভ্রান্ত কি হইবে তাহারা যদি আসিয়া দেখে যে বস্তু দিবার জন্য ডাকিয়াছে, তাহাকে নিজেরাই অকিঞ্চিৎকর মনে কর, তাহা হইলে তোমার প্রচার কে শুনিবে? হে জগদীশ্বর! ব্রাহ্ম-ধর্ম কেন প্রচার হইতেছে না তাহার মূল কারণ এত দিনে দেখিতে পাইতেছি। ব্রাহ্মেরা মুখে বলে, তুমিই তাহাদের উপাস্য কিন্তু প্রাণের সে বিশ্বাস নয়; তুমি অদ্যাপি আমাদের নিকট নিতান্ত প্রাণনীয় বস্তু হও নাই। তুমি ভিন্ন আমাদের সঙ্গতি হইবে না এ বিশ্বাস এখনও আমাদের প্রাণগত বিশ্বাস হয় নাই। এই বোর সঙ্কট হইতে আমাদিগকে উদ্ধার কর!

আমরা বর্তমান সময়ে ব্রাহ্মসমাজের একটা শোচনীয় অবস্থা দেখিতেছি। নানা স্থান হইতে সংবাদ পাইতেছি যে ব্রাহ্মদিগের মধ্যে প্রীতির নিতান্ত অভাব হইয়াছে। একে ও এক এক স্থানে দুই চারি জন করিয়া লোক পড়িয়া আছেন, তাঁহাদের মধ্যেও আবার পরস্পর বিবাদ। এক

পক্ষ অপর পক্ষকে বিষেষের চক্ষে দেখিতেছেন, এক পক্ষ অপর পক্ষের দোষাত্মকান করিতেছেন। সামান্য মতভেদ, যে জন্য বন্ধুত্ব বা প্রীতির বিচ্ছেদ কোন প্রকারেই হওয়া উচিত নয়, তাহা লইয়া বোরতর বিরোধ উপস্থিত হইয়া বন্ধুবিচ্ছেদ ঘটাইতেছে। এসকল নিতান্ত অশুভ চিহ্ন। যে সময়ে আমরা সকলে কায়মন প্রাণে ধর্ম সাধনে ও ধর্ম-প্রচারে প্রবৃত্ত হইব, যে সময়ে আমরা পরস্পরের আধ্যাত্মিক অভাব মোচন বিষয়ে সাহায্য করিব, যে সময়ে ধর্মের গুরুতর প্রশ্ন সকলের মীমাংসার জন্য বাস্ত থাকিব, যে সময়ে দেশের লোককে দৃষ্টান্ত ও স্তম্ভ দ্বারা আকৃষ্ট করিব, সেই সময়ে আমরা পরস্পরের অনিষ্ট চেষ্টাতে রত হইতেছি। ইহা অপেক্ষা অধিক পরিতাপের বিষয় কি? দেখিয়া বোধ হইতেছে ব্রাহ্মসমাজের উন্নতির বিষয়ে আমরা এত দিন যে বিশ্বাস করিয়া আসিতেছিলাম তাহা স্পষ্ট মাত্র। ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের এখনও কিছুই হয় নাই। না লোক বল না ধর্ম বল কোন বলই বৃদ্ধি হয় নাই। শুনিতে মনস্থলে এতগুলি সমাজ আছে। কিন্তু ফলে কি? কোন সমাজে পাঁচটা লোক, হযত তাঁহাদের অধিকাংশের নিজ বিশ্বাস অনুসারে কায্য করিবার সাহস নাই; তাঁহাদের দ্বারা ধর্ম প্রচার সম্বন্ধে কোন সাহায্য হইতেছে না। আবার ইহার উপরে সেই পাঁচ জনের মধ্যে দলাদলি চলিতেছে। এইরূপে কি ধর্ম প্রচার হইবে? ধর্ম প্রচারের নূতন কোন পন্থা অবলম্বন আবশ্যক হইয়াছে। গৃহস্থের গৃহে বিপদ উপস্থিত হইলে যেমন সন্তান প্রভৃতি হইয়া থাকে, ব্রাহ্মদিগের মধ্যে বিশ্বাসী যদি কেহ থাকেন, ঈশ্বরপ্রেমিক যদি কেহ থাকেন; ব্রাহ্মধর্মের প্রচারাকাজী যদি কেহ থাকেন, তাহারা সংকল্প পূর্বক প্রার্থনা আরম্ভ করুন। দিবারাত্র ঈশ্বরের চরণে পড়িয়া কাদিতে থাকুন। তিনি নূতন বল, নূতন আলোক, ও নূতন ধর্মভাব বিধান করিবেন, তদ্বিত্ত ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণ নাই।

আমাদের যে উৎসব সম্মুখে উপস্থিত তাহাতে আমরা কিতাবে প্রবৃত্ত হইব। জননীরা শিশুদিগকে স্নান বসন পরাইয়া খেলবার জন্য ছুঁড়িয়া দেন। খোলতে খেলিতে তাহাদের কটিদেশের বসন গ্রাসি যখন শিথিল হইয়া পড়ে, তখন তাহারা আবার ছুঁড়িয়া মাতার নিকট যায়। বলে, মা! কাপড় কাঁচিয়া বাঁধিয়া দেও। তেমনি আমাদের পরম মাতা কৃপা করিয়া যে ধর্ম বসনে আমাদের আত্মাকে আচ্ছাদিত করিয়া দেন, প্রলোভন ও বিষপূর্ণ মাংসারে খেলিতে খেলিতে সময়ে সময়ে তাহা শিথিল হইয়া পড়ে। সুতরাং সেই বসন কাঁচিয়া পরিবার জন্য আবার এক একবার তাঁহার নিকট বাইতে হয়। উৎসবগুলি যেন সেই প্রকার। হে ব্রাহ্ম! তোমার যে অনেকবার বসন কাঁচিয়া পরা আবশ্যক।

জগদীশ্বর মানব প্রকৃতিকে সৃষ্টি করিবার সময় যেন সেই প্রকৃতির মধ্যে পরস্পর বিরোধী গুণ সকল সঙ্গিবদ্ধ করিয়া-

ছেন। তাহার একটিকে ছাড়িয়া অপরটির অনুসরণ করি ইহা তাহার অভিপ্রায় নয়; অথচ একটির জন্য অপরটিকে সঙ্কচিত করি ইহাও তাহার অভিপ্রায় নয়। এই পরস্পর বিরোধী গুণ কি কি? (১ম) শ্রদ্ধা ও বিচার শক্তি, (২য়) ঐক্য ও স্বাধীনতা, (৩য়) বিশ্বাস ও চিন্তা শক্তি। মনুষ্যের সঙ্গুণ দেখিলে ভক্তি করা স্বাভাবিক অথচ বিচারে দোষ গুণ দর্শন করাও স্বাভাবিক। এ বিষয়ে দুই শ্রেণীর লোককে দুই বিপরীতদিকে যাচাতে দেখা যায়। কেহ কেহ বলেন যাহাকে ভক্তি করি তাহার যদি কোম দোষ দেখিলাম তবে আর ভক্তি কি? যাহাকে ভক্তি করিব তাহার আর দোষ দেখিব না। আবার এক শ্রেণীর লোকের মনের ভাব এরূপ দেখা যায়, তাহার একবার যাহার দোষ দর্শন করেন তাহার যেন সমুদায় দমনীয়; তাহাকে আর শ্রদ্ধা করিতে পারেন না। ইহার কোন পক্ষই অবলম্বনীয় নয়। যে অন্তরে ভক্তি এবং স্বাধীন বিচার দুই সমান ভাবে প্রবল থাকে না সে অন্তরের অবস্থা পরিত্রাণ নহে। সেইরূপ কতকগুলি লোকের মনের ধারণা আছে, যে ঐক্যই পরম প্রার্থনীয় অবস্থা! সে জন্য স্বাধীনতাকে ও বিজ্ঞান দিতে হইবে, কেহ কেহ বা বলেন, নিজের যথেষ্ট ব্যবহার করিব ঐক্য থাকে থাকুক যায় যাক। ঐশ্বর আমাদেরকে যে প্রীতি দিয়াছেন, আমরা তদ্ব্যবহার করিতে পারি না। অতএব নিজের বিশ্বাস প্রবৃদ্ধি চিন্তা প্রভৃতি দ্বারা চালিত হইয়া থাকি। সমাজ মধ্যে ইহার উভয়ই রক্ষিত হওয়া কর্তব্য। তৃতীয়তঃ বিশ্বাস ও চিন্তা শক্তি। অনেক ব্রাহ্ম লোকে মনে করে চিন্তা শক্তির প্রপঞ্চ থাকিলে ধর্ম বিশ্বাস দৃঢ় হইতে পারে না; সুতরাং অন্ধ পাকা বিশ্বাসের অঙ্গুলি; বহল পরিমাণে জ্ঞান চর্চা করা প্রার্থনীয় নয়। তাহার জ্ঞানকে হীন রাখিয়া বিশ্বাসকে প্রবল রাখিতে চান, আবার আর এক সম্প্রদায় বিশ্বাসকে হীন রাখিয়া জ্ঞানকে প্রবল করিতে চান। অথচ ভগবৎপ্রদত্ত জ্ঞানাদিগকে উভয় গুণ দিয়াছেন। চিন্তা ও জ্ঞানকে ধরু না করিলে বিশ্বাসের গাঢ়তা হয় না। তাহার বলেন তাহার ঐশ্বরের নিন্দা করিয়া থাকেন। যে ধর্ম এইরূপ বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত তাহা যে মানবের গ্রহণের উপযুক্ত নয় তাহার আর অন্য প্রমাণ আবশ্যক করে না। ব্রাহ্ম বন্ধু! তুমি তোমার জীবনে এই বিমদৃশ গুণ সকল একত্র করিয়া দেখাইবে, ঐশ্বর তোমাকে সেই জন্য আহ্বান করিতেছেন। তুমি সাধুদিগকে প্রগাঢ় শ্রদ্ধা করিবে অথচ তাঁহাদের ভ্রম গ্রহণ করিবে না, তুমি শীতির সহিত ঐশ্বরের ধর্ম পরিবারের সহিত এক হইয়া থাকিবে অথচ নিজের স্বাধীনতা হারাইবে না; তুমি জ্ঞানের গভীর তত্ত্ব সকলের আলোচনাতে প্রবৃত্ত হইবে, সকল প্রকার দর্শন বিজ্ঞানের চর্চা করিবে; নিজের চিন্তা শক্তিকে অব্যাহত সর্বত্র গমন করিতে দিবে অথচ অন্তরের প্রগাঢ় নিষ্ঠার সহিত ধর্ম-বিশ্বাসকে উজ্জ্বল রাখিবে। তুমি যেমন চিন্তাশীল তেমনি উপাসনাশীল হইল। এই তোমার ব্রাহ্মধর্মের গৌরব। এ গৌরব বিস্মৃত হইও না।

উকীল চিকিৎসক প্রভৃতি বিষয়া পোকেরা অনেক সময় নিজের আয়ের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট অবস্থার থাকেন, জিজ্ঞাসা করিলে বলিয়া থাকেন যে দরিদ্রের অবস্থাতে দেখিলে লোকের অশ্রদ্ধা জন্মে, এবং পঙ্গবের ব্যাঘাত হয়। পঙ্গবের অমরোখে ঋণ করিয়াও ভাল থাকিতে হয়; অর্থাৎ ঋণ বাস্তবিক নাই তাহা দেখাইতে হয়। সেনাপতিগণ ও মথো মথো এইরূপ কৌশল অবলম্বন করিয়া থাকেন; তাহার চাতুরী পূরক নিজের ক্ষতি গোপন ও এক গুণ লাভকে দশ গুণ করিয়া বর্ণন করিয়া থাকেন। ধর্ম সমাজ মধ্যে যখন দলাদলি উপস্থিত হয়; যখন ধর্ম রক্ষার চিন্তার অপেক্ষা দল রক্ষার চিন্তা প্রবল হয়, তখন ও অনেক অল্প বিশ্বাসী লোক ঐরূপ চাতুরী অবলম্বন করিয়া থাকে। তাহার মনে করে, সংসার পথে লোকে যে নীচ উপায় আশ্রয় করে ধর্ম জগতে ও বুঝি সেই উপায়ে ফল দর্শে। ইহার ন্যায় ভ্রম আর নাই; ধর্ম জগতে আকর্ষণের এক মাত্র বস্তু ধর্ম যদি বাক্স তোনার দলে সত্য না থাকে, যদি ঐশ্বর প্রিয়তা না থাকে, যদি ভক্তি বিশ্বাস না থাকে, যদি ব্রহ্মের রূপা ও শক্তি তোমাদিগের মধ্যে কার্য না করে, তোমরা সেনাপতির ব. রাজমন্ত্রী কৌশলে লোকদিগকে আকৃষ্ট করিতে পারিবে না। সংসার ব্রাহ্মসমাজের সভাপণ তৌমসী, এমন ভ্রমে কখনও পড়িও না। এক দিনের জন্য চাতুরীর উপর নির্ভর করিও না। সবল হও, সত্য-প্রিয় হও, বিশ্বাসী হও, ভক্তিমান হও, সর্বোপরি প্রার্থনা শীল হও, কে আসিল কে গেল গণনা করিও না; জয় পরাজয়ের দিকে লক্ষ্য রাখিও না; দেখিবে যে পথে গেলে তোমাদের এবং ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণ হয় ঐশ্বর সেই পথে তোমাদিগকে লইয়া যাইবেন।

এ জগতে মৃত্যু অনেক প্রকারে পরিশ্রম করে। চারিদিকে লোকে দিবারাত্র ছুটাছুটি করিতেছে। উৎসাহ, উদ্যম এবং ব্যস্ততার সীমা পরিসীমা নাই। আবার কখনও দেখিতে পাই, যাহারা ছুটাছুটি করিতেছিল তাহারাই অবসর হইয়া পড়িয়াছে; যে সকল মুখ উদ্যমের আভাষ পূর্ণ ছিল তাহাই স্নানভাব ধারণ করিয়াছে; তাহার হা হতোশ্বি করিতেছে, ভাষার নিন্দা করিতেছে এবং সংসারপথে বসিয়া আত্মনন্দ করিতেছে। যদি এই উদ্যম ও বিষাদের মূল অবধান করা যায়, দেখিলে পাওয়া যায় যে কাহারও উদ্যম ধন লোভের উপর প্রতিষ্ঠিত, ধন লাভের আশা তাহাকে অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করাইতেছে; কাহারও উদ্যম যশের উপর প্রতিষ্ঠিত, সে ব্যক্তি দশ জনের একজন হইবে এই ইচ্ছাতেই শরীর মন উৎসর্গ করিয়াছে; কাহারও উদ্যম প্রণয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত, সে ব্যক্তি হয়ত কাহারও প্রণয়ে আবদ্ধ হইয়া তাহারই অমরোপে এবং তাহারই জন্য খাটিতেছে; কাহারও উদ্যম, ক্ষেত্র বাৎসল্য প্রভৃতির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ত কোন স্নেহের পদার্থের বিপদ দর্শনে ব্যাকুল হইয়া সে ব্যক্তি ছুটিতেছে। যাহার উদ্যম যে বস্তুর উপর প্রতিষ্ঠিত সেই বস্তুর যখনই ব্যাঘাত হইতেছে, অমনি সে ব্যক্তির মুখ স্নান হইয়া যাইতেছে। কিন্তু ব্রাহ্মের উদ্যম

কিসের উপর প্রতিষ্ঠিত? তাহা প্রার্থনা ও ঈশ্বরের উপর প্রতিষ্ঠিত। ব্রাহ্ম যখন চুটাইচুটাই করিতেছেন অমূল্য কান করিয়া দেখি, প্রার্থনাই তাঁহার অন্তরে সেই অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া দিয়াছে; তিনি প্রভুর চৈতন্য পালনের জন্য বাকুল ও বাগ্ন হইয়া চলিয়াছেন। যখন রাত্দের মুখ বিষন্ন অমূল্য কান করিয়া দেখি, কয়েক দিন তাঁহার প্রার্থনা ভাল হয় নাই, তাঁহার আত্মার অঙ্গসন্ধি সকল যেন সেই কারণে শিথিল হইয়াছে, সকল দিকেই তাঁহার গোল বাধিয়া যাইতেছে। ইহা কি কল্পিত কথা!! 'আমাদের মধ্যে বাহ্যিক প্রকৃত প্রার্থনামূলক তাঁহাদের জীবনে কি এই 'মহা তাঁহারা' অনুভব করেন নাই? বাহ্যিক না করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রকৃত আগ্রহের সহিত এই অনুরোধ তাঁহারা প্রার্থনাকে এক মাত্র সম্বলরূপে শীঘ্র অবলম্বন করেন। বিলম্ব করিবেন না; ধর্মজগতের অনা মঙ্গল আর নাই। প্রার্থনা—প্রার্থনা—প্রার্থনা! তুমিই আমাদের ধর্মজীবনের এক মাত্র সহায়।

সম্পাদকের জল্পনা।

আমার পূর্ব পৃষ্ঠনীয়া জননি! আমি কেন তোমার প্রশ্নে এত ক্রেশ দিলাম? মা! তোমার অশ্রুতলের কারণ কেন আমি হইলাম? তুমি আমাকে অসহায় শৈশবে যে অসহ্য ক্রেশ সহ্য করিয়া লালন পালন করিলে, নিজের স্বাস্থ্য ও সুখের দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া যেকপ আগ্রহের সহিত আমার সুখ অন্বেষণ করিলে, যে কাশা জন্মেই পরিয়া আমাকে রক্ষা করিলে আমি তোমার সে সকল আশা কেন ভুল করিলাম? মা! আমি তোমার ধর্মপথ পরিত্যাগ করিয়াছি বলিয়া তুমি মনের ক্রেশ জীবন্ত প্রায় হইয়া গেলে। আমি কি ঈশ্বরের নিকট অপরাধী হইলাম? না জননি! আমি অপরাধী নই? তুমি যে অসত্যাকৈশ্বর্য করিয়াছ! তুমি যে জীবন্ত প্রাণের পরমেশ্বরকে ভুলিয়া আমার পুত্রলিঙ্গের সেবাতে রত আছ। আমি তোমার মন-জটিল জন্য কিরূপে আমার ঈশ্বরের অবমাননা করি? যিনি ভিন্ন মন্ত্রের পথ আর নাই তাঁহাকে আমি কিরূপে পরিত্যাগ করি? আমি যদি কেবল ভক্তি, বা কেবল বিশ্বাসের দিকে দেবিতাম তোমাকে ক্রেশ দিতাম না। জননি! তোমার ভক্তি ও নিষ্ঠার যে তুলনা হয় না। তুমি ব্রতশীলা নারীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। 'ঈশ্বর করুন আমি তোমার নিষ্ঠা প্রাপ্ত হই কিন্তু তোমার ভ্রম হইতে দূরে থাকি?'

ভারতের পণ্ডিত চূড়ামণি শঙ্কর! আমি যে কত দিন তোমার বুদ্ধি বিদ্যার গুণে মুগ্ধ হইয়াছি, কত দিন তোমার নাম করিয়া এদেশকে গৌরবান্বিত মনে করিয়াছি। তোমার প্রতি যে আনার প্রগাঢ় প্রীতি। আমি যে তোমার গ্রন্থাবলী পাঠ করিয়া বিশেষ উপকৃত হইয়াছি। তবে কেন আমি তোমার প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করিলাম না। পণ্ডিতবর তুমি যে অবৈতবাদের মত প্রচার করিয়া ধর্মের পথে স্তম্ভ

বিষ উপস্থিত করিয়াছ। মানবের চরিত্র আত্মার সহিত পূর্ব পবিত্রতার আধার পরমেশ্বরকে এক বলিয়া তুমি মহৎ ভ্রমে পতিত হইয়াছ সেই জন্য তোমার বিশ্বাস তোমার সরলতা ও তোমার স্বল্প বুদ্ধি সত্ত্বেও আমি তোমার প্রদর্শিত পথ পরিহার করিতে বাধ্য হইয়াছি।

ঈশা যশা, নানক চৈতন্য প্রভৃতি সাধুগণ! তোমাদের প্রতি যে আমার প্রগাঢ় আস্থা চিরকাল আছে। তোমাদের ব্যাকুলতা, তোমাদের বিশ্বাসের গভীরতা দর্শন করিয়া যে আমি কত উপকৃত হইয়াছি; তোমরা যে অমূল্য সত্য সকল প্রচার করিয়া জগতকে চিরকৃতজ্ঞতা ধ্বনিত আনন্দ করিয়া গিয়াছ। তোমাদের প্রতি কি আমার কৃতজ্ঞতার ঋণ নাই; আমি কি তোমাদের অপেক্ষা হীন নই? তবে আমি তোমাদের প্রদর্শিত পথে গমন করিলাম না কেন? আমি তোমাদিগকে ভক্তি করি, তোমাদের বিশ্বাস ও ভক্তি পাটবার ইচ্ছা করি কিন্তু তোমাদের ভ্রম প্রণয়ন করিতে প্রস্তুত নই।

হৃদয়ের গভীর ভক্তির ভাজন পল! আমার ন্যায় তোমার ভক্ত কে আছে? আমি যে সর্বদা ঈশ্বরের নিবট প্রার্থনা করি যে তোমার সত্য-প্রিয়তা, তোমার বিশ্বাস, তোমার বিনয়, তোমার সরলতা আমার হৃদয়। তোমার ধর্মত্বা আমার হৃদয়। তোমার নাম করিলে যে আনার শরাবে প্রত্যেক রক্ত বিন্দু সজীব হয়, সাদন করিতে করিতে যদি আলস্য শয্যায় কখনও শয়ন করি তোমার নাম স্মরণ মাত্র উঠিয়া বসি! তবে আমি তোমার প্রদর্শিত পথের অনুসরণ করিলাম না কেন? তুমি প্রভুর চরণাশ্রিত হইতে বাধ্য আছি আমি কেন তাহা হইলাম না? আমি যে তোমাকে প্রথময়ে নিতান্ত ভ্রান্ত মনে করি। তুমি পৃথিবীর যেমন উপকার করিয়াছ তেমন একটা স্তম্ভ অপরকার করিয়াছ। তুমি নিজ ধর্ম জীবনের দৃষ্টান্ত দ্বারা অগণ্য লোককে প্রকৃত ধর্ম জীবনের শিক্ষা দিয়াছ কিন্তু আবার অগণ্য লোককে অবতার বাদের ভিতর নিক্ষেপ করিয়াছ। আমি তোমার মতকে ঘৃণা করি কিন্তু তোমাকে গুরু গ্রহণে ভক্তিতে অবনত হইয়া তোমার জীবনের উপদেশ গ্রহণ করি।

নব বিদ্যানী ভাই! আর কি তুমি আশ্চর্যান্বিত হও কেন তোমাকে পরিত্যাগ করিলাম? তোমার সঙ্গে একত্র আহার বিহার করিয়াছি; একত্রে ধর্মসাধন করিয়াছি; তোমার দ্বারা শারীরিক ও আধ্যাত্মিক সকল প্রকার উপকৃত হইয়াছি; তোমার ধর্মভাব, তোমার বন্ধুত্ব দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি। এ সব সত্য কথা তথাপি যখন হৃৎকোষে যে তুমি ব্রাহ্মধর্ম বিরোধী সত্য সমাজ মধ্যে আনয়ন করিতেছ, তুমি অল্পে অল্পে অভ্রান্ত গুরু ও অভ্রান্ত শাস্ত্রের মত প্রবর্তিত করিয়া ব্রাহ্মধর্মের স্বাধীনতার পথ সঙ্কীর্ণ করিতেছ, অসংখ্য ধর্ম-লোলুপ আত্মার ধর্মত্বকে বিপথে নীত করিবার উপায় করিতেছ, তখন কিরূপে আমি তোমার পদবীর অনুসরণ করি? যদি বল আমাদের মধ্যে ভক্তি বিশ্বাস আছে; তাহা থাকুক, আমার জননীর ও ভক্তি বিশ্বাসের ত্রুটি নাই, জগতের স্ফূর্তি গণের ও ভক্তি বিশ্বাসের ত্রুটি ছিল না। আমি তাঁহাদিগকে

যখন ভ্রান্তির জন্য ছাড়িয়াছি, তখন ভক্তি বিশ্বাসের লোভে তোমার অনুসরণ করিব কেন ?

ব্যাখ্যান ।

“মসেতুর্বিপত্তিরেষাং লোকানামসমুদায়।” সেই পর-
মেশ্বর এই লোক স্থিতিরক্ষার্থ সেতুস্বরূপ হইয়া আছেন।

উপনিষদের এই উক্তির মধ্যে কি গভীর অর্থ নিহিত আছে, একবার আলোচনা করা যাক। পরমেশ্বরকে লোক স্থিতিরক্ষার সেতুস্বরূপ বলিবার অভিপ্রায় কি ? যদি এক-
বার কল্পনার পটে জনসমাজের আদিম অসভ্যাবস্থার চিত্র চিত্রিত করা যায়, সে সময়ে মানব বন্য জন্তুর ন্যায় অরণ্যে অবনো ভ্রমণ করিত, বন্য পশুর ন্যায় মৃগয়া দ্বারা উদর পূরণ করিত, তরু কোটরে বা লতভাঙরে মস্তক রাখিয়া বিশ্রাম-
স্থল লাভ করিত, সে সময়ের বিষয় যদি চিন্তা করা যায়, এবং তাহার সহিত বর্তমান সময়ের উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধির যদি তুলনা করা যায়, তাহা হইলে কি বিশ্বর সাগরে নিমগ্ন হইতে হয় না ? এ জনসমাজ কি সেই জনসমাজ ? এই চিন্তা কি স্তম্ভের উদ্ভূত হয় না ? বর্তমান সময়ে বাণিজ্যের কত শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে, লোকের সুখ ও সুবিধা কত বাড়িয়াছে, জ্ঞান চর্চা কত দূর বিস্তৃত হইয়াছে ; জগতের ভূত সকল কিরূপ মানবের পদানত হইয়াছে ; এ সকল দৃশ্য কিরূপ বিষয়জনক। কিন্তু কে মনুষ্যকে সেই আদিম অবস্থা হইতে এই অবস্থাতে আনয়ন করিল ? আমরা জানি স্বয়ং পরমেশ্বর শরীর ধারণ করিয়া মনুষ্যের হস্ত ধারণ পূর্বক তাহাকে এ পথে আনয়ন করেন নাই ; কিন্তু মনুষ্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অপর কোন জাতীয় জীব স্বর্গ হইতে অবতরণ হইয়া মনুষ্যের পথ পদাশ্রয় হয় নাই। তবে কে মনুষ্যকে এ পথে পদাশ্রয় করিতে শিখাইল ? পরমেশ্বর আকাংক্ষা গ্রহণ করিয়া আসেন নাই বটে, কিন্তু তিনিই এ পথে মানবকে আনিয়াছেন। একটি ক্ষুদ্র বীজের মধ্যে প্রকাশিত বৃক্ষটির অঙ্গপত্রাঙ্গ সকল যেমন নিহিত থাকে, তেমনি তিনি মানব প্রকৃতির মধ্যে এই বিচিত্র উন্নতির আয়োজন করিয়া দিয়া মানবের সৃষ্টি করিয়াছেন এবং নিজে বর্তমান থাকিয়া নিজ রূপা ও শক্তি দ্বারা মানবকে চালিত করিয়াছেন। একাকী পুরুষ বনে বনে মৃগের অন্বেষণে বেড়াইতেছিল, নিজের কষ্ট, দুঃখ নিজেই ভোগ করিতেছিল ; রমণী একাকিনী বনে বনে বিচরণ করিতেছিল ; তাহারা দৈবাৎ একত্র হইল। পরমেশ্বর তাহাদের অন্তরে প্রণয় নামক বৃত্তি রোপিত করিয়া রাখিয়াছিলেন সেই বৃত্তিকে চালিত করিয়া বলিলেন, “তোমরা কেন একাকী থাক, ছুই প্রাণ একত্র করিয়া এক হও।” যেই তাহারা পরস্পরের মুখের দিকে চাহিল, অমনি পরস্পর পরস্পরের মন হরণ করিল। “অবিশ্বাসী ব্রাহ্ম ! তুমি বলিবে তাহারা স্বাভাবিক নিয়মে মিলিল, আমি বলিব ঐশ্বর তাহাদিগকে মিলাইলেন। যাহারা ছুই ছিল, ঐশ্বর তাহাদিগকে আশ্চর্য্য শৃঙ্খলে এক করিয়া রাখিয়া দিলেন। তাহারা একাকী বেড়াইত, এখন

ছুইকরে একগোপে বেড়াইতে আরম্ভ করিল, ছুই জনে মৃগের অনুসরণ করে, ছুই জনে তরু শাখার আরোহণ করে, উভয়ের ক্রোশ উভয়ে ভাগ করিয়া বহন করে। ক্রমে তাহাদের ক্রোড় পূর্ণ করিয়া সুকুমার শিশু আবির্ভূত হইল। সন্তানটী ক্রোড়ে দিয়া ঐশ্বর যেন বলিলেন দেখ দেখি ! তোমাদের ক্রোড়ে কি ফেলিলাম। চাহিয়া দেখিল, অমনি সেই নিরলস প্রসুতিত কুমুম সমান মুখ প্রাণ হরণ করিল। ঐশ্বর আবার আর একরজু দিয়া বাঁধিলেন। যাইবাদের কোন ভার ছিল না, জগতের পত্ন তাহাদের স্বঙ্গে অনেক গুলি ভার চাপাইলেন। কেন তাহারা সে বোঝা বহিয়া মরে তাহা জানে না, পরম প্রভু কৌশলেনিষ্ঠ উদ্দেশ্যের দিকে তাহাদিগকে লইয়া চলিয়াছেন তাহা বুঝিল না। অবশেষে জগদীশ্বর আর পাঁচটা ঐক্য দম্পতীকে পাঁচ দিক হইতে আনিয়া যেন বলিলেন, “দেখ তোমরা যদি একা একা থাক, এই শিশু গুলি রক্ষা করতে পারিবে না। যাও দশঘর একত্র হইয়া ই স্থানে এস।” অমনি একটি পাড়া হইল। আরও দশঘর যুটিল একটি গ্রাম হইল। গ্রামের পর জনপদ, জনপদের পর সহর ; ক্রমে বাণিজ্য ব্যবসায়, সাহিত্য বিজ্ঞান প্রভৃতি, ঐশ্বর মানব সমাজেরই হিতার্থে মানবের দ্বারা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। আমাদের মধ্যে এক বিবাদ, এত যুদ্ধ বিগ্রহ, এত হিংসা বিদ্বেষ, ঘৃণা প্রভৃতি এ সকল সত্ত্বেও যে আমরা একত্র রহিয়াছি সমাজবদ্ধ আছি ইহাও কি কম আশ্চর্য্যের বিষয়। এখানেও আমরা ঐশ্বর-দত্ত প্রবৃত্তি সকলের কার্য্য দেখিতেছি। ঐশ্বরের যে শক্তির বশবর্তী হইয়া আমরা সমাজবদ্ধ হইয়াছি সেই শক্তিরই গুণে সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করিতেছি। যদি পরমেশ্বরকে আমরা বিশ্বাস্ত হই, যদি সেই সকল সাধু প্রবৃত্তির ভাব অদা শিথিল হয়, যদি পত্নর ইচ্ছা আমাদের দ্বারা বাধা প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে জনসমাজের উচ্ছেদ দশার আরম্ভ হয় তিনি আমাদের লোকস্থিতির মূল কারণ ;—তিনিই সেতুস্বরূপ।

কলিকাতা উপাসকমণ্ডলীর সমীপে পণ্ডিত

শিবনাথ শাস্ত্রী কর্তৃক বিবৃত

উপদেশের সারাংশ ।

এক থামি বাপ্পীর যান, নিজ স্থানে অপেক্ষা করিতেছে, স্তরায় তাহা কোন দূরদেশে যাত্রা করিবে। বহু সংখ্যক লোক সেই যানের সম্মুখস্থ প্রান্তরে উপস্থিত হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে তিন শ্রেণীর লোক আছে। কতকগুলি লোকের যাইবার অভিপ্রায় নাই, তাহারা দেখিবার জন্য আসিয়াছে। লোকের ডাকাডাকি ছুটাছুটি প্রভৃতি দেখিয়া আনন্দ লাভ করিবে বলিয়া সেখানে উপস্থিত হইয়াছে। আর এক শ্রেণীর লোক সেখানে আছে, যাহাদের সে দিন যাইবার বিশেষ কোন প্রয়োজন নাই, গেলেও হয়, না গেলেও হয় ; সুতরাং যাইবার জন্য তাহাদের বিশেষ ব্যগ্রতা নাই। তৃতীয় আর এক শ্রেণীর লোক সেই প্রান্তরে উপস্থিত আছে, যাহারা জানে যে

সেই গাড়ি ভিন্ন আর গাড়ি নাই এবং সেই গাড়িতে তাহাদের পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক।

জনতা যত বৃদ্ধি হইতে লাগিল; লোকের সংঘর্ষণে হস্ত পদে যত বাধা লাগিতে আরম্ভ হইল, প্রথম শ্রেণীর লোক বলিল 'দূরকর আমরা ত আর যাইবার জন্য আসি নাই, আমরা কেন এই ভিড়ের মধ্যে পিষ্ট হইয়া মরি; চল সরিয়া দাঁড়াই।' এই বলিয়া তাহারা দূরে গিয়া কোতুক দেখিতে লাগিল। বিতীষ শ্রেণীর লোক আরও কিছু অধিকক্ষণ অপেক্ষা করিল, কিন্তু অবশেষে তাহাদেরও আর সহিষ্ণুতা থাকিল না। বলিতে লাগিল 'এস হে এস আমাদের এ গাড়িতে না গেলেনই নয়, এমন ত নয়। না হয় আর এক দিন যাইব। এ জনতার ক্রেশ কেন বুঝা সহ্য করি।' এই বলিয়া তাহারাও পশ্চাতে সরিয়া পড়িল। পরিশেষে তাহারা কেবল অবশিষ্ট রহিল তাহাদের সে দিন ও সেই গাড়িতে যাত্রা ভিন্ন আর গত্যন্তর ছিল না। তাহারা জনতার ক্রেশ ও অপর সকল প্রকার অসুবিধা ভোগ করিয়াও গাড়িতে গিয়া উঠিল। গাড়িতে যখন উঠিল তখনই কি তাহাদের ক্রেশের অবসান হইল? সেখানেও বিবাদ বিসম্বাদ। পাঁচ জনের স্থানে দশ জন উপস্থিত! মহা কোলাহল। কেহ কাহাকে স্থান দিতে চায়না, কেহ বসিতে গেলে অপরের গাত্রে উপরে পড়ে; কাহারও দ্রব্যে কেহ স্পর্ষাত প্রাপ্ত হইতেছে। প্রথম প্রথম তাহাদের ঘোরতর শত্রুতা চলিল; অবশেষে সকলে এই বলিয়া মীমাংসা করিল, ভাই! যখন এই গাড়ী ভিন্ন গাড়ী নাই এবং যখন সকলকেই যাইতে হইবে তখন বিবাদ কলহে আর ফল কি? ক্রমে তাহাদের বিবাদ বন্ধুত্বতে পরিণত হইল; ক্রমে পরস্পর আলাপ ও কুশল বার্তাদি আরম্ভ হইল এবং তাহারা সন্তবে কথা বার্তা কহিতে কহিতে অগ্রসর হইল।

আমাদের এই ব্রাহ্মদম্মকে যদি বাস্পীয় যান মনে করা যায়, এবং আমাদের তাহার যাত্রী মনে করা যায়, তাহা হইলে কি পূর্বোক্ত দৃষ্টান্তটির সহিত আমাদের চমৎকার সোসাদৃশ্য দৃষ্ট হয় না? আমরা সেই দূরদেশ মোক্ষধামে যাইবার জন্য ব্রাহ্মদম্মের প্রাক্গণে উপস্থিত হইয়াছি। আমাদের মধ্যে কি একরূপ অনেক লোক নাই, যাহারা কেবল দেখিবার জন্য আসিয়াছেন, অঙ্গের মোক্ষধামে যাইবে তাহারা দেখিবেন এই জন্য আসিয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজে লোকে দেশ সংস্কার ও সমাজ সংস্কারের পোলযোগ তুলিয়াছে, দশজনে ডাকাডাকি, ছুটাছুটি করিতেছে, তাহারা তাহা দেখিয়া আনন্দ অহুভব করিবার জন্য আসিয়াছেন। এতদ্বিধ আর এক শ্রেণীর লোক আমাদের মধ্যে আছেন, যাহাদের পক্ষে এই গাড়ীতে আরোহণ করা নিতান্ত প্রয়োজনীয় নয়; অর্থাৎ হইলেও চলে, না হইলেও চলে। ঈশ্বরের চরণাশ্রিত না হইলে যে কোন স্থানে কোন বাস্যাত ঘটে তাহাদের একরূপ বোধ নাই; সুতরাং এই গাড়ীতে আরোহণের জন্য তাহাদের বাগ্রতা নাই। হুভাগ্য ক্রমে লোকের সংখ্যা আমাদের মধ্যে অতি অল্প, যাহারা জানিয়াছেন যে ঈশ্বরের চরণাশ্রয় ভিন্ন গতি নাই, যাহারা জানেন এই একমাত্র পথ, এবং ইহার আশ্রয় ভিন্ন তাহাদের

চলিবে না। এই তিন শ্রেণীর লোকের বিভিন্ন প্রকৃতি অনুসারে ফলের ও বিভিন্নতা দৃষ্টিগোচর করা যায়। যখন পরীক্ষার অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইবে, যখন জনতার ক্রেশ ঘটিতে থাকিবে, যখন আমাদের মধ্যে বিবাদ বিসম্বাদ বাধিবে, (আর বিবাদ বিসম্বাদ যে বাধিবে একরূপ আশাও করা উচিত কারণ আমরা মানব বই আর কিছু নই) যখন যন্ত্রণার অনলে আমরা নিক্ষিপ্ত হইব, যখন ধর্ম সংগ্রাম উপস্থিত হইবে, তখন প্রথম শ্রেণীর লোক ক্ষমাগ্ৰে পৃষ্ঠভঙ্গ দিবেন। তাহারা বলিবেন 'দূরকর আমরা ত আর যাব না কেন বুঝা ক্রেশ পাঠিয়া মরি।' যাহারা মুক্তির ইচ্ছার জন্য নহে, কিন্তু সমাজ সংস্কারাদির জন্য আকৃষ্ট হইয়াছেন, তাহারাও টিকিবেন না। তাহারাও বলিবেন, ধর্ম এমন কি বস্তু যাহার জন্য এই ক্রেশ সহ্য করিতে হয়। এগাড়ীতে না হয় অন্য গাড়ীতে যাইতে পারি। কিম্বা না যাইতেও পারি। এই বলিয়া তাহারাও সরিয়া দাঁড়াইবেন। কেবল সারিতে পারিবেন না তাহারা, যাহারা একেবারে প্রাণ মন সমর্পণ করিয়া ঈশ্বরের চরণে পড়িয়াছেন। যাহারা জানেন ব্রাহ্মদম্ম ভিন্ন আমাদের আত্মার পারিত্রাণ নাই, যাহারা জানেন যে পরমেশ্বরের আশ্রয় ভিন্ন তাহাদের চলিবে না। এই ভাবে যাহারা ধর্মকে গ্রহণ করিয়াছেন তাহারা ইহা পথে চিরদিন থাকিবেন।

ব্রাহ্মদম্মাদিগকে অতুরোধ করিতেছি তাহারা চিন্তা করুন কে কিভাবে যোগ দিয়াছেন। যে ব্যক্তি পবিত্রস্বরূপ ঈশ্বরের আশ্রয়কে প্রাণের পিঠাভা ভাবে না, তাহার প্রতি বিশ্বাস নাই। কেনই বা সে, ধর্ম সাধনের জন্য ব্যস্ত হইবে? সাধনের আবশ্যকতা, কাহার জন্য, যে ধর্মকে চায়। যাহার প্রাণ ধর্ম চায় না, সে চিরদিন ধর্ম সাধনের কথা কহে শুনিবে; কিন্তু কখনও সে বিষয়ে তাহার মতি জন্মিবে না। একরূপ লোক লইয়া ধর্ম সমাজের কোন লাভ নাই। একরূপ ব্যক্তির সংসঙ্গে ভক্তি মারা পড়ে। যেকোন মরুর নার্বে রক্ত থাকিলে সে রক্ত মতেজ্ব হইতে পারে না, সেইরূপ যে সমাজে একরূপ অনাত্মাত্ম লোকের সংখ্যা অধিক, সেখানে যে ভক্তি লইয়া আসে তাহারও ভক্তি ম্লান হইয়া যায়। হুহ শত কি পাঁচ শত লোক চাই না, পাঁচজন নিষ্ঠাবান ও প্রকৃত ক্ষুদ্রাত্ম লোক আনিয়া দেও তাহাদের মুখ দেখিলে ধর্ম বাড়িবে, এবং ভক্তি প্রাণ বদ্ধিত হইবে।

(Continued from p. 150)
প্রার্থনা স্তবক (৬৩)

সত্যপ্রিয়তার জন্য প্রার্থনা।

পরম সত্য পরমেশ্বর! বহুদিন সত্যের অবমাননা করিয়া আমার সত্যপ্রিয়তা, যে নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে; আমার বিবেক যে হুঁসল ও ম্লান ভাব ধারণ করিয়াছে। আমি অনেক দিন সত্য বুঝিয়াছি অথচ অহুসরণ করি নাই। তাহার শাস্তি তুমি এই দিয়াছ যে আমার সত্য বুঝিবার এবং সত্য গ্রহণ করিবার শক্তি ও হ্রাস হইয়াছে। প্রভো! তোমার আদেশে এবং তোমার উপর নির্ভর

করিয়া, সত্যের অনুসরণ করার ন্যায় হুথ আশ্বার পক্ষে আর কি আছে; আমরা যখন তোমার পথে ও তোমার আলোকের মধ্যে থাকি, তখনই বাস্তবিক জীবিত থাকি এবং তোমার আলোক যখন পরিত্যাগ করি, তখন আপনায় মৃত্যু আপনি ডাকিয়া আনি। অগদীশ্বর! সত্য-প্রিয় এবং সত্য-পরায়ণ হইতে গেলে অনেক সাহসের প্রয়োজন। আমার যে সাহস নাই। তোমার প্রতি বিশেষ ঐতিহ্য ও নির্ভর্যের প্রয়োজন তাহা যে আমার নাই, তবে আমি কিরূপে সত্য পথে থাকি। দেখ ঈশ্বর আমি কত সময় কত সত্য ভুলি, ভুলিয়া তাহা জানিবার জন্য ব্যগ্রতা উপস্থিত হয় না; আবার কত সময় কত সত্য অসম্পূর্ণ ভাবে জানিয়া সন্তুষ্ট হই। সম্পূর্ণরূপে জানিবার জন্য ব্যগ্রতা হয় না। আবার অনেক সময় যাহা সম্পূর্ণরূপে জানি তাহাও কাব্যে পরিণত করিতে সাহস হয় না। পবিত্রতার আধার, যে সত্যকে তোমার দত্ত ধন বলিয়া আদর করে না, তোমার প্রতিও তাহার আদর নাই। আমাদের ক্রমে সেই অবস্থার দিকে লইয়া চল, যখন সত্যই আমার আশ্বার বসন হইবে, যখন তোমার হৃদয়ই আমার উপভোগের বস্তু হইবে এবং যখন তোমার পথে থাকিতে আমি ভীত বা ক্লান্ত হইব না। মুক্ত লাভ তোমার রাজ্যের নিয়ম এই, যে যত তোমার প্রেমে ডুবিয়া যায় সে তত আনন্দ ও বল লাভ করিয়া থাকে। আমার অভক্তি ও হিংস্রাসক্ত হৃদয় যে এখন ও সেই প্রেমের গভীরতার উপযুক্ত হয় নাই; তোমার প্রেমের নিমগ্ন হওয়া দূরে থাকুক, তোমার পথে চলিবার বাসনা ও সকল সময়ে বলবত্তা থাকে না। তোমার কৃপার সাহায্য ব্যতীত এই অবস্থাস্থির হস্ত হইতে মুক্ত হইবার আশা দেখি না। পিতা: আমাকে আর পর করিয়া রাখিও না, আমাকে আধিকার কর, পরাভয় কর, এবং তোমার আলোকে বিচরণ কারবার শক্তি দেও।

সরলতার জন্য প্রার্থনা।

সর্বসার্থ পরমেশ্বর! হৃদয় শিশু যেমন নিজেরই অজ্ঞাত সৌন্দর্য্যে লোকের মন মুগ্ধ করে, সেইরূপ প্রকৃত সাধু যিনি তিনি যে নিজের অজ্ঞাত আকর্ষণে লোককে আকৃষ্ট করেন। পিতা তুমি ধর্ম্মকে এমন হৃদয় স্বর্গীয় শোভা দিয়াছ, যে তাহা হৃদয় মনকে ধরন করবেই করবে। আবার অপর দিকে তুমি যে প্রবঞ্চনার পথ রাখ নাই? প্রভো! পাপী যে কখনই পুণ্যের শোভা প্রদর্শন করিতে পারে না। অসাধু যে সে যে কোশল দ্বারা মানব হৃদয়কে বশীভূত করিতে পারে না, তবে কেন আমি লোক প্রশংসার্থ ধর্ম্মের পরিচ্ছদ পরি, কেনবা সমুচিত নিন্দা শ্রবণে এত অধীর হই। অনেক দোষ প্রদর্শনের, পূর্বে আপনায় দোষ আপনি দেবা ও স্বীকার করাইত কল্পে। কেন সে সরলতা আমার সকল সময়ে থাকে না? আমি কেন সকল সময় সম্পূর্ণরূপে সাধুতার উপর নির্ভর করিতে পারি না? পিতা আমাকে তোমার বালকের ন্যায় কর। আমার মধ্যে যদি কিছু হৃদয় বস্তু তুমি দিয়া থাক, তাহার আদর তাহারই গুণে হইবে। আর

কর্ম্মগা তাহা কিছু আছে, তাহার নিন্দা শুনিতে সক্ষম যেন প্রস্তুত থাকি। আমি এক হইয়া আর এক প্রকার বলিব না; চাতুরী দ্বারা সম্মেলনের চেষ্টা করিব না; অপরাধ করিয়া স্বীকার করিব না; পরাস্ত হইলে পরাজয় গোপন করিব না; নিজের দুর্ব্বলতা বুঝিয়া ও বিচার বা বিবাদ করিব না; কর্তব্যকে লোকের অপরিজ্ঞানে লজ্জন করিব না। আমার হৃদয় ঘরের দ্বার উন্মুক্ত থাকিবে, যাহা দেখিলে আমি লজ্জিত হই বা অপরে লজ্জিত হয়, এমন কিছু সে ঘরের অন্তরালে লুক্কায়িত রাখিব না। এই উচ্চ প্রার্থনা তুমি পূর্ণ কর।

(Continued from 163)
গৃহধর্ম্ম। (৭)

মায়াবাদী বৈদান্তিকের নিকট এ সংসার ইন্দ্রজালের খেলা মাত্র। “কি তব কাঙ্ক্ষা কন্তে পুত্র সংসারের মর্ত্য বিচিত্র:।” তোমার জীবা কে তোমার পুত্র বা কে, এ সংসার অতি বিচিত্র।” কর্ম্মবাদী আন্তিকের নিকট এ সংসার কর্ম্মভোগের স্থান মাত্র। মানব জন্ম এক ঘোর বিড়ম্বনা, ইহার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়ার নাম মুক্তি। অনন্ত নরকবাদী খৃষ্টীয়ের নিকট এ সংসার কুপিত ঈশ্বর কর্তৃক নির্দিষ্ট পরীক্ষার স্থান মাত্র। ঈশ্বর দেখিতেছেন মানব তুমি তার প্রদর্শিত পথে চল কি না? যদি না চল পরিণামে, অনন্ত নরক যন্ত্রণা। কিন্তু রূপাবাদী ঈশ্বরপ্রেমিকের নিকট এ সংসার মানবজীবনের বালাবস্তা ও শিক্ষার স্থান।

এতদ্দেশে ধর্ম্ম ও সংসার এই উভয়ের মধ্যে এত বিরোধ দাঁড়াইয়াছে, যে সর্বপ্রকার বিষয় কাব্য বর্জন না করিয়া যে ধর্ম্মলাভ করা যায় ইহা আমাদের বিশ্বাসই হয় না। এদেশে ধার্ম্মিক মাএরই সম্মান্যের দিকে অগ্নি বা অধিক পরিমাণে মানসিক গতি দৃষ্ট হয়।

কিন্তু প্রকৃত কথা কি? জীবা পুত্র পরিজন বেষ্টিত পরিবারের কথা দূরে থাকুক, বিষয় বাণিজ্যের কোলাহল, শিল্প সাহিত্যের উন্নতি, আমোদ প্রমোদের উচ্ছ্বাস প্রভৃতির মধ্যে কি ঈশ্বরের কাব্য কিছু নাই? ঈশ্বরকে যে বিশ্বের শিশু মাতা বলি, তবে তাহা সোন্ অথেন? কই তিনি ত মুক্তি গ্রহণ করিয়া আমাদের পারিচর্য্যায় নিযুক্ত হন না। অল্পের গ্রাসে আমার ক্ষুধা নিবারণ কবিতোছে, তাহাত কবক বপন করিয়াছে, অমিক বহিয়াছে, বণিক আনিয়াছে, পাচক রাঁধিয়াছে; ঈশ্বর ইহার মধ্যে কোথায়? হে মানব বিশ্বাসী হইয়া দর্শন কর ঈশ্বরেরই হস্ত তাহারই পশ্চাতে কার্য্য করিতেছে। শিশুর জন্য জননীর স্তনে দুগ্ধ, ও হৃদয়ে স্নেহ দেখিয়া মুগ্ধ হও, কিন্তু এই সকল বিষয় বাণিজ্যের মধ্যেও মুগ্ধ হইবার কি কিছু নাই? মাতৃ স্নেহে স্নেহ না দিলে সন্তানের রক্ষা হইত না ইহা যেমন বলিতে পার, মানবহৃদয়ে লাভের আশা ও সমদুঃখমুখতা না থাকিলেও আমি অন্ন-বস্ত্র পাইতাম না, একথা কি বলিতে পার না? মাতৃস্নেহে যদি ঈশ্বরকে প্রতিবিম্বিত দেখ তাহা হইলে বনিকের স্বার্থ-পরতাতেও কি ঈশ্বর প্রতিবিম্বিত নন?

বিধাতার কি বিচিত্র শৃঙ্খলা একবার বিশেষরূপে অধ্য-
ভব করিয়া দেখ। তিনি মাতার ভিতর দিয়া হৃদয় দিতেছেন,
বণিকের ভিতর দিয়া অর্থবস্তু দিতেছেন, শিক্ষকের ভিতর দিয়া
জ্ঞান দিতেছেন, সাধু'র ভিতর দিয়া ধর্ম্মার বোগাটকোড়ন,
এবং জনসমাজের বিবেকের ভিতর দিয়া সাধুতার পুরস্কার ও
অসাধুতার তিরস্কার করিতেছেন।

জনসমাজকে যদি এই ধর্ম্মের চক্ষে দেখা গেল তাহা
হইলে পরিবার স্বামীদের চক্ষে কত সুন্দর হইয়া পড়িল।
পরিবার সমাজের ভিত্তি। নাস্তিকতা যত প্রকার অনিষ্ট
ফল উৎপাদন করে তাহার মধ্যে একটি প্রধান এই যে ইহা
পারিবারিক বন্ধনকে শিথিল করিবার প্রয়াস পায়। এত
বন্ধনের মধ্যে বিধাতার যে গুঢ় অভিপ্রায় নিহিত আছে,
তাহা তাহার দর্শন করে না। ধর্ম্মবিহীন চক্ষে দেখ পরিবার
বন্ধনের বজ্র ও নীচতাব আলয়, ধর্ম্মের চক্ষে দেখ পরিবার
আশ্রয় স্বর্গে উঠিবার সিঁড়ি। স্বর্গে উঠিবার সিঁড়ি বটে কি ?

প্রাকঃকালে বৃক্ষের পাত্রে যে এক বিন্দু শিশির পড়িয়া
থাকে লক্ষ্য করিয়া দেখ সেই নিম্নলিখিত জলফটিকের মধ্যে
অনন্ত আকাশের নীলিমার বিচিত্র আভা ও প্রাকঃস্থগোর
বিমল স্মরণের জ্যোতি একত্র মিলিয়া কেমন অপূর্বভাব
ধারণ করিয়াছে! তেমনি হে মানব, তুমি যখন প্রীতি, সন্তাব
ও আনন্দে পূর্ণ হইয়া নিজ প্রণয়িনীর পার্শ্বস্থ হও, যখন তুমি
বাৎসল্যে পূর্ণ হইয়া ঘন ঘন ক্রোড় স্থিত শিশুর মুখ চুশন
কর; যখন গৃহাগত বন্ধুর কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া আতিথা ও
সৌজন্য প্রকাশ কর, তখন শিশির বিন্দু সমান তোমার হৃদয়
স্থিত সেই সকল সন্তাব বিন্দুর মধ্যে দার্শনিক জন অনন্ত জীব-
নের ঘন নীলিমার আভা ও পবিত্র স্বরূপের পবিত্রতার
জ্যোতি একত্র মিশ্রিত দেখিতে পান। তুমি দেখনা, শিশির
বিন্দুও দেখে না।

লাভের আশা আছে বলিয়াই বণিক শীত গ্রীষ্ম, অনাহার
প্রভৃতি সহিতে পারে; সেইরূপ প্রণয়, বাৎসল্য, বন্ধুত্ব প্রভৃতির
সুখ পাতি বলিয়াই আমরা জন সমাজের বিবাদ, বিরোধ, ঘানি,
শত্রুতা, প্রভৃতি সহ্য করিতে পারি। পূর্বোক্ত সন্তাব গুলিই
জন সমাজের মধু। এ গুলি হরণ কর, সমাজ মধু বিহীন
পাত্রের ন্যায়। ধর্ম্মের বন্ধু, মানবের প্রকৃত হিতৈষী ও অগ-
তের সুখেচ্ছু যিনি যেখানে আছেন সকলেরই এই সকল
পারিবারিক সন্তাবের রক্ষা ও বৃদ্ধির জন্য কায়মনে সচেষ্ট
হওয়া কর্তব্য।

বর্তমান সময়ে কৃষিকা নিবন্ধন অনেক স্থলে এই গুলির
ব্যাঘাত দৃষ্ট হইতেছে। এক সম্প্রদায় নাস্তিক মনে করেন
নিম্নস্ব সম্পত্তি ও পরিবার এ দুটী প্রাচীনকালের কুসংস্কার।
অনেক লোক কেবল বুদ্ধি ও মস্তিষ্কের চালনা করিয়া জন্ম
বিহীন হইয়া শিক্ষিত হয় এবং পরিবার মধ্যে স্বার্থপরতা ও
নৃশংসতার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করে।

অনেকের আগর একরূপ সংস্কার আছে যে পরিবার ভয়া-
নক ভার স্বরূপ; এবং তদ্বারা স্বাধীনতার ও হানি হয়;
অতএব এ বন্ধনের মধ্যে হঠাৎ না যাওয়া ভাল। স্থল বিশেষে

নিয়মের ব্যতিক্রম থাকিতে পারে কিন্তু সমাজের পক্ষে নিয়ম
এই এবং সত্য কথা ও এই যে পরিবার বন্ধনে বদ্ধ হইলে
যে লাভ হয় তাহাতে সকল ক্ষতি পূরণ হইয়া থাকে। হে
মানব! আর কিছু না হউক অমাত্রে পত্নীর প্রীতি-পূর্ণ মুখ
দর্শনের এবং শিশুদিগের অপরিষ্কৃত ভাষা শ্রবণের সুখ
শ্রবণ কর। বল দেখি, মানবের সুখের সমষ্টি যাহাকে বুদ্ধি
করে তাহা কি পরম লাভ নয় ?

পারিবারিক সুখের চাবিটী পরম শক্ত আছে। (১ম)
স্বার্থপরতা, (২য়) নৃশংসতা (৩য়) ক্রোধাশীলতা (৪র্থ) বিশ্বাস-
ঘাতকতা। যিনি নিজের সুখই অধিক দেখেন, পরকে
সুখী করিয়া সুখী হইতে চানেন না, বিন্দুমাত্র নিজের সুখ
বা সুবিচার ব্যাঘাত হইলে বিরক্ত হন, অপরের ঘোর অস্ত-
বিদ্যা হইয়াও নিজের সুবিদ্যা হউক। এত ইচ্ছা করিতে যিনি
কৃষ্টি হইয়াছেন, তিনি যে পরিধাবে থাকেন তাহার অসুখ
বৃদ্ধির কাবণ হন স্বার্থপরতার ন্যায় নৃশংসতা একটি
পরম শত্রু। পরিবারত্ব কেহ ক্রোশে আছে, তাহা প্রাণে
বাগিতেছে না; নিজের সুখের বতকণ ব্যাঘাত নাট ততক্ষণ
অন্যের রোগ শোকের দিকে দৃষ্টি নাট। একপ লোককে
লইয়া পরিবারে সুখ হয় না। তৃতীয় ক্রোধাশীলতা, অর্থাৎ
যে ব্যক্তি বিবর্ত্ত হয়, সর্বদাষ্ট বর্জ্জন গর্জ্জন করে, উপদ্রব
করে সেকরূপ ব্যক্তি পরিবারের কটক স্বরূপ। কিন্তু সর্বদা-
পেক্ষা পারিবারিক সুখের শত্রু বিশ্বাসঘাতকতা। হে মানব,
সামান্য এমন কর্ম্ম কখনও করিও না। বিশ্বাস ভিন্ন ডাকাত-
দিগের ডাকাতি চলে না, তোমার পরিবার কিরূপে চলিবে ?
পরিজনদিগকে প্রতারণা পূর্বক নিজের কোন স্বার্থ সাধন
করা, পত্নীকে প্রতারণা পূর্বক বাভিচ্ছন্ন প্রবৃত্ত হওয়া,
এমন বিষ নিজ গৃহে প্রবিষ্ট করিও না।

একটা পরিবার দেখিলাম তাহার গৃহস্বামী বড় মিষ্ট
লোক। তাহার হৃদয়টী ভালবাসাতে পরিপূর্ণ; নিজের
স্বীপুত্রের কথা দূরে থাকুক পরের সন্তান যদি ঘরে থাকে
নিজ সন্তানের ন্যায় অকৃত্রিম ভালবাসার অংশী হয়। তাহার
মুখটী সর্বদা প্রণয় ও আনন্দের শোভাতে প্রফুল্ল। পত্নীর
প্রতি কত অহরহ, সন্তানদিগের প্রতি কেমন বাৎসল্য।
দাস দাসীর প্রতি কেমন মিষ্ট ব্যবহার। ইহার সচিবুতার
যেন সীমা পরিমীমা নাট, নিত্য উভাক্ত হইলেও সুখের
প্রসঙ্গতা নষ্ট হয় না। এই গৃহস্থের গৃহিণীও তদনুরূপ।
তাঁহার শরীরের কান্তি যেমন রমণীয়, অন্তরের প্রকৃতিও
তেমনি সুন্দর। ইনি সুস্থ, মরল ও সর্বদা স্নেহিত, গৃহকার্য্যে
সুদক্ষ ও পতি পুত্রের সেবাকে পরম সুখের কারণ জ্ঞান
করিয়া থাকেন। পতির সহিত গাঢ় প্রণয়ের যোগ। পর-
স্পর পরস্পরকে পাঠিয়া মৌতাপাবান মনে করিতেছেন।
তাঁহাদের উভয়ের জন্ম এক হইয়া শিশুদিগের রক্ষা ও পরি-
চর্যাতে নিযুক্ত আছে। তাঁহাদের উভয়ের যৌ প্রণয় তাহারই
উপরে ঐশ্বরের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত। নিত্য তাঁহাদের গৃহে
ঐশ্বরের পূজা হইয়া থাকে। ঐশ্বরের পূজার আনন্দ আবার
তাঁহাদের পারিবারিক সুখকে দশগুণ বর্দ্ধিত করিতেছে।

(অমুবাদিত)

তিনটী ।

তিনটীর প্রতি অমুবাগ হয়,—সাহস, বিনয় ও প্রীতি ।
 তিনটীর প্রতি অন্ধা হয়—বীশক্তি, চরিত্রের মহত্ত্ব ও সৌজন্য ।
 তিনটীর প্রতি ঘৃণা জন্মে—নৃণংসতা, দম্ব ও অকৃতজ্ঞতা ।
 তিনটী দেখিলে সুখ হয়—সৌন্দর্য, সরলতা ও স্বাধীনতা ।
 তিনটী পাঠিতে চেষ্টা করে—স্বাস্থ্য, বন্ধু ও সম্ভাষণ ।
 তিনটী পরিহার করিতে হয়—আলস্য, বহুভাষিতা ও নীচরহস্য ।
 তিনটীর চর্চা করা কর্তব্য—সংগঠ, সংবদ্ধ ও সংরক্ষিততা ।
 তিনটীর প্রকাশ করা কৰ্ত্তব্য—স্বয়ং ; স্বদেশ ও দায় বন্ধু ।
 তিনটীর শাসন করিতে হয়—প্ররতি, রসনা ও চরিত্র ।
 তিনটীর চিন্তা কবিত্তে হয়—জীবন, মৃত্যু ও পরকাল ।

ব্রাহ্মসমাজ ।

পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন এক বৎসর কাল বিদেশে প্রচার কাণ্ডে যাপন করিয়া অস্ত্র শরীরে কলিকাতা প্রত্যাগমন করেন । এখানে আমার পর তাঁহার শরীর অনেক সুস্থ হইয়াছেন ।

আমাদিগে ১৫ই পৌষ বোয়ালিয়া ব্রাহ্ম সমাজের সাধুসংসর্গ উৎসব হইবে । উৎসব সম্পাদনের জন্য পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন নিমন্ত্রিত হইয়াছেন । তিনি শীঘ্রই বোয়ালিয়া গমন করিবেন ।

হিন্দু ধর্মের দুর্গ স্বরূপ বারানসী নগরে একটি “ব্রহ্মপীঠ” স্থাপিত হইতেছে । সেখানে সকলেই ব্রহ্মোপাসনা করিতে পারিবেন । একজন আত্মবান হিন্দু বুদ্ধ বয়সে একেখরের পূজার জন্য এই “পীঠ” স্থাপন করিতেছেন ।

পৃথিবীর সর্বত্রই ব্রাহ্ম ধর্মের বিস্তার দেখিয়া আর আমরা আশাহীন হইতে পারি না । একেখর বাদে পৃথিবী পৃথিবীর সমুদয় প্রাচীন ধর্ম ক্রমে ক্রমে ভগ্নমূল হইতেছে । ইংলণ্ডে এতদিন ভয়সা সাহেব একটি উপাসনা মন্দিরে সম্রাটের উপাসনা পূর্বক উপদেশ দিয়া আসিতেছিলেন । সামাজিক কুব্যবহিতার উচ্ছেদ করিয়া বিশ্বাসাধুসারে সকল কার্য সম্পাদনের ভাব ইংলণ্ডে এ পর্যন্ত বিকাশ হইয়াছিল না । সম্প্রতি ভয়সী সাহেব পৃথিবীর সমুদয় একেখরবাদীদিগকে এক সমাজে বদ্ধ করিবার জন্য কৃত সঙ্কল্প হইয়াছেন । পৃথিবীর সমুদয় একেখরবাদীগণ যাহাতে সম্মিলিতবলে অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য চেষ্টা করিতে পারেন, তাহার জন্য বিবিধ উপায় অবলম্বন করা হইবে । ঈশ্বর ভয়সী সাহেবের সাধু চেষ্টা সফল করুন ।

সকলেই শুনিয়া আশ্চর্য হইবেন আমাদের প্রদেয় বন্ধু বাবু শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ পুস্তকালয়ে ১০০০ হাজার টাকা চাঁদা স্বাক্ষর করিয়াছেন । এই টাকা প্রতি বৎসরে ১০০ শত করিয়া দশ বৎসরে পরিশোধ করিবেন । প্রথম বৎসরের একশত টাকা তিনি কয়েক দিন

হটল প্রেরণ করিয়াছেন । তাঁহার প্রদত্ত টাকা হইতে মহৎ লোকের জীবন চরিত্র এবং সংকাব্যাত্মক সন্থকীর গ্রন্থাদি প্রস্তুত করা হইবে । এই অস্যাচিত বৃহৎ দানের জন্য আমাদের জন্ম শশীপদ বাবু প্রতি আপনা হইতে কৃতজ্ঞ হইতেছে । আমরা আশা করি ব্রাহ্মগণ এই সাধু দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিবেন ।

আমাদিগের আশা বিফল হয় নাই । শুভকর্মে শশীপদ বাবু হৃদ্যন্ত প্রদর্শন করিয়াছেন । পুস্তকালয়ের উন্নতির জন্য সভাগণ দ্রুত কক্ষ করিয়াছেন । বাবু হেডঘল মৈত্র পুস্তকালয়ে ১০০ শত টাকা দান করিতে অঙ্গীকার করিয়াছেন । এই টাকা ১০ বৎসরে পরিশোধ হইবে । বাবু আদিত্যকুমার চট্টোপাধ্যায়ও ১০০ শত টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন । এই টাকা তিনি আট বৎসরে প্রদান করিবেন । অল্প দিনের মধ্যেই পুস্তকালয়ে মাসিক চাঁদা প্রদাতাদিগের সংখ্যাও অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে । অল্প দিন হইল একশত টাকার অনেকগুলি সন্মত প্রদত্ত করা হইয়াছে । হৃদ্যন্ত পুস্তক প্রেরণের জন্য বিলাতে টাকা প্রেরণ করা হইয়াছে । কোন অলক্ষ্য হুত্রে ঈশ্বর সাধু কাব্য সম্পাদনের সাহায্য করেন, মাহুন্তাহার কি বুঝিবে ? এই সব দেখিয়া শুনিয়া অবিস্মারী হৃদয় বিদ্যাসী না হইয়া থাকিতে পারে না । ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর করিলে ভগতে অসাধ্য কি ?

বাবু শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় আরো একটি সাধু দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন । ব্রাহ্ম মহিলাদিগের মধ্যে যিনি “আদর্শ-গৃহিনী” সম্বন্ধে উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লিখিতে পারিবেন, তাঁহাকে বিশ টাকা মূল্যের পুস্তক পারিতোষিক প্রদান করিবেন । প্রবন্ধ বর্তমান ডিসেম্বর মাসের মধ্যে বঙ্গমহিলা সমাজের সম্পাদক কুমারী রাধারাণী লাহিড়ীর নিকট প্রেরণ করিতে হইবে ।

মণিপুরে উইলিয়ামস্ ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে লণ্ডন নগরে একটা গভীর গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন । বিলাতের সুপ্রসিদ্ধ টাইমস পত্রিকা তাঁহার বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন । কোন কোন ব্রাহ্ম ঈশ্বর-ভক্তি, যে মনোবৃত্তি প্রদান করিয়া থাকেন এবং কোন কোন বিখ্যাত ব্রাহ্মসমাজের আদর্শগৃহিনী সম্বন্ধে পরিচয় করিয়া কুসংস্কারের দূরীকরণ করিতে হইতেছেন এবং কেহ কেহ যে আপনাদিগের মন কাব্য ঈশ্বরের নামে চালাইতে চেষ্টা করিতেছেন ও আপনাদিগকে অত্রাণ্ড বলিয়া প্রচার করিতেছেন, এই সকল বিষয়ের জন্য তিনি অত্যন্ত হৃদয় প্রকাশ করিয়াছেন । সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কাণ্ড প্রণালী দেখিয়া তিনি আশ্চর্য হইয়াছেন এবং এই সমাজ হইতে তিনি ভবিষ্যৎ মঙ্গল আশা করেন ।

ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে এততর্ক বিতর্ক হইয়া গেল ; কিন্তু ব্রাহ্ম সমাজের প্রাচীন বন্ধু মিশ কব এতদিন নিষ্কাক ছিলেন । চারিদিক দেখিয়া ও সমালোচনা করিয়া তিনি ইতিমধ্যে তাঁহার মত প্রকাশ করিয়াছেন । যাহারা স্বীয় ধর্মমতকে স্বার্থের নিকট বলিদান করিয়াছেন তিনি ব্রাহ্ম ধর্মের উন্নতি আর তাঁহাদিগহইতে আশা করেন না । সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ

ভাঁহার একমাত্র আশার স্থল হইয়াছে । ঐশ্বর আমাদিগকে বন্ধুদিগের আশা স্থল হইবার উপযুক্ত করুন ।

মহর্ষি দেবেজনাথ ঠাকুর মহাশয় কিশোরগঞ্জ ব্রাহ্ম-সমাজের মন্দিরের ঋণ পরিশোধের জন্য ১০০ শত টাকা প্রদান করিয়াছেন । স্থানে স্থানে ব্রাহ্মমন্দিরের জন্য তিনি মুক্ত হস্তে দান করিতে আরম্ভ করিয়াছেন ।

প্রেসিত ।

মান্যবর শ্রীযুক্ত তত্ত্বকৌমুদী সম্পাদক মহাশয়
সমীপেষু ।

মহাশয় ! ইংরাজী ১৮৭৫ সালে মতিহারী ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত হয় । তৎকালে উহাতে ৩ তিনটি মাত্র আত্ম-ষ্ঠানিক ব্রাহ্ম ছিলেন, এবং সমাজের অধিবেশন দিবসে ৮ । ১০ জন করিয়া দর্শক উপস্থিত হইতেন । দুর্ভাগ্যবশতঃ এই কয় বৎসরের মধ্যেই ২টি আত্মষ্ঠানিক ব্রাহ্ম স্থানান্তরিত হই-
য়াছেন । পূর্বে সমাজের অধিবেশন দিবসে যে পরিমাণে দর্শক উপস্থিত হইতেন, এক্ষণে তাহারও হ্রাস হইয়া আসি-
তেছে, এমন কি উপাসনার দিবস অবশিষ্ট ১ একটি মাত্র আত্মষ্ঠানিক ব্রাহ্ম ব্যতীত প্রায় অপর কেহই সমবেত হন না ।

যে সময়ে সমাজ সংস্থাপিত হয়, সেই সময় হইতেই ভাঁহার ব্যয় সংকুলন জন্য ব্রাহ্ম এবং অপরপর লোকের নিকট হইতে অদ্যাবধি চান্দা সংগৃহীত হইয়া আসিতেছে । উক্তিপূর্বে মতিহারিতে একটি ব্রাহ্ম মন্দির নির্মাণার্থ সাধা-
রণের নিকট হইতে আত্মষ্ঠানিক ৬০০ মুদ্রা চান্দা সংগৃহীত হই-
য়াছে, পূর্বে আর ও ব্যয় তত্ত্বাবধান জন্য মধো মধো সদসা-
গণ একত্র সমবেত হইয়া সাবর্ষীয় কার্য সম্পাদন করিতেন, এক্ষণে তাহার অভাব হওয়ায় অবশিষ্ট এক মাত্র ব্রাহ্মই সমস্ত কাব্য পূর্ণাবেশন করিয়া আসিতেছেন ।

চান্দা দাতৃগণ সমাজের আভ্যন্তরিক অবস্থা বিশেষরূপে অবগত না থাকায় প্রকৃত প্রস্তাবে সমাজ প্রতিষ্ঠিত আছে এবং আয় ব্যয় যথারীতি হইতেছে, বিবেচনা করিয়া এ পর্যন্ত চান্দা দিয়া আসিতেছেন । কিন্তু উপস্থিত ব্রাহ্ম মহাশয় সংগৃহীত অর্থ কিরূপে ব্যয়িত হইতেছে তাহা অপর কেহই অবগত নহেন । প্রায় তিন বৎসর হইতে মন্দির নির্মাণার্থে চান্দা লওয়া হইতেছে এবং প্রতি বৎসরই কার্য্য-
রম্ভ হইবে ওনা যাই, অথচ অদ্যাবধি তাহার যত্নপাতও লক্ষিত হইতেছে না ?

এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া আনার মনে কয়েকটি প্রশ্ন উত্থিত হইয়াছে, মহাশয় অথবা মহাশয়ের সহৃদয় পাঠকবর্গ সহৃদয় দানে বার্ষিক করিবেন ।

১। যখন একটি মাত্র ব্রাহ্ম অবশিষ্ট রহিয়াছেন, তখন মতিহারী ব্রাহ্মসমাজ, প্রকৃত প্রস্তাবে সমাজ বলিয়া অভি-
হিত হইতে পারে কি না ?

২। উক্ত ব্রাহ্ম মহাশয় সমাজের নামে সাধারণের নিকট হইতে ন্যায়তঃ সমাজের ব্যয় জন্য অর্থ সংগ্রহ করিতে পারেন

কি না ? এবং অপর সদস্যভাবে, এই অদ্বিতীয় সদস্য মহাশয় দাতৃবর্গের নিকট সংগৃহীত অর্থের হিসাব দিতে বাধ্য কি না ?

৩। যদ্যপি কার্য্য নিবন্ধন কথিত ব্রাহ্ম মহাশয়কে এক কালে স্থানান্তরিত হইতে হয় অথবা দৈব কর্তৃক (ঐশ্বর না করুন) কালগ্রাসে পতিত হইতে হয় তাহা হইলে মন্দির নির্মাণার্থে সঞ্চিত ৬০০ টাকা ঐষ্টী অভাবে কিরূপে ব্যয়িত হইবে ?

৪। দ্বিতীয় সদস্যভাবে, যদি মতিহারী ব্রাহ্মসমাজ ন্যায়তঃ সমাজ বলিয়া পরিগণিত না হয়, তাহা হইলে সমা-
জের নামে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ হইতে বিনা মূল্যে যে পত্রিকা আসিয়া থাকে উক্ত ব্রাহ্ম মহাশয় তাহা গ্রহণ করিতে পারেন কি না ?

চাম্পারণ,

৮ই নবেম্বর ১৮৮০ সন।

শ্রীঃ—

ব্রাহ্ম কৃপাহি কেবলং ।

শ্রদ্ধাঙ্গদ শ্রীযুক্ত তত্ত্বকৌমুদী সম্পাদক মহাশয়
সমীপেষু ।

সবিনয় নিবেদন,

গতবারের তত্ত্বকৌমুদীতে একখানি প্ৰেবিত পত্র পাঠ করিয়া আমি অতিশয় আশ্চর্য্যবিত হইলাম । পত্রপ্রেরক, আত্মষ্ঠানিক ব্রাহ্মের গণনা পত্রে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণের সাক্ষর গ্রহণ নিতান্ত অবিধেয় বলিয়া বোধ করেন । তিনি ভাঁহার তাদৃশ বিবেচনার কতকগুলি কারণ নির্দেশ করিয়া সাধারণ ব্রাহ্মগণকে কতকগুলি প্রশ্ন-নিজ্ঞাসা করিয়া-
ছেন । ভাঁহার জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলীর মীমাংসা করিতে আমি উপযুক্ত নহি । ভাঁহার প্রশ্নাবলীর বিচার করিতে হইলে প্রথমতঃ তিনটি বিষয়ের মীমাংসা করিলেই যথেষ্ট ।

(১ম) কেশব বাবু ও ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণ মনুষ্য এবং ঐশ্বরের মধ্যে মহাপুরুষদিগের আনয়ন দ্বারা মদ্যবর্তীত্ববাদ স্বীকার করেন কি না ? (২য়) ব্রাহ্মের ৩২ মত, নববিধান ও আদেশবাদ স্বীকার ব্রাহ্মসমাজের মূল মতের বিরোধী কি না ? (৩য়) কোচবিহার বিবাহে কেশব বাবু সঙ্গী ব্রাহ্মগণ, ব্রাহ্মবিবাহ গোপন ও পৌণ্ডলিক বিবাহের পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন কি না ? এই তিনটি বিষয়ের বিচার দ্বারা যদি কেশব বাবু ও ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম-
সমাজের সভ্যগণ দোষী বলিয়া প্রমাণিত হন, তাহা হইলে বরং ভাঁহাদিগের সাক্ষর গ্রহণ না করিবার কথা উঠিতে পারে । বিচার করিতে হইলে অপক্ষপাতী হইয়া বিচার করা উচিত । সত্যের ন্যায় ব্রাহ্মের প্রিয় পক্ষ আর কিছুই নাই । আমি ত এই বুঝি, যে সত্য বলিব, তাহাতে লোকে স্বপক্ষই ভাবুক আর বিপক্ষই ভাবুক তাহা দেখিব না । বিচারক গণের বিচারের সুবিধা হইবে বলিয়া বিচার্য্য বিষয়

• আশা করি মতিহারি সমাজের সম্পাদক ইহার সহৃদয়
দিবেন ।
ত, সৎ ।

অনিকে পূর্বাহ্নরূপ সাঙাইয়া দিলাম। একণে বিচার করিতে হইলে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের পুস্তক পত্রিকাদি ও দর্শন করিতে হইবে। আমি ধর্মতত্ত্ব ও ধর্মের প্রভৃতি হইতে কতকগুলি অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি, বিচারকেরা দেখুন দেখি, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের অগ্রগণ্য মণ্যবর্তী সঙ্কে কি বলিতেছেন।

“নিরাকার ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষদর্শন, তাঁহার কথা শ্রবণ আমাদিগের বিধানের বিশ্বাস লক্ষণ। প্রাণের ঈশ্বরকে প্রাণ হইতে দূরে রাখিয়া মনুষ্য বিশেষ, পুস্তক বিশেষ, ভাবান্তর, উপায়ান্তর বা সাধনান্তরকে মধ্যবর্তী করিয়া কেহু যে এ বিধানের লোক বলিয়া পরিচিত হইবেন, তাহার সম্ভাবনা নাই।” ধর্মতত্ত্ব ১লা মাঘ, ১৮০১ শক।

“ঈশ্বর এবং সাধকের মধ্য রেখা মাত্র ব্যবধান নাই।” এক্সমন্দিরে প্রতাপ বাবুর উপদেশ ৯ই ভাদ্র, ১৮০১।

“ঈশ্বর স্বয়ং বর্তমান ব্রাহ্মধর্ম বিধানের কর্তা এবং গুরু। এই বিধানভূক্ত লোকেরা কোন মনুষ্যের দ্বারা পরিচালিত হওয়া অথবা কোন মনুষ্যকে মধ্যবর্তী স্বীকার করা পাপ মনে করেন। ইহা সম্পূর্ণরূপে মুক্তি পূজা ও মধ্যবর্তী বিরোধী। এই বিধানের প্রচারকেরা আপনাদিগের স্বেচ্ছা ঈশ্বরের আদেশানুসারে স্বয়ং জীবনের কাণ্ড সকল সম্পন্ন করেন। কেহই কোন মনুষ্যের আজ্ঞা পালন করিবার জন্য দায়ী নহেন। প্রতি জনই ঈশ্বরের আদান, স্মরণ ও পর-মেধর সম্পর্কে স্বাধীন। কাহারও স্বাধীনতা হরণ করা ইহার অর্থ্য মনে করেন।” ধর্মতত্ত্ব, ১লা মাঘ, ১৮০১।

“অপর্যাপ্ত ধর্ম সম্প্রদায়গণ ঈশ্বরকে অনবিগম রাখিয়া ও তৎসম্প্রদায়ের প্রবর্তক মহাত্মাগণকে তাঁহার স্থানে বসাইয়া অনবিগম ঈশ্বরকে অবিগম্য করিয়াছে। ব্রাহ্মধর্ম ঈশ্বরকে অবিগম্য করিয়া মহাত্মাগণকে অনবিগম্য করিয়াছেন।” ধর্মতত্ত্ব, ১৬ই জ্যৈষ্ঠ, ১৮০২।

“আমরা সর্ববিষয়ে, ঈশ্বরকে অতি নিকটে আনয়ন করিতে চাই, কিন্তু পাপ প্রবণ মনুষ্য-স্বভাব তাঁহাকে দূরে রাখিয়া সাধুগণকে তদপেক্ষা নিকটবর্তী করিতে যত্ন প্রকাশ করে। অবতার বাদ চিরদিন দুঃখ মানবের মন আকর্ষণ করিয়াছে, এবং এ সময়ে গৃহীত ব্রাহ্ম বলিয়া পরিচিত, তাঁহাদিগের কাহার কাহার মনে ঈদৃশ দুর্বলতা একেবারে স্থান পায় না, একথা আমরা বলিতে পারি না। অবতার বাদে মনুষ্যের মনে আশু শান্তি হয়, আমরা বুঝি; কিন্তু শান্তি হয় বলিয়া কি সেতা গ্রহণ করিতে হইবে, ইহার আমরা কোন অর্থ বুঝি না।” ধর্মতত্ত্ব ১৬ই শ্রাবণ, ১৮০২।

“উপদেষ্টাবাদীগণ গুরু ও ধর্ম পুস্তক হইতে জীবনের নীতি শিখিয়া থাকে, মানুষ্যের উপদেশ শুনে। যে দিন হইতে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করিলাম, সেদিন হইতে সে পথ বন্ধ হইল। স্মরণ্য প্রতিবার ঈশ্বরের কাছে যাইতে হইল।” কেশব বাবুর ব্রাহ্ম মন্দিরে উপদেশ, ২৩এ চৈত্র, ১৮০০ শক।

“সকলেই মহামান্য (একভাবের এক মহাজন) পরম ভক্তিভাজন, কিন্তু নহেন কেহ মধ্যবর্তী স্বয়ংব্রাহ্ম অবতার।” বিধান সংগীত।

We hope the calumny which has been assiduously circulated against the Brahmo Somaj of India of attempting to set up a mediator, has now been finally crushed. Theism can recognise no mediator between God and man. Its mission is to lead us directly to our father.”

The Sunday Mirror. 7, Sep., 1879.

‘যাহারা এইরূপে পত্রিকায়, উপদেশে, সংগীতে মধ্যবর্তী-বাদকে আপনাদিগের বিশ্বাসবিবোধী বলিয়া পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিতেছেন, যাহারা উক্তবিধ মত পোষককে “পাপ প্রবণ” স্বেচ্ছার কাণ্ড, “দুর্বলতার” লক্ষণ বলিয়া ঘোষণা করিতেছেন, তাহাদিগকে পত্র প্রেরক মহাশয় ক্রিয়াক্রমে মধ্যবর্তী বাদী বলেন, আমি বুঝিতে পারি না। এইরূপ অগণ্য অস্বাভি প্রচারে ধর্মহানি ও সমগ্র ব্রাহ্ম সমাজের ক্ষতি হয়।

ব্রাহ্মের ৩৯ নং ব্রাহ্ম ধর্মের মূল সত্তার কোন বিরুদ্ধ বিশ্বাস নাই। ঐ ৩৯ মত আবার সকল ব্রাহ্মের অবশ্য বিশ্বাস্য মত নহে। উক্ত ৩৯ মত সঙ্কে কেহ কেহ অভিযোগ করিবার পথ খিটিক কোয়াটালি’ রিভিউ এর সম্পাদক মহাশয় যে উত্তর দিয়াছিলেন, তাহা ঐ পত্রিকাতে অথবা ১৯৯২ শালের ১২ই অক্টোবরের রবিবারীয় দ্বিতীয় পত্রিকায় পাঠ করিলে বোধ হয় পত্রপ্রেরক মহাশয়েব যে, অপরিচিত আছে, তাহাও আর থাকিবে না। নব বিধানের মত অভিনব নহে। ব্রাহ্ম ধর্মবিধান যে নূতন বিধান, তাহা বিধাতার উপাসক ব্রাহ্ম মাঝেই স্বীকার করিয়া থাকেন। কেশব বাবু আশু যাত্রা বিশেষ কবিতা বলিতেছেন, পাঁচ সাত বৎসর পূর্বেও তাহা বলিয়াছিলেন। নূতনত্ব জ্ঞানের পুষ্টির সঙ্গে সঙ্গে প্রচারের প্রবলতা হইয়াছে। বিধানবাদ যে ব্রাহ্মধর্মের মূল বিশ্বাসের বিরোধী, তাহা ত কেহই বলিতে পারেন না।

আদেগুর্দিত সকল ব্রাহ্মই বিশ্বাস করেন। বিবেক ও আদেশ একই পদার্থ। বিষয় ও কাণ্ড প্রকার ভেদে দুইটা ভিন্ন নাম মাত্র। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রচারিত পুস্তক, পত্রিকা ও উপদেশাদি বিলক্ষণ মনোনিবেশ সহকারে পাঠ করিয়া আমার যেরূপ জ্ঞান হইয়াছে, আমি তাহাই লিখিলাম।

কেশব বাবুর কন্যার বিবাহ গুরুত্ব যে নিশ্চল, অদিকন্তু অশুদ্ধ হইয়াছে, তাহা বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিয়া অত্যন্ত দুঃখ করিয়া থাকেন; ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণও স্বীকার করেন। তাঁহা যে বিষয় (point) পরিয়া ইহার পোষকতা করেন, তাহা স্বতন্ত্র। স্মরণ্য সেই বিষয় বিচার করিয়া দেখিলে শেষ বিচায়া ও সিদ্ধ হইবে।

আমার বিবেচনায় তাঁহাদিগকে আত্মত্যাগিক ব্রাহ্ম বলিয়া গণনা করা হয়। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের স্থাপনের যে উদ্দেশ্য কি, আশা করি, পত্রপ্রেরক মহাশয় তাহা স্বতন্ত্র ভাবে বুঝিবেন। অবশেষে সম্পাদক মহাশয়ের প্রতি আমার এট বিনীত নিবেদন, পত্র খানি আগামী বারে তত্ত্বকৌমুদীতে প্রকাশ করিবেন। আমার এই পত্রের কোন অংশ প্রতিবাদ

যোগ্য হইলে, প্রতিবাদ করিবেন, তাহাতে কোন আপত্তি নাই। কিন্তু এ পত্র খানি প্রকাশিত না হইলে, পত্র প্রেরক মহাশয়ের পত্র পাঠ করিয়া ব্রাহ্মের মধাবর্তী বাদা'দ স্বীকার স্বত্বকে অপর সাধারণের যে অযথা সংস্কার জন্মিয়াছে, তাহা হইতে কেবল ভাবতবসীর ব্রাহ্মসমাজের ক্ষতিকর হইবে, এমন নহে, সমগ্র ব্রাহ্মসমাজের সমুদ্র ক্ষতি হইবে।

২২ এ অগ্রহায়ণ

১৮০২

বিনয়াবনত,
শ্রীমৎগুরুচরণ মিত্র।
মুদ্রের।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ২২ ই জাম্বুয়ারি রবিবার অপরাহ্ন ৩ ঘটিকার সময় ১৩ নম্বর মির্জাপুর ষ্টীটে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের অধ্যক্ষ সভার চতুর্থ ত্রৈমাসিক অধিবেশন হইবে।

কার্যের তালিকা।

১। কার্য নিরীক্ষক সভার কার্য বিবরণ।

২। সম্পাদক ও কার্য নিরীক্ষক সভার প্রতি অসন্তোষ প্রকাশের জন্য বাবু দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী কর্তৃক ২ টি প্রস্তাব।

৩। নিয়ম পরিবর্তন সম্বন্ধীয় বিজ্ঞাপনের বিষয় বিবেচনা।

৪। সভ্য নিয়োগ।

৫। বিবিধ।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কায়ালায় } শ্রীমোহিনীমোহন বসু
৬ই ডিসেম্বর ১৮৮০ } সম্পাদক।

বিশেষ বিজ্ঞাপন।

তত্ত্বকৌমুদীর গ্রাহকদিগের মধ্যে গাহাদিগের নিকট দুই বৎসরের মূল্য প্রাপ্য রহিয়াছে এবং বার বার পত্র লিখিয়া ও বিজ্ঞাপন দিয়াও মূল্য প্রাপ্ত হওয়া গেল না, আমরা তান্ত দুঃখের সহিত গাহাদিগের নিকট পত্রিকা প্রেরণে ক্ষান্ত হইতে বাধ্য হইলাম। তাহারা অমুগ্রহ পুস্তক অত্যন্ত এক বৎসরের মূল্য পাঠাইলে পত্রিকা পুনঃ প্রেরিত হইবে।

তত্ত্বকৌমুদীর প্রথম ভাগের প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা বাদে প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ একত্রে বাক্যই হইয়া বিক্রয়ার্থ আফিসে প্রস্তুত আছে মূল্য ৪ ডাকমাশুল ১/০। কার্যাব্যক্ষ্য।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজমন্দির নির্মাণ জন্য বাহারা চাঁদা আক্ষর করিয়াছেন, তাহাদিগের নিকট বিনীত নিবেদন যে, তাহারা অবিলম্বে তাহাদিগের অঙ্গীকৃত অর্থ প্রেরণ করিয়া বাধিত

করেন। শীঘ্র শীঘ্র অর্থ সংগ্রহ না হইলে সমাজ-মন্দির নির্মাণ কার্য চলি স্থকঠিন হইবে।

১৩ নং মির্জাপুর ষ্টীট,

কলিকাতা।

শ্রীগুরুচরণ মহলানবিশ

বিল্ডিং ফণ্ডের সম্পাদক।

দীপ্ত শিরার অভিষেক।

সরল পদ্য প্রার্থনা পূর্ণ এই ক্ষুদ্র পুস্তক খানি ব্রাহ্মসমাজে এক সময়ে অত্যন্ত আদরের বস্তু ছিল। অনেক দিন ইহা অপ্রাপ্য হওয়াতে পুনর্মুদ্রিত হইয়া প্রচারিত হইয়াছে। গাহাদিগের প্রয়োজন হয়, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কায়ালায়ে তৎ করিলে প্রাপ্ত হইবেন। মূল্য ১/০ আনা মাত্র।

রবিবারীয় ছাত্র সমাজে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত উপদেশ সকল গ্রন্থাকারে মুদ্রিত করিয়া বিক্রীত হইতেছে। গ্রন্থেচ্ছুগণ ১৩ নং মির্জাপুর ষ্টীট ভবনে আমার নামে মূল্য সহ পত্র লিখিলে, উক্ত গ্রন্থ তাহাদের নিকট প্রেরিত হইবে।

প্রার্থনার আবশ্যিকতা ও মুক্তিপুস্তকতা

১/০

জাতি ভেদ

১/০

পরকাল

১/০

ভারত ক্ষেত্রে সংস্কার কার্য ও তৎসাদনের উপায় ১/০

১৩ নং মির্জাপুর ষ্টীট

শ্রীমোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়।

৩১ প্রাবণ।

সহঃ সম্পাদক।

বিক্রয়ের পুস্তক।

নিম্ন লিখিত পুস্তকগুলি ১৩ নং মির্জাপুর ষ্টীট সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কায়ালায়ে প্রাপ্ত হওয়া যায়। মূল্য—

পুস্তকের নাম	মূল্য	ডাকমাশুল।
Channing's Complete works	১১/০	৮/০
Practical Sermons	৬/০	১/০
Memoir of Dr. Carpenter	৬/০	১/০
Perfect Life	১৬/০	৮/০
Morning & Evening meditations	১৬/০	৮/১/০
Last Days of Raja Ram		
Mohon Roy	১/০	১/০
সঙ্গীত-হার (বাবু পুণ্ডরীকানন্দ মুখোপাধ্যায় প্রণীত)	১/০	১/০
স্বকীর কুটীর	১/০	১/০
ধর্মকুসুম (বাণক বালিকাদিগের জন্য)	১/০	১/০
জাতীয় সঙ্গীত	১/০	১/০
অধ্যাত্তত্ব ও ধর্মসাধন	১/০	১/০
প্রবন্ধ-লতিকা	১/০	১/০

১লা পৌষের তত্ত্বকৌমুদী ৩রা পৌষ প্রকাশিত হইল।

তত্ত্ব-কৌমুদী

[পাক্ষিক পত্রিকা],

৩য় ভাগ।

১৭ শ সংখ্যা।

১৬ই পৌষ বৃহস্পতিবার, ১৮০২ শক। ব্রাহ্ম সংবৎ ৫১।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২০।
মাসিক মূল্য ৩।
প্রতি খণ্ড নগদ ১।

প্রার্থনা।

জগদীশ্বর! আমাদের যশস্ক্রিয় যথাবুদ্ধি তোমার কার্যে
মাগনে রক্ত পাখিয়া সম্বৎসব অতীত প্রায় হইল। আমা-
দের শ্রিয় উৎসব সম্মুখে আগত প্রায়, এই সময়ে বিশেষ
ভাবে উৎসুক অন্তরে তোমার মুখ চাহিয়া আশা করিতেছি।
সাধু যাত্রার সংকল্প তুমি তাঁর সত্য এই মতো আমরা সমুদায়
প্রাণের সহিত বিশ্বাস করি। এই উৎসবে যেন তোমার
প্রেমের বন্যাতে আমরা প্লাবিত হই। তোমার পবিত্র ধর্মের
আজ্ঞার প্রাপ্ত হইয়া ভাই ভগিনী যিনি যেখানে পড়িয়া
আছেন, তুমি সকলের হৃদয়কে এই সময়ে বিশেষ ভাবে
আকর্ষণ কর। আমাদের সকল ঘরে আনন্দধ্বনি উখিত
হউক। আমরা তোমার সেবাতে নিযুক্ত থাকিয়া সমুচিত-
রূপে কাণ্ড করিতে পারি না। আমরা বিশ্বাস, ভক্তি ও
প্রেম সম্বন্ধে হীন। তুমি তাহা জ্ঞান কিন্তু আশা এই,
প্রাণগত বিশ্বাস এই, তোমার চরণাশ্রয় করিয়া যাহারা পড়িয়া
থাকে, যাহারা নিজে বা নিজ দলের গৌরবের দিকে না
দেখিয়া সত্যের গৌরব ও তোমার গৌরবের দিকেই দৃষ্টি
করে, তুমি তাহাদিগকে অসহায় রাখ না। তুমি আমাদের
আশীর্বাদ কর; যেন আমরা তোমার ও সত্যের গৌরবকে
সর্বাপেক্ষা প্রিয় এবং প্রাণনীর জ্ঞান করিতে পারি। তোমার
কৃপার উপর সর্বাঙ্গতঃ করণে নির্ভর করিতে শিক্ষা করি।
সত্যের অপলাপ, অসত্যের প্রচার, পরপক্ষের অপলাপ বা
আত্মপক্ষের প্লাঘা, দলদলিয়ার বিষময় ফলস্বরূপ এই সকল
অপরাধ হইতে আমাদের সর্বদা বক্ষা কর। যদি প্রকৃ-
তির দুঃখলতা, শিক্ষা ও ধর্মভাবের ত্রুটি নিবন্ধন অজ্ঞাতসারে
কখনও এই সকল পাপে পতিত হই, আমাদের চক্ষু খুলিয়া
দিও এবং এই অপরাধ হইতে মুক্ত করিও। প্রভো তোমার
দাসী এই তত্ত্বকৌমুদীকে আশীর্বাদ কর, যেন ইহা সত্য ও
প্রকৃত ধর্মপ্রচারে সমর্থ হয়। ইহাতে যাহা কিছু লিখিত
হইবে যেন অন্তরের সরল বিশ্বাস হইতে লিখিত হয়।
ইহার প্রত্যেক পংক্তি যেন তোমার কৃপার সাক্ষ্য দেয়;
ইহার উক্তি সকল যেন পাঠকের অন্তরে ধর্মভাব বহনে
সমর্থ হয়। ইহার লেখক ও পাঠকগণ তোমার দ্বারা পরি-
চালিত হউন।

ব্রাহ্মসমাজকে দুই শ্রেণীর লোক দুইটা ব্রহ্ম দিয়াছেন।
ব্রাহ্মদিগের ভক্তি ভাজন প্রধান আচার্য্য দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর
মহাশয় ও তাঁহার বঙ্গুগণ ইহাকে গভীর আধ্যাত্মিক যোগ ও
ঈশ্বরের শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন শিক্ষা দিয়াছেন, এবং ব্রাহ্ম-
সাধারণের কৃতজ্ঞতা ভাজন শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন ও
তাঁহার বঙ্গুগণ ইহাকে প্রার্থনা শীলতা ও ঈশ্বর সেবার শিক্ষা
দিয়াছেন। একটিকে আমরা প্রাচীন হিন্দুভাব, এবং অপর-
টিকে খ্রীষ্টীয় ভাব বলিতে পারি। ব্রাহ্ম মাত্রেই উক্ত উভয়
ভাব রক্ষার দ্বিমিত্র সমস্ত হওয়া উচিত। দৈনিক উপাসনা
ব্রাহ্মদিগের পক্ষে অবশ্য কর্তব্য কাণ্ড হওয়া উচিত। উক্ত
সময়ে আমরা ধ্যান পরায়ণ হইয়া, সংসারের কোলাহল
হইতে অবসৃত হইবার চেষ্টা করিব; এবং যতক্ষণ না অন্তরে
ব্রাহ্মধর্মের হয় ততক্ষণ মুদ্রিত নয়নে, ব্রাহ্ম ভোক্তার অনুসরণ
করিব। চিত্ত যখন একান্ত হইবে, উদ্বেগনা যখন নিবৃত্ত হইবে,
প্রাণ যখন এককোটিধর্ম হইবে, আত্মা যখন ব্রাহ্ম সহবাসে
নিমগ্ন হইয়া আপ্যায়িত হইবে, তখন ধ্যানের ফল ফলিল
বর্ণিয়া মনে করিব। অপর দিকে, কাৰ্য্যালয়ে, রাজপথে,
পরিবার মধ্যে তাঁহার প্রিয় কাণ্ড সাধনব সময়ে প্রার্থনাশীল
হইয়া স্তব্ধ কাণ্ড করিব। এই উভয় ভাবের প্রতি ব্রাহ্ম-
মাত্রেই দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। এই আবশ্যকতা আমরা
নিজ নিজ জীবনে গভীররূপে অনুভব করিয়াছি; সেই
জন্যই এই পরামর্শ দিতেছি। জগদীশ্বর! তুমি ব্রাহ্মদিগকে
সত্যাগ কর। ব্রাহ্মসমাজের হস্তে যে গুরুতর ভ্রান্তি ব্রাহ্ম-
দিগের জীবন তদনুরূপ কর।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের অনেক স্থলে, সূর্য্যোদয়ের পূর্ব ও
পশ্চিম এই দুই দিক হইতে বায়ু বহিয়া থাকে। সাধারণ
লোকের সংস্কার, পূর্ব দিকের বায়ু স্বাস্থ্যকর এবং পশ্চিমের
বায়ু স্বাস্থ্যজনক। এই জনা বুদ্ধিমান গৃহস্থ মাত্রে বাড়ী
নির্মাণের সময়, পশ্চিম দিক খুলিয়া রাখে। তদ্বারা গৃহের
স্বাস্থ্য রক্ষা হয়। ব্রাহ্মবন্ধু চিন্তা করিয়া দেখ, তোমার ও
আম্রার দুই দিক আছে। সংসারের দিক হইতে যে বায়ু
আসে, তাহা সকল সময় স্বাস্থ্যকর নয়, কিন্তু স্বর্গের দিক
হইতে যে বায়ু আসে, তাহা তোমার আধ্যাত্মিক স্বাস্থ্যের
পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়। অতএব স্বর্গের দিকে তোমার

আম্মার যে দ্বার ও গবাক্স সকল আছে তাহা 'অন্ততঃ প্রাতে ও সন্ধ্যাতে একবার করিয়া বুলিয়া দিও। তদ্বির তোমার আম্মার স্বাস্থ্য থাকিবে না। অলঙ্কার বিহীন ভাষাতে বলিতে গেলে এই বলিতে হয়, উপাসনাই আম্মাদের আম্মার স্বর্গের অভিযুখীন দ্বারের নাম। এই দ্বার দিয়া পরমেশ্বরের পবিত্রতাব বায়ু আম্মাদের আম্মাতে প্রবিষ্ট হয়। অন্ততঃ প্রাতে ও সন্ধ্যাতে ব্রাহ্মমাত্রেরই এই দ্বার খোলা নিত্যস্থ কৰ্তব্য। উপাসনা রূপ দ্বার যদি বন্ধ হয়, নায়ুর গতারাৎ বন্ধ কৰা হয়। নিত্যস্থ সবল প্রকৃতি লোক ভিন্ন কেহই এই দৃষ্টিত ও বন্ধ বস্তু বন্ধ করিয়া স্থাপন থাকিতে পারে না।' এই পত্রিকা দ্বারা হস্তে পড়িবে তিনি যদি ব্রাহ্মকে বাস্তবিক ভাল বাসেন, যদি বাস্তবিক মুক্তি-প্রার্থী হন, যদি তিনি বাস্তবিক ঈশ্বরের প্রসাদের আকাঙ্ক্ষী হন, তাঁহা-প্রতি ঐকান্তিক অনুরোধ এই, তিনি যদি অদ্যপি ঈশ্বরের নিয়মিত উপাসক না হইয়া থাকেন, আর বিলম্ব করিবেন না। সাধুগণ যে রাজ্যে আধ্যাত্মিক রত্ন সকল কুড়াইয়া পান, সে রাজ্য এই উপাসনার রাজ্য। ব্রহ্ম জ্যোতিতে চক্ষু জ্যোতিয়ান না হইলে মনুষ্য সম্পূর্ণরূপে আধ্যাত্মিক সত্য দর্শনে মুমূর্ষু হয় না।

(একটি শিশু নিজের খেলার দর বাধিতেছে। যেই তাহার ক্ষুদ্র হস্তে ঈর্ষক প্রস্তর কাষ্ঠ প্রভৃতি আহরণ করিয়া একটু দাঁড়িয়া হালতেছে, অমনি কয়েক জন ছবুস্ত সবলকায় বালক তাহা ভাঙ্গিয়া দিতেছে। এইরূপ যতবার গড়ে ততবার ঐ সকল ছবুস্ত বালক ভাঙ্গিয়া দেয়। একবার ভাঙ্গিয়া দিল শিশুটা তাহাদের প্রতি কোপদৃষ্টি করিয়া আবার স্বকাণ্ডি আরম্ভ করিল; আবার ভাঙ্গিয়া দিল, শিশু এবার বিশেষ ক্রোধ প্রকাশ করিয়া তিরস্কার আরম্ভ করিল। তৃতীয়বার ভাঙ্গিয়া দিল, শিশুটা তাহাদিগকে শঠার করিতে উদ্যত হইল। চতুর্থবার ভাঙ্গিয়া দিল, তখন শিশু আপনাকে অসহায় জানিয়া মা মা করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। যেই মায়ের নাম করা, অমনি সেই সকল ছবুস্ত বালক আর সেখানে নাই। মাতা উপস্থিত হইয়া দেখেন সন্তানের শত্রুগণ পলায়ন করিতেছে।) তেমনি ব্রাহ্ম! তুমি আমি যে চরিত্রের দর বাধিতেছি রিপুগণ তাহা বার বার ভাঙ্গিয়া দিতেছে। এত সংকল্প, এত প্রতিজ্ঞা কিছুই স্থির থাকিতে দিতেছে না। একবার একটি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইল, অমনি একটি রিপু প্রতি কোপদৃষ্টি করিলাম, "কি? আমার কাণ্ডি তুমি ভাঙ্গিয়া দেও, দেখিব তুমি কেমন কাম, দেখিব তুমি কেমন ক্রোধ"। কিন্তু রিপু-কুল আম্মাদের চক্ষের রক্তিয়া দেখিয়া ভয় করে না। তাহারা একজনকে বড় ভয় করে। তিনি আম্মাদের জননী। তাহার নাম যতক্ষণ না করিব ততক্ষণ ইহাদের হস্তে নিস্তার নাই। একবার মা! মা! করিয়া কাঁদিয়া দেখ আর তাহাদের উদ্দেশ্য পাইবে না। ইহা কেবল অলঙ্কার নহে, প্রার্থনাশীল না হইয়া বাহারা প্রতিজ্ঞার বলে রিপু দমন করিতে যান, তাহাদের সে প্রয়াস অনেক সময় রেণু-

নির্মিত সেতুব ন্যায়। হে ব্রাহ্ম! যদি বাস্তবিক সাধু হইতে চাও ঈশ্বরের শরণাপন্ন হও। ইহা প্রত্যেক উপাসকের ধর্মজীবনের পরীক্ষিত সত্য।

সম্প্রতি মুদ্রিয়াণী সমাজের সাধুসম্বন্ধি উৎসব হইয়া গিয়াছে। এই সমাজটা নববিধানের অন্তর্গত। আম্মাদের এক জন পত্রপ্রেরক উৎসব স্থলে উপস্থিত ছিলেন। তিনি কয়েকটি বিষয় দেখিয়া বিশেষ চম্বিত হইয়াছেন। প্রথমতঃ জগজ্জননীর অষ্টোত্তর শত নাম, বলিয়া একটি স্তোত্র রচিত হইয়াছিল, যাহাতে জগদীশ্বরকে, রক্ষাকালী, নৃত্যকালী, দ্রৌপদী, শীতলা, অসংখ্য মূর্তিধারিণী প্রভৃতি নামে সম্বোধন করা হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ পত্রপ্রেরক দেখিয়াছেন যে উপাসনাস্থে নববিধানপতি শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন যখন বাহিরে আসিলেন, তখন এক জন তদীয় শিষ্য তাহার চরণে অবনত হইয়া প্রণিপাত করিলেন। পত্রপ্রেরক মনে করেন যে এতদ্বারা অশাস্ত প্রকৃতি স্বীকার করা হইয়াছে। এবং এতৎসম্বন্ধে আম্মাদের মত জানিতে চাইয়াছেন। প্রথমতঃ বিষয়ে আম্মাদের মত এই, পরমেশ্বরকে বাহারা পৌত্তলিক দেব দেবীদিগের নামে সম্বোধন করেন, তাহারা যে মনে মনে পৌত্তলিকতাকে আশ্রয় করিতেছেন তাহা নহে, কিন্তু এতদ্বারা দেশ মন্যে ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের ব্যাঘাত হইবে। পৌত্তলিক ধর্ম বাহাদের আহা আছে, অথবা কোন প্রকারে পৌত্তলিকতাকে রক্ষা করিবার জন্য বাহারা বাস্ত, তাহারা মনে করিবেন, পৌত্তলিকতার মন্যে যদি কোন পুণ্য তাৎপর্য ও গভীর অর্থ না থাকিবে, তাহা হইলে এতদ্বারা এত দিন পরে ঐ সকল নামের এত আদর করিবেন কেন? কোথায় আম্মাদের বস্ত শক্তি আছে, সমুদায়ের সহিত বলিব একমাত্র নিরাকার ও চৈতন্যস্বরূপ ঈশ্বরের আশ্রয় ভিন্ন মুক্তির বিতায় পস্থা নাই; কোথায় আম্মারা পৌত্তলিকদিগকে বশিব তাহাদের পৌত্তলিকতাকে মানবের মুক্তি নাই; না, আম্মাদের আচরণে তাহারা এই বুঝিবেন যে তাহাদের পৌত্তলিকতার প্রতি আম্মাদের আপত্তি নাই। অন্যের কথা বলিতে পারি না, আম্মাদের ত পৌত্তলিকতার প্রতি বিশেষ অস্বপত্তি, এবং বাহাতে ইহার প্রতি লোকের বিবেচ্য জন্মে, সেরূপ উপায় অবলম্বন উচিত মনে করি। এরূপ জনপ্রতি চৈতন্য স্বয়ং নিরাকার ঈশ্বরে বিশ্বাস করিতেন, কিন্তু আর এক অর্থে রাখাক্ষণ শব্দ ব্যবহার করিতেন। যদি তাহা সত্য হয়; তাহার শিষ্যগণ কি সেভাবে রক্ষা করিয়াছেন? অপঃ দিকে মহম্মদ পাছে পরমেস্বরে পৌত্তলিক ভাব আরোপ হয়; এজন্য ঈশ্বরকে পিতা বলিয়াও সম্বোধন করিতেন না। পৌত্তলিকতার ভয়ে তাহার শিষ্যদিগের ভজন্য মন্দিরে কোন প্রকার মূর্তি বা ছবি রাখিতে কিম্বা উপাসনার মধ্যে সংগীতাদি ব্যবহার করিতে নিষেধ আছে। তাহারও ফল সকলে দর্শন করুন। মুসলমানগণ অনেক ভ্রমের কার্য করিয়াছেন, কিন্তু পৌত্তলিকতাকে কখনও পতিত হন নাই। যদি নববিধানী বহুদিগের এরূপ

প্রতীতি জন্মিয়া থাকে, যে তাঁহাদের ধর্ম পৌত্তলিকতাকে পরিণত হইলেও ক্ষতি নাই, তবে তাঁহারা এরূপ করিতে পারেন, আমাদের কিন্তু এরূপ আচরণের প্রতি সম্মত আপত্তি আছে।

পত্রপ্রেরকের দ্বিতীয় আপত্তিটির বিষয়ে বক্তব্য এষ্ট, বাহার প্রতি ভক্তি আছে, তাঁহার চরণে প্রণত হওয়া এদেশের লগ্না। এতদ্বারাষ্ট কোন ব্যক্তিকে অভ্যস্ত গুরু বলা হয় না। অপরের মনের ভাব জানি না, আমাদের মনের ভাব এষ্ট, চরণে প্রণত না হইলে যে ভক্তি প্রকাশ হয় না, কিম্বা প্রণত হইলেই যে বড় ভক্তি প্রকাশ হয়, তাহা আমরা বিশ্বাস করি না। একজন চরণে প্রণত না হইয়া যদি সমীপে দাঁড়িয়া সমাসা বদনে ও পত্র নথনে অভ্যর্থনা করেন, তাহা আমাদের চন্দনের পক্ষে অধিক মধুর বোধ হয়। মনুষ্যে মনুষ্যে নাতৃত্বাবে মিলন, ইহাই ঈশ্বরাভিপ্রের। চরণে পতিত হওয়া, বা চরণদুলি লওয়া এসকল প্রথা ব্রাহ্ম-সমাজ মধ্যে স্থান প্রাপ্ত হওয়া উচিত নয়। নববিধানের শিষ্যাদিগের অনেকে যে নববিধান পতিকে অভ্যস্ত গুরু বলিয়া বিশ্বাস করেন, তাহার অনেক লিখিত প্রমাণ আছে। পত্র প্রেরক সেই সকল প্রদর্শন করিতে পারিতেন। নববিধানের মধ্যে অনেক সরল, মত্যাগ্রিয় ও ধর্ম পিপাসু লোক আছেন, তাহারা কি এই সকল আচরণের মধ্যে নিষিদ্ধ কিছু দেখিতে পান না? ইহাতে বোধ হয়, আপনাদের ধর্মভাবের চরিতার্থতা ব্যতীত সমাজের কল্যাণ অকল্যাণের দিকে তাঁহাদের দৃষ্টি নাই। জগদীশ্বর তাঁহাদের অন্ধ ভক্তিকে সুপথ প্রদর্শন করুন।

কিরূপ লোক দেখিলে ভক্তি না করিয়া থাকা যায় না, তাহা জান? (১ম) বাহার মত্যা ও সাধুতার প্রতি গাঢ় নিষ্ঠা; অর্থাৎ মত্যা বা সাধুতার বিনুমাত্র ব্যাঘাত হইতেছে এরূপ সন্দেহ জন্মিলে, বাহার মন কোন ক্রমেই আর সে পথে অগ্রসর হইতে পারে না। (২য়) সদহুষ্ঠান বাহার আয়ার পক্ষে পরম নিষ্ঠ পদার্থ; তাহাতে তিনি যত স্বখী হন, এরূপ আর কিছুতেই নহে; (৩য়) সদহুষ্ঠান করিতে গিয়া যিনি আপনার পৌরুষ বশেষের কথা একেবারেই ভুলিয়া যান। (৪র্থ) মৎস্য সংকলের অমুসরণে বাহার পরিপ্রাপ্তি নাই। আমাদের মধ্যে একপ সাধুতা জন্মিতে এখনও অনেক বিলম্ব আছে। জগদীশ্বর করুন ব্রাহ্মসমাজ মধ্যে এরূপ লোকের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি হউক।

(ব্যাধ একটা পক্ষকে কোটার হইতে ধরিয়াছে। পক্ষটি তাহার হস্তে ধৃত হইয়া রহিয়াছে, মুক্ত হইবার জন্য কত প্রয়াস পাইতেছে, হর্ষল চক্ষুপুটে বার বার তাহার পাষণ-নির্মিত হস্তে আঘাত করিতেছে। ব্যাধের সে দিকে দৃষ্টিই নাই। সে স্বচ্ছন্দে আর এক জন লোকের সহিত আলাপ করিতেছে। পক্ষির চক্ষুর পরিপ্রাপ্ত হইল, তথাপি ব্যাধের সে বিষয়ে মনোযোগ নাই। তাহার হস্ত কি লোহের হস্ত!!

ঈশ্বরের হস্ত এইরূপ লোহের হস্ত। অগতঃ তাহার গৃহ অভিযায় সিদ্ধ হইতেছে, আমরা তাহার নিয়ম ও শাসনের মধ্যে পড়িয়া কতই আত্মনাদ করিতেছি, হর্ষল চক্ষুপুটে তাহার হস্তে আঘাত করিতেছি। কিন্তু তাহার ইচ্ছা অরণ্যে কাণ্ড করিতেছে। তাহার ইচ্ছা রেখা মাত্র বিচলিত হইতেছে না। প্রকৃত বীর যিনি তিনিও এ ক্ষণে এইভাবে কাণ্ড করেন। তিনি বাহা কর্তব্য বলিয়া অনুভব করেন, তাহা সাধনে কুঠিত হন না। কেহ হয়ত কঁদে, কেহ আত্মনাদ কবে, কেহ আঘাত করে, তিনি কিন্তু ধীর থাকিয়া বসন্তব্য পালন করেন। অরণ্যে পক্ষী যেমন ক্রান্ত হইয়া নিরস্ত হয়, তেমনি প্রলমে বাহার ধর্মবীরের প্রতিজ্ঞা বিচলিত করিবার চেষ্টা করে, পরে তাহারাই পরাস্ত হয়। সম্পূর্ণরূপে কর্তব্য পরায়ণ হইতে হইলে, অধ্যবসায় সাহস, ও নিষ্ঠের দিতান্ত পয়োজন। আমাদের অনেকের দুর্বলতাও এ দলিল বিশেষ অপ্রতুল।

ব্রাহ্মগৃহস্থের কর্তব্য।

দেশ মধ্যে আমরা কি ভাবে ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করিব? আমরা লোকদিগকে কি কেবল এষ্ট কথা বলিব, আমরা পৌত্তলিকতা মানি না, ভাতিভেদ স্বীকার করি না; কোন প্রকার কুসংস্কার পোষণ করি না; সামাজিক ক্রটিবিষয় অমুসরণ করি না। ব্রাহ্মধর্মকে কেবল এভাবে লোকের নিকট উপস্থিত করা কর্তব্য নয়? আমরা দেখাইব যে আমাদের দৈনিক জীবন, আমাদের পারিবারিক সমুদায় কার্য, আমাদের সামাজিক সমুদায় ক্রটি নীতি এক মাত্র পবিত্র স্বরূপ পরমেশ্বরের উপাসনারূপ পরমধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত। আমরা পারিবারিক বা সামাজিক যে কিছু কার্য করিব তাহা তাহারই নাম করিয়া করিব। আমরা দৃষ্টান্তরূপে একটা পারিবারিক অনুষ্ঠানের বিবরণ প্রকাশ করিতেছি। আশা করি অনেকেই পাঠ করিয়া স্বখী হইবেন।

গত ১৬ ই পৌষ মঙ্গলবার আমাদের আশ্রয় বন্ধু শ্রীমন্ত বাবু শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের একটি নূতন বাড়ির ভিত্তি স্থাপন উপলক্ষে নিম্নলিখিত অনুষ্ঠান প্রণালী অবলম্বিত হইয়াছিল।

কালিকাতা হইতে কয়েক জন বন্ধু নিমন্ত্রিত হইয়া তৎপূর্বদিবস কৃষ্ণগঞ্জে গমন করেন। নবগৃহটী উক্ত স্থানে নির্মিত হইতেছে। মঙ্গলবার প্রাতে শশিপদ বাবু সপরিবারে ও গবাক্ষে ভিত্তি স্থাপন ক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। তৎপূর্ব দিবস পার্শ্ববর্তী গ্রামের ভ্রাতৃলোকদিগকে এই শুভাঙ্ক-স্থানে যোগ দিবার জন্য নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। সুতরাং প্রাতে স্থায়ের উদয় না হইতে হইতে অনেক গুলি শুভ লোকও একে একে অনুষ্ঠান স্থলে উপস্থিত হইতে লাগিলেন। ক্রমে স্থানটিতে বহু সংখ্যক দর্শক সমাগত হইলেন। ভিত্তি স্থাপনের স্থানটী ঘনন করা হইলে শশি বাবু সপরিবারে ভক্তি ভাবে তাহার পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইলেন। অপরাপর দর্শকগণ

চতুর্দিকে বেঁটন করিয়া দাঁড়াইলেন। ক্রমে সংগীত আরম্ভ হইল। সংগীতান্তর উক্ত অঙ্কটানের আচার্য্য সমাগত গ্রাম বাসিন্দাদের নিকট তাঁহাদের গ্রামে গচ্ছ নির্মাণের অনুরোধ প্রদান করিলেন। তদনন্তর নিম্ন লিখিত মন্ত্রে প্রার্থনা করা হইল :—

“নমস্ সাক্ষি পবিত্র স্বরূপ পরমেশ্বর! অদ্য তোমার পবিত্র নামে স্বরূপ পূর্বক এত গৃহের ভিত্তি স্থাপিত হইতেছে, রূপায়ন তুমি এত শুভ অঙ্কটানের উপর তোমার শুভ আশীর্ব্বাদ বর্ষণ কর।” তদনন্তর ব্রাহ্মেরা সকলে সম্মুখে “বলিহারি তোমারি” এই সংগীত করিলেন।

সংগীতান্তর শশিপদ বাবু কর্তৃক লটয়া এক খানি ইষ্টক গ্রথিত করিলেন, তৎপরে তাঁহার সহধর্ম্মিণী তৎপার্ষ্য সেই ভাবে আর এক খানি ইষ্টক স্থাপন করিলেন। পিতা মাতার কার্য্য শেষ হইলে, তাঁহাদের জ্যেষ্ঠ পুত্র তদুপরি আর এক খানি ইষ্টক স্থাপন করিলেন। এইরূপ মধ্যম ও সর্ব্ব কনিষ্ঠ পুত্র দুটিও প্রত্যেকে এক এক খানি ইষ্টক স্থাপন করিলেন। সর্ব্বশেষে তিন বৎসর বয়স্ক একটি কন্যা পিতার আদেশে সেই গ্রথিত ইষ্টকোপরি পুষ্পমালা স্থাপন করিয়া কার্য্যকে সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত করিল। অবশেষে তাহার প্রতি সেই অঙ্কটানের আচার্য্যের ভার ছিল, তিনি নিম্নলিখিত মন্ত্রে একটি উপদেশ প্রদান করিলেন।

অদ্য অষ্টাদশ শততম দ্বি শকাব্দে, ষোড়শ শত সপ্তাধিক অশীতি বৎসরে, সৌর পৌষ মাসের চতুর্দশ দিবসে, মঙ্গল-বাসরে পবিত্র স্বরূপ পরমেশ্বরের নামে এই গৃহের ভিত্তি স্থাপিত হইল। ব্রাহ্ম গৃহস্থের প্রতি এত আদেশ আছে “ব্রাহ্মনিষ্ঠো গৃহস্থঃ স্যাত্তত্ত্বজ্ঞান পরায়ণঃ। যৎ যৎ কর্ম্ম প্রকু-র্ষিতী তদব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ। গৃহস্থ ব্যক্তে ব্রহ্মনিষ্ঠ এবং তত্ত্বজ্ঞান পরায়ণ হইবেন, যে কোন কর্ম্ম করুন তাহা পরব্রহ্মে সমর্পণ করিবেন।” তদনুসারে আমরা তোমাদের পরমপুত্র গৃহদেবতার নামে অরণ্য পূর্ব্বক এই গৃহের ভিত্তি স্থাপন করিলাম। লোকে যেমন ফলের আশা করিয়া বৃক্ষের বীজ বপন করে, সেইরূপ এত দম্পতী এত গৃহের মধ্যে সুখে ও শান্তিতে বাস করিয়া ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য সম্বন্ধে সমর্থ হইবেন, এত আশা করিয়া এত গৃহের ভিত্তি স্থাপন করিলেন; সপাত সকলে প্রার্থনা করুন, যে তাঁহাদের এত আশা পূর্ণ হউক। প্রাচীন কালের পিতৃপুরুষগণ পরিবার পরিজন প্রভৃতিকে মানবের ধর্ম্ম সাধনের, পরম অন্ত-রায় স্বরূপ বিবেচনা করিতেন। তাহার বক্ত ধর্ম্মের দিকে গতি হইত, তিনি তত সংসার হইতে অবস্থিত হইতেন। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস অন্য প্রকার। আমরা পরিবারকে মানবের ধর্ম্মের একটি প্রধান ক্ষেত্র মনে করি। আর কেন মনে করিব না? যেখানে পতিব্রতা সতীর পবিত্র ক্রীতি, যেখানে জননীর মিস্ত্রী বাৎসল্য, যেখানে পিতার অকপট স্নেহ, যেখানে সন্তানদিগের কৃতজ্ঞতা ও ভক্তি, এবং দ্রাভা ভগিনীর অকৃত্রিম প্রণয়, সেন্থানের ন্যায় ধর্ম্মের রমণীয় স্থান কোথায় আছে? এই যে ক্ষুদ্র শিশুটী জননীর কোড়ে

অলঙ্কৃত করিয়া রহিয়াছে, এই শিশুর মুখে নিফলক হাস্য এবং এই জননীর প্রাণে নিরুপম স্নেহ দিনি দিয়াছেন তিনি কি নিজ স্নেহের পরিচয় প্রদান করেন না? এতদ্বারা কি তাঁহার কোন গুঢ় উদ্দেশ্য নাই? প্রভাত কালে বৃক্ষপত্রের যদি একটি শিশির বিন্দু পাকিত হয় এবং তাহার ভিত্তি যদি নবোদিত সূর্য্যের বিমল বর্ণিমা প্রতিফলিত হয়, তাহার যেকোন শোভা, এই মাতার জন্মদ্বারা যে পবিত্র স্নেহ বিন্দু রহিয়াছে, তাহার ভিত্তি কি লোকের মুখজ্যোতি সেটরূপে প্রতিফলিত দেখা যাউতেছে না? পুরমেশ্বর কি মাতা দ্বারা এই শিক্ষা দিতেছেন না, যে তিনি জগন্মাতা! এবং এই জননীর স্নেহ দৃষ্টির ন্যায় তাঁহারও স্নেহ দৃষ্টি আমাদের উপর পতিত নহে? নির্দোষ পিতা সন্তানকে শিক্ষা দিবার সময় তাহার শিক্ষাকে অগ্রিয় করিয়া ফেলেন। বুদ্ধিমান পিতা বালককে শিক্ষা দিবার সময় তাহার শিক্ষাকে তাহার আনন্দের বস্তু করিয়া দেন। আমাদের পরম পিতা কেমন স্নেহবুর! তিনি আমাদেরই হৃদয় মনের শিক্ষার জন্য আমাদেরকে পারিবারিক বন্ধনে বদ্ধ করিয়াছেন, অথচ আমাদের দ্বারা তাঁহার গুঢ় উদ্দেশ্য সকল সিদ্ধ করিয়া লইতেছেন। যখন পত্নী পতির পার্শ্ব বা সন্তানগণ পিতামাতার কোড়ে আসিতেছেন, তখন তাঁহারা জানিতেছেন না যে তাঁহারা সেই প্রভুরই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতেছেন। তাঁহারা অজ্ঞাতসারে পরম প্রভুর কার্য্য করিতেছেন, অথচ আপনাদিগকে পরম সুখী মনে করিতেছেন। এমন চতুর শিক্ষক আর কে? সংসার মধ্যে তাহার এইরূপ বিচিত্র লীলা, এই গৃহের ভিত্তি আমরা অন্য তাহানই নামে স্থাপিত করিলাম। এই গৃহের পরিজনদিগকে তিন সুখ শান্তিতে রক্ষা করুন।

শশিপদ বাবু ও তাঁহার সহধর্ম্মিণীর প্রতি।—অন্তরের প্রজ্ঞাভাজন বন্ধু! ও কীর্ত্তিভাজন ভগিনি! অদ্য তোমরা অনেক আশা করিয়া এই গৃহের ভিত্তি স্থাপন করিলে, ঈশ্বর করুন তোমাদের সেই সকল আশা পূর্ণ হউক। তোমরা একাকী এই বন্ধু বিহীন স্থানে বাস করিবে। যদি তোমরা বাণ্ডবিক ঈশ্বরের অনুগত হও তোমাদের বন্ধু বান্ধবের অপ্রতুল থাকিবে না। জগদীশ্বর তোমাদিগকে যে সকল সদ্-গুণে ভূষিত করিয়াছেন, তাহাতে আমাদের আশা হয়, যে তোমাদের জীবনে ও তোমাদের এই গৃহে পবিত্র ধর্ম্মের গোরব রক্ষিত হইবে। এই যে গ্রামে তোমরা নতন আসিয়া বাস করিতেছ, দেখিও তোমাদিগের দ্বারা যেন এই গ্রামের সুখ বৃদ্ধি হয়, যেন এখানে ধর্ম্মের জ্যোতি বিকীরণ হয়। এই যে একখানি ইষ্টকের উপর স্মার একখানি ইষ্টক দিয়া ভিত্তি গ্রথিত করিলে, এরূপ বাহাতে গৃহের মধ্যে পুত্র কন্যার অন্তরে পরিবার পরিজনদের প্রাণে ধন্যভাবের স্তরে গ্রথিত হয় সেবিষয়ে সন্দেহ থাকিবে। জগদীশ্বর করুন এই স্থানে যে গৃহ নির্ম্মিত হইবে তাহা যেন সুখ শান্তির আশ্রয় হয়।

পুত্রদিগের প্রতি। শ্রীমান্ সত্যপ্রকাশ! শ্রীমান্ স্বপ্রকাশ! শ্রীমান্ রাজকুমার! তোমরা যে কার্য্যের জন্য

পিতা মাতার সহিত এখানে আসিয়াছ, তাহা কেমন গুরুতর কাণ্ড তাহা অনুভব কর। তোমরা এখানে একটি ঘর নিৰ্মাণ করিবে সেই ঘরে তোমরা সপরিবারে থাকিবে। তোমাদের পিতা মাতা এই ঘরের ভিত্তি স্থাপন করিবার সময় তোমাদের মুখ চাহিয়া কত আশা করিতেছেন, তাহা কি বৃষ্টিতে পারিতেছ ? এই পরিবারের সুখ দুঃখ কৃতদুর তোমাদের উপর নির্ভর করে তাহা কি অনুভব করিতেছ ? তোমরা যদি সং হও, সাধু হও, ধান্যিক হও, একদিকে পিতা মাতার পাণে আনন্দ ঘরিবে না, অন্যদিকে এ গ্রামের সকল লোকও এই গৃহের প্রশংসা করিবে। লোকে বলিবে “ দেখ ওই বানে যারা, বাড়ী করিয়াছে তাহাদের ছেলেগুলি বড় সং ” উহাদিগকে দেখিলে চক্ষু জুড়ায়।” আর যদি তাহার বিপরীত হও, এই এই ঘর লোকের দ্বার বন্ধ হইবে। সাধন! অনেক আশা করিয়া যে ঘর নিৰ্ম্মিত হইবে, তাহাকে যেন লোকের চক্ষে স্নিগ্ধ করিও না। এই যে তোমাদের পিতা মাতা নিকটে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন, ইহাদের সাধু দৃষ্টান্তের অনুসরণ কর। ইহাদের নাম সচ্চরিত্র ও ঈশ্বর পরায়ণ হও। তোমরা সপরিবারে এই ঘর আলোকিত করিয়া বাস কর, আমরা শুনিয়া সুখী হই। তোমরা এখনও বালক, জগদীশ্বর তোমাদের জীবন পথের সঙ্গী হইয়া তোমাদিগকে চিরদিন রক্ষা করুন।

তখনই পুনরায় একটি প্রার্থনা হইলে, সকলে সম্মুখে একটি সংগীত গাইয়া অমুষ্ঠান সাক্ষ করিলেন।

সর্বশেষে সমাগত পন্নীত বালকদিগকে মিষ্টান্ন দ্বারা পরি-
তুষ্ট করা হইল। সমাগত ভদ্র লোকেরা এই ব্রাহ্ম অমুষ্ঠা-
নের প্রতি বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করিতে করিতে গৃহে
প্রতিনিবৃত্ত হইলেন।

ব্রহ্মসাক্ষাৎকার।

ঈশ্বরকে সাক্ষাৎভাবে সত্যরূপে প্রতীতি করা কি বড় সহজ ব্যাপার! যখন এই বিশ্বাস ভাগ্যত প্রীতির আকার ধারণ করে, তখন মানবের ধর্মজীবন আপনা আপনি গঠিত হইতে থাকে। মনুষ্য যত দিন সাক্ষাৎ ও অবাবহিতভাবে প্রীতির চক্ষে পরমেশ্বরকে দেখিতে সমর্থ না হয়, তত দিন তিনি প্রকার বিপদে পতিত হয়। (১ম) বিপদ শাস্ত্র, (২য়) বিপদ গুরু, (৩য়) বিপদ কর্ম। কেহ যেন মনে না করেন, আমরা সকল শাস্ত্রের বা সকল সাধুর আদর্শ করিতে বলিতেছি। আমরাই বক্তব্য এই, ধর্মজগতে কতকগুলি হুর্ললচিত্ত লোক দেখা যায়, তাহারা শাস্ত্র, গুরু ও কর্ম এই তিনটিকে অতিক্রম করিয়া যাইতে পারে না। হয়ত একখানি গ্রন্থ অবলম্বন করিয়াছে, তাহা পাঠ করাকেই পরম ধর্ম ও তাহার আদেশ পালনকেই সর্বশ্রেষ্ঠ কর্তব্য বিবেচনা করিয়া তদনুরূপ আচরণ করিয়া থাকে। সে শাস্ত্র বা নি কাড়িয়া লইলে তাহার একেবারে নিকপায় হইয়া পড়ে, আর গতি থাকে না। কেহ কেহ কোন ব্যক্তিবিশেষকে একমাত্র পথ-

সদর্শক করিয়া বসিয়া আছে। যাহা কিছু সত্য তাহার দ্বারা পাইব, এই বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া নিচেরা আত্মচিন্তা ও সত্যাবেষণ পরিত্যাগ করিয়া বসিয়া আছে। গুরুর দোষগুণ বিচারের শক্তি নাই, গুরুর ন্যায় দোষ সকলও গ্রহণ করিয়া বসিতেছে। তৃতীয় শ্রেণীর লোক ধর্মের কতক গুলি বাহ্য অনুষ্ঠানকেই সর্বস্ব বলিয়া ধরিয়াছে। সেই গুলির আচরণ করিয়াই আপনাবিগকে পরম পুণ্যবান মনে করিতেছে। যদি এই ত্রিবিধ ভ্রমের মূলে প্রবর্তিত হওয়া যায়, দেখিতে পাওয়া যাইবে, ঈশ্বরকে সাক্ষাৎভাবে দেখিতে না পাওয়াই ইহার একমাত্র কারণ। ঈশ্বরকে প্রাণের প্রাণ বলিয়া বাহার প্রতীতি করেন, তাহারী কখনই একপ ভ্রমে পতিত হন না। অনন্ত সত্যের যিনি যিনি তাহার সহিত যদি একবার যোগ হয়, তাহা হইলে কে আর এক যানি ক্ষুদ্র মনুষ্য রচিত গ্রন্থের উপর পরিগ্রহের জন্য নির্ভর করিতে পারে? কেবা সামান্য মানবের চরণে লুপ্তিত হইয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করিতে পারে? ঈশ্বর সহবাসের খিকট এ মঞ্চ অতি সংকীর্ণ বলিয়া মনে হয়।

ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের দ্বিতীয় গুণ এই, যে ইহা মানব জন্মের অগস্ত অনলের ন্যায় কাব্য করিতে থাকে। পাপ প্রবৃত্তি সকল তাহাতে দক্ষ হইয়া যায়। ব্রহ্মের প্রকৃত উপাসক যে বিজ্ঞ লাভ করেন, তাহার তাৎপর্য কি? ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারের এমনি শক্তি যে তাহা জন্ম রাজ্যে যুগান্তর উপস্থিত করে। পুণ্য স্পৃহনীয় বস্তু হয় এবং পাপ নিত্য স্নিগ্ধ পদার্থ হইয়া পড়ে; বিশ্বাস্যি প্রাণের মধ্যে সর্বদা জ্বলিতে থাকে; অন্তরের সকল প্রকার আবর্জনা একে একে ভস্মীভূত হইয়া যায়। হৃদয় প্রতিজ্ঞা ও প্রভূত সাহস আপনা আপনি অন্তরে উদ্ভিত হয়; চরিত্রের তেজ ও দীপ্তি দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে থাকে; এবং অন্যায় ও অদর্শ আত্মার ত্রিধার মধ্যে আসিতে সাহসী হয় না।

ব্রহ্মসাক্ষাৎকার দ্বারা তাহার প্রতি অকপট প্রীতি জন্মিলে চিত্ত আপনা আপনি উদারতা প্রাপ্ত হয়। তিনি যেখানে যে সত্য মন্থিত করিয়াছেন সে সমুদায় নিজস্ব বলিয়া প্রতীতি হইতে থাকে। কোন সম্প্রদায় বা কোন সাধুর প্রতি ঘৃণা বা বিদ্বেষ থাকে না। সকলের সদগুণ শিক্ষা করিতে ইচ্ছা হয়।

ঈশ্বরের সহিত বাহার সাক্ষাৎ যোগ হইবে, তিনি নিশ্চয় ব্রাহ্মধর্মের এই তিনটি মহৎভাব প্রাণের মধ্যে বিশেষরূপে অবলম্বন করিবেন। (১ম) স্বাধীনতা (২য়) পবিত্রতা (৩য়) উদারতা; ইহা হইলে ধর্মজীবনের আর কি অবশিষ্ট থাকে? ব্রহ্মকে সাক্ষাৎভাবে জীবনের জীবন বলিয়া অনুভব না করিলে কখনই পূর্ণোক্ত ভাব সকল প্রাপ্ত হওয়া যাইবে না। ঈশ্বরকে যিনি না দেখিবেন তাহাকে মনুষ্যের চরণে লুপ্তিত হইতেই হইবে। জগদীশ্বর করুন যেন আমরা তাহাকে প্রাণের প্রাণরূপে দেখিতে সমর্থ হই।

ঈশ্বর ব্রাহ্মসমাজের রক্ষক।

ব্রাহ্মসমাজের বয়ঃক্রম পঞ্চাশ বৎসর অতীত হইল। ব্রাহ্মগণ একবার এই পঞ্চাশ বৎসরের নিকে দৃষ্টান্ত করুন দেখিবেন এই বিচিত্র ইতিবৃত্তের পঙ্কিতে পঙ্কিতে ঈশ্বরের কৃপা ও কার্যের প্রমাণ লিখিত বহিষ্যছে; যাহা দর্শন করিলে জগৎ উল্লাসে পূর্ণ হয়, আশা ও আনন্দ দৃষ্টিগোচর বহিষ্যছে, এবং বিশ্বাস ও নির্ভরের ভাব অন্তরে ঘনীভূত হয়। যে সময়ে মহাত্মা রামমোহন রায় পৌত্তলিকতার ঘনাক্ষর ও প্রবল হিন্দু সমাজের ঘোরতর বিবেকের মধ্যে কৃতিপূর বহু সমভিবাধারে এই বিস্তীর্ণ রাজধানীর একটি অজ্ঞাত গৃহে ঈশ্বরের উপাসনা স্থাপন করেন, সেই দিনের সহিত ব্রাহ্ম সমাজের বর্তমান অবস্থার তুলনা কর। এই উত্তর চিত্রে কত প্রভেদ। ধর্ম্মমত ও ধর্ম্ম জীবন সম্বন্ধে কি আশ্চর্য্য পরিবর্তন ঘটয়াছে। বর্তমান অর্থা সমাজ সকল যেকোন বেদের অভ্রান্ততা ও মানবাত্মার পুনর্জন্মে বিশ্বাস করিতেছেন, ব্রাহ্ম সমাজ এক সময়ে ঐ সকল মতে বিশ্বাস করিতেন। ব্রাহ্ম সমাজের বেদী হইতে বৈদান্তিক ধর্ম্মের উপদেশ সকল প্রদত্ত হইত; বেদপাঠ-পরম ধর্ম্ম জ্ঞানে উপযুক্ত ব্রাহ্মবধি পাঠ করান হইত। সভ্য দিগের অনেকের জীবন ও অতি শোচনীয় ছিল। তাঁহারা সভ্যতার অন্ধ স্বরূপ জানিয়া সমাজে উপস্থিত হইতেন, এবং ক্রিয়াক্ষণ জ্ঞতি পাঠাদি শ্রবণ করিয়া, গৃহে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া পুনরায় পৌত্তলিকতার অহুষ্ঠানে ও অপরাপর নিষিদ্ধ আচরণে রত হইতেন। কিন্তু যিনি মহৎ কল্যাণের বীজ স্বরূপ এই সমাজের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তিনি ইহাকে তদবস্থ থাকিতে দিলেন না। কোথায় একজন ধনি-সম্মান সৌভাগ্যের ফোড়ে পালিত হইয়া বিলাস অশ্রু নিদ্রিত ছিলেন, তিনি যেন তাঁহারই দ্বারে গিয়া আঘাত করিলেন। বলিলেন “বিলাস শয্যা হইতে উত্থান কর। আমি তোমাকে চাই”। এই আহ্বান ধ্বনি তাঁহার শ্রাব্যে এতদূর অধিকার করিল যে তিনি দিক্ বিদিক জ্ঞান শূন্য হইয়া ধাবিত হইলেন। ধন, মান, ও শরীর মনের শক্তি, প্রভূর চরণে উৎসর্গ করিলেন। তাঁহার গভীর ধর্ম্ম তৃষ্ণা দেখিয়া শত শত ব্যক্তির ধর্ম্ম-পিপাসা প্রশস্ত হইল; তাঁহার প্রগাঢ় নিষ্ঠা দর্শনে অনেকের আধ্যাত্মিক চক্ষু উন্মুক্ত হইল। তিনি ব্রাহ্মসমাজকে নব-জীবনে পূর্ণ করিয়া তুলিলেন। পাঠক হয়ত বুঝিতে পারিতেছেন যে আমরা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লক্ষ্য করিয়াই এই সকল বলিতেছি। তিনি যখন আসিলেন তখন ও বেদের অভ্রান্ততা সমাজ মধ্যে রহিয়াছে। কিন্তু যিনি তাঁহার হস্ত ধরিয়া আনিলেন, সেই মাতা যেন বলিলেন “এই অসত্য হইতে বাহির হইয়া চল।” অননি দেবেন্দ্র বাবু অপরূপ বস্তুর ন্যায় এই বহু দিনের পোষিত মতকে পরিত্যাগ করিলেন। ব্রাহ্মধর্ম্মের বিধ্বংসী উদারতা ও স্বাধীনতার পথে যে প্রধান কণ্টক ছিল, তাহা অন্তর্হিত হইল। কিন্তু এই বিশ্বব্যাপী উদারতা এবং বিশ্বাস ও কার্যের একতা বিষয়ে ব্রাহ্মসমাজের

যেকোন অগ্রসর হওয়া উচিত, তাহা হইতে তখনও অবশিষ্ট রহিল। প্রধান আচার্য্য মহাশয় ব্রাহ্মসমাজকে অভ্রান্ত শাস্ত্র ও অভ্রান্ত গুরু রূপ বন্ধন হইতে মুক্ত করিলেন, কিন্তু ইহাকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ও উদারতা দিতে প্রস্তুত হইলেন না। সুতরাং জগদীশ্বর আর এক দল যুবা পুরুষকে যেন ডাকিয়া বলিলেন “তোমাদের হস্তে এই কার্যের ভার দেওয়া গেল।” ইহারা গভীর ধর্ম্ম তৃষ্ণা, জলন্ত ধর্ম্মোৎসাহ, এবং অটল সত্য প্রিয়তা লইয়া সমাজ মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। বাবু কেশবচন্দ্র সেন এই দলের অগ্রণী হইলেন। ইহারা তিনটি ভাব বিশেষরূপে আনয়ন করিলেন। (১ম) প্রার্থনাশীলতা, (২) বিশ্বাস ও জীবনের একতা (৩) উদারতা। ইহারা নানা ধর্ম্ম শাস্ত্র হইতে বচন উদ্ধৃত করিয়া উদার গ্রন্থ প্রণয়ন করিলেন; দেশ বিদেশে প্রচারক প্রেরণ করিলেন; বিরোচিত সাহসের সহিত ধর্ম্ম বিগর্হিত দোষিত নীতির সংস্কারে প্রবৃত্ত হইলেন; নিকেরা অসাব্যসারের সহিত ধর্ম্মসাধনে রত হইলেন। জগদীশ্বরের দ্বারা অনুপ্রাণিত এবং প্রেরিত হইয়া যে ইহারা এই কার্য্য করিয়াছেন তাহা কে অস্বীকার করিবে। মত ভেদ নিবন্ধন বা বৈর-নিবন্ধন যদি তাহা অস্বীকার করি অকৃতজ্ঞতা অপরাধে অপরাধী হইব। ঈশ্বরের কার্য্যক্ষেত্রে তাঁহারা যে পরিভ্রম করিয়াছেন সে জন্য তাঁহারা ঈশ্বরের আশীর্বাদ এবং মানবের কৃতজ্ঞতা উপার্জন করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা যখন অজ্ঞাতসারে এরূপ সকল মত অবলম্বন করিতে লাগিলেন যদ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্মের মহৎ ও উদারতা গ্লান হইবার সম্ভাবনা, যখন সমাজ মধ্যে ব্যক্তি বিশেষের গৌরবকে প্রবল করিয়া তুলিতে লাগিলেন, তখন ঈশ্বর আবার বিদ্রোহ পতাকা উড্ডীন করিবার আদেশ প্রচার করিলেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ভূমিষ্ট হইয়াই সেই পতাকা হস্তে ধারণ করিলেন। আবার যদি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ নিজ কর্তব্য সাধনে উদাসীন্য করেন, তবে এভার ইহার হস্ত হইতে জগদীশ্বর কাড়িয়া লইয়া অপরের হস্তে দিবেন।

আমরা উপরে যে সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত বর্ণন করিলাম তাহা হইতে কয়েকটি উপদেশ লাভ করা যাইতেছে। প্রথম, ঈশ্বর ব্রাহ্মসমাজকে রক্ষা করিতেছেন। তাঁহারই শক্তি ইহার মধ্যে কার্য্য করিতেছে। যখনই ব্রাহ্মসমাজের উন্নতির ব্যাঘাত হইবার সম্ভাবনা হইতেছে, অমনি ইহার রক্ষার জন্য নূতন উপায় অবলম্বিত হইতেছে। তাঁহারা এই চক্রে পড়িয়া ঘুরিতেছেন, তাঁহারাও বুঝিতে পারিতেছেন না, যে জগদীশ্বর তাঁহাদিগের দ্বারা কি গুটী উদ্দেশ্য সংসিদ্ধ করিয়া লইতেছেন। দ্বিতীয়, আমাদের স্বকল্মস গরল সত্যপ্রিয়তা আছে, এবং যতক্ষণ আমরা একান্ত মনে তাঁহার উপর নির্ভর করিতেছি, ততক্ষণ আমাদের ভয় নাই। যদি ভ্রান্তি বশতঃ কখনও বিপথে গমন করি তিনি সুপথ প্রদান করিবেনই করিবেন। ব্রাহ্ম সমাজকে কেন তিনি চিরদিন ভ্রমে থাকিতে দিলেন না? তৃতীয়, যাহাঁদের সংকল্পের মধ্যে প্রকৃত সাধুতা আছে, ঈশ্বর তাঁহাদিগকে অসহায় রাখেন না। পুরাতন বর্ষান্তে এবং নব বর্ষের প্রারম্ভে আমরা তাঁহার এই বিচিত্র

লীলা একবার বিশেষভাবে স্মরণ করি। তিনি আমাদের বিশ্বাস ও আশা বৃদ্ধি করুন। শিশু সাধারণ লোকসমাজকে আশীর্বাদ করুন, যেন তাঁহারই কৃপার বিধানে উহা তাঁহার শুভ উদ্দেশ্য সাংসাধনে সমর্থ হয়।

নিমন্ত্রণ ।

জাগগো ঘরের লোক ওঠে গুন ঘরে

বিধাতার হৃদভি বাজিল !

উঠে দেখ দিনমণি, করহে আনন্দধ্বনি,

মহোৎসব ওই যে আসিল ।

খুলিয়া সন্দের ঘর, আজ পিতা রাক্ষসের

ডাকিছেন আয় সবে ভাই !

নরনারী এক প্রাণে, এক হৃদে একতানে

আয় আর সেই নাম গাই !

জয় জয় কোলাহলে, পূর্ণ করি বঙ্গস্থলে

ব্রহ্ম নামে উড়াই নিশান ?

প্রাণ মন ঢালি সবে, মাতি এই মহোৎসবে

পুণ্য স্রোতে করি সবে স্নান !

আমাদের পরিবার, কে কোথায় একবার

ডাক গুন সঞ্চয়গর পরে !

বিবাদ জড়তা ফেলে, প্রেম আলিঙ্গন মেলে

ছুটে এস সে পিতার ঘরে ।

আয় বোন আয় ভাই, দেখিয়া আনন্দ পাই,

আয় অশ্রু মুছাই সবার !

জন্মে জন্মে রাখি মুখ, আর বলি, সুখ দুখ

মিষ্ট কথা শুনি একবার !

প্রেমায় তুলিয়া কল্প মুখে দিই পরস্পরে

সে আনন্দে ভাসি রে সকলে !

নিব দিব বিলাইব, পথে পথে ছড়াইব

লয়ে যাব বাধিয়া অঞ্চলে ।

সাজাও সাজাও ডাঙা, কুলবধু কুলবালা

যেতে হবে, পিতারে ভেটতে !

পুণ্যের বসন পরি; পুষ্প আহরণ করি

বস ছাদি খালি সাজাইতে ।

যাই মোরা মহোৎসবে, আয়গো আয়গো সবে

বলে ঢাক পাড়ায় পাড়ায় ।

তনাও পবিত্র নাম, পুরুষ ভারত ধাম

ধবে ভাসি তাঁহার কৃপায় !

গৃহের স্নেহের ধন, কর কর শিশুগণ

কোলাহলধর ফাটাইয়ে !

তোদের কোমল মুখে, গান কর মনোহরে

প্রেম নদী যাক্রে বহিয়ে !

'যেথা পড়ে যেবা আছে, যাক বার্তা তার কাছে

কেহ যেন আজ নাহি কাদে ?'

সমাজ সাগরোপরি আজ যেনরে লহরী

উঠে দেখি সেই পূর্ব চাঁদে ।

ওহে ব্রাহ্ম জান নাহি, আর কি বৃদ্ধিতে বাকি

বিধাতার হস্ত কি দেখ না !

তারি কৃপা সঙ্গী হয়ে, ওই দেখ যার লয়ে

তার ধ্বনি শুনে কি শুন না ?'

বিস্ব বাধা নাহি গনি, দেখ করি জয়ধ্বনি

সত্য রাজ্য আসিছে ধরায় ।

জীবের উদ্ধার হবে, পাপী তাপী মুক্তি পাবে

এই ভবে তাঁহার কৃপায় ।

Continued from P 167

গৃহ-ধর্ম । (৬)

গৃহধর্মের রমণীর অবিকার ।

রমণী গৃহধর্মের লবণ স্বরূপ। তাঁহার অভাবে গৃহধর্মের স্বাদ থাকে না।

নারী কুল-স্থিতির মূল কারণ। তাহারই কারণে কুল, বংশ, গ্রাম, জনপদ প্রভৃতির সৃষ্টি হইয়াছে। তিনি শিশুগণকে লইয়া অসত্যতার প্রাণ-সংশয় অবস্থায় থাকিতে পারিলেন না বলিয়া, গৃহ, পল্লী, গ্রাম প্রভৃতির প্রয়োজন হইয়াছিল।

জগদীশ্বর তাঁহাকে সম্ভান দারণ ও সম্ভান পালনের ভার দিয়াছেন বলিয়া তাঁহার তিনটি বিষয়ের প্রয়োজন হইয়াছে। (১ম) নিকপদ্রব স্থান, (২য়) সবলের আশ্রয় (৩য়) সম্ভানগণের আহার। এই তিনটিই সকল পারিবারিক শৃঙ্খলার ভিত্তি স্বরূপ।

এই দুইটা ভার থাকাতাই রমণী দৈহিক শ্রম ও বহু সময় সাধ্য কার্যে কিয়ৎপরিমাণে পুরুষের পশ্চাতে পড়িয়া ছেন।

রমণীর জন্যই যখন গৃহের সৃষ্টি, তখন গৃহ মধ্যে সর্ব প্রধান স্থান তাঁহার, তৎপরে অপরের। অর্থাৎ তাঁহার সুখ ও সচ্ছন্দ সর্বপ্রথমে দৃষ্টব্য। এই জন্যই শাস্ত্রে বলিয়াছে " যত্র নাথ্যস্ত পূজ্যস্ত রমন্তে তত্র দেবতাঃ । নারীগণ গৃহে সমাদৃত হন দেবতাগণ সেই গৃহের প্রতি সমৃদ্ধি হন " রমণীর নেত্রমাগে যে গৃহের ভূমি মিলিত হয়, সেই গৃহে কল্যাণ নাই।

পুরুষ স্ত্রীর এবং শিশুদিগের সুখ শান্তির রক্ষক স্বরূপ থাকিবেন; কিন্তু রাজ্য পরিবার ভার তাঁহার নহে। যদি তিনি প্রজাপীড়ক রাজা হইয়া বসেন, সেই স্বার্থপর পুরুষ বিধাতার চক্ষে অপরাধী বলিয়া গণ্য হইবেন।

ধর্ম ও কর্তব্যের ব্যাঘাত না করিয়া পরিবার-অর্থের স্রবের উপায় যতদূর করিতে পারা যায়, করা ধার্মিক পতির পক্ষে অবশ্য কর্তব্য।

ধার্মিক পতি পত্নীকে ধর্মের চক্ষে দর্শন করেন এবং দাম্পত্য সম্বন্ধকে স্বর্গীয় ব্যাপার বলিয়া অনুভব করেন।

রমণীর প্রসন্ন মুখের শোভাই গৃহের অন্ধকার দূর করে, অতএব গৃহের এমন কোন স্থান থাকা উচিত নয়, যেখানে রমণীর গতিবিধি থাকিবে না। অবরোধ প্রথা পারিবারিক সুখের পরম শত্রু।

সন্তানদিগের রক্ষা, পতির সুখ স্বাস্থ্যের উপায় বিধান, দাসদাসীর মঙ্গল চিন্তা, ও অতিথি অভ্যাগতের পরিচর্যা এসকল প্রধানতঃ রমণীর উপর থাকিবে। পুরুষ এসকল বিষয়ে যত কম হস্তক্ষেপ করেন ততই ভাল। কিন্তু এই সকল কার্যের জন্য রমণীর শিক্ষিত হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন। রমণী যে অবলা ঠাট্টা তাহার বল, গৃহমধ্যে সকলেই যে শিশুর অধীন, দুর্বলতা ভিন্ন তার অন্য বল কি আছে?

বিপন্ন প্রকৃতিকে মনুষ্য ভাল বানে। নারীগণ দুর্বল-চিত্ত পুরুষকে ঘৃণা করেন। উগ্র প্রকৃতি ও সবলচেতা পুরুষের নিকটে বরং অধিক স্নেহ থাকে। ইহা অতি বিচিত্র কথা, কিন্তু ইহা নারী-প্রকৃতির একটা গভীর তথ্য।

নারী পুরুষের পরোক্ষর প্রভাব স্বরূপ। রমণী যেরূপ পুরুষের দোষগুণ বিচারে নিপুণ, এমন পুরুষ নহেন। স্ত্রীর নারী-সমাজ পুরুষ-সমাজের সংশোধনের প্রধান উপায় স্বরূপ, এই কারণেও অবরোধ প্রথা নিন্দনীয়।

যেমন স্বর্ঘ্যের মূল্য তেজ, চন্দ্ৰের মূল্য জ্যোৎস্না, সূর্যের মূল্য দীপ্তি, তেমনি রমণীর মূল্য পেম। ইহারই গুণে তিনি দুর্গম পর্বতে নিকরিনী, সংসার প্রান্তরে বটচ্ছায়া, এবং জীবন-পথের আতপত্র। ইহা দিন অমুভব করিতেছেন, তিনি বিধাতার বিধি দেখিতেছেন।

পশু যিনি তিনি রমণীকে বলেন, “আমার ঈশ্বর সেবার জন্য তোমাকে পাইয়াছি।” “মনুষ্য যিনি তিনি বলেন, আমার স্ত্রীর সুখী, দুঃখের দুঃখী হইবার জন্য তোমাকে পাইয়াছি” দেবতা যিনি তিনি বলেন, তোমাকে নিঃস্বার্থ প্রীতি দিয়াও তোমাকে সুখী করিয়া আমি স্বর্গে যাইব বলিয়া তোমাকে পাইয়াছি।

রমণীর চিন্তা অধিকাংশ সময় নিজগৃহে বদ্ধ থাকে, সুতরাং উদার ও মহৎ বিষয়ের শিক্ষা না থাকিলে, স্বার্থপরতা নীচতা, সংকীর্ণতা প্রভৃতি জন্মিবার সম্ভাবনা; এই জন্য তাঁহার উচ্চ শিক্ষার প্রয়োজন।

পুরুষের প্রাণ-নারীর শ্রদ্ধা ও নারীর প্রতি পুরুষের শ্রদ্ধা না জন্মিলে, উভয়ের সম্বন্ধের পবিত্রতা ও মহত্ত্ব রক্ষা হয় না। যে দাম্পত্য সম্বন্ধের মূলে শ্রদ্ধা নাই, তাহা লব্ধ-চিন্ততা ও ইচ্ছার সেবাতে পরিণত হয়।

উপাসনা ক্ষেত্রে আত্মাতে আত্মাতে যে সাক্ষাৎ হয়, স্ত্রীর তাহার মধ্যে থাকেন; সুতরাং রমণী সর্বদা পুরুষের সহিত একত্র উপাসনা করিবেন।

Continued from P. 163
প্রার্থনা স্তবক। (৭)

শোকের সময়ে প্রার্থনা।

হে পরম প্রভো, তোমার কার্য্য প্রণালীর মর্ম্ম কে বুঝিবে? আমি নূতন, আমি অবিদ্বান, আমি দুর্বল, আমি সংসার চক্রে

পতিত হইয়া কখনও হাসি, কখনও কান্না : কখনও আনন্দ উল্লাসে পূর্ণ হইয়া তোমার স্তুতি গানে প্রবৃত্ত হই; কখনও নিজশিরে কণাঘাত করিয়া হা হতোম্ম করিতে থাকি। পিতা সেই সকল শৃঙ্খলে তুমি আমাদিগকে বদ্ধ করিয়াছ যে শৃঙ্খল সহ্যা বিচ্ছিন্ন হইলে আমাদের নেত্রে জলধারা পতিত হয়। আমাদের এ দুর্বলতা তুমি দেখিতেছ। তোমাতে যাহার প্রকৃত বিশ্বাস আছে তাহার নিকট ইচ্ছাকৃত পরকাল যে অধিক দূর নয়। আত্মীয় স্বজন মৃত্যুরূপ ব্যবহারিক পরপারে গেলোইত সকল সখ্যক বিচ্ছিন্ন হয় না। ধার্মিকের নিকটে পরকাল ত বিদেশ নয়। সে দেশ বিদেশ কি শকারে হইবে, যেখানে জনক জননী হইয়া তুমি জীবকে কোড়ে স্থান দেও, যেখানে ক্ষুদ্রের স্নেহ ও প্রণয়ের পাত্র পাঞ্জীরা একে একে সংগ্রহীত হইয়াছেন, সেইত স্বদেশ। আমার অবিদ্বানী হৃদয়কে সেই পরকালকে নিকট বলিয়া অনুভব করিতে দেও। অজ্ঞ যাহার শোক হৃদয় মেঘচ্ছন্ন হইতেছে, পিতা তোমার চরণ তলে তিনি আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়াছেন। সেখানে মানবের যত, মানবের অমুরাগ, মানবের শুষ্কতা গমন করে না; কিন্তু তোমার স্নেহ এবং অনুরাগেরত বিরাম নাই। হে প্রভো! হৃদয়ের প্রিয়ধনকে স্নেহ কোড়ে রক্ষা কর। যে উদ্দেশ্যে তুমি এ জগতে স্থান দিয়াছিলে তাহা সম্পূর্ণরূপে সাধিত হয় নাই। তুমি পরকালে সে অভাব দূর কর। এ অবশ্যে তুমি যেমন সহায় তেমনি পরকালে সঙ্গী ও সহায় হইয়া উন্নতির পর উন্নতি এবং শান্তির পর শান্তিতে বহিয়া যাও। এবং আমার দুর্বল প্রাণে বল দেও; যেন আমি প্রিয়জন বিয়োগের এই দারুণ শোক বহন করিতে পারি। দেখ নাথ, তোমার যে ইচ্ছা তাহা মঙ্গল ইচ্ছা, সেই ইচ্ছার অঙ্গ হউক, আমার দুর্বল ইচ্ছা পরাজিত হউক।

বিপন্নদিগের জন্য প্রার্থনা।

পরম প্রভু! এ দাস অদ্য বিপন্নদিগের জন্য প্রার্থনা করিতেছে। আমাকে যাহারা ঘৃণা করেন, আমার অনিষ্ট সাধনে যাহারা সুখী হন, আমার নিন্দাবাদে যাহারা আনন্দিত হন, তুমি তাহাদিগকে কৃপা কর, তোমার প্রতি এবং সাধুতার প্রতি বিশ্বাস নাই বলিয়া, আমি তাহাদিগকে শত্রু জানে অনেক সময় ঘৃণা করি এবং তাহাদিগের প্রতি ক্রুদ্ধ হই। যদি নাথ! তোমার কৃপার এ দাসের একটুকুও প্রকৃত সাধুতা থাকে, তবে কাহারও অনিষ্ট চেষ্টারূপে কোন ক্রটি হইতে পারে না। আর যদি বাস্তবিক কোন দোষ বা পাপ থাকে, সে জন্য আমি যুগারই উপযুক্ত, সে ঘৃণা প্রকাশ করিলে কেন পরের প্রতি ক্রুদ্ধ হই, আমি যখন তোমার নিকট আসি তখনও আপনাকে অনেক সময় বাস্তবিক মলিন বলিয়া অনুভব করি। তবে অপরে সেই মলিনতা দেখিয়া অবজ্ঞা করিলে কেন তাহাদের সহিত শত্রুতাচরণে প্রবৃত্ত হই! আমাকে বৈর্য ও সহিষ্ণুতা দেও। আমি যাহার উপযুক্ত

তাহা পাঠবার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকি, আমার বিপক্ষ যাচারাই তাঁহারা যে অজ্ঞাতসারে অনেক সময় আমার উপকার করেন। যে সকল দোষ আমি নিজের দেখিতে পাঠ না অথবা দেখিয়া আশ্চর্য বশতঃ সামান্য বলিয়া উপেক্ষা করি তাহা তাঁহারা দেখাইয়া দেন। তাঁহারা না দেখাইলে আমি কত অন্ধকার মধ্যে থাকিতাম। এইরূপে কত সময় তাঁহারা আমায় মহোপকারী বন্ধুর কার্য্য করিয়াছেন। জগদীশ্বর! তোমার আদেশ এই, যে আমরা অনিশ্চয়কারী হই সাধন করিব, বিপক্ষকে প্রীতি করিব। আমরা এই উপদেশকে সত্য বলিয়া মানি এবং প্রচার করি, কিন্তু জদয় এ সত্যের অনুসারী হইবার পক্ষে কত অমুপযুক্ত তাহা জান। আমরা উন্নত ধর্ম্মভাব এখনও প্রাপ্ত হই নাই। কোমার বিশেষ রূপা, ও সাহায্য বাতীত এ দাসের অস্থিরের সে পরি-বর্তন ঘটিবে না। একান্ত মনে প্রার্থনা করিতেছি, এ জদয়কে সেই উদার প্রীতির উপযোগী কর। তোমার করুণার জয় হউক।

ব্রাহ্মসমাজ।

শ্রদ্ধাঙ্গদ পণ্ডিত পণ্ডিত বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় ফরিদপুর সমাজ কর্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া কণাকার উৎসব কার্য্য সম্পাদনার্থ গমন করিয়াছেন। সেখানকার উৎসব সমাপ্ত করিয়া তাঁহার বাগ আঁচরিতে যাঁচবার সংকল্প আছে। তদনন্তর তিনি কলিকাতাতে আসিবেন। এখানে সকলে উৎসবের জন্য প্রস্তুত হইবেন।

শ্রদ্ধাঙ্গদ পণ্ডিত রাম কুমার বিদ্যারত্ন মহাশয় দুইজন বন্ধু সমভিব্যাহারে রাজশাহী সমাজের উৎসব কার্য্য সম্পাদনার্থ গমন করিয়াছেন। তাঁহারা রাজশাহী হইতে আরও কোন কোন স্থানে গমন করিবেন।

ভক্তি ভাজন প্রধান আচার্য্য দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর মহাশয় নৌকাযোগে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের অভিমুখে গমন করিতেছেন। সাহেবগঞ্জ হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন, যে তিনি একদিবস উক্ত ঠেখানে থাকিয়া একটি ধর্ম্মোপদেশ দিয়াছিলেন। উপদেশ শ্রবণে সমাগত সকলেই বিশেষ প্রীতি লাভ করিয়াছিলেন।

বিগত ২০এ ডিসেম্বর সোমবার কলিকাতা নগরে ব্রাহ্ম পদ্ধতি অনুসারে একটি বিবাহ হইয়া গিয়াছে। পাত্রের নাম শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্রনাথ দাঁ, বয়ঃক্রম অনুমান ২৮ বৎসর জাতিতে বণিক। পাত্রী নাম শ্রীমতী কামিনী দেবী জাতিতে ব্রাহ্মণ, বয়ঃক্রম অনুমান ১৯ বৎসর। এই বিবাহটি ১৮৭২ সালের তিন আইন অনুসারে রেজেষ্ট্রি করা হইয়াছে।

করাসি দেশে “রিবিউ ডে ডো মনডে” নামে এক খানি প্রসিদ্ধ ও সম্ভ্রান্ত মাসিক পাক্ষিক পত্রিকা আছে। তাহাতে সম্প্রতি ব্রাহ্মসমাজ বিষয়ে একটি সুদীর্ঘ প্রস্তাব প্রকাশিত হইয়াছে। তাহার এক স্থানে ব্রাহ্মসমাজের তিনটি শাখার বিষয়ে এইরূপ লিখিত হইয়াছে;

“উপরে আমরা সাধারণ সমাজের যে বিজ্ঞাপন পত্র উদ্ধৃত করিলাম, তাহাতে স্পষ্টই কথিত হইয়াছে, যে এ সমাজে জ্ঞানকে হীন করিয়া ভাব মাত্রকে প্রস্তর দেওয়া হইবে। ইহাতে আশা হয় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজই ব্রাহ্মধর্ম্মকে পূর্ণতা প্রদান করিবেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের হস্তে ব্রাহ্মধর্ম্মের কুসংস্কার, বিদীনতা ও উদারতা রক্ষিত হইবে। উদ্ভাবনের মধ্যে আদি সমাজের সমাজ সংস্কার সধক্ষীয় মতের সংকীর্ণতা, কিম্বা ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের ধর্ম্ম সধক্ষীয় ধর্ম্ম প্রলাপ মন্তল স্থান প্রাপ্ত হইবে না। কিন্তু এ স্থলে ইহা বলা কর্তব্য যে আদি সমাজের সহিত সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কেবল সমাজ গঠন প্রণালীতেই প্রভেদ, কিন্তু ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সহিত আদি সমাজ এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মতগত গুরুতর প্রভেদ লক্ষিত হয়। এমন কি দেখিলে একপা সন্দেহ হয়, যে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ পরিণামে ব্রাহ্মসমাজ থাকিবে না। কারণ কেশবচন্দ্র সেন, অবোধে তাঁহার কল্পনা পথে অবতরণ করিতে করিতে, যদি তাঁহার মধ্যবর্ত্তিত্বের মত আরও বিকশিত করিতে পান, তাহা হইলে হয় তিনি প্রাচীন হিন্দু তদৈবতবাদে প্রবিশ্রু হইবেন, কিম্বা কোন প্রকার খৃষ্টীয় মত গ্রহণ করিবেন, কিম্বা নিজে একটি সম্প্রদায় রাখিয়া যাইবেন। কিন্তু তাহার ধর্ম্ম ব্রাহ্মধর্ম্ম থাকিবে না।”

শ্রদ্ধাঙ্গদ পণ্ডিত শিবনারায়ণ অধিহোত্রীর গৃহিণীর নাম পাঠকগণের অনেকেই শ্রুত অছেন। আমরা অস্তরের হৃৎপের সহিত পাঠকগণকে সংবাদ দিতেছি, যে এই মহিলা অল্প দিন হইল, বাগিন্ধপতি ও মাতৃহীন সন্তানদিগকে রাখিয়া পরকাল গত হইয়াছেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রতি ইহার অত্যন্ত অনু-রাগ ছিল। ইনি পঞ্জাব প্রদেশে রমণীদিগের মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্য সকল প্রচার করিবার জন্য কোন প্রমকে শ্রম জ্ঞান করিতেন না। ঘরে ঘরে গিয়া কুলবধুদিগকে ধর্ম্মের কথা শুনাইতে, নিমন্ত্রণ করিয়া সকলকে লইয়া উপাসনা করিতেন। এতদ্বিন্ন সংপরামর্শ ও উপদেশাদি দ্বারা সমবয়সী বা নান বয়সী যুবতীদিগকে সর্বদা সংপথে, ও সংসর্গে নিযুক্ত রাখিবার চেষ্টা করিতেন। ইহার বয়ঃক্রম মৃত্যুকালে ২৮ বৎসর মাত্র ছিল। ইহার মৃত্যুতে ঈশ্বরের এক জন সেবিকা এ জগত হইতে অন্তর্হিত হইলেন। জগদীশ্বর তাঁহার আত্মাকে সুখ লাভিতে রক্ষা করুন।

আমাদের ইংলণ্ডীয় ব্রাহ্মবন্ধু ভরসি সাহেব লণ্ডনের টাইমস নামক পত্রিকাতে এক বানি পত্র লিখিয়াছেন তাহার মর্ম্ম এই,

“আমি সম্প্রতি কেশবচন্দ্র সেনের একটি প্রার্থনা প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহা অতি ভয়ঙ্কর প্রতিহিংসার ভাবে পরিপূর্ণ। তাহারাই তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহারা ঐ প্রতিহিংসার পাত্র। ব্রাহ্ম পাবলিক ওপিনিয়ন ঐ প্রার্থনার যে প্রশস্ত ভাবপূর্ণ ও উদার প্রত্যুত্তর দিয়াছেন, তাহা পূর্বোক্ত প্রার্থনার সম্পূর্ণ বিপরীত। ইংলণ্ডের লোকের জানা কর্তব্য, যে ব্রাহ্মদিগের প্রায় সকলেই কেশবচন্দ্র সেনকে পরিত্যাগ করিয়াছে।”

আগামী মাঘোৎসবের নিয়মিত কার্যপ্রণালী এখনও
কাৰ্যনির্বাহক সভার বিবেচনাদীন আছে—

- ৮ ই মাঘ বৃহস্পতিবার—উৎসবের উদ্বোধন ।
- ৯ ই মাঘ শুক্রবার—বালক বালিকাদিগের উৎসব ।
- ১০ ই মাঘ শনিবার—সঙ্গীতন ।
- ১১ ই মাঘ রবিবার—মন্দির প্রতিষ্ঠা ও উৎসব ।
- ১২ ই মাঘ সোমবার—সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক সভা ।
- ১৩ ই মাঘ মঙ্গলবার—ব্রাহ্মিকাদিগের উৎসব ও সামাজিক সম্মিলন ।
- ১৪ ই মাঘ বুধবার—ভীষ্মসমাজের সাংবৎসরিক উৎসব ।
- ১৫ ই মাঘ বৃহস্পতিবার—প্রচার কার্যের উন্নতি জন্য উপাসনা ও কথোপকথন ।

এতদ্বির পূর্বাঙ্কে এক দিবস ব্রাহ্মগণ নিজ নিজ গৃহে
উৎসব ও ব্রাহ্মসমাজের জন্য উপাসনা করিবেন ও এক দিবস
প্রমজীবিনীগের উৎসব হইবে ।

প্রেরিত ।

শ্রদ্ধেয় আনন্দমোহন বাবু এখানে গত রবিবারে স্কুলের
ছাত্রদিগের পারিতোষিক দানার্থে সভাপতিত্ব আসন গ্রহণ
করেন এবং একটি হৃদয়গ্রাহী উদ্দেশক বক্তৃতা করিয়া
শিক্ষার একান্ত উদ্দেশ্য সকলের হৃদয়ে গ্রথিত করিয়া দিয়া-
ছেন । তাঁহার বাগ্মিতা ও সুনিষ্ঠ বচন সকলকেই মুগ্ধ করিয়া-
ছিল—কেবল বাক্যের দ্বারাই যে এখানকার নিমিত্ত শিক্ষিত
দল উপকৃত হইয়াছেন এমন নহে । তাঁহার সদৃষ্টান্তে সকলেই
শিক্ষার তাৎপর্য বুঝিতে পারিতেছেন । সেই সভাস্থলেই তিনি
কাঞ্চন জমিদারদিগকে এমন ভাবে সুল প্রভৃতি দেশহিতকর
কাৰ্য্যে যোগ দিতে বাধ্য করিলেন, যে সকলেই সম্মত হইতে
নিজ নিজ সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিতে স্বীকৃত হইলেন ও
সেইখানেই যে ছাত্র প্রথম এণ্ট্রেন্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে
পারিবে, তাহাকে একটি রৌপ্য মেডেল দিবেন অঙ্গীকার করি-
লেন । তৎপরে পরদিন স্কুলের সকল ছাত্রগণকে মিষ্টান্নভোজন
করাইয়া তাহাদের মন আরো আকৃষ্ট করিয়াছেন । এখানে ছাত্র-
দিগের একটি সভা আছে তাহুর উদ্দেশ্য বালকগণের নীতি
শিক্ষা, চরিত্র গঠন । সেই সভাতে যাহাতে কল দর্শে
সেই অভিপ্রায়ে একটি লাইব্রেরী করিতে আমাদের অনেক
চেষ্টা ছিল—এখন আশা করি তাঁহারই উত্তেজনায় তাহা
সম্পাদিত হইতে পারিবে । তিনি সেই বিষয় লইয়া স্কুল
কমিটিতে আন্দোলন করিয়া প্রায় অনেককে অগ্রমোদন
করিতে বাধ্য করিয়াছেন ও স্বয়ং ১০১ টাকা দান করিয়াছেন
মহাশয় এবার আনন্দমোহন বাবু এখানে আসায় কাঞ্চির যে
কত উপকার হইল তজন্য তাঁহাকে উপযুক্ত কৃতজ্ঞতা জানা-
ইতে সকলেরই ইচ্ছা ।

* ১৯ পৌষের তত্ত্ব-কৌমুদীতে মতিহারির একখানি পত্র
দেখিলাম এবং তাহা ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদকের উদ্দেশ্যেই

* ষাটার চাঁদা দিয়াছেন, তাঁহাদের অর্থের হিসাব
সম্বন্ধে আরও কিছু জানা-
অধিকার আছে, সুতরাং আমরা মতিহারি সমাজ

লেখা হইয়াছে প্রতীক হইল—মতিহারি ব্রাহ্মসমাজের মঙ্গল
অমঙ্গল সম্বন্ধে আমার একটু বিশেষ সম্বন্ধ আছে । কেননা
এই সমাজ হইতে আমি প্রথম ব্রাহ্মধর্মের সত্য সকল গ্রহণ
করি । ১৮১৬ সালে স্কুল ত্যাগ করিয়া যখন মতিহারি গমন
করি, তখন আমি খৃষ্ট মিসনারি দ্বারা শিক্ষিত অর্দ্ধ খৃষ্টান
ছিলাম । এমন কি প্রত্যহ যে প্রার্থনা করিতাম, তাহাও
খৃষ্টের উপদেশমতে, পরে এখানে গিয়াই পবিত্র ব্রাহ্মধর্মের
সত্য গ্রহণ করি । সেই জন্যই উক্ত সমাজের উপর আমার
একটি অকৃত্রিম স্নেহ আছে ও তাহার মঙ্গলামঙ্গল আমার
বিশেষ দর্শনীয় । পরপ্রেক্ষক যে যুক্তিতে কতকগুলি প্রশ্ন করি-
য়াছেন, এই প্রশ্ন ও যুক্তি আমি থাকিতেও অনেকের মুখে
শুনিতাম, গত বৎসর নবেম্বর মাসে যখন আমি সেখানে
ছিলাম, তখন এইরূপ মন মালিন্য দেখিয়া একটা সভা
আহুত হয় এবং ঐ সভায় এই বিষয় লইয়া আলোচনা হয় ।
তাঁহাতে জানা গেল যে সমস্ত সভাগণের মধ্যে দুইটি মাত্র
সভা বিদ্বেষ পরবশ বা “স্বপ্নাভিমানী” হইয়া সভা প্রণী
হইতে বিচ্যুত হইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন এবং তাঁহারা
আবার আর্গ্য সমাজে কার্যকারী সভা হইলেন । পরপ্রেক্ষক
যিনিই হউন তাঁহার লেখার ভুলে আমি তাঁহাকে চিনিতে
পারিয়াছি এবং বোধ হয় এই পরপ্রেক্ষকই আমাদের নিকট
এই বিষয়ের উত্তর একবার শুনিয়াছেন—তাঁহার প্রথম প্রশ্ন
এইভাবে মীমাংসিত হইয়াছিল যে যৎকালে দুইটি সভা ভিন্ন
কেহই সভা প্রণী হইতে বিদায় গ্রহণ করিতেছেন না, তখন
ইহাকে সমাজ বলিতে পারা যায় । তবে প্রত্যেক সভার
জীবনের কাণ্ড সকল এখনও সমাক্রমে প্রকাশিত না
হইতে পারে, কিন্তু তাঁহাদের বিশ্বাস তৎসংগেই গামা । আশা করি
প্রত্যেক সভাই কর্তব্য পালনে যত্নশীল হইতেছেন । দ্বিতীয়
প্রশ্নটি পত্র প্রেক্ষক সাধারণ সম্মুখে অবতারণা করিয়া নিজের
বিশেষ ভাবের বিশেষ পরিচয় দিয়াছেন । যখন তিনি জানেন
যে উক্ত ব্রাহ্ম মহাশয় সমাজের নামে যে অর্থ সংগ্রহ করেন
তাহা সমাজের ব্যয়েই খরচ করেন ও তাহার রীতিমত হিসাব
দিতে সর্বদা প্রস্তুত আছেন, সমাজের ব্যয় সম্বন্ধে তাঁহার যদি
এত সন্দেহ হয়, তিনি কেন তাহার বিশেষ তত্ত্ব না রাখেন ।
মতিহারি সমাজে দাতব্য বিভাগে অধিক অর্থ ব্যয় হয়,
তাহা কি তিনি জানেন না । তৃতীয় প্রশ্ন তাঁহার উত্থাপিত
করাই কেমন কেমন হইয়াছে । যখন জানেন যে সাধারণ
কার্যের জন্য যে টাকা উঠে, তাহা বতদিন টুটি না হয়
ততদিন সম্পাদকের হস্তেই থাকে, অথবা সভা যাহাকে

সম্বন্ধীয় পুত্রপানি গতবারে মুদ্রিত করিতে বাধ্য হইয়া-
ছিলাম । আমরা জানি মতিহারি সমাজের সম্পাদক এক
জন পরম শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি এবং পত্রপ্রেক্ষক মতিহারি সমাজ
সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা ঠিক নহে । অথচ তাহার
একমাত্র সভা নয় । সমাজ সংক্রান্ত সমুদায় সংবাদ সম্পা-
দক মহাশয় নিজ দিলে ভাল হয় এই ভাবিয়াই আমরা
আশা করিয়াছিলাম যে তিনি শীঘ্র সন্তুষ্ট দিবেন । তাহা-
হউক উক্ত সমাজের বিশেষজ্ঞ এক ব্যক্তি যে এবিষয়ে
অগ্রসর হইয়াছেন ইহা পরম পরিভোষের বিষয় । ত, সং

মনোনীত করেন তাহারই নিকট থাকে। কিন্তু মতিহারিতে তাহাও হয় নাই। আমি জানি উক্ত টাকা সাধারণের সম্মতিতে যেবিং ব্যাঙ্কে আছে। পরে প্রেরক টাকার যে সংখ্যা দিয়াছেন তাহাই কি প্রকৃত। প্রকৃত সংখ্যা তিনি না আনিয়া শুনা কথার কেন অন্যের চরিত্রে হস্তার্পণ করিতে সাহসী হইলেন বুঝিতে পারি না। চতুর্থ প্রস্তাবের মীমাংসা প্রথমেই হইয়া গিয়াছে। সমাজের সভ্যদিগের উপস্থিত সম্মুখে তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ সত্য কি না, আমি বলিতে পারি না, তবে এই পয়সার জন্য যে কার্য্য গতিকে কোন কোন দিন সভ্যের সংখ্যা অত্যন্ত কম হয়। তাহাতে সমাজের সভ্য সংখ্যা হ্রাস হইয়াছে একথা বলা যাইতে পারে না। মতিহারী সমাজের সম্পাদক মহাশয় যেরূপ উৎসাহ ও যত্নেব সম্মিত কায়া করিতেছেন, এইরূপ সকল সভ্যই যদি ধর্ম্মের বিস্তার জন্য যত্ন করেন তাহাই হইলে ব্রাহ্মধর্ম্ম ভারত সমস্ত দেশে প্রচারিত হয়। তাঁহার ধর্ম্ম জীবনের জন্য মতিহারীর প্রত্যেক লোকই কি ব্রাহ্ম, কি হিন্দু, কি মুসলমান সকলেই তাঁহাকে আস্থা করিয়া থাকে। সামান্য মত ভেদে যিনি এইরূপ চরিত্রবান ব্যক্তির প্রতি বিদ্বেষী হইতে পারেন, তাহার হৃদয় যে এখনও প্রকৃত শিক্ষা হইতে কত দূরে অবস্থিত তাহা বলা যায় না। আমার হৃদয়ের এই প্রার্থনা যে মতিহারিতে যত গুলি শিক্ষিত লোক আছেন তাঁহারী যেন সাধারণের হিতকর কার্য্যে সকলে সমবেত হইয়া কুসংস্কার পাপ বাড়িচারের বিদ্বেষী হন, বন্ধু বন্ধুতে একরূপ ভাব অত্যন্ত শোচনীয়।

এখন মহাশয় অগ্রহ করিয়া আমার পরামর্শ তত্ত্ব কৌমুদীতে প্রকাশ করিলে চিরবাসিত হইবে। ইহাতে যে ভ্রম ও দোষ ঘটিয়াছে সংশোধন করিয়া একটু নিজের উপদেশ দিতে ক্রটি করিবেন না।

স্ব. কলি কামি

শ্রী উ।

তত্ত্বকৌমুদীর মূল্য প্রাপ্তি।

১৮৮০। নবেম্বর।

বাবু মহিমচন্দ্র দে	ধুবড়ী	৩.
„ প্রসন্নকুমার বসু	আলিসাকান্দা	৬.
„ অশ্বতোষ মিত্র	কলিকাতা	২১০
„ অমৃতলাল মজুমদার	আজিমগঞ্জ	৩.
„ কৈলাসচন্দ্র রায়	ঢাকা	৩.
„ দুর্গাদাস দত্ত	ধুবড়ী	৩.
„ গোহাটী ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক		৩.
„ কেদার নাথ কুলতি	বাঁকুড়া	১১০
„ মজুমদার কোম্পানি	কলিকাতা	২১০
„ হরচন্দ্র মিত্র	হুগলিগুরি, ডিফ গড়	৩.
„ হারানচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	পঞ্চগ্রাম/বহরমপুর	৩.
শ্রীমতী পরমারাধ্যা	স্বর্ণগ্রাম	৬০
বাবু ভগবানচন্দ্র বসু	কলিকাতা	২১০

বাবু 'হরিশ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	মতিহারি	৩.
„ জগদ্বন্ধু লাহা	ঢাকা	৩.
„ রাধারমণ সিংহ	কলিকাতা	৩.
„ প্রসন্নকুমার বিশ্বাস	ঐ	২১০
„ কালীকুমার ঘোষ	ঐ	২১০
„ উমাচরণ ঘটক	মতিহারি	৩.

বিজ্ঞাপন।

আগামী ২৪শে জ্যৈষ্ঠয়ারী, সোমবার, কর্ণওয়ালিস্ ট্রীট্‌হ ২১১ সংখ্যক ভবনে, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা গৃহে, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের তৃতীয় সাংবৎসরিক অধিবেশন হইবে। উক্ত অধিবেশনে নিম্নলিখিত কার্য্যগুলি স্থিরীকৃত হইবে:—

- ১। বার্ষিক রিপোর্ট।
- ২। কর্ম্মচারী নিয়োগ।
- ৩। অধ্যক্ষ সভার সভ্য নিয়োগ।
- ৪। নিয়ম পরিবর্তন।

শ্রীযুক্ত বাবু দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী প্রস্তাব করিবেন।

ক। ২৮ নিয়মের শেষ ভাগে এই টুকু যোগ করিতে হইবে।

যদি কোন কারণ বশতঃ অধ্যক্ষ সভার সমস্ত কিম্বা অধিকাংশ সভ্য এক সময়ে কর্ম্ম পরিত্যাগ করেন কিম্বা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন, তাহা হইলে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কোন বিশেষ অধিবেশন অধ্যক্ষ সভার সভ্য নিয়োগ করিতে পারিবেন; কিন্তু এপ্রকার নিয়োগ অন্য এক অধিবেশনে অনুমোদন না হওয়া পর্য্যন্ত অধ্যক্ষ সভা সংগঠিত হইবে না। এই দুই অধিবেশনের মধ্যে অন্ততঃ এক মাস ব্যবধান থাকা কর্তব্য।

খ। “১০ নিয়ম এই রূপ পরিবর্তিত হইবে।

“অধ্যক্ষ সভা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কর্ম্মচারিগণকে ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অন্যান্য সভ্যের মধ্যে হইতে ১২ জন আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম লইয়া একটা কায়া নির্বাহক সভা নিযুক্ত করিবেন কোন কারণে প্রয়োজন হইলে উক্ত ১২ জনের মধ্যে কোন। সভ্য পরিবর্তন ও শূন্য পদে নতুন সভ্য নিয়োগ করিতে পারিবেন।”

গ। “৩১ নিয়ম এইরূপ হইবে।

“সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক অধিবেশনের পর তিন সপ্তাহ মধ্যে অধ্যক্ষ সভার সমস্ত সভ্যের মত লইয়া, একটা বিশেষ অধিবেশনে অধ্যক্ষ সভা কায়া নির্বাহক সভার উক্ত দ্বাদশ সভ্য নিযুক্ত করিবেন। নতুন কায়া-নির্বাহক সভায় যাহারা প্রবেশার্থী হইবেন, সম্পাদক এই তিন সপ্তাহ মধ্যে তাঁহাদিগের সম্মুখে অধ্যক্ষ সভার সমস্ত সভ্যের মত জানিবেন এবং সেই মত অধ্যক্ষ সভার গণনা করিয়া আসিবে।”

ঘ। “৩২ নিয়মে এই টুকু যোগ হইবে।

“কিন্তু ৫০০০ শত টাকার অধিক ব্যয় করিতে হইলে

অধ্যক্ষ সভার তাহা জ্ঞাপন করিয়া উক্ত সভার মত লইতে হইবে।”

ত্রিযুক্ত বাবু কালীশঙ্কর স্কুল প্রস্তাব করিবেন—
সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারকদিগকে কার্য্য নির্বাহক সভার সভ্য বলিয়া পরিগণিত করা হউক।

৫। নূতন সভ্য মনোনয়ন।

৬। বিবিধ।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কার্যালয় } ত্রিমোহিনীমোহন বসু
২ রা জাহ্নুরারি—১৮৮১ } সম্পাদক।

আগামী ৯ ই জাহ্নুরারি রবিবার অপরাহ্ন ৩ ঘটিকার সময় ১০ নম্বর মির্জাপুর ষ্ট্রীটে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের অধ্যক্ষ সভার তৃত্ব ত্রৈমাসিক অধিবেশন হইবে।

কার্য্যের তালিকা।

১। কার্য্য নির্বাহক সভার কার্য্য বিবরণ।

২। সম্পাদক ও কার্য্য নির্বাহক সভার প্রতি অসন্তোষ প্রকাশের জন্য বাবু দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী কর্তৃক ২ টি প্রস্তাব।

৩। নিয়ম পরিবর্তন সম্বন্ধীয় বিজ্ঞাপনের বিষয় বিবেচনা।

৪। সভ্য নিয়োগ।

৫। বিবিধ।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কার্যালয় } ত্রিমোহিনীমোহন বসু
৬ই ডিসেম্বর ১৮৮০ } সম্পাদক।

তত্ত্বকৌমুদীর প্রথম ভাগের প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা বাদে প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ একত্রে বাক্যই হইয়া বিক্রয়ার্থ আফিসে প্রস্তুত আছে মূল্য ৪ ডাকমাশুল ১০/০। কার্য্যার্থক।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজমন্দির নির্মাণ জন্য ষাঁহারী চাঁদা স্বাক্ষর করিয়াছেন, তাঁহাদিগের নিম্নে নিম্নে নিবেদন যে, তাঁহারা অবিলম্বে তাঁহাদিগের অঙ্গীকৃত অর্থ প্রেরণ করিয়া বাধিত করেন। শীঘ্র শীঘ্র অর্থ সংগ্রহ না হইলে সমাজ-মন্দির নির্মাণ কার্য্য চলা স্বকঠিন হইবে।

১৩ নং মির্জাপুর ষ্ট্রীট, } ত্রিগুরুচরণ মহলানবিশ
কলিকাতা। } বিল্ডিং ফণ্ডের সম্পাদক।

রবিবাসরীর ছাত্র সমাজে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত উপদেশ সকল গ্রহণকারে যুক্তিত করিয়া বিক্রীত হইতেছে। গ্রহণেচ্ছুক ১৩ নং মির্জাপুর ষ্ট্রীট ভবনে আমার

নামে মূল্য সহ পত্র লিখিলে, উক্ত গ্রন্থ তাঁহাদের নিকট প্রেরিত হইবে।

প্রার্থনার আবশ্যকতা ও যুক্তিসূক্ততা ১০

জাতি জ্ঞান ১০

পরকাল ১০

ভারত ক্ষেত্রে সংস্কার কার্য্য ও তৎসাধনের উপায় ১০

১৩ নং মির্জাপুর ষ্ট্রীট } ত্রিআদিনাথ চট্টোপাধ্যায়।
৩১ জ্যৈষ্ঠ। } সহঃ সম্পাদক।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের দাতব্য, প্রচার ফণ্ডের দাতব্য, এবং পুস্তকের মূল্য হিসাবে ষাঁহার নিকট যাহা প্রাপ্য আছে, অগ্রহণপূর্ব্বক এই সময় প্রেরণ করিলে বিশেষ উপকৃত হওয়া যায়। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অনেক ব্যয়ের প্রয়োজন, অর্থাভাবে তাহা স্কন্ধ ও স্মৃশালরূপে নিকা-হিত হইতে পারে না, ইহা বলা বাহুল্য। অতএব সভ্য, গ্রাহক ও স্থানীয় এজেন্ট মহোদয়গণ এবিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হন, একান্ত প্রার্থনা।

উপরিউক্ত দাতব্য ও মূল্য অন্য নামে পাঠাইলে গোল-যোগ হয়, এই জন্য আমার নামেই প্রেরণ করিলে বাধিত হইবে।

১৮৮০। ১৫ ই জুলাই } ত্রিউমেশচন্দ্র দত্ত
১৩ নং মির্জাপুর ষ্ট্রীট কলিকাতা } সহকারী সম্পাদক।

বিক্রয়ের পুস্তক।

নিম্ন লিখিত পুস্তকগুলি ১৩ নং মির্জাপুর ষ্ট্রীট সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্যালয়ে প্রাপ্ত হওয়া যায়। যথঃ—

পুস্তকের নাম	মূল্য	ডাকমাশুল
Channing's Complete works	১১০	৮/০
Practical Sermons	৫০	১০
Memoir of Dr. Carpenter	৫০	১০
Perfect Life	১৫০	৫/০
Morning & Evening meditations	১৫০	৫/০
Last Days of Raja Ram Mohon Roy	১০	১০
সম্মত-হার (বাবু পুণ্ডরীকান্ন মুখোপাধ্যায় প্রণীত)	১০	১০
স্বকচরিত্র	১০	১০
ধর্ম্মকুসুম (বালক বালিকাদিগের জন্য)	১০	১০
জাতীয় সম্মত	১০	১০
অধ্যাত্মতত্ত্ব ও ধর্ম্মসাধন	১০	১০
প্রবন্ধ-লতিকা	১০	১০
Almanac 1880	4 annas	
Second Annual Report 1879 ; 6 annas		
সোপান—নীতি বিষয়ক প্রবন্ধ	১০	১০
Brahmo-Yea Book 1879 (Miss Collet's)	১০	১০
ব্রহ্মসম্মত	১০	১০
ঐ ২ ভাগ	১০	১০
সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নিয়মাবলী...	১০	১০
ঐ ইংরাজী	১০	১০

তত্ত্ব-কৌমুদী

[পাক্ষিক পত্রিকা]

৩য় ভাগ।
১৩শ খণ্ড।

{ ১লা মাঘ বৃহস্পতিবার ১৮০২ শক। ব্রহ্ম সংবৎ ৫২। }

{ বঙ্গাব্দিক অগ্রিম মূল্য :
মুদ্রণ

প্রার্থনা !

প্রাক্ষসমাজপতি ! আমরা মহোৎসবে প্রবৃত্ত হইতে
বাইতেছি। আমাদের অন্তরের গভীর বিশ্বাস এই যে
সত্য স্বরূপ তোমার সহিত সাক্ষাৎ যোগ ভিন্ন, মানবাত্মার
মুক্তির উপায়ান্তর নাই। তোমার পূণ্য জ্যোতি পাপীর
অন্তরে পতিত না হইলে সে যে জীবন লাভ করিতে পারে
না। অতএব এক মন্দির স্থাপন করিয়া জনাই তুমি এই
ব্রাহ্মধর্ম প্রোতক্রে প্রচারিত করিয়াছ। এই সমাজ যে
পঞ্চাশৎ বর্ষকাল তোমার রূপায় জীবিত থাকিয়া স্বর্গার্থ
সাধনে সমর্থ হইয়াছে, সেজন্য আমরা অত্য মহোৎসব
করিব। তুমি এ সময়ে আমাদের রূপায় করিয়া আশ্রয়
দেও। মঙ্গলময়! তুমি জান, আমাদের গৌরব করিবার
কিছু নাই। আমাদের পুত্র বা ভক্তির অহঙ্কার নাই।
আমরা ভাগি যে আমরা গীন। এবং তাহা জানি বলিয়াই
তোমাকে প্রানপনে দরিয়াছি। ইহাও জানি, আরও পূণ্য-
পণে, ধরিণে আমাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। তুমি যে
আমাদিগকে রক্ষা করিতেছ ইহাতে কি আর সন্দেহ
আছে? আমরা যে দিবা চক্ষে দেখিতে পাইতেছি।
মানব সন্তান সংখ্য, ভ্রম, ও অশ্রদ্ধাসের মধ্যে পতিত
হইয়া, নিজের পথ দর্শনে অশক্ত হইয়া যখন বাদিতে থাকে,
সেই সরল প্রার্থনা তোমাকে আকর্ষণ করে। তুমি চক্ষের
জ্যোতি হইয়া তাহার পথ প্রদর্শন কর। আমরা এই বি-
শ্বাসেই পান বাদিয়াছি। এখন পাণের গভীরতম স্থান
হইতে একটি প্রার্থনা করি। আমরা আপনাদের আত্মার
কল্যাণ এবং তোমার শুভইচ্ছা পালনের জন্য ধর্ম সাধন
করিতে গিয়া যেন দল, বা জয় পরাজয় দিকে দৃষ্টি না
করি। যাহা সত্য, বৃদ্ধি, তেঁমার প্রার্থনায় কর্তব্য
বলিয়া প্রতীতি করিব, তাহার অনুসরণ করিব, কলাফল
তোমার হস্তে। তোমার এই ব্রাহ্ম সমাজের রূপায়
মধ্যে যে সকল মহৎবীজ নিহিত আছে তাহা তুমি নিশিত
কর এবং আমাদের হস্তকে সেই কাণ্ডের সহায় করিয়া
দেও। আমরা তোমার রূপার উপর নির্ভর করি।

সকল ইতর পুণীর মধ্যে পক্ষিরা বড় সুন্দর। তাহাদের
চটপ নরন, চঞ্চলগতি, ও চিরপুষ্প ভাদ বগনট নিরী-
ক্ষণ করি, তখনই আনন্দ হয়। এই এখানে ওই ওখানে,
এই ডাকিতেছে, ওই গাইতেছে, আর শব্দ কর্ণগোচর
হইতেছে না; পক্ষিটী আবার কোন দেশে চলিয়া গেল।
দেখিয়া ভাবিলাম আমাদের এই জড়তা পূর্ণ জগতের জীব
হইয়াও পক্ষীর এত আনন্দ কেন? চিন্তা করিয়া দেখি
পক্ষীর একটি অধিকার আছে যাহা অপর কোন জীবের
নাই। পক্ষী স্বাধীনভাবে আকাশে উঠিতে পারে। যখন আ-
মরা অন্ধকার কুণ্ডলটিকা আর্দ্রনাদ প্রভৃতির মধ্যে নিমগ্ন
থাকিয়া নেত্র উন্মোচিত করি, পক্ষী তখন নিম্নলিখিত গগনে
উপ্তিত হইয়া নবোদীরমান প্রাতঃসূর্য্যের বিনয় জ্যোতি সন্দ-
র্শন করে। তাই তাহার এত আনন্দ। সে যখনই জগতের
জড়তার মধ্যে থাকিয়া স্নান হয় তৎক্ষণাৎ একবার আ-
কাশে উড়িয়া থাকে। সেই জনাই তাহার প্রসন্নতা ও
জীবন্ততাব কখনও স্নান হয় না। মানব সংসারে প্রকৃত
ঈশ্বর-প্রমিত সাধু সন্তানেরও ভাব এই প্রকার। তাহা-
দের আত্মা নিরবচ্ছিন্নে এই কলুধিত সংসারের মধ্যে
থাকে না। মধ্যে মধ্যে ঈশ্বরের অনন্ত ও পবিত্র স্বরূপে
উড়িয়া থাকে। সেই জন্য তাহাদের জীবন্ততাব কখনও
স্নান হয় না। যখনই জড়তা তাহাদিগকে আক্রমণ করি-
বার উপক্রম করে তখনই তাহারা একবার অনন্ত আকাশে
ঘুরিয়া আসেন। যখন আমরা বিষাদ, জড়তা, পাপ
প্রভৃতির মধ্যে পড়িয়া হৃৎক ভোগ করি, তখন তাহারা
হয়ত সত্য স্বরূপের পূণ্য জ্যোতিঃ দর্শনের সুখ অনুভব
করেন। এই জন্য এজন্যে তাহাদের এত কান্তি।
ব্রাহ্মবন্ধু তোমার সকল সময় যেন সংসারে যায় না, মধ্যে
মধ্যে অনন্ত আকাশে উঠিও।

পক্ষির নিকট আর একটি উপদেশ গ্রহণ করি। পক্ষিটী
যখন আমার প্রাঙ্গণের একটি বৃক্ষে বসিয়া আছে তখন
তাহার দৃষ্টি সেই বৃক্ষ ও সেই প্রাঙ্গণকে কত বক্ষণে
তেছে। এতদ্বিত্ত যে আরও অগণ্য প্রাঙ্গণ এবং অগণ্য

বৃক্ষ আছে, সে তাহা দেখিতে পাইতেছে না। কিন্তু যখন সে অনন্ত আকাশে উজ্জীন হইল, তখন তাহার দৃষ্টি কি দর্শন করিল! আমার প্রাঙ্গণ ও বৃক্ষটি কোথায় গেল! তখন তাহা অগণ্য প্রাঙ্গণের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র প্রাঙ্গণ ও একটি ক্ষুদ্র বৃক্ষ বলিয়া প্রতীয়মান হইল। সেই রূপ মানবাত্মা যখন কোন একখানি শাস্ত্র বা কোন একটি মহাপুরুষের মধ্যে বদ্ধ থাকে তখন সেই শাস্ত্র ও সেই মহা-জ্ঞানকে অতি বড় মনে হয়। কিন্তু অনন্ত প্রীতি পবিত্রতার আলয় স্বরূপ পরমেশ্বরের নিকট একবার উঠিতে পারিলে তাঁহাকে একবার সাক্ষাৎ ভাবে প্রাণে প্রতীতি করিতে পারিলে সেই শাস্ত্র ও সেই গুরু কোথায় পড়িয়া থাকে!!

তাহারা ক্ষুদ্রের ক্ষুদ্র হইয়া যায়। সেখান হইতে অগণ্য শাস্ত্র ও অগণ্য গুরুকে এক চক্ষে দর্শন করা যায়। হৃৎপথের বিষয় এই অনেক দুর্বল চিত্ত ব্যক্তি এই সাক্ষাৎকার মুখ লাভের চেষ্টা না করিয়া শাস্ত্র ও গুরুর মধ্যে বদ্ধ হইয়াই থাকে। সমধিক হৃৎপথের বিষয় এই, ভগবতের ধর্ম্যাচার্যগণ অনেক সময় শিষ্যদিগকে এই স্বাধীনতা লাভের পক্ষে সা-হায্য না করিয়া বরং তাহাদের পক্ষে রজু দিয়া আপনা-দেরই চরমে কেলিয়া রাখেন। ব্রাহ্ম সমাজ আমাদের এই স্বাধীনতা দিবে বলিয়াই আমরা ইহাকে এত প্রিয় জ্ঞান করিতেছি। এটো জনাই ইহার জন্মদিনে মহোৎসব করিতেছি।

মহোৎসবের দ্বারে আমরা উপস্থিত হইয়াছি এ সময়ে ব্রাহ্ম সমাজের ঈশ্বর নির্দিষ্ট লক্ষ্য কি তাহা একবার আমা-দের স্মরণ করা উচিত। এই লক্ষ্য কি তাহা নিরূপণ করিতে হইলে ব্রাহ্ম সমাজের অতীত ইতিবৃত্তের দিকে একবার দৃষ্টিপাত করা কর্তব্য। পশ্চাৎ কিরিয়া আমবা দেখিতেছি, যে দুই দিক দিয়া দুইটি স্রোত আসিয়া মিশ্রিত হইয়া ব্রাহ্মসমাজ রূপে প্রবাহিত হইতেছে। এক-টীর মধ্যে আমরা যোগ ধ্যান ও আনন্দের ভাব দর্শন করি-তেছি, অপরটির মধ্যে অমৃত্যুতাপ, প্রার্থনা ও ঈশ্বরের প্রিয় কার্য সাধনের ভাব লক্ষ্য করিতেছি। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের জীবনে ও কার্যে প্রথম ভাবগুলি প্রকৃ-তিত হইয়া ব্রাহ্ম সমাজকে সুশোভিত করিয়াছে; দ্বিতীয়-ভাব গুলি শ্রীবুদ্ধ বাবু কেশবচন্দ্র সেনের চেষ্টা ও যত্নে ব্রাহ্ম সমাজ প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই উভয় শ্রেণীর ভাবের একত্র সমাবেশ না হইলে আমাদের মতে ধর্ম সাধন পূর্ণাঙ্গ হইবে না। ব্রাহ্মদিগকে এই উভয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সাধন পথে অগ্রসর হইতে হইবে। এই উভয় জাতীর ভাব বাহ্যতে তাহা সন্মিলন বক্ষে আরও দৃঢ়রূপে মুদ্রিত হয় আমাদের সে বিষয়ে সর্ব প্রযত্নে চেষ্টা করিতে হইবে। সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের সভা গণকে এই উৎসবের সময় স্মরণ-করাইয়া দিতেছি, তাঁহাদের হস্তে জগদীশ্বর ধর্ম জগতের গুরুতর ভার অর্পণ করিয়াছেন। তাহারা সেই ভারের চিন্তাতে অমনত হইয়া উৎসবে প্রসিষ্ট হউন এবং

তৎ সাধন সমর্থ হইবার জন্য ঈশ্বরের সহিত প্রার্থনা-পরায়ণ হউন।

(কোন রমণী যদি বেশ ভূষার জন্য নিতান্ত বাস্তব হন, তাহাতে কি প্রকাশ পায়? তাহাতে জানা যায়, যে তাঁহার নিজের সৌন্দর্যের উপর বিশ্বাস নাই, তিনি যে নিজ রূপলাবণ্যে অপরকে প্রীত করিতে পারেন সে বিষয়ে তাঁহার সন্দেহ আছে। সেইরূপ কোন ধর্ম সম্প্রদায় যদি নিতান্ত বাহ্যাদম্বরপ্রিয় হন, তাহাতে প্রকাশ পায় যে ধর্মের আকর্ষণ শক্তির উপর তাহাদের বিশ্বাস নাই। প্রকৃত ধর্মের একপ্রকার স্বাভাবিক আকর্ষণী শক্তি আছে, সেই শক্তিতে যিনি বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছেন, তিনি বাড়ি-রের ধূম ধাম ইকাইকি ডাকাডাকির জন্য ব্যস্ত হন না।) তিনি নিজের আত্মার কল্যাণের পক্ষে এবং জগতের কল্যাণের পক্ষে যে কার্যকে আবশ্যক মনে করেন জন্মের গাঢ় নিষ্ঠার সহিত তাহার অমুষ্ঠান করিয়া যান, ভগবত্বাসী তাঁহার অকপট সরলতা এবং আন্তরিক নিষ্ঠা দর্শনে আপনা-আপনি তাঁহার দিকে আকৃষ্ট হয়। তাহার দলবদ্ধির চেষ্টা থাকে না অথচ দলবদ্ধি হইয়া যায়, তাহার বরং নিজস্ব আবরণের চেষ্টা থাকে অথচ সে গুণের সৌরভ চারিদিকে ধাবিত হয়। ধর্মকে সংরক্ষণ বস্তু বলিয়া যাঁহারা মনে করেন তাঁহারা ইহাকে কখনই লোক দেখান সামগ্রী করিতে পারেন না। তাহা হইলে ঈশ্বরকে বিক্রয় করা হয়। ভগ-দীপ্তর এই গুণ অবিশ্বাস হইতে আমাদের রক্ষা কর।

সম্পাদকের উদ্দেশ্য

মহোৎসব উপলক্ষ; সর্গ পঞ্চম তত্ত্বকৌমুদীর পাঠক ও হিতৈষী বহুদিগকে স্মরণ করিতে। যেমন বাৎসর্য্য হস্তে মন্ত্রাণের দ্বারা পিতামাতার পূজা তেমনি এই প্রিয় তত্ত্বকৌমুদীর দ্বারা ঈশ্বর লেখক ও পাঠকদিগের সহিত সম্পাদকের যোগ। যাহাকে অনুব্রাহ্মের সহিত লিখিয়াছি, তাহাকে যাহার অনুব্রাহ্মের সহিত পাঠ করিয়াছেন, তাহারা ইহা দ্বারা প্রীতি গ্রহণ করুন এবং ইহার শ্রীবুদ্ধি ও কল্যা-ণের জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করুন। সম্পাদক প্রকৃত ঈশ্বর প্রেমিক লোক না হইলে তত্ত্বকৌমুদী স্বকাণ্ড-সাধনে সমর্থ হইবে না, অতএব বর্ষান্তে সম্পাদকের আত্মার কন্যা-ণের জন্য বহুদূর অমুগ্রহ করিয়া প্রার্থনা করুন। তদনন্তর সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের হিতৈষী, সহায় ও অনুব্রাহ্মী প্রত্যেক বহুক্কে স্মরণ করিতেছি। এই শিশু সমাজের হস্তে বিধাতা যে কি মহৎ ভার দিয়াছেন তাহা এখনও সকলে লক্ষ্য করিতে পারিতেছেন না। যাহারা ঈশ্বরের দ্বারা চালিত হইয়া সেই মহৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধির দিকে ইহাকে অগ্রসর করি-তেছেন, তাহারা অদ্য সম্পাদকের আন্তরিক আশা ও প্রীতি গ্রহণ করুন। অদ্য তাঁহারা আরও ব্যাকুলতার সহিত ঈশ্বরের শরণাপন্ন হউন, যেন তিনি তাঁহাদের উৎসাহকে

আরও বর্দ্ধিত করেন, যেন তাঁহাদের চক্ষের জ্যোতি হইয়া পথ প্রদর্শন করেন।

তদনন্তর সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের হিতৈষী বৃদ্ধ ও যিনি যেখানে বিগত বর্ষে পরকাল গত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে স্মরণ করিতেছি। জগদীশ্বর তাঁহাদের পরকালগত আত্মার কল্যাণ করুন। এবং তাঁহাদের শ্মশানে কাতর হইয়া তাঁহাদের যে সকল পিতা, পুত্র, পত্নী প্রভৃতি পড়িয়া আছেন, তাহাদের প্রতি ব্রাহ্ম সমাজের যে কর্তব্য সেই কর্তব্যজ্ঞানকে উত্তল করুন।

অনন্তর একমাত্র পবিত্রস্বরূপ ঈশ্বরের পূজা যিনি যেখানে প্রচার করিতেছেন, সরুলকে শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিতেছি। জগদীশ্বর তাঁহাদিগকে মহৎ কার্য সাধনের জন্য আহ্বান করিতেছেন। তাঁহারা বাহ্যতে সেই মহৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধি বিষয়ে সমর্থ হন, ঈশ্বর তাঁহাদিগকে সেই রূপ বল শক্তি প্রদত্তি বিধান করুন।

তদনন্তর নববিধানী বহুদিগকে স্মরণ করিতেছি। তাঁহারা আনাদিগকে ধর্মবিরোধী, ঈশ্বর বিরোধী, অবিশ্বাসী, অসচ্চরিত্র প্রভৃতি যে সকল কর্কশ শব্দে সদ্যঃসর কটুক্তি করিয়াছেন, সে জন্য যেন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণের আর মনের মালিন্য না থাকে। ঈশ্বরের নিকট এই প্রার্থনা করিতেছি, আমরা যে সরল বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়া তাঁহাদের অনেক মতের বিরোধী হইয়াছি, জগদীশ্বর তাঁহাদিগকে এইটী বৃদ্ধিবার শক্তি দিউন। তাঁহারা ব্রাহ্ম সমাজ ও ব্রাহ্ম ধর্মকে যে সকল ভ্রমের দিকে লইয়া যাইতেছেন তাহা হইতে ঈশ্বর ব্রাহ্মসমাজকে রক্ষা করুন। তাঁহারা যে সকল লুভ অহুধান করিয়াছেন ও করিতেছেন সে জন্য ঈশ্বর তাঁহাদিগকে আশীর্বাদ করুন।

তদনন্তর ধর্ম বিশ্বাসের জন্য যে সকল আত্মীয় স্বজন, জ্ঞাতী কুটুম্বকে ক্রেশ দিয়াছি, তাঁহাদিগকে স্মরণ করিতেছি, আমরা যে সাহ্যের জন্য তাঁহাদিগকে ক্রেশ দিয়াছি সে সত্য জ্যোতিঃ তাহারা যেন দর্শন করিতে সমর্থ হন। আমাদের জীবন যেন তদনুসৃত হয়। জগদীশ্বর তাহাদের নিকট আপনাকে প্রকাশ করিয়া তাহাদিগের ক্রেশ নিবারণ করুন।

সর্বশেষে এই ছত্ৰাঙ্গা দেশের অগণা নরনারীকে স্মরণ করিতেছি। জগদীশ্বর তাহাদিগকে অসত্য ও কুসংস্কার হইতে উদ্ধার করিয়া নিজ চরণে আশ্রয় প্রদান করুন।

নীরব ও সরব প্রচার।

অমানিশার অন্ধকারে দিগবলয় সমাচ্ছন্ন। অনন্ত গগনব্যাপী নীরব নিস্তব্ধতা। কোনখানে একটি শব্দ পতন হইলে, তাহার শব্দ বহু দূরে স্রুত হইতেছে। একটি নিশাস নাই, একটি শব্দ নাই। সমস্ত জগৎ স্পন্দহীন ও গম্ভীর। উজ্জ্বল বিশাল অন্ধকার রাশির গর্ভে অসীম দূরে অগণ্য নক্ষত্রমালা অতি নিস্তব্ধভাবে জলিতেছে। বৃক্ষ, লতা, পর্বত, বন, উদ্যান, হ্রদ, সরোবর, সমস্ত পৃথিবী

পদার্থই যেন অমল বিস্তৃত সেই নীল নভোমণ্ডল সহ নক্ষত্র শোভা দেখিবার জন্য নিবিষ্টচিত্তে, নিস্পন্দ নদনে অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। যেন কি মহা সাধন হইতেছে!—বাহার হৃদয় পরমেশ্বরের অন্য প্রকৃত ব্যাকুল তিনি নয়ন খুলিলেন, নিচাই হইতে জাগিয়া দেখিলেন, তাঁহার সুখাময় দীন বংশল আজ সর্বত্র ব্যাপ্ত। অনন্ত ধারে সুখার স্রোতঃ আসিয়া তাহার চিত্ত প্রাবৃত করিল। ক্ষুধা এবং পিপাসার শ্রান্তি হইয়া গেল। আজ তাঁর চিরঅভিলষিত মহা পদার্থকে সমুখে তত্প্রাণে এবং উজ্জ্বল অঙ্গে দেখিতে পাইলেন। হৃদয়ের দ্বারা তাহার দর্শনে এবং স্পর্শে পরম সুখী হইলেন। এই প্রচার ধার্মিকের পক্ষে। আবার ঐ পূর্ণকুটিরস্থ দীন হীন সরল স্বভাব শিশু কৃষক জাগিল। তৃণ শয্যা ভাগ করিয়া বাহিরে আসিল। তাহার নয়ন ও ঐক্য ব্যাপার দেখিল। হৃদয় সুখরসে উদ্বেলিত এবং উচ্ছসিত হইল। প্রাণে যেন সে সুখ সে আনন্দ ধরে না। কিন্তু একটী তরঙ্গ উঠিল না। কিছু দুখিলও না ভাবিলও না। কিন্তু এক দিন দুই দিন এইরূপ হইতে হইতে চিদের কতকগুলি নিগূঢ় দ্বার খুলিয়া গেল। একটী দুইটী করিয়া বহুদূর হৃদয় আলোড়িত হইল। এইরূপে প্রকৃতি সেই আদিম মানব শিশুকে ধর্ম শিক্ষা দিয়াছে। এই প্রচারই প্রকৃতির নীরব প্রচার। এই গম্ভীর প্রচারে পাষণ্ড এক বার না গলিয়া পারে না। বাস্তবিক এইভাবে পাপী তাপীর বহু দীন বংশল প্রকৃতির মধ্য দিয়া শাস্ত্র গম্ভীর সুখাময় দর্শনে জগৎকে সুখ ও আনন্দে পূর্ণ করেন। শাস্ত্র পূর্ণিমা সেই সমস্ত গগনব্যাপী উজ্জল হাস্যময়ী গম্ভীর নিশা, নির্ভর শিখর কানন গর্ভ, নির্জন গিরি ও গিরিকন্ডর, প্রশান্ত শিখর বৃক্ষ এবং শ্রামল শতপর্ণ সুবিশীর্ণ প্রান্তর,—ইহারা সকলে প্রকৃতির মুখ স্বরূপ হইয়া এই নীরব প্রচারে বিশ্বাসী জনক শান্তি ও ধর্মসুখ দান করিতেছে।

আবার প্রকৃতির আর এক প্রচার সরব। বিষের গর্ভে সুখা।—ভীষণ ও ভয়ানকত্বের মধ্যে শান্তি এবং সুখ। প্রাণ মেঘে সমস্ত গগন আচ্ছন্ন করিল। পৃথিবীর সমস্ত ধূলী এক সঙ্গে উঠিয়া গগন বক্ষ স্পর্শ করিল। বোর আকৃকারে চরাচর সমাচ্ছন্ন। ভয়ানক ঝড়বাত্তে পৃথিবী কম্পিত। ফরকা পাঠ, বিছাচমক, বজ্রবব, শিকুর ভীষণ গর্জন, পর্বত, হ্রদ ও গৃহাদির পতনজনিত ভয়ানক মর শব্দ শব্দ, উচ্ছসিত সমুদ্র ভলে সমুদ্র ধরাপৃষ্ঠ প্রাবৃত। এই সময়ে পাষণ্ড হৃদয় দম্বা, নাস্তিক, পাপী, সাধু, রাজা, প্রভা, স্বী পুরুষ, বালক যুবা বৃদ্ধ, সকলেই ঘোড় করে এবং অজ্ঞান বিস্ত নেত্রে উজ্জ্বল বলি প্রাণের নির্ভর এক পদার্থ। সকলেই মুখে বলিতেছে, ধনা পরমেশ্বর! এই হুমহুম ব্যাপারে হোমার কি মহিমাই প্রকাশ পায়? পাষণ্ড গলিয়া ভলে মিশে, জল উথলিয়া পাষণ্ডকে আলিঙ্গন করে। সমস্ত হৃদয় হৃদয় গলিয়া মিশিয়া এক স্রোতে প্রবাহিত ও এক স্বরবে

প্রদর্শিত হইতে থাকে। নাস্তিক আস্তিক হয়, দ্বন্দ্ব সাধু-
ভক্ত হইয়া তোমার নাম সার করে। এই যে তুমি প্রকৃতির
মধ্য দিয়া—“ভীষণানাং ভীষণম্” এবং সর্বদলনরূপে দেখা
দেও ইহারই নাম প্রকৃতির সর্ব প্রচার। অগ্নি জালিয়া
ভূমির বক্ষ দগ্ধ না করিলে কি সে উর্বরা এবং উত্তম শস্য-
শালিনী হয়? তোমার এই অলঙ্ঘ্য বিবি মানব, জন্মের
সমভাবে কার্য্য করে। তাই স্বামীর তোমার রো শোক
তাপ, দুঃখ, যাতনা, পীড়া, দুর্ভিক্ষ মহামারী, সমর, ঝটিকা,
ভূকম্পন এবং জ্বরের গিরির ভীষণ অধ্যুপাত।

এক একখানি মানব জন্ম প্রকৃতির এক একখানি অমু-
কুণ্ডিত মাত্র। সুতরাং ইহার প্রচারও নীরব ও সর্বভেদে-
দ্বিবিধ হওয়া উচিত। প্রকৃতির সর্ব প্রচার যেমন জন্মকে
প্রস্তুত করে এবং নীরব প্রচার—ভোগার্থ সুখ শান্তি দান
করে, সেইরূপ মানবীর প্রচার ও দুই অংশে বিভক্ত হইয়া
ঐ বিবিধ ফলোৎপাদনের উপযোগী হওয়া বিধেয়।
মানব চরিত্র এবং মানব জীবন দ্বারা যে প্রচার সম্পন্ন হয়
তাহাই তাহার সম্বন্ধে নীরব প্রচার। মৃত ও জীবিত
মহাত্মাগণের জীবন সমালোচনাতে কি মহৎ শিক্ষা লাভ
হয় না? আর আর দুই সহস্র বৎসর—মহাদ্বা দ্বৈশার
মৃত্যু হইয়াছে, আজও তাঁহার জীবন কেমন শারদীয়
নির্মল পূর্ণিমার ন্যায় প্রভা বিস্তারে—মানব জন্ম আশা,
শান্তি, উৎসাহ এবং ধর্মভাবে পরিশোধিত ও পরিষ্কৃত
করিয়াছে? আবার তাঁহারও অনেককাল পূর্ণবর্তী কন-
কুট, বৃদ্ধ, মুখা এবং পরবর্তী মহম্মদ, নানক, কবির,
চৈতন্য, পল, পাকীর প্রভৃতি নমস্ মহাত্মা বর্গের কথা
শ্রবণ হইলে কি ই শোভার বিস্তার আরও শত সহস্র ভগ্নে
বর্ধিত হইয়া জন্মের উপর আরও গুরুতর আধিপত্য
প্রদর্শন করে না? এই ব্যাপার জীবিত নমস্ মহাত্মা-
গণের উজ্জল জীবন দ্বারাও অতি নীরবে অগ্নি-মহুয়া
জ্বরের প্রতি তত্ত্ব স্পর্শ করিয়া সম্পন্ন হইতেছে। এক-
জন সাধু সম্মুখে আমার মৌখিক বা অন্য কোনরূপ আলাপ
নাই। কখনও তাঁহার বক্তৃতা বা উপদেশ শুনি নাই বা
পাঠি করি নাই, হয়ত তিনি আমাকে ভানেন না। কিন্তু
নিজের পরিবেশ বদলে চূপ করিয়া চক্ষের জল মুছিয়া
দিতেন। পীড়িতের পার্শ্বে চূপ করিয়া রাত দিন খাটি-
তেছেন। কখনও কাহারও অনিষ্ট করেন না। নিঃস্বার্থ-
ভাবে সগণের জন্য পাটিতেছেন। আর চিত্তে যেন
প্রভাত কালীন প্রকৃত নির্মল পুষ্পটির ন্যায় সর্বদা
অশ্রু নিমজ্জিত হইয়া উপরের দিকে তাকাইয়া আছে, আর
কোথা হইতে কোন—অতি পবিত্র, নির্মল কিরণ জাল
আসিয়া সেই অশ্রুদিব্দগুলিকে এক একটা করিয়া মুছিয়া
দিয়া দিব্যলোকে আলোকিত করিতেছে। তাঁহার সরল
পবিত্র অশ্রুনির্মল নির্মল দর্পণ স্বরূপ হইয়া সকল প্রকাশ
করিতেছে। আনি যদি বিকৃত না হই এবং আমার জন্ম

যদি একবারে চেতনা শূন্য না হয়, তবে কি ইহা দেখিয়া
আমার জন্মের গভীরতম দেশে বহু সংখ্যক দ্বার আপনা
আপনি খুলিয়া যাবে না? আর আমার জন্ম মৃত হইলে
কি ক্রমে তাহাতে জীবন সঞ্চার হইতে থাকিবে না?
ইহাও যদি ব্যর্থ হয় তবে আর এ জগতে সকল হইবার
কি আছে? ইহাই মানবের পক্ষে নীরব প্রচার। এই-
জন্য যিনিই আপনাকে এ জগতে কিছু জীবন্ত ধর্মভাব
প্রচার করিতে দায়ী বোধ করেন, তাঁহারই নিজ চরিত্র
এবং জীবনের প্রতি প্রগাঢ় দৃষ্টি রাখা উচিত। কেননা
তিনি যদি এই নীরব প্রচার ভাগ ভাগ করিয়া, সর্ব
প্রচারের জন্য স্বন্দর বক্তৃতা ও উত্তম উপদেশ প্রদান, অতি
অপূর্ণ প্রবন্ধ ও গ্রন্থ রচনা করেন, তবে তাহাতে আপা-
ততঃ কিছু ফল না ফলিবে এমন বলা যায় না; কিন্তু তিন
দিন পরে তাহার চিহ্ন কোন জন্ম হইতে অধেষণ করিয়া
বাহির করা কঠিন হইবে। এইজন্য জীবন ও চরিত্র তাঁহার
পক্ষে প্রথমে দৃষ্টব্য বিষয়। কারণ জীবন ও চরিত্রের
সম্পাদনীয় নীরব প্রচার মানবদ্বারা তাহার ও পানীর।
সর্ব প্রচার আগ্রহ ক্ষুৎসিপাসা জনক ব্যায়াম ও অঙ্গ
চালনের উদ্দেশ্য কারক মাত্র। কিন্তু এই ক্ষুৎসিপাসা
আপনা আপনি অনেক কালেই হইয়া উঠা ভার
অথচ তদভাবে তোমার বিবি উপদেশ দ্বারা এবং পের
কে গ্রহণ করিবে? এই ক্ষুৎসিপাসার উদ্দেশ্য জন্য সর্ব
প্রচারও আবশ্যক। বক্তৃতা, উপদেশ, প্রবন্ধ, গ্রন্থ, সামা-
জিক উপাসনা, সংকীর্তন, সঙ্গীত, এবং মহোৎসব ও পারি-
বারিক অর্থনৈতিক প্রভৃতিই সর্ব প্রচারের অঙ্গ
প্রত্যঙ্গ। অতএব একদিকে যেমন নীরব প্রচারের জন্য
চরিত্র ও জীবন সংশোধন আবশ্যক; অন্য দিকে
এই সকল অমুষ্ঠানে যোগদান করাও অত্যাবশ্যক। কিন্তু
ধর্ম জগতের ইতিহাস ইহাকে নিতান্ত নিকটক বলিয়া প্রমাণ
করেন নাই। ঝটিকা যে প্রকার শুষ্কপত্র, ও ধূলিকণা
নকল উড়াইয়া অবলম্বন শূন্য আকাশে লইয়া যায়, অগ্নি
অনভিজ্ঞ মানবদ্ব্যাকেও উহা সেইরূপ নিরবলম্ব
আকাশে লইয়া যাইতে পারে। ইহার প্রমাণ অন্য উদা-
হরণ সংগ্রহ করিতে দূরে যাওয়া নিশ্চয়োজন। আমাদের
প্রাচীন সমাজের বর্জমানাবস্থার প্রতি দৃষ্টি করিলে জন্ম-
দ্রম হইতে পারে। দুর্গোৎসব এবং অন্যান্য পূজা এক-
দিন হয়ত ভক্তিভাব এবং আধ্যাত্মিক উপকারোপশোভা
প্রচলিত হইয়াছিল, কিন্তু এখন কি ভাব? আর কতদূর
এ পথের অন্য শত্রু, যাহা হউ সাবধানতার সহিত
প্রস্তুত হইয়া ঐ সকলে যোগ দিলে এবং ঐ সকল ফল
করিলে যে অতি মহত্তম উপকারে মানবদ্বারা উপকৃত হয়
তদ্বিষয়ে আর অমুমানও সম্ভব নাই। একটা বক্তৃতা
বা উপদেশ শ্রবণে, একটা প্রবন্ধ বা একখানি গ্রন্থ অধ্যা-
য়নে, একদিনকার সামাজিক উপাসনা, সঙ্গীত বা সংকী-
র্তনে, একটা পারিবারিক অমুষ্ঠানে এবং একটা উৎসবে যোগ

দানে, একবার মাত্র ইহার কোন একটা সংঘটন হইলে
সকল আশ্রয় গতি একবারে কিরিয়া যাইতে পারে।
বিশেষতঃ মহোৎসব। এই দিন ধর্ম ভাবে স্নান করিয়া
উপস্থিত হয়। প্রেম দিক্‌র স্নোয়ানে জন্ম প্রাপ্ত হয়।
-কির সমুদ্র তরঙ্গ উঠে। স্বয়ং প্রভু নিজের সুধাময়
জ্যোতি দ্বারা সকলের জন্ম, মন আলোকিত এবং শান্তির
অমৃত বর্ণে সকলকে সঞ্জীবিত ও নির্মল স্থখে স্থখী করেন।
আমরা ব্রাহ্ম। আমাদের মহোৎসব মাঘোৎসবের দিন
সমীপে। দয়াল পরমেশ্বর! আমাদের মস্তকে তোমার
সুধামিত্র আশীর্বাদ পুষ্প বর্ণন কর। আমাদের সকলকেই
সঞ্জীবিত ও আশ্রিত কর। কেহই যেন নিদ্রিত থাকিয়া
এই শুভদিন অতিবাহিত হইতে দি না। আমরা তোমার
ধর্ম রাজ্যের শিষ্য। এস আনন্দময়ী বিধ্বংসিনি! এস আমা-
দিগকে হাত ধরিয়া উৎসব মন্দিরে লইয়া চল এবং খুলিয়া
দেখাও তোমার স্বর্গরাজ্য এবং প্রেমের রাজ্য কেমন।
তুমি যে এ দিনে পুনরায় আমাদের আনিবে এ জন্য
অগণ্য ধন্যবাদ সহ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। আর
কি বলিব? যে সকল বিদ্যাবিদ্যার পতনের সহকারী
তৎসমুদ্র দল কর।

ধর্মের পবিত্রতা।

পরমেশ্বর বহিঃকণ্ঠে মহেশ্বর শরীর রক্ষা ও পোষণ
জনা আহার, পানীয় এবং বায়ু সৃষ্টি করিয়াছেন। এই
সকল যে পরিমাণে পরিষ্কৃত ও বিশুদ্ধ হয় সেই পরিমাণে
মানুষের স্বাস্থ্যকে উৎকৃষ্ট করে। এইরূপ আভ্যন্তরিক
কণ্ঠে আহার, পান এবং নিশ্বাস প্রশ্বাস জন্য
ধর্মের সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহাও বস্তু নির্মল, পবিত্র ও
তীব্র হয় ততই আহার অনন্ত জীবনের স্বাস্থ্য উৎকৃষ্ট
হইতে থাকে। যখন অশুদ্ধ খাদ্য, পানীয় এবং বায়ু
যেমন মলুষ্য শরীরের স্বাস্থ্য দ্বিপায়ক, কুসংস্কারপূর্ণ
অবিশুদ্ধ ধর্ম ও সেইরূপ মানবায়ার স্বাস্থ্যজনক। স্বতরাং
ধর্ম বস্তু পবিত্র ও বিশুদ্ধ রাখিতে পারা যায় তৎক্ষণাৎ প্রতি
ব্যক্তিরই মনোযোগী হওয়া উচিত। ইতর প্রাণীদের
মধ্যে গর্ভভের একটি অসংপূর্ণ প্রকৃতি দৃষ্ট হয়। গর্ভভ
কখনও পরিষ্কার জল পান করে না। কোন নির্মল জলময়
পল্লবে বা সরোবরে জল পান করাইতে লইয়া গেলে অগ্রে
পদ দ্বারা তাহাকে আবিল করিয়া পরে পান করে, নচেৎ
বোধ হয় যেন তাহাদের তৃষ্ণা হয় না। ঈশ্বর মানুষকে
বিবেক ও জ্ঞান রঞ্জে বিভূষিত করিয়া প্রাণীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ
তম পদ প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু ধর্মরাজ্যে এমন উচ্চ
প্রকৃতির মানুষের কার্য যদি সমস্ত ভূতকাল হইতে বর্তমান
পর্যন্ত পর্য্যবেক্ষণ করা যায়, তবে উক্ত নীচ প্রাণীরও
কন্যা ব্যবহারের অমূল্য প্রিয়তা দেখিয়া নিষ্ঠান্ত অবা-
ক ও বিস্মিত হইতে হয়। মানুষের যে কি একটি রোগ অ-
ন্তরে প্রবর্তিত হইয়া রহিয়াছে, যে তৎক্ষণাৎ তাহার ধর্মকে
বিশুদ্ধ ও নির্মল রাখিয়া স্থখী হইতেছে না। এমন

যে পবিত্রতার আশ্রয় অনন্ত পরমেশ্বর তাঁহাকে মানুষের
নানা সামান্য পদার্থ, নানা দেব দেবী, নানা অবতার
প্রভৃতিক্রমে কল্পনা করিয়াও যেন তৃপ্ত হইতেছে না। মানু-
ষের মনের গতি আর যেন ফেরে না। পাষণদাত উৎস
জলের ন্যায় ভক্তি যেন মানব জন্মের পিপাসা দূর করিতে
সমর্থ হইতে পারিতেছে না। এত কালের এত জ্ঞান, এত
বহুদর্শিতা এবং মহান চা সাধু পুরুষদের এত চেষ্টা যেন
ভ্রমে জল সেচন এবং মরুতে বীজ রোপণের ন্যায় নিফল
হইয়া যাইতেছে। ভক্তি চাই কিন্তু তাহার সঙ্গে কোন
দুর্ভাগ্য কল্পনা রূপ মলমিশ্রিত থাকে চাই। মানুষের দৃষ্টি
এমনই বিকৃত হইয়াছে যেন কিছু বুঝা কল্পনা, রূপক ও
অসংলগ্নতা না হইলে ভক্তির আর রস থাকে না। ভক্তি
পূরন ধন। ভক্তি মানবের পক্ষে স্বধর্ম সাগর। ব্রহ্মের
সকল অংশ অপেক্ষা যেমন মূল সুন্দর ও উৎকৃষ্ট, মানব
জন্মে সকল অংশের মধ্যে ভক্তিও তেমনই পদার্থ। ভক্তি
ভোগ ও পানের জন্য অমৃত স্বরূপ। তাহার ভক্তি নাই
সে পাষণ্ড, তাহার মানব জীবন নিশ্চয়ই নিফল। কিন্তু
এমন সুন্দর স্থা রসকে পক্ষি অনির্মল ও কিছু
দুর্গন্ধযুক্ত করার প্রয়োজন কি? মানব! কুসংস্কারবিশীন
হইয়া এই পবিত্র স্থা রস পান যদি তোমার পিপাসা নি-
বরণ না হয়, তবে কিছুদিন জাতি, অন্তরে অনুতাপ ও
সাধন কর। তোমার রূপক কল্পনাদি অন্য কিছুতেই
বাস নাহি। একবার প্রাণে ডুবিয়া জন্মের সমস্ত দ্বার
অসংলগ্নভাবে খুলিয়া ছই হাত বাড় করিয়া সেই অনন্ত
নিরাকার পরমেশ্বরের জন্য ছই বিন্দু চক্ষের জল ফেলিয়া
দেখ দেখি জন্ম শীতল হয় কি না, পিপাসা মেটে কি না?
দুর্গন্ধ মহা করিয়া করিয়া নাগিকার শক্তি হ্রাস করার
প্রয়োজন কি? পরমেশ্বর তাহার বিশ্বদায়ানে অনেক
গোলাপ গন্ধরাজ প্রস্ফুট করিয়াছেন, এস আমরা সুভীক্ষ
নামা শক্তি সম্পন্ন হই, যেখানে অবিশুদ্ধতার ও অনিষ্টকারি
তার লেশ মাত্র আছে চল তাহা হইতে শত সহস্র হস্ত
দূরে গমন করি। যেখানে কিছু মাত্র সন্দেহ আছে তাহাও
পরিচ্যাগ করি; এ সকলে, ত কিছুই অনিষ্ট দেখি না,
অতএব এস এইরূপ করি। দেখিবে স্বর্গীয় স্ফটিক
আমাদের মাসিকা সর্বদা পরিপূর্ণ থাকিবে। পরমেশ্বরের
যে শুভ ইচ্ছাতে আমাদের এই জন্মের সৃষ্টি হইয়াছে তাহাও
পূর্ণ হইবে। এতদিন পরে জগতে ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করিয়া
ঈশ্বর নিজের ইচ্ছা স্পষ্টরূপে আমাদের কাছে ব্যাখ্যা দিয়া-
ছেন। নিশ্চিত বুঝিয়াছি যে নির্মল বিশুদ্ধ ধর্ম ব্যতীত
মানবায়ার উদ্ধার নাই। অতএব পরমেশ্বর যাহাদিগকে
রূপা করিয়া এই ব্রাহ্ম ধর্মের নির্মল আলোকে আনিয়াছেন
সর্বদা তাহাদিগের সাবধান হওয়া উচিত যে, যেন কোন
রূপে পদাঙ্কলন হইয়া দুর্গন্ধযুক্ত অবিশুদ্ধ স্থানে একটুকুও
সরিয়া না পড়িতে হয়। কিন্তু এই নির্মল ব্রাহ্ম ধর্মাবলম্বী
জন্মেও মধ্যে কুসংস্কারের বৃথা কল্পনা জন্মের ছায়া
দেখিয়া দুঃখিত হইতে হয়। ব্রাহ্ম ধর্মের ইতিহাসের একটি

উজ্জ্বল দিন মাঘোৎসব সমুখে। ব্রাহ্ম ধর্মের উচ্চাঙ্গ এবং পবিত্রতা রক্ষার জন্য এখন কত দূরদেশের অনেক মনীষা সম্পন্ন ব্যক্তি আশার সহিত সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের মুখাবলোকন করিয়া আছেন। আমাদের এই কণ্টকাকীর্ণ পিচ্ছিল পথে কত সাবধানে যে পদবিক্ষেপ করা উচিত তাহা বিনিয়া শেষ করা বা বুঝান কঠিন। ধর্ম কুসংস্কার প্রভবশেয় যত দ্বার, গবাক্ষ, ছিদ্র আছে তৎসমুদয়ের প্রতি সর্বদা অতি সূতীক্ষ্ণ দৃষ্টি স্থাপন প্রয়োজন। সর্বদা মনে রাখিতে হইবে, বাহ্য পৃথিবীর সৃষ্টি হইতে এ পর্যন্ত কোথাও কুসংস্কার হয় নাই আমাদের সেই কার্য্য, করিতে হইবে। কুসংস্কার বিহীন নির্মল বিত্ত্ব ধর্ম কিরূপ তাহা বিশেষ করিয়া দেখাইতে হইবে। ইহা অন্য কোন ধর্মে ও সম্ভবপর হয় নাই এবং কখনও হইবে না। কিন্তু এমন যে মহোচ্চ আদর্শের বিত্ত্ব ব্রাহ্ম ধর্ম—ইহাতেও এই অল্পদিনের মধ্যে নানা বিয় বিপত্তি সমুপস্থিত হইয়াছে। অতএব আমাদের মধ্যে অত্যন্ত সাবধান ও স্থিরলক্ষ্যবান হইতে হইবে। এই গুরুতর চিন্তা প্রত্যেক সভ্যের প্রাত্যহিক প্রধান চিন্তার মধ্যে গণ্য হওয়া উচিত। যে শব্দে যে অল্পস্থানেই স্পষ্টিতে একটুকুও কুসংস্কারের ও অনিষ্টের প্রভা আছে তাহা সহস্র প্রকারে প্রিয় হইলেও যত্ন সহকারে পরিহার্য্য হওয়া উচিত। এ বিষয়ে পৃথিবীর সকল সম্প্রদায় অপেক্ষা অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে। এই উৎসবের সহিত আমাদের নূতন বৎসর আগমন করিতেছে এই বৎসরে যে সকল কার্য্য ও নিয়ম প্রণালী প্রতিষ্ঠিত হইবে তাহার প্রত্যেকটিতে এতৎ সম্বন্ধীয় প্রগাঢ় দৃষ্টি থাকা উচিত।

কলিকাতা উপাসক মণ্ডলীর সমীপে পণ্ডিত

শিবনাথ শাস্ত্রী কর্তৃক বিরচিত

উপদেশের সার মর্ম্ম।

বিশ্বাস কি সহজে জন্মে? আমরা বিশ্বাস বিশ্বাস বলি, কিন্তু আমাদের মধ্যে প্রকৃত বিশ্বাসী কয় জন? বিশ্বাসের তিন অবস্থা আছে, ঐচ্ছিক, পরিচয় ও প্রীতি, যাপ্ত ব্যক্তির মুখে শুনিয়া অথবা অনুমানাদি দ্বারা অনুধোর এক প্রকার জ্ঞান জন্মে। তাহাকেও লোকে সচরাচর বিশ্বাস বলিয়া থাকে। এক ব্যক্তি পঞ্জাবদেশ হইতে আসিয়া বলিলেন যে সেখানে এক প্রকার সুন্দর ফল পাওয়া যায়, তাহার নাম এই, আকৃতি এই প্রকার, স্বাদ এই প্রকার, বর্ণ এই প্রকার ইত্যাদি প্রকারে তাহার বর্ণন করিলেন। বিনি বর্ণন করিতেছেন তাহার কথা প্রমাণে আমাদেরও এক প্রকার জ্ঞান জন্মিল, আমরা জানিলাম যে পঞ্জাব প্রদেশে ঐ প্রকার পাওয়া গিয়া থাকে, আমরা বিশ্বাসও করিলাম যে ঐ নামের ফল আছে, বিশ্বাসের এই অবস্থা ঐচ্ছিক অবস্থা। ইহা যেমন একজনের মুখে

শুনিয়া আসে তেমনি অপরের মুখে শুনিয়া যাইতে পারে। অপর এক জন সমধিক বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তি সেই দেশ হইতে আসিয়া তদ্বিপরীত কথা প্রচার করিলে সে সংস্কার হৃদয়কে পরিত্যাগ করিতে পারে। ঐচ্ছিক বিশ্বাস এই ভাবে রহিল।

তৎপরে স্বয়ং যখন পঞ্জাব দেশে গমন করিলাম এবং স্বচক্ষে ঐ ফল দর্শন করিলাম, তখন তাহার সহিত পরিচয় হইল। ফলটি আশ্চর্য্যজনক, তাহার রূপগণ স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিলাম। তখন আর এক প্রকার জ্ঞান ও আর এক প্রকার বিশ্বাসের উদয় হইল। পূর্বে জ্ঞান ও বিশ্বাসের মধ্যে করণার অনেক কার্য্য ছিল। লোক মুখে শুনিয়া ফলটিকে কল্পনাতে এক প্রকার দেখিয়াছিলাম। অন্তরে তাহার রূপের ও গুণের এক প্রকার ধারণা করিয়াছিলাম। এখন সে সকল করণা বিদূরিত হইল। ফলটি বস্তুতঃ যেরূপ সেই সত্যরূপেই তাহাকে জানিলাম। কল্পনা একেবারে তিরোহিত হইল। কিন্তু অপরদিকে আমার বিশ্বাস অটল ভূমি প্রাপ্ত হইল। সেই নামের ফল যে আছে তাহা নিঃসংশয় হইয়া গেল। তখন আর সমস্ত ব্যক্তি একত্র হইয়া অস্বীকার করিলেও আমার সংস্কারকে টগাইতে পারে না। তাহার সহস্র জনে যদি বলে “না” “না” “না” আমি সেই সহস্র জনের স্বরের উপরে নিজের পর ভুলিয়া বলিতে পারি “না” “আছে” “আছে”।

ফলটির সহিত যখন পরিচয় হইল, এবং তাহার সুন্দর রূপ ও সুমিষ্ট স্বাদে যখন চিত্তকে তরঙ্গ করিল তখন তাহার প্রতি প্রীতি জন্মিল। ফলটি আমার পক্ষে অকর্তব্যের বস্তু হইল। বিশ্বাস যখন পোতির অবস্থা প্রাপ্ত হইল তখন তাহা পূর্ণ বিশ্বাস হইল।

ঈশ্বর সম্বন্ধেও বিশ্বাসের এই বিবিধ অবস্থা দৃষ্ট হয়। জগতের ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ করিয়া যখন উপদেশ শ্রবণ করি, সকলেই বলেন ঈশ্বর পার্শ্ববর্তী নহে পরিতোষ, সকলেই বলেন তিনি দুর্দ্বারের বল। লোক মুখে শুনিয়া আমার জ্ঞান জন্মিল। এবং কথার পরামোচনা দ্বারা ও তাহার শক্তি, তাহার জ্ঞান এবং তাহার সুখের পরিচয় প্রাপ্ত হইলাম। কিন্তু এই বিশ্বাস ক্ষেত্র বিশ্বাস, ইহার ভূমি অটল নহে। চারিটি উক্তি বা চারিটি যুক্তির দ্বারা যদি বিশ্বাস উৎপন্ন হইয়া থাকে আর চারিটি যুক্তি লাভ করিলে আর তাহা না থাকিতে পারে। এই জন্য ঈশ্বরের প্রতি প্রকৃত বিশ্বাস স্থাপন করিতে হইলে তাহার সহিত পরিচয় হওয়া চাই। অর্থাৎ তিনি যে কৃপাময়, তিনি যে পাপী জনের পরিতোষ, তিনি যে দুর্দ্বারের বল, তাহার পরিচয় এবং প্রমাণ নিজ আত্মার মধ্যে লাভ করা চাই। আমরা যখন সাক্ষাৎ ও প্রত্যক্ষ ভাবে দর্শন করি যে তাহার শক্তি আমাদের হৃদয়ে অবতীর্ণ হইয়া আমাদেরই কেশাকর্ষণ পূর্বক নরক হইতে উদ্ধার করিতেছে, যখন আমরা অন্তর্ভব করি যে তাহার প্রসন্ন মুখের জ্যোতিষ্মদা আমাদের হৃদয়াকার দূর হইতেছে, যখন আমরা স্পষ্ট লক্ষ্য করিয়া পাতি

তাহার পবিত্রতা দ্বারা আমাদের পাপপ্রবৃত্তি সকল পরাজিত হইতেছে। যখন আমরা তাহার সুস্পষ্ট ও উজ্জ্বল প্রকাশ আশ্রয় অবস্থায় প্রতীতি করিতে সমর্থ হই, তখন আমাদের সংশয় চিরদিনের মত চলিয়া যায়। “ভিত্তিতে জ্ঞানগ্রন্থি ছিদ্রায়ে সর্বসংশয়াঃ”। যখন আমরা অটল বিশ্বাসের অবস্থা প্রাপ্ত হই। তখন অহং ব্যক্তি একত্র হইয়া বলিলেও আমাদের বিশ্বাসকে বিচলিত করিতে পারে না।

কিন্তু এই বিশ্বাসের পরিপক্বতা তখন হয়, যখন বিশ্বাস প্রীতির আকার ধারণ করে। তখন আমরা প্রীতির চক্ষে ঈশ্বরকে দর্শন করি। যেখানে প্রীতি সেখানে মুক্তি। বিশ্বাস যখন আমাদেরকে পরমেশ্বরের সাক্ষাৎ লাভ করিতে সমর্থ করে, তখন আমরা সকল প্রকার বন্ধন হইতে মুক্ত হই। যাহার বিশ্বাস যে পরিমাণে প্রীতির অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে তিনি সেই পরিমাণে আমাদের মধ্যে মুক্ত।

ঈশ্বরের সহবাস দ্বারা মুক্তিলাভ করিতে যাহার ইচ্ছুক তাহাদিগের প্রত্যেকেরই বিশ্বাসের এই পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হইবার জন্য সচেষ্ট হওয়া উচিত। প্রার্থনা পরায়ণ ও উপাসনাশীল না হইলে পরমেশ্বরের সহিত সাক্ষাৎ পরিচয় হয় না। ধ্যানস্থ হইয়া তাহাকে অন্তরে দর্শন করিতে হয়। এই ভাবে তাহাকে একবার দর্শন করিলে আর তাহাকে বিস্মৃত হওয়া যায় না। ঈশ্বর করুন যেন আমরা এই রূপ পরিচয়ের জন্য লালসাক্ত হই।

ব্রাহ্ম সমাজ।

ব্রাহ্মসমাজের হিতৈষিনী কুমারী কলেটের বিগতবর্ষের ব্রাহ্ম ইয়ার বুক আমাদের হস্তগত হইয়াছে। আমরা ব্রাহ্ম নাজকেই ইহার একখানি মুদ্রণ করিবার অনুরোধ করি। কুমারী কলেট ব্রাহ্ম সমাজের ইতিবৃত্ত সংগ্রহ করিবার জন্য যে ক্রিয়াকর্ম পরিশ্রম ও যত্ন করেন, তাহা দেখিলে সকলেই বিস্মিত হইবেন। কেহ কেহ বলেন, সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের মধ্যে প্রতিভাশালী একজন লোক নাই; যাহার শক্তি দ্বারা সমাজ রক্ষা হইতে পারে। কুমারী কলেট ইহার উত্তরে বলিয়াছেন। যাহারা এরূপ বলেন তাহারা সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের প্রধান গৌরব বাহা, তাহা বিস্মৃত হইয়াছেন। আসিয়া দেশের লোকের পক্ষে একজন প্রতিভাশালী নেতার পদতলে লুপ্ত হওয়ার ন্যায় সহজ কিছু নাট। কিন্তু তদপেক্ষা সমাজ ও সমস্কতিসম্পন্ন দশজনে স্বাধীনভাবে মিলিত হইয়া যখন কার্য করে তাহাতে অধিক মহুয়া প্রকাশ পায় ও তদ্বারা চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন করে। কুমারী কলেট প্রবৃত্ত কথা বৃষ্টিতে পারিয়াছেন। এই নিয়মতন্ত্র প্রণালীই সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের একটা প্রধান গৌরবের বিষয়।

আমাদের নূতন উপাসনা গৃহের দ্বার উপস্থিত মা-বোঃসব উপলক্ষে উন্মুক্ত হইবে। ১০ই মাঘ শনিবার প্রাতে নবগৃহের প্রতিষ্ঠা কার্য সম্পন্ন হইবে। তত্ত্বিভাজন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে উক্ত কার্য সম্পাদনের জন্য নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে। উক্ত দিন অতি প্রত্যুষে ৪৫ নং বেনিয়াটোলাস্থ উপাসক মণ্ডলীর সভ্যগণ তাহাদের পুরাতন উপাসনা স্থান হইতে নূতন গৃহ পর্য্যন্ত নগরকীর্তন করিয়া যাইবেন। এইরূপ স্থির হইয়াছে।

এই মাঘোৎসবের সময় সকলেরই মন আনন্দে ও উল্লাসে পূর্ণ হইতেছে। এরূপ সময়ে আমাদেরকে একটা চুঃখের সংবাদ লইয়া সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের সভ্য ও হিতৈষীদিগের নিকট উপস্থিত হইতে হইল। সেই সংবাদটি আমাদের লাহোরস্থ বঙ্ক ও প্রচারক পণ্ডিত শিব নারায়ণ অগ্নিহোত্রীর গৃহিণী লীলাবতী অগ্নিহোত্রী পরলোক গত হইয়াছেন। এই মহিলা ক্রিয়াকর্ম উৎসাহ ও অধ্যবসায়ের সহিত পঞ্জাব প্রদেশীয় রমনীগণের মধ্যে ব্রাহ্ম ধর্মের সত্য সকল প্রচার করিতে নিযুক্ত ছিলেন তাহা সকলেই অবগত আছেন। ব্রাহ্মধর্ম প্রচার ও দেশের সাধারণ হিতকর কার্যে ইহার সেরূপ উৎসাহ ও অনুপ্রাণ ছিল, বর্তমান সময়ে রমনীগণের মধ্যে এরূপ দৃষ্টান্ত অতি বিরল। এই প্রদেশে মহিলাব অকাল মৃত্যু ঘটনাকে মাঘোৎসবের সময় ভ্রমলোক এবং সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের হিতৈষীরা মনেই বিশেষ দুঃখিত হইয়াছেন। ২৫ই ডিসেম্বর তারিখ দুইটার সময় ইহার মৃত্যু হয়। মৃত্যুর কয়েকদিন পূর্বেই তিনি বৃষ্টিতে পারিয়াছিলেন যে তাঁহার জীবন শেষ হইবে। সেই সময় হইতেই তিনি অধিকার্য সমস্ত কার্য পাঁকিতে চাহিতেন। এমন কি অতি বৃষ্টিতেও মৃত্যু দিগকেও অধিকার্য নিকটে থাকিতে দিগেন না। কেবল মধ্যে মধ্যে স্বামীকে ডাকিয়া তাঁহার শরীরের অবস্থা বুঝিয়া বুদ্ধি সজ্জিত করিতে বলিতেন। মৃত্যুর পূর্বেই তিনি স্বামীকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহার নিকট ব্রাহ্মধর্ম প্রচারিত অষ্টোষ্ট পদ্ধতি আছে কি না। সেই দিন তারিখের অধিকাংশ সময় অগ্নিহোত্রী মহাশয় বুদ্ধি সজ্জিত করিয়া মাপন করিলেন। তৎপর দিন বৈকালে যখন তাহার আসন্নকাল উপস্থিত হইতে লাগিল, ব্রাহ্ম শক্তি বহিত হইল, তখন সন্তানদিগকে তাহার নিকট উপস্থিত করা হইল, তাহাতে বিশেষ দুঃখ বা ক্রোধ কিছুই প্রকাশ করিলেন না। কিন্তু ঈশ্বরকে অরুণ করিতেছেন, কি না জিজ্ঞাসা করিতে শিরঃসঞ্চালন দ্বারা উত্তর দিলেন। মৃত্যুর পর লাহোরস্থ ব্রাহ্মবন্ধুগণ প্রতিদিন সাতকালে অগ্নিহোত্রী মহাশয়ের গৃহে মিলিত হইয়া প্রার্থনা করিহেন। পরে অষ্টাহ পরে পবিত্ররূপ ঈশ্বরের নাম স্মরণ পূর্বক ব্রাহ্ম পদ্ধতি অনুসারে তাহার শ্রাদ্ধ ক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়।

মাঘোৎসবের কার্য্য বিবরণ ।

রবিবার ৪ঠা । অদ্য মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের ভবনে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের স্মরণার্থ সভা হইয়াছিল । সভাপ্রাঙ্গণে প্রায় ৫০০ শত লোক উপস্থিত ছিলেন । সভার প্রাঙ্গণ হইতে পূজার দালানে যাইবার সিঁড়ির উপরে রানায় একটা প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত ছিল । দেখিয়া বোধ হইল রাজা যেন আনন্দের সহিত সভার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছেন । সভার কার্য্যারম্ভ হইবার পূর্বে প্রজ্ঞাপন প্রচারক শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়কে সভাপতিত্বে বরণ করা হইল । তখনই রাজা রামমোহন রায়ের একটা সজ্জীত পূর্ব্বক সভার কার্য্যারম্ভ হইল । সজ্জীত শেষ হইলে শ্রীযুক্ত বাবু বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর একটা সংক্ষিপ্ত বক্তৃতাতে সভার উদ্দেশ্য প্রকৃতি বর্ণন করিলেন । তিনি বলিলেন, আমরা যাহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য সম্মিলিত হইয়াছি তাঁহার ভাব যেরূপ উদার ও প্রকৃতি যেরূপ মহৎ ছিল, আমাদের সভাও তদ্রূপ হইয়াছে । আমরা যে এক দিন ও পরস্পরের মত বিরোধ বিস্তৃত হইয়া একত্রে মিলিত হইবার একটা স্থল পাইয়াছি ইহাও পরম আনন্দের বিষয় । রামমোহন রায়কে লইয়া আমাদের বিবাদ নাই, তিনি আমাদের সকলের মিলনের স্থান । তাঁহাকে লইয়া সকল শ্রোণীর আশ্রয়ের যোগ ।

তাঁহার বক্তৃতা শেষ হইলে শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় দণ্ডায়মান হইলেন । তিনি এক এক করিয়া রাজার কতকগুলি কার্য্যের উল্লেখ করিতে লাগিলেন, তখন রাজার উদারতা, তাঁহার হৃদয়ের বিশালতা, তাঁহার বুদ্ধির অসাধারণ শক্তি প্রভৃতি অল্পভব করিয়া সকলেই চমকিত হইলেন । সে দিন অনেক নূতন কথা শুনা গেল যাহা পূর্বে কখনও শ্রুত হওয়া যায় নাই । রাজা সতী দাহ নিবারণের জন্য এবং পবিত্র স্বরূপ ঈশ্বরের পূজা প্রচার করিবার জন্য যেরূপ অধ্যবসায় সহকারে চতুর্দিকের লোকের সহিত সংগ্রাম করিয়াছিলেন । তাহা সকলেই জানেন, কিন্তু যে মুজা যন্ত্রের স্বাধীনতাকে সকলে এত প্রয়াস পাঠিতেছেন যাহার আংশিক হানি হওয়াতে সকলে এত দুঃখ করিতেছেন, সেই মুজা যন্ত্রের স্বাধীনতা ও যে রাজা রামমোহন রায়ের উদ্যোগে প্রদত্ত হইয়াছিল তাহা বোধ হয় অনেকে জানেন না । সে দিন শ্রবণ করা গেল, যে, যে আবেদন পত্র পাঠ করিয়া লর্ড উইলিয়ম বেন্টিন এই মহর্ষি অধিকার প্রদান করেন, তাহা রামমোহন রায়ের স্বহস্ত লিখিত । তিনি যে কেবল এদেশীয়দিগের স্বাধীনতা লুপ্তের জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলেন তাহা নহে । জগতের যে কোন জাতি কোন প্রকার স্বাধীনতা লাভ করিলে তিনি আন্তরিক সুখ লাভ করিতেন । এরূপ কথিত আছে, ফরাসি বিদ্রোহের সময় তিনি উৎসুক অন্তরে ইউরোপীয় মেলের প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতেন, এবং তাঁহার প্রভু ডিগরি সাহেবকে সক্ষদা বলিতেন, যে তাঁহার আন্তরিক প্রার্থনা যে ফরাসিগণ স্বদেশে সাধারণ তত্ত্ব প্রণালী স্থাপনে সমর্থ হয়, গ্রীসদেশবাসিগণ যখন স্বাধীনতা লাভের জন্য

প্রজাপৌড়ক তুরস্ক পত্রির সহিত সংগ্রাম আরম্ভ করিল তখন তিনি গ্রীসবাসিগণ জয় যুক্ত হউক বলিয়া ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা আরম্ভ করিলেন । এমন কি তাঁহার সময়ে স্পেনে নিয়মতত্ত্ব শাসন প্রণালী প্রতিষ্ঠিত হয়; তিনি এই ঘটনাতে এতদূর আনন্দিত হইয়াছিলেন, যে কলিকাতার টাউন হলে, এই জমা একই প্রকাশ্য ভোজ দিয়াছিলেন । তাঁহার জীবনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই বোধ হয়, তিনি সকল প্রকার স্বাধীনতার পক্ষ সমর্থন করিবার জন্য জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন । পোরহিতা ও পৌত্তলিকতা শৃঙ্খল হইতে স্বদেশবাসিদিগকে মুক্ত করিবার জন্য যেমন একদিকে অঙ্গ ধারণ করিলেন, তেমনি রমণীর বিধম দুঃখভার হরণ করিবার জন্য প্রতিজ্ঞাকৃত হইলেন । তিনি নারী জাতির হুঁহুতি বর্ণন করিয়া যে সকল গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন, তাহা পাঠ করিলে এমন কেহ নাই যিনি অশ্রুবারি সম্বরণ করিতে পারেন । তাঁহার পরিশ্রম এখানেই পর্য্যবসিত হয় নাই । তিনি একদিকে যখন হিন্দু, মুসলমান ও খ্রীষ্টান সকলের সহিত তাঁহার ধর্ম্ম শাস্ত্র হইতে উদ্ধৃত করিয়া, তর্ক বিতর্ক করিতেছেন, সতী দাহ নিবারণ ও মুদ্রা যন্ত্রের স্বাধীনতার জন্য প্রয়াস পাঠিতেছেন, অপরদিকে দেশীয় বালক বালিকাদিগকে শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত করিবার জন্য বাঙ্গালা ভাষায় ব্যাকরণ, ভূগোল, খগোল প্রভৃতি রচনা কার্য্যে নিযুক্ত আছেন । কি আশ্চর্য্য অধ্যবসায়, আমরা সে দিন আর ও কয়েকটা নূতন কথা শ্রবণ করিলাম । বক্তা বলিলেন, ডাক্তার ডফ যখন মর্ক্স প্রথমে এই নগরে ইংরাজী বিদ্যা শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় স্থাপন করেন, তখন তিনি বিদ্যালয়ের জন্য একটা বাড়ী ও পাঠার্থ কয়েকটা ছাত্র সংগ্রহ করিতে পারেন নাই । তখন রাজা অগ্রসর হইয়া যে বাড়ীতে তাঁহার ভ্রাতৃসমাজ ছিল সেই বাড়ীটা তাঁহার জ্বলের জন্য ঠিক করিয়া দিলেন এবং নিজে চেষ্টা করিয়া ৬টা ছাত্র সংগ্রহ করিয়া পাঠাইলেন । যে দিন ডাক্তার ডফের বিদ্যালয় প্রথম খোলা হয়, রাজা স্বয়ং আসিয়া বক্তৃতা দ্বারা বালকদিগকে উৎসাহিত করিয়া বিদ্যালয়ের কার্য্যারম্ভ করিয়াছিলেন । কেবল তাহা নহে সমুদায় হিন্দু সমাজ যখন ইংরাজী শিক্ষার বিরুদ্ধে ঝগড়া ধারণ করিলেন রাজা তখন ইহার উপকারিতা প্রদর্শন করিয়া পবিত্র পণ্যদ্রব্য করিয়া কর্তৃপক্ষকে ইহার উৎসাহ দানে অগ্রসর করিলেন । পাঠক দেখুন যে ইংরাজী শিক্ষা দ্বারা আমাদের মানসিক ও সামাজিক এত প্রকার উন্নতি হইয়াছে, সেই ইংরাজী শিক্ষার ও মূলে রাজা ছিলেন । আর একটা বিষয় শুনিয়া সে দিন বিশেষ মুগ্ধ হওয়া গেল । রাজা স্বয়ং একজন জমিদার ছিলেন, এবং বঙ্গদেশের অতি প্রধান প্রধান জমিদারের সহিত নানা সূত্রে বদ্ধ ছিলেন, তথাপি ইংলণ্ডে পার্লামেন্ট সভায় যখন প্রজাদিগের অবস্থা বিষয়ে তাঁহার সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়, তখন তিনি প্রজাদিগের পক্ষ ও জমিদারদিগের বিপক্ষ হইয়াই কথা কহিয়াছিলেন । তিনি সে সময়ে গবর্ণমেন্টকে যে সকল পরামর্শ দিয়াছিলেন তাহা দেখিলে বিস্মিত হইতে হয় । বক্তৃতাটা শুনিতে শুনিতে সকলেরই

জ্বরে উক্ত মহাশয়ার অগৌরবিক মহত্ব প্রতিভাত হইতে লাগিল। মনে মনে প্রার্থনা করিতে লাগিলাম, যেন তাঁহার উদারতা ব্রাহ্মসমাজ মধ্যে রক্ষা করিতে পারি, সেই স্বাধীনতা প্রিয়তা যেন সকলের জন্মে বদ্ধিত হয়। তিনি যদি আজ জীবিত থাকিতেন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ব্রাহ্মধর্মের উদারতা এবং স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যে চেষ্টা করিতেছেন তাহা দেখিয়া নিশ্চয়ই প্রীত হইতেন। তাঁহার জ্ঞানতৃষ্ণা, তাঁহার ধর্মোৎসাহ, তাঁহার উদারতা, তাঁহার স্বাধীনতা প্রিয়তা, তাঁহার বিশাল প্রীতি, তাঁহার সদৃশতান হৃৎপরতা এ সমুদায় ব্রাহ্মসমাজকে অলঙ্কৃত করুক এই একমাত্র প্রার্থনা। তিনি যে এত প্রকার কাণ্ড করিয়াছিলেন তাহার মধ্যে ধর্ম চর্চ্চাই সর্বাপেক্ষা তাঁহার প্রিয় ছিল। তিনি যখন ১৬ বৎসরের বালক তখন পৌত্তলিকতার দূষিত ভাবের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি পতিত হয়। তিনি পৌত্তলিকতার দোষ প্রদর্শন করিলেন; পিতা ক্রুদ্ধ হইয়া বাড়ী হইতে বিদায় করিয়া দিলেন। তখন সেই ১৬ বৎসরের শিশু পদব্রজে হিমালয় উত্তীর্ণ হইয়া তিস্ত ভাত্রা করিলেন। কেন? বৌদ্ধধর্ম কি তাহা জানিবার জন্য। কি অলোকে সামান্য আধারসায় ও প্রতিজ্ঞা!! ১৬ বৎসরের সময়ে যে অগ্নি তাঁহার জন্মে প্রথম দেখা গেল, তাহা আর জীবনের মধ্যে তাহাকে ছাড়িল না। তিনি গৃহে ফিরিয়া আসিলেন, ধনোপার্জন জন্য বিষয় কার্যে লিপ্ত হইতে বাধ্য হইলেন; কিন্তু জন্মের প্রিয় ধর্মচর্চ্চাকে বিস্মৃত হইলেন না। একপ কথিত আছে। বিষয় কার্য করিয়া যে কিছু অবসর লাভ করিতেন তাহা ধর্মচর্চ্চাতেই ব্যাপন করিতেন। কোন প্রকারে কস বৎসর পরিশ্রম করিয়া নিজের ভরণপোষণোপযোগী কিংকিং অর্থ সংগ্রহ পূর্বক ৩০ বৎসর বয়সে বিষয় কার্য হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন এবং কলিকাতায় আসিয়াই একেবারে ধর্মচর্চ্চার মধ্যে নিমগ্ন হইলেন। এই চর্চ্চাতে তাহার এত আনন্দ ও আগ্রহ ছিল, যে পুস্তানদিগের বাইবেলে কি আছে জানিবার জন্য হিব্রু ও গ্রীক পড়িলেন, কোরাণ দেখিবার জন্য আরবীতে ব্যাপন হইলেন, বেদ পাঠের জন্য সংস্কৃত শিক্ষা করিলেন। তদনন্তর একা এক সময়ে হইয়া সকল সম্প্রদায়ের সহিত ধর্ম যুদ্ধ প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার নিষ্ঠার বিষয়ে এইরূপ কথিত আছে, তিনি উপাসনার দিন মাণিকতর্পা হইতে বোড়াসাঁকো পর্যন্ত প্রায় এক ক্রোশ পথ পদব্রজে চলিয়া আসিতেন। যান বাইনাদি থাকিলেও তাহাতে আরোহণ করিতেন না; লোকে রাজদরবারে যে ভাবে বসিত সেই ভাবে উপাসনা স্থানে আসিয়া বসিতেন এবং গায়কগণ গীত আরম্ভ করিলে তাঁহার গণ্ডল দর দর নেত্রধারে প্রাবিত দেখা যাইত। তিনি খ্রীষ্টানদিগের ভজনালয়ে গিয়া, এত লোকে তোমাকে ডাকিতেছে বলিয়া আনন্দে অশ্রুজল ফেলিতেন। জগদীশ্বর করুন এই মহাশয়ার ভাব ব্রাহ্মসমাজ মধ্যে দৃঢ়বদ্ধ হউক। সোমবার, এই মাঘ। অন্য ব্রাহ্মপরিবার সকলে ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণের জন্য বিশেষ উপাসনা হয়। এতদর্থ পূর্বোক্ত পত্র খানি পরিবারে পরিবারে প্রেরিত

হয়। সোমবার কলিকাতার অনেক স্থলে যুবকগণ জীয় জীয় বাসাবাড়ী পুষ্প ও দীপ মালায় শোভিত করিয়া উপাসনা করিয়াছিলেন; তদ্বিন্ন স্থানে যে সকল পরিবার বিক্ষিপ্ত হইয়া আছেন তাঁহারাও ঘরে ঘরে ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। আমাদের এতগুলি লোকের ও এতগুলি পরিবারের প্রার্থনা ধর্মের কি ফল ফলিবে না? প্রশ্ন কেন করি, প্রশ্ন করিলে অবিশ্বাস প্রকাশ পায়। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের হিতৈষণা আনন্দিত হউন, ব্রাহ্মসমাজের নব-জীবনের দিনের সূত্রপাত হইয়াছে। দীন হীনের বন্ধু পরমেশ্বর ইহাকে সকল প্রকার ভ্রম ও কুসংস্কার হইতে রক্ষা করিবেন। সকলে আরও প্রার্থনা প্রায়ণ হউন।

তত্ত্ব-কৌমুদীর মূল্যপ্রাপ্তি।

ডিসেম্বর—১৮৮০।

বাবু বৈদ্যনাথ গিরি, কটক	১
শশিভূষণ সেন, কলিকাতা	১০০
নবকিশোর দাস, ব্রীকট	২০০
দা জর্জিং ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক,	৬
বীর কেশুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কলকাতা	৩
দুর্গাচন্দ্র দাস, কলিকাতা	২০
নীলদেবীচরণ রায়, কামদেওয়া	৩
অমৃতলাল সিংহ, শিমলা	২০০
মধুসূদন নন্দী, ময়মনসিংহ	১০
হরমোহন বসু, নোয়াখালি	৩
গঙ্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, লালবাগ	৩
ভুবনমোহন সেন, কলিকাতা	৩
কেশবচন্দ্র দাস, বাকীপুর	৩০/০
শ্রীমতী মহারানী শরৎচন্দ্রী, পুটুয়া	৬
বাবু কৃষ্ণদেবদাসী সামন্ত, জেহানাবাদ	১০০

বিজ্ঞাপন।

উদাসীন প্রণীত নিম্ন লিখিত পুস্তকগুলি ১০ নং মৃজাপুর ষ্ট্রীট সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ পুস্তকালয়ে ৪ নং কলেজ স্কয়ার রায় প্রেস ডিপজিটরীতে পাওয়া যাইবে। এবং মাঘোৎসবের সময় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা গৃহের নিকট বিক্রয় হইবে।

উদাসীন সত্যজ্ঞান আগাম ভ্রমণ	১
কবিরের জীবন চরিত	১০
চাকরদের গুপ্ত ধনাবিকার	১০

সাধনক পঞ্চক ।

শান্তি ১০
বৈরাগ্য ১০

প্রত্যেক পুস্তকের এক এক খণ্ড একত্রে গ্রহণ করিলে ডাকমাশুল লাগিবে না ।

আগামী ২৪শে জাহুয়ারী, সোমবার, কর্ণওয়ালিস্ ট্রীটস্থ ২১১ সংখ্যক ভবনে, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা গৃহে, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের তৃতীয় সাংবৎসরিক অধিবেশন হইবে ।
উক্ত অধিবেশনে নিম্নলিখিত কার্যগুলি স্থিরীকৃত হইবে :—

- ১। বার্ষিক রিপোর্ট ।
- ২। কর্মচারী নিয়োগ ।
- ৩। নিয়ম পরিবর্তন ।

শ্রীযুক্ত বাবু দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী প্রস্তাব করিবেন ।

ক। ২৮ নিয়মের শেষ ভাগে এই টুকু যোগ করিতে হইবে ।

যদি কোন কারণ বশতঃ অধ্যক্ষ সভার সমস্ত কিছা অধিকাংশ সভ্য এক সময়ে কর্ম পরিত্যাগ করেন কিছা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন, তাহা হইলে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কোন বিশেষ অধিবেশন অধ্যক্ষ সভার সভ্য নিয়োগ করিতে পারিবেন ; কিন্তু এপ্রকার নিয়োগ অন্য এক অধিবেশনে অমুমোদন না হওয়া পর্যন্ত অধ্যক্ষ সভা সংগঠিত হইবে না । এই ছই অধিবেশনের মধ্যে অন্ততঃ এক মাগ ব্যবধান থাকা কর্তব্য ।”

খ। “২০ নিয়ম এই রূপ পরিবর্তিত হইবে ।

“অধ্যক্ষ সভা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কর্মচারীগণকে ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অন্যান্য সভ্যের মধ্য হইতে ১২ জন আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম লইয়া একটা কার্য নির্বাহক সভা নিযুক্ত করিবেন কোন কারণে প্রয়োজন হইলে উক্ত ১২ জনের মধ্যে কোন সভ্য পরিবর্তন ও শূন্য পদে নতুন সভ্য নিয়োগ করিতে পারিবেন ।”

গ। “৩১ নিয়ম এই রূপ হইবে ।

“সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক অধিবেশনের পর তিন সপ্তাহ মধ্যে অধ্যক্ষ সভার সমস্ত সভ্যের মত লইয়া, একটা বিশেষ অধিবেশনে অধ্যক্ষ সভা কার্য নির্বাহক সভার উক্ত দ্বাদশ সভ্য নিযুক্ত করিবেন । নতুন কার্য-নির্বাহক সভার যাহারা প্রবেশার্থী হইবেন, সম্পাদক এই তিন সপ্তাহ মধ্যে

তাঁহাদিগের সম্বন্ধে অধ্যক্ষ সভার সমস্ত সভ্যের মত জানিবেন এবং সেই মত অধ্যক্ষ সভার গণনায় আসিবে ।”

ঘ। “৩২ নিয়মে এই টুকু যোগ হইবে ।

“কিন্তু ৫০০ শত টাকার অধিক ব্যয় করিতে হইলে অধ্যক্ষ সভায় তাহা জ্ঞাপন করিয়া উক্ত সভার মত লইতে হইবে ।”

শ্রীযুক্ত বাবু কালীশঙ্কর স্কুল প্রস্তাব করিবেন—
সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারকদিগকে কার্য নির্বাহক সভার সভ্য বলিয়া পরিগণিত করা হউক ।

৪। অধ্যক্ষ সভার সভ্য নিয়োগ ।

৫। নতুন সভ্য মনোনয়ন ।

৬। বিবিধ ।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কার্যালয় } শ্রীমোহিনীমোহন বসু
২ রা জাহুয়ারি—১৮৮১ } সম্পাদক ।

তত্ত্বকৌমুদীর প্রথম ভাগের প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা বাদে প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ একত্রে বাক্যই হইয়া বিক্রয়ার্থ আকির্ষে প্রস্তুত আছে মূল্য ৪ ডাকমাশুল ১০০ । কাব্যাদ্যক্ষ ।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজমন্দির নির্মাণ জন্য বাঁহারা টান্দা স্বাক্ষর করিয়াছেন, তাঁহাদিগের নিকট বিনীত নিবেদন যে, তাঁহারা অবিলম্বে তাঁহাদিগের অঙ্গীকৃত অর্থ প্রেরণ করিয়া বাধিত করেন । শীঘ্র শীঘ্র অর্থ সংগ্রহ না হইলে সমাজ-মন্দির নির্মাণ কার্য চলা স্কন্ধটিন হইবে ।

১৩ নং মির্জাপুর ট্রীট. } শ্রীগুরুচরণ মহলানবিশ
কলিকাতা । } বিল্ডিং ফণ্ডের সম্পাদক ।

রবিবাসরীয় ছাত্র সমাজে গঠিত শিবনাথ শাস্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত উপদেশ সকল গ্রন্থাকারে মুদ্রিত করিয়া বিক্রীত হইতেছে । গ্রহণেচ্ছগণ ১৩ নং মির্জাপুর ট্রীট ভবনে আমাব নামে মূল্য সহ পত্র লিখিলে, উক্ত গ্রন্থ তাঁহাদের নিকট প্রেরিত হইবে ।

প্রার্থনার আবশ্যকতা ও মুক্তিযুক্ততা

১০

জাতি ভেদ

১০

পরকাল	/০
ভারত ক্ষেত্রে সংস্কার কার্য ও তৎসাধনের উপায়	/০
১৩ নং মৃজাপুর ষ্ট্রীট ৩১ ভাবণ।	}
শ্রী আদিনাথ চট্টোপাধ্যায়।	
সহঃ সম্পাদক।	

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের দাতব্য, প্রচার ফণ্ডের দাতব্য, এবং পুস্তকের মূল্য হিসাবে যাহার নিকট যাহা প্রাপ্য আছে, অল্পগ্রহপূর্বক এই সময় প্রেরণ করিলে বিশেষ উপকৃত হওয়া যায়। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অনেক ব্যয়ের প্রয়োজন, অর্থাৎ তাহা সুন্দর ও সুশৃঙ্খলরূপে নিৰ্বাহিত হইতে পারে না, ইহা বলা বাহুল্য। অতএব সভা, গ্রাহক ও স্থানীয় এজেন্ট মহোদয়গণ এবিষয়ে বিশেষ মনোযোগী নহে, একান্ত প্রার্থন।

উপরিউক্ত দাতব্য ও মূল্য অন্য নামে পাঠাইলে গোলযোগ হয়, এই জন্য আমার নামেই প্রেরণ করিলে বাধিত হইবে।

১৮৮০। ১৫ ই জুলাই	}	শ্রী উমেশচন্দ্র দত্ত
১৩ নং মৃজাপুর ষ্ট্রীট কলিকাতা	}	সহকারী সম্পাদক।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্র



এই সমস্ত ইংরেজি ও বাঙ্গালা মুদ্রাক্ষণ কার্য সুচারুরূপে, অল্প সময়ে এবং উচিত মূল্যে সম্পন্ন হয়। সংবাদপত্র, পুস্তক, চেক, দাখিলা, রসিদ, বিল, শিরোনামা, নানা প্রকার ক্ষুদ্র কার্য, নানা রঙের মুদ্রাক্ষণ, স্বর্ণময় মুদ্রাক্ষণ, ইত্যাদি। মুদ্রিতকরা যাহার প্রয়োজন হইবে, তিনি কর্ম্মাধ্যক্ষের নিকট কলিকাতা ৯৩ নং কলেজ ষ্ট্রীট ভবনে অনুসন্ধান করিবেন।

Memoir of Dr. Carpenter	১০	/০
Perfect Life	১৬০	/০
Morning & Evening meditations	১৬০	/১০
Last Days of Raja Ram Mohon Roy	১০	/১০
সঙ্গীত-হার (বাবু পুতুরীকাক্ষ মুখোপাধ্যায় প্রণীত)	১০	/১০
সুস্মৃতির কুটীর	১০	/১০
ধর্ম্মকুহুম (বালক বালিকাদিগের জন্য)	১০	/১০
জাতীয় সঙ্গীত	১০	/১০
অধ্যাত্মতত্ত্ব ও ধর্ম্মসাধন	১০	/১০
প্রবন্ধ-লতিকা	১০	/১০
Almanac 1880	4 ans	
Second Annual Report 1879	6 ans	
সোপান—নীতি বিষয়ক প্রবন্ধ	১০	/১০
Brahmo-Year Book 1879 (Miss Collet's)	১০	/১০
" " " " 1880	১০	/১০
ব্রহ্মসঙ্গীত	১০	/১০
ঐ ২ ভাগ	১০	/১০
সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নিয়মাবলী	১০	/১০
ঐ ইংরাজী	১০	/১০
আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্মদিগের তালিকা	১০	/১০
কৃতজ্ঞতা	১০	/১০
আশ্চর্য্য স্বপ্নদর্শন	১০	/১০
শিশু পালন	১০	/১০
ব্রাহ্মবর্চন সংগ্রহ	১০	/১০
ব্রাহ্মসমাজের বর্তমান অবস্থা	১০	/১০
ধর্ম্মালোচন	১০	/১০
নূতন ব্রহ্মসঙ্গীত	১০	/১০
পুষ্পমালা	১০	/১০
গৃহধর্ম্ম	১০	/১০

বিক্রেয় পুস্তক।

নিম্ন লিখিত পুস্তকগুলি ১৩ নং মৃজাপুর ষ্ট্রীট সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্যালয়ে প্রাপ্ত হওয়া যাবে। যথা—	
পুস্তকের নাম	মূল্য ডাকমাসুল।
Channing's Complete works	১১০ ১০
Practical Sermons	১০ ১০

নানা কারণে ১লা মাঘের তত্ত্বকৌমুদী ৭ই মাঘ প্রকাশিত হইল।

তত্ত্ব-কৌমুদী

[পাক্ষিক পত্রিকা]

৩য় ভাগ।

১৭ ও ১৮ নং সংখ্যা।

১৬ই মাঘ ও ১লা ফাল্গুন, ১৮০২ শক। ব্রাহ্ম সংবৎ ৫২।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২০।
মকসুল ঐ ৩।
প্রতি খণ্ড নগদ ১০।

প্রার্থনা।

অদ্য নব বর্ষের কার্যভার গ্রহণ করিবার পূর্বে, হে সিদ্ধিদাতা পরমেশ্বর! আমরা তোমাকে অরপ করিতেছি। আমাদের দুর্বলতা ও দুর্বলতা স্বয়ং করিয়া ভয় হইতেছে, যে আমাদের দ্বারা তোমার পবিত্র ধর্ম প্রচার না হইয়া পাছে আমরা অনিষ্ট সাধন করি। পাছে আমরা লাভ ভগিনী দিগের পথের কণ্টক স্বরূপ হই। আমাদের সমুদয়কে যে ক্রম ভার ন্যস্ত বহিয়াছে, হে প্রভো! আমরা তাহা বহন করিবার উপযুক্ত নহি। যে প্রেম, যে উদারতা, যে পবিত্র জীবন ব্যতীত কেহ কখন তোমার ধর্ম প্রচার করিতে পারে নাই, দয়াসিদ্ধো! আমাদেরকে সেই সকল প্রদান কর। তোমার রূপায় আমরা নব গৃহ লাভ করিলাম, আমাদেরকে নবভাব, নব উৎসাহ, নব জীবন দেও, যে সেই গৃহে আমরা তোমার পূজা করিয়া ধন্য হই, এবং ভ্রাতা ভগিনীদিগকে তথায় তোমার পূজার জন্য আহ্বান করি। কত আশা করিয়া আমরা এই পবিত্র ধর্ম-পরিবারের অঙ্গীভূত হইয়াছি। সেই সকল আশা যথার্থে পূর্ণ হয়, তুমি এ প্রকার বিধান কর। তুমি সন্তোষ আশ্রয় ও ব্রাহ্মসমাজের রক্ষক, আমরা তোমার উপর নির্ভর করিয়া নব বর্ষের কার্য আরম্ভ করি। আশীর্বাদ কর।

জড় জগতে মধো মণ্ডে প্রবল ঋতিকা হইয়া সমুদায় বায়ু-মণ্ডল পরিষ্কৃত করে। কত দুর্গন্ধ, মলা তাহা দ্বারা অপনীত হয়। বস্তুতঃ এই প্রকার বিধান থাকিলে জগৎ আমাদের স্বাস্থ্যের উপযোগী হইত না। আধ্যাত্মিক জগতের পক্ষেও এইরূপ ঋতিকার অত্যন্ত প্রয়োজন। হৃদয়ের অসারতা, মালিন্য, এবং দুর্গন্ধ দূর হইবার উপায় না থাকিলে আধ্যাত্মিক জগতে জীবের স্বার্থরক্ষা হইত না। আমাদের উৎসব সকল এইরূপ ঋতিকা। তাহার দ্বারা মৃত্যুভাব নবজীবনযুক্ত হয়, কত আত্মা নববৎসাহ, নবাহুসাগ লাভ করে, যেখানে যত দুর্গন্ধ ও মলা লুক্কায়িত থাকে, সমস্ত পরিষ্কার হইয়া যায়। নরনারীর যুগের কান্তি উজ্জ্বল হয়। আমাদের বিগত উৎসব কি এই প্রকার হইয়াছে! পাঠক! এক ধীর নির্ভর্য্যে পরমেশ্বরের নিকট এই সমস্ত চিন্তা কর।

কোন আধ্যাত্মিক বিষয়কে জড়ীয় প্রতিমূর্ত্তি দ্বারা প্রকাশ করিলে তাহা হইতেই ক্রমে পৌত্তলিকতার সৃষ্টি হয়। পরমেশ্বর কখনোময়, এই ভাবে যদি কেহ বাহ্যিক আকার দিয়া প্রকাশ করেন,—মনে কর এক কাঠা ধানাকে এই দ্বারা প্রতিমূর্ত্তি মনে করা যায়,—তাহা বিপদজনক কি না? এই প্রকারে আমাদের দেশে ধান্যপূজা ঈশ্বরের দ্বারা পূজারূপে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে কি না? পরমেশ্বর জ্ঞানস্বরূপ, এই ভাবটী প্রকাশ করিবার জন্য যদি কতকগুলি গ্রন্থকে, সমুদে রাখিয়া অর্চনা করা হয়, তাহা পৌত্তলিকতা কি না? এইরূপে কি সরস্বতী পূজা প্রবর্ত্তিত হয় নাই? ব্রাহ্মধর্ম সার্বভৌমিক ধর্ম, এই ভাবে বাহ্যিক প্রদান মানসে যদি এক খানি গ্রন্থে সকল ধর্ম সম্প্রদায়ের মূল সত্য গুলি বিবৃত করিয়া ঐ গ্রন্থকে পূজোপহার প্রদান করা হয়, তাহা পৌত্তলিকতা কি না? কোন্‌দের বিষয় ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে এইরূপ একটা পদ্ধতি আচরণ আরম্ভ হইয়াছে। তাহার যে নববিধান ঘোষণা করিতেছেন, বিগত মাদোৎসব উপলক্ষে ঐ বিধানকে একটা পতাকা ও কতকগুলি ধর্মগ্রন্থ স্বরূপে প্রকাশ করিয়া সকলে তাহার সমুদে ধূপ, দীপ, চামর প্রভৃতি লইয়া তাহার আবেষ্টি এবং অভিষেক করিয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজ যদি বিগ্রহ ও মূর্ত্তিবন্দনা প্রচার করেন তবে পৌত্তলিকতার সহিত তাহার যে মূলগত প্রভেদ, তাহাই বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। যাহারা এই প্রথা প্রবর্ত্তন করিতেছেন, আমরা বহুভাবে তাহাদিগকে সতর্ক করিতেছি।

৪ঠা মাঘ অবধি আমাদের প্রিয়তম মাদোৎসব আরম্ভ হইয়া ১৮ই মাঘ তাহার কার্য শেষ হইয়াছে। অন্যান্য বৎসরের ন্যায় নিরমিত কার্য ব্যতীত এ বৎসর একটা নূতন প্রথা প্রবর্ত্তিত করিবার চেষ্টা করা হইয়াছিল। উহা কত দূর সফল হইয়াছে, তাহা বলিতে পারা যায় না; কিন্তু যদি প্রত্যেক ব্রাহ্ম-পরিবার তাহাতে হৃদয়ের সহিত যোগ পদন, তাহা হইলে তদ্বারা যে অতি উপাদেয় ফল লাভ হইবে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। প্রত্যেক ব্রাহ্মপরিবারে ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণের জন্য উৎসব উপলক্ষে এক দিন প্রার্থনা করা হয়, সহকারী সম্পাদক সকলকে এই অতিপ্রায়ে আহ্বান করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মধর্ম আমাদের প্রত্যেকের গৃহের ভূষণ, ব্রাহ্মসমাজ প্রত্যেক

ব্রাহ্মপরিবারের আদরের সামগ্রী; সকল পরিবার সেই সমাজের কল্যাণার্থে প্রার্থনা করিতেছেন, ইহা অতি মনোহর ও উৎসাহকর দৃশ্য। একদ্বারা ব্রাহ্মসমাজের প্রতি আমাদের অমুরাগ বৃদ্ধি হইতে পারে সন্দেহ নাই। কত পরিবার বহুকাল হইতে ব্রাহ্ম পরিবার ভক্ত হইয়াছেন, কত অবস্থা অতিক্রম করিয়া ব্রাহ্মসমাজের শীতল আশ্রয়লাভ করিয়াছেন। তাঁহাদের ভাবনের কত পরীক্ষা হইয়াছে। এই উৎসব উপলক্ষে তাঁহাদের সেই সমস্ত স্মরণ হওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক। যে সমাজ ভিন্ন তাঁহাদের অন্য আশ্রয়ে স্থান নাই, তাঁহার কল্যাণ প্রার্থনা করা তাঁহাদের যখন প্রতিদিনের কাণ্ডা, তখন এই প্রসঙ্গ সময়ে সকলে তাহা করেন ইহা অত্যন্ত বাঞ্ছনীয়। এ বৎসর ১৬ই মাঘ এই কাণ্ডের জন্য স্থির হইয়াছিল। যে প্রার্থনা আদর্শ স্বরূপ অমুরোধ পত্রে সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল, তাহা গতবারে প্রকাশ করা হইয়াছে।

এক পঞ্চাশৎ মাঘোৎসব।

পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর উপদেশের
সারাংশ।

১১ই মাঘ—প্রাতঃকাল।

“একোদেবঃ সর্বভূতেষু গুণঃ সর্বব্যাপী সর্বভূতাস্তরায়া।

কস্মাধ্যক্ষঃ সর্বভূতাদিবাসঃ সাক্ষীভ্যো কেবলো নিগুনশ্চ।”

“এক যে পরমেশ্বর সর্বভূতে স্থিতি করিতেছেন, তিনি সর্বব্যাপী ও সর্বান্তর্ধানী, তাবৎ কার্যের অধ্যক্ষ, জ্ঞান-স্বরূপ, সজ্বরহিত এবং সৃষ্ট পদার্থের গুণ বিবর্জিত।”

মুসলমানদিগের এক খানি ধর্মগ্রন্থে লিখিত আছে এক দেশের জনৈক বাদশাহ অতিশয় নাস্তিক ছিলেন। নিজে পরমেশ্বরকে মানিতেন না এবং প্রজাদিগের নিকট হইতে আপনার পূজা চাহিতেন। এক দিন কয়েকজন গণক সেই বাদশাহের নিকট গিয়া বলিল, হে রাজন! আপনার রাজ্যে অমুক পরিবারে অমুক স্ত্রীর গর্ভে একটি বালক জন্ম গ্রহণ করিবে। তাহার নাম ইব্রাহিম, সে আপনার রাজ্য ছাড়বার করিবে। ইহা শুনিয়া বাদশাহ ভীত হইলেন এবং বাহাতে সেই মহিলার সন্তান না হয়, তাহার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু ঈশ্বরের নিয়ম অখণ্ড, কালে সেই স্ত্রী একটি সন্তান প্রসব করিলেন। প্রসব করা মাত্র বাদশাহের ভয়ে সেই স্ত্রী তাহার শিশুকে নিকটবর্তী কোন পুরুষের গহ্বরে লুকাইয়া রাখিয়া আসিলেন। এবং তিনি প্রত্যহ গোপনে তথায় যাইয়া সন্তানকে স্তন্যপান করাইয়া আসিতেন। কয়েকদিন পরে পক্ষী ক্রমে ক্রমে ইব্রাহিমের জ্ঞান সঞ্চার হইতে লাগিল। তিনি পুরুষ গহ্বরে থাকিয়া ভীষণ জন্ত, বৃক্ষ ও মাতাকে ভিন্ন আর কিছু জানিতেন না। ক্রমে যখন বয়স হইল, তখন একদা মাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই যে পুরুষ-তাকি, সংস্কৃত দেখিতেছি, এই যে সুবিজ্ঞ আকাশ, এই সমুদায় কে স্বজন করিল? সেই নারী ভিন্নকাল দেব দেবীর

পূজা করিয়া আসিয়াছেন, তাই বলিলেন চন্দ্র এই অগন্তের সৃষ্টি কর্তা। ইব্রাহিম রাত্ৰিতে বলিয়া বলিয়া চন্দ্র দর্শন করিলেন, দেখিতে পাইলেন যে চন্দ্রের হাস বৃদ্ধি আছে। তাবিলেন, এক অগন্তের স্রষ্টা? তাহার হাস বৃদ্ধি আছে, সে কিরূপে জগৎ স্রষ্টা হইবে? আর এক দিন যখন মাতা আসিলেন, তখন তিনি বলিলেন, না মা বিশ্বস্রষ্টার উদয়ান্ত হইতে পারে না, হাস বৃদ্ধি তাহাতে সম্ভবে না,—এ চন্দ্র স্রষ্টা নহে। তখন নারী বলিলেন, ঐ যে ঘরে নক্ষত্র দেখা যায়, এই স্রষ্টা। ইব্রাহিম দেখিলেন তাহারও পরিবর্তন হয়; রাত্ৰিতে দেখা যায়, দিনে দেখা যায় না। তখন মাতাকে বলিলেন একি! যিনি স্রষ্টা তিন দিন রাত্রি সমানভাবে থাকিবেন, স্রষ্টার নক্ষত্রত স্রষ্টা নহে। তখন মাতা বলিলেন, দেখ গৃহে দেবতা আছে, তাহার স্রষ্টা; চল দেবালয়ে গিয়া তাহাদিগকে দেখিতে পাইবে। ইব্রাহিম রাত্ৰিতে মাতার সঙ্গে গোপনে দেবালয়ে গিয়া দেখিলেন, এক প্রকাণ্ড মূর্তি দণ্ড হস্তে দাঁড়াইয়া আছে। মাতা বলিলেন, ঐ যে প্রকাণ্ড বৃন্দাকার মূর্তি দেখিতেছ, ইনি স্রষ্টা; আর চতুর্দিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মূর্তি সমুদায় তাঁহার অমুচর। তখন তিনি তাহাদের গায় হাত দিলেন, চুল বরিয়া টানিলেন; কিন্তু তাহাদের কেহই কথা বলিল না। কথা বলার জন্য তিনি দণ্ড দ্বারা একে একে মূর্তি তাল চূর্ণ করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাহারা কিছুতেই কথা বলিল না। তখন তিনি আবার দ্বারে দ্বারে পক্ষতে চলিয়া গেলেন। পরদিন প্রত্যুষে দুমগাম পড়িয়া গেল। কে রাত্ৰিতে দেবালয়ে গোপনে প্রবেশ করিয়া দেবমূর্তি সমুদায় ভগ্ন করিয়াছে, তাহার অনুসন্ধান চতুর্দিকে লোক ছুটিল। সকলের মনেই সন্দেহ হইল, যে মূর্তি ভাঙ্গিয়াছে সে কখনই লোকালয়ে নাহ, অবশ্য কোন গুপ্ত স্থানে লুকায়িত আছে। এই মনে করিয়া অরণ্যে, পর্বত-কন্দরে চর প্রেরিত হইল। অবশেষে ইব্রাহিম খুঁজ হইলেন এবং জিজ্ঞাসিত হইলেন যে “তুমি কে এবং দেবমূর্তি সকল ভগ্ন করিয়াছ কি না?” তিনি বলিলেন, আমি জানি না আমি কে; মা আমাকে ইব্রাহিম বলিয়া ডাকেন। মাতৃবাক্যে বিশ্বাস করিয়া এই মূর্তি বিশ্বস্রষ্টা কিনা জানিতে গিয়া আশাত করিয়াছিলাম, তাহাতে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। মাতা আমাকে বলিয়াছিলেন উহা স্রষ্টা; কিন্তু আমি নানা উপায়ে দেখিলাম, মূর্তি দেবতা নহে। এক কথাতে তিনি আশ্রিতে নিষ্কপ্ত হইলেন। ঈশ্বর তাহাকে রক্ষা করিলেন। পরে স্রষ্টা কে জানিবার জন্য তিনি নগরে বহির্গত হইলেন। কিন্তু কোথাও জানিতে পারিলেন না অবশেষে ক্রান্ত ও অস্তির হইয়া বলিলেন, হে ঈশ্বর! তুমি এস, তুমি কোথায় আছ, আমাকে দেখা দেও। ঈশ্বর তাহার কথা শুনিলাম ও তাহাকে বুঝাইয়া দিলেন যে তিনি অগন্ত ও তত্ত্বোত্ত ভাবে আছেন।

ইব্রাহিম সুখী হইয়া বাদশাহের নিকট ফিরিয়া গিয়া বলিলেন, তাহাকে পাইয়াছি। তাহার পূজা তোমারও কর; তিনি নিরাকার, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা, তাহাকেই পূজা কর, মূর্তিপূজা ছাড়িয়া দেও। বাদশাহ বলিলেন, তোমার ঈশ্বর কোথায়? এবং তিনি যে আছেন, তাহার প্রমাণ কি? ইব্রা-

হিম বলিলেন, তুমি তোমার গৃহ সামগ্রী সকলকে জিজ্ঞাসা কর, কাহার উত্তর দিবে তিনি কোথায় ? বাদসাহ জিজ্ঞাসা করায় তাহার। এক বাক্যে সাক্ষ্য দিল, এই আমাদের মধ্যে তিনি বিরাজমান। আশ্চর্যরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহার। উচ্চৈঃস্বরে বলিল, এই দেখ তিনি আমাদের প্রত্যেক অংশে বিরাজিত। এইরূপে একে একে গৃহস্থ সমস্ত জড়পদার্থকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিলেন, সকলেই তাঁহার বিদ্রোহাচরণ করিতেছে। বাদসাহ রাগিত হইয়া সমস্ত চূর্ণ করিলেন। ইব্রাহিম বলিলেন, তোমার শরীরকে জিজ্ঞাসা করত দেখি। শরীরও সাক্ষ্য দিল ঈশ্বর তাহার অষ্টা। তখন বাদসাহ অপদম্ব হইলেন, এবং ইব্রাহিম এইরূপে বাদসাহকে পরাস্ত করিয়া তাঁহার রাজ্যে একমাত্র ঈশ্বরের পূজা প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

এই একটি আখ্যায়িকা হইতে আমরা জানিলাম যে, জগৎ-স্রষ্টা সৃষ্ট বস্তু নহেন এবং তাঁহাকে জানিবার জন্য স্পর্শ না করিলে তাঁহাকে পাওয়া যায় না। ইব্রাহিম ব্যক্তি হইয়াছিলেন, তাই জানিতে পারিয়াছিলেন। আমরা শুনিতেছি বটে, এতগতের এক জন স্রষ্টা আছেন; কিন্তু কয় জনের মনে এই জগতের স্রষ্টা কে এই প্রশ্ন উদয় হইয়া থাকে ? আমাদের কয়জন গম্ভীর ভাবে এই প্রশ্নের আলোচনা করিয়া থাকেন ? যখন এরূপ ভাব আমাদের মনে আসে, তখনই তাঁহাকে আমরা পূজি। এখন বল এ প্রশ্নের উত্তর আমাদের মধ্যে কে দিবে ? সৃষ্টপদার্থ স্রষ্টা নহে, অজ্ঞান বুদ্ধিহীন স্রষ্টা নয়। তবে তাঁহাকে বুঝি কিরূপে ? কেহ বলিলেন এই যে পুস্তক—বেদ, বাইবেল, কোরাণ, জিন্দাবস্তা—আছে, তাহাতে জানিতে পারা যায়। আমি সব পুস্তক পড়িলাম; কিন্তু কোথায়ও জানিতে পারিলাম না। গ্রন্থে ঈশ্বরের কথা আছে; কিন্তু তাঁহাকে পাব কিরূপে, লাভ করিব কি উপায়ে ? গ্রন্থ পাঠে ঈশ্বরকে পাইলাম না। কেহ বলিলেন, অনেক নিকট উপদেশ লও। উপদেশে বলিলেন, তুমি প্রাণায়ামাদি কর, তাঁহাকে পাইবে। উপদেশ লইলাম, আসনশুদ্ধি করিলাম, ভূতশুদ্ধি করিলাম, প্রাণায়াম করিলাম; কিন্তু কিছুতেই তাঁহাকে পাইলাম না। তবে কি করিব ? কয়জন লোক আমলকের ন্যায় তাঁহাকে পাইতে চাই, কিরূপে পাইব ? নিরমাতা আসে হইবে না, নানাবিধ উপায় অবলম্বন করি কিছুতেই হয় না। কখন ভাবি সব কলনা, তাঁহাকে পাওয়া যায় না। যখন ব্যাকুল হইয়া তাঁহার জন্য তাবি, তখন তিনি কোথায় বলিয়া অন্তর হই। ইব্রাহিমের ব্যাকুলতা যখন চরমে আসে, তখন ব্যাকবিকই অরণ্যে অরণ্যে ভ্রমণ করি। পুষ্ক, ফল, ফুল, নদীকে জিজ্ঞাসা করি পূরমেঘের কোথায় ? ইহার। বলিল, এই দেখ তিনি আমাদের অন্তরালে বিরাজমান। কিন্তু আমার অবিবাসী, প্রাণ তাহা বুঝিল না। আমি পৃথিবীর সব জড় পদার্থকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহাদের কথা বুঝিতে পারিলাম না। জ্ঞানপথ অতিক্রম করিয়া লোক হইতে লোকান্তরে গমন

করিলাম; কিন্তু কোথাও কাহারও কথা বুঝিলাম না। শরীর বলিল, হে অবিবাসী! দেখ তিনি আমাদের সৃষ্টি করিয়াছেন; কিন্তু আমার অবিবাসী প্রাণ তাহাও বুঝিল না। এইরূপে সব পদার্থ সাক্ষ্য দিল, আমি কিন্তু বুঝিলাম না। সত্য জগতে গেলোম, সকলেই বলিলেন, আমরা প্রায় সকলেই ঈশ্বর মানি, এবং ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করি। বেদ, বাইবেল, কোরাণ, জিজ্ঞান সকলেই বলে, তুমি কে যে বিশ্বাস করিতেছ না ? যাহারা অসত্য, তাহারাও একথা বলিল। আমি সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে তাঁহার অস্তিত্বের সাক্ষ্য পাইলাম। তবে এখন ঈশ্বর কোথায় ? সকলে বাতুল হইয়া বলিল, যাহার মতিমা ঘোষণা করে তিনি কোথায় ? আমার সঙ্গীতের কোথায় ? এই প্রকারে যখন ব্যাকুল হইয়া কাঁদিয়া বলি, হে ঈশ্বর ! তুমি কে জানি না, বুঝিতে পারি না; তোমাকে জানিলে চাই। এস, এস হে নাথ ! তোমার কুবনমোহন স্বরূপ এক বার দেখাও। একটি বার অন্তরে প্রকাশিত হও। একপে যখন ডাকিলাম, তখন তিনি প্রকাশিত হইলেন। নরাদম মহাপাতকীর জন্মে কে আসিলেন ? কি প্রাণ-বিমোহন, মননরঞ্জন সুন্দর ছবি দেখিলাম। তাহা কল্পনা নয়। জানিলাম কাঁঠর জন্মে, ব্যাকুল অন্তরে ডাকিলে বহুদিকই ঈশ্বরকে পাওয়া যায়। বুঝিলাম তিনি দয়ালু, সর্বাত্মর, সর্বব্যাপী। তিনি সত্য, জগৎকর্তা, জ্ঞানাপ্তপতি। আমরা যত কেন পাকতী হই না, প্রাণ ব্যাকুল হইয়া তাঁহাকে ডাকিলে তিনি আসেন। ভীত, সঙ্কুচিত হইয়া ডাকিলে তিনি বলেন, হে সন্তান, ভয় পেওনা আমি তোমাকে পরি-ত্ৰাণ করিব। তখন আমি যতই তাঁহা হইতে দূরে থাকিতে চাই, তিনি ততই আমার উদ্ধারের চেষ্টা করেন। অগত্যা-পাতে যাইতে আমি যত প্রকার চেষ্টা করি না কেন, আমার তাবৎ চেষ্টা ঈশ্বরের কৃপাশ্রমে ব্যর্থ হয়।

যদি একবার ঈশ্বরের দয়া স্মরণে অনুভব করিতে পারি, পাপ জন্মে তিনি আসিয়াছেন একবার উপলব্ধি করিতে সক্ষম হই; তখন তাঁহাতে বিশ্বাস হয়, তাঁহার দরিতে প্রত্যয় হয়। আর সকলকে বলি, শুন শুন ঈশ্বর দয়া করিলেন, অপরাধ ক্ষমা করিবেন; দেখ তিনি আমার উদ্ধার করিয়াছেন। তাঁহার জন্য কাদ, তিনি অনুগ্রহ করিবেন। তাঁহাকে ছাড়িয়া তোমরা কোথায় যাইবে তাই ? তোমরা অগ্রাহ্য করিলেও করিতে পার, কিন্তু আমি অগ্রাহ্য করিতে পারি না, তাঁহাকে ছাড়িতে পারি না। দেখ তিনি কত উপকার করিয়াছেন। অলৌকিক ছিলাম, রোগে মরিতেছিলাম তিনি বাঁচাইয়াছেন। পাপ হইতে রক্ষা করিয়াছেন। তাঁহার কথা মিষ্ট বোধ হইত না, পূজা কলনা ভাবিতাম, ঈশ্বরোপসনাকে বাতুলতা মনে করিতাম। কিন্তু তিনি ইহার কিছুতেই ছাড়েন নাই। একদিন কাঁদিয়াছিলাম, তাই এক অনুগ্রহ। তাই এস, সকলেই তাঁহার অর্চনা করি।

তিনি স্রষ্টা; তাঁহার পূজা কর, অপর কাহার পূজা করিওনা। স্রষ্টার পূজা কর; কলনার পূজা করিওনা। পর-মেঘের পূজা করিতে হইলে দুর্বলতা ও কলনা।

হইবে। হে, ঈশ্বর, হে ঈশ্বর বলিয়া ডাক, তাহা হইলে তাঁহাকে বুঝিতে পারিবে। পুত্রকের কথার মত তাঁহাকে বুঝিবে না, মহেশ্বরের কথার উপর নির্ভর করিও না। কেবল প্রার্থনা কর, অন্তরে তাঁহার সত্তা বুঝিবে। ঈশ্বর যখন হৃদয়ে প্রকাশিত হন, তখন দেখি যে তিনি কি অপূর্ণ রমণীয়! একবার বিভ্রান্তের মত নিজের প্রকাশ-মানব হৃদয়ে প্রকাশিত করিয়া ঈশ্বর যে লোককে মুগ্ধ করেন এক বার যদি এ প্রকাশ পাও, তবে ছাড়িও না। প্রাণপুষ্ট দাও, বাহিরের পুষ্পদিগে হইবে না। নিরাকারদ্বারা নিরাকারের পূজা কর। পরমেশ্বরকে হারাতি-রূপে বুঝিবে না, তাহার তাঁহাকে স্থূল বস্তু দ্বারা পূজা করে। নিরাকার, নির্মিতাকার পরব্রহ্মের পূজা কর, তাঁহার জন্য হোমন কর : কৃতার্থ হইবে। তাঁহাকে ছাড়িয়া কোথায় যাইবে? তিনি যে জীবনের জীবন। তাঁহাকে যদি জানিতে চাও তাহা বুঝিতে পার নাট, তাহা কখনও বলিও না। তাহা হইলে জানিতে পারিবে না পুত্রকের কথার ভুলিও না, তাহা হইলে নিজ প্রীতি-কে অনন্ত গুণ করিয়া ঈশ্বর প্রীতি মনে করিবে। ইহা কখনই করিও না। নিজের দয়াকে ঈশ্বরের দয়া ভাবা অত্যন্ত হীন। ভাট, ঈশ্বরের পূজা করিতে করিতে তাঁহার দয়া যাহাতে হৃদয়ে প্রকাশিত হয়, তাহার চেষ্টা করিও। তুমি যেক্রপ দয়া কর, তিনি সেক্রপ দয়া করেন না; তাঁহার দয়া অল্পম।

আর একটি কথা। মহাবাক্যে তুমি অর্চনা করিও না। ব্যাকুলতার সময় তুমি ভাবিতে পার, তাঁহাকে পূজিলে ঈশ্বর-পূজার সাহায্য হইতে পারে। তা হবে না, তাহা করিলে সর্বনাশ হইবে। পুত্র হইতে, বিত্ত হইতে, সমস্ত হইতে প্রিয় বলিয়া তাঁহাকে পূজা করিবে। এক্রপে প্রাণ মন দিয়া পূজা করিলে তাঁহাকে পাইবে। সর্বল ভাবে সকলে ডাকিতে পারিলে, প্রাণ মন দিয়া পূজা করিতে পারিলে তাঁহার কথা প্রচার হইবে। তাঁহার সত্তাতে আত্ম মন্দির পরিপূর্ণ, তাঁহাকে ভাল করিয়া প্রাণের প্রাণরূপে অনুভব করি। তিনি ভিন্ন স্থান নাই, বস্তু আমা-দের মঙ্গলের জন্য তিনি আসিয়াছেন। তাঁহার নিকট যাট আত্ম জীবনের আনন্দ পাই, সর্বল ভাবে তাঁহাকে ডাক। মন্দিরে বর্তমান জানিয়া প্রাণ ভরে তাঁহাকে পূজা করি। দীন বন্ধু পিতা সমস্ত দিন আমাদিগকে কৃতার্থ করিবেন। তিনিই মঙ্গলময় প্রাচীন দেবতা। ঋষিরা তাঁহাকেই পূজা করিতেন। যখন ভারতের স্ব স্ব সোভাগ্য ছিল, তখন তাঁহারই সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল। সেই প্রাচীন গৃহ দেবতার সিংহাসন আমাদের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হউক। সেই দেবতা জীবনের শান্তি-উৎস। তাঁহার নাম কীর্তনে আমাদের প্রেম উল্লসিয়া উঠুক। আমরা সকলে তাঁহার চরণে প্রার্থনা করিয়া প্রাণ কৃতার্থ করি, জীবন ধন্য করি।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর উপদেশের সারাংশ।

১১ই মাঘ—রাত্রি।

কোন পরিবারের জননী একদা প্রাতঃকালে উঠিয়া বালক বালিকাদিগকে ডাকিয়া উপদেশের দ্রব্য কিছু কিছু প্রদান করিলেন। তাহা লইয়া তাঁহারা আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে বাহির হইল, আনন্দ-কোলাহলে গৃহ-প্রাক্ষণ প্রতি-ধ্বনিত হইতে লাগিল। ক্রিয়াকাল পরে মা সকলকে ডাকিলেন। প্রথমে একটি অপেক্ষাকৃত বয়স্ক শিশুকে বলিলেন, দাও দেখি তোমার ঐ ফলটী। শিশু মার মুখের দিকে চাহিয়া ভাবিতে লাগিল, একি! যদি মা আবার চাহিয়া লইবেন, তবে দিলেন কেন? মা জিদ করিতে লাগিলেন, কি করে অগত্যা মাকে নখে কাটিয়া একটু দিল। মা বার বার চাহিতে লাগিলেন, শিশু কিছু কিছু দিতে লাগিল, আর মনে মনে ভাবিতে লাগিল, মা কি স্বার্থপর! যাহারা বড় ছিল—সেয়ানা ছিল—তাঁহারা বলিল চল ভাই পালাই, এখানে থাকিলে মা সব কাড়িয়া লইবেন। এই বলিয়া অধিক বয়স্কেরা বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া গেল। মা আবার আর একটি শিশুকে ডাকিলেন, সেও তেমনি ভাবে নখে কাটিয়া অল্প অল্প দিতে লাগিল। অবশেষে মাতা সর্ব কনিষ্ঠ শিশুর নিকট চাহিলেন। বলা মাত্র সে তৎক্ষণাত্ মাকে সব দিল—তাঁহার নাকি স্বার্থপরতা পাকে নাট—তাই সে সব দিল! মা তাহাকে কোড়ে লইয়া চুপন করিলেন, আত্মাদে তহাত ফলে পুরিয়া দিলেন, ক্ষুদ্র হাতে ফল ধরিল না, অঞ্চলে বাঁধিয়া দিলেন। যাহারা পালাইয়াছিল, তাহারা এসে দেখে ছোট সন্তানকে মা হাত পুরিয়া দিয়াছেন। ইহা দেখিয়া তাঁহারা বিস্ময়গিত হইল, বলিল, মা একি তোমার অন্যায় ব্যবহার? কোথায় তুমি আমাদিগের সবকে সমান ভাল বাসিবে, না কোথায় তুমি তোমার সর্বকনিষ্ঠ সন্তানকে বেশি ভাল বাসিয়া, ইহার হাত পুরিয়া ফল দিয়াছ? আর আমাদিগকে এক একটা ফল দিয়া বিদায় করিয়া দিয়াছ। মা বলিলেন, ওরে স্বার্থপর সন্তান! একি আমার অন্যায় ব্যবহার? পাছে তোদের হস্ত হইতে চাহিয়া লট, এই ভয়ে তোরা পরের বাড়ী চলিয়া গেলি, আবার কথা বলিতেছিস?।

ভাবিয়া দেখিলে পরম প্রভুর সহিত আমাদের যে ব্যবহার, তাহার সহিত ইহার সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি বলিতেছেন দাও, আমরা প্রদত্ত প্রীতি আমার দাও। আমাদের এত পাষণ্ডতা যে পাছে তাঁহাকে দিতে হয়, এই ভাবিয়া পরের বাড়ী—সংসারে পলায়ন করি। বলি, চল এখানে থাকার প্রয়োজন নাই। ঐ “দাও” বলিয়া জগন্মাতা ডাকিতেছেন, চল পলায়ন করিও ভাল, ইহার এইরূপ ব্যবহারের অর্থ কি? ইনি ভালবাসা দিলেন কেন? দিলেনত আবার কিরাইয়া চান কেন? তিনি কি পশুর মত করিয়া রক্ষিতে পারিতেন না?—পারিতেন বই কি; কিন্তু তিনি যে সে প্রীতি চান না, বাহা স্বাধীন ভাবে দেওয়া না হয়। তাই প্রীতি ও স্বাধীনতা দুইই দিয়াছেন।

তাঁহার যে সকল সন্তান বিষয়ের বরে লুকাইয়া আছে, তাঁহার বলিতেছে, ভাই ওপথে যাসুনে, যদি প্রীতি দিতেই হবে, তবে সংসারে অনেককে দিবার আছে, উনি যদি কেড়ে নেন? যাহারা সংসারী তাঁহারা গর্ক করিয়া বলিতেছেন, দেখ আমরা কি সুচতুর, ওপথে যাই না, যাহারা নিকোঁধ তাঁহারাও খানেক পিয়া থাকে। তাই সংসারী বুদ্ধিমান সন্তান হইয়া জননীর কথার উত্তর দিল না, মার ডাক শুনিল না। হায়, হায়! ধন্য তিনি যিনি মাতার ক্ষুদ্র শিশুর মত যাই ঐশ্বর বলেন তোমার প্রাণটা দাও, অমনি “এই লও আমার প্রাণ মন” বলিয়া তাঁহার হস্তে সকল সমর্পণ করেন। আশ্রমমহোৎসবের দিন বল দেখি ত্রিাঙ্ক প্রাতা ভগিনি! বল দেখি নখে কাটিয়া দিয়া জগজ্জননীকে বিদায় করিতে চাও কিনা? নখে কাটিয়া দিলে হইবে না। সমস্ত দিলে কি ক্ষতি হয়? কখনই না। এই বড় যত্নগার কথা রহিল যে, আমরা এখন ও আমাদের জন্মস্নাতকে জন্ম দিতে পারিলাম না। কেড়ে নেওয়ার ভয়ে সংসারে লুকাই; পাছে ঠকি, ক্রেশ পাইতে হয়। কিন্তু তাঁহাকে প্রাণ মন দিলে কি ক্রেশ পাইতে হয়?—না ক্রেশ পাইতে হয় না, একগুণ দিলে দশগুণ যে পাওয়া যায়। ইহা কি দেখিতেছে না? এই যে জন্মের ঘর পাইয়াছ কিসের গুণে? সামান্য ভাবে একবার পিতা বলিয়া দুই বিন্দু অশ্রুজল ফেলিয়াছিলে, তাহারই পুঙ্কার স্বরূপ দেখ, এই দেখ পিতা কি দিয়াছেন! এখনও যে তাঁহার দিবার আছে,—তাঁহার দানের কি শেষ আছে? যখন সমুদায় প্রাণ—একাংশ নয়, দশাংশ নয়—সমস্ত জন্ম তাঁহাকে দিব, তখন তাঁহার হইব। এখনও তাঁহার হই নাই। “তোমারি নাথ তোমারি, চিরদিন আমি হে” এই গানত আমরা এখনও গাইতে পারি না! আমরা থানিক যে মানু সন্তানের, থানিক সংসারের, থানিকটি বন্ধু বান্ধবের স্ত্রী পুত্রের। ঐশ্বর দশ ভাগের এক ভাগী হইয়াছেন! এস তাই, ভাই ভগ্নীগণ, প্রতিজ্ঞা করি অন্তরে পাপ মলিনতা রাখিব না। তাঁহাকে জন্মের দশ ভাগের ভাগী করিয়া রাখিব না, তাহা হইলে তাঁহাকে উপহাস করা হইবে। জীবন স্বর্কষ তাঁহাকে প্রদান করিব, তাঁহার চরণে চিরদিনের জন্য মন প্রাণ বিকাইব। দীনবন্ধু বিশেষ ভাবে আমাদের সহায় হউন।

শ্রী যুক্ত যজুনাথ চক্রবর্তীর উপদেশের সারাংশ।

১১ই মাঘ—মধ্যাহ্ন।

মহুয়া যখন, আপনার অবস্থা জানিতে পারে তখন ঐশ্বর প্রসাদ লাভের উপযুক্ত হয়। যে পর্য্যন্ত তাঁহা না হয়, সে পর্য্যন্ত তাঁহার সকলই বিফল হইয়া যায়। এ সম্বন্ধে আমাদের পূর্ব্বতন-বর্ধিরা একটা আশ্চর্য আখ্যায়িকা বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।

একদা অশুরদিগের দৌরাত্ন্যে দেবতার অত্যন্ত উৎপীড়িত

হইয়াছিলেন। অশুরেরা তাঁহাদিগকে উপাসনা, আরাধনা করিতে দিত না; তাঁহাদের যাগ যজ্ঞে সর্ব্বদা বিষ উপস্থিত করিত। অশুরগণ তাঁহাদের একুণ প্রাণীভূত হইয়া উঠিল যে দেবগণ ধ্যান ধারণা, যাগ যজ্ঞ পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাদের বধোপায় চিন্তনে বিভ্রত হইয়া পড়িলেন। বহুবিধ উপায় অবলম্বন ও কষ্ট স্বীকারের পর তাঁহারা দুর্দান্ত অশুরপতিকে নিহত করিলেন এবং পূর্ব্বের ন্যায় শান্তিতে পর্যালোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু তাঁহাদের মনে, অহঙ্কার হইল যে, তাঁহারা আপনাদিগের প্রভূত বল ও বুদ্ধি, কৌশলে অশুরকে বিনাশ করিয়াছেন। ঐশ্বর এই অহঙ্কার জানিতে পারিয়া দেবতাদিগের যাগ যজ্ঞের অমুষ্ঠান সবেও তাঁহার ফল হইতে তাঁহাদিগকে বঞ্চিত করিলেন এবং ছদ্মবেশে আসিয়া তাঁহাদিগের নিকট উপনীত হইলেন। তিনি অগ্নি, বায়ু প্রভৃতি দেবতাদিগের নিকট গেলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন তোমরা কাহার শক্তিতে অশুরদিগকে পরাস্ত করিয়াছ? দেবতার বলিলেন নিজের বলে। ছদ্মবেশধারী ভগবান তাঁহাদের এই অহঙ্কার বিনাশ করিবার জন্য একে একে তাঁহাদের প্রত্যেকের বলের পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। তিনি প্রথমে অগ্নিকে বলিলেন, হে অগ্নি! তুমি তোমার কি শক্তিতে অশুরকে পরাস্ত করিয়াছ? তোমার কি বল আছে? তখন অগ্নি বলিলেন, আমি সমস্ত ভস্মীভূত করিতে পারি। এক এক গাছ ত্বণ আনিয়া দিলেন এবং তাহা দগ্ধ করিতে বলিলেন। অগ্নি আপনার সমস্ত বল প্রয়োগ করিলেন, কিন্তু কিছুই করিতে পারিলেন না। অগ্নি নিরস্ত হইলেন। পরে বায়ু ব্রহ্ম কর্তৃক ঐরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া বলিলেন, আমি স্বপ্রবাহে বিস্তার সকল বস্তু স্থানান্তরিত করিতে পারি। ব্রহ্ম বায়ুর নিকট সেই ত্বণ স্থাপিত করিয়া তাহাকে স্থানান্তরিত করিতে বলিলেন। বায়ু হার মানিল। এইরূপে ক্রমে ক্রমে সকল দেবতার পবাস্ত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, ইনি কে? বায়ু বলিলেন তিনি ইঁহাকে জানেন না। অগ্নি ও তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন না,—তাঁহার পরিচয় পাইলেন না। তখন সকলে বিশ্বাসঘ্রীত হইয়া দেবরাজ ঈশ্বরের নিকট গেলেন। এবং তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি কি ইঁহাকে জান? ঈশ্বর কোন প্রকারেই তাঁহাকে জানিতে পারিলেন না। তাঁহার অহঙ্কার চূর্ণ হইল। ব্রহ্ম অন্তর্জ্ঞান করিলেন। দেবতার বিষয়ে অভিভূত হইলেন, বৃত্তিতে পারিলেন না ইনি কে? সেই সময়ে তাঁহারা আকাশে এক দেবকন্যাকে দেখিতে পাইলেন এবং তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে যিনি অন্তর্জ্ঞান করিলেন ইনি কে? ঐ দেবকন্যা বলিলেন তিনি ব্রহ্ম। তিনি তোমাদের অহঙ্কার চূর্ণ করিতে আসিয়া ছিলেন। যতক্ষণ তাঁহাদের জন্মে অহঙ্কার, আত্ম গৌরব-মহিমা ছিল, ততক্ষণ তাঁহাকে জানিতে পারেন নাই, বৃত্তিতে সক্ষম হন নাই। পরে যখন অহঙ্কার চূর্ণ হইল, তখন ব্রহ্ম বিদ্যার আবির্ভাব হইল, তখন ব্রহ্মকে জানিতে পারিলেন। নিজেদের ভ্রম স্বীকার করিলেন, এবং অন্তরে ব্রহ্ম দর্শন পাইলেন।

এই আধ্যাত্মিক হইতে আমরা একটী সুন্দর সত্য লাভ করিতেছি। মনুষ্য যতদিন আপন শক্তিতে বিশ্বাস করিয়া অগ্রসর হইতে চেষ্টা করে, ততদিন আপনায় ভরসা গণনা কবে, ততদিন অগ্রসর হইতে পারে না; ততদিন ঈশ্বর হইতে দূরে থাকে। সেই অবস্থায় বাইতে পারে না, যে অবস্থায় উপনীত হইলে, ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইতে পারে; তাঁহার প্রসাদ লাভ করিতে সমর্থ হয়। আমরা আত্মাকে যখন সেই নিরহঙ্কার, বিনীত অবস্থায় লইয়া বাইতে পারি, তখনই সেই প্রসাদ লাভ করি; নতুবা বঞ্চিত হই। তাঁহার প্রসাদ পাইবার জন্য কত কাণ্ডা করি, কত চিন্তা করি; কিন্তু কিছুতেই কিছু করিতে পারি না। যত আপনায় শক্তির উপর নির্ভর করিয়া অগ্রসর হইতে চাই, ততই যেন পশুদ্বারা হইয়া পড়ি। বাহিৰ্য্যাপার সকলই সুন্দর দেখি; কিন্তু অন্তরের মধ্যে সম্পূর্ণ হীনাবস্থা, কিছুই সার দেখিতে পাই না। দেবতার যতদিন অভিমানী ছিলেন, ততদিন ব্রহ্মকে জানিতে পারেন নাই, তাঁহাদের ধ্যান ধারণা, যাগ যজ্ঞ কোন ফল প্রসব করিতে পারে নাই। কিন্তু যখন অহঙ্কার ছাড়িয়া, আপনাদের সকল শক্তি সামর্থ্যে নিরাশ হইয়া তাঁহাকে জানিতে ব্যাকুল হইলেন, তখনই তাঁহাকে বুঝিতে পারিলেন। সেটরূপ যতদিন আমরা আপন শক্তিতে নির্ভর করি, ততদিন তাঁহাকে জানিতে পারি না; তাঁহার করুণা ও প্রসাদ লাভ করিতে পারি না। নিরহঙ্কার, বিনীত না হইলে, নিজের শক্তি এবং আমিত্ব বিনাশ করিতে না পারিলে, তাঁহার প্রসাদ লাভ করা কঠিন হয়; তাঁহার শুভ ইচ্ছার অমুগত হইতে পারি না। অহঙ্কারী, অবিনীত ব্যক্তি আপন জ্ঞান, শক্তিকে বিশ্বস্ত হইতে পারে না; তাঁহার শুভ উদ্দেশ্যে মনো ও আপন পরাক্রম ও শক্তি আনিয়া সমস্ত সাধু কার্য, সাধু চেষ্টাকে বিফল করে। যতদিন না আমরা আপনাদের সব বিসর্জন দিয়া ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইতে পারিব, ততদিন তাঁহার প্রসাদ লাভ করিতে পারিব না। বাহিরে সব শোভা দেখিতে পাইব বটে; কিন্তু অন্তরে দেখিতে পাইব না। আমাদের বাহির এবং অন্তরে কেবল আত্মনির্ভর, আত্মভিমান—ঈশ্বর কোথাও নাই। আপনাকে সমস্ত ভর এবং সৌভাগ্যের কারণ মনে করি।

মনুষ্য সুন্দর, হৃদয়-মন-তৃপ্তিকর অট্টালিকা পাইলে, সে ভাবে তাহার নিজের জ্ঞান, বিদ্যাতে সে কেমন সুন্দর, সুপ্রশস্ত অট্টালিকা লাভ করিয়াছে! কিন্তু যদি সে আপনার শক্তি, জ্ঞান, বিদ্যা, বুদ্ধি বিশ্বস্ত হইয়া ঈশ্বরের করুণার উপর নির্ভর করিত, তবে সে যে আনন্দ লাভ করিতে পারিত, সামান্য অজ্ঞানে সে তাহা হইতে বঞ্চিত হয়। যদি একবার করুণাময়ের প্রসাদে সে তাহার সেই সুন্দর অট্টালিকা লাভ করিয়াছে ভাবিত—বুঝিতে পারিত, তাহাই হইলে কত আনন্দ, কত শান্তি লাভ করিত। মনুষ্য মনে করে আপন জ্ঞানও পরাক্রমে সকল সম্পদ, সকল ঐশ্বর্য লাভ করিতেছে; আপনি সকল হুঃখ দূর করিতেছে, পরিবার পালন করিতেছে। এই অহঙ্কারেই সে ঈশ্বর প্রসাদ লাভ করিতে পারে না, যে প্রসাদ লাভ করিলে সে চিরজীবন সুখাভি

হইতে পারিত—বস্তুতঃই আনন্দ, শান্তি অমূল্য কবিত্তে পারিত। আমরা এই যে সুন্দর উপাসনা মন্দির লাভ করিয়াছি, ইহা কাহার বলে? আমাদের কি গুণ আছে যে এত সৌভাগ্য আমাদের হইবে? বস্তুতঃ আমাদের কিছু নাই, কেবল সেই করুণাময়ের প্রসাদেই আমাদের এই সৌভাগ্য।

যতদিন আমরা অভিমানের মধ্যে থাকি, জয়ের মূলে আপনাদিগকে রাখি, ততদিন আমাদের জীবন অসম্মত থাকে। আর যখন আপনাদিগের সৌভাগ্যের মূলে সেই রাজরাজেশ্বরকে আনিতে পারি, তখনই তাঁহাব করুণা ও প্রসাদ লাভ করি, যাহা পাটলে আমরা কৃতার্থ হই, আমাদের জীবন মনোহর। রূপায় পরমেশ্বর আমাদের মনে প্রকার আশীর্বাদ করেন। তিনি আমাদের মনে সেই অবস্থার লইয়া যাতন, যেন নিজের ভর বোষণা না করিয়া তাঁহার ভর বোষণা করি। তিনি আমাদের সমুচিত, সুবুদ্ধি দান করেন।

পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর উপদেশের

সারাংশ।

১৮ই মাঘ—রাত্রি।

কতকগুলি লোকের সংস্কার এইরূপ যে ব্রাহ্মধর্ম নূতন ব্যাপার। যাহারা এখন কাজ করিতেছেন, তাঁহাদের পূর্বে কেহ ব্রাহ্ম ছিল না। এটী সত্য যে এই প্রণালীতে একত্র ব্রহ্ম পূজা করার প্রথা ছিল না; কিন্তু ব্রহ্মপূজা ছিল। প্রাচীন মহর্ষিদিগের গ্রন্থ বাহারা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে তাঁহারা একত্র হইয়া ব্রহ্মপূজা করিতেন। এবং উপাসক মণ্ডলীকে “তত্ত্বচক্র” বলিতেন। এসম্বন্ধে মহানির্দোষ তত্ত্ব হইতে আমি কিছু বলিতেছি। “যাহারা উপাসক হইবেন ব্রাহ্মের সমস্ত তাঁহাদের দৃঢ় বিশ্বাস হইবে। আর সকল হইতে ইহাকে প্রিয় জানিতে হইবে। এইরূপ ব্রহ্মজ্ঞ এবং ব্রহ্ম তত্ত্বের হইতে হইবে, যেকোন পাপ তাঁহাদের জন্মের স্থান পাইবে না। তাঁহারা শান্ত ও আনন্দযুক্ত হইয়া থাকিবেন। সর্বদা প্রাণি-হিত রত থাকিবেন। তাঁহাদিগকে মতচাকলা হইতে সম্পূর্ণ বিমুক্ত হইতে হইবে। তাঁহাদের চিত্ত নির্দোষ ও নির্দোষ হইবে। তাঁহাদিগকে দয়ালী ও দৃঢ় ভ্রাতৃ হইতে হইবে। তাঁহারা ব্রহ্ম ও দৃঢ়তার সহিত ব্রহ্মপূজা করিবেন। সৃষ্ট বস্তুর পূজার অকর্তব্যতা বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাস থাকিতে হইবে; সত্য সত্য হইতে হইবে। অনর্থক চিন্তা করিতে হইবে না;—চিন্তা মাত্রই সত্য হইবে। এরূপ লক্ষণ যাহাদের আছে, তাঁহারা ই ব্রাহ্ম। এরূপ লক্ষণযুক্ত লোকদিগেরই তত্ত্বচক্রে অধিকার আছে; তাঁহারা ই “তত্ত্বচক্রী”। যাহারা এরূপ তত্ত্বচক্র করিবেন, তাঁহাদের বৃট্ট স্থাপনাদি করিতে হইবে না। অথবা ধূপ দীপ লইয়া পূজা করিতে হইবে না। শুধু অন্তরে ব্রহ্ম আছেন, এই ভাব দ্বারা তাঁহার সাধন করিতে হইবে। যিনি আচার্য্য কি উপাচার্য্য, তাঁহাকে ব্রহ্মনিষ্ঠ হইতে হইবে। তিনি চক্রেব্রহ্ম হইবেন। এইরূপ লক্ষণাত্মক সাধকদিগের সঙ্গে চক্র করিবে। রম্য হৃদয়ে সমাজ করিবে—সুন্দর আসনে চক্রেব্রহ্ম বসিবেন।

সেই স্থানে একমাত্র ঈশ্বরকে পরমদেবতা জানিয়া পূজা করিবেন " পুরাকালীয় ব্রাহ্ম সম্ভার এই সকল লক্ষণ ছিল । এরূপ লক্ষণাক্রান্ত না হইলে, তাঁহারা কাগাকেও চক্ৰী বলিয়া স্বীকার করিতেন না ।

এখন এসময়ে কথা এত যে, আমাদের ব্রাহ্মসমাজকে যদি এ লক্ষণের উপর স্থাপিত করি, তবে আমরা ব্রাহ্ম-নামের যোগ্য হইতে পারি কি না । অনেক মনে করেন, এই মন্দির ব্রাহ্মসমাজ । আবার অনেকে মনে করেন, যেখানে ব্রাহ্মেরা তর্ক বিতর্ক করেন, সেই স্থানটাই ব্রাহ্মসমাজ । বাস্তবিক তাচা নয় । যে সকল লোক এক ঈশ্বরেরই বিশ্বাস করেন, তাঁহার পূজা করেন তাঁহাদের সমষ্টিই ব্রাহ্মসমাজ । এখন প্রশ্ন এই, আমরা কেন ব্রাহ্ম হইয়াছি ? আমরা পাপ পাপে কাতর, দুঃখ শোকে কর্কর ; তাই আমরা ব্রাহ্ম-সমাজে আসিয়াছি । আমি কতকগুলি ব্রাহ্মের জীবনের পবিত্রতার আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া নিজের জীবনের চিকিৎসার্থ এখানে আসিয়াছি । স্বয়ং ঈশ্বর এখানকার চিকিৎসক, যিনি এই ভাবে এখানে আসিবেন, তিনিই ঔষধ অক্ষয় রূপে প্রাপ্ত হইবেন । যাহার যেরূপ রোগ, তিনি তদুপযোগী ঔষধ পাইবেন । মুমূর্ষু দেখিলেই তিনি ঔষধ দেন । কিন্তু আমাদের কি দুর্ভিক্ষ, কোথায় সেই ঔষধ সেবন করিব, না ফেলিয়া দিই । আমরা দেখিয়াছি অনেক রোগী চিকিৎসকের নিকট কত ঘণ্টা অপেক্ষা করিয়া ঔষধ আনিয়াও একটু সেবন করিয়া ঔষধ ফেলিয়া দেয় । আমাদেরও এই দশা । কত লোক কষ্ট দিল, আমরাই যে কত লোককে কষ্ট দিলাম ! মা কাঁদিলেন, ক্রন্দন শুনিলাম না, তাহার হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া চলিয়া আসিলাম । পিতা ভ্রাতা, বন্ধু, আত্মীয় স্বজনদের হৃদয় ভাঙিয়া আপনার হৃদয়ের ক্ষত চিকিৎসার জন্য এখানে আসিলাম ; কিন্তু আমাদের কি দুর্ভিক্ষ ! তিনি ঔষধ ঢালিলেন, আমরা তাহা পান করিলাম না ! বন্ধুগণ ! জিজ্ঞাসা করি এই যে এত দিন হইল চিকিৎসা করাইতেছি ইহাতে রোগ সারিয়াছে কি না ? সকলে এই প্রশ্নের উত্তর দিন । আমি ক্রোধাক্ত হইতাম, পরনিন্দা করিতাম, কত পাপ করিতাম ; এ সমস্তের হস্ত হইতে মুক্ত পাইবার জন্য ব্রাহ্মসমাজে আসিলাম । কিন্তু কই ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া আমার এসকলের কিছুই গেল না, কোন উন্নতি হইল না ; কত লোককে যে কষ্ট দিয়াছি, কই আমার কি হইল ? প্রতারণা করিয়া কি হইবে ? যে, মহাপাপী ছিলাম, তাই যদি রহিলাম তবে হইল কি ? লাভের মধ্যে এই হইল যে বাহিরের লোকে বলিবে, ঐ দেখ ও লোকটাত অনেক দিন যাবৎ ঔষধ খাইতেছে, কিন্তু তাহার রোগ গেল না, তবে বোধ হয় এরানকার ঔষধে রোগ যায় না । হায় ! তবে কি হইল ? এ যে সর্বনাশের কথা, আমাদের জীবন দ্বারা অসত্য প্রচার হইল । বন্ধুগণ, বিলম্ব করা উচিত নয় । এরূপ অনেকে আছেন, যাহারা ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া পরিজ্ঞান পাইয়াছেন ; তাহারা ধন্য । কিন্তু আমাদের যে কিছুই হইল না ! যদি এক জন লোক পরিজ্ঞান পাইয়া সমাজে

থাকেন, তবে তাঁহার দৃষ্টান্তে সহস্র সহস্র লোক আসিব । আমরা বলি ধর্ম প্রচার হইতেছে না । তা কেন হইবে ? বাহিরের আড়ম্বরে কি কখনও জীবন মিলিবে ? ব্রাহ্মসমাজ সার বস্ত্র চার । যাহা হইবার হইয়াছে । আমাদেরই তৈনকে ইহার জন্য দায়ী এবং অপরাধী ।

বন্ধুগণ, এখনও সময় আছে যদি নিজের পরিজ্ঞান পাইতে বলবতী ইচ্ছা থাকে, ভারতবর্ষের কল্যাণ এবং উপকারের আকাঙ্ক্ষা থাকে, তবে আজ হইতে—এই বর্তমান মুহূর্ত্ত হইতে প্রতিজ্ঞা কর যে আর সাধুতার ত্যাগি করিবে না । কাঁদিয়া কাঁদিয়া হৃদয় প্রক্ষালিত কর, আর সকলকে বল ভাই, আমরা বড় পাপী, সকলে আশীর্বাদ কর যাহাতে আমার গতি হয় । আমার গতি কি হইবে ? পাপের বোঝা লইয়া মরিয়া যাইব, এত কি আমার শেষ ফল ? বন্ধুগণ, এই ভাবে ঈশ্বরকে ডাক । বৃথা আড়ম্বরে ভুলিও না । আমরা যথার্থ বস্ত্র চাই । মিথ্যা কথা বলিব না । তাঁহাকে না দেওয়া আমার ব্রহ্মদর্শন হইয়াছে বলিব না । হৃদয়ে প্রেম না থাকিলে, তাঁহার কথা বলিব না । তাহা হইলে নিজেরই সর্বনাশ করিব । লোককে মিথ্যা কথা বলিব না । আমি অভক্ত হইলে, তাই বলিয়া পরিচিত হইব । প্রাণের ভাইগণ, কপটতা দূর করিয়া দাড়া । আমরা বলি আমরা পৌত্তলিকতা ছাড়িয়াছি । আমরা আত্মত্যাগিক ব্রাহ্ম । মানিলাম তুমি বাহ্যিক পৌত্তলিকতা ছাড়িয়াছ, অন্তরের পৌত্তলিকতা ছাড়িয়াছ কৈ ? তুমি পুতুল ছাড়িয়াছ । কিন্তু ক্রোধ পরিত্যাগ কর, তবে সে আধ্যাত্মিক পৌত্তলিকতা দূর হইবে । আমরা ঈশ্বর হইতে এসব হৃদয়-জাত রিপু পুতুল অধিক ভালবাসি । গড়িয়া পুতুল পূজা করি না বটে ; কিন্তু অন্তরের পুতুল গীড়া করিয়া থাকি । তবে আর কেন অহঙ্কার কর । তৃণ হও, মজক অবনত কর, বাক্য সংযত কর, অহঙ্কার চূর্ণ হউক । ব্রাহ্ম জীবন পাইলে যেরূপ জীবন হয়, আমরা যেন সেইরূপ জীবন লাভ করিতে পারি । অন্তরের ব্যাধি হইতে যেন উদ্ধার পাইতে পারি, অন্যকে আমাদের জীবনের সঙ্গীত প্রদর্শন করিয়া যেন সমাজে আনয়ন করিতে পারি । স্বয়ং পরমেশ্বর এই চিকিৎসা-গারের চিকিৎসক, তাঁহার চিকিৎসার সকলে স্তম্ভ হও এবং অন্যকে এই চিকিৎসার অধীনে আনয়ন কর । সত্য পালন কর, সত্যে অবহেলা বা ঔদাস্য করিও না । প্রাণ যায় আর থাকে সত্য পালনে পরাধু হইও না । সংসার পরিত্যাগ করিতে হইলেও স্বীকার । ঈশ্বর আমাদের নেতা, চিকিৎসক । তাঁহার চিকিৎসার প্রাণ যায় থাক ; তথাপি তাঁহার পবিত্র চরণ ধারণ করিয়া পবিত্রতার দিকেই যাইব । আমাদের জীবন এবং সমাজের মঙ্গল হইবে । তিনি আমাদের সহায় হউন ।

উৎসবের দৈনন্দিন বিবরণ ।

৬ই মাঘ অমাবস্যা ৬ই ঘটিকার সময় লগ্ন সত্য সাংসারিক অধিবেশন হয় । ব্রহ্মোপাসনা সহকারে কার্য্য-

রক্ত হইলে পর, সভার বিগত বর্ষে যে সমস্ত বিবর আলোচিত হইয়াছিল তাহার সংক্ষেপ বিবরণ পঠিত হইল। তদনন্তর উপস্থিত সভ্যদিগের মধ্যে কেহ কেহ তৎসম্বন্ধে বক্তৃতা করিলেন। স্থানান্তরে বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশিত হইল।

৮ই মাঘ উৎসবের উদ্বোধন সূচক উপদেশ ও বক্তৃতা হইয়াছিল। পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন সে দিনের কার্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। তিনি উপাসক মণ্ডলীকে বিগত বর্ষের অর্জিত পাপ, নীচ কামনা ও দুশ্চরিত্র সকল অলস্ত ত্রাসায়িত্তে আত্মত্যাগ দিয়া নূতন সংকল্প ও নবভাবে উৎসাহিত হইয়া উৎসবে প্রবৃত্ত হইতে উপদেশ প্রদান করিলেন।

৯ই মাঘ সারংকালে বালক বালিকাদিগের সন্মিলন হইয়াছিল। শতাব্দিক বালক বালিকা এবং তাহাদের পিতা মাতা সকলে উপস্থিত হইলে পর তাহারা কয়েকটি সংগীত করিল অর্থাৎ তদনন্তর সন্ধ্যার সময় একটি কৃত্রিম কৃষ্ণকে ক্রীড়ার সামগ্রীতে সুশোভিত ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্ত্রিকার আলোকে উজ্জ্বল করিয়া সকলকে গৃহমধ্যে লইয়া গিয়া সেই শোভা প্রদর্শন করা হইল। শিশুরা বোধ হয় ঐ দৃশ্য দর্শনে বড় আনন্দিত হইয়াছিল। পরে তাহাদিগকে ক্রীড়ার সামগ্রী সকল উপহার দেওয়া হয়। কয়েকটি উৎসব মহিলা এই কাণ্ডে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন।

১০ই মাঘ। অদ্য নূতন মন্দির প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। অদ্য-কার দিন সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের সভ্য মাত্রেই বিশেষ আনন্দ ও উৎসাহের দিন। তাহারিগের ধর্ম জীবনের সঙ্গে এই দিনের একটি বিশেষ সম্বন্ধ চিরকাল স্মরণে থাকিবে। তাহারা তাহাদের পূর্ন উপাসনা গৃহ হইতে ত্যাগিত হইয়া দ্বিগিরের রূপায় অদ্য-আশ্রয়গৃহ প্রাপ্ত হইলেন। তাহারা তাহাদের এই নব মন্দিরের প্রতিষ্ঠার জন্য সমুৎসুক হৃদয়ে অপেক্ষা করিতেছিলেন। সমস্ত বৎসর পরিশ্রম ও কষ্ট সীকার করিয়া তাহারা যে মন্দির প্রাপ্ত করিলেন অদ্য অমুরাগের সহিত সেই মন্দিরের প্রতিষ্ঠার জন্য তাহারা প্রাতঃকালে এই ব্রহ্ম নাম কীর্তন করিতে করিতে তদভিমুখে যাত্রা করিলেন :—

চল চল হে সবে পিতার ভবনে, শুন শ্রবণে, ডাকিছেন পিতা আজ্জ গধুর বচনে।

ভুলিয়ে সে ধনে, এখানে এমনে, নগর বাসি! তোরা কত দিন আর রবি রে ভাই।

হলো রে জীবন অবসান, পরিভ্রাণ, কেমনে পারি রে।

ভাই বিনয় করে, বলি চরণ ধরে, এস রে ভাই, সেই পুণ্য-ময়ের ভবনে বাই।

এ সংসার ধামে, সে ধন বিহনে, তেনো তেনো গতি নাই।

আর বিকলে কাটাও না জীবনে।

ও ভাই ভেবনা, হৃথ রবেনা, পিতার চরণে স্থান পাবিয়ে ভাই! (অপার কৃপা শুণে) ও ভাই মন প্রাণে (প্রাণে) কাদি যদি, তবে দেখা দিবেন কৃপানিধি! (দীন হীন বলে) ও ভাই বড় বে তাঁর ককণা রে।

ও ভাই চাহিলে পানী যে পার সে ধনে।

ও ভাই মনের হৃথ সব, আজি পাশরিব, পূজি প্রাণ ভরে (এমন দিন আর হবে নারে) প্রাণেশ্বরে, আনন্দনীরে ভাসিব; হৃদয় আসনে, বসায় যতনে, আজি প্রাণ মন সমর্পিব। (ভাই ভগ্নী মিলে) ভাই বলি হে ভাই সকলে, গাও ব্রহ্ম নাম হৃদয় স্থলে, জয় ব্রহ্ম জয় বল সবে বদনে।

বড় সাধ মনে, হৃদয় রতনে,
হৃদয় মাঝারে পাই।

আমি, ত্রীপদে বিকাব, দাস হয়ে রব,
পরান সঁপিব ভাই! (প্রভুর অভয় পদে)

আমার, বল বুদ্ধি মন, জীবন যৌবন,
নিজের কিছু যে নাই (আমি হৃদয় নাথের)

আমি, সে প্রেম সাগরে, জনমের তরে,
মগন হইতে চাই। (আমি সঁতার ডুলে)।

পাব কেমনে সে ধন বিনা সাধনে।

চল চল ত্বর করে, সে আনন্দ ধামে হে।

গগন কাঁপায়ে চল মধুর ব্রহ্ম নামে হে।

নর নারী সবে আজি মতিব সে নামে হে।

হেরে সে আনন্দ ছবি যুড়াইব প্রাণে হে।

এস দেখিয়ে সবে জুড়াই নয়ন।

ব্রাহ্মগণ নূতন মন্দিরের দ্বারদেশে উপনীত হইলে পর সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভাপতি জ্যেষ্ঠ ত্রীমুক্ত শিবচন্দ্র দেব মহাশয় দ্বারের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া এই প্রার্থনা করিলেন :—

কৃপাসিদ্ধ পরমেশ্বর! অদ্য আমরা এই নবগৃহে প্রবেশ করিয়া এই দ্বারের উপস্থিত হইয়াছি। এই পবিত্র সময়ে তুমি আমাদের আশ্রয় দেও। যে গৃহে জাতি, বর্ণ, অবস্থা নির্বিশেষে সকল নরনারী তোমার পূজা করিয়া শাস্তি ও পবিত্রতা লাভ করিবে, অদ্য আমরা সেই গৃহে প্রবেশিত হইব, যেখানে আমাদের ন্যায় তোমার অনেক দুর্জল সন্তান মস্তক রাখিয়া যুড়াইবে, সেই গৃহে অদ্য আমরা স্থান প্রাপ্ত হইব। তুমি আমাদের ধর্মপথের নেতা, আমরা অপর নেতা জানি না; তুমি আমাদের সহায় হইয়া এই গৃহকে সুসম্পন্ন করি-
য়াছ, অদ্য আমরা তোমার পরম পবিত্র নাম স্মরণ পূর্বক এই গৃহে প্রবেশ করিতেছি। তুমি আশীর্বাদ কর, যে সকল আশা করিয়া এই গৃহে প্রবেশিত হইতেছি যেন তাহা পূর্ণ হয়। যে ধর্মের দ্বারা আমাদের আত্মার সন্মতি ও মানবের মুক্তির পথ উন্মুক্ত হইবে, সেই ধর্ম দেশ মধ্যে প্রচার করিবার জন্য এই দ্বার উন্মুক্ত করিলে আমরা তজ্জি ও কৃতজ্ঞতা ভরে কব-
নত হইয়া এই দ্বারে অদ্য প্রবেশিত হইব। দীনবন্ধু! দেখিও এই গৃহে যেন তোমার পবিত্র ধর্মের পৌরব দিন দিন বর্ধিত হয়। তোমার শুভ ইচ্ছা এখানে জাগ্রত থাকিয়া যেন আমাদের সকলের মুক্তির উপায় বিধান করে। তাহারা নিরাশ্রয় হইয়া তোমার শরণাপন্ন হয়, তাহারা সরল প্রাণে

তোমার অগুণত হইবার ইচ্ছা করে, যাঁহারা সকল প্রকার সার্থ ও অভিসন্ধি বিসর্জন করিয়া তোমার রূপার উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে, তুমি যে তাহাদের সহায়, এই গৃহই তাহার পরিচয় দিতেছে। জগদীশ! যাঁহাকে অন্ন দেও, সে যে অধিক আশা করিয়া থাকে। আমরা আশা করিতেছি, যে তোমার রূপাতে যে কেবল আমরা সুন্দর ঘর পাইলাম তাহা নহে, কিন্তু তোমার রূপাতে আমরা ধর্ম্মরাজ্যও অন্বেষণ পদ প্রাপ্ত হইব। তুমি আমাদের অন্তর বাহিরের সকল প্রকার বিষবাধা পরিহার করিবে। আশীর্বাদ কর যেন এই আশা পরিপূর্ণ হয়।

প্রতিষ্ঠার সময়।

জগদীশ্বর! অদ্য আমরা তোমার নামে এই গৃহকে উৎসর্গ করিতেছি। তুমি এই শুভ কার্য্যে আমাদের সহায় হও। অদ্য হইতে তোমার পবিত্র নাম প্রচারের জন্য এই গৃহের দ্বার উন্মুক্ত হইল, তুমি রূপা করিয়া এই আশীর্বাদ কর, যেন এই গৃহ এখানকার উপাসকগণের আধ্যাত্মিক কল্যাণের এবং দেশ মপো তোমার পবিত্র ধর্ম্ম প্রচারের উপায় স্বরূপ হয়।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

তদনন্তর বাঙ্গালা, ইংরেজী ও হিন্দি ভাষায় এই প্রতিষ্ঠা পত্র পঠিত হইল;—

অদ্য ১৮০৭ সনের ১০ই মাঘ, ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে ২২এ আশ্বিন-রারী এবং এক পঞ্চমীতে ব্রাহ্ম সংবতে আমরা একমাত্র সত্য স্বরূপ ঈশ্বরের উপাসনার্থ এই মন্দির উৎসর্গ করিতেছি। অদ্যাবধি এই মন্দিরের দ্বার জাগ্রত সামাজিক অবস্থা নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর মনুষ্যের জন্য উন্মুক্ত হইল। নর নারী, যুবা বৃদ্ধ, জ্ঞানী মূর্খ, ধনী দরিদ্র সকল শ্রেণীর লোক ভ্রাতৃত্বাবে মিলিত হইয়া, যিনি আমাদের মুক্তির একমাত্র কারণ, তাহার পূজা করিবেন। এই মহান পবিত্র পরমেশ্বর ভিন্ন এখানে সৃষ্ট কোন জীব বা পদার্থের পূজা হইবে না। কোন নর নারীকে ঈশ্বর জানে, ঈশ্বরের সমতুল্য জানে, ঈশ্বরের অবতার জানে, অথবা ঈশ্বর কর্তৃক বিশেষ রূপে নির্দিষ্ট জানে ঈশ্বরের প্রাপ্য সম্মান প্রদান করা হইবে না। এই গৃহে চিরকাল এই সত্য স্মরণ রাখিতে হইবে যে, যাহাতে মানব জাতির মপো আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণিত পায় এবং ঈশ্বরের সহিত মানবাত্মার সাক্ষাৎ যোগ স্থাপিত হয়, তাহাই ব্রাহ্ম ধর্ম্মের উদ্দেশ্য। এখানে যে উপদেশ, বক্তৃতা ও প্রার্থনাদি হইবে সে সকলই এই উদ্দেশ্য সাধনের উপযোগী হইবে। ধর্ম্ম পিপাসু মনুষ্যগণ প্রাণের প্রাণ ঈশ্বরকে যাহাতে জানিতে পারেন এবং সাক্ষাৎ ভাবে তাহার পূজা করিতে পারেন তাহাই ইহার লক্ষ্য ও চেষ্টা হইবে।

এখানে ব্রাহ্মধর্ম্মের উদারতা সুরক্ষিত হইবে। কোন গ্রন্থ বা ব্যক্তি অস্বাভাবিক ও দুষ্কৃত একমাত্র উপায় বলিয়া

স্বীকৃত হইবে না। অন্য পক্ষে সকল শাস্ত্র এবং সকল দেশ ও সকল কালের সাধু লোকদিগের প্রতি উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শিত হইবে। এই মন্দিরে যে সকল উপদেশ বক্তৃতা ও প্রার্থনাদি হইবে তাহাতে কোন শাস্ত্র, সম্প্রদায় বা সম্প্রদায়ের প্রবর্তকের প্রতি উপহাস, বিজ্ঞপ বা অবজ্ঞা-সূচক বাক্য প্রয়োগ হইবে না। উপযুক্ত সম্মানের সহিত অসত্য ঋতন এবং সত্য সমর্থন করা হইবে। এখানে কোন ব্যক্তি বা শ্রেণী বিশেষ ঈশ্বরের মনোনীত বা প্রিয় এবং অপর মনুষ্যগণ সে অগ্রগৃহে বঞ্চিত, একরূপ বিবেচিত হইবে না। যাহাতে এই উদার ভাবের ব্যাঘাত হয় তাহার প্রতারণা দেওয়া হইবে না।

আমাদিগের মতের আধ্যাত্মিকতা সত্ত্ব সহকারে রক্ষিত হইবে। পুষ্প, গন্ধ, বলি, বস্ত্রিকা এবং ব্যক্তি পূজার অন্যান্য উপকরণ ব্যবহৃত হইবে না এবং যাহাতে ধর্ম্ম বাস্তবত্বের ও জীবন শূন্য প্রণালীতে পর্যাবসিত না হয়, যত্ন সহকারে সেই চেষ্টা করা হইবে।

যাহাতে নর নারীগণ ঈশ্বরকে ভাল বাসিতে শিক্ষা করে, ভক্তি প্রার্থী হয়, পাপকে ঘৃণা করে, ঈশ্বরানুরাগে ও আধ্যাত্মিক ভাবে উন্নত হয় এবং যাহাতে নর নারীর মধ্যে পবিত্র সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, সামাজিক সর্ব্ব প্রকার কুর্বাতি নিরাকৃত হয়, সাধুকার্য্যে উৎসাহ বর্দ্ধিত হয়, তাহাই এখানকার সকল উপদেশ ও বক্তৃতার উদ্দেশ্য হইবে। সাক্ষাৎ ভাবেই হউক বা পরোক্ষ ভাবেই হউক যাহা স্বাভাবিক পৌরসিকতা প্রদায় পায়, কুসংস্কার উৎপন্ন হয়, আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা অপসৃত হয়, বিবেক হীন হয়, নীতি দূষিত হয় কোন প্রকারে তাহার প্রতারণা দেওয়া হইবে না। এই মন্দির যেন শাস্ত্র পণ্ডিতদিগের আশ্রয় ও বিশ্রাম স্থান হয়। এই গৃহে পাপীরা আসিয়া যেন সান্ত্বনা ও আশা প্রাপ্ত হয়। দুর্জল যেন বল লাভ করে, যাহারা ধর্ম্মের জন্য ক্ষুণ্ণিত এবং ভ্রমভর তাহারা যেন আত্মার অন্নপান প্রাপ্ত হয়। এই আশা ও প্রার্থনা পূর্ব্বক আমরা অদ্বিতীয় সত্য স্বরূপ ঈশ্বরের নামে এই মন্দির উৎসর্গ করিতেছি। ঈশ্বর আমাদের সহায় ও পথ প্রদর্শক হউন।

প্রতিষ্ঠাপত্র পঠিত হইল পর উপাসনা ও উপদেশ হইয়া প্রতিষ্ঠা কার্য শেষ হইল। অদ্য সায়েন্সলে ছাত্র সমাজের উৎসব হইয়াছিল। প্রথমতঃ প্রার্থনা ও সঙ্গীতের পর ছাত্র সমাজের সম্পাদক গত বর্ষের সংক্ষিপ্ত কার্য্য বিবরণ পাঠ করিলেন। তদনন্তর পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় ইংরেজীতে একটি বক্তৃতা করিলেন।

১১ই মাস আমাদের প্রকৃত এবং মূল উৎসবের দিন। অদ্য সূর্যোদয় হইতে রাত্রি দশ ঘটিকা পর্য্যন্ত পর্যায়ক্রমে উপাসনা, বক্তৃতা, পাঠ, সংকীর্্তন অবিভ্রান্ত হইয়াছিল। অদ্য যে সমস্ত উপদেশ ও বক্তৃতা হইয়াছিল তাহা স্থানান্তরে প্রকাশিত হইল। পণ্ডিত শিবনারায়ণ অগ্নিহোত্রী মহাশয় হিন্দি ভাষায় যে সারগর্ত্ত চন্দ্রগ্রাহী উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা বাঙ্গালার প্রকাশ করা সহজ সাধ্য নয় বলিয়া প্রকাশিত হইতে পারিল না।

১২ই মাঘ প্রাতঃকালে উপাসনা ও সাংসকালে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সাংসঙ্গিক অধিবেশন হইয়াছিল। এই সভার কার্যবিবরণ পরে প্রকাশিত হইবে। আগামী বর্ষেও অন্য নিয়মিত কৰ্মচারীগণ নিযুক্ত হইয়াছেন।

• শ্রীযুক্ত বাবু শিবচন্দ্র দেব—সভাপতি।

„ „ উমেশচন্দ্র দত্ত—সম্পাদক।

• „ „ কালীশঙ্কর মুখল—সহকারী সম্পাদক।

„ „ গুরুচরণ মহালানবিশ—ধনাধিকারী।

অন্য সভ্যের পর বিইষ্টিক সোসাইটীর সাংসঙ্গিক অধিবেশন হইয়াছিল। এই সভার পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী “সাধনের আবশ্যকতা ও তাহার উপায়” এই বিষয়ে একটি বক্তৃতা করেন।

১৩ই মাঘ প্রাতঃকালীন উপাসনা ও সাংসকালে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সাংসঙ্গিক অধিবেশনের অসমাপিত কার্য পুনরালোচনা হয়। কিন্তু অন্যও সকল কার্য শেষ না হওয়ায় ১৬ই মাঘ পুনরায় সভা আহূত হয়। এই তিন দিবসের সভার কার্যবিবরণ পরে প্রকাশিত হইবে।

১৪ই মাঘ ব্রাহ্মিকাদিগের উৎসব হইয়াছিল। প্রাতঃকালে তাহার উপাসনা করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত ও পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর উপর উপাসনার ভার ছিল। অপরাহ্ন তিন ঘটিকার সময় বঙ্গমহিলা সমাজের অধিবেশন হয়। উক্ত সভায় কুমারী রাধারানী লাহিড়ী ও শ্রীমতী রমাসুন্দরী বোম্ব যে দুইটি প্রস্তাব পাঠ করিয়াছিলেন তাহা স্থানান্তরে প্রকাশিত হইল। বঙ্গমহিলা সমাজের কার্য শেষ হইলে পর বালক বালিকাদিগের উৎসব হইয়াছিল। বেদীর দক্ষিণ পার্শ্বে বালকেরা এবং বাম পার্শ্বে বালিকারা সারি সারি হইয়া উপবিষ্ট হইলে পর তাহাদের প্রত্যেকের গলায় পুষ্পমালা এবং প্রত্যেকের হাতে এক একটি ফুলের তোড়া দেওয়া হইল। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় সরল ভাষায় তাহাদিগকে ক্রিষ্ণ উপদেশ প্রদান করিয়া একটি প্রার্থনা করিলে পর তাহার এই গীত করিয়া স্ব স্ব গৃহে প্রস্থান করিল।

বালক। আজি সন্ধ্যার পরে ‘ ভগিনি! দিব তোমারে,
জন্মদায় প্রীতি উপহার।

বালিকা। ভ্রাতৃমুখ নিরখিয়ে, আজি হে যুড়াল হিরে,
প্রাণে হলো আনন্দ অপার ॥

বালক। দেখে লো দেখে নরনে, আজি ব্রহ্ম-কৃপা-শুণে,
পুণ্যলোকে উজ্জল ভুবন।

বালিকা। যে জন পেয়েছে আঁখি, তার কি দেখিতে বাকি,
দেখে শোভা যুড়াল নয়ন ॥

বালক। কারার বঁধিনী মত, ভগিনি! তোমরা কত,
কাঁদিয়াছ করি হাহাকার।

বালিকা। দেখে সেই নেত্র বারি, বৃষ্টি পিতা কৃপা করি,
যুচালেন জীবনের ভার ॥

বালক। কুসংস্কার অন্ধকারে, পড়ে নানা অত্যাচারে,
করিবে না আর লো রোদন।

বালিকা। কর কর জয় ধ্বনি, গেল হে দুখ রজনী,
ভার মুক্ত নারীর জীবন ॥

বালক। ভগিনী উজ্জয় পায়, আনন্দ রাখি কোথায়,
আয় বোন গাই রে সকলে।

বালিকা। আর ভাই আর ভাই, আজি প্রাণ গুলে গাই,
জয় জয় ব্রহ্ম জয় বলে ॥

সমস্তের। জয় জয় ব্রহ্ম জয়, নারীর সৌভাগ্যোদয়,
গাও গাও হয়ে একতান!

নারী যেনা আছ যথা, শুন শুন এ বারতা,
বঙ্গনারী পাইতেছে প্রাণ ॥

১৫ই মাঘ সভ্যের সময় পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন ব্রাহ্ম-ধর্ম প্রচার সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা করিয়াছিলেন। প্রচারকদিগের কি কি গুণ থাকা আবশ্যিক প্রথমতঃ তিনি তাহদের ব্যাখ্যা করিলেন। বিনয়, নিরঙ্করভাব, লোকের দুঃখে দুঃখী হওয়া এই সকল সেই মনঃগুণের মধ্যে উল্লেখ করিয়াছিলেন। প্রচারকদিগের ইহার বিপরীত গুণ যে অত্যন্ত দুষণীয় ও অনিষ্টকর তাহা তিনি প্রদর্শন করিলেন।

১৬ই মাঘ—বরাহ নগরস্থ শ্রমজীবীরা অন্য দলবদ্ধ হইয়া রাজপথে সংকীৰ্ত্তন করিতে করিতে মান্দরাভিমুখে আসিতে লাগিল। আমাদের শ্রদ্ধের বন্ধু বাবু শশি পদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বরাহ নগর হইতে তাহাদের দলপতি হইয়া ব্রহ্ম সংকীৰ্ত্তন করিতে করিতে আগিতেছিলেন। কলিকাতা হইতেও অনেকে পথে তাহাদিগের অভ্যর্থনার জন্য গিয়াছিলেন। অবশেষে মান্দরের দ্বারে উপস্থিত হইলে পর তথায় বাহারা উহাদিগের অন্য প্রতীক্ষা করিতেছিলেন তাহারও উহাদিগের সহিত সংকীৰ্ত্তন করিতে করিতে মান্দরে প্রবেশ করিলেন। এবং বেদীর চতুর্দিক বেষ্টন করিয়া কীৰ্ত্তন করিতে লাগিলেন। সকলে উপবিষ্ট হইলে পর সমন্বয়পযোগী বিশেষ উপদেশ ও উপাসনা হইল। শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় উপাসনা ও উপদেশ প্রদান করেন।

উৎসব চিন্তা ।

সংসারের মধ্যে ১১ই মাঘ আমাদের নিকট বৈরাগ্য আদরের দিন এরূপ আর কোন দিন নহে। সকল উৎসবের মধ্যে মাঘোৎসব আমাদের মহোৎসব। আমরা সন্ধ্যার কাল ইহার জন্য প্রতীক্ষা করি, আয়োজন করি। ব্রাহ্মসমাজে বাহারা সপরিবারে প্রাণ মন উৎসর্গ করিয়াছেন, এ উৎসবের উপকারিতা তাহাদের নিকট কখনই হাস হইবে না। সাধারণ লোকে যেখানে কেবল লোক সমাগম ও বাহ্যিক উৎসাহ দেখিয়া থাকে, ব্রাহ্ম লোকে আত্মার গভীর অভাব ঘোচনের উপায় এবং জীবনের পরমশান্তি ও জনসমাজের ভাবী কল্যাণের আয়োজন হইতে দেখেন। শত শত নরনারী এই উৎসবে আগমন করেন, সকলেই হরিত ইহার প্রকৃতভাবে উপলব্ধি লাভ করিতে পারেন; কিন্তু বিধাতার অব্যর্থ ইচ্ছা যে সেই ভাবী কল্যাণ সংসাধিত করিবে তাহাতে আর সংশয়

নাই। ব্রাহ্ম ভ্রাতঃ! ব্রাহ্মিকা ভগিনি! তেহারা যে এত বাস্তব উৎসাহিত হও, সেট শুভ সংকল্প পরমেশ্বরের ইচ্ছা না হইলে কি তাহা সম্ভব হইত? কালে কালে, যুগে যুগে ধর্মের সংস্কার হয়; পুণ্যতন শিখিল, নিগ্রীব ভাবে পরিবর্তে নূতন জীবন্ত ভাব অভ্যাসিত হয়। ব্রাহ্মসমাজে আমরা সেইরূপ এক সংস্কারবিপ্লবের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। চতুর্দিকে পৌত্তলিকতার প্রাচুর্য্য, মধ্যে ব্রাহ্মসমাজ এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মনাম ঘোষণা করিতেছেন। হুই এই প্রাকের উৎসব, কেন না ইহাতে ভারতের উদ্ধার। ইহাকে ঈশ্বরের পবিত্র গুণ ইচ্ছার জয়।

কিন্তু যদি মনে কর যে এই স্বর্গীয় জয়োৎসবে তোমাদের অধিক দ্রব্য সংস্কারক অধিক প্রচারকের জয়, তবে এখনো এই ব্যাপারের মধ্যে প্রবেশ করিতে পার নাই। বিদ্যাতার সেই গভীর সঙ্কল্পের মধ্যে নিয়ম প্রণালীও নাই, স্বেচ্ছাচার বিধিও নাই, প্রকটও নাই, সামান্য লোকও নাই। তুমি তোমার সুনিয়ম ও শৃঙ্খলা, বাগ্মীতা ও কৌশলের প্রণয়না করিতেছ? ইহাদের জীবন ও মূল্য উভয়ই অস্থির। তবে বিদ্যাতার ইচ্ছা জানিয়া যদি নিয়ম প্রণালী অবলম্বন কর অথবা বীথের নাম কিছু দৃকপাত না করিয়া সেই ইচ্ছা পথে ধাবমান হও, জয় আপনা আপনি আসিবে; কিন্তু সে জয় তোমার নয় ব্রহ্মেরই জয়। ইহাতেই আমাদের আনন্দ ইহাতেই আমাদের উৎসব। এখন আমরা কি ভাবে এই উৎসব সম্পন্ন করিলাম একবার চিন্তা করি। নানা স্থান হইতে ভ্রাতা ভগ্নী সকল সমাগত হইলেন; কত আশা ও উৎসাহ, অমুরাগ ও বিশ্বাস লইয়া যোগ দিলেন; কত আশ্রয় আশ্রয় সংবরণ হইল; এ সকল অতিশয় আনন্দের চিন্তা, অতীব মনোহর দৃশ্য! কে কাহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিল? কাহার মুখ চাহিয়া আসিলেন এবং কি করিয়া আবার ফিরিয়া গেলেন? ভ্রাতা ভগ্নীসকল! একবার এই সুমিষ্ট চিন্তাতে প্রবৃত্ত হউন। ভারতে এই সুন্দর দৃশ্য অতি নব্বও কল্যাণতর। যে দেশে পৌত্তলিকতার অন্ধকার ঘোর নিবিড় অমানিশার ন্যায় চতুর্দিক আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে, তাহার মধ্যে ব্রহ্মজ্যোতির প্রকাশ, আপনারা সেই আলোক দেখিয়া উল্লাসের সহিত তদভিমুখে ধাবমান হইলেন। আপনারা ধন্য যে সে জ্যোতিকে বাধা না দিয়া হৃদয়ের কপাট উন্মুক্ত করিয়া দিতে পারিয়াছেন, আপনারা বিশ্বাস করিতেছেন যে সেই জ্যোতি সকল হৃদয়ের মধ্যে এইরূপে প্রবেশ করিবে। এখন এই কয়েকটি আশ্রয় উৎসব, পরে সমস্ত ভারতের এই প্রকার উৎসব দিন সমাগত হইবে, তখন বরে বরে ব্রহ্মজ্যোতি প্রবেশ করিবে, হৃদয়ে হৃদয়ে তাহার প্রদীপ, দেশে দেশে তাহার পুণ্যনাম সঙ্কীর্ণ হইবে।

আপনারা কেহ কি নিরাশ ও অসন্তুষ্ট হইয়া প্রত্যাগমন করিয়াছেন? আশাতে হৃদয়কে দৃঢ় করুন। সত্যোক্তে নিরাশার কথা নাই। আজ আপনাদের মধ্যে প্রেম নাই, বন্ধন নাই, আপনাদের বল নাই, বিশ্বাস নাই, ভক্তি নাই;

এই দিনই কি চিরকাল থাকিবে? যিনি বিশ্বাস ভক্তি, অমুরাগ প্রেম বিধান করিবেন তিনিতো আছেন, তিনি চিরকাল থাকিবেন; তাহার কার্য্যই ঐ সকল বিধান করা; তাহার উপর নির্ভর করুন, তাহার ইচ্ছার জয় হইবে। বর্ষে বর্ষে এই মহোৎসবে আনন্দ প্রকাশ করুন। সমস্ত পরিজনবর্গকে লইয়া উৎসব করুন। আমাদের ভাবী বংশোদ্ভবের হৃদয়ে এখন হইতে আনন্দের স্রোত প্রবাহিত হইতে থাকুক; ব্রাহ্মসমাজকে তাহার নিজ গৃহ বলিয়া ভাল বাসিতে শিখুক।

উৎসবান্তে যেমন পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়াছি সেইরূপ পরস্পরের হৃদয়ে হৃদয়ে আলিঙ্গন করি। এবং আগামী বর্ষ পর্য্যন্ত যদি ভীষিত থাকি অধিকতর অমুরাগের সহিত যেন উৎসবে যোগ দিতে পারি তাহার জন্য প্রার্থনা করি।

মৃত্যু ও অমরত্ব ।

মৃত্যু আমাদের সকল প্রিয় বস্তু হরণ করে, সকল আশাকে বিনষ্ট করে এই সংস্কার বশতঃ মৃত্যু মৃত্যুকে ঘৃণা ও ভয় করে। প্রিয় সহবাস হইতে বঞ্চিত হইতে কেহ ইচ্ছা করে না; যে সকল সুখের আশা মনে প্রবল থাকে তাহা চরিতার্থ হইবে না এই চিন্তা মনকে বিষন্ন করে। এই আশ্রয় বর্গের সহিত সুখে কালাহরণ করিতেছি, কত প্রকার আনন্দ সন্ভোগ করিতেছি, মৃত্যুর হস্ত সংস্পর্শ মাত্র সে সমস্ত বিনাশ হইবে ইহা কি হৃদয় সহ্য করিতে পারে? মৃত্যুর স্মরণ মাত্র সেই জন্য দ্রবকম্প উপস্থিত হয়, নেত্রদ্বয় হুঃখে ও ভয়ে অশ্রুপাত করিতে থাকে। সংসারাসক্ত ব্যক্তির পক্ষে মৃত্যু অত্যন্ত ভীষণ নিষ্ঠুর দানব স্বরূপ। যাহার সকল সুখ সংসারে আবদ্ধ রাখিয়াছে, তাহার পক্ষে সংসার হইতে বিদায় গ্রহণ করা যে কি প্রকার হুঃখের বিষয় তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। যাহার সংসার এই যে মৃত্যু সর্বসংহর্তা, তাহার পক্ষে মৃত্যু বড়ই নিষ্ঠুর। পৃথিবীর কয়েক দিনই যাহার জীবন এবং এখানকার অস্থায়ী অপূর্ণ আনন্দই যাহার আনন্দের পরিমীমা, সে কি প্রকারে সেই সমস্ত বিমর্জিত করিবে? মৃত্যুর আশা আনন্দ চায়, যদি মৃত্যুর পরে আর সে আনন্দের আশা না থাকে তবে কি প্রকারে মৃত্যু সে অবস্থা বাঞ্ছনীয় বোধ করিবে? যাহারা ইঞ্জির সুখপরায়ণ তাহাদের অবস্থা মৃত্যুর দিনে অতীব শোচনীয়। তাহাদের সকল ইন্দ্রিয় রোধ হইবে, সুখের একমাত্র উপায় সকল চলিয়া যাইবে, "মৃত্যুর স্মরণে কাপে কাম ক্রোধ রিপুপণ।" যাহারা এই নিতান্ত নীচ অবস্থাকে অতিক্রম করিয়াছে, এবং উন্নত মানসিক সুখ সকলের আশ্রয় লুপ্ত করিয়াছে, কিন্তু যাহারা মনে করে মৃত্যুর পর আমাদের শরীরের যেমন চিহ্ন মাত্র থাকিবে না; সেইরূপ মানসিক প্রকৃতির অস্তিত্ব থাকিবে না, তাহারাও মৃত্যুকে অভিশাপ করে না। যদি মনের সকল বিষয় সংসারেই রহিল, তবে সে সংসারকে কিরূপে পরিত্যাগ করিবার ইচ্ছা হইতে পারে? আধ্যাত্মিক বিমল আনন্দ

সকলও আমরা সংসারে থাকিয়া আশ্বাদ করি, এখানে থাকিয়া আমরা ঈশ্বকে জানিতে পারি; এখানে থাকিয়াই তাহার পবিত্র সহবাস অমৃতভব করি; বন্ধু বান্ধবদিগের সহিত তাঁহার গুণগান করিয়া কত আনন্দ সম্ভোগ করি; জগতে তাঁহার মহিমা দেখিয়া কৃতার্থ হই, অতএব এই সমস্ত আনন্দের উপায় হইতে যদি চিরকালের জন্য বঞ্চিত হইতে হয় তাহা বস্তুতঃই শোকের কারণ, মৃত্যুর অধিকার যদি এরূপ বিলুপ্ত হয় তাহা ভয় ও দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই।

কিন্তু আমাদের পরম সৌভাগ্যের বিষয় যে মৃত্যুর অধিকার অল্পমাত্র, অস্থায়ী বিষয়েই তাহার অধিকার; অমর আত্মার অক্ষয় সম্পত্তি মৃত্যু হরণ করিতে পারে না। বিধাতার সৃষ্টিতে সত্য সুন্দর, মঙ্গল পবিত্রতা জ্ঞান প্রেম, এ সমস্ত অক্ষয় রত্ন। পৃথিবীতে থাকিয়া এই সকলের প্রতি যে অমুরাগ শিক্ষা করি, সে অমুরাগ মৃত্যু কাড়িয়া লইতে পারিবে না। এই অমুরাগের কতকগুলি বস্তুর পরিবর্তন হইবে বটে, কিন্তু অমুরাগ অমর বস্তু। বাহ্যিক মনে করে পৃথিবীতে সকল অমুরাগের বস্তু আছে, তাহারাই শোকে অধীর হয়।

কিন্তু অদ্য আমরা মৃত্যু বিধানের একটা পরম উপকারিতার বিষয় আলোচনা করিবার জন্য এই প্রস্তাবের অবতারণা করিয়াছি। এই সংসারে আমাদের চক্ষু আমাদের শক্তি ও পরিমিত। আমরা অপূর্ণাঙ্গদের অবস্থাও বুঝিতে পারি না। সত্য কি সম্পূর্ণ জানিতে পারি না এবং যাহা জানি তদ্বারা আমাদের জ্ঞান প্রশস্ত হয় না। পরস্পরকে অবিশ্বাস ও দোষন করিয়া বড় দুঃখেই কালহরণ করি। সেট ভুল মনে হয় মৃত্যু আমাদের পরম বন্ধু। কারণ একদিন সে এই দুঃখ হইতে আমাদের গেল নিস্তার করিবে। এক দিন চক্ষুর আবরণ মুক্ত করিয়া দিবে এক দিন অবিশ্বাসের অধিকার হইতে মুক্ত করিবে। মনে হয় যদি মৃত্যু না থাকিত, তবে এ সংসারের আবরণতো মুক্ত হইত না? এই শোক ও দুঃখতো যাইত না? পৃথিবীতে থাকিয়া, বর্তমান অবস্থা, ভাব, আত্মসঙ্গিক বস্তু ও ব্যক্তি দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া তাহা সম্বব হইত না। অবস্থার পরিবর্তন আবশ্যিক, স্থান ও চতুর্দিকের ঘটনা ও বস্তু সকলের পরিবর্তন আবশ্যিক। একশত বৎসরে যে সকল পদার্থ আমাদের মনের অবস্থা পরিবর্তন করিতে পারিল না আর একশত বা দুইশত বৎসরে যে পারিবে তাহার সম্ভাবনা কি? সেই জন্য লোকান্তরে অবস্থান্তরে, গমন করিবার বিধি পরম উপকারিণী সন্দেহ নাই। যদি অধিক দিন আমাদের গংশয় ও অজ্ঞান, অসুদারতা ও আশ্রম অবিশ্বাস ও পার্থক্য, হিংসা ও অহঙ্কারের দাসত্ব করিতে হইত, তবে মানব জীবন বড় দুঃখের জীবন হইত—নিরুপ্ত জীবনের অপেক্ষাও দুঃখের জীবন হইত। এখানে এই সকল দুঃখ হইবার আশা কোথায়? সামাজিক বাণ্য, রাজনৈতিক অথবা ধর্ম সম্পর্কীয় বিষয় কোন বিভাগই ভ্রম ও কুসংস্কারের হস্ত হইতে মুক্ত নহে। যাহা ভ্রম বলি তাহা আপেক্ষিকরূপে ভ্রম; কেননা আমি যাহাকে ভ্রম বলি অন্যো তাহাকেই সত্য বলে। বিশ্বাসও এই প্রকার আপেক্ষিক বস্তু বলিয়া জন

সমাজে পরিগণিত হয়। অব্যর্থ, অজ্ঞান, অলজ্জা বিশ্বাস কোথায়? সেই প্রমাণ কোথায় যাহা পাঠলে আর অবিশ্বাসের সম্ভাবনা থাকে না? আমরা বলিতেছি যে আমাদের জ্ঞাত বা লজ্জ সত্য অজ্ঞান; আমাদের নিকট তাহা বটে, কিন্তু অন্যে যখন আপত্তি করিতে পারিল, যখন কাহারও অবিশ্বাসের সম্ভাবনা রহিল তখন তাহা অব্যর্থ ও অলজ্জা সত্য হইল না। অথবা তাহা গ্রহণ করিবার উপযুক্ত শক্তি মনে সঞ্চার হয় নাই। কারণ যাহাই হউক, জগৎ চিরকাল এই বৈষম্যের মধ্যে বিচলিত হইতেছে। একথা বলিতে আর আপত্তি হইতে পারে না যে অজ্ঞান সত্য উপলব্ধির অক্ষমতা বস্তুতঃই হউক অথবা অন্য যে কারণেই হউক জগতের ভ্রম অপনীত হয় নাই। এখানে আরও কত উন্নতি হইবে কে বলিতে পারে। কিন্তু যিনি যে সময়ে জন্ম গ্রহণ করিতেছেন তাহার পক্ষে সেই সময়ের অতীত উন্নতি সম্ভব নহে। তিনি যদি আর দুই চার শতাব্দি থাকিতেন তাহা হইলে ও বড় অধিক উন্নতাবস্থা লাভ করিতেন না। জগতের ইতিহাসে শতাব্দি সকল সপ্রমাণ। অমরত্বের অধিকার না থাকিলে এবং লোকান্তরে নিবাস করিবার বিধান না থাকিলে মানব জীবনের কোন নিখুঁত তাৎপর্য দেখা যায় না। অমর হইয়া এই মৃত্যু পোকে বাস করনের বাবস্থা থাকিলেও বিশ্বাতার কোর্টলকে প্রশংসার বিষয় বলিতে পারিলাম না। অমরত্বের সহিত লোকান্তর বাসের ব্যবস্থা আমাদের জীবনের আশা চরিতার্থকার একমাত্র উপায়।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ।

সভাপ্রমুখ পরমেশ্বরের আশীর্ব্বাদে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ তিন বৎসর অতিক্রম করিয়া চতুর্থ বর্ষে প্রবেশ করিতেছে। ইহার কোন মৃত্যু গুরু ও মৃত্যুদানেতা নাই, কেবল ঈশ্বরের শুভ ঈচ্ছা ইহার জীবনকে রক্ষিত ও বর্দ্ধিত করিতেছে। এই অল্প কাল মধ্যে ইহার উদ্দেশ্য যে পরিমাণে সংসিদ্ধ হইয়াছে তাহা অত্যন্ত আশাজনক। কেবল ঈশ্বরের নেতৃত্ব প্রীকার করিয়া তাহার দ্বারা পরিচালিত হওয়া এবং ব্রাহ্মসমাজকে সকলে আপনার সামগ্রী বলিয়া তাহার উন্নতি ও কল্যাণ সাধনে সমবেত চেষ্টা করা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপকদিগের মূল উদ্দেশ্য ছিল। আমরা এই তিন বৎসরের মধ্যে দেখিতেছি ব্রাহ্মসমাজের প্রতি প্রত্যেক ব্রাহ্মের অমুরাগ বর্দ্ধিত হইয়াছে। সকলে যেরূপ উৎসাহ ও অমুরাগের সহিত সংস্থাপকদিগকে সাহায্য ও উপদেশ দিয়া তাঁহাদের অভিপ্রায় সিদ্ধির পক্ষে অমুকূলতা করিতেছেন, তাহাতে আমাদের আশা প্রবল হইতেছে। কোন্ গুরুতর বিষয়ে যখনই ব্রাহ্মদিগের সাহায্য ও উপদেশ প্রার্থনা করা হইয়াছে, তখনই তাঁহারা সাধ্যমত সাহায্য করিতে ক্রটি করেন নাই। এখন আর কাহারও মনে এতদূর নাই যে ব্যক্তিবিশেষের টেঁচার উপর আমাদের সকল কল্যাণ অকল্যাণ নির্ভর করিতেছে; ব্যক্তিবিশেষের প্রচারিত মতই ব্রাহ্ম সাধারণের

অবলম্বনীয়; এবং ব্যক্তিবিশেষের প্রসন্নতা বা অপ্রসন্নতা নিবন্ধন তাহার ব্রাহ্মসমাজের সহিত যোগ অথবা বিচ্ছেদ সাধিত হইবে। ব্রাহ্মধর্ম ব্যক্তিবিশেষের প্রচারিত সাময়িক মত নহে, কিন্তু ইহা সার্বভৌমিক চিরপ্রচলিত সত্য। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যে অত্যন্ত প্রশস্ত ও উপযুক্ত সময়েই সংস্থাপিত হইয়াছে তাহা সাধারণের এই সহায়ত্ব দ্বারা সপ্রমাণ হইতেছে। তিন বৎসর অতিবাহিত হইতে না হইতেই যে উপাসনা মন্দির প্রস্তুত হইয়াছে তাহাতেই ঈশ্বরের বিশেষ কৃপা ও সাধারণের আধ্যাত্মিক অবস্থার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। ঘটনা পরম্পরা তাহাদিগকে এ প্রকার অবস্থার উপনীত হইতে হইয়াছিল যে তাহাদিগের পুরাতন ধর্মবন্ধুদিগের সহিত একত্রে ভজন সাধন করা অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল। ঈশ্বর তাহাদের সেই অভাব মোচনের উপায়ান্তর নির্ধারণ করিয়া দিলেন।

যে কঠিন ব্রত সাধন করিবার জন্য সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কল্প গ্রহণ করিয়াছেন, এই তিন বৎসরের মধ্যেই কেহ তাহা সম্পূর্ণরূপে সংসাধিত হইবার আশা করিতে পারেন না। কিন্তু যদি সকলের সাধু চেষ্টা ও শুভ ইচ্ছা থাকে, সিদ্ধি-দাক্ষ্য পরমেশ্বর সেই চেষ্টা ও ইচ্ছাকে সফল করিবেন। স্ব স্ব স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া সমাজের আধ্যাত্মিক কল্যাণ অন্বেষণ করা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। পূর্বে আমাদের হাজার শিক্ষা হয় নাই। প্রথম চেষ্টাতে বিরোধ উপস্থিত হইলেও আমাদের মধ্যে ঐক্যবলবন করিয়া এবং ঈশ্বরের শুভ সঙ্কেতের উপর নির্ভর করিয়া কাধ্য করিতে হইবে। পরি-ত্রাণ সম্বন্ধীয় বিষয়ে আমাদের সকলের এক মত, এক ভাব, এক উদ্দেশ্য থাকিবে; কিন্তু তাহার উপায় সামাজিক বিষয় সম্বন্ধে আমাদের মত-বিশিষ্টতা থাকিতে পারে, এই বিষয়টী লক্ষ্য রাখিয়া আমাদের কাধ্য করিতে হইবে। যে সমস্ত মূল সত্যের উপায় ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রত্যেক সভা সেই সকল মূল সত্য বিশ্বাস করেন, এ বিষয়ে তাহারা আর সভা করিয়া সাধারণের মত গ্রহণ করেন না। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উৎপত্তির পূর্বে সেই সকল মূল সত্য ব্রাহ্মসাধারণে গ্রহণ করিয়া-ছেন। সুতরাং এ বিষয়ে আমাদের নিয়মতন্ত্র প্রণালীর অধিকার নাই। যাহারা বলেন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ সভা করিয়া এই সকল বিষয় মীমাংসা করেন, তাহারা ইহার গঠন জানেন না। এই সকল মূল সত্যকে অবলম্বন করিয়া ব্রাহ্ম-সমাজের সর্বাঙ্গীন উন্নতি সাধন করিবার কি উপায় অবলম্বন করা আবশ্যিক, সেই বিষয়ে আমরা নিয়মতন্ত্র প্রণালীর সাহায্য গ্রহণ করি।

ব্রাহ্মগণ নিয়মাদি প্রণয়ন কার্যে এবং প্রচার বিষয়ে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে যথেষ্ট সাহায্য করিতেছেন। যখন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নিয়মাবলী প্রণীত হয়, তখন সকলেই ক্রীড়ান্ত যত্নে অমুরাগ প্রকাশ করিয়াছেন। প্রচারকগণ ব্রাহ্মধর্মের উদার সত্য সকল প্রচার করিয়া দূষিত মত সকল বিনাশ করেন, ইহার জন্যও তাহারা আগ্রহ প্রকাশ করিয়া-

ছেন। আমাদের প্রচারক সংখ্যা অল্প, কিন্তু ব্রাহ্মদিগের মধ্যে অনেকে প্রচার কার্যে সাহায্য করিয়াছেন। আমরা এই সকল আশীষদ অবস্থার মধ্যে চতুর্থ বৎসরে প্রবেশ করিতেছি। ভূতকালের আশা ভবিষ্যতের বল হটুক। ব্রাহ্মগণ যেরূপ অমুরাগ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা এই নববর্ষে আরও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হউক। ঈশ্বর আমাদের সহায় থাকিয়া বিগত বর্ষত্বে যেরূপ আমাদের উৎসাহিত করিয়াছেন, সেই আশীর্বাদ এই নববর্ষেও আমাদের উপর বর্ষণ করুন।

বঙ্গমহিলা সমাজের বার্ষিক অধিবেশনে কুমারী রাধারানী লাহিড়ী নিম্নলিখিত প্রস্তাব পাঠ করেন।

• কোন একস্থানে মহাপ্রতাপশালী এক রাজা ছিলেন। কেবল যে ঈশ্বরের প্রাচুর্যে তাহার সুনাম দেশ বিখ্যাত হইয়াছিল তাহা নহে; বিদ্বান, বুদ্ধিমান, অমায়িক বলিয়া তিনি প্রজাদিগের বিশেষ অমুরাগ ভাজন হইয়াছিলেন। প্রজা-দিগের রাজ্য প্রাপ্তি যেরূপ প্রজ্ঞা ও সম্মান ছিল, রাজাও তাহাদিগকে সেইরূপ সম্মান নির্বিশেষে স্নেহ ও আদর করি-তেন। অতি দরিত্রের প্রতিও সে রাজার অবিচার বা রাজার অন্যায় ব্যবহারবশতঃ কাহাকে বিরক্ত হইতে কেহ কখন দেখে নাই। ক্ষুদ্র, বৃহৎ সকলের যুথেষ্ট ভূপতির প্রশংসা। মহা-রাজের এই নিয়ম ছিল যে, প্রতি মাসের কোন নির্দিষ্ট দিনে তিনি স্বীয় অমাত্যবর্গ সমভিব্যাহারে প্রজাদিগের ভবনে উপস্থিত হইয়া রাজ্যপালনে যদি কোন ত্রুটি হইয়া থাকে, তদ্বিষয়ে অনুসন্ধান করিতেন এবং তন্নিমিত্ত অধীন প্রজা-দিগের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেও লজ্জিত হইতেন না এবং এ কারণেই তিনি সাম্রাজ্যের সকলের নিকট অধিকতর সম্মানের পাত্র হইয়াছিলেন। অমায়িক, নিরহঙ্কার ও বিনয়ী বলিয়া তাহার সুনাম রাজ্যময় বিস্তৃত হইয়াছিল। যে প্রকার নিয়ম ছিল রাজা সেই অনুসারে একদা মাসের নির্দিষ্ট দিনে স্বীয় বন্ধুবর্গ সমভিব্যাহারে স্বীয় রথে আরোহণ করিলেন এবং একে একে প্রজাদিগের গৃহে উপস্থিত হইয়া যে প্রকার অমায়িক ব্যবহারে সকলকে মুগ্ধ করিতেন সেইরূপ করিয়া রাজত্ববনে প্রত্যাগমন করিতেছেন, শকট অশ্বচতুষ্টয় বিশিষ্ট এমন সময়ে তাহার রথের অদূরে অপর এক ভূপতির ও কতিপয় অশ্বা-রোহী ব্যক্তি দৃষ্টিগোচর হইল। মুহূর্ত্ত মধ্যে দুই ভূপতির যান সম্মুখবর্তী হইল। পথটী সঙ্কীর্ণবশতঃ উভয় পক্ষকেই অশ্বের গতিরোধ করিতে হইল। অনেক চেঁচা করিয়া দেখা হইল, কিছুতেই এক যানের অশ্ব খুলিয়া গাড়ী ঠেলিয়া লইয়া যাওয়া ভিন্ন অন্য উপায় নাই। কি হবে উভয়েই রাজা, রাজভৃত্যেরা কেহই এ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। কে বড়, কে ছোট ইহা লইয়া মহা গণ্ডগোল বাধিল। অবশেষে প্রমাণ হইল যে, সেই নরপতি (যিনি এই কত ক্ষণ হইল প্রজাদিগের নিকট হইতে ক্ষমা চাহিয়া আসিলেন) অপর ভূপতি হইতে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র। রাজাদিগের নিয়মানু-সারে তাহারই রথের অশ্ব খুলিতে ও তাহাকেই হাত কয়েক

পদব্রজে ঘাইতে হইবে, কিন্তু তিনি তাহাতে কোন মতেই সম্মত হইলেন না ও ভৃত্যবিনগকে আদেশ দিলেন যে বাহাই হটক তাহার। যেন শকট হইতে অথ মোচন না করে। এবং রাজা মহারাজ হইয়া স্বয়ং গর্জিতভাবে বলিলেন, আমি রথ হইতে নামিব না, বাহার প্রয়োজন হয় সে হামিয়া পদব্রজে যাক। অপর শকটস্থিত ভূপতি এ পর্য্যন্ত একটা কথাও বলেন নাই। তিনি রাজমুখে এ প্রকার উক্তি শুনিবেন তাহা তাঁহার মনেও হয় নাই। কারণ পূর্বেই তিনি এই নরপতির বহুল প্রশংসা ও বিনয়ের কথা শ্রুত হইয়াছিলেন। তিনি ‘কিছু না বলিয়া’ হাস্য বদনে শকট হইতে অবতীর্ণ হইয়া পরিচারকদিগকে ঘোড়া বুলিয়া গাড়ী তৈলিয়া লইয়া ঘাইতে আদেশ দিলেন। তাঁহার ভৃত্যেরা তাঁহাকে লেখাধন করিয়া বলিল মহারাজ, আপনি এত বড় রাজা হইয়া কেন শকট হইতে নামিবেন, তাহা কোন মতেই হইবে না। অপর রাজা যদি গাড়ী হইতে না নামেন, আমরা বলদ্বারা তাঁহাকে নামাইব। আপনি এত অপমান সহ্য করিবেন, ইহা আমরা দেখিতে পারিব না। এই বলিয়া তাঁহার স্বীয় প্রভুকে পুনরায় শকটে আরোহণ করিতে বিশেষ অহরোধ করিতে লাগিল; কিন্তু তিনি তাহাতে সম্মত না হইয়া পুনর্বার গম্ভীর ভাবে বলিলেন, আমি যাহা বলিয়াছি তাহা কর। এবং তিনি শকটাক্রান্ত রাজাকে অভিবাদন করিয়া পদব্রজে গমন করিলেন। এটি আব্যায়িকা বটে; কিন্তু ভগিনিগণ, ইহা কি আমাদের একটা উচ্চ বিষয় শিক্ষা দিতেছে না?

আড়ম্বর করিয়া বাহিয়া স্বীয় সঙ্গুণ সকল প্রকাশ করিতে চাহেন, কিছুদিন তাঁহার কৃতকার্য হইয়ন বটে; কিন্তু অবস্থায় পড়িলে, পরীক্ষা আসিলে তাহা স্থায়ী হয় না,—গুপ্ত স্বভাব প্রকাশ হইয়া পড়ে। প্রজাদিগের স্বত্ববিবাদ অবগের আশায়, রাজ্যে বিখ্যাত হইব, স্বীয় সুনামে দিগন্ত ব্যাপ্ত করিব মনে করিয়া যেন নরপতি প্রতিমাসে দরিদ্রের কুটীরে ঘাইয়া ক্ষমা চাহিতে কৃত্তিত হইতেন না, একটু মানের হানি হইবে বলিয়া পদ গৌরব রক্ষা করিবার জন্য তাঁহার আজ কি উগ্রমুর্তি দেখিলে? ভগিনি! তাই বলি আমাদের সর্বদা এ বিষয় সতর্ক থাকি উচিত। কপট ধর্ম্মের ভাণ করিয়া কেহ ধার্ম্মিক হইলে, গর্জিত হৃদয়কে বিনয়ের ছদ্মবেশে আচ্ছাদন করিলে কতক দিন কাটে বটে; কিন্তু তাহার পরিণাম এই নীচ প্রকৃতি রাজার ন্যায়।

হে বন্ধো, হে ভগিনি, তোমাদিগকে অধিক কি বলিব কপটতা ও অহঙ্কারকে কেহ হৃদয়ে স্থান দিও না। মনুষ্য প্রকৃতিকে নীচ করিতে অমন ভীষণ শত্রু আর নাই। ভাল হইতেই ইচ্ছা থাকে, গোপনে অন্তর্গামীর নিকট বল প্রার্থনা কর, নিতরূপে আড়ম্বর শূন্য হইয়া পুণ্য কার্য সাধন কর। লোকের মুখ চাহিতে গেলেই সর্বনাশ। উৎসব দিনে সকলে শুভ ইচ্ছায় মিলিত হইয়াছি। আগামী বৎসরের নিমিত্ত শুভ সংকল্প লইয়া যেন গৃহে ঘাইতে পারি, পরম পিতা এই আশীর্বাদ করুন।

সঙ্গীত।

এস গো ভগ্নি সবে মিলি

ডাকি আজি সেই প্রাণেশ্বর।

বাজিছে গুন আনন্দ-ভেরী

ডাকিছেন পিতা আমাদের।

লও প্রীতি-পুষ্প করে করি

দেও তাহার চরণ-তলে।

যাহার অজস্র করুণা-বলে

কুসংস্কার-পাশ ছিড়িয়া সকলে

দেখিতেছি তাঁর রূপ-মাধুরী

মুগ্ধহীন হৃদয়-রঞ্জন।

যাহার প্রসাদে এ স্বর্থ সম্বোধনে

অধিকারী মোরা হইয়াছি সবে,

দেও ঢালি ছাদি সে প্রেম-নীরে

ঘাইবে নিশ্চিন্তে স্বর্গধামে

কি দেখিলাম আজি আবার দেখি দেখি

এমন অপূর্ণ দেখি নাই কখন।

শুনি অবলার ক্রন্দনধ্বনি

‘প্রেমময় বৃক্ষ’ দিলেন দরশন।

চল সবে খুলি হৃদয়ের দ্বার,

বসাইয়া তাঁরে দি ডাহার,

ভক্তিফুল্ল প্রীতি আদি

যত হৃদয়ের সব অমূল্য রতন।

এমন দিন হবে না মো’ অর,

স্বপ্নসর পরে পেলেম সাক্ষাৎকার

লুটী ও চরণে মন্তক সবাচার

যদি চাও তাঁর কানো কাটাতে জীবন।

ঐ শুন ভগ্নি শুন মধুরস্বর,

অভয় অভয় বসি ডাকেন প্রাণেশ্বর,

দিব আজি তোরা চাসু যে সকল,

স্বাধীনতা বিদ্যা মুক্তি মহাধন।

ললিত—আড়া।

উঠগো ভারত নারী পর ধর্ম্মের ভূষণ

ধর্ম্মহীন ভারত-ভূমি হইতেছে দিন দিন।

তোদের এই মাতৃভূমি, জ্ঞান ধর্ম্মের পিরোমনি,

কিন্তু আজি কি হয়েছে দেখগো পেয়ে চেতনা।

যে ভারত বক্ষঃহস্তে এক দিন আনন্দেতে,

দিবানিশি প্রেমবারি হইত হে বরষণ;

আজি সে ভারত বক্ষঃ, অহুতাপে হয়ে রক্ত

বিষাদের অশ্রু-নীরে ভাসে অরুণ।

ধর্ম্ম বর্ম্ম গারে পর, জ্ঞান ধর্ম্ম জুড়ে ধর,

ব্রহ্ম বলে হয়ে বলী, কর তাঁরে আত্মার্পণ।

ব্রহ্মাণ্ডের পতি যিনি, দয়ার সাগর তিনি,

আজি তাঁরে ভয়গণে করিব হে দরশন।

সঙ্গত সভার গতবর্ষের আলোচিত বিষয়ের সার মর্ম্ম।

১। চৈতন্য ও ভক্তি—চৈতন্যের ভক্তি উদ্ভাদক ভাব রাশির প্রবাহ স্বরূপ। ইহা মানুষের প্রাণে প্রবল মত্ততা আনিয়া উপস্থিত করে। মত্ততার একটি স্বভাবমিত্র দোষ এই যে, ইহা মানুষকে কোন একদিকে চালিত করে। সুতরাং এইরূপ ভক্তি যদিও অতি উচ্চ, তথাপি মানব জীবনের সর্বাঙ্গীন উন্নতির পক্ষে ব্যাঘাতকাবক। আর ইহা হইল বিশেষে মানুষকে মগ্নচিত্ততা ও গভীরতা হইতে দূরে নিক্ষেপ করিতে পারে। এজন্য এইরূপ ভক্তি মার্গে গমন না করিয়া প্রকৃত ভক্তি পথাবলম্বন করা উচিত। প্রকৃত ভক্তি এক দিকে যেমন মানুষকে মগ্ন ও শিশুর ন্যায় অত্যাশ্রিত করিয়া লয়, অপর দিকে তেমনই কার্য তৎপর, উৎসাহী, মগ্নচিত্ত ও গভীর করিয়া তুলে। প্রকৃত ভক্ত একদিকে যেমন, নাম সংকীৰ্ত্তন, প্রকাশ্য উপাসনা ও উৎসবাদিতে গভীর ভাবে যোগ দিয়া আত্মাদে হৃদয় প্রাণিত করেন, অপরদিকে তেমনই ধ্যান, ধারণা, সাধন, ও সংস্কারাদি সম্পাদনে জলন্ত অগ্নির ন্যায় কার্য করেন। সর্বদাই পরমেশ্বরের দত্ত বস্তু ও পূর্ণ সমভাবে মস্তক পাতিয়া গ্রহণ করেন। অতএব এই নির্মল পবিত্র ভক্তিই মানুষের প্রাণের একমাত্র অবলম্বন স্থানীয়।

২। দৈনিক জীবনে প্রতিজ্ঞার স্থিরতা সাধন—
(১) প্রতিজ্ঞার বিষয় শ্রমের জন্য আত্মরিক ক্ষুৎপিপাসা বা বাগ্ৰতা ও অর্জুনাগের বুদ্ধি সাধন প্রয়োজনীয়। (২) প্রতিজ্ঞা প্রকাশের পূর্বে অন্তরে অতি মতর্কভাবে দৃষ্টি করিয়া দেখা উচিত, যে হৃদয়ের অন্তত্ব হইতে আপনিই উদ্ভূত হইতেছে না নিজে বল পূর্বক মুখে মুখে প্রতিজ্ঞা করিতেছি। মুখের হইলে সর্ব প্রযত্নে ত্যাগ করা উচিত। (৩) পরমেশ্বরের নিকট রক্ষার জন্য প্রার্থনা করিয়া পরে প্রতিজ্ঞাটা করা বিধেয়। (৪) প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের অপকারিতা ও সাধনের উপকারিতা অতি গভীর রূপে হৃদয়ঙ্গম করা উচিত। প্রতিজ্ঞা দুই প্রকার (১) অসংত্যাগ (২) সত্যের গ্রহণ। অসত্যের প্রতি ঘৃণার উদ্দেশ্য হইলেই সেই প্রতিজ্ঞা পালনে ও বল বৃদ্ধি পায়। এই ঘৃণার জন্য সর্ব প্রযত্নে অসৎসংসর্গ ত্যাগ, অসদালাপ ত্যাগ, অপরিপক্ক সত্যের প্রতি অমুরাগ বৃদ্ধি জন্য সাধুসঙ্গ, সংগ্রহ পাঠ, ধর্ম্মালোচনা, উপাসনা ও প্রার্থনা প্রয়োজনীয়। (৫) প্রতিজ্ঞা পালনে অভ্যাস বৃদ্ধি জন্য অতি যৎসামান্য প্রতিজ্ঞাও লক্ষ্য না করিয়া মতর্কতার সহিত পালন করা উচিত। উপহাস ক্রমেও অপালনীয় প্রতিজ্ঞা করা উচিত নয়।

৩। যোগ—মানুষের ধর্ম্ম জীবনকে যদি মৎস্য বলি যায়, তবে যোগকে জলবলিলেই সমুচিত ব্যাখ্যা করা হয়। যোগ ব্যতীত প্রকৃত জীবন্ত ধর্ম্ম জীবন লাভ বা রক্ষা উভয়ই অসম্ভব। এই জন্য সর্ব প্রযত্নে যোগ সাধন উচিত। যোগ শাস্ত্রে যোগের বিবিধ প্রকার ভেদ আছে। কিন্তু যে যোগ

মানুষের ইচ্ছাকে পরমেশ্বরের মত্বী ইচ্ছার ছায়া মাঝে পরিণত করে। আর মানুষকে এমন এক স্থানে নিয়া উপনীত করে যে, সেখানে হইতে তাহার নয়ন প্রথমে ঈশ্বরকে না দেখিয়া কোন ঘটনা বা পদার্থই দেখিতে পায় না। ঈশ্বরের মধ্যদিয়া সর্বল দেখে ও শুনে। তখন এই জগৎ তাহার জ্ঞানার না হইবা ঈশ্বর তাহার এবং জগতের আধার হন। এই জগৎ চিত্র আকাশের বক্ষঃ হইতে প্রকাশিত করিয়া ফেলাইলেও সে তখন ঈশ্বরে মুখে দিগন্তের রমণ করিতে থাকে। সে জগৎ দেখিয়া ঈশ্বরকে অমুভব করে না, ঈশ্বরে সমাহিত হইয়াই এই জগতের মর্ম্ম অবধারণ করে। এই যোগের নাম নিত্য ও প্রকৃত যোগ। ইহাট আনন্দজন্য সাধন করা উচিত—এতলে ইহাও বক্তব্য—যোগ সাধন উপযোগী উপায়াদি অবলম্বন জন্য কয়েকটি প্রবন্ধ লিখিত এবং পঠিত হয়।

৪। আদেশ—এ সম্বন্ধে বিবিধ আলোচনা হয়; কিন্তু কোন স্থির মীমাংসা হয় নাই।

৫। সামাজিকোপাসনা—বিবিধ আলোচনা দ্বারা ইহার অনেক মহোপকারী গুণ নির্ণিত হয় এবং তৎক্ষণাৎ তাহার সর্ব প্রযত্নে প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে অবলম্বনীয় বলিয়া মীমাংসিত হয়।

৬। পরকাল—পরকালের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোনই তর্ক বিতর্কের প্রয়োজন হয় নাই। অবস্থা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনার পর পরকালের জন্য প্রস্তুত হইবার সম্বন্ধে নানা আলোচনা হয়।

(১) অবস্থা—এই দৃশ্যমান জগৎ এক থানি যবনিকা মাত্র। মৃত্যু এই যবনিকাকে অপহরণ করে। তখন এই স্থানেই আর এক ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশিত হয়। এ জগতে শারীরী মানব শিশুর জন্ম, সে জগতে অশারীরী ইন্দ্রিয়াদি বিহীন আত্মময় মানব শিশুর জন্ম। পালয়িত্রী জননী স্বয়ং ব্রহ্মাণ্ডেশ্বরী। সেখানেও জীবন আছে এবং তাহার ক্রমিক উন্নতি আছে। এখন আমি উন্মুক্ত ও স্থান সম্বন্ধে যে স্থানে আছি, এট মৃত্যুর্ত্তে যদি মৃত্যু হয়, তবে মৃত্যুর পর মৃত্যুর্ত্তে উপস্থিত হইবার সময়ে এক চুলও অস্তরস্থিত হইব না। আত্মা এবং স্থান সম্বন্ধে যাহা ছিলাম তাহাই থাকিব। সুতরাং এখন হইতে যদি সে জগতের জন্য প্রস্তুত না হই, তবে এ ভাব লইয়া সেখানে উপস্থিত হইলে কিছুকাল অবশ্যই কষ্ট পাইব। এই জড় অগতিক ভাবের গুরুত্ব লব্ধ্বের সঙ্গে সেই কষ্টের গুরুত্ব লব্ধ্বের সম্বন্ধ।

প্রস্তুতি—এ জগতের কার্যের ফলফল পরমেশ্বরে অর্পণ করিয়া যে পরিমাণে তাঁহাতে নির্ভরশালী হওয়া যায় এবং তাঁহাকে নিয়াই আনন্দে ও মুখে সময় যাপন করিতে অভ্যাস পায়, আর এই পার্থিব স্বার্থ ত্যাগ করিয়া নিঃস্বার্থ ভাবে মানবাত্মাকে যতই প্রেম করা যায়, সেই পরিমাণে পরকালের জন্য প্রস্তুত হওয়া হয়।

প্রস্তুত হইবার সাধন সম্বন্ধেও নানা আলোচনা হয়।

৭। সামাজিক উপাসনা প্রণালী—এ সম্বন্ধে নানা আলোচনা হয়, কিন্তু বিশেষ কিছু মীমাংসা হয় নাই।

৮। ঈশ্বর দর্শন—“প্রগাঢ় বিশ্বাস ও প্রগাঢ় অমৃত্যুত্বই ঈশ্বর দর্শন।” সমস্ত তর্ক বিতর্কের শেষ মীমাংসা এই। এ সম্বন্ধে নানা আলোচনা হয়।

৯। পৃথক পৃথকরূপে ঈশ্বরের স্বরূপাত্মক সাধন,—সাধনের অবস্থায় পরমেশ্বরের সমস্ত ভাব গুলি প্রথমেই একে-বারে অমৃত্যু করিতে চেষ্টা করা অপেক্ষা তাঁহার এক একটি লক্ষণে প্রকৃত বিশ্বাস স্থাপন ও সেই সকলকে অমৃত্যু করিতে চেষ্টা করিলে বিশেষ ফল লাভ হয়। এক একটি স্বরূপ এইরূপ ভাবে সাধিত হওয়া চাই যে তাহা উল্লেখ মাত্র অমনি গাঢ় ঋণটকিত হইবে। তৎসাধনের উপায় এইঃ—

(১) যে স্বরূপটী সাধন করিতে হইবে, সর্বদা তৎসম্বন্ধে ধ্যান, চিন্তা ও আলোচনা প্রয়োজনীয়। (২) অন্তরকে সেই স্বরূপের ভাবে গঠন করিবার জন্য তদনুযায়ী নানাক্রম কার্যসাধন। যেমন যখন দয়াময় স্বরূপ সাধনে প্রবৃত্ত হইতে হইবে তখন পরমেশ্বরের দয়ার চিন্তা, ধ্যান ও আলোচনাই দৈনিক চিন্তা, ধ্যান ও আলোচনার প্রধান অঙ্গ হইবে। পরোপকার, হৃৎখীর অশ্রুর সহিত অশ্রুপাত, পৌড়িতের শুষ্কতা পানীর উদ্ধার জন্য চেষ্টা, অপরাধীকে শাস্তভাবে ক্ষমা পূর্বক ভদ্রীয় মঙ্গলার্থ চেষ্টা ও প্রার্থনা করা। এইরূপে বিবিধ প্রকারে দয়ার অমৃত্যু, দয়াল নাম সংকীর্তন, দয়া প্রকাশক সঙ্গীত করন, যেখানে দয়ার কার্য উপস্থিত সেই স্থানেই প্রাপণে সাহায্য দান, প্রভৃতি বিবিধ প্রকারে দয়ার অমৃত্যু করিতে হইবে। এইরূপে প্রত্যেক স্বরূপ সাধন করিলে, তখন সমগ্ররূপে পরমেশ্বরের তে মাণ্ডব সমাহিত হইতে পারে।

১০। গুরুজন সম্বন্ধীয় কর্তব্য—গুরুজন ব্যক্তিরই স্বাধীনতার সীমা আছে। যাহাতে সেই সীমা রক্ষিত হয় তাহা করা কর্তব্য। একের স্বাধীনতা অন্যের স্বাধীনতাকে ঘর্ষণ করিলে, সেখানে প্রথম ব্যক্তির স্বাধীনতার সীমা লঙ্ঘন হয়। এই জন্য সেইরূপ স্থলে আপনাদের স্বাধীনতার দ্বারা যাহাতে অন্যের স্বাধীনতা নষ্ট না হয়, তাহা করাও কর্তব্য। না করিলেই প্রকৃত কর্তব্য জ্ঞানের হানি সম্ভাবনা। এই জন্য কোন গুরুজন আপন বিশ্বাসমত কাজ করিলে তাহা যদি আমার বিশ্বাসানুযায়ী না হয়, তজ্জন্য নানা হিতকর উপায় দ্বারা তাঁহার মত পরিবর্তন করিতে চেষ্টা করিতে পারি, কিন্তু স্বভাবতঃ আমার নিকট তিনি সেবা শুক্রবা বা ভরণ-পোষণাদি স্বরূপে যে সকল সাহায্য পাইতে পারেন, তৎসমুদায় না দিয়া, তাঁহাকে কষ্টে পতিত করিয়া—সুতরাং বল-পূর্বক—আমার বিশ্বাসের বিপরীত অথচ তাঁহার বিশ্বাসানুযায়ী কার্যে বাধা দিতে পারি না। (এই মীমাংসায় এক জনের আপত্তি ছিল।)

১১। জীবনে ধর্মের প্রভাব—কোন এক ব্যক্তি যদি ঘোর বিশ্বাসী হয়। আর সে যদি এক অপরিচিত স্থানে গিয়া তাহার সেই ভাব গোপন করিতেও চেষ্টা করে, তথাপি কথাবার্তা জব্দ ভঙ্গিতে অন্যে তাহা বুঝিয়া নেয়। মানুষটীর

মুখ দেখিলেই বোধ হয় যেন এ ঘোর বিশ্বাসী। সেইরূপ যাহার জীবনে ধর্মভাব প্রবল; তাহার আচরণ ও ভাবভঙ্গিতে তাহা প্রকাশ পায়।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্যনির্বাহক সভার চতুর্থ ত্রৈমাসিক কার্যবিবরণ।

লাইব্রেরী সবকমিটি—গত ৩ মাসে ইহার আয় ২০৫৬/৫ বাঁশ ১০২০/৫ এবং ইংলও হইতে স্থলভ মূল্য ভাল ভাল ধর্ম-গ্রন্থ ক্রয়ার্থ ৬০ টাকা প্রেরিত হইয়াছে। ৪৩৬০ স্থিত আছে। প্রায় ১০০ টাকা মূল্যের উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট পুস্তক সকল ক্রয় করা হইয়াছে। ডাক্তার প্রসন্নকুমার রায় মহাশয় এই পুস্তকালয়ে এককালে ১০০ টাকা প্রদান করিয়া যেরূপ পুস্তকালয়ের উন্নতি সাধনের সহায়তা করিয়াছেন, সেইরূপ একটি অতি সাধুদৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। বরাহনগর নিবাসী বাবু শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই পুস্তকালয়ে ১০০০, বাবু আদিত্যকুমার চট্টোপাধ্যায় ও বাবু হেরথচন্দ্র মৈত্র প্রত্যেকে ১০০ টাকা দান স্বীকার করিয়াছেন। শশিপদ বাবু ও হেরথ বাবু ১০ বৎসরে এবং আদিত্য বাবু ৮ বৎসরে স্বীকৃত দান প্রদান করিবেন। বাবু শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিমধ্যে তাঁহার প্রথম বার্ষিক দেয় ১০০ টাকা প্রদান করিয়াছেন। এই সকল দানের জন্য দাতা মহাশয়দিগকে ধন্যবাদ করা কর্তব্য। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পুস্তকালয়ের কলেবর পুষ্টি হইয়া ধর্মপুস্তক পাঠার্থীদিগের অভাব পূর্ণ হয়, হতা দোষে তাহার ইচ্ছা করেন, আশা কার তাহার। এ সময় ইহাকে সাহায্য দানে তৎসাহিত্য করিবেন।

প্রচার কমিটি—অপাততঃ বর্তমান বর্ষের জন্য পাঠ্য পুস্তক ও পাঠনা প্রণালী স্থির করিয়া প্রচারার্থী প্রেরণা স্থল-রাছেন। ইহার নিরামিত ছাত্রসংখ্যা আপাততঃ ২৫৫। পাণ্ডিত্যবান শাস্ত্রী ও বাবু উমেশচন্দ্র দত্তের উপর অধ্যাপনার ভারাপন করা হইয়াছে। গত দুই মাসে এইরূপ পাঠে রুতি হইয়াছেঃ—

একবিদ্যালয় (অধ্যয়নার্থ-পাকড়াশী প্রণীত) সম্পূর্ণ।	
ব্রাহ্মধর্মের মত ও বিশ্বাস. ২ অধ্যায়।	
ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যান	
Character (Smith's) 215 pages.	

পুস্তক প্রচার সবকমিটি—আগামী বর্ষের ব্রাহ্মপঞ্জিকা ও ধর্মবিষয়ক প্রবন্ধের মুদ্রিত করিতেছেন। ধর্মকুহুমের ২য় সংস্করণ হইতেছে। আর এই কয়েক খানি পুস্তক শীঘ্র মুদ্রিত করিতে দেওয়া হইবে।

প্রার্থনা গুরু, গৃহধর্ম, উপাসনা সঙ্গীত, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজের সহিত মতভেদ।

ব্রাহ্ম বাগক বাগিকাদিগের শিক্ষা সবকমিটি—একটি বোর্ডিং স্কুলের স্থলার্থ প্রণালী স্থির করিয়া, তৎসংশ্লিষ্ট পত্র মক-বলহ ব্রাহ্মগণের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। বালক-বালিকার ২০টী হইলে এই বিদ্যালয় খোলা যাইতে পারে। ঘর-

ভাড়া, আহাৰ, ভৃত্য ও শিক্ষাদিৰ বায় ধৰিয়া প্ৰত্যেক বালক বালিকাৰ ফি মাসিক ১০ টাকা ধৰা হইয়াছে। মফস্বল হইতে ৩৪৪টা বালক ও বালিকা কলিকাতায় উপস্থিত আছে এবং আপাততঃ কোন কোন ব্ৰাহ্মণৰ বাসাৰে বহিয়াছে। বিদেশস্থ ব্ৰাহ্ম মহোদয়গণৰ নিকট নিবেদন, যাঁহারা এই বিদ্যালয়ে আপন আপন সন্তানগণকে রাখিবাব ইচ্ছা করেন, সম্ভৱ সংবাদ প্ৰেৰণ কৰিবেন। কাৰ্য্যপ্ৰণালীৰ পৰিবৰ্তন বা সংশোধন বিষয়ে যদি কাঁহাৰও কিছু বক্তব্য থাকে, প্ৰকাশ কৰিয়া অনুগৃহীত কৰিবেন। মাঘোৎসবৰ পৰা বৰ্তা শীঘ্ৰ সম্ভৱ এই বিদ্যালয়ৰ কাৰ্য্যৱস্থা হওয়া প্ৰাৰ্থনীয়।

সেম্‌স সবকমিটী—ইহাৰ নিকট ইতিমধ্যে আৱণ্ড কতকগুলি ফাৰম পূৰ্ণ হইয়া আসিয়াছে। একটী সুপ্ৰণালী সম্বন্ধ তালিকা প্ৰস্তুত কৰিবাব জন্য বাবু য়ছনাথ চক্ৰবৰ্তীৰ উপৰ ভাৱাৰ্পণ কৰা হইয়াছে।

অহুসন্ধান সবকমিটী—কোন সভা মিসনকমিটীৰ অন্যতম সভা শ্ৰীযুক্ত বাবু নগেন্দ্ৰনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ৰ বিৰুদ্ধে কয়েকটা অভিযোগ উপস্থিত করেন। এবিষয়ে অহুসন্ধান ও ৱিপোর্ট কৰিবাব জন্য শ্ৰীযুক্ত বাবু শিবচন্দ্ৰ দেব, আনন্দমোহন বসু, দুৰ্গামোহন দাস, উমেশচন্দ্ৰ দত্ত ও শিবনাথ শাস্ত্ৰী সবকমিটী নিযুক্ত হন। সবকমিটী যতদূৰ সাধ্য পুৰ্ণাৰ্থ অহুসন্ধান পূৰ্বক অভিযুক্ত ভাৱলোকৰ প্ৰতিকূলে ও অহুকূলে বক্তব্য সকল বিষয় বিচাৰ কৰিয়া যে ৱিপোর্ট করেন, তাহাতে প্ৰধানতঃ তাহাৰ এই ক্ৰটি প্ৰকাশ পাইয়াছে যে, তিনি আপনাব আশ্ৰিত্যৰ প্ৰতি কৰ্ত্তব্যৰ বিষয় শোচনীৰ উদাসীন্য প্ৰকাশ কৰিয়াছেন। এবং ব্ৰাহ্মসমাজ ও ব্ৰাহ্ম বন্ধুগণৰ সহিত তাঁহাৰ যে গুৰুতৰ সম্বন্ধ তাহা সমাজ অহুসাৰণ কৰিয়া কাৰ্য্য করেন নাই।

মেমোৰিয়াল সবকমিটী—মাঘোৎসবৰ ছুটীৰ নিমিত্ত গবৰ্ণমেণ্টৰ নিকট আবেদন পাঠাইবাব জন্য এক খানি আবেদন পত্ৰ লিপিবদ্ধ কৰিয়া মুদ্ৰিত কৰিয়াছেন। তাহা প্ৰকাশিত কৰা হইতেছে।

হিতসাধিনী সভা—উপাসনাৰ ন্যায় ঐশ্বৰ্য্যৰ প্ৰিয়কাৰ্য্য নিয়মিত ৰূপে সাধন কৰিতে সকল ব্ৰাহ্ম অভ্যস্ত হন, এই জন্য গত অক্টোবৰ মাসে কাৰ্য্যনিৰ্বাহক সভাৰ অধীনে এই সভাটী প্ৰতিষ্ঠিত হইয়াছে। কাৰ্য্য নিৰ্বাহক সভাৰ সভ্যগণ যে সকল কাৰ্য্য সম্পন্ন কৰিতে না পাৱেন, অন্যান্য ব্ৰাহ্মগণ সমবেত হইয়া তৎসম্পাদনেৰে সহায়তা করেন ইহাও ইহাৰ অন্যতৰ উদ্দেশ্য। কাৰ্য্য নিৰ্বাহক সভাৰ সভ্যগণ ভিন্ন আৰ ৫ জন ব্ৰাহ্ম আপাততঃ ইহাৰ সভা শ্ৰেণী ভুক্ত হইয়াছেন, অচিৰাৎ ইহাৰ সভ্য সংখ্যা সমধিক বৃদ্ধি হইলে একৰূপ আশা কৰা যায়।

প্ৰচাৰ কাৰ্য্য—পণ্ডিত শিবনাথৰ অন্তিমোহিতী গত অক্টোবৰ মাসে অমৃতসৰে গমন কৰিয়া তত্ৰতা ভজন সভাৰ উপাসনা কাৰ্য্য নিৰ্বাহ করেন, আৰ্য্যসমাজৰ সভ্য গণৰ সহিত ধৰ্ম্ম বিচাৰ করেন এবং দৰবাৰ সাহেবৰ নিকট আধ্যাত্মিক জীৱনৰ ত্ৰিবিধ অবস্থা বিষয়ে একটা

প্ৰকাশ্য ইংৰাজী বক্তৃতা করেন। তিনি প্ৰতি শনিবাৰ মধ্য পঞ্জাব ব্ৰাহ্মসমাজৰ উপাসনা কাৰ্য্য সম্পন্ন কৰিয়াছেন এবং নিম্ন লিখিত বিষয়ে উপদেশ দিয়াছেন :—(১) আত্মাৰ নিৰ্ভৰ অবস্থা (২) স্বাৰ্থত্যাগ (৩) ঐশ্বৰ্য্যৰ স্মৃতি (৪) আত্মাৰ উচ্চ ও নিম্ন প্ৰযুক্তিৰ বিবাদ (৫) অধ্যাত্মযোগ (৬) জীৱন্ত ধৰ্ম্ম, (৭) আধ্যাত্মিক জ্যোতি (৮) আধ্যাত্মিক বল (৯) আত্মপ্ৰভাব ও দেবপ্ৰসাদ (১০) আধ্যাত্মিক আদেশ ইত্যাদি। তিনি ভাৰ্চ সন্মিলনী সভাৰ অন্যান্য ব্ৰাহ্মগণৰ সহিত মিলিত হইয়া প্ৰতি সপ্তাহে ধৰ্ম্মালোচনা কৰিয়াছেন। গত নবেম্বৰ মাসে তিনি লাহোৰে একটা সাধকমণ্ডলী সংস্থাপন কৰিয়াছেন, যুবক ব্যক্তিকগকে ধৰ্ম্মোপদেশ দান ও একটা সাধকদল প্ৰস্তুত কৰা ইহাৰ উদ্দেশ্য। প্ৰতি ৱবিবাৰ সাংকাল্পে এই সভা হয়। নীতি ও সমাজ সম্বন্ধীয় বিষয় আলোচনাৰ্থ ছাত্ৰ গণৰ একটা সভা আছে। তিনি ইহাৰ সভাপতি মনোনীত হইয়াছেন। প্ৰতি ৱবিবাৰ প্ৰাতে সমাজ গৃহেই এই সভাৰ কাৰ্য্য নিৰ্বাহ করেন। “তিনি বিৱাদাৰী হিন্দু” নামক মাসিক পত্ৰ প্ৰচাৰ কৰিয়া আসিহেছেন। এতদ্বিধাৰ মধ্য পঞ্জাবে “ব্ৰাহ্ম সমাজৰ মত ও বিশ্বাস” বিষয়ে দুই খানি ক্ষুদ্ৰ প্ৰস্তক উদ্ভূত ইংৰাজিতে মুদ্ৰিত কৰিয়াছেন।

পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ঢাকাৰ প্ৰচাৰ কাৰ্য্য নিৰ্বাহ কৰিয়া কিছুদিন তথা হইতে অবসৰ লইয়া বিক্ৰমপুৰে ভাৰ্চপুৰ, জৈনসাব ও পশ্চিম পাড়া প্ৰভৃতি গ্ৰামে গমন করেন। ভাৰ্চপুৰে স্বীকৃষ্ণা বিষয়ে বক্তৃতা, উপাসনা, উপদেশ ও সন্ধীৰ্তন; জৈনসাব স্কুলে নীতি বিষয়েৰ বক্তৃতা এবং পশ্চিমপাড়ায় প্ৰাৰ্থনা ও সংকীৰ্তন কৰিয়াছেন। এই তিনি স্থানেই স্থানীয় ভাৱ লোকেরা বিশেষ উৎসাহ ও সহায়ত্ৰিত প্ৰকাশ কৰিয়াছেন। তিনি ফৰিদপুৰ ব্ৰাহ্ম সমাজৰ সাংঘৎসৱিক উৎসব সম্পন্ন কৰিয়া বাগ আচৰায় গমন কৰিয়াছেন।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্ৰী গত কয়েক মাস কলিকাতাতেই অবস্থিত করেন। তিনি অত্ৰতা উপাসক মণ্ডলীৰ সাপ্তাহিক উপাসনা কাৰ্য্য ও ছাত্ৰ সভাৰ কাৰ্য্য নিৰ্বাহ কৰিয়াছেন এবং অন্যান্য বিবিধ উপায়ে এখানে ধৰ্ম্ম প্ৰচাৰেৰে সহায়তা কৰিয়া আসিয়াছেন।

পণ্ডিত ৰামকৃষ্ণ বিদ্যাবত্ত পণ্ডিত হইয়া স্বাস্থ্য লাভাৰ্থে দাৰ্জিলিং গমন কৰিয়াছিলেন। তথা হইতে কলিকাতাৰ আসিবাৰ সময় উত্তৰ বাঙ্গলাৰ স্থানে স্থানে উপাসনা কাৰ্য্য সম্পন্ন কৰিয়াছেন। কিছুদিন হইল তিনি বোয়ালিয়া ব্ৰাহ্ম সমাজৰ ও তত্ৰতা শাখা ব্ৰাহ্ম সমাজৰ সাংঘৎসৱিক উৎসব সম্পন্ন কৰিয়া কলিকাতায় প্ৰত্যাগমন কৰিয়াছেন।

বাবু উমেশচন্দ্ৰ দত্ত কুমাৰখালী ব্ৰাহ্ম সমাজৰ সাংঘৎসৱিক উৎসব সম্পন্ন করেন এবং দাৰ্জিলিং, সিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি ও নৈয়দপুৰ গমন কৰিয়া উপাসনা ও বক্তৃতা করেন।

আয়।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ	১৪০৮০
মাসিক	৬৬৮০
বার্ষিক	৭২
এককালীন	২
প্রচার কার্যের আয়	১৮২
মাসিক	১৫৫
বার্ষিক	১
এককালীন	২৬
তত্ত্বকৌমুদী হিসাবে	১৭৬৮/১
পুস্তক হিসাবে	৬১৮৮/১
সমাজের	৫৯৮/১
অপরের পুস্তক বিক্রয়ের কমিশন	২১১৭
গচ্ছিত হিসাবে	৪৩৮/১২৮
অপরের পুস্তক বিক্রয়ের মূল্য	১৭৮/১২৮
অন্য হিসাবে	১৮৮৮/১
অন্য হিসাবে	৩/০
গত মাসের স্থিত	৬০৭৮/১৫
	১০১৮/১১
	৮০৯৮/১৭৮

ব্যয়।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ	৮৬৮/১৭৮
প্রচার কার্যের ব্যয়	২৩৮৮/১৫
তত্ত্বকৌমুদী হিসাবে	১৭৮৮
পুস্তকাদিতে	৭৮৮/১০
অপরের পুস্তক বিক্রয়ের	৭৫৮/১০
গচ্ছিত শোধ	৩৮
অন্য হিসাবে	৬৯৮৮/১২৮
হস্তান্তরিত	১১৮৮/৫
	৮০৯৮/১৭৮

ছাত্র সমাজের সাম্বৎসরিক কার্য বিবরণ।

ঈশ্বর রূপায় ছাত্র সমাজ দ্বিতীয় বর্ষ অতিক্রম করিয়া তৃতীয় বর্ষে পদার্পণ করিল। যুবকেরাই সকল দেশে ভবিষ্যতের আশাও বর্তমানের উদ্যম। যে দেশের যুবকগণ উৎসাহে পূর্ণ ও ধর্ম বিশ্বাসে বলীয়ান, সে দেশের ভবিষ্যৎ যে উজ্জ্বল তাহাতে আর সন্দেহ কি? আমাদের দেশে দুর্ভাগ্য ক্রমে যুবকগণ ধর্ম শিক্ষার বঞ্চিত থাকিয়া সাধারণতঃ উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতি হইয়া উঠে। শিক্ষালাভ করিয়া কোথায় জীবনের উন্নত দৃষ্টান্ত দেখাইয়া দেশের উন্নতির পথ উন্মুক্ত করিবে, না তাহারাই চতুর্দিকে জীবনের গরল ঢালিয়া দেশকে

বিষাক্ত করিতেছে। এই শোচনীয় অবস্থা কিয়ৎ পরিমাণে দূর করিয়া ছাত্রদিগের মধ্যে ধর্ম, নীতি ও সমাজ সম্বন্ধীয় বিপুল মতের বিস্তার ও তাহা কার্যে সংগঠিত করিবার জন্য ছাত্র সমাজ জন্ম গ্রহণ করেন। যে গুরুভার মস্তকে লইয়া এই সমাজের জন্ম, তাহা যে কতক পরিমাণে সম্পন্ন করিতে কৃত কার্য হইয়াছেন, তাহাতে আমরা আজ আনন্দ প্রকাশ করিতেছি। প্রথম বৎসরের অধিকাংশ সময়েই শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন বসু মহাশয় এই সমাজের কার্য সম্পাদন করিয়া ছিলেন। গত বৎসর পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় ইহার কার্যভার গ্রহণ করেন। প্রথম বৎসর ইহার সভ্য সংখ্যা ১০। ৬০ জন ছিল,—বিগত বৎসরে সভ্য সংখ্যা প্রায় দেড় শত হইয়াছে। প্রতি রবিবার প্রাতে প্রায় দুইশত ছাত্র এই সমাজে যোগ দিয়াছেন। এই সভাতে ছাত্র জীবনের উপযোগী নানা বিষয়ের আলোচনা হইয়াছে। “প্রাথমিক আবশ্যকতা ও তাহার নীতি মূল্য” “জাতিভেদ,” “পরকাল,” “ভারত ক্ষেত্রে সংস্কার কার্য ও তৎসাধনের উপায়” “নির্জন ও মজন উপাসনা,” “বিশেষ,” “ঐশ্বরিক পারমের অর্থো ক্রিকতা,” “পৌরষিকতা” প্রভৃতি নানা বিষয়ের উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। প্রথমোক্ত চারিটি উপদেশ পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়া বিক্রিত হইতেছে। এই সমাজে যে যে উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা কত যুবকের ভবিষ্যৎ জীবন সংস্কারের সহায়তা করিয়াছে, কত যুবকের নির্দ্রিষ্ট প্রাণ জাগ্রত করিয়াছে, কত যুবকের ধর্মতত্ত্ব প্রবল করিয়াছে। যাহারা এই সমাজে যোগ দিয়াছেন, কেবল তাহারাই ভাবেন এক একটি উপদেশ যেন আত্মার অভ্যন্তরে বিভ্রাৎবেগে পবেশ করিয়াছে। এই সমাজের উপদেশের একটি বিশেষ ফল এই যে, পণ্ডিতদের প্রতি লোকের অধিক মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে। এই সমাজের কয়েকটি সভ্য হিন্দু ধর্মের সংস্কার পরিত্যাগ করিয়া সম্পূর্ণ রূপে ব্রাহ্ম সমাজে যোগ দান করিয়াছেন।

সামাজিক উপাসনা ও উপদেশ ব্যতীত এই সমাজের আরও একটি গুরুতর কার্য আছে। সভ্যদিগের বাড়ী বাড়ী গমন করিয়া তাঁহাদিগের সহিত সন্নিবেশের আলোচনা এবং পরস্পরের মধ্যে যোগ সংস্থাপন, ইহার আর একটি উদ্দেশ্য। বিগত বর্ষে সভ্যদিগের অনেকের বাসায় গমন করিয়া মধ্যে মধ্যে ধর্ম ও দেশহিতকর বিষয়ের আলোচনা হইয়াছে। ইহার প্রত্যক্ষ ফল গুলেই অনুভব করিয়াছেন। সভ্যগণ আর একটি নিয়ম করিয়াছেন যে, প্রতি তিন মাসে একবার কোন বাগানে গমন করিয়া ধর্ম বিষয় লইয়া সমুদয় দিন যাপন করিবেন। বিগত বৎসর “বোটানিকাল” গার্ডেনে সভ্যগণ দুইবার গমন করিয়াছিলেন এবং প্রকৃতির সুন্দর ছবিতে পরিবেষ্টিত হইয়া পরস্পরের পূজা করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন।

আমাদিগের স্বথ ছাংথের চিহ্ন সন্দেশে ধারণ করিয়া বিগত বর্ষ বিদায় লইল। নববর্ষের সহিত যাহাতে এই সমাজের গুরুতর উদ্দেশ্য আরো উৎকৃষ্ট রূপে কার্যে পরিণত

হইয়া এই কলিকাতা নগরের শত শত যুবকদিগের দর্শনক্রম
উদ্দেশ্য হইতে পারে, শুভ মঙ্গল পরমেশ্বর এই আশীর্বাদ
করুন।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশন।

উপাসনান্তে সভার কার্য আরম্ভ হইলে পর গত বর্ষের
কার্যবিবরণ পঠিত হইল। তদনন্তর বাবু শশীপদ বন্দ্যো-
পাধ্যায় প্রস্তাব করিলেন যে, পঠিত বার্ষিক কার্যবিবরণ
সভা কর্তৃক গৃহীত হয়। পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী এই
প্রস্তাবের পোষকতা করিলেন। বাবু ফকীরমোহন বসু প্রস্তাব
করিলেন “উপযুক্তরূপে বিজ্ঞাপন সাধনপত্রে প্রকাশিত না হও-
য়াতে ‘অদ্যাকাং সভা নিয়মাত্মসারে আহৃত হয় নাই।’ বাবু
বাণীকান্ত রায় এই প্রস্তাবের পোষকতা করিলেন। কিন্তু সভা
কর্তৃক এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য হইল। তদনন্তর বাবু দেবীপ্রসন্ন
রায়চৌধুরী প্রস্তাব করিলেন যে “কার্যবিবরণে প্রকাশিত হিসা-
বের নীচে অডিটারদ্বিককে নাম স্বাক্ষর করিয়া দিতে অস্ব-
রোধ করা হয় এবং কার্যবিবরণে গত বর্ষের কার্যনির্বাহক
সভার, অধ্যক্ষসভার ও সবকমিটির সভ্যদিগের নাম সংযুক্ত
করিয়া দেওয়া হয়। এবং প্রকাশিত হিসাবে মন্দির নির্মাণ
কালের হুটী হিসাবে যে আপাততঃ অসংলগ্নতা রহিয়াছে,
তাহা বুঝাইয়া দেওয়া হয়।” প্রস্তাব সভাপতি করিলে পর
বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মন্দির নির্মাণ সম্বন্ধে ঋণের
বিষয় জানিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তাঁহার প্রশ্নের
সন্তোষজনক উত্তর শুকচরণ মহলানবিশ মহাশয় কর্তৃক-
পদতঃ হইল পব, বাবু পদমরুমার চৌধুরী প্রস্তাব করিলেন
যে, “বার্ষিক কার্যবিবরণে প্রকাশিতগ্রন্থের গ্রন্থকর্তাদের
নাম ও পুস্তকালয়ের প্রধান চৌদাদাতা মহোদয়ের নাম কার্য
বিবরণে প্রকাশিত হয়।” প্রস্তাব ধার্য হইলে পর বাবু
কালীশঙ্কর স্কুল প্রস্তাব করিলেন যে “পঠিত কার্য বিবরণের
৪র্থ পৃষ্ঠায় ডাক্তার রায়ের নামের পূর্বে ‘অন্যান্য মহোদয়-
দের মধ্যে’ এই কয়েকটি কথা সংযোজিত করা হউক এবং গত
বর্ষ হইতে এবর্ষে অধিক টাকা ইত্যাদি পংক্তি তুলিয়া দেওয়া
হউক।” প্রস্তাব ধার্য হইলে পর বাবু শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের
প্রস্তাব উপযুক্ত পরিবর্তনসহ গৃহীত হয়।

তদনন্তর সভাপতি মহাশয় তাঁহার বক্তৃতা প্রদান করিলে
পর, ডাক্তার মোহিনীমোহন বসু সভাপতি মহাশয়কে সভার
আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ প্রদানের প্রস্তাব করিলেন।
বাবু ভুবনমোহন দাস এই প্রস্তাবের পোষকতা করিলেন।
আনন্দ সূচক করতালী দ্বারা সভারা এই প্রস্তাবের অমুমোদন
করিলে পর, বাবু যতুনাথ চক্রবর্তী প্রস্তাব করিলেন যে, সভার
কার্য স্থগিত হইয়া আগামী কলা ৫৮ ঘটিকার সময় অবশিষ্ট
কার্য নির্বাহিত হয়। বাবু শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় এই
প্রস্তাবের পোষকতা করিলেন। বাবু ভুবনমোহন দাস এই
প্রস্তাবের সংশোধন করিয়া এইরূপ প্রস্তাব করিলেন যে,

সভার কার্য একমাস স্থগিত থাকে। বাবু বিজয়চরণ চট্টোপাধ্যায়
এই প্রস্তাবের পোষকতা করিলেন। তদনন্তর বাবু কালীশঙ্কর
স্কুল প্রস্তাব করিলেন যে “সভার কার্য ১ ঘণ্টার জন্য স্থগিত
থাকে।” বাবু কালীনাথ দত্ত এই প্রস্তাবের পোষকতা কবি-
লেন। সর্বসম্মতিতে এই সংশোধিত প্রস্তাব ধার্য হইল।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক সভার স্থগিত অধিবেশনের কার্য বিবরণ।

আবার ৮৮ ঘটিকার সভার কার্য পুনরাবৃত্ত হইল। বাবু কালী-
শঙ্কর স্কুলের প্রস্তাবে এবং সর্বসম্মতিতে বাবু শিবনাথ
অগ্রহোত্রী সভাপতির আগমন পরিগ্রহ করিলেন। বাবু কালী-
নারায়ণ রায় প্রস্তাব করিলেন ও পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী
পোষকতা করিলেন “যে নিম্নলিখিত ভদ্র মহোদয়দিগকে সাধা-
রণ ব্রাহ্মসমাজের নিয়মিত কণ্ডচারি পদে বরণ করা হউক।
বাবু শিবচন্দ্র দেব সভাপতি। (সর্বসম্মতিতে ধার্য)।

“রজনীকান্ত নিয়োগী সহকারী সম্পাদক।

“উমেশচন্দ্র দত্ত সম্পাদক।

“শুকচরণ মহলানবিশ ধন্যাদক।

সহকারী সম্পাদকের পদ গ্রহণে রজনী বাবুর ও ধন্যাদক
পদ গ্রহণে শুকচরণ মহলানবিশ মহাশয়ের কাম্য হইল।
হইলে পর, বাবু ধন্যাদক তাৎকালিক প্রস্তাব করিলেন এবং
নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় পোষকতা করিলেন, যে “বাবু কৃষ্ণ-
কুমার মিত্র মহাশয়কে সহকারী সম্পাদক পদে নিযুক্ত করা
হয়।”

বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র উক্ত পদ গ্রহণে অসম্মতি প্রকাশ
করিলে পর, বাবু যতুনাথ চক্রবর্তী প্রস্তাব করিলেন যে, “অবৈ-
তনিক সহকারী সম্পাদকের পরিবর্তে এক জন বেতন ভোগী
সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত করা হয়।” এই প্রস্তাবের পোষ-
কতা না হওয়ায়, বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রস্তাব করি-
লেন ও বাবু শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় পোষকতা করিলেন যে
“কালীশঙ্কর স্কুলকে সহকারী সম্পাদকের পদে নিযুক্ত করা
হউক।”

এই প্রস্তাব সর্বসম্মতিতে গৃহীত হইলে পর, বাবু শিবনাথ
শাস্ত্রী প্রস্তাব করিলেন ও বাবু কালীনাথ দত্ত পোষকতা
করিলেন যে, বাবু উমেশচন্দ্র দত্তকে সম্পাদক পদে নিযুক্ত
নিযুক্ত করা হয়। এই প্রস্তাব সর্বসম্মতিতে ধার্য হইল।

তদনন্তর বাবু স্বর্গ্যকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রস্তাব করিলেন ও
বাবু বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রস্তাব করিলেন যে বাবু শুক-
চরণ মহলানবিশ মহাশয়কে ধন্যাদক পদে অতিষিক্ত
করা হয়। প্রস্তাব সর্বসম্মতিতে ধার্য হইল।

তদনন্তর বাবু দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী প্রস্তাব করিলেন
যে ২৮ সংখ্যক নিয়মের শেষভাগে এই টুকু যোগ করিতে
হইবে।

যদি কোন কারণ বশতঃ অধ্যক্ষ সভার সমস্ত কিছা অধি-
কাংশ সভ্য এক সময়ে কর্তব্য পরিত্যাগ করেন, কিছা পরিত্যাগ
করিতে বাধ্য হন, তাহা হইলে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কোন
বিশেষ অধিবেশন অধ্যক্ষ সভার সভ্য নিয়োগ করিতে পারি-

বেন ; কিন্তু, এই প্রকার নিয়োগ অন্য এক অধিবেশনে অনুমোদন না হওয়া পর্যন্ত অধ্যক্ষ সভা সংস্থিত হইবে না । এই দুই অধিবেশনের মধ্যে অন্ততঃ এক মাস ব্যবধান থাকিবে ।”

বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এই প্রস্তাবের পোষকতা করিলেন । প্রস্তাব অধিকাংশের মতে ধার্য হইল ।

তদনন্তর বাবু দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী প্রস্তাব করিলেন যে, ৩০ সংখ্যক নিয়মে নিম্নলিখিত পরিবর্তন সন্নিবেশিত করা হউক ।

‘অধ্যক্ষ সভা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কর্মচারিগণকে ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অন্যান্য সভ্যের মধ্যে হইতে ১২ জন আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম লইয়া, একটা কার্য নির্বাহক সভা নিযুক্ত করিবেন, কোন কারণে প্রয়োজন হইলে উক্ত ১২ জনের মধ্যে কোর, সভা, পরিবর্তন ও শূন্য পদে নূতন সভা নিয়োগ করিতে পারিবেন ।’

বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এই প্রস্তাবের পোষকতা করিলেন ।

বাবু গুরুচরণ মহালানবিশ নিম্নলিখিত সংশোধনের প্রস্তাব করিলেন যে, “অন্যান্য শব্দ তুলিয়া দেওয়া হউক ।”

বাবু হেরমচন্দ্র মৈত্র এ প্রস্তাবের পোষকতা করিলেন ।

তদনন্তর বাবু যতুনাথ চক্রবর্তী প্রস্তাব করিলেন যে সভার কার্য অধ্যক্ষের জন্য স্থগিত থাকিবে । আগামী কল্য ৫ ঘটিকার সময় পুনবারস্ত হয় । বাবু উনেশচন্দ্র দত্ত প্রস্তাবের পোষকতা করিলেন । প্রস্তাব অধিকাংশের মতে ধার্য হইল ।

স্থগিত সভার কার্যবিবরণ ।

২৫ এ জ্যৈষ্ঠারী ৫৮ ঘটিকার সময় একটা সংক্ষিপ্ত প্রার্থনাস্তর সভার কার্যারম্ভ হইল ।

সম্পাদক, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর হইতে প্রাপ্ত একখানি চিঠি পাঠ করিলেন । পরে সভা ধার্য করিলেন যে, চিঠি তত্ত্ব-কৌমুদীতে প্রকাশিত হয় ।

তদনন্তর বাবু গুরুচরণ মহালানবিশ তাঁহার পূর্বের সংশোধিত প্রস্তাব প্রত্যাহার করিলেন । বাবু বিষ্ণুচরণ চট্টোপাধ্যায় উক্ত প্রস্তাব পুনর্বার সভার বিচারাধীন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিতে, তর্ক বিতর্ক হইয়া স্থির হইল যে, কোন প্রস্তাবের সংশোধনও নিয়মমত ২ মাসের বিজ্ঞাপন ব্যতীত বার্ষিক সভায় অবধারিত হওয়া উচিত নহে । তৎপর বাবু বিষ্ণুচরণ চট্টোপাধ্যায় তাঁহার প্রস্তাব প্রত্যাহার করিলেন ।

তদনন্তর বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় দেবী বাবুর প্রস্তাব হইতে তাঁহার অনুমোদন প্রত্যাহার করিতে পোষকতাবে তাঁহার প্রস্তাব সভার বিচারাধীন হইতে পারিল না ।

দেবী বাবু তদনন্তর প্রস্তাব করিলেন যে, ৩১ সংখ্যক নিয়মে নিম্নলিখিত পরিবর্তন সন্নিবেশিত করা হয় ।

‘সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক অধিবেশনের পর তিন সপ্তাহ মধ্যে ‘অধ্যক্ষ সভার সমস্ত সভ্যের মত লইয়া, একটা বিশেষ অধিবেশনে অধ্যক্ষ সভা কার্য নির্বাহক সভার উক্ত দ্বাদশজন সভা নিযুক্ত করিবেন । নূতন কার্য-নির্বাহক সভায় দ্বাহারা প্রবেশাৰ্থী হইবেন, সম্পাদক এই তিন সপ্তাহ মধ্যে

তাঁহাদিগের সম্বন্ধে অধ্যক্ষ সভার সমস্ত সভ্যের মত জানিবেন এবং সেই মত অধ্যক্ষ সভার গণনার আসিবে ।’

এই প্রস্তাবে আবার নিম্নলিখিত পরিবর্তন সন্নিবেশিত করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিতে, সভা ধার্য করিলেন যে প্রস্তাবিত পরিবর্তনের সংশোধন গুরুতর না হওয়ায় এই সভার বিচারাধীন হইতে পারে ।

পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন এই প্রস্তাবের পোষকতা করিলেন । কিয়ৎকাল পর তাঁহার পোষকতা প্রত্যাহার করিলে পর বাবু কালীপ্রসন্ন দত্ত প্রস্তাবের পোষকতা করিলেন । বাবু যতুনাথ চক্রবর্তী এই প্রস্তাব কার্যে পরিণত হওয়া অসম্ভব বলিয়া প্রস্তাবের বিরুদ্ধে আপত্তি করিলেন । কিয়ৎকাল তর্ক বিতর্ক হইয়া অধিকাংশের মতে প্রস্তাব অগ্রাহ্য হইল ।

তদনন্তর বাবু দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী প্রস্তাব করিলেন যে ৩২ সংখ্যক নিয়মে নিম্নলিখিত পরিবর্তন সন্নিবেশিত করা হয় ; পোষকতাবে প্রস্তাব সভার বিচারাধীন হইতে পারিল না ।

“কিন্তু ৫০০ শত টাকার অধিক ব্যয় করিতে হইলে অধ্যক্ষ সভায় তাহা জ্ঞাপন করিয়া উক্ত সভার মত লইতে হইবে ।”

তদনন্তর বাবু উনেশচন্দ্র দত্ত প্রস্তাব করিলেন যে অধ্যক্ষ সভার সভা নির্বাচন করিয়া সাধারণ সভার পূর্ববর্তী স্থগিত বার্ষিক অধিবেশনের বিচারাধীন করণ করিবার জন্য নিম্নলিখিত সভা মহোদয়ের উপর ভারপূর্ণ করা হয় । রূক্ষ-কুমার মিত্র, যতুনাথ চক্রবর্তী, পেশবাকুমার রায়চৌধুরী, আদিত্যকুমার চট্টোপাধ্যায়, রামকুমার বিদ্যারত্ন, দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী, কালীনারায়ণ রায়, বরদাকান্ত হালদাব, শিবনাথ শাস্ত্রী, গুরুচরণ মহালানবিশ, চকুডি ঘোষ, দেবী বাবু এই প্রস্তাবের নিম্নলিখিত সংশোধন প্রস্তাব করিলেন যে, এই সভা কর্তৃক নির্দিষ্ট নাম হইতে ৪০ জন নির্বাচনের জন্য উক্ত সভা মহোদয়ের উপর ভারপূর্ণ করা হয় ।

উনেশ বাবু এই সংশোধনে সম্মত হওয়াতে প্রস্তাব অধিকাংশের মতে ধার্য হইল ।

তদনন্তর গুরুচরণ ৫ ঘটিকা পর্যন্ত সভার কার্য স্থগিত হওয়ার প্রস্তাব ধার্য হইল ।

২৮ এ জ্যৈষ্ঠারী ৫-৩০ অপরাহ্ন ।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক অধিবেশনের স্থগিত সভার কার্যবিবরণ ।

উপাসনাস্তে সভার কার্য আরম্ভ হইল । সম্পাদক কর্তৃক মনোনয়ন কমিটির রিপোর্ট পাঠিত হইলে পর বাবু বাণীকান্ত রায় প্রস্তাব করিলেন ও বাবু যোগেন্দ্রনাথ মিত্র পোষকতা করিলেন, যে অধ্যক্ষ সভায় ৩০ জন সভা কলিকাতা ও উপনগর হইতে এবং অপর ১০ জন সভা, মফস্বল হইতে নিযুক্ত করা হয় । অধিকাংশের মতে এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য হইল । তৎপর বাবু কালীনাথ দত্ত প্রস্তাব করিলেন যে, মনোনয়ন কমিটির নির্বাচিত সভ্যদের মধ্যে কাহারও নামে

কোন আপত্তি থাকিলে, সেই নাম ও তৎপরিবর্তে প্রস্তাবিত অন্য নাম লিখিয়া সভাপতি মহাশয়ের নিকট দিকে উপস্থিত সভ্যদিগকে অনুরোধ করা হয়। প্রস্তাব ধাৰ্য্য হইলে পর মনোনয়ন কমিটীর নির্দাচিত ব্যক্তিদিগের নাম পঠিত হইল। পঠিত নামের মধ্যে নিম্নলিখিত নামে আপত্তি উপস্থাপিত হইল।

বাবু ভুবনমোহন ঘোষ, দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী, প্রসন্নকুমার রায়চৌধুরী, হের্ষচন্দ্র মৈত্র, যত্ননাথ চক্রবর্তী, কালীপ্রসন্ন দত্ত, কেদারনাথ মুখোপাধ্যায়, বিপিনবিহারী রায়, শ্রীমতী কাদম্বিনী বসু, ফণীকুমোহন বসু, সীতানাথ দত্ত, মহিপৎসামকপুৰাম, নরসিং আলু নাইডু, নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, মোহিনীমোহন মজুমদার।

বাবু ভুবনমোহন ঘোষ প্রস্তাব করিলেন যে বাগলট দ্বারা মত প্রদানের পরিবর্তে হস্তোত্তোলন পদ্ধতি মত গ্রহণ করা হয়। প্রস্তাব অগ্রাহ্য হইলে পর, বাবু মোহিনীমোহন মজুমদার ভিন্ন অপর সকলেই বাগলট দ্বারা অত্যধিক দ্বিভার সভ্য নিযুক্ত হইলেন। তৎপর বাবু শিবনাথ শাস্ত্রী প্রস্তাব করিলেন এবং বাবু কালীনাথ দত্ত পোষকতা করিলেন, যে বাবু বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীকে অধ্যক্ষতার সভ্য নিৰ্ব্বাচিত করা হয়। প্রস্তাব সন্মত হইল। তদনন্তর বাবু মোহিনীমোহন মজুমদারের পরিবার্ত্তে নিম্নলিখিত সভ্যদিগকে অধ্যক্ষ সভার সভ্য পদে নিযুক্ত করিবার প্রস্তাব হয়।

বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় পঞ্চানন ঘোষ এবং অক্ষরনাথ মুখোপাধ্যায়।

তদনন্তর বাবু বোগেন্দ্রনাথ মিত্র প্রস্তাব করিলেন, যে, যে সকল নামে আপত্তি উপস্থাপিত হইয়াছে এবং তাহাদের পরিবর্তে যে সকল নাম প্রদত্ত হইয়াছে এ উভয়ে বাগলটের ভারতম্য করিয়া অধিক সংখ্যক মত প্রাপ্ত সভ্যকে অধ্যক্ষ সভার সভ্য নিযুক্ত করা হয়।

বাবু কালীনাথ দত্ত এ প্রস্তাবের পোষকতা করিলেন। অধিকাংশের মতে প্রস্তাব অগ্রাহ্য হইল।

তদনন্তর বাগলট দ্বারা মত গৃহীত হইলে বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় অধ্যক্ষ সভার সভ্যর পদে নিযুক্ত হইলেন।*

* নিম্নলিখিত মহোদয়গণ আগামী অধ্যক্ষ সভার সভ্য পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। কলিকাতা বাবু ভাবাকিশোর চৌধুরী, সুন্দরীমোহন দাস, সীতানাথ দত্ত, কৃষ্ণকুমার মিত্র, আদিনাথ চট্টোপাধ্যায়, নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, হের্ষচন্দ্র মৈত্র, কালীপ্রসন্ন দত্ত, বিপিনবিহারী রায়, ভুবনমোহন ঘোষ, দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী, যত্ননাথ চক্রবর্তী, দুর্গামোহন দাস, ভুবনমোহন দাস, মোহিনীমোহন বসু, কালীনাথ দত্ত, শ্রীমতী কাদম্বিনী বসু, প্রসন্নকুমার রায় চৌধুরী, স্বর্গাকুমার চট্টোপাধ্যায়, জুজি ঘোষ, কেদারনাথ মুখোপাধ্যায়, ফণীকুমোহন বসু, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

লক্ষ্যকান্ত দাস, বিশ্বনাথ আসাম, বরদানাথ হালদার, ধুবুরী, নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় ঢাকা, গুরুদয়াল সিংহ, কুমিল্লা, নবীনচন্দ্র রায়, লাহোর, বিপিনচন্দ্র পাল শ্রীহট্ট, নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

তৎপর বাবু কালীনাথ দত্ত প্রস্তাব করিলেন ও বাবু কালীনাথ দত্ত পোষকতা করিলেন, যে বাবু শরচ্চন্দ্র রায় (নরমণসিংহ), দীপুহদন সেন (বোয়ালিয়া) ও যত্ননাথ মজুমদার (বশোহর) কে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্য নিযুক্ত করা হয়। প্রস্তাব ধাৰ্য্য হইল।

বাবু বিষ্ণুচরণ চট্টোপাধ্যায় প্রস্তাব করিলেন ও বাবু স্বর্গাকুমার চট্টোপাধ্যায় পোষকতা করিলেন যে বাবু কালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়কে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যশ্রেণীভুক্ত করা হয়। প্রস্তাব ধাৰ্য্য হইল।

বাবু প্রমদাচরণ সেন প্রস্তাব করিলেন ও বাবু কেদারনাথ মুখোপাধ্যায় পোষকতা করিলেন যে, বাবু অন্নদাচরণ সেন (সেনহাটী) হেমেন্দ্রনাথ রায় (নবগ্রাম) এবং ভদ্রানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে (কলিকাতা) সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যশ্রেণীভুক্ত করা হয়। প্রস্তাব ধাৰ্য্য হইল।

বাবু প্রমদাচরণ সেন প্রস্তাব করিলেন ও বাবু শিবনাথ শাস্ত্রী পোষকতা করিলেন যে বাবু প্রিয়নাথ সেনকে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যশ্রেণীভুক্ত করা হয়। প্রস্তাব ধাৰ্য্য হইল।

বাবু বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রস্তাব করিলেন ও বাবু শিবনাথ শাস্ত্রী পোষকতা করিলেন যে বাবু দ্বারকানাথ গাঙ্গুলীকে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যশ্রেণীভুক্ত করা হয়। প্রস্তাব ধাৰ্য্য হইল।

বাবু দেবেন্দ্রনাথ পাল প্রস্তাব করিলেন ও বাবু আদিনাথ চট্টোপাধ্যায় পোষকতা করিলেন যে বাবু রাধাকমল সিংহকে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্য করা হয়। প্রস্তাব ধাৰ্য্য হইল।

বাবু বিষ্ণুচরণ চট্টোপাধ্যায় প্রস্তাব করিলেন ও বাবু দেবেন্দ্রনাথ পাল পোষকতা করিলেন যে, বাবু আদিত্যচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (ফরিদপুর) সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্য করা হয়। প্রস্তাব ধাৰ্য্য হইল।

বাবু ফণীকুমোহন বসু প্রস্তাব করিলেন ও বাবু পঞ্চানন ঘোষ পোষকতা করিলেন যে বাবু শরচ্চন্দ্র নামকে (টাকী) ভাগলপুর, শিবনারায়ণ আশ্বিনোদী লাহোর, হরনাথ দাস কুড়িগ্রাম, ভুবনমোহন সেন ফরিদপুর, মহিপৎসামকপুৰাম নীলকান্ত আশ্বিনোদাবাদ, এস. পি. নরস্বামী নাইডু-সালেম, শ্রীমতী অরপূর্ণা চট্টোপাধ্যায় বগুড়া, ফৈয়াজমোহন মুখোপাধ্যায় হুগলী, গোবিন্দচন্দ্র রক্ষিত গয়া।

প্রতিনিধি।

বাবু রজনীকান্ত নিয়োগী দিনাজপুর। উমেশচন্দ্র দত্ত রংপুর, বাণীকান্ত রায় চৌধুরী ভদ্রানীপুর, সত্যপ্রিয়দেব কোমরগর, আনন্দমোহন বসু কুমিল্লা, শ্রীমতী স্বপ্নপ্রভা বসু বরিশাল, শিবনাথ শাস্ত্রী মূলতান, রামকুমার বিদ্যাবতী কামালপুর, শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, বরাহনগর, ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী দারজিলিং, সর্দানন্দ দাস বরিশাল, নীলাধর হুই শিরাজগঞ্জ, যত্ননাথ রায় বামপুর হাট, প্রসন্নকুমার রায় অথবা দীননাথ সেন, ঢাকা, গুণাভিরাম বড়ুয়া নওগাঁ।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভা করা হয়। প্রস্তাব ধার্য্য হইল।

বাবু আদিনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রস্তাব করিলেন ও বাবু গগনচন্দ্র হোম পোষকতা করিলেন যে বাবু প্রসন্নকুমার বসুকে (টাক্সাইল) সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভা করা হয়। প্রস্তাব ধার্য্য হইল।

বাবু হেরম্বচন্দ্র মৈত্র প্রস্তাব করিলেন ও বাবু আদিনাথ চট্টোপাধ্যায় পোষকতা করিলেন যে, বাবু জগদ্বজ্র মৈত্রকে (পাবনা) সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভা করা হয়। প্রস্তাব ধার্য্য হইল।

বাবু শ্রীমন্ত কালীনাথ চক্রবর্তী প্রস্তাব করিলেন ও বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত পোষকতা করিলেন যে, বাবু লছমান, ও বাবু শিবদয়ালকে (দারজিলিং) সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভাক্রীড়া করা হয়। প্রস্তাব ধার্য্য হইল।

বাবু শ্রীমন্ত চট্টোপাধ্যায় প্রস্তাব করিলেন ও বাবু আদিনাথ চট্টোপাধ্যায় পোষকতা করিলেন যে, বাবু শরচ্চন্দ্র চৌধুরীকে (কলিকাতা) সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভা করা হয়। প্রস্তাব ধার্য্য হইল।

বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রস্তাব করিলেন ও বাবু গিরীন্দ্রমোহন গুপ্ত পোষকতা করিলেন যে, বাবু চন্দ্রনাথ মল্লিককে (ব্রাহ্ম অফ বেঙ্গল) সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভা করা হয়। প্রস্তাব ধার্য্য হইল।

বাবু কালীনাথ স্কুল প্রস্তাব করিলেন ও বাবু কালীনাথ দত্ত পোষকতা করিলেন যে, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক মহোদয়দিগকে তাঁহাদের কলিকাতার অবস্থানকালে, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বর্তমান বৎসরের জন্য কার্য্য নির্বাহক সভার এক অফিসিও সভা বলিয়া পরিগণিত করা হয়। প্রস্তাব সর্বসম্মতিতে ধার্য্য হইল।

বাবু বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রস্তাব করিলেন ও বাবু কালীনাথ রায় পোষকতা করিলেন যে, ইংলণ্ডের সুপ্রসিদ্ধ নারীকুল রত্ন শ্রীমতী কুমারী কলেট ব্রাহ্মসমাজের মঙ্গল ও উন্নতির জন্য যে প্রকার কারিক ও মানসিক পরিজন স্বীকার করতঃ অনবরত যত্ন করিতেছেন ও তাঁহার প্রকাশিত গত বর্ষের ব্রাহ্ম বার্ষিকী যে প্রকার অব্যবসায়, যত্ন ও সফলদর্শী বিবেচনার সহিত ব্রাহ্মসমাজের বর্তমান প্রকৃত অবস্থা বিবৃত করিয়া যুনানী মণ্ডলীর জ্ঞাপনার্থ চেষ্টা করিয়াছেন, তজ্জন্য এই সভা তাঁহার নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছেন ও অন্তরের সহিত ধন্যবাদ দিতেছেন। প্রস্তাব আনন্দ ঈশ্বর করতালিসহ সর্বসম্মতিতে ধার্য্য হইল। //

তদনন্তর বাবু যাদবচন্দ্র রায় প্রস্তাব করিলেন ও বাবু বরদাকান্ত হালদার পোষকতা করিলেন যে, ইউরোপস্থ যে সকল ভ্রমলোক ও মহিলাগণ ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণের জন্য চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করা হয়। প্রস্তাব সর্বসম্মতিতে ধার্য্য হইল।

বাবু কালীনাথ দত্ত প্রস্তাব করিলেন ও বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় পোষকতা করিলেন যে, ইঞ্জিনিয়ার বাবু নীলমণি মিত্র ও বাবু রাধিকাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও বাবু যজ্ঞনাথ বসু

মহাশয়দিগকে মন্দির নিম্মাণে সহায়তার জন্য সভায় ধন্যবাদ প্রদত্ত হয়।

বাবু অবোরনাথ মুখোপাধ্যায় প্রস্তাব করিলেন ও বাবু বিজয়চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পোষকতা করিলেন যে ব্রাহ্মপাবলিক অ্যাসিনিয়মের সম্পাদক মহাশয়কে তাঁহার সংবাদ পত্রেব দ্বারা ব্রাহ্মসমাজের যথেষ্ট উপকার করার জন্য ধন্যবাদ প্রদান করা হয়। প্রস্তাব সর্বসম্মতিতে গ্রাহ্য হইল।

বাবু বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রস্তাব করিলেন ও বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় পোষকতা করিলেন, যে শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন ও তাঁহার প্রচাবকেরা দিন দিন যেকোন পবিত্র নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনা হইতে বিযুক্ত হইয়া, ক্রমশঃ পৌত্তলিকতার দিকে যাইয়া পড়িতেছেন, আত্মস্বপ্না শূন্য মাদিক দয়াময় ঈশ্বরের পরিবর্তে বৃন্দবাম পূর্ণ রাজসিক আত্মস্বপ্না পবিত্র ব্রাহ্ম-ধর্মে সমগ্র আশঙ্কার বীজ রোপণ করিতেছেন, তাহাতে এই সভা আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন। //

বাবু নগেন্দ্রনাথ মিত্র এই বলিয়া প্রস্তাবে আপত্তি করিলেন যে কেশব বাবু গত মাসেও সংবাদ পতাকা চূষন করিয়া ছিলেন মাত্র। তাহার সম্মুখে যে মন্তক অবনত করিয়া ছিলেন তাহা পতাকার নিকট নহে। কিন্তু ঈশ্বরের নিকট।

ঈহার উত্তর জিজ্ঞাসিত হইল, যে বাবু কেশবচন্দ্র সেন পতাকাকে চামর বাজন করিয়াছিলেন কি না। যদি করিয়া থাকেন তবে তাহা পতাকাকে কি ঈশ্বরের ?

এই প্রশ্নের উত্তর হই, বলাতে নগেন্দ্র বাবুর আপত্তি যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হইল না।

তদনন্তর কিঞ্চিৎ দূর বিতর্কের পর বাবু যোগেন্দ্রচন্দ্র মিত্র এই বিষয়ের প্রস্তাব সংশোধন করিয়া কহিলেন যে বাবু কেশবচন্দ্র সেন ও তাঁহার প্রচারকদিগের পৌত্তলিকতাচরণ এই সভা হৃৎপ প্রকাশ করিতেছেন। পতাকার প্রতি অসৎ ভক্তি প্রদর্শনে এখনও কেশব বাবুর পৌত্তলিকতাচরণ অপরাধে অপরাধী হন নাট, অধিকাংশ সভ্যের এইরূপ মত হওয়াতে যোগেন্দ্র বাবুর প্রস্তাব গ্রাহ্য হইল না। তদনন্তর বিজয় বাবু প্রস্তাব সর্বসম্মতিতে গ্রাহ্য হইল।

বাবু গিরীন্দ্রমোহন গুপ্ত প্রস্তাব করিলেন ও বাবু আদিনাথ চট্টোপাধ্যায় পোষকতা করিলেন যে গত বর্ষের কার্য্য নির্বাহক সভাকে এ সভার আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করা হয়। প্রস্তাব ধার্য্য হইল।

তদনন্তর বাবু বানীকান্ত রায় প্রস্তাব করিলেন ও বাবু কালীনাথ স্কুল পোষকতা করিলেন যে, গত বর্ষের সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যচারিদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করা হয়। প্রস্তাব ধার্য্য হইল। বাবু গগনচন্দ্র হোম প্রস্তাব করিলেন ও বাবু দেবেন্দ্রনাথ পাল পোষকতা করিলেন যে গত বর্ষের অধ্যক্ষ সভাকে এই সভা ধন্যবাদ প্রদান করিতেছেন। প্রস্তাব ধার্য্য হইল।

বাবু গিরীন্দ্রমোহন গুপ্ত প্রস্তাব করিলেন ও বাবু দেবেন্দ্রনাথ পাল পোষকতা করিলেন যে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারকদিগকে তাঁহাদিগের গত বৎসরের প্রচার কার্য্যের জন্য

এই সভা আনুষ্ঠানিক কৃতজ্ঞতা প্রদান করিতেছেন। প্রস্তাব দাখ্য হইল।

তদনন্তর বাবু মহিমচন্দ্র চক্রবর্তী ও অন্যান্য কতিপয় আসামস্থ ভদ্রলোকদিগের এক খানি পত্র পঠিত হইল।

বাবু গিরীশমোহন গুপ্ত প্রস্তাব করিলেন ও বাবু কালীনাথ দত্ত পোষকতা করিলেন যে পঠিত পত্র বিবেচনাথ অধ্যক্ষ সভায় অর্পিত করা হয়। প্রস্তাব দাখ্য হইল।

বাবু কালীনারায়ণ রায় প্রস্তাব করিলেন ও বাবু কালীশঙ্কর স্কুল পোষকতা করিলেন যে, বার্ষিক সভার কার্য্য ভ্রম-রণ ভয়সী, মনিয়র উইলিয়ম, ম্যাক্সমুলার, ডাক্তার নাইটন মিস্কেলেট ও অন্যান্য ইউরোপীয় ব্রাহ্মসমাজের স্থিতিবী বন্ধুদিগের নিকট প্রেরণ করা হয়।

তদনন্তর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদান পূর্বক সভাভঙ্গ হইল ॥

শ্রী উমেশচন্দ্র দত্ত।

সম্পাদক।

ভক্তিজাজন শ্রীযুক্ত দেবেজনাথ ঠাকুর মহাশয়! নূতন মন্দির প্রতিষ্ঠার জন্য নিম্নস্থিত হইয়াছিলেন। কিন্তু সেই নিম্নস্থ, পর বিশেষ প্রতিবন্ধকতার তাহার নিকট অসমর্থ উপস্থিত হওয়ায় তিনি মন্দির প্রতিষ্ঠার সময়ে উপস্থিত হইতে না পারিয়া সম্পাদককে নিম্নলিখিত পত্র খানি লিখিয়াছিলেন।

ও পাটনা ২ মাঘ

অকমেবাবিহীনঃ ৫১ ব্রাহ্ম সম্বৎ।

প্রোমাস্পদেযু।

সাদর নমস্কার নিবেদন,

আপনার পত্র খানি অথবা বিনয়ে আমার হস্তে আসিয়া পড়িছিল। অদ্য ২ মাঘ আপামি কন্যাই আপনাদের উপাসনা গৃহ প্রতিষ্ঠার দিন। অতএব এই অতি সফল সময়ের মধ্যে আমি প্রস্তুত হইয়া যে আপনারদের সহিত যোগ দিতে পারি ইহা আমার এই বৃদ্ধ বয়সের, সামর্থ্যের নিম্নাংশ প্রতিকূল বলিয়া যথার্থ দুঃখিত হইলাম। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের দ্বারা ঈশ্বরের কার্য্য দিগন্ত স্পর্শ করুক এবং আপনারা সভাত-ব্রাহ্মগণ এক্ষণে উচ্চতম প্রাণে আরোহণ করুন ইহাই আমার একান্ত মনে প্রার্থনা। আপনাদের উৎসাহ অমুরাগ আমার প্রতিনিধি হইয়া অক্ষর অন্তঃকরণে ঈশ্বরের কার্য্য করিয়াছে ইহা শুনিলেই আমি স্থখী হইব।

শুভাকাঙ্ক্ষিণঃ।

শ্রীদেবেজনাথ শাস্ত্রীঃ।

ব্রাহ্মসমাজ।

বিগত উৎসব উপলক্ষে আমাদের বন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু শশি-পদ বন্দোপাধ্যায় যে নববর্ষ পত্রী (কার্ড) প্রকাশ করিয়া-

ছেন, তাহার একপত্র আমাদেরকে উপহার দিয়াছেন। কার্ড খানি অতি সুন্দর হইয়াছে। তাহাতে এই কবিতাটি লিখিত হইয়াছে।

"প্রাণ ব্রহ্মপদে হস্ত কাণ্ডে তাঁর,

এক রূপে দিন কাটুক তোমার।"

পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন জলপাই গুড়ি ব্রাহ্ম সমাজের সাধারণিক উপাসনা উপলক্ষে আহৃত হইয়া তথায় গমন করিয়াছেন।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মেদিনীপুর ব্রাহ্ম সমাজের সাধারণিক উৎসব কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য নিম্নস্থিত হইয়া তৎপ্রদেশে গমন করিয়াছেন।

বোম্বাই প্রার্থনা সমাজের সভাপতি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভাপতি ও সম্পাদককে সম্বোধন করিয়া এক পত্র লিখিয়া-ছেন। তাহাদের পত্রের তাৎপর্য্য এই যে কলিকাতার তিনটা প্রবান সমাজের মধ্যে একতা ও সম্মান সম্বন্ধিত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক এবং তাহারা তজ্জন্য বিশেষ অনুরোধ করেন। কি প্রকারে ইহা সম্ভব অনুরোধকারীরা তাহার কোন উপায় উল্লেখ করেন নাই। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজ দিন দিন যে প্রকার দৃশ্যীয় মত ও কার্য্য অবলম্বন করিতেছেন, আমাদের বন্ধুগণ কি তাহা অবগত নহেন! কেবল দেশবাসীরা সমাজীয় মতের জন্যই এই সমাজের সচিব একতা অসম্ভব হইয়াছিল, কিন্তু আজকাল সেখানে যে সকল পৌত্তলিক অন্ধত্ব আরম্ভ হইয়াছে, অলুকাব্রো তাহা যদি জানিতেন, তাহা হইলে, আমাদেরকে সজ্ঞিত হইবার জন্য অনুরোধ করা দূরে থাকুক, আপনারাষ্ট্র হয়ত এই সমাজের সমস্ত প্রতিষ্ঠা করিতেন। তাহাদের উদ্দেশ্য অতি মহৎ সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহা সম্ভব হওয়া সম্ভবপর নহে।

পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন মৈদপুর হইয়া জলপাই গুড়ি গমন করিয়াছেন। মৈদপুর উন্নতি বিদ্যালয়ী সভাতে "হিন্দুধর্ম" বিষয়ে এক বক্তৃতা করেন। রামকুমার বাবু জনপাইগুড়ি নগরে ব্রাহ্ম সমাজের সভা উৎসাহের সহিত প্রচার করিতেছেন। আমবা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইলাম, নববিধানের দৃষ্টি মত উপলব্ধি করিয়া তথাকার কোন উৎসাহী ব্রাহ্ম সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সহিত সংশ্লিষ্ট হই-রাছেন।

বর্তমান বৎসরের জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ এবং সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের কর্মচারী ও প্রচারকগণ কার্য্য নির্বাহক সভার সভ্য হইয়াছেন। বাবু ভুবনমোহন দাস, আনন্দ মোহন বসু এম, এ, কৃষ্ণকুমার মিত্র বি, এ, হর্গামোহন দাস, দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী, রজনীকান্ত নিয়োগী, আদিত্যকুমার চট্টোপাধ্যায়, হের্ষচন্দ্র মৈত্র এম, এ, স্বর্গ্যকুমার চট্টোপাধ্যায়, কালী প্রসন্ন দত্ত, মোহিনীমোহন বসু, এম, ডি, হুকড়ি ঘোষ এল, এম, এম।

ময়মনসিংহ ব্রাহ্মসমাজে নিম্নলিখিতরূপে মাঘোৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। বৃহস্পতিবার রাত্রিতে রাজা রামমোহন রায় ও

ব্রাহ্ম সমাজের অতীত ঘটনা স্মরণ করিয়া উপাসনা ও বক্তৃতা; শুক্রবার প্রাতে উপাসনা, অপরাহ্নে নগর সংকীৰ্ত্তন, বাজারে বক্তৃতা ও রাত্রিতে উপাসনাদি হইয়াছিল। শনিবার পূৰ্ব্বাহ্নে উপাসনা, অপরাহ্ন দুইটার সময় হইতে বাগানে উপাসনা, ৪টার সময় হইতে ছাত্রদিগের ধর্মোপদেশ, উপাসনা ও উপদেশ হইয়াছিল। অনেক ছাত্রের সমাগম হইয়াছিল, রবিবার সমস্ত দিন উৎসব; সোমবার দরিদ্র দিগকে দান; মঙ্গলবার প্রীতিভোজ হইয়া উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। নগর কীৰ্ত্তনে বাহিরের বহুলোক যোগ দিয়াছিল, সকলই স্তম্ভ হইয়াছিল, উৎসবের পর হইতে তথ্য করেকজন নূতন ছাত্র বিশেষ উৎসাহ সহকারে সামাজিক উপাসনা নিবেদন করিতেছেন।

বিগত ১১ই মাঘ দারজিলিং ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে বিশেষ উপাসনা হইয়াছে। প্রাকঃ ও মাধ্যমকালে প্রচলিত প্রার্থনা-মাধ্যমী বাঙ্গালার উপাসনাদি হয়। মধ্যাহ্নকালীন উপাসনা ত্রীমুখ বাবু মহিলাসাল হালদার কর্তৃক নেপালী ভাষায় সম্পাদিত হওয়ায়, বহুসংখ্যক পাহাড়ী লোক আকৃষ্ট হইয়াছিল এবং তাহাতে “ব্রাহ্ম ধর্মের উদারতা” সৰ্ব্বত্র উপদেশ হইয়াছিল।

নগর ব্রাহ্ম সমাজে নিম্নলিখিত প্রণালী মতে মাসব্যাপী সব কার্য সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

১০ই মাঘ শনিবার সায়াহ্নে ব্রাহ্ম মন্দিরে উপাসনা।

১১ই মাঘ রবিবার উৎসব। মধ্যাহ্নে দরিদ্রদিগকে চাউল লবণ ও পরসাদ দান।

১২ই মাঘ সোমবার শুকনাথ দত্তের বাড়ী উপাসনা ও সংকীৰ্ত্তন।

সায়াহ্নে গুণাভির ম বাবুর বাড়ী উপাসনা।

১৩ই মাঘ মঙ্গলবার প্রাতে মরিকলং গ্রামে রত্ননাথ বড়ার বাড়ীতে উপাসনা ও জীবনের পবিত্রতা বিষয়ে আসামীয়া ভাষায় উপদেশ, সায়াহ্নে রাম চন্দ্র বাবুর বাড়ীতে উপাসনা ও ভোজন।

১৪ই মাঘ বুধবার প্রাতে আনন্দরাম গোস্বামীর বাড়ীতে উপাসনা। সায়াহ্নে মধুসূদন গুপ্তের বিশুনি গৃহে উপাসনা ও ধর্ম বাগিত্য বিষয়ে উপদেশ, উপাসনান্তে প্রীতি ভোজন।

বিজ্ঞাপন।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের দাতব্য, প্রচার ফণ্ডের দাতব্য, এবং পুস্তক মূল্য হিসাবে বাহার নিকট বাহা প্রাপ্য আছে, অনুগ্রহপূর্বক এই সময় প্রেরণ করিলে বিশেষ উপকৃত হওয়া যায়। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অনেক ব্যয়ের প্রয়োজন, অর্থাভাবে তাহা হ্রাস ও হ্রাসমূল্যে বিক্রীত হইতে পারে না, ইহা বলা বাজল্য। অতএব সত্য,

গ্রাহক ও স্থানীয় এজেন্ট মহোদয়গণ এবিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হন একান্ত প্রার্থনা।

উপবিষ্ট দাতব্য ও মূল্য অন্য নামে পার্টাইলে গোলযোগ হয়, এই জন্য আমার নামেই প্রেরণ করিলে বাদিত হইবে।

১৮৮০। ১৫ই জুলাই } ত্রীমুখচন্দ্র দত্ত
১৩ নং মুজাপুর ষ্ট্রীট কলিকাতা } সম্পাদক।

“রবিবারীয় ছাত্র সমাজে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত উপদেশ সকল গ্রন্থাকারে মুদ্রিত করিয়া বিক্রীত হইতেছে। গ্রন্থপঞ্জিগণ ১৩ নং মুজাপুর ষ্ট্রীট ভবনে আমার নামে মূল্য সহ পত্র লিখিলে, উক্ত গ্রন্থ তাহাদের নিকট প্রেরিত হইবে।

প্রার্থনার আবশ্যকতা ও যুক্তিসূচকতা	১০
জাতি ভেদ	১০
পরকাল	১০
ভারতক্ষেত্রে সংস্কার কার্য ও তৎসম্পাদনের উপায়	১০

বিক্রয় পুস্তক।

নিম্ন লিখিত পুস্তকগুলি ১৩ নং মুজাপুর ষ্ট্রীট সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের আসামালয় প্রাপ্য হওয়া যায়। মূল্য—

পুস্তকের নাম	মূল্য	ডাকমাফ্রল
আত্মচরিত ব্রাহ্মদিগের তালিকা	০০	১০
কর্তব্যতা	১০	১০
আশ্রয় প্রদর্শন	১০	১০
নিশু পালন	১০	১০
ব্রাহ্মচর্য সংগ্ৰহ	১০	১০
ব্রাহ্মসমাজের বর্তমান অবস্থা	১০	১০
ধর্মোপদেশ	১০	১০
নূতন একমস্ত	১০	১০
পুণ্যমালা	১০	১০
মেজ বউ	১০	১০
গৃহপথ্য	১০	১০
উদাসীন সত্যজীবীর আসামালয়	১০	১০
কবির জীবন চরিত	১০	১০
চারদণ্ডের গুপ্ত ধনাবিদ্যার	১০	১০
সাধনক পঞ্চক	১০	১০
শাস্তি	১০	১০
বৈরাগ্য	১০	১০
৭ জন উচ্ছাস	১০	১০
Channing's Complete works	১০	১০
Practical Sermons	১০	১০
Morning & Evening meditations	১০	১০
Last Days of Raja Ram Mohon Roy	১০	১০
সঙ্কীৰ্ত্তন-হার (বাবু গুরুদীক্ষা মুখোপাধ্যায় প্রণীত)	১০	১০
ধর্মকুসুম (বালিক বালিকাদিগের জন্য)	১০	১০
জাতীয় সঙ্কীৰ্ত্তন	১০	১০
অধ্যাত্মতত্ত্ব ও ধর্মসাধন	১০	১০

তত্ত্ব-কৌমুদী

[পাক্ষিক পত্রিকা]

৩য় ভাগ।
১২শ সংখ্যা।

১৬ই ফাল্গুন, ১৮০২ শক। ব্রাহ্ম সংবৎ ৫২।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ১০
মকসুল ৫
প্রতি খণ্ড নগদ ৬০।

প্রার্থনা।

জগদীশ্বর! উৎসবান্তে আমরা নূতন বৎসরের কার্যারম্ভ করিতেছি। এই সময়ে বসন্ত সমাগমে বাত্বিরের প্রকৃতি যেমন শোভা সম্পন্ন হইতেছে, তুমি কৃপা করিয়া আমাদের অধ্যাত্ম রাজ্যকেও সেইরূপ শোভা সম্পন্ন কর। আমাদের আশা হইতেছে যে, এ বৎসর তুমি আমাদের প্রার্থন ফল দিবে। এ বৎসর আমরা নতন বল ও উদ্যমের সহিত তোমার কাৰ্য্য করিয়া কৃতার্থ হইব। তুমি এই আশা পূর্ণ কর, তোমার দাসী এই তত্ত্বকৌমুদীকে আশীর্বাদ কর যেন এ দীর্ঘ জীবনী হইয়া তোমার অমৃত সেবিকার ন্যায় কাৰ্য্য করিতে পারে। তোমার নাম প্রচাৰ, তোমার ধৰ্ম্মের মহিমা বিস্তার, তোমাকে গৌরবান্বিত করিবার ইচ্ছা যেন ইহার কাৰ্য্যের পূর্ণপ্রদর্শক হয়। আধ্যাত্মিক অহংকার, লোক প্রদর্শনের ইচ্ছা ও ধৰ্ম্মের বাহ্যভূষণ এ সকল হইতে যেন ইহা দূরে থাকিতে পারে। দলের অনুরোধে অসত্য প্রকাশ বা নত্যা গোপনকে বিষহৃত্য জ্ঞান করিয়া যেন সে পথ হইতে প্রতিনিবৃত্ত থাকে। আমরা যে কথাস্তম্ভ কতিব যেন সরল বিশ্বাস ও গভীর নিষ্ঠা হইতেই কহিতে পারি, এই আমাদের প্রার্থনা।

আমাদের নববিধানী বন্ধুগণ এবারকার উৎসবের সময় এক নূতন প্রথা প্রবর্তিত করিয়াছেন। তাঁহারা নববিধানের চিহ্নস্বরূপ একটা নিদানকে প্রকাশ্য উপাসনালয়ে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহাকে প্রদক্ষিণ করা, তাহার সমীপে প্রণাম করা, তাহাকে আরতি করা, তাহাকে চামর দ্বারা বাজন করা, প্রভৃতি নানা উপায়ে অর্চনা করিয়াছেন। আমরা নববিধানী বন্ধুদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া বাহা কিছু জানিতে পারিয়াছি তাহা এই :—এই নিদানটা নববিধানের জয়চিহ্ন স্বরূপ। ইহাকে পূজা করা হয় নাই, কিন্তু এই নিদান যে বিধানের চিহ্ন সেই বিধানের প্রতি সমাদর দেখান হইয়াছে এই মাত্র। আমরা অনেক বার পৌত্তলিকদিগের মুখে এই প্রকার যুক্তি শ্রবণ করিয়াছি। যাহারা পৌত্তলিকতার মপক্ষতাচরণ করেন, তাঁহারা প্রায় বলিয়া থাকেন, যে আমরা যখন কোন দেবমূর্তির সমীপে প্রণত হই, তখন সে মূর্তিকে লক্ষ্য করিয়া প্রণাম করি না, কিন্তু সেই মূর্তিতে যে অনন্ত ঈশ্বর সন্নিহিত আছেন, তাঁহাকে স্মরণ করিয়া কহি। এ কথার উত্তর কি?

এ নৃপা বাহ্যভূষণে কি বিশেষ লাভ হইল, এবং এরূপ অস্থ-
স্থান কোন অংশে পৌত্তলিক ক্রিয়া অপেক্ষা প্রেষ্ঠ তাহা
আমরা স্মৃতিতে পারিলাম না।

ধৰ্ম্মের কথা অনেকে বলে কিন্তু ধৰ্ম্মপ্রচার সকলের দ্বারা
হয় না। যে ব্যক্তিকে দেখিলে এরূপ বোধ হয় না, যে
আত্মার মঙ্গতির চিন্তা ইহার মনে সতত প্রবল, এবং
ধৰ্ম্মকেই এ ব্যক্তি সৰ্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান বস্তু মনে করে, তাহার
দ্বারা ধৰ্ম্মপ্রচার হইতে পারে না। আমাদের মধ্যে কয়জন
লোক বাস্তবিক আত্মার মঙ্গতির জন্য সতত ব্যাকুল?
কয়জন লোক ধৰ্ম্মকে সৰ্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান বস্তু মনে করেন?
ধৰ্ম্ম বাহার নিকট মূল্যবান পদার্থ উপাসনা এবং প্রার্থনা
তাঁহার জীবনের আভরণ। তিনি সকল কাৰ্য্য প্রার্থনাশীল
অন্তরে করিয়া থাকেন। ব্রাহ্মবন্ধু! অবশ্য কর, তোমার
জীবনে এই ভাব কত দূর জন্মিয়াছে। তত্ত্বের তোমার দ্বারা
ধৰ্ম্মপ্রচার হইবে না।

জগদীশ্বরের কৃপায় এবারে সঙ্গত সভার দিকে অনেকের
বিশেষ অনুরাগ দৃষ্ট হইতেছে। গত কয়েকবার আধ্যাত্মিক
বিষয়ে বিশেষ আলোচনা হইয়া অনেকে বিশেষ উপকার
লাভ করিয়াছেন। কয়েকবারের সঙ্গত সভার মীমাংসিত
বিষয় সকলের সাব মৰ্ম্মের সিয়দংশ স্থানান্তরে প্রকাশিত
হইল। দশ জন ধৰ্ম্মপিপাসু লোক যদি একত্র হন, তাহা
হইলেই জগদীশ্বরের কৃপা আমাদের মধ্যে অবতীর্ণ হয়।
সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কলিকাতাস্থ সভাগণ এই সঙ্গত সভার
প্রতি বিশেষ মনোযোগী হইল। কাব্যপ্রাণী আপাততঃ
এইরূপ হ্রি হইয়াছে যে, প্রতি রবিবার অপরাহ্ন ৩০ মটিকার
সময় ১৩ নং মুজাপুর ষ্ট্রীটস্থ ভবনে সঙ্গতের সাধারণ অধি-
বেশন হইবে, তত্ত্বের প্রতি মঙ্গলবার রাত্রে ব্রাহ্মদিগের এক
একটা বাসায় বিশেষ আলোচনা সভা হইবে। আমরা যেরূপ
বিষয়ের উত্তেজনা ও সংসার প্রলোভনের মধ্যে বাস করি,
অন্তরের ধৰ্ম্মভাবে জাগ্রত রাখিবার জন্য এই প্রকার সংসঙ্গ
এবং ধৰ্ম্মালোচনার নিত্যন্ত প্রয়োজন। আমরা জগদীশ্বরের
নিকট কায়মনে প্রার্থনা করি যে এই সকল চেষ্টা সফল
প্রসব করুক।

বিগত মঙ্গলবারের সপ্তাহে আধ্যাত্মিক জীবন কাহাকে বলে, তাহার লক্ষণ কি কি? এবং তাহা লাভের উপায় কি, এই সকল আলোচনা হয়। আলোচনা দ্বারা দুইটা সত্য বিশেষরূপে প্রতীতি করা গেল। প্রথমতঃ একরূপ দেখা যায় যে, অনেক ব্রাহ্ম সমস্ত দিন এত সাংসারিক কার্যে, বাস্তবিকভাবে, যে সমস্ত দিনের মধ্যে নিজের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য চিন্তা বা কোন প্রকার উপায় অবলম্বন করিবার সময় পান না। দ্বিতীয়তঃ আট ঘণ্টার অধিক পরিশ্রম করিতে বলিলে, সন্ধ্যায় যে তন্দ্রা তাহার শরীরের স্বাস্থ্য নষ্ট হইবে সুতরাং সে পারে না। জিজ্ঞাসা করি আত্মার কি স্বাস্থ্য? অস্বাস্থ্য নাই? যে কার্যের দ্বারা আত্মার স্বাস্থ্য রক্ষার উপায় করা যায় না তাহা কি পরিত্যাজ্য নয়? সে জন্য যদি কিছু অর্থের ক্ষতি হয়, তাহা কি ব্রাহ্মের পক্ষে গণনা করা উচিত? যে অর্থের জন্য আত্মার উন্নতির ব্যাঘাত হয়, তাহা ধার্মিকের নিকট মূলমন্ত্র সমান।

দ্বিতীয় সত্য এই, কখন কখনও আমাদের ধর্মতৃষ্ণা বড় রান হয়। আধ্যাত্মিক বিষয়ের উপর যেন এক প্রকার অকুচি ভগ্নিয়া যায়; বিষয়াসক্তি নিবন্ধন আত্মার এই ভয়ানক রোগটা জন্মিয়া থাকে। ইহা অপেক্ষা শোচনীয় অবস্থা আর কি হইতে পারে, যে পরমেশ্বরকে পাইয়া মানবাত্মা বাঁচিবে সেই পরমেশ্বরকে পাইবার দিকেই ইচ্ছা নাই। একরূপ অবস্থায় কি করা যায়। একরূপ স্থলে ঐশ্বর প্রেমিক ও ঐশ্বরগত প্রাণ মহাত্মাদিগের জীবন চরিত পাঠ করা ও সেই বিষয়ে আলোচনা করা কর্তব্য। আমরা এই উপায় অবলম্বন করিয়া দেখিয়াছি যে এতদ্বারা ধর্মতৃষ্ণাকে অত্যন্ত প্রবল করে। তাঁহাদের ব্যাকুলতা, তাঁহাদের আন্তরিক নিষ্ঠা ও তাঁহাদের প্রগাঢ় বিশ্বাস দেখিয়া মনে হয়, ধিক্ আমার জীবনে ধিক্, যে পদার্থ ভিন্ন আমার আত্মার প্রাণরক্ষা হইবে না তাহারই জন্য আমার এত অল্প ব্যাকুলতা! অমনি আত্মার মোহনিদ্রা ভাঙিয়া যায়; সংসারাসক্তি শিথিল হয়, এবং প্রাণে গভীর আন্দোলন উপস্থিত হয়। এই জন্য আমরা ব্রাহ্ম মাটিকে ঐশ্বর প্রেমিক ও ধর্মপিপাসু ব্যক্তিদিগের জীবন চরিত পাঠ করিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করি।

পরমেশ্বরকে পাওয়া চাই। এই লক্ষ্যের দ্বারাই আমাদের সকল কার্যের বিচার, যে কার্যে তাঁহাকে পাওয়ার ব্যাঘাত করে তাহা হইতে আমরা দূরে থাকিব এবং বন্দুরা তাঁহাকে পাওয়ার সাহায্য করে তাহাই আমরা প্রাণের সহিত আলিঙ্গন করিব। আমরা যখন ধর্ম প্রচার করি, বা কোন প্রকার হিতকর অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হই তখন তাঁহাকে লাভ করাই যেন আমাদের প্রধান লক্ষ্য হয়। তাহা হইলে লোকের স্তুতি ও নিন্দা উভয়কে আমরা অপ্রাসঙ্গিক বোধে অগ্রাহ্য করিতে পারিব। যখন দেখিব লোকে প্রশংসা করিতেছে তখন ভাবিব উহা আমার লক্ষ্যের বাহিরের কথা সুতরাং উহার সহিত আমার বিশেষ সংশ্লিষ্ট নাই। এই উচ্চ ভূমির উপর বাহ্যিক জীবন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তিনিই প্রকৃত সাধু।

মৃগনাভি কোন গৃহে আনিয়া আর গৃহের পরিজনদিগকে ডাকিয়া সংবাদ দিতে হয় না। আমি মৃগনাভি আনিয়াছি, আমি মৃগনাভি আনিয়াছি, বলিয়া বেড়াইতে হয় না। সে পদার্থ আপনাকেই আপনি প্রকাশ করে, বরং তাহাকে গোপন করিয়া রাখা দুষ্কর। আবরণ করিলেও সে আপনায় মৃগন্ধ বিস্তার করে। ধর্ম সেইরূপ বস্তু, ইহা প্রচারের জন্য চিন্তিত হইতে হয় না। যে অন্তরে প্রকৃত ধর্ম, প্রকৃত ঈশ্বরপ্রেম, প্রকৃত সাধুতা থাকুক, তাহা আপনায় আপনি প্রচারিত হয়। দেখ আমাদের কেমন ভক্তি, দেখ আমবা আধ্যাত্মিকতা বিষয়ে কেমন অগ্রসর, এইরূপ বলিয়া দম্ব করিতে হয় না। বরং একরূপ দম্ব যেখানে আছে সেখানে প্রকৃত ধর্ম বস্তু নাই এইরূপ স্মরণ করা কর্তব্য। লজ্জাশীলা কুলকামিনী যেমন আপনায় রূপ আবরণ করেন, সাধুগণ সেইরূপ স্বাভাবিক বিনয়চরণে আপনাদের সাধুতাকে সতত আবৃত করিবার প্রয়াস পান, অথচ জগদীশ্বরের কি অপারমহিমা, তাঁহার ধর্ম রাজ্যের কি আশ্চর্য্য নিয়ম, তাঁহাদের হৃদয় নিহিত সাধুতার আঘাণ আপনায় আপনি চারিদিকে ধাবিত হয়, এবং নরনারীর হৃদয়কে স্বর্গের দিকে আকৃষ্ট করে। অকস্মৎ ধর্ম প্রচার বিষয়ে, আন্তরিক সাধুতার উপরেই অধিক নির্ভর কর। হার্টার্কি ডাকাডাকিতে যদি জগতে ধর্মপ্রচার হইত তাহা হইলে আর ভাবনা ছিল না। জগদীশ্বর! আমরা কবে তোমার কৃপাতে অন্তরে প্রকৃত ধর্ম সঞ্চার করিতে সমর্থ হইব।

যীশু দরিদ্রের সন্তান ছিলেন, তিনি যখন কোন নগরে প্রবেশ করিতেন, তখন সামান্য গর্দভবাহনে প্রবেশ করিতেন। যখন ধর্মোপদেশ দিতেন, তখন দামামা, দাড়, কাড়া পিটিয়া, সোণারূপা প্রভৃতি নানা ধাতুর নিশান উড়াইয়া, তুরী ভেড়ীর রবে, পুণ্ড্রী কাঁপাইয়া প্রচার করিতেন না। কতিপয় শিষ্য সমভিব্যাহারে সাগরতীরে, গিরিপৃষ্ঠে, ক্ষেত্রের পার্শ্বে, নদীর পুলিনে বেড়াইয়া উপদেশ দিতেন। তাঁহার উপদেশ শুনিবার জন্য কখন কখনও জনতা হইত, কিন্তু সে জনতা আপনায় আপনি আকৃষ্ট হইয়া আসিত। এমন কি তাঁহার কোন উপদেশ তাহার জীবদ্দশায় লিপিবদ্ধ হয় নাই, অথচ তিনি তিন বৎসরে যে কথা বলিয়াছেন, তাহাতে পৃথিবীকে দুই সহস্র বৎসর কাল আন্দোলিত করিতেছে। সক্রটিসের বিষয়েও এইরূপ শুনা যায় যে তাহার কোন উপদেশ জীবদ্দশায় লিপিবদ্ধ হয় নাই; তিনি পাদচারণা করিতে করিতে সমাগত শিষ্যদিগকে গলফলে যে সকল কথা বলিতেন তাহাই পরে স্মৃতি হইতে লিখিত হইয়া তাঁহার অক্ষরকীর্তি রাখিয়াছে। এই দুইটা জীবনের বিষয় চিন্তা করিতে বসিলে কি উপদেশ প্রাপ্ত হওয়া যায়? সে উপদেশটা এই, যে বলে মানব সমাজকে চালিত করা যায় তাহা কেবল চরিত্র ও বিশ্বাসের বল। যে জন্য এক জনের মুখের একটা কথা স্বর্ণ অপেক্ষা মহামূল্য হয়, তাহা কেবল জীবনের মহত্ত্ব। তাহা না থাকিলে সেরূপ শত সহস্র কথাই কোন মূল্য

থাকিত না। আবার জীবনের মহত্ত্বও বিশ্বাস ও নিষ্ঠার মহত্ত্ব হইতে জন্মে। যাহার এই বিশ্বাস ও জীবনের মহত্ত্ব আছে, তাহার বাহ্যাদৃশ্যের প্রয়োজন নাই। আবার যাহার সে মহত্ত্ব নাই তাহারও বাহ্যাদৃশ্যের প্রয়োজন নাই; কারণ সে সমুদায় বিফল। নারদ পঞ্চরাত্রে এক স্থানে আছে,

“আরাধিতো যদি হরিতপসো ততঃ কিং

নারাধিতো যদি হরিতপসো ততঃ কিং।”

ইহার অর্থ; যদি এক ব্যক্তি ভক্তিপূর্বক হরির আরাধনা করিতে পারে, তবে আর তাহার যোগযন্ত্র তপসাদিতে প্রয়োজন কি? আর যদি হরির আরাধনা না করিল তবেই বা তপসাদিতে প্রয়োজন কি? ধর্মসামান সম্বন্ধে যেমন অহুরাগ যার আছে, তার বাহ্যাদৃশ্যের প্রয়োজন নাই, এবং অহুরাগ যার নাই তাহার বাহ্যাদৃশ্যেরও কোন ফল নাই। ধর্মপ্রচার সম্বন্ধে সেইরূপ বিশ্বাস ও জীবনের মহত্ত্বের উপরে যাহার দৃষ্টি আছে তিনি বাহ্যাদৃশ্যের পথ অবলম্বন করেন না।

হায় হায়! কি নিকৃষ্ট মানবের মন, অতি পবিত্র সঙ্কল্পের মধ্যেও অপবিত্র অভিসন্ধি মিশ্রিত করিয়া ফেলে। ঈশ্বরের কার্য্য করিতে গিয়াও আপনাকে সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইতে পারে না। নিজের বা নিজ দলের গৌরব সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইয়া ঈশ্বরের নাম গৌরবান্বিত হউক এরূপ ইচ্ছার বিগততা রক্ষা করিতে পারে না। ঈশ্বরের গৌরব যাহার লক্ষ্য, তিনি কেবল এই দেখেন যে তাহার ক্ষুদ্র চেষ্টাতে কাহারও পরমেশ্বরের প্রতি ভক্তি জন্মিতেছে কি না। যদি তাহার কিছু লক্ষণ দেখিতে পান, তাহার আনন্দের আর সীমা থাকে না। অভিসন্ধির এই বিশুদ্ধতা যিনি রক্ষা করিতে পারেন, তিনিই প্রকৃত সাধু। এরূপ লোককে এক বার দেখিলে জীবনে বিস্মৃত হওয়া যায় না; এরূপ লোকের বাতাসে থাকিলে নীচ মন স্বর্গীয় ভাব শিক্ষা করে। যিনি প্রকৃতভাবে ঈশ্বরের অহুগত হইবার জন্য ইচ্ছা করেন, তাহার পক্ষে অভিসন্ধির বিগততা রক্ষা করা নিত্যান্ত আবশ্যিক। এজন্য সর্বদাই প্রার্থনাপরায়ণ হইতে হইবে; সর্বদাই অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া অভিসন্ধি সফলকে তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষা করিতে হইবে। অণুমাত্র অসদভিসন্ধির সন্ধান দেখিলে অমনি অণুতাপিত হইয়া নেত্রজলে সে কলঙ্ক আত্মা হইতে দৌত করিয়া ফেলিতে হইবে। যাহাদের আয়ুদ্যুষ্টি এতদূর প্রবল তাহাদিগের দ্বারাই ঈশ্বরের নাম মহিমাম্বিত হইয়া থাকে। হে দীনবন্ধু! আমাদের প্রকৃতির রাজসিকভাব দূর করা যে কঠিন! আমরা তোমার কার্য্য করিতে গিয়াও নিজের বা নিজ দলের গৌরবের চিন্তা একেবারে অন্তর হইতে বিদায় করিতে পারি না। আমাদের নিকৃষ্ট প্রকৃতি ক্ষুদ্র অভিসন্ধির হস্ত হইতে সম্পূর্ণরূপে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে না। তুমি কৃপা করিয়া আমাদের সহায় হও।

বলিতে গেলে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রকৃত কার্য্য এই বৎসর অবধি আরম্ভ হইবে। বিগত কয়েক বৎসর সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ নিজের স্থায়িত্বের উপায় চিন্তনে ব্যস্ত ছিলেন। একটি স্মরণ নিয়মপ্রণালী গঠন এবং একটি উপাসনা মন্দির নির্মাণ এই উভয় বাতাত কোন ধর্মসমাজ দণ্ডায়মান হইতে পারে না। জগদীশ্বরের কৃপায় উক্ত উভয় কার্য্য সমাধা হইয়াছে। ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, এবং প্রত্যেকের বিবেকের উজ্জলতা রক্ষা করিয়া কিরূপে কার্য্য করিতে হয়, যাহারা দেখিতে ইচ্ছা করেন, তাহারা আসিয়া সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যপ্রণালীর মধ্যে তাহা দেখিতে পাইবেন। ব্রাহ্মদিগের মনে একটি মহৎ ভ্রম বহুদিন হইতে রখিয়াছে, ঈশ্বর কৃপায় তাহা ভ্রম হইবার উপক্রম হইয়াছে। সে কুসংস্কারটি এই, এক জন অসাধারণ নেতা থাকিবেন, আর তাহার চরণে সকলে অবনত থাকিব, তদ্বির সমাজ চলিতে পারে না। জগদীশ্বর করুন শীঘ্র এই কুসংস্কার সমূলে উৎপাটিত হউক তদ্বির এ দেশের কল্যাণ নাই। যেখানে বিবেকের স্বাধীনতা সেইখানেই মতের সংঘর্ষণ। যেখানে এক জন চিন্তা করে, আর নয় জন নয়ন মুদ্রিত করিয়া অহুরাগ করে, সেখানে দশমুখে এক শব্দ শ্রবণ করা বিচিত্র নয়। যেখানে দশ জন স্বাধীনভাবে সম্মিলিত হয়, সেখানে দশ জনে দশ কথা বলে। কিন্তু সেই দশ জনের লক্ষ্য যদি এক হয়, এবং ঈশ্বরের দিকে দশ জনের দৃষ্টি থাকে, সেই দশ জনের চিন্তা দ্বারা অতি চমৎকার ফল উৎপন্ন হয়। এই জন্যই আমবা নিয়মতন্ত্র প্রণালীর এত পক্ষপাতী। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বিগত কয়েক বৎসরের কার্য্যপ্রণালীতে আমাদের সে পক্ষপাত আরও দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে। আমাদের মধ্যে মতের সংঘর্ষণ যথেষ্ট আছে, অথচ এক এক বৎসর যাইতেছে এবং আমরা আপনাদের পথ অধিক পরিকাররূপে দেখিতে পাইতেছি। ঈশ্বর করুন তাহার কৃপায় আরও পথ দর্শনে সমর্থ হই। নিয়মতন্ত্র প্রণালী সম্বন্ধে এই গেল। ধর্মসমাজের যে প্রকৃত কার্য্য ধর্ম চর্চা, এ বৎসর অবধি সেটিকে সভ্যরা অধিক মনোনিবেশ করিতে পারিবেন। তাহার লক্ষণ সকলও আমরা দেখিতে পাইতেছি, এরূপ আশা হইতেছে যে, বর্তমান বর্ষে জগদীশ্বর আমাদের বিশেষরূপে ধর্মপথে সাহায্য করিবেন। তাহার উপর যাহারা নির্ভর করে, তাহারা কি কখনও বঞ্চিত হয়; তিনি পশ্চাতে থাকিয়া তাহাদিগকে রক্ষা করিয়া থাকেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্য, হিতৈষী ও অহুরাগী যিনি যেখানে আছেন, সকলকে অহুরোধ করিতেছি, নববর্ষের প্রারম্ভে প্রার্থনা দ্বারা সাহায্য করুন।

বালকেরা ছোট ছোট গাড়ী টানিয়া থাকে। সেখানে আমরা কি দেখি। আমরা দেখিতে পাই কতকগুলি ক্ষুদ্র শিশু গাড়ীতে বসিয়া ঝুমঝুমি বাজাইতেছে এবং একজন বলবান বালক গাড়ীটা টানিয়া লইয়া যাইতেছে। ধর্মরাজ্যে ও এইরূপ গাড়ী টানা দেখা যায়। অনেক অপদার্থ চিন্তা-বিহীন ও চলিতে অশক্ত-লোক এইরূপে একখানি ক্ষুদ্র

গাড়ীতে বসিয়া এক একজন গুরু হস্তে দড়ি দিয়া নিশ্চিত ভাবে বসিয়া আছেন। গুরু টানিয়া স্বর্গের রাজ্যেরদিকে লইয়া যাইবেন এবং তাঁহারা স্মৃষ্টি বাজাইয়া স্বর্গে যাইবেন। শিষ্যদিগকে এতরূপে অপবার্থ করিয়া স্মৃষ্টি বাজাইতে যিনি শিক্ষা দেন, সে গুরুকেও ধিক্, এবং টানা গাড়ীতে বসিয়া স্মৃষ্টি বাজাইয়া বাহারা স্বর্গে যাইতে ইচ্ছা করেন, সে শিষ্যদিগকেও ধিক্। মাহুযকে যিনি মৃত্যু দিতে পারেন, চিন্তা ও বিবেককে উৎসাদিত করিতে পারেন; চরিত্রের স্বাধীনতা ও তেজস্বিতাকে বুদ্ধি করিতে পারেন; নিজ বলে এই দুই পথে চলিতে সমর্থ করিতে পারেন তিনিই প্রকৃত গুরু। ধর্ম জগতে একরূপ গুরু অধিক হইলে ধর্ম জগতের এত দুর্দশা হইত না। জগদীশ্বর একরূপ বিপদ হইতে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজকে রক্ষা করেন; সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যেন কাহারও পক্ষে টানা গাড়ী না হয়।

নববিধান সম্বন্ধে সম্পাদকের জল্পনা।

নববিধানী বন্ধুদিগকে আমি কেন পরিত্যাগ করিলাম, লোকে সময়ে সময়ে এই প্রশ্ন করিয়া থাকেন, অদ্য এই প্রশ্নের উত্তর দিবার চেষ্টা করিব; জগদীশ্বর আমার সহায় হউন। কোন প্রকার নিকট অভিসন্ধি যেন আমার লেখনীকে অসন্তোষ লইয়া না যায়।

নববিধানী বন্ধুদিগের সহিত আমার দুই কারণে বিবাদ। প্রথমতঃ আমি বিগত ৬৭ বৎসর হইতে দেখিয়া আসিতেছি যে তাঁহারা মত সম্বন্ধে পূর্বকার উন্নত ভূমি হইতে অনেক পরিমাণে পশ্চাদবর্তী হইয়া পড়িয়াছেন; দ্বিতীয়তঃ আমি ইহা বিশ্বাস করি তাঁহারা ব্রাহ্ম সমাজ গঠনের যে প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন তদ্বারা ব্রাহ্মসমাজের মহা অপকার হইয়াছে, ইহাতেই, এবং ইহাবে। উক্ত উভয় আপত্তি সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে কিছু বলা আবশ্যিক। আমি যে যে বিষয়ে তাঁহাদের মতকে পশ্চাদবর্তী মনে করি তাহা এই।

প্রথমতঃ আমি যদি ব্রাহ্ম ধর্মের মহান লক্ষ্য সম্বন্ধে কিছু জয়স্বপ্ন করিয়া থাকি, তাহা এই, যে, এই ধর্ম মানবাত্মার সর্বাঙ্গীন মুক্তি। অন্যান্য ধর্ম সম্প্রদায় মানবাত্মাকে হয়ত একখানি প্রান্তে না ইঁদ কতকগুলি প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তির উক্তির মধ্যে বাকাল বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে; সেই সকল গ্রন্থ বা উক্তির নিকট মানবের বিবেক ও স্বাধীন চিন্তাকে সকলে চিরকাল বলি দিয়া আসিতেছে; লোকে অনেক কথা চিন্তা দ্বারা গ্রহণ না করিয়া ও আচরণ করিতেছে; বিবেক বিরোধী হইলে ও সে বিবেক কে লওয়াইয়া সেই পথে প্রবৃত্ত হইতেছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে মানবের বিবেকের এই দুর্গতি করিতে সহস্রদিকে সহস্র প্রকার অনিষ্ট ফল ফলিয়াছে। এই জন্যই ধর্ম সম্প্রদায় সকলের মধ্যে প্রকৃত আধ্যাত্মিক জীবন সম্বন্ধে উন্নত লোকের সংখ্যা এত অল্প। শতের মধ্যে এক ব্যক্তি যথার্থ জীবন্ত ঈশ্বরকে লাভ করিয়াছেন কিনা সন্দেহ। অধিকাংশ লোকে কেবল মৃত অস্থান ও সাধন

প্রণালীর সেবা করিতেছে। আমাদের বিবেক, শ্রীতি, পবিত্রতা প্রভৃতি ঈশ্বর দর্শনের এক একটা ঈশ্বর স্বরূপ। বিবেকের মূল্য হইলে, ঈশ্বরকে দেখিবার ঈশ্বরীয় স্নান হইয়া যায়। একরূপ লোকে ধর্ম সাধনে রত থাকিয়া আত্ম প্রভারিত হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহারা সত্য প্রকৃত ধর্মপথ হইতে দূরে থাকেন। আমি গত কয়েক বৎসর হইতে দেখিয়া আসিতেছি নববিধানী বন্ধুগণ এই বিষয়ে পূর্বাগ্রে পশ্চাদবর্তী হইয়াছেন। তাঁহাদের প্রচারিত দুইটা মত ইহার সাহায্য করিয়াছে। (১ম) মহাপুরুষের মত (২য়) আদেশের মত। ঈশ্বর প্রেমিক মহাত্মাদিগের প্রতি সমুচিত ভক্তি প্রজ্ঞা প্রদর্শন বিষয়ে লোকে পরামর্শ দিতে আমি ক্রমী কবি না। মানবাত্মা যে ঈশ্বরের ইচ্ছা দ্বারা চালিত হয়, ইহাও আমি সর্বাঙ্গঃকরণে বিশ্বাস করি; কিন্তু যে ভাবে ও যে প্রণালীতে উক্ত মতের বিগত কয়েক বর্ষ কাল প্রচারিত হইয়াছে, তদ্বারা আমার বিশ্বাস যে ব্রাহ্মদিগের স্বাধীন চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতার পথে সমুদ্র প্রতিবন্ধক উপস্থিত করা হইয়াছে। 'বিবিসন' নামের "ডিভোশনাল" নামক স্থানে ইহা স্পষ্টাক্ষরে ঈশ্বরের উক্তিভেদে লিখিত হইয়াছে যে, শ্রীমুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেনকে ঈশ্বর নিমুক্ত আত্মা বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে, এবং ধর্ম সাধন সম্বন্ধে যে তিনি কিছু উপদেশ দিবেন সে উপদেশ অজ্ঞান ও শিরোপাশ। ইহাতে উপাসকগণ ঈশ্বরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, যদি তাঁহার সকল কথা যুক্তিসিদ্ধ বেধে না হয়, তাহার উপায় কি? ঈশ্বর বলিলেন;—বিশ্বাসের সহিত মানিয়া লও, তবে যুক্তি জানিতে পারিবে।" (First believe and then to your faith I shall add knowledge.) আমি এই উপদেশকে নিতান্ত ভ্রান্ত ও রোমান ক্যাথলিকদিগের উপায় মনে করি এবং বন্ধুগণের প্রচারিত মহাপুরুষের মত ও আদেশের মতের এই গুঢ় অভিপ্রায় হওয়াতেই, উক্ত উভয় মতের প্রতি এত আন্তরিক ঘৃণা জন্মিয়াছে। ব্রাহ্মের প্রতি উপদেশ এই, মহাপুরুষ হউন, আর মহা মহাপুরুষ হউন, হে ব্রাহ্ম! যতক্ষণ তোমার বিবেক অনুমোদন না করিবে, যতক্ষণ তুমি চিন্তা দ্বারা কোন সত্য গ্রহণ করিতে না পারিবে ততক্ষণ গ্রহণ করিতে তুমি বারী নও। পাঠকগণ দেখুন নববিধানী বন্ধুদের উপদেশ ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত কি না?

দ্বিতীয়তঃ আমি গত কয়েক বৎসর হইতে দেখিয়া আসিতেছি তাঁহারা বিধানের মত সৃষ্টি করিয়া প্রকারান্তরে ব্রাহ্মধর্মের উদারতার ব্যাঘাত করিতেছেন। এই বিধানের মত আমি তাঁহাদের সঙ্গে মিশিয়া, এক সঙ্গে থাকিয়া এবং সত্যত আলাপ করিয়া, তাহাদের পত্রাদি পাঠ করিয়া যতদূর বুঝিতে পারিয়াছি তাহা এই, ঈশ্বর মানবের মুক্তির জন্য সময়ে সময়ে এক একটা বিশেষ পথ প্রকাশ করেন, সচরাচর একরূপ দৃষ্ট হয় যে এক জন অপ্রতিম প্রতিভাশালী পুরুষ সেই বিধি লইয়া অবতীর্ণ হন, তিনি সেই বিধি প্রচারের জন্য যত প্রকার উপায় অবলম্বন করেন সেই উপায় সমুদায়ের সমষ্টিকে তৎকালের বিশেষ বিধান বলে।

ব্রাহ্মসমাজে এইরূপ একটা বিধান প্রকাশিত এবং শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেনের উক্ত এবং কাথ্য কলাপের সমষ্টি ঐ বিধান । আমার এই কথার যাহাদের প্রত্যয় হইতেছে না তাঁহারা রবিবাসরীর মিরারের নিম্নলিখিত কয়েক পংক্তি পাঠ করুন ।

We believe that at special times, and under special circumstances, when the world does need a revival or upheaving, and men do require the the guidance of God, a special manifestation of His will takes place, and events happen which have a necessary connection with each other and may be interpreted as the working of Divine providence. We believe that India is passing through time and is placed under circumstances when God's almighty will has begun to manifest itself, and we believe that the Brahma Somaj is the dispensation that is to lead her to life, light and salvation.

অনুবাদ—“আমরা বিশ্বাস করি যে বিশেষ বিশেষ সময়ে বিশেষ বিশেষ আশঙ্কিতে জগতে যখন ধর্ম আন্দোলনের আবশ্যকতা উপস্থিত হয়, এবং লোকদিগের ঈশ্বরের নেতৃত্বের প্রয়োজন হয়, তখন তাঁহার উচ্চার বিশেষ প্রকাশ লক্ষিত হয় এবং এরূপ সকল ঘটনা ঘটিতে থাকে যে তাহাদের একতীর সহিত অপারতীর সম্বন্ধ আছে এবং সেগুলিকে ঈশ্বরের শীলা রূপে বর্ণন করা যাউতে পারে । আমরা বিশ্বাস করি যে বর্তমান সংস্কার ভাবতবর্ষের এরূপ সময় ও অবস্থা হইয়াছে যখন জনদীপ্তির সমলক্ষিতমতীতচ্ছা এদেশে প্রকাশিত হইতেছে এবং আমরা বিশ্বাস করি যে ব্রাহ্মসমাজ সেই রূপার বিধান বাহ্য এদেশকে, জীবন, জ্যোতি এবং মুক্তি প্রদান করিবে ।”

পূর্বোক্ত কথা গুলি বোধ হয় অধিকাংশ ব্রাহ্মই স্বীকার করিবেন ; নিম্নোক্ত পক্ষ যাহারা ব্রাহ্মসমাজের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবেন, তাহারা ইহার মস্তকে ঈশ্বরের রূপা হস্ত দেখিবেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই । “কিন্তু বহুগণের মতের প্রকৃত অভিপ্রায় পরে প্রকাশিত হইতেছে ।

The Minister is, as we believe him to be, a part, a great part, a central part of the dispensation. It is he who has given the life and tone to the entire movement, and as he is completely identified with it, his preachings and precepts we accept as the embodiment of the dispensation itself. Thus, then, we cannot do away with this man, who is the leader, the mouthpiece, the heaven-appointed missionary of what we call the Brahma somaj.

Sunday Mirror 16th November 1878.

অনুবাদ—“আমরা বিশ্বাস করি আমাদের আচার্য্য মহাশয় উক্ত বিধানের একটা অংশ, প্রধান অংশ এমন কি মধ্য-বিন্দু স্বরূপ । তিনিই ইহাকে জীবন ও বল প্রদান করিয়াছেন এবং তাহার জীবন ইহার সহিত একীভূত, তাহার উপদেশ ও মত সকলকেই আমরা সেই বিধান বলিয়া গ্রহণ করি । অতএব আমরা এই ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দিতে পারি না, কারণ ইনি নেতা । ইনি যুগ পাত্র স্বরূপ এবং ইনিই ব্রাহ্মসমাজের ঈশ্বর নির্দিষ্ট প্রচারক ।”

নববিধানের তাৎপর্য্য যাহারা গ্রহণ করিতে চান তাঁহারা এই কল্পক্ষতি তিনবার পাঠ করিয়া ইহার সার্থ্য গ্রহণ করিবার চেষ্টা করুন । টাউনহল গুলে নববিধানের যে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, তাহাতে বলা হইয়াছে, যে ইহাতে সকল বিধানের সার সংগ্রহ । একথা কি ব্রাহ্মসমাজে নূতন, আর যদি ইহাট নববিধানের ভাব হয়, তাহা হইলে যে ব্যক্তি ঐ ভাব গ্রহণ করিবেন তিনিই বহুগণের মতে বিধানান্ত । কিন্তু মনে কর এক ব্যক্তি প্রাণ মনের সহিত এই মস্তকে গ্রহণ করিয়া থাকেন, কিন্তু শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেনকে অনেক বিষয়ে ভ্রান্ত মনে করেন, এবং হয়ত সম্পূর্ণ বিপর্য্যমী ভাবে, তিনিও কি বহুগণের মতে বিধানবাদী হইবেন ? বহুরা তত্ত্বকৌমুদীর সম্পাদকে কি বিধানের লোক মনে করেন । কখনই না ? কেন ? মিরারের দ্বিতীয় উক্তিই তাহার উত্তর । যাহারা বিধানের আশঙ্ক্য মহাশয়কে ঈশ্বর নির্দিষ্ট ও মধ্য বিন্দু স্বরূপ নেতা মনে করিবেন না তাঁহারা বিধানের লোক হইতে পারেন না । ব্রাহ্মসমাজ যে ঈশ্বরের রূপার বিধান এবং ইহার অপরাপর মন্তোর নাম কেশব বাবু ও যে ঈশ্বর কর্তৃক আহৃত তাহা আমি সন্মান্য করণে বিশ্বাস করি, কিন্তু আমি মিরারের একমাত্র তাহারই উক্তি উপদেশ ও কাথ্য পরম্পরকে বিধান বা প্রকৃত ব্রাহ্মসমাজ মনে করি না ।

ইহা হইতে আরও কতকগুলি মত নির্গত করিয়া প্রকাশ্য ভাবে না হউক অপ্রকাশ্যভাবে ভাবে প্রচার হইয়া থাকে । তাহার একটা উল্লেখ করিতেছি, ঈশ্বরের বিদ্য লইয়া যিনি অবতীর্ণ হইলেন, তাঁহার অমুগত হওয়াই ঈশ্বরের বিধির অমুগত হওয়া ; তাহার উপদেশের অমুগত না হইলে ঈশ্বরের বিধির অমুগত হওয়া হয় না । সুতরাং তাঁহার উপদেশের বিরোধী ব্যক্তিগণ ঈশ্বর বিরোধী । নববিধানদিগের মধ্যে সত্য প্রিয় লোক যদি কেহ থাকেন তাহাকে জিজ্ঞাসা করি নববিধানের অগ্রগণ্য প্রচারকগণ এই ভাবে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যদিগকে ঈশ্বর বিরোধী বলিয়া সর্বদা কটুক্তি করেন কি না ? অন্য পরে কা কথা । কেশব বাবু স্বয়ং তাঁহার উপদেশ বিরোধী ব্যক্তিদিগকে কাকের বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন কি না ? যাহারা এখন নববিধানের নেতার যুগে অন্যান্য ধর্ম বিধানের সমাধার কথা শুনিয়া উদারতা দেখিতেছেন, তাহারা এক এক বানি প্রস্তরে লিখিয়া রাখিবেন যে নববিধান সম্প্রদায় যদি হারী হয়, তবে যুগমান ধর্মের বীজ ময়ূর সহিত মহা-অদের নাম যেমন নিশ্চিত হইয়া আছে, সেইরূপ শ্রীযুক্ত বাবু

কেশবচন্দ্র সেনের নাম নববিধানের বীজ মন্ত্রের সহিত থাকিবে এবং তাঁহার মত বিরোধীগণ পণ্ডিত ও বিদ্বান বলিয়া ঘোষিত হইবে। এই কি উদ্বারতা! দশটী সঙ্গীত ধর্ম সরাইয়া তৎস্থানে আর একটি সংকীর্ণ ধর্ম দণ্ডায়মান করার ফল কি? আমার মনে এই আশঙ্কা বহুস্থল হইয়াছে বলিয়া আমি মনে করি যে আমি কোন্ প্রকারে এই নব বিধান মন্ত্রের সহায়তা করিলে ব্রাহ্মধর্মের শক্তাচরণ করা হইবে।

অপরূপ রূপের কী বিবরে আমি তাঁহাদিগকে পশ্চাবর্তী দেখিতে পাইয়াছি, আমার লুপ্ত সংস্কার রমণীগণ যত শীঘ্র সমাজ মধ্যে তাঁহাদের প্রাণ্য অধিকার লাভ করেন ততই মঙ্গল। নারীগণ স্বাধীনভাবে সমাজ মধ্যে বিচরণ করিবেন এবং সকল প্রকার সমুদ্রস্থানে পুরুষগণের সহায় হইবেন ইত্যাদি পরমেশ্বরের অভিপ্রেত। আমি দেখিতেছি তাঁহারা দিন দিন এ বিবরে পশ্চাবর্তী হইতেছেন। তাঁহারাও সাধারণ লোকের ন্যায় ক্রীড়াতির অধিকার লাভের শত্রু হইয়া দাঁড়াইতেছেন। এমন কি তাঁহারা তাঁহাদের পত্রাদিতে স্বাধীনতা পক্ষপাতীদিগকে অভ্যর্থনা করিতেও কুণ্ঠিত হন না। বিতীয়তঃ তাঁহারা পূর্বে উৎসাহের সহিত ঈশ্বরের সকল সন্তানের সাধারণ মত প্রচার করিয়াছিলেন, এক্ষণে ধর্ম সন্ধে অত্যন্ত গুরু এবং রাজনীতি সন্ধে (Divine right of Kings) ব্রাহ্মদিগের ঈশ্বর দত্ত অধিকারের মত প্রচার করিয়া থাকেন।

সমাজ গঠন প্রণালী সন্ধে ও তাঁহাদের কার্য পূর্ণাপেক্ষা পশ্চাবর্তী হইয়াছে। আদি সমাজে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সহিত যখন তাঁহাদের বিরোধ উপস্থিত হয়, তখন তাঁহারা প্রতিনিধি সভা স্থাপন, নিয়ম তত্ত্ব প্রণালীর প্রতিষ্ঠা প্রভৃতির চেষ্টা করিয়াছিলেন। Struggle after Religious Independence নামক বক্তৃতাতে ধর্মসমাজে প্রত্যেকের স্বাধীনতা ও কার্য করিবার অধিকার, এই মত প্রচার করিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহারা এক্ষণে সে মত পরিত্যাগ করিয়াছেন। এক ব্যক্তিকে সমুদায় সমাজের হস্তা কর্তা করিয়া এক তত্ত্ব প্রণালী অমুসারে কার্য করিতেছেন। ইহাতে যে কতদূর অনিষ্ট ঘটনা হয় তাহা এই সংক্ষিপ্ত প্রস্তাব মধ্যে বর্ণন অসাধ্য।

বিশেষতঃ তাঁহারা যে ভাবে ধর্ম প্রচার করিতেছেন, তাহা আমি ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের ব্যাঘাত জনক মনে করি। পৌত্তলিকতা যে সকল বাহ্য অবলম্বন লইয়া আছে সে দিকে যদি আমাদের অধিক গতি হয়, পৌত্তলিকগণ বৃদ্ধিবেন আমরা এতদিনের পর বুঝিলাম, যে কেবল মাত্র নিরাকার ঈশ্বরকে লইয়া ভক্তি চরিতার্থ হয় না, কোন না কোন প্রকার আকারের অবলম্বন আবশ্যক। আমাদের ব্যবহারে সাকারবাদীদিগের যদি এই সংস্কারের উদয় হয় তাহা হইলে নিরাকার ঈশ্বরের পূজা প্রচার করা হ্রাস হইবে। আমরা আমাদের দৃষ্টান্তে এই দেখাইব, যে শুদ্ধ নিরাকার চৈতন্য স্বরূপ পরমেশ্বরের প্রতি নিরবচ্ছিন্ন আধ্যাত্মিকভাবে একপ ভক্তি করা যায়, বাহ্য কোন অংশেই সাকারবাদীদিগের ভক্তি

অপেক্ষা নান নর। ঈশ্বর অপরাধ মার্জনা করন, সাকারবাদীদিগের ভক্তিকে আদর্শ করাতে অপরাধী হইলাম। আমাদিগের দেখান চাই যে নিরাকার, ও পবিত্র স্বরূপ ঈশ্বরকে পাইলেই প্রকৃত ভক্তির উদয় হয়, এবং সেই ভক্তিতে সাকারবাদীদিগের আদর্শ স্বরূপ হইবে। ব্রাহ্মদিগের ভক্তি দেখিয়া পৌত্তলিকেরা বৃদ্ধিবে জীবন্ত ঈশ্বর ব্যতীত প্রকৃত ভক্তির উদয় হয় না। কিন্তু আমরা যদি আমাদের অজ্ঞানে দেখাই যে আমরা পৌত্তলিকতার আংশিক গন্ধ ব্যতীত নিরাকার ঈশ্বরকে ভক্তি করিয়া উঠিতে পারিতেছি না তাহা হইলে পৌত্তলিকগণ কি আমাদের দৃষ্টান্ত দেখিয়া হাস্য করিবেন না? এই জন্য নববিধানীদিগের প্রচার প্রণালীর উপরে আমার বিশেষ আপত্তি আছে। মনের মত কথা বলিলে লোকাস্থরজন হইতে পারে, কিন্তু লোকাস্থরজন করা আমাদের লক্ষ্য নয়, পবিত্র স্বরূপ ঈশ্বরকে ভারতবর্ষের লোকের মনে উপস্থিত করা আমাদের উদ্দেশ্য।

এই সকল কারণে আমি নববিধানকে ব্রাহ্মধর্মের অপভ্রংশ মনে করি এবং ইহার অনিষ্ট ফল হইতে ব্রাহ্মসমাজকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করা কর্তব্য মনে করি। ঈশ্বর এই কর্তব্য প্রতিপালনের আদেশ করিয়াছিলেন, ইহা যে সম্পূর্ণরূপে প্রতিপালন করিতে পারি নাই সে জন্য পরমেশ্বরের নিকট অপরাধী হইয়াছি। তিনি চিন্তাহীন ব্রাহ্মদিগের দৃষ্টিকে উন্মুক্ত করুন যে তাহারা আপনাদিগের আত্মার ও সমাজের প্রকৃত কল্যাণের পথ দর্শনে লম্ব হইন?

জীবনের আদর্শ।

অদ্য এই মন্দিরে আমরা যতদূর উপাসক সমবেত হইয়াছি, ইহার বাহ্যকে প্রশ্ন করিবে “তোমার জীবনের আদর্শ কি?” তিনিই মুক্তকণ্ঠে বলিবেন “আমি ব্রাহ্ম মতএব ব্রাহ্মই আমার জীবনের এক মাত্র আদর্শ।” সত্য, সত্য এক মাত্র ব্রাহ্মই আমাদের জীবনের চরম আদর্শ। আমি বাহার ইচ্ছায় সৃষ্ট, বাহার জ্ঞান কোশলে জীবিত, বাহার অনন্ত দয়াতে অনন্ত জীবনের অধিকারী, এবং বাহার পবিত্র আনন্দ স্বরূপে ক্ষণমাত্র অবগাহন করিলে আমার স্বর্গরাজ্য লাভ হয়, সেই শিব শুদ্ধ অদ্বৈত ও সাক্ষীগানন্দ পরব্রহ্ম ভিন্ন আমার আর কি আদর্শ হইতে পারে? আমি আর কাহার অমুসরণ করিব, আর কাহার উপরে নির্ভর করিয়া আমার চিত্ত চিবকালের জন্য অভয় প্রাপ্ত ও অক্ষয় সম্পদ লাভ করিয়া কৃতার্থ হইবে? হায়! বাহার প্রমাদ বশতঃ রক্ত মাংস ও অপূর্ণ জ্ঞান বিশিষ্ট মনুষ্য বিশেষকে জ্ঞানবা মনুষ্য রচিত গ্রন্থ বিশেষকে জীবনের আদর্শ বা নেতা বলিয়া প্রণিপাত করে, তাহারা কি হতভাগ্য ব্রাহ্মদিগের অবস্থা কি শোচনীয়! ব্রাহ্ম কি আর তাহার স্রষ্টা সেই অনন্ত অপরাধিত ও অনির্দেশ্য পরমাত্মা ভিন্ন আর কাহারও অমুসরণ করিতে পারেন?

• আমাদের ঢাকাবাসী আনন্দচন্দ্র মিত্র মহাশয় সিরাজগঞ্জ ব্রাহ্মসমাজে নিম্নলিখিত বক্তৃতাটি করিয়াছিলেন।

কিন্তু সামান্য মনুষ্যের পক্ষে সেই অনন্ত মহান পরমাশ্রয় অঙ্গুসরণ করিতে যাওয়া সম্ভব নহে। সহজ নহে বলিতেছি কেন? যদি ইহা স্বাভাবিক না হইত, যদি বিত্তীর্ণ ভূমণ্ডল পরিভ্রমণ করিবার মানসে সন্যাস্ত মুগ শিশুর প্রথম পদ-ক্ষেপের মত, ইহা মনুষ্যের পক্ষে সম্ভাব্য সিদ্ধ না হইত, তাহা হইলে একরূপ কথা যুবে আনিতেও গুরুতর স্পর্ধা প্রকাশ পাইত। কোথায় সেই দেবাদিদেব পরব্রহ্ম, আর কোথায় ভূমি কীটম্য কীট মনুষ্য, ভূমি কিরূপে তাহার পশ্চাৎগমন করিবে! কিন্তু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রসবণ সকল যেমন প্রকৃতি বশতঃই মহা সমুদ্রের দিকে ধাবিত হয়। মানবাত্মা যখন কুলিকা ও কুমুদ্যাসের বণ না থাকে, তখন সেইরূপ প্রকৃতি বশতঃই পরব্রহ্মের অঙ্গুগমন করে। মানব জন্মে বিধাতার এই এক অভিনব অঙ্গুশাসন কার্য্য করিতেছে।

অনন্ত উন্নতিশীল মানবজীবন ক্রমে ক্রমে তাহার অনন্ত আশ্রয়ের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। এই পথ একদিকে যেমন সহজ, আর একদিকে সেইরূপ দুঃসহ। মনুষ্য প্রকৃতি নিরন্তর এই পথেরই অনুযাত্রী। কিন্তু মনুষ্যের স্বাধীন ইচ্ছা ও দুর্বলতা ইহাকে দুঃসহ করিয়া তোলে। এই পথের যাত্রীদিগের অর্থাৎ ধর্ম্মার্থী অথবা ত্রাণদিগের অন্য অধ্যায় রাজ্যে এবং অল্প ভগতে কতকগুলি উপদেশও দৃষ্টান্ত বিদ্যমান রহিয়াছে। বে সকল চিত্তশীল মনুষ্য এই পথে অগ্রসর হইয়াছেন, তাহারাই এই সকল অধ্যাত্তব আবিষ্কার করিয়াছেন, এই সকল দৃষ্টান্তও তাহারাই গ্রহণ করিতে পারেন। অন্য আপনাদিগকে ঐরূপ কয়েকটি কথাই বলি।

এই পৃথিবী অসংখ্য জীব জন্তু দ্বারা পরিপূর্ণ। সেই সকল জীবের প্রত্যেক শ্রেণীর প্রকৃতি ও কাৰ্য্যপ্রণালী পর্য্যবেক্ষণ করিলে বড়ই বিচিত্রতা দেখিতে পাই। এই বিচিত্রতা একদিকে যেমন নিরন্তর আনন্দ জনক, অপর দিকে ত্রেনই অমূল্য উপদেশ প্রদান করে। অব্যাস্তভাবে চক্ষু অধরাজিত হইলে দেখিতে পাই, যেন মানবাত্মার, শিক্ষার জন্যই বিধাতা উহাদিগকে নিয়োজিত করিয়াছেন।

আমরা যদি কীট ও পতঙ্গ এই উভয় জাতীর প্রাণীর জীবনের কাৰ্য্য প্রণালী পর্য্যবেক্ষণ করি, তবে স্থূল দৃষ্টিতে আমাদিগের বোধ হয়, যেন কীটেরা অত্যন্ত সংকীর্ণমনা, গণনা পরতন্ত্র ও সংসারাসক্ত। উহারা ভূতলে একটী গর্ত খনন করিয়া অবস্থিত করে, তাহাতেই মল মূত্র পরিত্যাগ করে, তাহাতেই সন্তানাদি উৎপাদন করে, এবং অহোরাত্র আহারীয় সংগ্রহ করিয়া তাহা পূর্ব্বকরে এবং প্রহরীর কার্য্যে নিযুক্ত রহে। উহাদিগের যেন স্বর্জি নাই, আহা-রের সংগ্রহ ভিন্ন কাৰ্য্য নাই। বাস্তবিক, উহাদিগের একরূপ অবস্থা এই। আনন্দ স্বরূপ পরব্রহ্মের সৃষ্টির মধ্যে জীব নিয়ানন্দে জীবন যাপন করিতেছে ইহা কি সম্ভব? ব্রহ্মের সৃষ্টিতে ক্ষুদ্র কি বৃহৎ প্রাণী মাত্রেই হর্ষ বিধাদের পরিম্পূর্ণ আছে। তবে আমি যাহা বলিতেছি তাহা কল্পনা মাত্র। স্থূল দৃষ্টিতে আমরা উহাদিগের এইরূপ অবস্থাই দেখিতে পাই।

আবার পতঙ্গ জাতির দৃষ্টিপাত কর, দেখাযে উহারা যেন ঘোর বিলাসী অস্তির প্রতিজ্ঞ ও সর্লদাই আদোষে উন্নত। উহারা কোণায় উৎপন্ন হইয়াছে তাহাই জানে না, উহাদিগের কোন স্থিরতর আশা নাই, প্রভাতে কি মধ্যাহ্নে সকল সময়েই, গ্রীষ্ম কি শর্দী সকল ঋতুতেই উহারা বর্ণেচ্ছ উড়িয়া বেড়াইতেছে। কোন প্রকার গণনা নাই, জীবনের কোন দায়িত্ব নাই। প্রাতঃসূর্য্যের মুহূ ক্রিয়ণে যখন কঙ্ক-রীক্ষ রমণীয় বেশ ধারণ করে, তখন উচ্চাত্মা-বিস্তৃত হয়, আবার অস্তির প্রতিজ্ঞের মত একবার এখানে একবার ওখানে কখনও বা স্থপাতিলাসী বিলাসীর মত এক পুষ্প, হইতে পুষ্পান্তরে পরিভ্রমণ করে। এই দেখিতে দেখিতে পতঙ্গ তোনার সমুখস্থ নিখিল আকাশে জীড়া করিতেছে, আর পর মুহূর্ত্তেই কোথায় চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু নিশ্চয় জানিও পতঙ্গ কিন্তু লক্ষ্য করিয়া যায় নাই, 'সমুখে স্থবদ' বাহা পাইবে তাহাই আশ্রয় করিবে।

সংসারেও আবার দুই শ্রেণীর লোক দেখিতে পাই। উহার কতকগুলি কীট প্রকৃতি, আর কতকগুলি পতঙ্গ বৃত্তি। কতকগুলি লোক কীটদিগের গর্ত্ত খননের মত বিবহাদি করিয়া, সন্তান সন্ততিতে পরিবৃত্ত হইয়া একটা সংসার রচনা করে, তদ্ব্যপোই অবস্থিতি করে, তদ্বিন্ন কিছু জানে না, এবং সর্লদা তচ্চিন্তাতেই নিমগ্ন থাকে। সমাজ অধঃপাতে বাড়ুক তাহাতে তাহার ক্ষতি বৃদ্ধি নাই, তাহার গুণে কন্যা ভাল থাকিলেই হইল; প্রতিবেশীর সর্লদা হউক ক্ষতি নাই, তাহার বনোপার্জনে ক্রটি না হইলেই হইল। কেন না সে কীট প্রকৃতি, কীটের মত সংকীর্ণমনা, কীটের মত গণনা পরতন্ত্র। অর্থাৎ তাহার অভীষ্ট দেখতা, এবং "আমি আমার" ইহাই তাহার ইষ্ট মত। হায়, আমাদিগের প্রতিবেশীদিগের মধ্যে কত হৃৎভাগ্য এইরূপে হৃৎবে জীবন যাপন করিতেছে, কুপবাসী ভেদ যেমন বিত্তীর্ণ ভূমণ্ডলে পরিভ্রমণ করিবার ও অনন্ত আকাশ পর্য্যবেক্ষণ করিবার কি আনন্দ তাহা স্বপ্নেও জানে না, উহাদিগেরও অবস্থা সেইরূপ।

কতকগুলি লোক আবার ঠিক পতঙ্গ বৃত্তি বিশিষ্ট। পতঙ্গের মত অস্তির, মনের দৃঢ়তা নাই, চরিত্রে বশ নাই, আপনাত্ত্বেরকে আপনি শাসন করিতে জানে না। যাহা অভিকৃতি তাহাই করে, যাহাতে তৃপ্তি জন্মিবে তাহারই অন্বেষণ করে, জীবনের দায়িত্ব নাই, কর্তব্য জ্ঞান অন্তর হইতে বিদায় দিয়া, কেবল কোথায় স্থব কোথায় স্থব বলিয়া ইহারা উহার পশ্চাৎগমন করে। উহারা গুরুজনকে অপরিচিতবৎ অশ্রদ্ধা করে, পণ্ডিগের ন্যায় বয়ঃপ্রাপ্ত সন্তানদিগকে অবহেলা করে, দাম্পত্য প্রেমের পবিত্রতা রক্ষা করিতে পারে না, সামাজিক দায়িত্বের, মগ্যাদা কি তাহা অশুভব করিতে পারে না, দিবারাত্রি যৌবনে বার্ষিক্যে কেবল ইন্দ্রিয় সেবার আত্ম সমর্পণ করিয়া, আপনাদিগকে অপদার্থ করিয়া তোলে। যাহা কিছু হৃদয়-তাহাই অতি লাভ করে, ধর্ম্মার্থ্য কচি কুর্কচির বিচার করে না, যাহা কিছু সুজ্ঞান তাহার দিকেই ধাবিত হয়, স্নীলতা অস্নীলতা ও

পাড়াপাড়া বিবেচনা করিতে অবসর পায় না। বাহা কিছু সুখ বলিয়া করনা করে, তাহাতেই আত্ম সমর্পণ করে, এবং এইরূপ করতরু ভ্রমে বিব বৃক্ষকে আলিঙ্গন করিয়া, বিপদগ্রস্ত হয়। হায় এই মুহূর্ত্তেই কত কত হতভাগা এই নগরে নানা প্রকারে বিভ্রান্ত হইতেছে। আমি এই শ্রেণীর লোকদিগকে পতঙ্গবৃত্তি বলি।

কীট প্রকৃতি এবং পতঙ্গবৃত্তি এই উভয়বিধ লোকেই ব্রাহ্মের নিকট নিম্নতম। তানুক ব্রাহ্ম বিহঙ্গ জীবনে অনেক সৌন্দর্য্য দেখিতে পান এই বিহঙ্গদিগকে অনুকরণ করিয়া। তিনি অনেক সময়ে উন্নত ও সুখী হইতে পারেন। বিহঙ্গ ভাতীর কাব্যকলাপ পর্ষ্যবেক্ষণ করিলে আমরা দেখিতে পাঠ, উহার যেমন কার্যশীল তেমনই নির্লিপ্ত। রক্তনী প্রভাত হইবামাত্র বিহঙ্গ জাগ্রত হইয়া কুলার পরিত্যাগ করে। একবার শাখার বসিয়া মুদ্রিত নেত্রে বটিকণ্ঠার গুণগান করে, তৎপরে আহারাবেশে বহির্গত হয়। উদর পূর্ণ হইলে, আবার নিবিড় পল্লব তলে বসিয়া বিশ্রাম অথবা সন্ধ্যা করে। আর যখন পৃথিবীর জব্য সামগ্রীতে বৃক্ষ লতা ফল ফুলে তাহার তৃপ্তি না হয়, তখন ক্ষুদ্র বিহঙ্গ অনন্ত আকাশের বক্ষে সন্মরণ করিতে থাকে, এবং অপার ক্ষুধা লাভ করিয়া, অদৃশ্য স্থান হইতে আনন্দধ্বনি করতঃ মাছুষের কণে মধুবর্ণ করে, মাছুষের হৃদয়ে আশা ও শান্তির উদ্রেক করে। যদি বিহঙ্গভাষা বুঝিতে পারিতাম, তাহা হইলে প্রাণের নিভৃত গৃহ হইতে গগন বিহারী বিহঙ্গ কি বলে বলিতে পারিতাম, কিন্তু এক্রূপ বিহঙ্গ রবে অনেক সময়ে অন্তরে অনন্ত পূর্ণত্ব অনন্ত আশার উদ্রেক হইয়া চিত্তে ঘোর বিহ্বলতা ভাঙিয়াছে। বিহঙ্গ তাহার ভবিষ্যতের আহার সংগ্রহ করে না বলিয়া কেহ মনে করিও না উহার কর্তব্য জ্ঞান ও পরিণাম দৃষ্টি নাই। যখন ডিঙ্ক প্রসবের সময় নিকটবর্ত্তী হয়, তখন কে না দেখিয়াছে পাখী কত যত্নে তৃণাদি আহরণ করিয়া, কুলার নির্মাণ করে, কত যত্নে অনাহারে থাকিয়াও ডিঙ্ক তাপ দান করে, এবং সন্তান প্রসূত হইলেই না কত যত্নে তাহার আহারাদি সংগ্রহ করিয়া তাহাকে লালন পালন করে। বিহঙ্গ কার্যশীল, কিন্তু কেবল “আমি আমার” লইয়া ব্যগ্র নয়। কেবল আপনায় উপর পূর্ত্তি হইলে অথবা সন্তানের লালন পালন হইলেই বিহঙ্গের কার্যের সমাপ্তি হয় না। পক্ষী জাতির সমাজ-বন্ধন অতি চমৎকার। পক্ষীরা দলবদ্ধ হইয়া বাস করে এবং একে অন্যের সচরিত্র করে। যখন কোন চুবিনীত বালক বৃক্ষে আরোহণ করিয়া কুলার হইতে শাবক অপহরণ করিলে মায়, তখন আত্মপর বিমুদ্র হইয়া কাননবাসী সমস্ত বিহঙ্গ তাহাকে আক্রমণ করে। যখন কোন বিহঙ্গ বিপদগ্রস্ত বা হত হয়, তখনই তজ্জাতীরেরা প্রতিদিনে সচেতন হয় অথবা আত্মপরে কলোচন করিয়া শোক প্রকাশ করে। এই সকল দেখিয়া অনেক সময় আমার চক্ষু জলাভিজ্ঞ হইয়াছে এবং অনেক সময় আমি স্বার্থপর মনুষ্য সমাজকে খিজির করিয়াছি।

হে ব্রাহ্ম, কীটের মত সাংসারিক হইও না, পতঙ্গের মত বিলাসী হইও না, বিহঙ্গের মায় কার্যশীল কর্তব্য পরায়ণ অথচ নির্লিপ্ত ও সুখী হও। হায়, আমরা যদি প্রভৃষে যাত্নোৎসাহ করিয়া পরব্রহ্মের স্মরণ মনন ও গুণগান করিয়া সাংসারিক কার্যে নিযুক্ত হইতে পারিতাম, আমরা যদি পিতা মাতা ও পুত্র কলত্রাদির সমুচিত গুণ্য করিতে পারিতাম, এবং আমরা যদি কেবল তাহাতেই তৃপ্ত না থাকিয়া সমাজের সুখ দুঃখও অনুভব করিতে পারিতাম, আমরা যদি সমুচিত পরিশ্রম করিয়া বিশ্রাম সুখ লাভ করিতে পারিতাম, আর যখন বিষয় কাণ্ড ভাল না লাগিল, পার্থিব কিছুতেই তৃপ্ত না হইত, আমরা যদি তখন অনন্ত অধ্যাত্ম রাসো উড়িয়া যাইয়া অদৃশ্য হইতে পারিতাম এবং নব নব ভাবে বিমোহিত হইয়া ক্ষুধা ও নব জীবন লাভ করতঃ আনন্দধ্বনি করিতে পারিতাম এবং তাহার প্রতিফলিতে জগত পবিত্র করিতে পারিতাম। হায়, আমরা কি ইহা পারিব। হে আত্মন, নিরাশ হইও না; যখন ব্রাহ্ম সমাজের আশ্রয় লইয়াছ, তখন নিশ্চয়ই পারিবে। হে ব্রাহ্ম আশ্রয় হও, আজি যদি না হইয়া থাকে একদিন তোমার জীবন ধন্য হইবে। ক্রমশঃ।

২২৩ খ্রীঃ পূঃ

৩রা ফাল্গুন রবিবারের সঙ্গত সভার কার্যাবিষয়।

কি উপায়ে সকলে সস্তাবে মিলিত হইয়া ধর্ম্ম্যালোচনাদি দ্বারা শান্তি ও সুখে কালাতিপাত করা যাউতে পারে? কি উপায়েই বা আমাদের এই নিকংসাত পূর্ণ মৃত ভাবাপন্ন জীবনে সজীবতা, ধর্ম্মোৎসাহ, ভক্তি ও উগ্রমের সঞ্চার হইতে পারে? প্রথমে এই সকল প্রশ্ন সম্বন্ধে কিছু কাল আলোচনা হইল। আলোচনা দ্বারা স্পষ্টই বুঝা গেল যে, এক দিকে যেমন নির্জন উপাসনা ও সদহুষ্ঠানাদি দ্বারা জীবনে ধর্ম্মভাব অর্জন করিতে হইবে, অপর দিকে সেইরূপ সকলে মিলিত হইয়া উপাসনা, ধর্ম্ম্যালোচনা ও সেই আলোচনার ফল জীবনে পরিণত করিতে চেষ্টা করা বিপদ, এবং ইহাতেই আমরা প্রকৃতপক্ষে হৃদয়ে হৃদয়ে বদ্ধ হইয়া সংপ্রসঙ্গে শান্তি ও সুখে কালাতিপাত করিতে পারিব। আর ইহাতেই আমাদের এই গুরু জন্মে, সজীবতা, উৎসাহ, প্রেম, ভক্তি ও সত্যের প্রবল প্রাবল উপস্থিত হইয়া জীবন স্রোতকে অন্য দিকে ফিরাইতে সমর্থ হইবে। সকলে কাতর হৃদয়ে সম্মিলিত হয়ে প্রার্থনা কর, প্রার্থনার রব স্বর্গে উথিত হউক। এতগুলি দীন দুঃখী সন্তানের রোদনে সেই দয়াময় অশ্বশাই প্রেম ও শান্তি সুখাবরণ করিয়া আমাদের সকলকে আশার ফল প্রদান করিবেন। এই সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় একান্ত উপায়ময় নাই।

তৎপরে আত্মগুহির প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ পাঠ হইলে, উক্ত বিষয়ের আলোচনা আরম্ভ হইল। প্রায় বিংশতি সংখ্যক সভা এই আলোচনার বোধ্য দান করিয়াছিলেন। প্রত্যেককেই আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে স্ব স্ব অভিজ্ঞতার বাক্য করিতে অনুরোধ করা হইল। তদনুসারে নব

জন সভা নিজ নিজ মত প্রকাশ করিলেন। অবশিষ্টেরা উহা-
তেই পরিতৃপ্ত হইয়া আর বলিতে ইচ্ছা করিলেন না। প্রকাশিত
অভিপ্রায় সমূহের সার মর্ম নিয়ে ক্রমাগত লিখিত হইল।

প্রথম—আমাদের চিন্তা ও কার্যকারিণী ইচ্ছা অতিশয়
মলিন ও অপবিত্র। এই দুইটী যত দিন না পবিত্র ও নিরর্থক
হইবে, ততদিন আমাদের আশুভাগ্যের সম্ভাবনা কোথায়।
নিরর্থক উৎস হইতে কখনও মলিন জলধারা নির্গত হয় না।
পঙ্কিল ও অপরিষ্কৃত করনার জলই, পুতিগন্ধময় অতএব
আমাদের চিন্তা ও কার্যকারিণী ইচ্ছার এই হীনভাব দেখিয়া
আম্মার অন্তঃকর্তব্য স্পষ্টই অনুভব করিতে সমর্থ হইতেছি।
আবার এই চূষকের পরিশুদ্ধতার সহিত আম্মার পরিশুদ্ধতা
নির্ভর করে। সুতরাং একত্বভয়ের পবিত্রতা সাধন প্রয়ো-
জনীয়। সদা লোচনা, সংগ্রহ পাঠ, প্রার্থনা ও উপাসনা
দ্বারা পীয়ে ধীরে চিন্তার স্রোত পরিশুদ্ধ ভাবের দিকে
কিরিতে থাকে। অপর দিকে যত্নপূর্বক ঐ সকলের
বিশদীকৃত বিষয়গুলি পরিবর্তন দ্বারা কুচিন্তা হইতে মন
ক্রমেই নিবৃত্তি লাভ করে। চিন্তা স্রোতঃ পবিত্র করার
ইহাই সুপন্থা। চিন্তার সহিত কার্যকারিণী ইচ্ছার
ও পরিবর্তন হয় সুতরাং ঐ সকল তৎপক্ষেও অমুকূল।
ইহা ছাড়া দৈনিক জীবনে কিছু কিছু কাজ এমন ভাবে
করা উচিত যাহার ফল পরমেশ্বরের হাতে, যাহার সম্পাদন
র্তাহারই শুভ ইচ্ছার সম্পূর্ণ অধীন, কার্যকারক কেবল
র্তাহার চালিত যন্ত্র স্বরূপ। তাহা হইলেই সার্থ, অকিঞ্চিৎকর
সুখাভিলাষ আমাদের কার্যকারী ইচ্ছাকে ক্রমে ক্রমে
পরিভাগ্য করিতে থাকে। এবং যথা সময়ে অভ্যাগের
বুদ্ধির সহিত ঐ পবিত্র কাগাই ভাল বোধ হইতে থাকে ও
এইরূপে সমস্ত কার্য কারিণী ইচ্ছা পবিত্র হইয়া যায়।
যখন চিন্তাও ইচ্ছা সর্বদা দিগ্‌দর্শন শলাকার ন্যায় স্বর্গীয়
প্রভুর ইচ্ছারদিকে অবস্থিতি করে, তখনই আম্মা পরিশুদ্ধ
ও পবিত্র হয়।

দ্বিতীয় বহির্জগতের শুদ্ধির সহিত অন্তর্জগতের পরি-
শুদ্ধির অতি নিকট সম্বন্ধ। কারণ চিন্তা সচরাচর বাহ্য বিষয়ে
ব্যাপ্ত থাকে। চিন্তার বিষয় যত পবিত্র হয় চিন্তাও ততই
পবিত্রতা লাভ করে। অতএব বহির্জগতকে পরিশুদ্ধ
বলিয়া বোধ থাকিলে চিন্তার ও চিন্তার আশায় মনের পবি-
ত্রতা বৃদ্ধি অবশ্য সম্ভাব্য। এজন্য বহির্জগতের সংস্কার
গুরু করণ জন্য উপায়াবলম্বন প্রয়োজনীয়। কেহ কেহ
বিষয় জালের হাত হইতে মুক্ত থাকিতে নানা সঙ্কেত ব্যবহার
করিয়া থাকেন। যথা—(১) কার্য স্থানের কাগজাদির মধ্যে
ধর্ম পুস্তক স্থাপন করা। তাহাতে কার্য করিতে করিতে
যখনই উহার দিকে দৃষ্টিপাত হয়, সেই দৃষ্টি সঙ্গে সঙ্গে
ঈশ্বর ও ধর্মকে স্মরণ হয়। ইহাতে ঘোর বিষয় জালে
গতন হইতে উদ্ধারের পক্ষে সাহায্য হয়। কেহ কেহ
ঘেওলালে একটি চক্ষু অঁকিয়া রাখেন। তাহাতে সর্বদাই
মনে থাকে যে আর কেহ এখন এখানে না থাকিলেও একটি
চক্ষু আমার দিকে তাকাইয়া আছে।

তৃতীয়—সাধু সংসর্গ কর, একত্র উপাসনা ও ধর্মালোচনা
কর—কিন্তু সতর্ক হও, যেন আত্মব্রতের সকল বার্ষ করিয়া
না ফেলে।

আত্মচিন্তাই আম্ম দর্শনের একমাত্র চক্ষু। অতএব এই
চক্ষুর উন্মেষ জন্য নির্জ্ঞানের আশ্রয় গ্রহণ নিতান্ত আবশ্যক।
দিনান্তে নির্জ্ঞান বসিয়া একবার দৈনিক কার্য গুলি চিন্তা
কর, জীবনের প্রকৃত লক্ষ্যের দিকে আজ করণ অগ্রসর
হইলাম, তাহা ভাবা এবং আগামী কল্যাণের জীবন ব্যাপন
জন্য প্রার্থনা করা বিধেয়। ইহাতে আম্ম দর্শন ও আম্ম
শুদ্ধির পথ ক্রমেই পরিশুদ্ধ হইতে থাকে।

যদি কিছুতে যোগ দাও, শিক্ষা লাভ ভিন্ন যেন অন্য
কোন মনের অভিসন্ধি না থাকে। কারণ কেহই শিখিতে
ছাড়া শিখাইতে আগমন কর নাই। শিক্ষা প্রাপ্তি মানবের
অনন্ত জীবনের উদ্দেশ্য। যদি কেহ শিক্ষা দাতা থাকেন,
তিনি ঈশ্বর ভিন্ন আর কেহই নহে। শিক্ষার উপকরণ এই
অজড় সমস্ত বস্তু ব্যাপার।

আলমাই পাপের আকর। সদা কার্যতৎপার ব্যক্তির
আত্মার উন্নতির গতি অধিক দ্রুত না হইলেও পাপের পথে
গতি বদ্ধ হয়। পাপ চিন্তাকে কার্য চিন্তা সর্বদাই পরাভূত
ও পরাহত করে।

৪র্থ—অগ্রে আম্ম জ্ঞান তৎপরে আম্মা সধকীর অন্য
কথা। যে আপনাকে চিনে না, সে আপনার শুদ্ধতা বা
অশুদ্ধতার বিষয় কিরূপে ধারণা করিবে? আম্ম চিন্তাই
এই আম্ম জ্ঞানের দ্বার। কিন্তু চিন্তা যতদিন চঞ্চল থাকিবে
ততদিন কি আম্মচিন্তা কি ঈশ্বর চিন্তা কিছুই স্থচাকরূপে
সম্পন্ন হইতে পারে না। চিন্তার চাঁকলা বা চিন্তাশীলতার
অভাব দূরীকরণার্থ সচ্চিন্তাশীল সাধু সংসর্গ একটি সুন্দর
উপায়। চূষকের সহিত সামান্য লোহার সংযোগ হইলে
যেমন তাহাও চূষকত্ব প্রাপ্ত হয় সেইরূপ সাধু আম্মার সহিত
সংযোগে অসাধু আম্মা ও সাত্বধু লাভ করে। এইজন্য পূর্ণ
পবিত্র ঈশ্বর সহবাসে মানুষ সহসা স্বর্গের ভাব ধারণ করে।
আর এইজন্যই একমাত্র সরল পবিত্র উপাসনা আম্মারতির
পক্ষে সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়। এইরূপে আম্ম জ্ঞান লাভ হইলে
আম্ম শুদ্ধির দিকে দৃষ্টি আপনিই আকৃষ্ট হইবে। রোগী
আপনার রোগ আছে বুঝিতে পারিলেই ঔষধ সেবন জন্য
ব্যস্ত হয়।

পঞ্চম—অগ্রে আম্মার মূলে প্রবেশ প্রয়োজনীয়। আম্মা-
দের আম্মার মূল অতি অপবিত্র। বাহিরে দেখিয়া মানুষ
আম্মাদিগকে সুস্থ ও সবল বলিয়া প্রশংসা করিতে পারে,
কিন্তু ভিতরে যদি বাস্তবিক ভয়ানক রোগ থাকে, তবে ঐ
প্রশংসার মূল্য অতি অকিঞ্চিৎকর। পাপই আমাদের ভিত-
রের গুরু ও ভয়ানক রোগ। পাপ দ্বিবিধ—(১) অভ্যস্ত
পাপ (২) নৈমিত্তিক পাপ। কতকগুলি পাপ বাল্যকাল
হইতে আমাদের আম্মার ভূমিতে মূণবদ্ধ করিয়াছে। ইহা
উঠান এখন সুকঠিন ব্যাপার। দুইটী ধাতুপিণ্ড জোড়া
লাগিলে তাহা বিচ্ছিন্ন করিতে প্রথম অগ্নির উত্তাপ চাই,

আত্মা হইতে এই পাপের যোগ অন্তর্হিত করিতে হইলে, কঠোর অনুতাপি চাই। অনুতাপের পর ঈশ্বরকে ধরিয়া পড়িতে হইবে, তাঁহার নিকট হত্যা দিতে হইবে। তখন তাঁহার কৃপার বৃষ্টি বর্ষিত হইবে।

আর কতকগুলি পাপ আকস্মিক ঘটনা হইতে উৎপন্ন হয়। ইহারই নাম পরীক্ষা। পরীক্ষাকে সর্বদা ভয় করা বিধেয়, গর্ব করিয়া তাহার সম্মুখে উপস্থিত হওয়া মুক্ততা। মানব জীবনের অবস্থা বিবিধ। একটা সাধনের, অপরাধী সিদ্ধ। সাধনের অবস্থায় সিদ্ধাবস্থার ফল ভোগ করিতে বাস্তব হইলেই মহৎ অর্নিষ্ট সংঘটিত হয়। এই জন্য অনুকূল অবস্থাকে কখনও অতিক্রম করিবে না। ঋতিকাতে যেমন বাহিরের বায়ু পরিষ্কৃত হয়, প্রার্থনাও নিভবের ঋতিকাতে তেমন আত্মার বায়ু পরিষ্কৃত হয়। এই জন্য আত্মা শুদ্ধির নিমিত্ত সততার প্রার্থনা, একোপাসনা, আত্মোৎসর্গ চাই। নচেৎ এই পাপ মনের অপবিত্রতা কি সহজে দূর হইবে।

৬ষ্ঠ।—বিবাসহ বস্ত্রের আরম্ভ, বিবাসহ বস্ত্রের শেষ।

পাপে বিশ্বাস চাই। আমাদের পাপে বিশ্বাস নাই। পাপে বিশ্বাস থাকিলে কি এত পাপ ভাবে ভারাক্রান্ত হইয়াও নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতাম? সামান্য রোগ আত্মা তুলিলে তৃপ্তি হই, আর এত পাপ তথাপি নির্ভর। এ দুর্গতি কেবল পাপে অবিশ্বাস হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। একাদশ পাপে বিশ্বাস অপরাধকে পূর্ণ পবিত্র পরমেশ্বরের বিদ্যমানতার বিশ্বাস, এই উভয় প্রকার বিশ্বাস দ্বারা আত্মতত্ত্ব নমুংপন্ন হয়।

৭ মন্ত্র—আত্মা বিশ্বাস হেতু অনেক সময়েই পাপে লিপ্ত হই এইরূপ লক্ষ্যের আনন্দপ্রায় পাপ পথে গমনের সহায়তা করে। এই জন্য আপনাতত্ত্ব জীবনের লক্ষ্যের প্রতি সর্বদা দৃঢ় রাখা আবশ্যিক। আত্মচিন্তা বারা পাপে বিশ্বাস উৎপন্ন হয়।

৮ অষ্টম—পরকালে জগৎ বিশ্বাস থাকিলে মানুষ পাপে লিপ্ত হইতে সঙ্কুচিত না হইয় পাপে নার। রোগ যন্ত্রণার ভয় বাহার মনে আছে, বাহার জীবনের আশা আছে, সে রোগে কুপণ্য করে না। যে এ জীবনের পরেও বাসিতে আশা করে এবং শাস্তিও মুখ চায়, সে কি কখনও পাপ করিতে পারে? পরমেশ্বর ও পরকালে গভীর বিশ্বাসীর আত্মা আপনা হইতেই পরিশুদ্ধির অনুপ্রাণণ করে।

৯ নবম—আহার করিলেই হয় না, পরিপাক চাই। আলোচনা করিলেই হয় না, আলোচনার ফল জীবনে পরিণত করা চাই। নচেৎ শুধু আলোচনার কোনই লাভ নাই।

অতঃপর আগামী বারের আলোচ্য বিষয় “আত্মশুদ্ধি” নির্ধারিত হয় এবং এতৎ সম্বন্ধে বর্তমান ও ভূতপূর্ব সাধু পুরুষদ্বয়ের মত সংগ্রহের ভার শ্রীযুক্ত বাবু, উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের উপর অর্পণ করিয়া সভা ভঙ্গ হইল।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষ সভার চতুর্থ

ত্রৈমাসিক অধিবেশন।

উপস্থিত—বাবু শিবচন্দ্র দেব—সভাপতি।

বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত, যদুনাথ চক্রবর্তী, আনন্দমোহন বসু, মোহিনীমোহন বসু, শিবনাথ শাস্ত্রী, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী,

ভুবনমোহন দাস, ভগবানচন্দ্র বসু, প্রসন্নকুমার রায়, সত্যপ্রিয় দেব, কালীপ্রসন্ন দত্ত, কৃষ্ণকুমার মিত্র, স্বর্গাকুমাচরণীপাধ্যায় দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী, তারাকিশোর চৌধুরী, কালীশঙ্কর হিঙ্গুল, হর্গামোহন দাস, সুনন্দরীমোহন দাস, শুকচরণ মহলা-নবিশ, রামকুমার বিদ্যারত্ন, প্রসন্নকুমার চৌধুরী, ত্রৈলোক্য-চক্রবর্তী, কালীনারায়ণ রায়, শ্রীমতী স্বর্ণপ্রভা বসু, বাবু ফণীশ্রীমোহন বসু।

সংক্ষিপ্ত প্রার্থনাস্তর সভার কায্যারম্ভ হইলে গত সভার কায্যবিবরণ পঠিত হইল।

বাবু আনন্দমোহন বসু প্রস্তাব করিলেন ও বাবু ভুবন-মোহন দাস পোষকতা করিলেন, যে পঠিত কায্যবিবরণ গৃহীত হয়। প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে দাখ্য হইল।

তদনন্তর কাগ্যনির্বাহক সভার কায্যবিবরণ পঠিত হইলে বাবু ভুবনমোহন দাস প্রস্তাব করিলেন ও বাবু যদুনাথ চক্রবর্তী পোষকতা করিলেন যে, পঠিত কায্যবিবরণ এবং আডিটেড হিসাব গৃহীত হয়।

বাবু দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী জিজ্ঞাসা করিলেন যে, কি প্রকার তত্ত্বসম্মানের পর প্রচার সভা মনোনীত প্রচারার্থী নিরীক্ষিত করিয়াছেন। এই প্রশ্নের উত্তর দিতে সভা প্রস্তুত না থাকার দরুন প্রশ্নের প্রদত্ত হইল না।

দেবী বাবু আও জিজ্ঞাসা করিলেন যে, গত চয় মাসের হিসাব আডিটেড হইয়াছে কি না। সম্পাদক জানাইলেন যে হইয়াছিল।

তদনন্তর বাবু কালীপ্রসন্ন দত্ত প্রস্তাব করিলেন ও বাবু দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী পোষকতা করিলেন যে, সাধারণ সভার সহিত হিতসাদিনী সভার সম্বন্ধ রাখা আবশ্যিক নহে এবং কাগ্যনির্বাহক সভাকে অনুপ্রাণিত করা হয় যে, তাহারা উক্ত সভা উঠাইয়া দেন। কিন্তু কাগ্যনির্বাহক সভা না হওয়াতে প্রস্তাব গ্রাহ্য হইল না।

দেবী বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন যে, প্রচারার্থী দিগের মধ্যে কাহাকেও কিছু অর্থ সাহায্য করা হয় কি না? সম্পাদক—বলিলেন কনক বাবুকে মাসিক ১০ দেওয়া হয়।

তৎপরে দেবী বাবু প্রস্তাব করিতে উদ্যত হইলেন যে প্রচারার্থীদিগের বিষয় পুনরায় বিবেচনা করিতে প্রচার কমিটিকে অনুপ্রাণিত করা হউক কিন্তু সহকারী সম্পাদক মহাশয় দেবী বাবুকে স্বরণ কবাইয়া দিলেন যে কাগ্য নিরীক্ষক সভাই এই বিষয় সম্বন্ধে প্রচার কমিটিকে অনুপ্রাণিত করিয়াছেন; এই কথা শুনিয়া দেবী বাবু প্রস্তাব তুলিয়া লইলেন।

তদনন্তর দেবী বাবু সভার জ্ঞাপনাথ বলিলেন যে, প্রস্তাবিত ব্রাহ্মশিক্ষা বোর্ডিং জুলা ২০ জন হইতে কম সংখ্যক বালক বালিকা লইয়া আরম্ভ করিলে ভাল হয়। একদ্বিময়ে দেবী বাবুকে অনুপ্রাণিত করা হইল যে, তাহার অভিপ্রায় তিনি ব্রাহ্মশিক্ষা সভাকে জ্ঞাপন করেন।

বাবু দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী আরও জিজ্ঞাসা করিলেন যে, মন্দির নিৰ্ম্মাণের জন্য যে টাকা ধার করা হইয়াছে, তাহার সুদ এ পর্যন্ত কত দেওয়া হইয়াছে?

ধন্যধাক্ষ উত্তর করিলে—১৮০ টাকা দেওয়া হইয়াছে।

এই সকল প্রশ্নের পর কাগ্যনির্বাহক সভার রিপোর্ট সর্ব সম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

তদনন্তর দেবী বাবু প্রস্তাব করিলেন যে, সম্পাদক মহাশয় শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের চিঠি গত সভাতে উপস্থিত করিবেন, প্রতিশ্রুত হইয়াও প্রতিজ্ঞাপালন করেন নাই তজ্জন্য সভা হুঃ প্রকাশ করিতেছেন।

বাবু তারাকিশোর চৌধুরী এই প্রস্তাবের পোষকতা করেন। কিন্তু তর্কবিতর্কের পর তারাকিশোর বাবু তাহার অনুমোদন প্রত্যাহার করিতে, পোষকভাবে দেবী বাবুর প্রস্তাব সভার বিচার্য্যেই হইতে পারিল না। দেবী বাবু তদনন্তর তাহার বিজ্ঞাপিত প্রস্তাব প্রত্যাহার করিলেন।

তদনন্তর বাবু আনন্দমোহন বসু প্রস্তাব করিলেন যে বাবু কালীশঙ্কর স্কুল পোষকতা করিলেন, ব. সভার কার্য্য আগামী বৃহস্পতিবার ৫ ঘটিকার সময় পণ্যস্থ স্থানিত থাকে। প্রস্তাব সর্বদম্মতিতে ধার্য্য হইল।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের চতুর্থ ত্রৈমাসিক

অধ্যক্ষসভার স্থগিত অধিবেশন।

উপস্থিত সভ্যদের নাম।

পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী সভাপতি, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, রামকুমার বিদ্যারত্ন, গুরুচরণ মহলানবিশ, দেবী প্রসন্ন রায়চৌধুরী, যত্ননাথ চক্রবর্তী, কৃষ্ণকুমার মিত্র, হুর্কিউ সোম, ও কালীশঙ্কর স্কুল। সাত্টি পাঁচ ঘটিকার সময় প্রাথনান্তর সভার কার্য্য আরম্ভ হইলে পর, সহকারী সম্পাদক সভাকে জানাইলেন যে, বাবু দেবী প্রসন্ন রায়চৌধুরী তৎকৌমুদীতে বিজ্ঞাপিত নিয়ম পরিবর্তনের প্রস্তাব সকল আগামী বাৎসরিক সভায় উক্ত সভার বিচার্য্য উপস্থিত করিবেন। অবিকান্তের মতে স্থির হইল তিনি উক্ত প্রস্তাব সকল বাৎসরিক সভায় উপস্থাপন করিতে পারিবেন।

তৎপর সম্পাদক সভাকে জ্ঞাপন করিলেন যে বাবু কলীপ্রমোহন বসু একটি নিয়ম পরিবর্তনের প্রস্তাব আগামী বাৎসরিক সভায় উপস্থিত করিতে ইচ্ছা করেন ও তজ্জন্য সভার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। সভার অনুমতি না হওয়াতে কলীপ্র বাবুর প্রস্তাব বাৎসরিক সভায় উপস্থিত করা স্থির হইল না। তৎপর সহকারী সম্পাদক সভাকে জ্ঞাপন করিলেন যে, বাবু প্রবরকুমার চৌধুরী একটি প্রস্তাব সভার বিচার্য্যে উপস্থিত করিতে ইচ্ছা করেন। সভা প্রসন্ন বাবুর প্রস্তাব বিচার্য্য উপস্থিত না থাকায় প্রস্তাব উপস্থিত হইতে পারিল না। বাবু কালীশঙ্কর স্কুল প্রস্তাব করিলেন যে, সম্বাদপত্রে বিজ্ঞাপিত নিয়ম পরিবর্তনের প্রস্তাব ভিন্ন আরও কতিপয় নিয়ম সম্বন্ধীয় প্রস্তাব পম্যা-লোচনা করিবার জন্য সভার কাঁয়া অদ্যকার জন্য স্থগিত রাখিয়া আগামী বুধবার ৫ ঘটিকার সময় সভার অধিবেশন হয়। বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত প্রস্তাবের পোষকতা করিলেন। উপযুক্ত সংখ্যক সভ্য অভাবে এই স্থগিত সভায় কোন কার্য্য হইতে পারে নাই।

প্রেরিত পত্র।

প্রিয় সম্পাদক মহাশয়!

আমি দেখিয়া হুঃখিত হইতেছি যে, যে সকল বিষয়ে ব্রাহ্মসমাজ ক্রমে অগ্রসর হইয়াছিল, এখন অধিক তাহারই কতকগুলি বিষয়ে অগ্রে অগ্রে পশ্চাৎপাদ হইতেছেন।

আমি অদ্যাপি কোন বিষয়ে উল্লেখ করিব না, সে একটি বিষয়ে অপর অনেকের সহিত আমি দণ্ড বৎসর পূর্ব্বে হইতে ব্রহ্ম সাধারণের মত সংগঠন ও প্রসারন পক্ষে বিশেষ রূপে চেষ্টা করিয়া আসিয়াছি এবং আমার বিবেচনায় যাহার উপর ব্রাহ্মসমাজের মঙ্গলামঙ্গল প্রাধান্য রূপে নির্ভর করে, কেবল মাত্র তৎসম্বন্ধেই কয়েকটি কথা বলিব।

আপনাদের অবিরতি নাই, যে দণ্ড বৎসর পূর্ব্বে ব্রাহ্মসমাজে প্রাধান্যের অধিকার ও স্বাধীনতা লইয়া বিশেষ আন্দোলন উপস্থিত হয়। তাহার প্রাধান্যকে অবরোধের চেষ্টা করিয়া তাহাদিগের প্রকৃত অধিকার ও স্বাধীনতা দান করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন, তাহাদিগের সম্মুখা অতি অসুবিধা এবং এক-সময়ে তাহাদিগের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি অধিক ছিল না।

যাহারা তাহাদিগের প্রতিকূল পক্ষ ছিলেন স্বয়ং কেশবচন্দ্র সেন তাহাদিগের কর্ণধার ছিলেন। এমতাবস্থায় আন্দোলনকারিদিগকে যে, নানা প্রকার নগ্ন, ও নির্যাতন সহ্য করিতে হইয়াছিল তাহা বলা বাহুল্য। তথাপি ক্রমে ক্রমে ন্যায় পক্ষেই জয় হইল। কিছুদিন পরে বাবু দুর্গামোহন দাস কলিকাতায় আগমন করেন, তাহার সাহায্যে এই আন্দোলনের ফল বাস্তবে পরিণত হইতে আরম্ভ হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি দান উপলক্ষে টাউনহলে কতিপয় কুলীন্য গমন করিতে প্রতিপক্ষীয় ব্রাহ্মেরা ভক্তিভাজন বাবু রামচন্দ্র লাহিড়ী মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মকল্লাবাস ব্যবহার করিয়া ছিলেন, এবং তৎপরে ব্রহ্মসমাজে ব্রাহ্মদিগের জন্য পক্ষীয় আসন লইয়া যখন আন্দোলন উপস্থিত হয়, তখন অধিকার প্রাপ্ত না হইয়া আন্দোলনকারী ব্রাহ্মদিগকে যে ভাবে ব্রহ্মসমাজের পরিভাগ করিতে হইয়াছিল, তাহা বোধ্য হয় আপনি বিস্মিত হন নাই। অতীতকাল পরেই যে, সেট আন্দোলনের শুভ ফল ফলিয়াছিল তাহাও আপনি জানেন। কেশব বাবুর পণ্ডিত শাস্ত্রী ও এই আন্দোলনের গতি রোধ করিতে সমর্থ হন নাই। পরে শেষে তাহাকেও অনেক বিষয়ে আত্মমত পরিবর্তন করিতে হইয়াছিল। কিন্তু কেশব বাবু প্রতিকূলতার জয় লাভ করিতে না পারিয়া পরিশেষে আত্মমগ্নাদা ব্রহ্মের নিমিত্ত এক মর্দগ পথ অবলম্বন করেন। তিনি স্বীকৃতির উদ্ভি কলে সভা সংস্থাপন করিলেন; অথচ বাহ্যে স্বীকৃতি স্বীকৃতি ও বাবলম্বন শিক্ষা করিতে পারেন তাহার কোন রূপ উপায় বাখিলেন না; ক্রীড়ার পুতুলের ন্যায় তাহাদিগকে নিজ উচ্ছাসে পরিচালিত করিতে লাগিলেন। তাহার সংস্কার ছিল, তিনি এবং তাহার কতিপয় প্রচারক ও অনুগত ব্যক্তি ব্যতীত স্বীকৃতি 'প্রবেশ' করিবার লোক আর নাই। এই সংস্কারের প্রধান হইয়া তিনি অপর ব্রাহ্মদিগের কুলকন্যাদিগকে সভায় উপস্থিত হইবার নিমন্ত্রণ নিমন্ত্রণ করিতেন, কিন্তু তাহাদের স্ত্রীস্বামীদিগকে নিমন্ত্রণ করিতেন না। কেশব বাবু ব্রাহ্মদিগের চরিত্রকে যে এত সম্মান করিতেন, তাহাতেও ব্রাহ্ম সাধারণের গৌরব ব্যতীত অগৌরব বোধ হইত না। ব্রাহ্মদিগের চরিত্রের প্রতি কেশব বাবুর এতদূর অনাস্থা থাকিলেও তিনি বাহিরের লোকের প্রতি অমুদার ছিলেন না;

আমাদিগের স্বরণ আছে, একবার এক জন আটনার হুল-মান মক্কেল পর্য্যন্ত কেশব বাবুর জীলমাজে প্রবেশাধিকার প্রাপ্ত হইরাছিলেন। বড় লোকের পক্ষে কোন কথাই ছিল না; কিঞ্চিৎ অর্থ প্রাপ্তির আশায় এক জন রাজকুমারকে কেশব বাবুর প্রতিষ্ঠিত জীবিদ্যালয় দর্শন করিবার অধিকার প্রদান করা হয় এবং তিনি ১৮ টাকা দান করেন, অথচ তিনি কোন বিখ্যাত সভার কয়েকটা ইউরোপীয় মহিলার প্রতি একরূপ অশিষ্ট দৃষ্টিতে চাহিয়াছিলেন যে, তাহা দেখিয়া সভার অধিকাংশ লোক অতিশয় বিরক্ত হইরাছিলেন। বরিশাল ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য বাবু গিরিশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের প্রতি এ সম্বন্ধে কেশব বাবুর কোন কোন প্রচারক যেরূপ অশিষ্ট ব্যবহার করিয়াছিলেন, এতলে তাহার উল্লেখ করা প্রয়োজন নাই। ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, ব্রাহ্মদিগের প্রতি কিঞ্চিৎ সজীবতা ও মানাপমান বোধ থাকিত, তাহার কেশব বাবুর এইরূপ যথেষ্ট অশিষ্টাচার কখনই সহ্য করিতে পারিতেন না।

কেশব বাবুর কথা পরিত্যাগ করিয়া এখন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কথা উল্লেখ করা যাউক। কেশব বাবু যে সঙ্গীর্ণ রীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন, হুঃখের বিষয় এই, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজেও ক্রমে ক্রমে তাহাই প্রবেশাধিকার লাভ করিতেছে। জীজাতির উন্নতি সম্বন্ধে কেশব বাবু যেরূপ একটা সভা করিয়াছিলেন, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কতিপয় প্রধান সভ্যের যত্নে সেইরূপ একটা সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই সভা “বঙ্গমহিলা এবং ব্রাহ্মিকা সমাজ নামে পরিচিত।” বাহার কেশব বাবুর সঙ্গীর্ণ রীতির পরিপোষক ছিলেন, বাহার পূর্বোক্ত আন্দোলনকারীদেরকে “অবলা শত্রু” এবং তাহাদিগের সংঘট্ট কুলকন্যাদিগকে “স্বেচ্ছাচারিনী” প্রভৃতি মধুর আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন, সৌভাগ্যবশতঃ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কুলকন্যাদিগকে উন্নতির পথে পরিচালিত করিবার ভার প্রধানতঃ তাহাদিগের হস্তে রহিয়াছে। কেশব বাবু যেরূপ মনে করিতেন, তাহার প্রচারক এবং অহুগত ব্যক্তি ব্যতীত অপরেরা জীসমাজে উপস্থিত হইবার উপযুক্ত নহেন, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বামাহিতৈষীরাও বাক্যে না হউক কার্যে দেখাইতেছেন যে, তাহাদিগের কতিপয় ব্যক্তি ব্যতীত সেরূপ অধিকার পাইবার লোক আর কেহ নাই। তাহার হস্ত বলিবে, “বঙ্গমহিলা এবং ব্রাহ্মিকা সমাজের” কার্য্য তাহাদিগের মতামতে পরিচালিত হয় না। কিন্তু আমরা একথা মানি না, আমরা ইহা বিশেষরূপে প্রমাণ করিতে পারি যে, জীলোচ্চকর নাম করিয়া কতিপয় পুরুষই প্রধানরূপে সমুদয় কার্য্য করিতেছেন, কেশব বাবুর বামাহিতৈষিনী সভার যাহা হইত, এখানেও প্রায় তাহাই হইতেছে। বড় লোকও অহুগত ব্যক্তির প্রতি কেশব বাবু যেরূপ ব্যবহার করিতেন, বঙ্গমহিলা সমাজের কতিপয় পুরুষ অবিকল সেইরূপ ব্যবহার করিতেছেন; আবশ্যক হইলে আমরা তাহার বিশেষ প্রমাণ দানে অসমর্থ হইব না। এই বিষয়ে যে, কেশব বাবুর পদচিহ্ন ধারণ করিয়া চলা হইতেছে,

তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। এই বিষয় লইয়া প্রকাশ্য পক্ষে আন্দোলন করিতে আমরা ইচ্ছা ছিল না; কিন্তু গোপনে অনেক চেষ্টা করিয়াও কিছু করিতে পারা গেল না। অথচ বিষয়টা এইরূপ গুরুতর যে, ইহার উপর ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণ, অকল্যাণ অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। অধিকতর যে বিষয়ের আন্দোলনে জীবনের অনেক সময় গত করা হইয়াছে, বাহার নিমিত্ত এক সময়ে নিগ্রহও তিরস্কার ভোগ করিতে হইয়াছে, তাহা এক বার উন্নতিগ্রন্থিকে অগ্রসর হইয়া পুনরায় যখন পশ্চাৎ পথানুসরণ করিতেছে, তখন নির্দ্বাধিক থাকিলে ব্রাহ্মসমাজের অনেক অমঙ্গল হইতে পারে; বিশেষতঃ ইহার উপর ব্রাহ্মসমাজের অনেক অটল সামাজিক প্রশ্নের মীমাংসা বিশেষরূপে নির্ভর করিতেছে। এই সকল কারণে অন্য এই বিষয়ে প্রকাশ্য ভাবে কিছু বলিতে হইল। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এই সঙ্গীর্ণ রীতি পরিবর্তন না করিলে ব্রাহ্মসমাজের পরিণামে বিশেষ অকল্যাণ হইবে। সুতরাং ব্রাহ্মসমাজে উদার নীতি অবলম্বন করিয়া, জীজাতির কল্যাণ সাধন করিবার অভিপ্রায়ে আমরা কতিপয় বন্ধু সঙ্গ করিয়াছি, আর একটা নূতন সভা শীঘ্র প্রতিষ্ঠিত করিব। যে সকল ব্রাহ্ম এবং ব্রাহ্মিকা এই সভা প্রতিষ্ঠার পক্ষে সাহায্য ও পরামর্শ দান করিতে চাহেন, তাহার অহুগ্রহ করিয়া, তাহাদিগের নাম, ২৭ নং নিমুখানসামার লেনে আমার নিকট, কিংবা বেথুন স্ট্রীটে বাবু শশিভূষণ দত্ত এম, এ, মহাশয়ের নিকট পাঠাইলে বিশেষ উপকৃত হইব। এক পক্ষের মধ্যে পরামর্শ সভা আহ্বানের আয়োজন করা যাইবে, সাহায্যকারী ও পরামর্শদাতা ব্যক্তিদিগের নাম শীঘ্র পাইতে পারিলে ভাল হয়।

নিবেদক

শ্রীদ্রবন্ধানাথ গুপ্তোপাধ্যায় ।

বারিক বাবু ওনিয়া সঙ্কট হইবেন কিছুদিন হইল বঙ্গমহিলা সমাজ নিয়ম করিয়াছেন, যে সামাজিক সম্মিলনে ব্রাহ্মিকাদিগের আত্মীয়দিগকে নিমন্ত্রণ করা হইবে। অনেক দিন হইতে বঙ্গমহিলা সমাজে এই বিষয়ে আন্দোলন হইতেছিল, কোন কোন ব্রাহ্মিকার বিশেষ আপত্তির জন্যই এ সুপ্রথা কাণ্ডে পরিণত হয় নাই। ব্রাহ্মিকাগণ যে এই উদার নীতির অহুগ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন ইহাতে আমরাও আনন্দ প্রকাশ করিতেছি। আমাদের বোধ হয় বারিক বাবু এই প্রস্তাব অবহারের বিষয় জানিলে কখনও এই পত্র লিখিতেন না। পত্র বানানে ব্যক্তি বিশেষকে যে রূপে আক্রমণ করা হইয়াছে তাহাতে আমরাও হুঃখিত হইয়াছি।

তঃ সঃ

বিশেষ বিজ্ঞাপন ।

অনেকের নিকট তত্ত্ব কৌমুদীর দুইবৎসরেরও অধিক সময়ের মূল্য প্রাপ্য আছে। বার বা দু পত্র লিখিয়াও অনেকের নিকট হইতে উত্তর পাওয়া যায় নাই। তাহাদের এই অমনোযোগের জন্য সাধারণ ব্রাহ্মসমাজকে অত্যন্ত ক্ষতি সহ্য করিতে হইতেছে। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের হিতৈষী মাত্রেয় নিকট বিনীত অহুগ্রোধে যে তাহার অভি সত্বর স্ব স্ব দেয় প্রদান করিয়া বাধিত করিবেন।

তত্ত্বকৌমুদীর কার্য্যাধ্যক্ষ ।

তত্ত্ব-কৌমুদী

[পাক্ষিক পত্রিকা]

৩য় ভাগ।

২০শ সংখ্যা।

১লা চৈত্র রবিবার, ১৮০২ খ্রক। ব্রাহ্ম সংবৎ ৫২।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২০।
মন্ডুসল ৫০।
প্রতি পৃষ্ঠা নগদ ৭০।

প্রার্থনা।

জগদীশ্বর! যতদিন তোমারে আমরা জানিবে পারি না, ততদিন জীবনের লক্ষ্যটী স্থির করিতে পারিতাম না। যখন কোমার রূপায় তোমাকে অল্প অল্প জানিবে সমর্থ হইলাম, তখন জীবনের লক্ষ্য ও অল্পে অল্পে পরিদ্রষ্ট হইতে লাগিল, এখন দিন দিন অধিক গভীরতার সহিত অনুভব করিতেছি, যে তোমাকে লাভ করা এবং সম্পূর্ণ রূপে তোমার উচ্ছাদীনের হওয়াই জীবনের লক্ষ্য। এখন যদি মনকে ভিক্ষামা করি মন সম্পাদ ঐশ্বর্য্য বিষয় বিভবকে লক্ষ্য বিবেচনা করি কি না, মন বলে—না। প্রথমা বুদ্ধি, প্রগাঢ় বিদ্যাও অতুল যশঃ জীবনের লক্ষ্য কি না, মন বলে—না। সাধুতার সূচনাঃ ও ভক্তের প্রাতি লক্ষ্য কি না, তাহাতেও মন বলিয়া থাকে—না। প্রভো! তোমাবই রূপকে গম্ভীরা পথ এইরূপে পরিষ্কার হইতেছে, তোমাকে যত জানিব তত আরও এই পথ পরিষ্কৃত হইবে। আমাদেয় যদি সেরূপ ভক্তি এবং বিশ্বাস থাকিত, তাহা হইলে আমরা আরও উজ্জলরূপে বুদ্ধিতে পারিতাম, যে তোমার অমুগত থাকাই জীবনের পক্ষে মুক্তি এবং সম্প্রশেষ্ট সুখ। রূপাসিদ্ধি! কৃপা করিয়া ভক্তি বিহীন প্রেম-বিহীন জনকে কবে সেই ভক্তি প্রদান দিবে? এ প্রাণ আর মক্ক সমান থাকিবে না; জীবনের পথ সংশয়াক্রম্যকারে আচ্ছন্ন রহিবে না; ক্ষুদ্র বিষয়ের আকর্ষণে চিত্ত আর আকৃষ্ট হইবে না। আমরা মন প্রাণের সহিত তোমার শরণাপন্ন হইতেছি, তুমি আমাদের এই মনোবাসনা পূর্ণ কর।

গঙ্গাসাগর সঙ্গমস্থলে যখন উপস্থিত হওয়া যায়, তখন সে স্থানে গঙ্গা এক বিশৃঙ্খল যেন উভয় পার্শ্বে দৃষ্টিপাত করিয়া কূল দেখিতে পাওয়া যায় না। মনে হয় বুঝি সমুদ্রে আসিয়া পড়িয়াছি, কিন্তু জলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে আর সে ভ্রান্তি থাকে না। যতক্ষণ নদীর মধ্যে থাকি ততক্ষণ জল আবিল হুই হয়, সাগর সীমাতে উপনীত হইলেই সুনীল ও কাক চক্কর ন্যায় নির্মল জল নয়নগোচর হয়। জল দেখিয়াই নদী এবং সমুদ্রের প্রভেদ, বুঝিতে পারা যায়। সেই রূপ এই জগতে কোন কোন অসাধারণ ক্ষমতাসালী ব্যক্তিকে দেখিয়া মুগ্ধ বুদ্ধি লোকের কখন কখনও ঈশ্বরের অবতার বা ঈশ্বরের অংশ জাত বলিয়া ভ্রান্তি জন্মে; কিন্তু বুদ্ধিমান

লোকে লক্ষ্য করিয়া দেখিলে উক্ত ব্যক্তিদিগের জীবন রূপ জলে পৃথিবীর কক্ষম দেখিতে পান, এবং ভ্রান্ত ও নির্বোধদিগের প্রতি দয়া করিয়া থাকেন। হে বাক্যবদ্ধ! নদী ও সাগরের প্রভেদ করিতে শিক্ষা কর, বয়ঃপাপু হইয়াও শিশুর ন্যায় হুইও না। ঈশ্বরের সত্যিক সাহায্যে পরিচয় হয় সে জন্য চেষ্টা কর, তাহাকে জানিলেই মুক্তি।

(আবু সোফিয়ান নামক মক্কাবাসী এক ব্যক্তি মহম্মদের আশ্রয় লাভ করিলেন। তাঁহারই দৌত্যে মহম্মদকে মক্কা পরিত্যাগ করিতে হয়। তিনি মক্কা হইতে পলায়ন করিয়াও উক্ত শত্রুর হস্তে সম্পূর্ণরূপে নিষ্কৃতি পান নাই। আবু সোফিয়ান মহম্মদের সহিত সমর ঘোষণা করিলেন। উভয় দলে ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইল। একদা আবু সোফিয়ান যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া পলায়নপর হইলেন, তাঁহার এক বিশ্বাস কন্যা মহম্মদের শিষ্যদিগের হস্তে পড়িতা হইল। ঐ যুবতী স্বীয় জননীকে সত্যিক পিতৃশত্রু মহম্মদের মৃত্যু দর্শন মানসে সমর ক্ষেত্রে আসিয়াছিলেন। মহম্মদের প্রতি তাঁহার এমন ঈর্ষাকীর্ণ যুগা ছিল, তিনি বন্দীকৃত হইয়া কিয়দিন লোর ছুঁবে যাপন করিলেন; কিন্তু অবশেষে মহম্মদের প্রতি তাঁহার একপ অশ্রুভাগ ও ভক্তির সঞ্চার হইল, যে তিনি তাঁহাকে পছন্দে বরণ করিলেন। কেবল তাহা নহে, কএক বৎসর পরে তাঁহার পিতা আবু সোফিয়ান পরাজিত এবং সন্ধিপ্রার্থী হইয়া স্বীয় কন্যাদ্বারা মহম্মদকে অমুরোধ জন্য মদিনাতে কন্যার ভবনে উপস্থিত হইলেন। উক্ত গৃহে একখানি আসন বিস্তৃত ছিল, মহম্মদ উক্ত আসনে উপবেশন করিতেন। আবু সোফিয়ান যেমন উক্ত আসনে বসিলে তাইবুন, কন্যা অমনি বাস্তব সমস্ত হইয়া আসনখানি উঠাইয়া লইলেন এবং বলিলেন, বাবা! কর কি; ঈশ্বরের প্রেরিত মহাজনের আসনে বসিও না। এই বলিয়া পিতাকে দ্বিতীয় আসন দিলেন। এই গল্পটী হইতে আমরা একটা উপদেশ লাভ করিতেছি। আবু সোফিয়ানের কন্যার যত দিন অমুরাগের সঞ্চার হয় নাই, ততদিন আপনাকে বন্দী বলিয়া অনুভব করিয়াছিলেন এবং জীবন ভার স্বরূপ বোধ হইয়াছিল, কিন্তু অমুরাগের অভাবের মাত্র আর বন্দী থাকিলেন না, তখন পত্নী হইলেন। কেবল তাহা নহে

অবশেষে ঈশ্বর পিতাকেই আর স্বামীর আসনে বসিতে দিতে স্বীকৃত হইলেন না। ঈশ্বর সম্বন্ধে মানবের আশ্রয় ও ঐ রূপ দশা হয়। যতদিন তাঁহার প্রতি প্রীতির সকার না হয়, ততদিন তাঁহার অমুগত থাকি মহাভারত স্বরূপ বোধ হইতে থাকে; কিন্তু তাঁহার কৃপায় একবার তাহার প্রতি আন্তরিক স্পষ্ট প্রীতি জন্মিলে আর তাহার সেবার স্বরূপ বোধ হয় না। তখন আর হৃদয়-আসনে সংসারের কোন পদার্থকে বসিতে দিতে প্রবৃত্তি হয় না।

আমরা ঈশ্বরের দাস হইতে চাই না, তাঁহার সম্মান হইতে চাই। দাস কে? না, যে দ্বায়ে পড়িয়া সেবা করে, যে ভয়ের এবং স্বার্থের দ্বারা চালিত হয়; সম্মান কে? না যে ভয় বা স্বার্থ কাহাকে বলে জানে না এবং প্রাণগত অমুগতের দ্বারা চালিত হইয়া সেবা করে। সুতরাং আমরা ঈশ্বরের সম্মান হইতে চাই। কিন্তু এ স্বার্থপর, ইন্দ্রিয়সক্ত ও বিষয়াসক্ত অন্তরে তত ভক্তি নাই। জগদীশ্বর, তুমি যদি কৃপা কর, তবেই আমরা তোমার সম্মান হইতে পারি। কৃপাসিদ্ধ কৃপা কর, অমুরাগ বিহীন হৃদয় লইয়া যেন আর থাকিতে হয় না।

কোন স্থানে যাত্রা করিতে হইলে যদি দশ জন স্ত্রীলোক সঙ্গে থাকেন তাহা হইলে সহায় বোধ হয় না, কিন্তু এক জন পুরুষ সঙ্গে থাকিলে সহায় বলিয়া মনে হয়। ইহার কারণ কি? কারণ এই, বিলক্ষণ জানি বিপদ উপস্থিত হইলে আমার মুখ যখন স্নান হইবে, তখন সেই দশ জনের মুখ স্নান হইবে, যে বুদ্ধি আমার যোগাইবে, তাহাই তাহারা অবলম্বন করিবে, তন্নিব তাহারা কোন স্বতন্ত্র বুদ্ধি দিতে পারিবে না? আমি যতক্ষণ সাহস দিব, ততক্ষণই তাহারা সাহসের সঞ্চিত কাজ করিয়া বেড়াইবে। আমি যখন বিপদ দেখিয়া শঙ্কিত হইব, অমনি তাহারা ক্রন্দনের রোল তুলিবে। যে গুরু পশ্চাতে কতগুলি চিন্তাবিহীন অপদার্থ শিষ্য যুটিয়াছে, তিনি যেন কতকগুলি স্ত্রীলোক লইয়া স্বর্গরাজ্যে যাত্রা করিয়াছেন। তাহারা তাঁহারই মুখের দিকে সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া আছে যতক্ষণ তাঁহার সাহস, ততক্ষণ তাহাদেরও সাহস, যেখানে তাঁহার নিরাশা সেখানে তাহাদেরও ক্রন্দনের রোল। একপক্ষ জগতে যিনি যেখানে আছেন, তাহারা কৃপা পাত্র; একপক্ষ শিষ্য যত আছেন জগদীশ্বর তাহাদিগকে রক্ষা করুন। রমণীগণের মধ্যে যাহারা মনস্বিনী তাহারা সম্পাদককে মার্জনা করিবেন, এদেশীয় রমণীগণের অধিকাংশের ব্যবস্থা স্বরণ করিয়া লিখিত হইল।

পূর্বোক্ত বিষয়ের আর একটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা যাইতে পারে। এক একটি কুক্কুর পশ্চাতে পশ্চাতে যেমন বহু সংখ্যক শাবক দৃষ্ট হয়। মাতা যতক্ষণ পিঁকি পিঁকি করিতেছে তাহারাও ততক্ষণ পিঁকি পিঁকি করিতেছে; মাতা যদি মস্তক অবনত করিল অমনি তাহাদেরও মস্তক অবনত। মাতা যতক্ষণ আহ্বান না দেখাইয়া দিবে, ততক্ষণ শাবক গুলি আহ্বান

পাইবে না। পূর্বোক্ত প্রকার শিষ্যদিগকে কুক্কুরের শাবক বলিলেও হয়। মানবের আশ্রয়, ঈশ্বরের সম্মান, ধর্ম জগতে আসিয়া একরূপ হৃদয়গ্রস্ত হয় দেখিলে কাহার না প্রাণে ছুঁৎ হয়? এই জন্যই আমরা অত্রান্ত শাস্ত্র, অত্রান্ত গুরু, ঈশ্বর-প্রেরিত মহাজন প্রভৃতি মতের এত বিরোধী। মানুষ হইয়া মানুষকে যে ধর্ম বিষয়ে পরমুখ পত্য্যশী ও স্বতন্ত্রতা বিহীন করে, সে ব্যক্তি না জানিয়া ঘোর শত্রুর কার্য্য করে, বুদ্ধিমান পিতা সম্মানকে শিক্ষা দিবার সময় যেমন এই ইচ্ছা করেন যে সম্মান বরং প্রাপ্ত হইলে আর যেন তাহার উপর নির্ভর করিতে না হয়, সেইরূপ ধর্ম পথের প্রকৃত গুরু এবং বন্ধু যিনি, তিনি ও এইরূপ শিক্ষা দিয়া থাকেন। যাহাতে শিষ্যগণ তাহার উপর নির্ভর না করিয়া স্বতন্ত্র ভাবে ধর্ম্মার সঞ্চয় করিতে পারে। হে জগদীশ্বর! যাহারা ভ্রান্তি বশতঃ মানুষ হইয়া মানুষের একরূপ সর্বনাশ করিতেছেন, তাহাদিগকে তুমি সুপথ প্রদর্শন কর।

এক একটি ব্রহ্মোৎসব যেন ঐন্দ্রজালিক দৃশ্য। পৃথিবীতে যে সমুদ্র আধ্যাত্মিক বটনা অদ্ভুত ও অসম্ভব, ব্রহ্মোৎসবে তাহাই সংঘটিত হয়। কাহারও বা অমৃতাপিত হৃদয় আর্তনাদ করিতেছে আর চক্ষু হইতে অশ্রুপ্রবাহ নির্গত হইতেছে; কেহবা ঈশ্বর বিরহে ব্যাকুল হইয়া আপনার কৃদন্দ্রয়ে ঈশ্বরকে ধারণ করিবার প্রয়াস পাইতেছে; কেহবা বহু সঞ্চিত পাপের জন্য ঈশ্বরের ভাব মনে না দেখিয়া মনের দুঃখে বিষর হইয়া মৌন ভাবে মনের গ্লানিতে দগ্ধ হইতেছে; কেহবা আর পাপের পথে যাইব না এই বলিয়া দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিতেছে, কেহবা বহু দিনের পর প্রাণ-মথার দশন লাভ করিয়া আপনাকে সন্তোষ মনে করিতেছে; কেহবা ঈশ্বরের প্রেম-সাগরে মগ্ন হইয়া আপনাকে বিস্মৃত হইয়াছে, কেহবা চিরজীবনের জন্য আপনার প্রাণ মন ঈশ্বরকে অর্পণ করিতেছে। পার্থী পাপের দুঃখে আত্মপ্রাণি করিতেছে আর ধার্মিক ঈশ্বরে মগ্ন হইয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেছেন— উভয়েই স্বর্গীয় দৃশ্য। ব্রহ্মোৎসবে সকল আধ্যাত্মিক সৌন্দর্যের যেন একত্র সমাবেশ হয়। নাট্যশালায় যেমন একটি দৃশ্যের পব আর একটি চক্ষের সম্মুখে উপস্থিত হয়, ছায়া বাজিতে যেমন নানা অদ্ভুত বর্ণ একত্র সংমিশ্রিত হয়— ব্রহ্মোৎসবেও আশ্রয় সমুখ দিয়া সেইরূপ আধ্যাত্মিক সৌন্দর্যের বিবিধ দৃশ্য চলিয়া যায়। ধন্য তিনি, যিনি এই হৃদয়ময় সৌন্দর্য-হিরোলে আপনার মন প্রাণ ভাসাইয়া দিতে সমর্থ হন—যিনি পৃথিবীর বন্ধন সমুদায় ছিন্ন করিয়া এমন সৌন্দর্য সাগরে চির জীবনের মতন মগ্ন হইতে পারেন।

মাবোৎসবের পরেই অনেক সমাজের বার্ষিক উৎসব সম্পন্ন হইয়া থাকে। যাহারা বৎসরের অধিকাংশ সময় উৎসাহ হীন ছিলেন, যাহারা সংসারের নিষেধে মৃত প্রায় হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাহারা ও এ শুভক্ষেণে জাগিয়া উঠেন, তাহাদের নিরাশ প্রাণ আশা উৎসাহে পূর্ণ হয়। বাৎসরিক ব্রাহ্মসমাজসকলের উৎসবে কেবল যে স্থানীয় ব্রাহ্মদের

নির্জিত প্রাণ জাগ্রত করে তাহা নহে, সেই স্থানবাসী সকল-
 লেব পানেই যেন মানসিক ও আধ্যাত্মিক একটা প্রবল
 স্রোত প্রবাহিত হয়। ধর্ম ভাবের বন্যা আসিয়া যেন
 স্থানকে প্রাবল্যিত করে—সকলের মুখেই ধর্ম কৃপা, ধর্মের
 আন্দোলন; যুবক, বৃদ্ধ, বালকে ধর্মের সত্য্যসত্য নির্ণয়ে বাত
 হয়। যেন বৎসরের মধ্যে একবার ধর্মের দ্বার খুলিয়া যায়।
 তার! ধর্মের এ শুভ আন্দোলন অনেক দিন ভিটে না।
 যাহাবা উৎসবের আনন্দে পুলকিত হন, তাহাদের আনন্দে
 অজ্ঞাতসারে একটা দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থিত হয়,—“এমন দিন
 থাকিবে না”। আমরা ইতিমধ্যে অনেক স্থানের ব্রাহ্ম
 সমাজের উৎসবের বিবরণ পাইয়াছি। সকল স্থানেই
 ঈশ্বরের কৃপা-পবন বহিতেছে। অনেকে উৎসব সম্বোধন
 করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন। আমরা এই সুদূর স্থানে থাকিয়া
 তাহাদের স্থখে স্থখী হইতেছি এবং উৎসবের দ্বারা জীবনের
 স্তায়ী উপকার লাভ করুন এই আকাঙ্ক্ষা করিতেছি। এই
 পৌরনিকতা ও কুমন্ত্রণার জর্জরিত ভারতবর্ষের বহুস্থান
 চটক্রে ব্রহ্মোৎসবের আনন্দ ধ্বনি উঠিত হইতেছে—নিরাকার
 ঈশ্বরের আরাধনায় বহুলোক কৃতার্থ হইতেছে, ইহা ভাবিলে
 কত সুখ হয়। দেশ বিদেশের ব্রাহ্মগণ উৎসব সম্বোধন
 করিয়া জীবন পাথে অগ্রসর হন, মানব জীবনের গভীর
 উদ্দেশ্য উপলব্ধি করেন, তবেই উৎসবের আয়োজন উদ্দেশ্য
 সফল হইবে।

প্রেমোন্মত্ত পারস্য কবি সাদি এক খণ্ড সুসৌরভ মুক্ত
 মুক্তিকা হস্তে লইয়া চিন্তাসা করিয়াছিলেন “মুক্তিকা তুমিহে
 চিবদিন গন্ধ বিহীন, তুমি এ সুসৌরভ কোথায় পাঠিলে?”
 মুক্তিকা উত্তর করিল, “মামুষ আমাকে কিছুদিনের জন্য
 গোলাপের সহবাসে রাখিয়াছিল, আমি মনের আনন্দে সে
 কয়েক দিন গোলাপের স্পর্শ গ্রহণ করিয়াছি। যদিও
 আমি সামান্য মুক্তিকা খণ্ড ছিলাম, তথাপি গোলাপের গন্ধে
 এখন আমি স্নগন্ধি মুক্তিকা হইয়াছি, এখন আমারই গন্ধে
 দিনস্ত আমোদিত হয়।” মানব! নিজের হীনতা দেখিয়া কি
 নিরাশ হইয়াছ? নিজের শাপের হৃৎকতায় কি অবসর
 চইয়া পড়িয়াছ? এই মুক্তিকা খণ্ডের কথা স্মরণ কর। মুক্তি-
 কার সহিত কত না কদম্বা বস্ত্র মিশ্রিত ছিল, মামুষ তাহাকে
 পদতলে দলিত করিয়াছে। গোলাপের সহবাসে সেই দুলিত
 মুক্তিকাও মামুষের আদরের বস্ত্র হইয়া পেল। তুমি পাপ
 করিয়া লোকের ষ্ণার পাত হইয়াছ তথাপি বিষয় হইও না—
 ঈশ্বরের পবিত্র সন্নিধানে, সাধুলোকের সহবাসে কিছুকাল
 জীবন যাপন কর, যে জীবনের হৃৎকৈ চারিদিকের লোকে
 হাসিকার হাস প্রদান করিত, সেই জীবন চারিদিকে স্নগন্ধ
 বিস্তার করিবে। ঈশ্বরের পবিত্রতা ও সাধু সজ্জনের উজ্জল
 সন্ধান, দ্বারা হৃদয়কে স্ফুটপ্রাণিত কর, তোমার জীবন শত
 লোকের নিমীলিত চক্ষু উন্মীলিত করিবে—তোমারই জীবন
 চারিদিকে পবিত্রতা বিকীর্ণ করিবে।

অন্ধকারে কি না লুক্কায়িত থাকে? ঈশ্বরের বদন মলিন
 হউক; অন্ধকার তাহা দেখতে দিবে না; স্থানটি হিংস্র জন্তুতে
 পরিপূর্ণ হউক, অন্ধকার তাহা জানিতে দিবে না। যত কদা-
 কার, যত অপরিচ্ছন্নতা, যত হীনতা অন্ধকার আপনায়
 বক্ষে সমুদয় ঢাকিয়া রাখে। যখন পূর্নদিক আলোকিত
 করিয়া সূর্যের উদয় হয়, যখন সূর্যালোক সহ করিতে না
 পারিয়া অন্ধকার দীর্ঘে দীর্ঘে পশ্চিম দিকে পলায়ন করে,
 তখনই দেখিতে পাওয়া যায়, যে স্থান পূর্বে অন্ধকারাচ্ছন্ন
 ছিল তাহা কত দুর্জন, কত বিভাবিকাময়, কত বিভৎস পদার্থে
 পরিপূর্ণ। সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, যাহারা চিরদিন
 কুকর্মে জীবন যাপন করিয়া আসিতেছে, তাহারা যেন কুকর্মে
 আর কুকর্ম বলিয়া মনে করে না, পাপ করিয়া যেন হুঃখ
 প্রাপ্ত না, পরের অনিষ্ট করিয়া কিছুমাত্র অনুতাপিত হন না।
 আর যাহারা স্তব্ধে পবিত্রতার আভাস পাইয়াছেন, ঈশ্বরের
 পবিত্র জ্যোতি যাহাদের প্রাণ স্পর্শ করিয়াছে, একটুকু
 কুভাব মনে আসিলেই তাহারা সশঙ্কিত হন, পাপ করিলে
 অনুতাপের অঙ্গুলে বক্ষস্থল সিক্ত করেন, পরের অনিষ্ট
 দেবিলে উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করেন। ঈশ্বরের পবিত্রালোক
 যাহাদের প্রাণে প্রবেশ করে নাই, তাহারা অন্ধকারে বাস
 করিতেছে। পাপের কদাকার তাহারা বুঝিতে পারে না, মহা
 অপরাধ করিয়াও তাহা উপলব্ধি করিতে পারে না, এমনই
 তাহাদের হীনাবস্থা। ঈশ্বরের পবিত্র জ্যোতি পাপীর প্রাণের
 পক্ষে অন্ধকারে সূর্যালোক। মানব হৃদয়ে যখনই সে
 জ্যোতি প্রকাশিত হয়, তখনই মানব আপনায় অপরাধ ও
 পাপ, হীনাবস্থা ও মৃতপ্রায় জীবন উপলব্ধি করিতে সমর্থ
 হয়।

সমাজ বিপ্লব।

ব্রাহ্মসমাজের দুইটি উদ্দেশ্য—একটি মুখা, আর একটি
 গৌণ। মুখ্য উদ্দেশ্য বিশুদ্ধ ধর্মপ্রচার, গৌণ উদ্দেশ্য নূতন
 সমাজ গঠন। এদেশে ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে কতকটি
 নূতন সংস্কার প্রবেশ করিয়াছে—বিশুদ্ধ ধর্মের সঙ্গে সঙ্গে
 কতকটা বিশুদ্ধ রীতিনীতির ভাব লোকের মনে উদয় হইয়াছে।
 যে দিন ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করিলেন, “ঈশ্বর পিতা, মরনারী সকলে
 ভ্রাতাভগিনী।” সেই দিন হইতেই বহুকালের প্রচলিত
 জাতিভেদ প্রথার মূলে কুঠারাবাত করা হইয়াছে। প্রথমে
 যাহারা ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহারা কার্যে সম্যক-
 রূপে না ইউক মুখে অন্ততঃ জাতিভেদের বিরুদ্ধে কথা
 বলিয়া আসিয়াছেন। যে কোন সত্য হউক, একবার তাহাতে
 বিশ্বাস স্থাপন করিলে, সে সত্য মামুষের জীবনের উপর রাজত্ব
 করিবেই করিবে। ব্রাহ্মগণ যাই ঈশ্বরের পিতৃত্ব ও মহাব্যোম
 ভ্রাতৃত্ব বিশ্বাস করিলেন, অমনি এই সত্য তাহাদের জীবনে
 কার্য্য করিতে লাগিল। শেষে এমন সময় আসিল যখন
 কেবল মুখে নহে, কিন্তু কার্য্যেও এ সত্যকে পরিণত করিতে
 হইল। এ সত্যের প্রবল আঘাতের নিকট সমুদয় বিয় বাধা

চূর্ণ হইতে লাগিল। সংসারের প্রলোভন, আকর্ষণ ও সর্ব প্রকার বন্ধন এ সত্যের সম্মুখে দণ্ডায়মান থাকিতে সমর্থ হইল না। এ সত্য মানব জীবনকে আক্রমণ করিয়া সম্পূর্ণ রূপে করতলস্থ করিল। এই জন্য আমরা দেখিতে পাই জাতিভেদ প্রথার উত্থানের জন্য ব্রাহ্মগণ বদ্ধ পরিকর হইয়াছেন,—তাহারা সমাজের আকর্ষণ গ্রাহ্য করিলেন না, অপর দিকে সমাজের নিদারুণ নিগ্রহকে উপেক্ষা করিলেন। পিতা মাতা আত্মীয় স্বজনদের অশ্রুপ্রবাহ তাঁহাদিগকে নিরস্ত করিতে পারিল না, এবং তাঁহাদিগের একবিন্দু চক্ষের জল নিবারণ করিতে অক্লেষে প্রাণ ফেঁসিয়া যায়, তাঁহাদের প্রাণে শেল বিদ্ধ করিলেন এবং চিরজীবনের জন্য প্রাণাদিক প্রিয় জনের সহবাস হইতে বঞ্চিত হইলেন। বুখা বাসনা চরিতার্থ করিবার জন্য কে এমন বিপ্লব আনিতে সক্ষম হয়? সত্যের প্রবল স্রোতে মানুষ যখন ভাসিয়া যায়, মানুষ যখন আপনার প্রাণ তাহাতে নিক্ষেপ করে, তখন আর তাহার চারিদিক দেখিয়া লাভলাভ গণনার সময় থাকে না। সেই জন্য জীবনে ব্রাহ্মধর্মকে গ্রহণ করিতে যাওয়া ভারতবর্ষে এই জাতিভেদ উত্থান-রূপ নতন বিপ্লব আনয়ন করা হইয়াছে। জাতিভেদ প্রথার নিবারণ করা ব্রাহ্মধর্মের মূল সত্য নহে, তথাপি জাতিভেদ রক্ষা করিয়া জীবনে ব্রাহ্মধর্ম পালন করা একেবারে অসম্ভব এবং বিবেকের স্বীকৃত্যবশে স্তম্ভিত হইতে হয়, এ জন্যই ব্রাহ্মগণ এ প্রথাকে সমাজ হইতে বিনূরিত করিয়াছেন।

বাল্যবিবাহ রহিত করা ব্রাহ্মধর্মের মূল সত্য নহে, কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে কি এখন একটিও বাল্য বিবাহ সম্ভব? কে না জানে ব্রাহ্মসমাজে আর বাল্যবিবাহের স্থান নাই—বাল্যবিবাহ মহাপাপ বলিয়া এখন কে স্বীকার না করে? ব্রাহ্মধর্ম মানব সমাজকে কতকগুলি উচ্চ নীতি শিক্ষা প্রদান করিতেছেন :—বিবাহের পবিত্রতা, আধ্যাত্মিকতা ও গুরুত্ব জাহার মধ্যে একটি যাচাদের মানসিক প্রবৃত্তি বিকশিত হয় নাই, যাচাদের বিবাহের উচ্চরত পালনের ও প্রতিজ্ঞা রক্ষার ক্ষমতা জন্ম নাই। তাহারা স্বাধীনভাবে আপন উচ্চ র আপনার প্রাণ অন্নের প্রাণের সহিত মিশিত করিবার উপযুক্ত হয় নাই—তাহারা বিবাহ করিতে ইচ্ছা অপেক্ষা কুরীতি আর কি হইতে পারে? বাল্যবিবাহে অপবিত্রতা বৃদ্ধি করে, মানুষের স্বাধীন ইচ্ছার সমস্তকে আঘাত করে, মানুষকে চির জীবন দুঃখ সাগরে নিক্ষেপ করিবার পথ উন্মুক্ত রাখে, সেই জন্যই ব্রাহ্মসমাজে বাল্যবিবাহ-প্রথা অনেক দিন তিষ্ঠিতে পারিল না। কিছুদিন যাইতে না যাইতেই ব্রাহ্মধর্মের উচ্চ নীতির সহিত বাল্যবিবাহ-প্রথার সংঘর্ষ আরম্ভ হইল এবং অল্পদিন পরেই এ দুঃপ্রথা সমাজ হইতে বিদায় গ্রহণ করিল। পৌত্তলিকতাকে দূর করিয়া ব্রাহ্মধর্মগুণসারে বাল্য বিবাহ সমাজে চলিয়া আসিয়াছিল; কিন্তু এখন ব্রাহ্মধর্মগুণসারে হইলেও বাল্য বিবাহকে কেহ ব্রাহ্ম বিবাহ বলিবে না। ধর্মের মূল সত্য না হইলেও পরিণত বয়সে বিবাহ ব্রাহ্ম সমাজের অলঙ্কারী প্রথা হইয়া উঠিয়াছে।

ভারতবর্ষে বিবেকের দাসত্বই চির প্রচলিত। রাজা, গুরু, দলপতি ও সমাজের নিকট বিবেককে বিক্রয় করা ভারত বাসীর স্বভাব সিদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। শুভকর্মে ব্রাহ্মধর্ম স্বাধীন ধর্ম ভাব পচার করিয়াছেন—ধর্ম বিষয়ে স্বাধীনতার বিকাশের সহিত মানবজন্মের স্বভাব-জাত অন্যান্য প্রবৃত্তিও স্বাধীন ভাবে ক্রীড়া করিতে আরম্ভ করিল। স্বাধীন ভাবে ধর্মোচরণ কর, স্বাধীন ভাবে কর্মব্যাক্ত্তান করিয়া, নিজের বুদ্ধি, বিবেক ও ধর্ম-বুদ্ধি অনুসারে চলিয়া যাও ব্রাহ্মধর্মই এ মহা সত্য জগতে প্রথম ঘোষণা করিয়াছেন। ধর্ম ভাবের স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইয়া ব্রাহ্মদিগের মনে সামাজিক, রাজনৈতিক প্রভৃতি ভাবের ও স্বাধীনতা বিকশিত হইয়াছে। তাই আমরা দেখিতেছি চারিদিকে চিরপচলিত সামাজিক বন্ধন ছিন্ন হইতেছে, কিছুমাত্র অত্যাচার দেখিলে ব্রাহ্মের পান তাহা নিবারণ করিতে সর্ব প্রথমে অগ্ৰসর হইতেছে। তাই দেখিতেছি, যে নারী-জাতি বহুকাল হইতে হিন্দু সমাজে লজ্জিত হইয়া আসিতেছেন, তাঁহাদের গৌরব ব্রাহ্মসমাজে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। নারী জাতির পুরুষের সহিত সমকক্ষ ভাবে চলিবার ও স্বাধীন ভাবে বিচরণ করিবার অধিকার ব্রাহ্মসমাজে স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে। প্রচলিত অবরোধ প্রথা ভঙ্গ করিয়া নারী জাতিকে জ্ঞান ধর্ম পুরুষের সহিত একাসন প্রদান করা নিতান্ত কীর্তব্য, ব্রাহ্মগণ ইহা আর অস্বীকার করিতে পারেন না। যে দেশে নারী-জীবন কেবল পুরুষের ভোগ বিলাস চরিতার্থ করিবার জন্য, যে দেশে নারী-জন্ম কেবল পুরুষের দাসত্ব করিবার জন্য, যে দেশে নারী-জাতি জ্ঞান গৌরব হইতে বঞ্চিত হইয়া পৃথিবীর অকিঞ্চিৎকর কামারী জন্য, সে দেশে স্ত্রী স্বাধীনতা, স্ত্রী শিক্ষা, স্ত্রী জাতির অধিকার প্রদান সামান্য বিপ্লব নহে। এই সমুদায় সামাজিক বিপ্লবের সহিত কতকগুলি অতি গুরুতর সামাজিক প্রশ্ন আসিয়া ব্রাহ্মসমাজকে আঘাত করিতেছে। শীঘ্র তাহার মীমাংসা না হইলে সমাজের নানা প্রকার অকল্যাণের আশঙ্কা আছে। জাতিভেদ ভাঙ্গিয়া হিন্দুসমাজ হইতে কতলোক দূরে আসিয়াছেন, কত লোক সামাজিক সর্ব প্রকার বন্ধন হইতে ছিন্ন হইয়া এই বিস্তীর্ণ পৃথিবীতে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, ব্রাহ্মসমাজের চেষ্টা বিশেষরূপে সেই দিকে যাওয়া উচিত, যাচাতে এক লক্ষ্য বিশিষ্ট এই বিভিন্ন স্থান বাসী লোকদিগকে লইয়া এক সমাজ গঠন করিতে পারেন। একদিকে বাল্য বিবাহ উঠিয়া গিয়াছে, অপর দিকে অশিক্ষিতা কুলকন্যাদিগের পূর্ণ বয়সে বিবাহের প্রথা প্রচলিত হইয়াছে; সুতরাং যাকে তাকে পরিয়া এখন আর কন্যা সম্প্রদান করিবার উপায় নাই। পুরুষেরাও যেমন আপনাদের জীবনের উচ্চ লক্ষ্য অশুভব করিয়া, সেকরূপ রমণীর সহিত বিবাহ হুত্রে বদ্ধ হইতে ইচ্ছা করেন না বাহাতে লক্ষ্য হইতে চ্যুত, হইবার সম্ভাবনা আছে, রমণীগণও সেকরূপ নির্ভগ্ন পুরুষের পাণি-গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন না, যদ্বারা সংসারের সুখ শান্তি চলিয়া যাইবার সম্ভাবনা। সুতরাং স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই পরিচিত হইবার সম্ভা-

বনা না থাকিলে বিবাহ হওয়া বড় দুর্ভট হইবে। অথচ ব্রাহ্ম সমাজে তাহার পথ পরিকৃত নাই। এই সমুদয় জটিল সামাজিক প্রশ্নের দিকে ব্রাহ্মদিগের মনোযোগ, প্রদান করা নিতান্ত কর্তব্য হইয়াছে।

Life and Death of a Man

জীবনের আদর্শ।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর।)

যাহারা তত্ত্বদর্শী, সংসার ও অধ্যাত্ম জগত পর্যালোচনা করিয়া যাহারা দিব্য জ্ঞান সম্পন্ন হইয়াছেন, তাঁহাদিগের, অনেকটাই মানব জীবনের উদ্দেশ্য ও আদর্শ অতি সুন্দররূপে চিত্র করিয়াছেন। আমেরিকার বর্তমান কবিকুল চুডামণি লংফেলো (Long fellow) তদীয় কোন কবিতার এক স্থলে বলিয়াছেন।

"Not to suffer, nor to enjoy,
Is our life's destined end or way;
But to act, act as each to-morrow
May find us wiser than to-day."

এই কবিতার অর্থ এই "আমরা কেবল দুঃখ ভোগ করিবার জন্য অথবা নিরবচ্ছিন্ন আমোদ প্রমোদে দিন যাপন করিবার জন্য সৃষ্ট হই নাই, ইহার কোনটাই আমাদের নিয়তি নহে। কিন্তু আমরা কেবল কার্য্য করিব এবং খাটিয়া খাটিয়া দিন দিন অধিকতর জ্ঞান সম্পন্ন ও উন্নত হইতে থাকিব।"

এই কবিতাতে সর্বাঙ্গীন রূপে না হইলেও অতি সুন্দররূপে মনুষ্য জীবনের গতি নির্দেশ করিতেছে। সত্য্য সত্য্যই আমাদের কেবল দুঃখ বিজ্ঞানায় প্রায়মান হইয়া থাকিতে আসি নাই, পক্ষান্তরে কেবল ভোগ বিলাস ও আমোদ প্রমোদে ভাসিয়া বেড়াইব ইহাও আমাদের জীবনের নিয়তি নহে। রোমানকাথলিক পুরাতন যাজকদিগের মত রক্ত মাংসকে পীড়ন করিয়া অথবা চার্বাক কিম্বা ইপিকিউরাসের শিষ্যদিগের মত পান ভোজন ও আমোদে প্রমোদে মত্ত থাকিয়া মানব জীবন স্বার্থক বা চরিতার্থ হইতে পারে না। এই উভয় পথই অস্বাভাবিক স্তরায় অমঙ্গলের নিদান। যাহারা সংসার সম্ভোগ, শরীর ও পার্শ্ববর্তিক স্বার্থকে পরতানের পূজা মনে করিয়া নিয়ত আত্ম নিগ্রহে দিন যাপন করে, তাহারা কি হতভাগ্য! অজিও ভারতের ভিন্ন ভিন্ন জীর্থ স্থান সমূহে এরূপ লোকের সংখ্যা নিতান্ত কম নহে, যাহাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে শরীর কণ্টকিত হয়। উহার অস্বাভাবিক সাধন অবলম্বন করিয়া অঙ্গ বিশেষকে ছেদন বা প্রিয় পাত্রকে বিসর্জন করিয়া শাস্তিস্বরূপ ধর্ম্মকে ঘোরতর রাক্ষসের বেশে প্রদর্শন করিতেছে। ধর্ম্ম রূপ পরম তৃপ্তিকর পদার্থকে প্রকৃতিও মনুষ্য স্বভাবের চিরশত্রু ও বিরোধী করিয়া লোকের আতঙ্ক বৃদ্ধি করিতেছে।

সেইরূপ আবার দেখ নগরে নগরে শিক্ষিত অশিক্ষিত কত লোক কেবল ভোগ স্বেচ্ছের জন্য লালারিত হইয়া কত পাপা-

চরণ করিতেছে। কেবল, অর্থ কেবল ইচ্ছায় মুগ্ধ, কেবল অভিমান লইয়া দিবানিশি পামর স্বভাবের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেছে। এই সকল লোকের অবস্থা কি অধিকতর শোচনীয় নয়? নিম্নোক্তিত মৃগশিশু যেমন আপনাকে ব্যাধ নিগড়ে আবদ্ধ দেখিয়া হত বুদ্ধি হয়, হয়! তেমন লাভ হইলে তেমনি এক দিন উহার ১ আপনাদিগকে চূড়ৈর্য্য পাপ পাশে আবদ্ধ দেখিয়া হা হতোম্মি বলিয়া রোদন করিবে। আমরাদিগের অনেককে এক দিন এইরূপ রোদন করিতে হইয়াছিল। ঈশ্বর করুন আর যেন সেইরূপ রোদন করিতে না হয়।

কবি কহিয়াছেন কেবল কার্য্য করিব, কেবল খাটিব, ইহাই আমাদের জীবনের নিয়তি। কেহ মনে করিও না যে কেবল পার্শ্ববর্তিক পরিশ্রমে সংসারের উন্নতি করে, পরিচনের প্রতিপালন করা অথবা দুঃখীকে দান ও বিপন্নকে বিপদোদ্ধারাদি করা এই কার্য্য করার একমাত্র অর্থ। মানব জন্মদর্শী কবি শ্রেষ্ঠ এরূপ এক দেশ দর্শীর মত কথা কহিবেন কিরূপে? কার্য্য করার অর্থ সমগ্র মানব প্রকৃতিকে পরিচালিত করা। ব্রাহ্মদিগের নিকট একথা অধিক বিশদ করিয়া বলিবার চেষ্টা করার প্রয়োজন নাই। এই মাত্র বলিলেই হইবে যে শরীর, মন ও জন্ম এই তিনের যুগপৎ পরিচালনাই এ কার্য্য করার অর্থ। মহামারি সময়ে যে চিকিৎসক অনাহারে ও অনিদ্রায় নগরবাসীদিগের ঘরে ঘরে পরিভ্রমণ করিয়া ঔষধ, পথ্য বিতরণ করেন, তিনি যেমন কার্য্য করেন; সেইরূপ যে দার্শনিক নিশীথ সনয়ে একাকী নির্জনে বাসিয়া চিন্তা করেন এবং আপনার চিন্তালব্ধ সত্য সকল জগতে প্রচার করিয়া সমাজে যুগান্তর উপস্থিত করেন, তিনিও তদ্রূপ কার্য্য করেন, আবার যে প্রেমিক সাধু সহবাস কি লোক সেবা দ্বারা অথবা ধ্যানযোগে স্বর্গীয় প্রীতির পথ হরঙ্গ তুলিয়া সমাজের স্বার্থ পরতা ও অপবিত্রতা বিদূরিত করেন, এবং মানব সমাজকে মোহ কোলাহল ও ভয় ভাবনা হইতে আত্মক করেন তিনিও তদ্রূপ কার্য্য করেন। এ সকলই কার্য্য, কেন না এ সকলই মানব প্রকৃতির পরিচালনা। এ সকলই করিতে হয়, এ সকলেরই ক্ষেত্র আছে এবং জগতে এ সকলেরই মহৎ ফল প্রসূত হয়। আমরাদিগকেও এই সকলই করিতে হইবে। শক্তি ও অবস্থা বিশেষে নানাতিরেক মাত্র। নচেৎ ঐ দরিদ্র কর্ম্মকার পুত্র যে কেবল অহোঁরাত্র অগ্নিদাহে দগ্ধ হইয়া লৌহ পীড়নই করিবে, আর তুমি ধনী সন্তান গৃহে কোমল কাব্যের ধ্যান প্রসঙ্গ জ্ঞানালোচনা অথবা হাস্যলাপই করিবে ঈশ্বরের এরূপ বিধি নহে। তোমার শরীর, মন ও জন্ম আছে; উহারও শরীর, মন ও জন্ম আছে। উহার মস্তিষ্ক, উহার জন্মের বৃত্তি গুলি চিরনিদ্রায় অভিভূত রাখিয়া উহাকে শরীরের রক্ত জল করিয়া সংসার হইতে বিদায় লইতে হইবে, আর তুমি কেবল বঙ্কুবর্ণ সমভিব্যাহারে সংপ্রসঙ্গে লিপ্ত, নিয়ত ভাব সাগরে ভাসমান থাকিবে, অপরে আসিয়া তোমার আলস্য রোগগ্রস্ত দেহ অথবা অচল হস্তপদ মর্দন করিয়া দিয়া তোমার অঙ্গে রক্ত সঞ্চালন করিয়া দিবে এবং তোমাকে জীবন পথে স্থাৱী রাখিবে, ইহা ন্যায়বান

পরমেশ্বরের আজ্ঞার বিরোধী নয় কি? হে ব্রাহ্ম কাণা কর। শরীর মন ও জ্ঞানকে খাটাইয়া তোমার সমগ্রভাবে পরিচালিত করিয়া দিন দিন উন্নত ও সুখী হও। কবি কহিয়াছেন 'তাহা হইলেই প্রতিদিন অধিকতর জ্ঞান সম্পন্ন হইবে। কেবল জ্ঞান সম্পন্ন নয়, সুখ, সুখী জ্ঞানী ও প্রেমিক হইয়া তুমি ধন্য হইবে, পৃথিবীকে ধন্য করিবে। বুদ্ধ সঙ্গীত পুস্তকৈ একটি গীত আছে, তাহাতে মনুষ্য জীবনের আদর্শ অতি সুন্দর-রূপে চিত্রিত হইয়াছে। ঐ গীতটি আমি বড় ভাল বাসি। কেননা উহাতে অঙ্কিত আধ্যাত্মিকতা নাই, অথবা অনর্থক শব্দের পর শব্দ যোজন্য করিয়া অধিকাংশ ধানের মত রচিত হয় নাই। সেই গীতটি এই,—

রাগিনী ষাধাক,—তাল একতাল।

তার কি হুঃখ বল সংসারে,
যে জন সত্যকে আশ্রয় করে;
করে কাল বাপন, হয়ে হৃষ্ট মন,
দেখে ব্রহ্মরূপ অন্তরে বাহিরে।
নিত্য উপাসনা ইন্দ্রিয় দমন,
পর উপকার বৈরাগ্য সাধন;
হইয়াছে যার, জীবনের সার,
সে ব্যয় অনারামে ভব পারে।
ব্রাহ্ম সঙ্গীত থাকি মঙ্গলকণ,
প্রাণ পণে করে কর্তব্য পালন;
অটল প্রভু ভক্তি, মরল শাস্ত মতি,
প্রমাণ হৃদয়ে দেখে মঙ্গলরে।

এই গীতে ব্রাহ্মের কর্তব্য অতি পরিষ্কার রূপে নির্দেশ করা হইয়াছে: 'কত্যা সত্যই যে ব্যক্তি সত্যকে আশ্রয় করে, ভ্রম কুসংসার কর্তৃত্ব দেবতার উপাসক না হয়, মনুষ্যের ভাবুকতা রচিত মনুষ্য স্বভাব বিশিষ্ট ক্ষুদ্র জ্ঞোপন স্বভাব অথবা প্রতীবোধীতা উৎখলিত দেবতাকে আত্মোৎসর্গ না করে, পুণ্ডর দণ্ডিত অথবা লোক মুখে লুপ্ত কোন মৃত দেবতার শিষ্য হইয়া আপনাকে জড় পদার্থ না করে, যে ব্যক্তি আপনাব আত্মাতে প্রকাশিত সত্য স্বরূপ অবিনশ্বর পরমেশ্বরকে পূজা করে, তত্ত্বের ভয় বা ভাবুকতা বশতঃ অথবা লোকের বা সাম্প্রদায়িক মুখ চাহিয়া অঙ্কিত অহুষ্ঠানে লিপ্ত না হয়, সেই ধন্য, সংসারে তাহার হুঃখ নাই। পৃথিবীতে বিবিধ প্রকারে বিড়ম্বিত ও লাজিত হইয়াও সে ব্যক্তি যথার্থ আত্ম প্রসাদ মন্তোদগ করিয়া নিঃসৃত কৃত যুক্ত ও আপনাব আনন্দে আনন্দিত।

যিনি ব্রহ্মে সঙ্গীত খাকেন, তিনিই কেবল কর্তব্য পালন জনিত সুখ ও উন্নতি-লাভ করিতে পারেন। ব্রহ্মের দ্বারা জ্ঞাতমারে অথবা অজ্ঞাতমারে অহুপ্রাপিত না হইলে কেবল বিনি ব্যবস্থা করিয়া কর্তব্য সাধন করে কাহার সাধা? যখন প্রিয় বন্ধু ঘোরতর সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হইয়, তখন ব্রাহ্ম ভাবে অহুপ্রাপিত না হইলে তাহার সহায় হইয়া কে তাহার শুশ্রূষা করিতে পারে? যখন দম্ব হস্তে পতিত স্ত্রী অথবা নির্দোষী শিশুকে রক্ষা করিতে হয়,

তখন ঈশ্বরের প্রেমে অহুপ্রাপিত না হইলে ঈশ্বরের ভাবে ভাবুক না হইলে অপবিত্রতাকে দলন করিয়া পবিত্রতার মগাধা রক্ষা করিতে প্রাণ দানে উদাত হইতে কে পারে? যখন সপ্তম পুরুষের উপার্জিত প্রচুর সম্পত্তি হইতে একটি সত্য কথা অহুবোধে বিচ্যুত হইবার উপক্রম হয়, তখন কোন ব্যক্তি ঈশ্বরের ভাবে ভাবুক না হইলে, সত্যও ন্যায়ের পূজা করিত না শিথিলে সেই অবস্থায় মিথ্যা কথা না কহিয়া পারে? কেহ পাবে না। বাস্তবিক উপরিহ কৰ্মচাণীর অহুপ্রাপ্ত হারাইলে সামান্য পদাতি যেমন হত্যাখাস হইয়া পড়ে, ঈশ্বরানুগ্রহ ভিন্ন ক্ষুদ্র মনুষ্যের ও সেই দশা ঘটে। হৈ ধম্ব কয় ছীন শিক্ষাভিমানি বন্ধু! তুমি আত্ম বলে সমাজে সুচরিত্র ও প্রতিষ্ঠা ভাজন থাকিয়া বাইতে পার মনে করিও না। যখন প্রলোভনের প্রবল তরঙ্গ আশিয়া আঘাত করিবে, তখন তোমার কলিত্ত বাপের বাপ ভাঙ্গিয়া বাইবে। ঈশ্বর করুন তোমাকে সেই অতিক্রম অবস্থার পড়িতে না হয়। কিন্তু তুমি এখন হইতে সাবধান হও। চরিত্রকে অক্ষয় ভিত্তির উপরে সংস্থাপন করিতে বস্ত্র কর। বাস্তব যাহারা অভিমান ও দম্ব পরিত্যাগ করিয়া শাশ্বত মরল হইয়া ঈশ্বরকে প্রভু মনে করিয়া অটল ভক্তি ভাবে কাম্য করিতে পারে, তাহারা এই ভব সংসারে মাছুষের মত জীবন বাপন পিড়িয়া বাইতে পারে।

সঙ্গীত বলিতেছে, নিত্য উপাসনা করিয়া ইন্দ্রিয় দমন করিতে হয়। বাস্তব নিত্য উপাসনা ভিন্ন জিতেন্দ্রিয় হওয়া যায় না। বিচারা সাধন পণে চলিয়াছেন, তাহারা সকলেই ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। সংসারে ভোগ বিলাসের বস্ত্র এত অধিক এবং নিত্য মনন দুঃখ ভাব এত অধিক আশিয়া মাছুষের পুণ্ডর উপস্থিত হয় এবং ওকল মনুষ্যকে এত অসাবধান অবস্থার সময়ে সময়ে অবস্থিতি করিতে হয়, যে ইন্দ্রিয় পনের উচ্ছৃঙ্খল, ব্যবহারে মনুষ্যকে লাজিত ও কলঙ্কিত হইবার পদে পদে সংস্থান। আমরা ব্রাহ্ম ধারার মুক্তকণ্ঠে বলি, য আমরা দেখিয়াছি, যে সময়ে জীবনে উপাসনার শিথিলতা ঘটিয়াছে, তখনই চরিত্রে গোলাগোল ঘটিয়া উঠিয়াছে। কাৰ্য্যতঃ কেহ কিছু অন্যায় না করিলেই যে সুচরিত্র রহিলাম তাহা নহে, চরিত্রের বিকার অস্ত্রবে ঘটে, অবস্থা ও সংযোগ উপস্থিত হইলেই উহা কার্য্যে পরিণত হয়। কুপ্রভাবের অভ্যস্তর ভাগ অদৃশ্য রূপেই পঁচিয়া যায়, ভুতলে পড়িয়া ভাঙ্গিয়া গেলেই লোকে তাহা দেখিতে পায়। সাম্রাজ্যিক যোগ প্রাপ্ত স্থানে অবস্থিত কারিয়া সুস্থ থাকিতে হইলে যেমন প্রতিদিন কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ নিবারক ঔষধ (preventive) কইতে হয়, সেইরূপ হুঃখমজা ও পাপ প্রলোভন পূর্ণ জন সমাজে অবস্থিতি করিয়া চরিত্র অক্ষুর রাখিতে হইলে প্রতিদিন ভাণ তিজা ও ধ্যান দ্বারা অন্তর পরিপূর্ণ ও বলিষ্ঠ করিয়া লইতে হয়।

কেবল টকাই নহে। কর্তব্য তুমি ধ্বংস হুঃখ্য জন্মিয়া মূল দ্বারা মূর্ত্তিকা সমাজের হইলে যেমন আর তাহাতে সহজে জন্ম জন্মিতে পারে না, প্রতিদিন ঈশ্বর প্রসঙ্গ ও ধ্যান দ্বারা

অন্তর ক্ষেত্রকে সহ ও সাধুভাব দ্বারা পূর্ণ করিতে পারিলে, সাধুভাব জনে অস্তরে বন্ধন ও বশিত হইয়া উঠিলে, ক্রমে ইন্দ্রিয়নিগেরও আত্মা আক্রমণ রূপ অত্যাচার হিরোহিত হইয়া যায়। সাধকেরা বলিয়াছেন “সাধুভাব দ্বারা অসাধুভাবকে পরাসিত কর।” একবার তাৎপর্য্য এ স্থলেও দেখিতে পাওয়া যায়। অন্যের অসাধু ভাব বা কার্য্যকে যেমন সাধুভাব ও সংকার্য্য দ্বারা পরাস্ত করা যায়, আপনার অস্তরেও সাধুভাব পোষন কবিয়া অসাধুভাব পরাজিত করিতে হয়। এই পপ ভিন্ন শুদ্ধ চরিত্র হইবার আর উপায় নাই। ঔষধ ভক্ষণ, অস্ত্রিক্ষণ অথবা অন্য কোন শারীরিক নিগ্রহে ইহা হইবার নহে।

সঙ্গীত আরও বশিতেছে ধর্ম্মবান করিতে হইলে পবোপকারের আশ্রয় গ্রহণ করা চাই, এই পরোপকার সাধনই বৈরাগ্য সাধন। নচেৎ স্বপাকে ভক্ষণ, সংসার ভাগ অথবা নির্লজ্জ নগ্নতা ইত্যাদি বৈরাগ্য সাধন নহে। বাস্তব অমৃত্রানেই বৈরাগ্যের উৎপত্তি। যখন সার্বক ঈশ্বর প্রেমে ও ভ্রাতৃত্বাবে উন্মত্ত হইলে, যখন নরনারীর সেবা করিতে তাহার অশ্রুস্রব জন্মে, তখনই ভোগ বিলাস ও অন্যের আনন্দোপলব্ধির উৎসে উপেক্ষা ও বিরোধ জন্মে। যেন তঁহার জন্ম সমাজের জন্য কাঁদে, কিসে সমাজে ধর্ম্ম ও পুণ্য জন্ম লাভ করিবে তজ্জন্য তাহার উৎসাহ হয়। তখন আর তিনি ভাবের স্রোতে ভাসিয়া নাহিছে, ইতর আনন্দ প্রসাদে মত্ত হইতে অথবা “আমি আনন্দ” এই নট ভাষাইয়া সংসারে কষ্টের মত মন হইয়া থাকিতে পারেন না। তাহারই নাম বৈরাগ্য, বৈরাগ্য আর কিছুই নহে। অতুলা সাধন হইলেই বৈরাগ্য সাধন হয়। তাহাতেই সাধক বলিয়াছেন :—

“পূর্ণপুঞ্জেন যদি প্রেমৈবনম্কেহি লভেৎ

তস্য ভুজঙ্গমকলম্।”

বাঁওকিও কথা এই; শত শত সংকার্য্যের অমুঠান করিয়াও যদি একবার স্বর্গীয় প্রেম অর্থাৎ ঈশ্বর প্রীতি ও নরনারীর প্রতি ভ্রাতৃত্ব লাভ করা যায়, তাহা হইলেই ভুলে আর সামান্য বিষয় সবকের উপেক্ষা জন্মে। তুমি আমি সংসারে বেকপঃ মধ্যে মধ্যে সময়ের স্রোতে ভাসিয়া বেড়াই, গৃহ স্ব স্ব লালসায় লাল্যিত হই। শত শত লোক প্রতিনিয়ত বেকপঃ ইতর আনন্দোপলব্ধি নীচ সুখের জন্য ধাবিত, অতুলা সাধক সেকপঃ নহেন। যে কোন উন্নতি বা আনন্দে তিনি স্বয়ং উন্নত ও সুখী হইবেন, যাহাতে সমাজের সুখ বর্দ্ধিত হইবে, পাপ কুচি, অশান্তি ও অজ্ঞানতা হইতে সমাজ উদ্ধার পাইবে, তাহার নিকেই তাহার চিত্ত দ্রবঃ ধাবিত হয়। চুখক দ্বারা মার্জিত হইয়া লোহ যেন চুখকের ধাতুক্রান্ত হয়, ঈশ্বর প্রেমে অতুলা হইয়া তাহারও সেই দশাই হয়। তাহার চিত্তদেব ভাবাপন্ন হইয়াছে তিনি পণ্ড ধর্ম্ম পরিচয় করিয়াছেন। তিনিই উন্নত লোকে অবস্থিতি করিয়া পৃথিবীতে ভূমানন্দ লাভ করিতেছেন।

অন্যকার প্রসঙ্গ অতি দীর্ঘ হইয়া পড়িল, অতএব ভ্রাতৃ-

গণ আমাদের এই স্তম্ভেই সমাপ্তি করিতেছি। আমাদেরই গৌরব যেন আদর্শ বিহীন হইয়া অপদার্থ হইয়া না যায়।

প্রদেশীয় ব্রাহ্মসমাজের উৎসব।

আগ্রা।

• মাঘোৎসব উপলক্ষে অত্র সহরে বিশেষ উৎসব হইয়াছিল। আগ্রার সহিত ভারতের ইতিহাস ও ভারতের উন্নয়ন পতনের কাহিনী বহুল পরিমাণে সংযুক্ত এই জন্য বহুদিন দুঃখ করিয়াছি, এমন স্থানে ব্রাহ্মসমাজে তিষ্ঠে না। আমরা অত্যন্ত আশ্বাদিত হইয়াছি যে, আগ্রা নগরে নিয়মিতরূপে উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে।

• প্রাতঃকালে গাটার সময় উপাসনা। মধ্যাহ্নে ২:০০ শত দীন দুঃখকে আহাণ্য দান। প্রীতি ভোজন। হিন্দিতে ভোজন। অপরাহ্নে, ব্রাহ্মধর্ম্মের মত বিষয়ে বক্তৃতা। এবং সারংকালে উপাসনা।

অনেক বাঙ্গালী, হিন্দুস্থানী, মুসলমান, ও পৃথীন উৎসবে উপস্থিত ছিলেন।

শিলি গুড়ি।

শিলি গুড়ি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক বাবু আনন্দচন্দ্র রায় তথাকার সাংসদিক উৎসবের নিয়মিত বিবরণ পাঠাইয়াছেন।

২৯ মাঘ, বুধবার সন্ধ্যার সময় নিয়মিত উপাসনা হইয়াছিল।

৩০ মে মাঘ, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার সময় শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যার মহাশয়, উপাসনার কাণ্ড সম্পাদন করেন, “দ্বন্দ্ব জ্ঞান ও ঈশ্বর উপাসনা” এই বিষয়ে অতি উৎকৃষ্ট রূপ উপদেশ দিয়াছিলেন। উপদেশ সকলের হৃদয় গ্রাহী হইয়াছিল।

১লা ফাল্গুন শুক্রবার সকালে দার্জিলিং সমাজের আচার্য্য শ্রীযুক্ত বাবু রাধানাথ রায় মহাশয় উপাসনার কাণ্ড সম্পন্ন করেন। এই সময় হইতেই সমুদয়দিনের জন্য সকলের হৃদয় উৎসাহে পূর্ণ হয়। বেলা ২ বজার সময় হইতে পুনরায় সঙ্গীত, প্রার্থনা এবং আলোচনা ক্রমাগতেরে টো পর্যন্ত হইয়াছিল। জগপাইগুড়ি সমাজের আচার্য্য শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন বসু আয়োচনাতে বলিয়াছিলেন, যে আমি অনেক দিন পর্যন্ত হির করিতে পারিয়াছিলাম না, যে ভারতবর্ষীয় কি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে যোগ প্রদান করি, অনেক চিন্তা এবং ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনার পর এখন হির করিয়াছি, যে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে যোগ প্রদান করা কর্তব্য, এবং সকল বন্ধু নিগকে অনুরোধ করিতেছি, যে সকলে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উন্নতির জন্য প্রত্যেক দিন দয়াময় ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করেন। এবং প্রত্যেক বন্ধু এই সমাজের উন্নতির জন্য চেষ্টা করেন।

২রা ফাল্গুন শনিবার শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যার

মহাশয়, রেলওয়ে ষ্টেশনের নতুন ঘরে 'একতা' লব্ধে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, বক্তৃতা অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছিল।

জলপাইগুড়ি।

উত্তর বাল্গা ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক বাবু নবীনচন্দ্র ঘোষ উক্ত সমাজের সাপ্তাহিক উৎসবের নিম্নলিখিত বিবরণ প্রেরণ করিয়াছেন :-

এখানকার উৎসব এই ফেব্রুয়ারি আরম্ভ হইয়া ৭ই তারিখ শেষ হইয়াছে। এই তারিখ অপরাহ্ন ৭ ঘটিকার সময় সম্পাদকের গৃহে ঐশ্বর্যোপাসনা হয় এবং সমাজের আচার্য্য বাবু কালীপ্রসন্ন বসু উপাসনা করেন।

৭ই তারিখ রবিবার প্রকৃত উৎসবের দিন। সৈদপুর এবং শিলিগুড়ি হইতে সমাগত ব্রাহ্ম ভ্রাতাগণ উৎসবে যোগ দান করেন। প্রাতে ৭টার সময় উপাসনা আরম্ভ হয়। পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়া উপাসনার কার্য্য সম্পন্ন করেন। 'মানব জীবনে ঐশ্বরের রূপ' এই সম্বন্ধে উপদেশ করেন। ১৪ হইতে ২টা পর্য্যন্ত নঙ্গীত ও প্রার্থনা হয়। স্থানীয় সমাজের আচার্য্য এই কার্য্য সম্পন্ন করেন। ২ হইতে ৩টা পর্য্যন্ত রামকুমার বাবু ধর্ম্মের জন্য নিহত লোকদিগের জীবনী পাঠ করেন। ৩টা হইতে ৪টা ধর্ম্ম ও সামাজিক বিষয়ে কথোপকথন। ৪টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত সঙ্গীত। ৬টার সময় বহুলোক সমাগত হইলে সায়ং কালিক উপাসনা আরম্ভ হয়। উপাসনাব্যতিরামকুমার বাবুর উপরে ছিল। তিনি 'অনন্ত ঐশ্বর্য্য ভিন্ন মহাবোধ শাস্তি নাই' এই বিষয়ে উপদেশ দেন। উপাসনাও উপদেশ এক জন্ম স্পর্শ হইয়াছিল যে সকলেই অত্যন্ত উপকৃত হইয়া গৃহে গমন করেন।

৭ই তারিখ সন্ধ্যা ৭টার সময় রামকুমার বাবু সংক্ষেপ প্রার্থনার পর বাগ্মীতা পূর্ণ ও জন্ম উদ্বেজক একটি বক্তৃতা করেন। 'ব্রাহ্মধর্ম্মে ঐশ্বর্য্য পূজা' এই বক্তৃতার বিষয় ছিল। এই দিন আমাদের উৎসব শেষ হয়।

উৎসবের পর প্রচারক মহাশয় দুই দিন এখানে ছিলেন এবং আচার্য্য ও সম্পাদকের গৃহে উপাসনা কার্য্য নিম্নরূপ করিয়াছেন।

সৈদপুর।

সৈদপুর ব্রাহ্ম সমাজের উৎসব নিম্নলিখিত রূপে সম্পন্ন হইয়াছে।

প্রাতে: ৭টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত উপাসনা হয়। বাবু আততোষ বসু আচার্য্যের কার্য্য করেন। তৎপর ৩ ঘটিকা নগর কীর্ত্তন হয়। বাবু জ্ঞানকোনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এই দিন 'ধর্ম্ম জীবনের মূল' এই বিষয়ে একটি সুন্দর বক্তৃতা করেন। বক্তৃতা শ্রবণে বহুলোকে অত্যন্ত উপকৃত হইয়াছেন। সায়ংকালীন উপাসনা বাবু গোপীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পন্ন করেন।

৮টা মহেশ তলা।

৮টামহেশতলা ব্রাহ্মসমাজের বই সাপ্তাহিক উৎসব ১১ই ফেব্রুয়ারী শুক্রবার সম্পন্ন হইয়াছে। পণ্ডিত বিজয়-

কৃষ্ণ গোস্বামী উপাসনার কার্য্য করেন। 'অদৃশ্য ঐশ্বর্য্য মুক্তির উপায়' এই বিষয়ে উপদেশ প্রদান করেন।

বরাহনগর।

২৩শে ও ২৪শে ফাল্গুন বরাহনগর ব্রাহ্ম সমাজের উৎসব নিম্নলিখিত রূপে সম্পন্ন হইয়াছে।

কলিকাতা হইতে অনেক ব্রাহ্মিকাগণ ব্রাহ্ম নিমন্ত্রিত হইয়া শনিবার অপরাহ্নে ও কেহ কেহ রবিবার প্রাতে বরাহনগর গমন করেন। বাগধ বালিকার প্রফুল্ল মুখেও তাহাদের আমোদ কোলাহলে স্থানটি আনন্দ রবে পূর্ণ হইয়াছিল। শনিবার রাত্রি ৭ ঘটিকার সময় বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত উপাসনা করেন। রাত্রিতে অত্যন্ত ঝড় বৃষ্টি হওয়াতে অনেকে উপস্থিত হইতে পারেন নাই।

রবিবার প্রাতঃকালে উৎসব স্থানটি ব্রাহ্ম বালক বালিকা, যুবক যুবতী ও বৃদ্ধে পূর্ণ হইলে প্রায় ৮ ঘটিকার সময়ে বাবু যদুনাথ চক্রবর্তী সুসজ্জিত বেদীতে আরোহণ করিয়া উপাসনা আরম্ভ করেন। প্রায় ১১টা পর্য্যন্ত উপাসনা হয়। যদু বাবু একটি সুদীর্ঘ উপদেশ প্রদান করেন। তৎপরে সকলের প্রীতি ভোজন হয়। বাবু শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় জীপুল লইয়া সকলের আহারের কদ্বাদান করেন এবং কলিকাতা হইতে আগত অনেক ব্রাহ্মিক স্ত্রী হস্তে আহাৰ্য্য সামগ্রী রক্ষণ করেন।

প্রায় ১১টার সময় বালক বালিকাদিগের জন্য বিশেষ উপাসনা ও সরল উপদেশ হয়। বালক বালিকাগণ অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত উৎসাহের সহিত সঙ্গীত সঙ্গীতন করে। তৎপরে তাহারা একটি সুন্দর দল করিয়া নিশান হস্তে পতীর রাস্তায় গান করিতে করিতে বাহির হয়। পাড়ার মেয়েরা গৃহ হইতে বাহির হইয়া তাহাদের গান শ্রবণ করিতে আসিয়াছিলেন।

অপরাহ্ন ৪ ঘটিকার সময় শ্রমজীবীদিগের সভা হয়। প্রায় ৫০ জন সভ্য ঐশ্বর্য্যোপাসনা করিবার জন্য আগমন করিয়াছিলেন। বাবু শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় উপাসনার কার্য্য সম্পন্ন করেন। তৎপর বাবু দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, কৃষ্ণকুমার মিত্র ও কালীশঙ্কর ঈকুল তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া উপদেশ প্রদান করেন। অবশেষে শশীপদ বাবু তাহাদিগকে একটি সুন্দর সরস ও জন্ম গ্রাহী উপদেশ দিয়া কার্য্য শেষ করেন। উপাসনার সময় সভাগণ উৎসাহে পূর্ণ হইয়া অতি সুন্দর গান করিয়াছিলেন। যে চেষ্ঠা ও অধ্যবসায় দ্বারা এ সভার সভাগণ এত উন্নত হইয়াছেন, সে চেষ্ঠা ভারতবর্ষে সর্বত্র প্রয়োগ হইলেই দেশের প্রকৃত মঙ্গল হইবে।

রাত্রি ৭টার সময় পুনরায় উপাসনা আরম্ভ হয়। বাবু কেদারনাথ রায় উপাসনা করেন। উপাসনা ও উপদেশ অত্যন্ত জন্ম গ্রাহী হইয়াছিল। উপাসনান্তে পুনরায় প্রীতি ভোজন হয়। শ্রমজীবীসভার সভাগণকে সুন্দররূপে আহাৰ্য্য করান হইয়াছিল।

কুড়িগ্রাম।

কোন মাননীয় মহিলা কুড়িগ্রাম উৎসবের নিয়মিত পত্র বানি পাঠাইয়াছেন।

অত্র কুড়িগ্রামে গত তিন বৎসর যাবৎ করুণাময় পরমেশ্বরের আশীর্বাদে মাৎসব্যসব আত্মাশ্রয়ী রূপে সুসম্পন্ন হইয়া আসিতেছে। এবারও আমবা জগদীশ্বরের রূপায় মাৎসব্যসব বিশেষ ভাবে আনন্দ লাভ করিয়াছি। এবার এখানে উৎসব এক দিন হইয়াছিল। উৎসবের নিমিত্ত শ্রীযুক্ত বাবু হরনাথ দাস মহাশয়ের বীমাতে তাঁহার অতীতকাল এক খানি গুচ্ছ পুষ্পমালা ও নানাবিধ ছবি এবং লাল বস্ত্রে অতি শ্রদ্ধারূপে সুসজ্জিত হইয়াছিল। ঐরূপ বহির্কীর্তিতেও বাসা হইতে বাহির হওয়ার শরকে দুই ধারে কলার গাছ পুতিয়া তরুণের চারিটা নিশান দেওয়া হইয়াছিল এবং তাহাতে “একমেবা দ্বিতীয়া” “সকামেব জয়তে” “ওক্ষরুপাহি কবলম” “ও তৎ সৎ” অঙ্কিত ছিল। উপাসনার কার্য শ্রীযুক্ত বাবু হরনাথ দাস মহাশয় করিয়াছিলেন।

১:ই মাঘ রাত্রির ষটাব সময় বাগ্রতা সহকারে প্রেমপূর্ণ জগরে উৎসাহের সহিত সুমধুর সঙ্গীত আবৃত্ত হইল। পরে—বেলা ৮টার সময় দুইটা ব্রাহ্মসভা নিয়মিত নিপরিবারে উপাসনার গৃহে উপস্থিত হইয়া নিতান্ত দীনভাবে কার্যারম্ভ করিলেন। প্রথমতঃ দুইটা সঙ্গীত হয়; তৎপর গভীরভাবে উদ্বোধন ও আরাধনার কার্যারম্ভ করিলেন। দয়াময় পিতা তাঁহার এক বৎসরের ভূষিত সন্ততিদিগকে প্রেমবারি বিতরণ করিয়া কৃতজ্ঞ করিলেন, তাঁহার আরাধনার সময় মেহনয়ী জননীর রূপ রাশি দর্শন করিয়া আরাধনা শেষ করিলেন। তৎপর জননী ভিন্ন নিশুর সুখ শান্তি কোণায়, এই বলিয়া উপাচার্য্য মহাশয় সকলকে আত্মান করিয়া ধানে প্রেরিত হইলেন। ধান ও সাধারণ প্রার্থনার পরে বাকুলতা সহকারে আর একটি প্রার্থনা হয়; তৎপর এই ভাবে একটি লার গর্ভ উপদেশ প্রদান করেন যে শুন ভাই, ভগ্নিগণ মেহনয়ী জননী এবার আমাদিগকে স্বর্গীয় বেশ, ভূষা, দ্বারা অর্থাৎ প্রেম, ভক্তি, বিনয় ইত্যাদি দ্বারা সাজাইয়া সংসারে ছাড়িয়া দিবার জন্য ডাকিতেছেন। উপদেশ শ্রবণে সকলেই আনন্দিত হইয়া ছিলেন। আর একটি প্রার্থনা ও সুমধুর কানে এককটি সংগীত হইয়া তখনকার কার্য শেষ হইল। আচার্য্যে পুনরায় বেলা ১২টার সময় আচার্য্য মহাশয় কেবল পরিবার সহ উপাসনার গৃহে উপস্থিত হইয়া প্রথমতঃ তথ্য-কৌমুদী হইতে একটি উপদেশ পাঠ করেন, তৎপর একটি সংগীত হইয়া ধ্যান এবং ব্যক্তিগত প্রার্থনা হইল। অপরাহ্নে ৩টার সময় সবাক্বে মিলিত হইয়া ২০টা সঙ্গীত হইলে, ঐ সময়ে করেক জন হিন্দু ভক্ত লোক উপস্থিত ছিলেন, তাঁহার সঙ্গীত শ্রবণে আনন্দিত হইয়াছিলেন। তার পরে উদ্বোধন আরম্ভ হয়। বাস্তব দয়াময় ঈশ্বর তাঁহার পুণী, তানী, ঘোর বিষয় জালে অড়িত সন্তানগণ এই বন্ধ বান্ধব শূন্য স্থানে একাকী অবস্থিতি করে, সেই জন্য তাঁহার তিনি তাঁহার পুত্র, কন্যাবিগকে সবা সাধরে ডুবা-

ইয়া আপনি ঐ পানীদের পূর্ণ কুটির অধিকার করিয়া অত্যাশ্রয়ভাবে প্রকাশ পাইতে লাগিলেন। এইরূপে উদ্বোধন ও আরাধনা শেষ হইল। ঐ সময়ে গমনে তাহার ক্ষুদ্র উপাসক মণ্ডলী শান্তি সুধাপান করিয়া কৃতজ্ঞ হইয়াছিলেন। অনন্তর আচার্য্য মহাশয় জলন্ত উৎসাহের সহিত প্রেমময় ঈশ্বরের প্রেমে নত হইয়া একটি মূল্যবান প্রার্থনা করিলেন।

গত ২ বৎসর যাবৎ স্থানীয় ভক্ত মহোদয়গণ দক্ষিণ-দিগকে দানার্থে কিছু কিছু অর্থ প্রদান করিয়া থাকেন; এবৎসর প্রায় ৩০ টাকা সংগ্রহ হইয়াছে। কিছু আচার্য্য মহাশয় উপস্থিত না থাকায় দরুণ যথা সময়ে দান হইতে পারে নাট। ১৮ মাঘ দানের দিন ঠিক হয়। এ বৎসর গত বৎসরের ন্যায় দক্ষিণ লোক উপস্থিত হয় নাই বলিয়া; চাইল, পরমা, বহু ইত্যাদি অর্ধেকেরও অধিক রহিয়া গিয়াছে। দয়াময় ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা এই যে, তিনি তাঁহার ঐ দান শীল সন্তানদিগকে কুশলে রাখেন। এবার বৃন্দ আমাদিগের উৎসব এক দিন হয়, তথাপি আমবা এক বৎসরের বল এক দিনেই পাইয়াছি। বাস্তব তিনি এবার আমাদিগকে বড়ই সুখী করিয়াছেন। আমরা দেখিলাম যে তিনি তাঁহার দীন দুঃখী সন্তান সকলকে পরিভ্রাণ দিবার জন্য কত কি উপায় অবলম্বন করিতেছেন। দয়াল পিতা ভূমি তোমার এ দুঃখী, তাপী, দীন, হীন, সন্তানবিকে এই ভাবে চিরদিন রক্ষা করিও।

মেদিনীপুর।

মেদিনীপুর হইতে এই পত্র বানি প্রাপ্ত হইয়া গিয়াছে।

বোধ হয় আপনার পাঠকবর্গ অধগত আছেন যে মেদিনীপুর ব্রাহ্মসমাজ আদি ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্ভূত। এই সমাজকে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত বাবু শিবচন্দ্র দেব মহাশয় স্থাপন করেন। তিনি এ স্থান হইতে স্থানান্তরিত হইলে, আমাদিগের পরম শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসু মহাশয় ইহার উন্নতি সাধনে কৃত সংকল্প হয়েন। তিনি মেদিনীপুরের মঙ্গল সাধনে তাঁহার জীবনের সমগ্র ভাগ অতিবাহিত করিয়াছেন। এমন কি মেদিনীপুরের জন্য তিনি আংশসারিক উন্নতির আশা একেবারে নষ্ট করিয়াছেন। মেদিনীপুর ব্রাহ্মসমাজ তাঁহার জীবনের প্রধান সামগ্রী। তিনি যখন এখানে ছিলেন তখন মেদিনীপুর বড় গধুমর স্থান ছিল। তাঁহার এই স্থান পরিত্যাগের করেক বৎসর পরে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত বাবু অভয়চরণ বসু মহাশয় এই সমাজের মঙ্গল সাধনে নিযুক্ত হয়েন। এবং তিনিই এক্ষণে এই সমাজের সম্পাদক। তিনি ব্রাহ্মসমাজের একটি বড় গুরুত্ব। তাঁহার অমারিকতা, সরলতা গাভীরো সর্বদা।

এ বৎসর এই ব্রাহ্ম সমাজের অষ্টত্রিংশত উৎসব মহা সমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক পরম অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বাবু শিবনাথ শাস্ত্রী এম্. এ মহোদয় এই উৎসব ক্রিয়া সম্পাদনার্থ এখানে আহৃত হয়েন। তিনি ২৩ মাঘ শুক্রবার রাত্রি ১০ ঘটিকার সময় এখানে

উপস্থিত হইলেন। শনিবার বেলা তাঁর সময় অত্রতা গবর্ণ-মেন্ট ইংরেজী বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের মধ্যে “চরিত্র গঠন” বিষয়ে তিনি একটি লম্বাখানী বক্তৃতা করেন। তথায় কলেজস্থ লম্বাখানী ছাত্র সমবেত হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রত্যেক কথা ‘তাহাদিগের লম্বাখানীকে মুগ্ধ করিয়াছিল। তিনি এই প্রস্তাবের ভিতরে যুগ্ম লম্বাখানী বিওড়ার পাকারের জীবন বৃত্তান্ত সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়া কি প্রকারে ‘সংসারে চরিত্র গঠন ও চরিত্রকে কি প্রকারে ধর্ম্মধনে বিভূষিত করিতে হয় তাহা বিশেষ রূপে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। সেট দিবস ‘ব্রাহ্মে’ হানীয়া সমাজের সম্পাদক শ্রীযুক্ত অভয়চরণ বসু মহাশয়ের বাটীতে পারিবারিক উপাসনা করেন। ইনি এখানে আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম। তাঁহার পরিবার বর্গের মধ্যে যে পবিত্র ব্রাহ্ম ধর্ম্মের বীজ নিহিত, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। পরম প্রদেয় শাস্ত্রী মহাশয় প্রত্যহ এই পরিবার মধ্যে উপাসনা করিতেন। তাঁহার লম্বাখানী উপাসনা এই পরিবার মধ্যে ধর্ম্মের প্রকৃত ছবি অঙ্কিত করিয়াছে।

২৫এ মাঘ। রবিবার এখানকার উৎসবের দিন। উৎসব প্রথমে প্রাতঃকাল ৭। ঘটিকা হইতে আরম্ভ হইয়া ১০। পর্য্যন্ত স্থায়ী হয়। “পাপ থাকিতে ঈশ্বরকে দেখা যায় না” এই বিষয়ে শাস্ত্রী মহাশয় একটি সারগর্ভ সুনন্দর উপদেশ দিয়াছিলেন। ইহাতে কি ব্রাহ্ম, কি হিন্দু সকলে আগ্রহের সহিত শ্রবণ করিয়া বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন। পরে ১। টার পর কর্তব্য সাধিনী সভার বার্ষিক অধিবেশন হয়। পূজ্যপাদ শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতি উপস্থিত ছিলেন। তথায় শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামলাল ঘোষ স্রীলোকদিগের বিদ্যা ও ধর্ম্ম শিক্ষার আবশ্যিকতা ও যুক্তিসঙ্গততা বিষয়ে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এই সভার সম্পাদক প্রদেয় শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গাচরণ বসু মহাশয় ইহার পোষকতা করেন। শাস্ত্রী মহাশয় ওটীকতক আদর্শ সত্যের জীবন বৃত্তান্ত উল্লেখ করিয়া ওটী উত্তম রূপে বুঝাইয়া দেন। অতঃপর বেলা ৩টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত প্রায় ২২০ দরিদ্রকে সম্পাদক ও সভাপতি অর্থ বিতরণ করেন। ঈশ্বর যেন এই কৰ্ম্মটী সমুদয় ব্রাহ্ম সমাজের অমুকরণীয় করেন। এখানে এই দরিদ্রদিগকে দান ব্রাহ্মসমাজের প্রধান অঙ্গ। পুনরায় সন্ধ্যা ৭। ঘটিকার সময় উপাসনা আরম্ভ হয়। উপাসনাস্থানে অপর সাধারণ সকলে সমাগত হইয়াছিলেন। স্থানভাবে অনেকে চিত্র পুস্তকিকার ন্যায় বহির্দেশে যত্নোৎসাহ মনে ছিলেন। রাহের উপদেশ এতদূর হৃদয় গ্রাহী হইয়াছিল, যে (আমি কি) অনেকে ক্রন্দন লম্বাখানী করিতে পারেন নাই। “ঈশ্বর আমাকে মুক্তি দিবেনই দিবেন” এই বিষয়ে উপদেশ হইয়াছিল। একজন খ্রীষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী ইংরাজ প্রচারক উপাসনাস্থানে উপস্থিত ছিলেন।

২৬এ মাঘ সোমবার বৈকালে বহুসংখ্যক ছাত্র এবং বিদ্যালয়ের কয়েক জন শিক্ষক ও অন্যান্য অনেকগুলি স্থানিকিত ভক্তলোক উপস্থিত ছিলেন। সকলেই শাস্ত্রী মহাশয়ের “চরিত্রের বল” এই বক্তৃতাটী শুনিয়া অত্যন্ত

বিমোহিত হইয়াছিলেন। তিনি বক্তৃতাটির একস্থানে একদিকে যখন সূত্রধরের পুত্র যীশুখ্রীষ্ট ও অপরদিকে সম্রাট কুলতিশক মহাবীর পরাক্রান্ত নেপোলিয়ন বোনাপার্টীর জীবন তুলনা করিয়া সকলকে জানাইলেন, যে ধর্ম্ম জীবন এ জগতে কতদূর আদরণীয়। তখন সকলে একেবারে তন্ত্রিত প্রায় হইয়াছিলেন। রাত্রি ৭ ঘটিকার সময় অত্রতা সমাজের ভট্টনৈক উপাচার্য্য শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গাচরণ বসু মহাশয়ের বাটীতে পারিবারিক উপাসনা হয়। ইনি একজন আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম ও সমাজ সংস্কার বিষয়ে অগ্রসর। উপাসনাস্থে প্রীতি ভোজন হয়।

২৭এ মাঘ মঙ্গলবার। অত্রতা গবর্ণমেন্ট কলেজের প্রধান শিক্ষক পরম প্রদেয় শ্রীযুক্ত বাবু গঙ্গাধর আচার্য্য মহাশয়ের বাস ভবনে পারিবারিক উপাসনা হয়, গঙ্গাধর বাবু সাধু ও ধার্মিক পুরুষ। তিনি অত্রতা ব্রাহ্মসমাজের একজন প্রকৃত চিত্তাকাজী। রাত্রিকালে এখানকার সাধারণ পুস্তকালয়ে শাস্ত্রী মহাশয় ইংরাজিতে “Our times and duties” বিষয়ে একটি সুন্দর জলন্ত উৎসাহ পূর্ণ মধুময় বক্তৃতা করেন। ইহাতে তাঁহার বাগ্মীতা ও সারবত্তার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। এই সময়ে অনেক বিদ্বান ও পদত লোক উপস্থিত ছিলেন।

২৮এ মাঘ বুধবার বৈকালে সংক্ষিপ্ত প্রার্থনাস্থে ব্রহ্ম মন্দির হইতে নগর সংকীর্তন বহির্গত হয়। নগর সংকীর্তন অত্রতা ব্রাহ্মসমাজে এই প্রথম স্থাপ্তি। ইহাতে দেশবাসী কি ব্রাহ্ম, কি পৌত্তলিক সকলে উৎসাহের সহিত যোগ দান করিয়াছিলেন। সংকীর্তন করিতে করিতে কেবলার মাঠে প্রায় ৬০০৭০০ লোক সমবেত হইয়াছিল। শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার হৃদয় ভেদী উৎসাহ পূর্ণ অধিনয় বক্তৃতা দ্বারা সকলের হৃদয় মন কাড়িয়া লইয়াছিলেন। তৎপরে সমাজে উপাসনা হয়। বুধবার এখানকার সমাজের দিন। শাস্ত্রী মহাশয় সেট দিবস কলিকাতায় বাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন। কিন্তু এখানকার লোকেরা তাঁহাকে আর ২৩ দিন অধিক থাকিতে বিশেষ অনুরোধ করেন। তাঁহার প্রতি লোকে এতদূর আসক্ত হইয়াছিল, যে কেহ তাঁহাকে ছাড়িতে চাহেন নাই। তিনি সম্পাদক অভয় বাবুর বাটীতে বরাবর অবস্থান করিয়াছিলেন। এখানকার লোকে তাঁহাকে এতদূর সমাদর করিয়াছিল ও তাঁহার মধুময় কথার একরূপ মুগ্ধ হইয়াছিলেন, যে ‘সরুদাই’ সম্পাদক মহাশয়ের বাটী দুর্গোৎসব হইলে গৃহ যে প্রকার কোলাহলে পূর্ণ হইত তদ্রূপ কোলাহলে পূর্ণ হইয়াছিল। এখানকার বড় বড় বিদ্বান ও পদত লোক পর্য্যন্ত তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতেন।

২৯ বৃহস্পতিবার সম্পাদক মহাশয়ের বাটীতে বৈকালে শাস্ত্রী মহাশয় ছাত্রদিগের সহিত কথোপকথন করেন।

২২। ফাল্গুন শনিবার রাত্রে এখানকার অঙ্গ আদর্শভূক্ত গবর্ণমেন্ট উকীল বাবু বিপিনবিহারী দত্ত মহাশয়ের বালকদিগকে ও অন্যান্য অনেকগুলি ভক্তলোককে শিবনাথ শাস্ত্রীর সহিত কথোপকথনের জন্য স্থল গৃহে আহ্বান করেন।

এই উপলক্ষে বিপিন বাবু নিজ বায়ে প্রীতি ভোজন করাইয়াছিলেন। বিপিন বাবু শ্রদ্ধের রাজনারায়ণ বাবুর একজন প্রিয় ছাত্র। গুরুর অনেক গুণ ইহাতে আছে। ইহার হস্ত ব্রাহ্মসমাজের মঙ্গলার্থে সর্বদা উন্মুক্ত।

৩রা ফাল্গুন রবিবার। গোপোৎসব আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসু মহাশয় এই উৎসবের স্থাপয়িতা। প্রতি বৎসর সুসিদ্ধ বসন্তকালে এই উৎসব হইয়া থাকে। এখানকার প্রায় সমস্ত ভদ্রলোক এই উৎসবে যোগদান করিয়া থাকেন। উৎসব ক্ষেত্র প্রায় ৪০।৫০ জন ভদ্রলোক সমাগত ছিলেন। সেখানে আহাৰাদি সুচারুরূপে অনুসম্পন্ন হয়। সমাজের অনৈক উপাচার্য্য শ্রীযুক্ত বাবু ভোলানাথ চক্রবর্তী মহাশয়ের যত্নে প্রতি বৎসর সমারোহে সম্পন্ন হইয়া থাকে। দুঃখের বিষয় এ বৎসর তিনি সাংঘাতিক গীড়ার আক্রান্ত। দুর্গাচরণ বাবু ও তাঁহার জামাতা সেই কার্য্যভার সহস্র লটরা সমাধা করেন।

শান্তী মহাশয় গোপগিরির উপর “ঈশ্বর চিরনূতন” এই বিষয়ে উপদেশ দেন। বাস্তবিক উপদেশটা পরম সুন্দর হইয়াছিল। তিনি উপাসনার পূর্বে ২।৩ মিনিটের মধ্যে একটি সুমিষ্ট গীত (গোপগিরিকে লক্ষ্য করিয়া) রচনা করেন। সংগীতভিত্তিতে শান্তী মহাশয় আশ্চর্য্য প্রকৃত চণ্ডি অঙ্কিত করিয়াছেন। আগস্রান্তে কিয়ৎকাল বিশ্রামের পর উকীল বাবু রত্ননাথ দাস ও বাবু নীলমণি পর মহাশয় শান্তী মহাশয়ের আগমনে যে সমূহ মঙ্গল হইয়াছে ও ধর্ম্মের ছবিতে মানবের জনস্বার্থ প্রতিভা হইতেছে তজ্জন্য তাঁহাকে অস্তরের সহিত পন্যবাদ দিলেন। এবং অবকাশমতে যাহাতে তিনি এখানে সময় সময় আইসেন সেই অনুরোধ করিলেন।

সর্ব সমক্ষে ব্রাহ্ম মণ্ডলীর হইয়া স্থানীয় সম্পাদক অভয় বাবু তাঁহাকে অস্তরের কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা জানাইলেন এবং যাহাতে তিনি মধ্যে মধ্যে এখানে আগিয়া ধর্ম্মের জ্যোতি বিকীর্ণ করেন তজ্জন্য অনুরোধ করিলেন।

ছাত্র সমাজ।

গয় ২৫এ মাস হইতে ছাত্র সমাজের কার্য্য পুনরারম্ভ হইয়াছে। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী প্রথম সমাজে “জীবনের প্রকৃত ভিত্তি ভূমি” এই বিষয়ে উপদেশ প্রদান করেন। তিনি বলেন, আধ্যাত্মিক ভৌতিক সামাজিক অথবা রাজনৈতিক যে কোন কার্য্য করি, যদি তদ্বারা ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসা বৃদ্ধি না হয় তবে সকলই বৃথা। প্রবল শ্রোতের মধ্যে যদি দৃঢ় রূপে পদ স্থাপন না করা যায়, তাহা হইলে যেমন মানুষকে ভাসিয়া যাইতে হয়, সেইরূপ যাহাদের জীবনের ভিত্তিভূমি ঈশ্বরের প্রতি প্রকৃত বিশ্বাসের উপর স্থাপিত নয়, তাহাদিগের চিরজীবন ভাসিয়া বেড়াইতে হয়। কোন কার্য্য বিবেক ও কর্তব্যবুদ্ধির দ্বারা চালিত হইয়া করিয়াছি কিনা তাহার একমাত্র পরীক্ষা এই যে, সে কার্য্য আমাদের ঈশ্বর হইতে দূরে নিক্ষেপ করিয়াছে কিনা? আমাদের সর্বোচ্চ লক্ষ্য ও চেষ্টা এই

হওয়া উচিত, যদ্বারা ঈশ্বরের প্রেমে স্থাপিত হইতে এবং তাহার সহিত সাক্ষাৎ সধক্ষে মিলিত হইতে পারি, যাহা আমাদের এই সম্বন্ধ হইতে চূত করে, তাহা আমাদের আত্মা হইতে দূর করি। এই ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান হইলে সমুদয় সামাজিক গুণগুলি প্রসন্ন হইয়া যায়। আমি তাহা করিতে পারি না, যাহাতে আমাকে ঈশ্বর হইতে দূরে নিক্ষেপ করে। আমি সামাজিক কুনীতি দূরীকরণে এই জন্য আগ্রহের হই যে, তদ্বারা আমার ঈশ্বর প্রেম বৃদ্ধি হয় এবং ঈশ্বরের সহিত নিকট সধক্ষে আবদ্ধ হইতে পারি। নির্মল অস্তঃকরণ ও নির্মল বিবেক অপেক্ষা আধ্যাত্মিক উন্নতির উচ্চতর সহায় আর কিছুই নাই। এ বৎসর মুক্তি, নীতি, সমাজ, নারীভাতি, অস্তঃপুর ও যশেশ এই বিষয়ে ক্রমাগত ছোট উপদেশ প্রদান করিবেন এই বলিয়া বক্তৃতা শেষ করেন।

৩রা ফাল্গুন ছাত্র সমাজের দ্বিতীয় অধিবেশন হয়। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর অস্থপস্থিতির জন্য পূর্ণ নির্দিষ্ট বক্তৃতা হইতে পারে নাই। ঐ দিন পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী “ধর্ম্ম ও সমাজ” এই সম্বন্ধে একটি সুন্দর উপদেশ প্রদান করেন।

১০ই ফাল্গুন ছাত্র সমাজের অধিবেশনে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী “মুক্তি” বিষয়ে উপদেশ দেন। তিনি বলেন “অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বী লোকেরা জীবনের দুঃখ হইতে রক্ষা পাইনেই আপনাদিগকে মুক্ত বলিয়া বিশ্বাস করে। কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি যে যখন দুঃখ হইতে জীবনরক্ষা পায় তখন মুক্তির প্রথম সোপানে পদবিক্ষেপ করে। মুক্তি কোন অভাব পদার্থ নয়। দুঃখ না থাকিলেই যে মুক্তি হইল তাহা নহে; কিন্তু মুক্তি প্রাপ্তির একটি প্রধান উপায় লাভ হইল। যখন আমরা ঈশ্বরে বাস করে, তাহাতে বিচরণ করে ও তাহাতে আনন্দিত হয়, তখনই তাহার মুক্তি হয়। ঈশ্বরকে জানা, ভালবাসা, ও প্রাপ্ত হওয়া জীবনের লক্ষ্য এবং এই অবস্থা লাভ কবাই মুক্তি।

১৭ই ফাল্গুন শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দমোহন বসু মহাশয় ছাত্র সমাজের কৃপা করেন এবং একটি সুন্দর কবিত্ব পূর্ণ উপদেশ প্রদান করেন। এই সমাজে দুইটা শ্রাব্য কুনীতি উপস্থিত ছিলেন। আমরা আশা করি ব্রাহ্ম ছাত্রীগণ ও ছাত্র সমাজে যোগ দিলে উপকার লাভ করিবেন। দুঃখের বিষয় ব্রাহ্ম ছাত্রদিগের উন্নতির জন্য অনেক উপায় আছে এবং তাহারা তাহা অবলম্বনও করিয়া থাকেন; কিন্তু ব্রাহ্ম কন্যাদিগের উন্নতির উপায় সুবিধা জনক নহে, অথচ যাহা আছে তাহাতে যোগদিয়া ও উপকৃত হইতে পারিতেছেন না। ছাত্র সমাজে যে সমুদয় সরল উপদেশ হয় ব্রাহ্ম কুমারীদিগের সে উপদেশে অনেক শিক্ষা হইতে পারে। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী প্রায় ৬ মাস কাল কলিকাতা হইতে অস্থপস্থিত থাকিবেন। এই কাল শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন বসু মহাশয় ছাত্র সমাজের কার্য্য চালাইবার ভার গ্রহণ করিয়াছেন। ছাত্র জীবনের উপর আনন্দমোহন বাবুর যে প্রকার ক্ষমতা আছে, আমা-

নিগের দৃঢ় বিশ্বাস ছাত্র সমাজ এবার তাঁহার উপদেশে অত্যন্ত উপকৃত হইবে ।

ব্রাহ্মসমাজ ।

আমরা আত্মাদের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে বেহার প্রদেশের চম্পারনের টিকোলা নীল কুঠীতে কয়েক জন বাঙ্গালী ভ্রমণের একটা উপাসনা সমাজ স্থাপিত হইয়াছে । মতিহারী সমাজের আচার্য্য বাবু উমাচরণ ঘটক মহাশয় মধ্যে মধ্যে তথায় গমন করিয়া উপাসনা কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকেন । ঈশ্বর বন্ধুদিগের সহায় হইয়া তাহার নিগের সদিচ্ছা পূর্ণ করুন ।

পণ্ডিত বিজয়রত্ন গোস্বামী মহাশয় পশ্চিম বঙ্গ, বেঙ্গাল ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে প্রচারার্থ যাত্রা করিবেন অনেক দিন হয় এইরূপ তিরীকৃত হইয়াছিল ; কিন্তু হঠাৎ তাহার পুত্রের পীড়ার সংবাদ শুনিয়া তিনি ঢাকা গমন করিয়াছেন । তথা হইতে কলিকাতা প্রত্যাগমন করিয়াই তিনি প্রচারার্থ বহির্গত হইবেন ।

বিজয় বাবু ঢাকা নগরীতে কয়েক দিন হইল “ব্রাহ্মধর্ম ও কেশব বাবুর নববিবাহে প্রভেদ কি ?” এই বিষয়ে দুই ঘণ্টা কাল ব্যাপী এক বক্তৃতা করিয়াছেন । শ্রায় ৩৫ শত লোক উপস্থিত ছিলেন । কেশব বাবু যে ব্রাহ্মধর্ম হইতে বহুদূরে গমন করিয়া ভারতের সহস্র উপধর্মের মধ্যে আর একটি উপধর্মের সৃষ্টি করিতেছেন, তাহা শ্রোতাদিগকে বিশদরূপে বুঝাইয়াছেন ।

পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন মাঘোৎসবের অব্যবহিত পরেই কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া জলপাইগুড়ি গমন করেন । তথা হইতে শিলিগুড়ি, টৈনপুং, রংপুর প্রভৃতি স্থানে দ্বন্দ্ব প্রচার করিয়া সিরাজগঞ্জ ব্রাহ্মসমাজের সাধুসঙ্গিক উৎসব উপলক্ষে তথায় গমন করিয়াছেন ।

পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন রংপুর গমন করিয়া তথায় বাবু কৃষ্ণদয়াল রায় মহাশয়ের পুত্রের নামকরণ ক্রিয়া সম্পন্ন করেন ।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী কলিকাতা হইতে মেদিনীপুর ব্রাহ্মসমাজের সাধুসঙ্গিক উৎসব সম্পন্ন করিবার জন্য গমন করেন । তথা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া পুনরায় মাদ্রাজ প্রদেশে নিমন্ত্রিত হইয়া গমন করিয়াছেন । মাদ্রাজ, বেঙ্গাই, সিদ্ধ ও পঞ্চাব প্রদেশে তিনি ছয় মাস কাল অবস্থিতি করিবেন, এরূপ তিরীকৃত হইয়াছে । পত্র পাঠে অবগত হওয়া গেল পণ্ডিত শাস্ত্রী নিরাপদে সমুদ্র পথে মাদ্রাজে উপনীত হইয়াছেন । ঈশ্বর তাহার ভৃত্যকে কুশলে রাখুন ।

আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম যে কুমিল্লা শাখা ব্রাহ্মসমাজ অনেক দিনের পর অত্যন্ত উৎসাহের সহিত কার্য্যক্ষেত্রে পুনরাবতরণ করিয়াছেন । আশা করি এবার হইতে সেই ব্যবস্থা হইবে, যাহাতে আর সমাজটি সুতাবস্থায় পতিত না হয় ।

অত্যন্ত আত্মাদের সহিত পাঠকদিগকে জানাইতেছি যে শ্রায় ১৯ বৎসরের পর শান্তিপুর ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য পুনরারম্ভ হইয়াছে । এ সম্বন্ধে শান্তিপুর হইতে যে পত্র পাওয়া গিয়াছে তাহা আগামীতে মুদ্রিত হইবে । শান্তিপুরে আমরা দেখিয়াছি কয়েক জন অত্যন্ত উৎসাহী ব্রাহ্ম আছেন, তাহারা যদি ঈশ্বরের প্রীতি নির্ভর করিয়া কার্য্য করিতে থাকেন, তবে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস শীঘ্রই শান্তিপুরে ধর্ম্মের আন্দোলন উদ্ভূত হইবে ।

শান্তিপুরে দুইটি ব্রাহ্ম বিবাহ হইয়া গিয়াছে, বিবাহ উপলক্ষে কলিকাতা, কৃষ্ণনগর ও বাগ আচড়া হইতে অনেক লোক নিমন্ত্রিত হইয়া গিয়াছিলেন । বাবু প্রাণনাথ মল্লিক তাঁহাদের যাতায়াতের সমুদয় ব্যয়ভার বহন করেন । নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মগণ প্রাণনাথ বাবুর ভদ্রতা ও আবিধো পরম আপ্যায়িত হইয়াছেন । এই শুভ কার্য্যে প্রাণনাথ বাবু সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ, কৃষ্ণনগর ব্রাহ্ম সমাজ ও শান্তিপুর ব্রাহ্ম সমাজে কিছু কিছু দান করিয়াছেন ।

অজ্ঞান হইল বিগাতের একটি সাধেব ও তাঁহার সহ-ধর্ম্মিণী সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের সাহায্যার্থে কিছু অর্থ আমাদেব কোন বন্ধুর নিকট প্রেরণ করিয়াছেন । ইংগণ হইতে এইরূপ অবাচিত দানকে আমরা বহু মূল্যবান জ্ঞান করি । তাহারা সাত সমুদ্রের পারে তাঁহারা আমাদের দেশে বিস্তৃত ধর্ম্ম প্রচারের জন্য দান করেন, ইহা দেখিয়া আমাদের শ্রোণে দিন দিন এই বিশ্বাস দৃঢ় হইতেছে যে এমন দিন শীঘ্র আসিতেছে যে দিনে জাতবর্ষ নির্দীপ্তে পৃথিবীতে কেবল সত্যেরই আদর করিতে লোকে শিক্ষা করিবে ।

আমাদের কোন অজ্ঞান বন্ধু লিখিয়াছেন ;—“অনেক দিন পর্য্যন্ত আমি অনিশ্চিত ভাবে ছিলাম ; কিন্তু এখন একবারে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের আশ্রিত হইয়াছি । যে চাঁদা দিতাম তাহাও বন্ধ করিয়াছি ; কেননা আমার এই সঙ্গ হইয়াছে যে আমার ক্ষুদ্র অর্থ সাহায্যের দ্বারা সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজেরই সাহায্য করিব এবং ঐ সমুদয় চাঁদা বন্ধ করিয়া সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মিসন ফণ্ডে চাঁদা বৃদ্ধি করিয়া দিব এবং * * * তেও ক্ষুদ্র একটি মিসন ফণ্ড করিয়া তাহাতে চাঁদা দিব ।” ঈশ্বর করুন ভারতের সমস্ত ব্রাহ্মগণ যেন এইরূপ উৎসাহের সহিত জীবনে ও কাণ্ডে ধর্ম্ম প্রচার করিতে সক্ষম হন । বিস্তৃত ধর্ম্ম প্রচারের যেরূপ প্রবল বিষময়ন আসিতেছে, তাহাতে প্রাণ না দিলে আর প্রাণ আকর্ষণ করা যাইবে না ।

বিশেষ বিজ্ঞাপন ।

অনেকের নিকট তত্ত্ব কৌমুদীর দুই বৎসরের ও অধিক সময়ের মূল্য প্রাপ্য আছে । বার বার পত্র লিখিয়াও অনেকের নিকট হইতে উত্তর পাওয়া যায় নাই । তাহাদের এই অমনোযোগের জন্য সাধারণ ব্রাহ্মসমাজকে অত্যন্ত ক্ষতি সহ্য করিতে হইতেছে । সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের হিতৈষী মাজের নিকট বিনীত অনুরোধ যে তাহারা অতি সম্ভব সময়ে প্রদান করিয়া বাধিত করিবেন ।

তত্ত্বকৌমুদী কার্য্যাব্যাক ।

তত্ত্ব-কৌমুদী

[পাক্ষিক পত্রিকা]

৩য় ভাগ।
২১শ সংখ্যা।

১৬ই চৈত্র সোমবার, ১৮০২ শক। ব্রাহ্ম সংবৎ, ৫২।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ১০
মহাশ্বল ৫০
প্রতি খণ্ড নগদ ১০।

আজ বসন্তের পূর্ণচন্দ্র গগনে উদয় হইয়াছে। চন্দ্রমার বিমল কিরণে অনন্ত অনন্ত, অনন্ত আকাশভাবিয়া যাইতেছে। যতদূর দৃষ্টি চলে কেবল কিরণের বন্যায় সকল প্রাণিত হইতেছে। ধবল সৌধ ছবি রঞ্জিত কিরণে উদ্ভাসিত হইয়াছে, মেদিনী আজ বিবাহ সজ্জায় ভূষিত হইয়াছেন। শূন্যাম বৃক্ষের পড়ে পড়ে আজ সুমুগ্ন স্রোতস্রা বিরাজ করিতেছে। কুটুম্ব সুমের সুসৌভে দিগঙ্গনা আজ আপনা হারা হইয়াছে। অগণ্য তারকা রাক্ষি, অনন্ত গগণ, জীবকুল ভারবাহী মেদিনী ক্ষীত বক্ষ মহাসাগর আজ মহোৎসবে নৃত্য করিতেছে। প্রকৃতির আনন্দ বিপ্লব দর্শন করিয়া চন্দ্রমা আপনার লাভণ্যে আপনি স্তোহিত হইতেছেন। এমন আনন্দের দিনেও হায় বিষাদের কালিমা ঘুচিল না আজও কত স্থান অন্ধকারে আপনার বদন লুক্কায়িত রাখিয়াছে। পৃথিবী জ্যোৎস্নার তরঙ্গে ডুবিয়া গেল, নগরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গলীর অন্ধকার আলু ঘুচিল না, অর্গল বন্ধ গৃহের মধ্যে চন্দ্রমার বিমল রশ্মি প্রবেশ করিল না। রঞ্জিত কিরণ প্রতিরোধকারী বৃক্ষ গুলির নিম্ন দেশে ঘন তামস তেমনি অপ্রতিহত রহিল।

যখন ব্রহ্মের কৃপা পবন বহিতে থাকে প্রেম-সাগরে তরঙ্গমালা নৃত্য করিতে থাকে, নরনারী আপনা ভুলিয়া সে সাগরে ডুবিয়া যায় যাহারা একবার ডুবিয়া যায়, ধন্য তাহারা এ সংসারে আর তাহাদের কিরিতে হয় না। যখন ব্রহ্মের ইচ্ছায় ধর্মের প্রবল আন্দোলনে দেশ টলমল করিতে থাকে, একটি তুঘল তুফান দেশের উপর দিয়া চলিয়া যায়। যাহারা প্রাণের অর্গল বন্ধ করিয়া বসিয়া থাকে ব্রহ্মের শক্তি তাহাদের প্রাণে প্রবেশ করিতে পারে না। যাহারা আন্দোলনের তরঙ্গ হইতে দূরে পরিভ্রমণ করে, এমন পরিভ্রাণের শুভ সময়েও তাহারা ব্রহ্ম-কৃপা হইতে বঞ্চিত থাকে।

পৃথিবীতে সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় কত লোকে দৃঢ় ভিত্তির উপর গৃহ নির্মাণ করে, যেন বড় তুফানে গৃহের হানি না হয়। কিন্তু যখন প্রবল বড় বহিতে থাকে, তখন কত ক্ষুদ্র গৃহ ভূমিসাৎ হইয়া যায়। তুফানের সময় পাঁচ বড় গৃহে প্রবেশ করে, এমন কত লোকে গৃহস্থির দৃঢ় অর্গলে আবদ্ধ করে। কিন্তু তুফানের প্রবল পরাক্রমে কত গৃহের কত ঘর

উদ্ঘাটিত হইয়া যায়, গৃহস্থের বহু কালের কুশল-বিবিধ সজ্জার ভূষিত গৃহ সামগ্রী কোথার উড়িয়া যায়। যখন ব্রহ্মের শক্তি পৃথিবীতে পরিচালিত হয়, তখন যাহারা মনে করিয়াছিল পৃথিবীর সুখ, ইন্দ্রিয়ের দাসত্ব আর পরিভ্রাণ করিবেন না তাহারাও সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া ধর্মের জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়ে, পাছে ধর্মভাব প্রাণে প্রবেশ করিয়া উদাসীন করিয়া ফেলে, সংসারের সকল সুখ হইতে বঞ্চিত করে, এই ভাবিয়া যাহারা ধর্মের দ্বিগুন পদার্পণ করিত না, তাহারাও ঐশ্বরকে পাইবার জন্য দিবানিশি অমুতাপের অগ্রজলে স্নিগ্ধ হয়; যাহারা চিরদিন পাণ্ডে তাপে মুর্ম্ব প্রায় হইয়া জীবন কাটাইতেছিল, ইন্দ্রিয়ের প্রাবল্যে পর-নিম্নার, পরহিংসায় পৃথিবী কলঙ্কিত করিতেছিল, তাহারাও ধর্মের জন্য ব্যাকুল অন্তরে ক্রন্দন করে; যাহারা অবিশ্বাসে পড়িয়া সংশয়ী হইয়াছিল, তাহারাও ধর্মের জন্য প্রাণ বিসর্জন করিতে উদ্যত হয়।

যদি কেহ প্রশ্ন করে পৃথিবীতে হৃদয় কি? এক কথায় উত্তর হয় প্রক্ষুণ্ণিত পুষ্প ও শিশুর সরলতা মাথা মুখ মণ্ডল। এমন হতভাগ্য কে ফুল দেখিয়া যাহার হৃদয় অনন্দে উথলিয়া না উঠে! এমন বিষাদ পূরিত কাহার জীবন, যাহার অন্তর শিশুর হৃদয়মুখখানি দেখিয়া স্নেহরসে আশ্রুত না হয়? হিন্দুরা ফুল দিয়া দেবতাকে অঞ্জলি প্রদান করে, ফুল পায়ে ঠেকিলে ললাটে স্পর্শ করিয়া পুষ্করিণীতে নিক্ষেপ করে। শিশু মধুর হাসি হাসিলে মধুর হস্তোত্তিত তরবারি পড়িয়া যায়। ঐশ্বরের সৃষ্টিতে সৌন্দর্যের ও পবিত্রতার আধার পুষ্প, শান্তি ও সরলতার আধার শিশুর নিরলস মুখ মণ্ডল। ঐশ্বরপ্রেরিত প্রক্ষুণ্ণিত পুষ্পটির দিকে চাহিয়া চাহিয়া বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে সেই অপূর্ব সৌন্দর্যের আঁটার রচনা কোশল চিন্তা করিয়া অক্ষুট স্বরে বলিয়া উঠেন “সুন্দর” এর আবার শিশুর চিন্তাশেষ শূন্য, ক্রীতিপূর্ণ পূর্ণ প্রার্থনার গুণে মুখ মণ্ডলের শোভা দেখিয়া দীর্ঘ ভ্রি থাকেন, সে ব্যক্তি দিন কি মধুর! কি মধুর! সুখের কৃত্ত কি পরিভ্রাণের বিষয় কিছু আর কি তাহা কিরিয়া পারি হইতেই অহঙ্কার অতর্কিত ভাবে করেন ফুল এবং শিশু এরিতে থাকে। আমি প্রকৃত ধর্ম নিঃস্বার্থ ভাবে, পরের সুখেদিগের মধ্যে আনন্দের সমান কে?

হৃদয়! আর শত্রু মিত্র না ভাবিয়া শিশু হালে এমন্য নিও
হৃদয়! হৃদয় বলিলে যেমন শিশু পুষ্প মনে পড়ে, আর
তখন পৃথিবীতে কিছু নাই? কে ইহার উত্তর
দিবে?

ভারত মরুতে প্রাণ জুড়াইবার কোন দৃশ্য আছে?
ভারত স্থানে শান্তির চিত্র কি আছে? দিখাতার স্থিতিতে
দেখিবার অনেক আছে কিন্তু কে দেখায়? উৎসাহ পূর্ণ
যুবক একদিন বাক্য হুখা দ্বারা ভূপ্ত করিতেছিল, সময়ে
নে কংকি দিয়া পলাইল; যুবকের উদ্যম পরিপূর্ণ বদন
মণ্ডল দেখিয়া আশার দীপ জ্বলিতে ছিল, সে সময়ে
তাহা স্পষ্টারে নিতাইয়া দিল! তাই বলি নিজীব
ভারতে হৃদয় চিত্র কে দেখাইবে? কিন্তু একটি হৃদয়
চিত্র দেখিয়াছি। তাহার বর্ণনা কি করিব? অস্তিম শয্যায়
শায়িতা, নিষ্পন্দ-দেহা, একটা সরিষের কন্যা, আলুপাশিত
কেশা, ভুলুটিতা, শোকমগ্না জননী, ক্রয়-শয্যা পার্শ্বে দীন
নেত্রা, হৃদয়করে প্রার্থনা পরায়ণা অশ্রুসিক্তা একটা রমণী।
স্তিমিত ভাবে প্রদীপ জ্বলিতেছে; ডাক্তার শেষ কথা
বলিয়া গিয়াছেন; মুখে কাহারও বাক্য নাই। রমণী ধীরে
ধীরে উঠিয়া ক্রমায় মুখে ঔষধ ঢালিয়া দিলেন। ক্রিয়াক্ষণ
পরে ক্রম্য চক্ষু মেলিয়া চাহিল। রমণী কিছু আশা পাই-
লেন। পুনরায় ঔষধ দিলেন, ডুবন্ত নাড়ী আগিয়া উঠিল।
ডাক্তার আঁলেন ভরসা হইল। দিনে দিনে মুখ্য কন্যা
পরোপকারিণী রমণীর প্রতি সন্তোষ চিত্তে চাহিয়া চাহিয়া
উঠিয়া বসিয়া অননীর মুখে রমণীর প্রশংসা ধরে না।
ডাক্তার জিজ্ঞাসা করিলেন “এ রমণীটী কে বাহার সেবার
আপনার কন্যা জীবন পাইল?” মাতা সোৎসুকে কহিলেন
ব্রাহ্ম স্ত্রীদিগের বিধবা সেরে “রমণী সে স্থান হইতে নিকৃষ্টা
হইলেন। কি মধুর চিত্র! নিঃস্বার্থ উপকারের কি সুন্দর
চিত্র; ব্রাহ্মিকা ভগিনি! আপনারা কে এরূপ হইতে
চাহেন? নবর অগতে নিঃস্বার্থ উপকারের অভিনবর কীর্তি
কে রাখিয়া বাইতে ইচ্ছা করেন? যিনি ইচ্ছা করেন এ
মধুর চিত্রটা তাঁহাকে আর একবার দেখিতে অহরোধ
করি।

উত্তপ্ত বালুকা রাশিতে পূর্ণ ঝর ভূমির মধ্যে যেমন
উর্ধ্বা ভূমিখণ্ড প্রান্ত পৃথিবীর প্রাণে আরাম দেয়, প্রকাণ্ড
প্রান্তরের মধ্যে বিশাল-শাখ-বটবৃক্ষ যেমন স্থগ্য তাপে
তাপিত পৃথিবীর ক্লান্তি অপহরণ করে, এই বর্ষ বিহীন ক্রিয়া
কর্মে নিরত, ধর্মের বাহ্যস্থানে অহরন্ত, পৌত্তলিকতা ও
কুসংস্কারের প্রাবৃত্ত; হান্না প্রকার পাপে তাপে ক্লিষ্ট ও জর্জ-
রিত ভারতভূমিতে দূর দূর প্রদেশ-হিত এক একটা ব্রাহ্ম
সমাজী ভূষণ অধর্ম ও অবিশ্বাসের আলার নিগোড়িত, ধর্ম ও
সামাজিক অত্যাচারের অধীর প্রাণ, প্রকৃত ধর্মের জন্য ব্যাকুল
হৃদয় মানবের শান্তি আরামও সুখের স্থান। মরুভূমির
মধ্য উর্ধ্বা ভূমিরোগের এক ভল্লিকের মরু সীমার

প্রাণপহারী বায়ুতে কত ক্লিষ্ট করে, তাহাদের সৌন্দর্য
হরণ করিবার জন্য কত প্রয়াস পায়; কিন্তু বতদিন বৃক্ষগুলি
উর্ধ্বা ভূমির রস গ্রহণ করিতে সমর্থ থাকে, ততদিন মরু
অগ্নিসম বায়ুর সহস্র ঝটিকা তাহাদের মস্তকের উপর দিয়া
চলিয়া গেলেও তাহাদের প্রাণ বিনাশ করিতে কখনও
সমর্থ হয় না। পৃথিবীর সহস্র প্রেলোভন, সহস্র বরণা
ব্রাহ্মের মস্তকে পতিত হউক, ব্রাহ্মের প্রাণ নির্ভীক ও অটল
থাকিবে, বতদিন তিনি ব্রাহ্ম সমাজের প্রাণ পরমেশ্বর হইতে
বিশ্বাস সঞ্চয় করিয়া আপনাকে অমুপ্রাণিত করেন। এক
একটা ব্রাহ্মসমাজ বটবৃক্ষের ন্যায় বিশালশাখা প্রসারিত
করিয়া পাপী তাপীদিগকে আহ্বান করিতেছে, কত লোক
ব্রাহ্মসমাজের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া প্রাণ দম্ভকারী দুঃখ
মোকের হস্ত হইতে পরিভ্রাণ পাইয়াছে; বিবেকের স্বাধীনতা,
ইচ্ছার সরলতা রক্ষা করিয়া জীবন পথে অগ্রসর হই-
তেছে। জীবনে প্রেম-শান্তিও পবিত্রতা পাইয়া কৃতার্থ
হইতেছে।

নগর ছাড়িয়া বাহিরে গমন করিলে দেখিতে পাওয়া
যায়, দুই চারিটা ব্রাহ্ম নিষ্ঠা, ভক্তি ও বিশ্বাসের সহিত ব্রাহ্ম
সমাজকে রক্ষা করিতেছেন। চতুর্দিকে প্রেলোভন, পাপের
বিভীষিকা; লোকের তর্জ্জন ও উৎপীড়ন, সংসারের নীরস
শুক কঠোর বায়ু তাহাদিগের প্রাণকে বিপথে আকর্ষণ
করিতেছে। এই দুই চারিটা ব্রাহ্ম ঐশ্বরের মুখ চাহিয়া, মান
অপমান গ্রাহ্য না করিয়া দিন রাত্রি ব্রাহ্ম সমাজের জন্য
খাটিতেছেন। বাহারা বড় সহরে থাকেন তাহারা তাহাদের
ক্লেশ অমুত্তর করিতেও মন্থ নন। এই পৌত্তলিকতাও
কুসংস্কারের সর্বভুক্ গ্রাস হইতে আত্মরক্ষা করা সামান্য
বিশ্বাসও সামান্য বল বীর্ষের সাধ্যায়ত্ত নহে। ব্রাহ্ম সাধা-
রণের সাহায্য হইতে সূদূরে অবস্থান করিয়া, অসহায় অবস্থায়
থাকিতে থাকিতে আমাদের কতজাতা শুকপ্রাণ, হীণ সাহস
ও বিশ্বাসবিহীন হইয়া পড়েন, তাহা ভাবিলে অশ্রুজল
নিবারণ করা যায় না। যে সহস্র বিদেশবাসী ব্রাহ্ম আশাও
উদ্যমে পূর্ণ হইয়া ধর্মের জন্য অবিভ্রান্ত খাটিতেছেন, তাহা-
দের মুখ দেখিয়া নিরাশ প্রাণে আশার উজ্জেক হয়, মৃত-
জীবন পায় ঐশ্বর ব্রাহ্ম সমাজের মধ্যে এরূপ লোকের সংখ্যা
অগণ্য করুন। আর বাহারা সাহায্য অভাবে ধর্মভাব
শিথিল হইয়া পড়িতেছেন; তাহাদের জন্য প্রাণে বড় ক্লেশ
হয়। পরম্পরের সাহায্যের অভাবে ভ্রমণে কোন কার্যই
সম্পন্ন হয় না, একের হৃদয়ে অন্যে সান্ত্বনা বাক্য প্রয়োগ
করিবেন, একের অশ্রুজল অন্যে নিবারণ করিবেন, একের
হৃদয় হৃদয়ের ভাগী অন্যে হইবেন; তবেই কোন সমাজের
কল্যাণের আশা করা বাইতে পারে। অন্যান্য কারণের
মধ্যে বিদেশের অসহায় ব্রাহ্ম ভ্রাতৃদিগের আধ্যাতিক সাহা-
য্যের জন্য স্থানে স্থানে এচারকদিগের গমন আরম্ভ প্রাণের
সহিত ইচ্ছা করিয়া উৎসাহে উৎসাহ উদ্বীর্ণ করে।
মল্লত উৎসাহে পরিপূর্ণ, বতীর বিভীষিকা ও আলি বিঘালী

লোকের দ্বারা ঈশ্বরের মহিমা অগতে প্রকাশিত হয়। ব্রাহ্ম সমাজের অধিপতি ব্রাহ্মদিগকে অটল বিশ্বাসীরা বল করিয়া দিন।

রাজ্যলোভে নিশাহারা হইয়া লেডী ম্যাকবেথ গৃহান্ত চিরোপকারী ফটলাভের রাজা ডনকানকে হত্যা করিবার জন্য স্বামীকে উত্তেজিত করিয়াছেন। ম্যাকবেথ খজাঘাতে ডনকানের মস্তক বিধ্বং করিয়া বুদ্ধি হারা হইয়াছেন; খজা যথা স্থানে স্থাপন না করিয়া চলিয়া আসিয়াছেন। লেডী ম্যাকবেথ বিপদ গণিয়া নিজ হস্তে রাজরক্তাকলঙ্কিত খজা দ্বারা অশুচরদিগকে রঞ্জিত করিয়া ফিরিয়া আসিলেন। হত্যা করিয়া পুরুষ ম্যাকবেথের মস্তক বিধ্বং হইয়াছে। নারী লেডীম্যাকবেথ অটল রহিলেন। স্বামীকে সাহস দিলেন জল আনিয়া হস্তের কলঙ্ক ধৌত কর, নরহত্যার ভার হইতে পরি-
ত্রাণ পাইবে। মহাপাপ করিয়া ম্যাকবেথ মনের মানিতে অশুশোচনার কশাঘাতে চিরজীবন উন্নত রহিলেন, উন্নত অবস্থায় তাহার প্রাণ গেল। লেডী ম্যাকবেথও রমণী, রম-
ণীর প্রাণ কত অল্প অশুভাপের আঘাত সহ করিবে। পাপের অশুশোচনার লেডী ম্যাকবেথের মস্তক বিধ্বং হইয়াছে। সুখে আর তাহার নিদ্রা হয় না। নিদ্রা হইতে উঠিয়া স্বপ্নাবেশে আপনার মনের বিকৃত ভাব প্রকাশ করিতেছেন। কত ইচ্ছা করিতেছেন হস্তের রক্ত-কলঙ্ক বিদূরিত হয়, পাপের দূরপন্থে চিহ্ন চলিয়া যায়, কিন্তু হার লেডী ম্যাকবেথ স্বপ্নাবেশে চারি-
দিকে রক্তের গন্ধ পাইতেছেন, আর খেদ করিতেছেন, হার হার আরব দেশের সমুদয় সুগন্ধিতেও এ হস্ত সুগন্ধ যুক্ত হইবে না। তিনি অবশেষে ভয় ভয় হইয়া পাপের ভার সহিতে না পারিয়া অকালে দেহ বিসর্জন করিলেন। বড় আশা করিয়াছিলেন স্বামীর সহিত রাজ ঐশ্বর্য্য সমভোগ করিয়া দিন কাটাইবেন কিন্তু জানিতেন না, পাপের সুতীক্ষ্ণ আঘাত আপনাদিগেরই মস্তক ছিন্ন করিবে। পাপ করিয়া কে সুখে দিন কাটাইতে সমর্থ হয় একবার পাপ করিয়া সহস্র প্রকালন কর সে দাগ আর উঠিবে না—স্মৃতি চিরদিন সে পাপের কথা মনে আগ্রত করিয়া, তৌমাকে দগ্ধ করিবে। ম্যাক-
বেথ বলিয়াছেন এ রক্ত চিহ্ন সমস্ত সমুদ্রের নীল জল রক্তাক্ত হইবে। হার। পাপের যে দাগ তাহা আর কিসে ঘাইবে? পাপের যে স্মৃতি কিরূপে ভুলিবে? এ পাপ লইয়া যেখানে চাই, তাহা পাপময় হইয়া, বার কুমুদিত পুষ্পে, ফুল শিশুর মুখে, পবিত্র রমণী জুহুমতলে পাপের ছায়া দর্শন করি। হে ঈশ্বর পাপের ত্রিনীমা হইতে রক্ষা কর।

বাহাদিগের কোথ প্রবল তাহার বিবাদের সময় অমনি প্রবৃত্ত করিয়া বসে। কলঙ্কল বিচারের আর সময় পার না। প্রবৃত্তি বিদ্রোহী হইলে রাজা অমনি তাহাদিগকে সমুদে উৎসর্গ করেন, তাহাদের অসন্তোষের কারণ অবগত হইবার অপেক্ষা করেন না, প্রজা আপনাদের অপরাধ বুঝিয়া পুনরায় অধরক হয়

কি না রাজা তাহা বিবাদের অন্য একই অঙ্গ। তাহাদিগকে নির্বৃত্ত করেন। কিন্তু ঈশ্বরের বিচার নহে। কোটি কোটি লোক তাহার বিদ্রোহী হয় ঈশ্বরের সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হয়। কাহাকেও তিনি হঠাৎ বিনাশ করেন না। বহু সহ্য করিয়া অবশেষে ঈশ্বর দণ্ডবিধান করেন। মানুষ যখন শারীরিক নিরুপায় সমুদয় লক্ষণ করেন, ঈশ্বর অমনি সামান্য রোগের মধ্য দিয়া তাহাকে সাবধান করেন। মানুষ যখন প্রথম পাণ্ডে প্রবৃত্ত হয়, ঈশ্বর অমনি, বিবেকের দংশনের মধ্য দিয়া তাহাকে পাপ হইতে নিবৃত্ত হইবার আদেশ করেন। অল্প ক্রমশেও যখন মানুষ সাবধান না হয়, তৎপশ্চাৎ মন ক্রমশঃই দুর্বল হইয়া পড়ে। মানুষ তখনও সাবধান হইলে রক্ষা পায় যখন কিছুতেই মানুষ সতর্ক হয় না—তখনই তাহাকে ইহলোক পরিভ্যাগ করিতে হয়। কিন্তু ঈশ্বরের কৃপা হইতে কখনও বঞ্চিত হয় না। মানুষকে সংপথে ফিরাইয়া আনাই ঈশ্বরের অভিপ্রায়।

সাধন কণ্টক।

অনুতাপ ও ব্যাকুলতা ধর্ম সাধনের প্রারম্ভ তত্ত্ব ধর্ম সাধনেই লোকের মতি জন্মে না। কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে অনেকে আন্তরিক অকপট অনুতাপ ও ব্যাকুলতার সহিত সাধন আরম্ভ করিয়াও অবশেষে কতকগুলি আধ্যাত্মিক যোগে পতিত হইয়া সাধনের ফল লাভে বঞ্চিত হন। এই সকল আধ্যাত্মিক রোগকেই এই প্রস্তাবে সাধন কণ্টক নামে নির্দেশ করা হইবে।

সাধন পথের প্রথম বিষ ও প্রথম রোগ আধ্যাত্মিক অহঙ্কার। অনেক অসাবধান ও চিন্তা বিহীন সাধক এই রোগে পতিত হইয়া প্রকৃত ধর্মপথ হইতে বিচ্যুত হইয়াছে। এই জন্য বৃত্তিদিগের ধর্ম শাস্ত্রে বহু পতনের অগ্রেই অহঙ্কার। প্রথম প্রথম অন্তরের ব্যাকুলতা বশতঃ মনুষ্য শিশুর ন্যায় সরলও বিনীত হইয়া ধর্ম রাজ্যে প্রবিষ্ট হয়। তখন তাহার প্রার্থনা কেমন সরল ও বিনয় পূর্ণ থাকে? সে ঈশ্বরের গৃহে আপনাকে সর্বাপেক্ষা, হীন জানিয়া সকলের পশ্চাতে দণ্ডারমান হইবার ইচ্ছা করে; বাহার নিকটে যে সূচপদেশটা লাভ করে তাহা হস্ত পাতিয়া আদরের সহিত গ্রহণ করে। সুতরাং সকল ঘটনাই তাহার আধ্যাত্মিক উন্নতির সহায় হয়। এই ব্যাকুলতা পূর্ণ অন্তরে সে যে গ্রন্থ উদঘাটন করে তাহার প্রত্যেক কথা যেন তাহারই জন্য লিখিত বোধ হয়। একদিকে ধর্ম অগতের প্রত্যেক ব্যক্তি, প্রত্যেক গ্রন্থ এবং প্রত্যেক ঘটনা যেমন তাহার সহচর হয়, অপরদিকে তাহার সরলও ব্যাকুলতা পূর্ণ প্রার্থনার ওয়ে ঈশ্বরও তাহার অভাব পূর্ণ করিতে থাকেন, সে ব্যক্তি দিন দিন উন্নত হইতে থাকে। কিন্তু কি পরিভ্রাণের বিবর কিছু দিন এই রূপে, সুস্থের না হইতেই অহঙ্কার অতিক্রান্ত ভাবে অন্তরকে পরিভ্রাণ করে। আনি প্রকৃত ধর্ম সাধনের মধ্যে আমাধের সমান কে?

আর সকলে আমাদের অপেক্ষা হীন; অন্যের পাণ্ডা
আমরাই বিধানী এবং ভক্ত। তখন এই সকল ভাব অন্তরে
উদ্ভিত হইতে থাকে। সেই সূত্রে সূত্রে ব্যাকুলতার হাস
হইতে থাকে। আর মন শিশুর ন্যায় সরল ও বিনীত
ভাবে সকলের পদানত হইতে চায় না; আর ভক্তি বিশ্বাস
বিষয়ে সর্বাপেক্ষা আপনাকে হীন বলিয়া মনে হয় না, আর
ধর্মগ্রন্থ সকল পাঠ করিয়া সেসকল উপকার হয় না। এই
রূপ শোচনীয় অবস্থার উপস্থিত হইলে, প্রার্থনা তুচ্ছা বিহীন
মৌখিক ব্যাপার মাত্র হইয়া পড়ে, এবং ধর্ম জীবনের উন্নতি
শ্রুতি রুদ্ধ হইয়া যায়।

সাধন পথের দ্বিতীয় রোগ আড়ম্বর প্রিয়তা। বাহ্যদের
সুন্দর দর্শনের আশ্রয়, তাহার বাহ্য আড়ম্বর লইয়াই আশ্রয়
প্রদানিত হয়। সাধনের কতকগুলি বাহিরের ব্যাপার
অবলম্বন করিয়া মনে করে, আমরা বাস্তবিক ধর্মজগতে বড়
অগ্রসর হইতেছি। আমরা স্বপাকে আহার করিয়াছি,
গৈরিক বসন পরিয়াছি, মৃগচর্মে বসিয়াছি, নানামালা কণ্ঠে
পরিয়াছি, আমরা যদি ভক্ত নই তবে ভক্ত কে? তাহার
এই গুলিকেই ধর্ম মনে করেন, ধর্ম যে অন্তরের বস্তু, চরিত্র
ও জীবনের ব্যাপার তাহা বিস্মৃত হইয়া যান। এক ব্যক্তি
যদি ৫ ঘণ্টা মৃগচর্মে নরন মুদ্রিত করিয়া থাকে, অথচ
পরের কুৎসা করিয়া, মিথ্যা বলিতে সংকুচিত না হয়, যদি
গৈরিক বসন পরিয়া ভিক্ষুক সাজে, অথচ পরজীর প্রতি
অপবিত্র দৃষ্টিপাত করিতে কুণ্ঠিত না হয়; যদি স্বপাকে
যাবজীবন আহার করে, অথচ সামান্য ঈর্ষ্যাকে অন্তর
হইতে বিদার করিতে সমর্থ না হয়, তাহা হইলে, যে, সে
প্রকৃত ধর্ম হইতে বহুদূরে আছে এসত্য আর তখন মনে
থাকে না। ব্রাহ্মের পক্ষে আবার ধর্ম কি? ঈশ্বরকে জানা
এবং তাহাকে লাভ করাই ধর্ম। তাহাকে ছাড়িয়া বাহ্য
বাহিরের আড়ম্বর অবলম্বন করে, তাহার সত্য সত্যই
সার শব্দ ছাড়িয়া তুচ্ছ আহার করিয়া থাকে। এই কারণেই
বলি ধর্মের বাহ্য আড়ম্বর প্রিয়তা একটি মহা রোগের মধ্যে।

সাধন পথের তৃতীয় বিষ ও তৃতীয় রোগ মহাপুরুষের
অভ্যাস। অনেক সময় দেখা যায়, অনেক চিন্তাবিহীন এবং
হৃদয় প্রকৃতির লোক সাধনের ক্রম সহ্য করিতে অসমর্থ
হইয়া এক এক জন মহাপুরুষকে গুরু করিয়া বসে।
স্বাধীনভাবে ধর্ম সাধন করিতে গেলে, অনেক অধেষণ
করিতে হয়, অনেক চিন্তা করিতে হয়, অনেক সংশয়ের
সীমাংসার চেষ্টা করিতে হয়। অনেকের অনেক কথার
মর্ম অবগত হইবার প্রয়াস পাইতে হয়। এই ক্রম তাহা-
দের প্রীতি সহ্য হয় না। তাহার মনে করে চক্ষু কর্তৃক মুদ্রিত
করিয়া কোন একজন মহাপুরুষের পশ্চাতে লগ্ন হইলে সহজে
স্বর্গে যাওয়া যায়। কিন্তু ইহাতে যে কি সর্বনাশ হয়,
অবিশ্রুতি ও চিন্তার অভাব বশতঃ তাহার তাহা লক্ষ্য
করিতে সমর্থ হয় না। ইহাতে যে কি সর্বনাশ হয় তাহা
বাক্যে বর্ণন করা যায় না। মানব পুথের দান, এইরূপে
একজন পুরুষের পদানত হয়, সেই ভক্তিকে যবেকের

দুর্গতি হইতে থাকে; আর স্বতন্ত্রভাবে ধর্মার্থ বিচার
করিবার শক্তি থাকে না; আর স্বতন্ত্রভাবে ধর্ম পথ অব্যবহার
আবশ্যকতা বা আবৃত্তি থাকে না; আর ধর্ম জীবনের কোন
কূট প্রেমের সীমাংসার জন্য ব্যাকুলতা থাকে না; আর
সংসারজন্ম ধর্মপথে আলোক লাভের জন্য ব্যাকুলতা থাকে
না। অলস বোকে যেমন কলতর্কর প্রার্থনা করে, সেই
সকল হৃদয় লোকও কৌমুদী একজন গুরু বা কর্তাকে কল
তর্ক করিয়া তাহার মূলে নিশ্চিন্ত মনে বসিয়া থাকে, কলটি
পড়িবে এবং কুড়াইয়া মুখে দিবে। এই কারণে আমরা
মহাপুরুষাশ্রয়কে সাধন পথের একটি প্রধান বিষ মনে করি।
এবং যতই চিন্তা করিতেছি ততই এইরূপ মহাপুরুষাশ্রয়ের
উপরে ঘৃণার উদয় হইতেছে।

উপরে সাধন পথের যে সকল বিষ উল্লিখিত হইল
ব্রাহ্ম মাত্রেই ঐগুলি স্মরণ রাখা কর্তব্য। একে ধর্ম সাধন
হুঙ্কর কাণ্ড, তাহাতে আবার ব্রাহ্মধর্ম সাধন করা আরও
হুঙ্কর। এপথে অণুমাত্র অলস বা অসতর্ক হইলে পদ
স্থলিত হইতে হয়। আমরা প্রত্যেক ব্রাহ্মকেই স্বাধীন ও
চিন্তাশীল হইতে অধুরোধ করি; জগতে সর্বত্রও অগ্রতুল
নাই, সদগ্রন্থেরও অগ্রতুল নাই। যার চিন্তা আছে এবং
ব্যাকুলতা আছে, সেই ব্যক্তিই সহপদে গমনে সমর্থ হয়,
কি বল মহাজনের পশ্চাৎগমন হইলে কি হইবে, নিজের
দ্বারা সকলকে গ্রহণ করিতে হয়।

একটি সংপরামর্শ।

ব্রাহ্ম সমাজ ধর্মের সংখ্যা ক্রটি অল্প; দিন আনে দিন
থায়, এরূপ লোকের দ্বারাই ব্রাহ্ম সমাজ পরিপুষ্ট। সংসারের
বায় নির্বাহ করিয়া জী পুত্রের ভবিষ্যতের জন্য কিছু সঞ্চয়
করিবেন, এরূপসাধ্য অনেকেরই নাই। পুত্র কন্যাকে
উপযুক্ত রূপ শিক্ষা দিবেন, উপযুক্ত রূপে লালন পালন
করিবেন, অনেকে দরিদ্রতা বশতঃ এরূপ অবশ্য কর্তব্য
কর্মও করিয়া উঠিতে পারেন না। সুতরাং যদি কোন ব্রাহ্ম
কালক্রমে পতিত হন, তবে যে তাহার পরিবার অপার হুঃখ
সাগরে পতিত হইয়া চারি দিক অন্ধকার দেখিবেন তাহা
বিচিত্র নয়। ব্রাহ্মপরিবারের সংখ্যা দিন দিন বর্ধিত
হইতেছে ঈশ্বরের আশীর্বাদে, ব্রাহ্ম সমাজের লোকবল
ক্রমশঃই অধিক হইতেছে। সুতরাং এরূপ অবস্থা অনেক
পরিবারের হওয়া সম্ভব। বাহ্যদিগের একের অভাবে অশেষ
দুর্গতিতে পড়িতে হইবে। ব্রাহ্ম সমাজ নিভাত দরিদ্র।
এই সমুদয় দরিদ্র লোকে যে অপর দশ জনেরুতার গ্রহণ
করিতে সক্ষম হইবে এরূপ আশা করা বাইতে পারে না।
এমন অবস্থার নিরাস্রব ও অসহায় ব্রাহ্ম পরিবারের গতি
কি হইবে?

এই গুরুতর বিষয়ে ব্রাহ্মদিগের চিন্তাকর্মণ করিবার জন্য
আমরা কয়েকটি পরামর্শ প্রদান করিতেছি। সমাজের ঐটি
দাক্ষিণ্য হ্রাসকার কল, যে পুণ্ড্র যিনি তিনি দিয়া থাকি পণ-

সর্ব হইয়া। পরিবারের ভরণ পোষণের জন্য অর্থোপার্জন করিবেন। আর জী বিনি তিনি সামান্য গৃহ কার্য্য করিয়া স্বামীর উপার্জিত অর্থ ধ্বংস করিবেন। ঈশ্বর জী পুরুষ উভয়কেই খাটিয়া খাইবার জন্য হাত পা প্রদান করিয়াছেন, তবে পুরুষ পরিশ্রম করিয়া অর্থোপার্জন করিবে আর জী তাহা ব্যয় করিবেন ইহা প্রকৃতি বিকল্প। জী স্বামীর জীবিত কালে তাহার গলগ্রহ হইয়া থাকিবেন আর মৃত্যু হইলে হাত পা খাটাইয়া পরিশ্রম করিয়া অর্থ উপার্জনে সক্ষম হইলেও সংসার শূন্য দেখিয়া কান্দালিনী হইবেন, ইহা অপেক্ষা জী জাতির কলঙ্কের বিষয় কি আছে? সত্য বটে আমাদের বেশ পুরুষদিগের প্রচুর পরিমাণে অর্থ উপার্জন করিবার ক্ষেত্রপ নানা প্রকার সুবিধা আছে, জী জাতীয় তাহার সহস্রাংশের একাংশও নাই। তথাপি আমরা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি, এই হীন দেশেও জী জাতি আপনার উন্নয়ন পুষ্টির জন্য যথেষ্ট অর্থ নানা উপায়ে উপার্জন করিতে পারেন। কি কি উপায়ে গৃহে বসিয়া আমাদের অল্পনাগণ অর্থ উপার্জন করিতে পারেন আমরা তাহাই প্রশংসা করিব; আশা করি ব্রাহ্মও ব্রাহ্মিকা এই গুরুতর বিষয়টি কার্য্যে পরিণত করিতে চেষ্টা করিবেন।

আমাদিগের মধ্যবিত্ত গৃহস্থ রমণীদিগের দিনের কতক সময় গৃহ কার্য্যে প্রদান করিতে হয়; অবশিষ্টাংশ নিজেতে বা গৃহা গল্পে কাটিয়া যায়। আমরা বোধ করি অন্ততঃ দিনের পাঁচ ঘণ্টা এইরূপ বৃথা কাজে ব্যয় হয়। এই পাঁচ ঘণ্টার মধ্যে যদি অন্ততঃ প্রতিদিন তিন ঘণ্টা কেহ সূচী কার্য্যে অর্থাৎ জামা ইত্যাদি প্রয়োজনীয় কার্য্য শিক্ষার অথবা কাঁঠ খোদাই বা চিত্র কার্য্য শিক্ষার ব্যয় করেন, তাহা হইলে দশ টাকা উপার্জন করিয়া সংসারের অনেক ক্লেশ দূর করিতে পারেন, এবং এইরূপ সঘিষে সময় যাপন করিয়া জীবনকে উন্নত করিতে পারেন।

অনেক রমণী বলিতে পারেন, আমাদের এ সব কাজ শিক্ষা করিবার ইচ্ছা আছে কিন্তু শিখি কোথায়? যদি দশটি রমণীর এই সদ্ভিচ্ছা হয়, তাহা হইলে প্রত্যেকে প্রায় দেড় টাকা ব্যয় করিয়া এক জন দরজিকে রাখিলে তাঃ মাসের মধ্যেই জামা ইত্যাদি কাটিতেও সেলাই করিতে শিখি পারেন। কাঁঠ খোদাই বা উডএনগ্রেবিং শিক্ষা করিবার সর্বত্র সুবিধা নাই, কিন্তু কলিকাতার অতি সহজে এবং সস্তা-বতঃ বিনা ব্যয়ে শিখিতে পারেন। আমরা জানি কয়েকজন ব্রাহ্ম সুলভ রূপ উডএনগ্রেবিং করিতে পারেন। তাহা-দিগের নিকট অতি সহজে ইহা শিক্ষা করা যাইতে পারে। কিছুই অর্থ ব্যয় করিলে, চিত্র ইত্যাদিও কলিকাতার সহজে শিক্ষা হইতে পারে। যদি এত সহজে এ সব হইতে পারে, তবে ব্রাহ্মগণ কেন এতদিন পর্য্যন্ত নিশ্চিন্ত আছেন আমরা তাহা বুঝিতে পারি না। নিজে চক্ষু মুদ্রিত করিলে পরি-বারের দশা কি হইবে এ কথা যাহারা ভাবে, তাহারা কি এরূপ নিশ্চিন্ত ভাবে দিন কাটাইতে পারে।

আমরা জানি বিশেষতঃ পরিশ্রম হইতে অনেক বিধবা

রমণী সমাজের অত্যাচার হইতে মুক্ত হইবার জন্য সর্ব সমাজে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করেন এ সকল বিধবা রমণীদিগের নিদারুণ ক্লেশ ও যন্ত্রণা দেখিয়া আমাদের ক্লেশবোধ হইতে ইচ্ছা হয়, কিন্তু অর্থভাবে মনের প্রশংসা মনে বিনয় হইয়া যায়। তাহাদের দুর্গতি আর দূর করা হয় নাই যদি কোন অবলা বান্ধব এই রূপ বিপর রমণীগণের কল্যাণ করিতে ইচ্ছা করেন তবে আমরা এই পরামর্শ দি, যে একটা বাটী মধ্যে উক্ত রমণীদিগকে আশ্রয় দিই এবং তাহাদিগকে সূচী কার্য্যে, খোদাই ও চিত্র কার্য্য শিক্ষা দিবার বন্দোবস্ত করুন। যদিও এই উপায়ে প্রথম দুই তিন মাস টাকা ব্যয় করিতে হইবে এবং আমরা আশা করি সে টাকা সংগ্রহ করিন হইবে না, কিন্তু তার পরই রমণীগণ আপনার নিজের উপযুক্ত অর্থ আপনারাই উপার্জন করিতে পারিবেন এবং কিছুদিন পর বিচক্ষণ লোকের তত্ত্বাবধানে থাকিলে ইহা দ্বারা বিস্তর অর্থ উপার্জন হইতে পারে এবং তদ্বারা ক্রমে নিঃস্বপ্ন আশ্রয় হীনা রমণীদিগের একটি আবাস গৃহ নির্মাণ হইতে পারে এবং এইরূপ বহু রমণী আশ্রয় না কেন তাহার ভরণ পোষণের একটি উপযুক্ত উপায় হইতে পারে।

বর্তমান সময়ে কোন দূরস্থ রমণী ব্রাহ্মসমাজে আশ্রয় লইলে দরিদ্র ব্রাহ্মগণ অতিশয় ক্লেশ স্বীকার করিয়া ও তাহাদিগকে স্থান দিয়া থাকেন। কিন্তু এই রূপ রমণীর সংখ্যা বৃদ্ধি হইলে তাহাদের সম্বন্ধ কি, যে এত লোকের ব্যয়-ভার বহন করিতে পারেন? অতএব আমরা এই প্রস্তাব করিতেছি, যে ব্রাহ্মিকা দিগকে সূচী কার্য্য, খোদাই ও চিত্র প্রভৃতি কার্য্য শিক্ষার জন্য শীঘ্র কোন বন্দোবস্ত করা হউক। এবং পর দুঃখ-কাতর কোন ব্রাহ্ম আপন পরিবার মধ্যে বিধবা রমণীদিগকে আশ্রয় দিয়া তাহাদিগকেও এই সব কার্য্য শিক্ষা দিতে আরম্ভ করুন। বঙ্গ মহিলা সমাজ ইচ্ছা করিলে এ বিষয়ে অনেক সাহায্য করিতে পারেন। উক্ত সমাজের সভা-দিগকে এই গুরুতর বিষয়টি বিবেচনা করিতে আমরা বিশেষ অনুরোধ করিতেছি। সর্ব স্থানীয় ব্রাহ্মগণও এই বিষয়টি বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখেন এই আমাদের বাসনা এবং ব্রাহ্ম সমাজের কল্যাণের জন্য বাহা উচিত মনে করেন, তাহা আমাদিগকে জানাইলে সকাশর মধ্যে আন্দোলন উঠিতে পারে।

রাগিনী আপেরা—তাল আড়া

মৈদনীপুর গোপগিরিতে রচিত।

গোপ গিরিরে একি শোভা দেখালি নির্জনে।

দেখি নাই নয়নে।

সুসম্য তব কাণ্ডারে;

নির্জন বন মাঝারে

প্রবাহিত শ্রোতস্বতী সুন্দরগমনে।

সুবল্লভ সমাগমে,

সাজি নব আভরণে

প্রকৃতি খুলেছে যেন লজ্জাবওঠনে।

তরু লতা ফল ফুলে,

সাজি বায়ু ভরে দোলে

আনন্দে অধীর যেন সখার মিলনে।

এরিচিহ্ন হবি হেরে, ভূমি তাব সাগরে
কিরিতে পুনঃ সংসারে চাহে না হব মনে।
সৌন্দর্য সাগরে ডুবে, থাকি হেথা এই ভাবে,
নয়ন ভরিব দেখি নয়ন রঞ্জে।

সমুদ্র বক্ষে রচিত।

ধর ধৈর্য্য ধর অথবা এই বিশ্ব মাঝে—দুর
ওহে রত্নাকর, আজি এ স্নানর, নিলম্বিত হেরে
মোহিল নয়ন।

ভূবিহু বিশ্বরে গল বস্ত্র হয়ে, ইচ্ছা হয় করি
তোমাকে বন্দন।

নািলে নীল ঢালি; পড়িছ উঠিছ, তরি অঙ্গে রঞ্জে আসিয়া
লুটিছ; ফেণা কুটে কুটে, উতপাশে ছুটে, শুনিতে বিচিত্র
পুতীর গুজ্জর।

দেখিলে ভীষণ মুরতি তোমার, হয় যে প্রাণেতে জ্বাঙ্গের
সঞ্চার, চৌদিকে খেলিছে অনন্ত বিস্তার, অটু অটু হাসে
কাঁপারে ভুবন।

গভীর অপার তোমার মহিমা, ওহে সিদ্ধরাজ! কেবা
করে নীমা, আমি ক্ষুদ্র প্রাণী, কিরূপ বাখানি, হারিল কল্পনা
হারিল বচন।

ছোট বড় নাই এ বিষম স্থান, তুমি যারে মার নাহি তার
জ্ঞান, নরের বিক্রম ত্বন খণ্ডন, কুতূহলে তুমি কর নিবারণ।

বায়ু পদাঘাতে রোষ তুমি যবে, হহকার ছাড়ি নৃত্য কর
তবে, ধাপ বাহ তুলে অবনি মওলে, লক্ষ জীবে কর নিমেঘে
হরণ।

ও নীলাশু তলে কত নারী নরে, পুতিয়াছ সিদ্ধ অকাল
কবরে, মানব সংসারে, তাইহে তোমারে, স্মরি কত বরে বরে
ছনয়ন।

যরে বায়া ছিল আশা পথ চেয়ে, কত যে কাঁদিল তব
মাছি পেয়ে, তুমি হেসে হেসে গেলে বেশে দেশে, সেই সব
অশ্রু না করি গণন।

যদি আমি আজ ভূবিহে অতলে, আমার বারতা কে হবে
সকলে, ঘোর আর্জনায়ে, পুতীর বিবাহে, হইবে আধার আমার
ভবন।

কিছ রত্নাকর মরিতেওঁ হবে, মরিলেও জানি সকলে
কাঁদবে, মরি হুঃখ নাই, আও যেন পাই, মঙ্গল ময়ের মঙ্গল
চরণ।

তারি কথা কর্ণে বলহে আমার, তারি নাম প্রাণে করহ
প্রচার, তাহারে পাইব, তারি হরে রব, প্রাণে মম সিদ্ধ এই
আকিঞ্চন।

বঙ্গমহিলা সমাজ।

বর্তমান বৎসরের জন্য ত্রিমতী স্বর্ণপ্রভা বস্ত্র, সন্তাপতি
ত্রিমতী কাঁদম্বিনী বস্ত্র ও ত্রিমতী টেকলাসকানিনী বস্ত্র সম্পা-
দক নিযুক্ত হইয়াছেন। এ বৎসরের জন্য উক্ত সমাজ নিম্ন

নিমিত্ত কার্য প্রণালী স্থির করিয়াছেন। ১ পুস্তকালয় বিস্তৃত
করা। ২ সাধারণ ও বিশেষ বিজ্ঞান শিক্ষা। ৩ নীতি বিব-
রক ও উচ্চ প্রচার। ৪ দান ও জ্ঞান লাভের জন্য বিশেষ
স্থান পরিদর্শন। ৫ ব্রাহ্মিকাসমাজ কমিটি বালক বালিকাদিগের
জন্য একটি প্রার্থী বুলিতে মনন করিয়াছেন। তাহাতে প্রাকৃতিক
ইতিহাস ও নৈতিক বিবরণ শিক্ষা দেওয়া হইবে। আমরা
ব্রাহ্মিকাদিগের এই কার্য তৎপরতার সংবাদে অত্যন্ত সুখী
হইয়াছি। নারীজাতি সমাজের মেরুদণ্ড তুল্য তাঁহারা ই সমাজ
স্থিতির মূল কারণ। নারীজীবনের গতি যে দিকে সমাজও সেই
দিকে চলিয়া পড়ে। আশা করি ব্রাহ্মিকাগণ এই গুরুতর সভ্য
উপলব্ধি করিয়া আপনাদের গুরুতর ব্রত পালনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ
হইবেন। ব্রাহ্মসমাজের মহালাভল যে তাঁহাদের উপর বহুল
পরিমাণে নির্ভর করে, আশা করি তাঁহারা ইহা বিস্তৃত হই-
বেন না। বঙ্গমহিলা সমাজে ইতিমধ্যে সামাজিক সম্মিলন
হইয়া গিয়াছে। প্রায় ২৫ জন ব্রাহ্মিকা উপস্থিত ছিলেন।
ঐ উপলক্ষে প্রাণিপুঙ্খের ও উদ্ভিদ জীবনের সুন্দর সুন্দর
আণুবীক্ষণিক দৃশ্য, প্রাণী-জগৎ-সুন্দর চিত্র ও বিভিন্ন দেশের
প্রাকৃতিক দৃশ্য সমুদয় প্রদর্শিত হইল। ঐ দিন “জামা’দিস্তার
আহার্য সামগ্রী-রক্ষা” এই সম্বন্ধে একটি মনোমুগ্ধতা
হইয়াছিল। উদ্ভিদ বিষয়ে সুন্দর সুন্দর বিষয় বর্ণিত হইয়া-
ছিল। বাঁশ হইতে কি প্রকারে কাপড় ও কাগজ প্রস্তুত হয়
এবং ইক্ষু ও নারিকেল, সাগু ও তাল জাতীয় অন্যান্য বৃক্ষ
হইতে কিরূপে প্রয়োজনীয় জিনিষ প্রস্তুত হইতে পারে,
তাঁহাও সরল ভাষায় বর্ণিত হয়। পৃথিবীর প্রয়োজনীয় ঘট-
নার সংবাদ দেশ হিতকর ও লোক হিতকর অনেক বিষয় এই
সভাতে বলা হয়। অবশেষে সন্মত ও জল যোগের পর এই
রমণীয়দিবসের কার্য শেষ হয়।

প্রদেশীয় ব্রাহ্মসমাজের উৎসব।

ইরিনাতি।

গত ১৩ই মার্চ ইরিনাতি ব্রাহ্মসমাজের সাধারণিক উৎ-
সব হইয়া গিয়াছে। এই উপলক্ষে কলিকাতা হইতে পণ্ডিত
বিজয়রত্ন গোস্বামী ও বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত তথায় গমন করিয়া-
ছিলেন। কোন সময়ে ইরিনাতি সমাজ অনেক উন্নত
লোকের সহায়তায় শ্রী লক্ষ্য ছিল, তাঁহারা সকলেই উচ্চতর
কার্যে জীবন প্রদান করিয়া সে স্থান পরিত্যাগ করিয়াছেন।
এ সমাজটির দিকে দৃষ্টি করিলে বড় ক্লেশ হয়। স্থানীয়
ব্রাহ্মগণ জীবনের নাম করিয়া একবার চেষ্টা করুন পূর্বে গৌরব
কিরিয়া আসিবে।

কোরগর।

১৫ই মার্চ কোরগর ব্রাহ্মসমাজের আটাদশ সাধারণিক
উৎসব হইয়াছে। কলিকাতা হইতে প্রায় এক শত ব্রাহ্ম
নিমন্ত্রিত হইয়া উৎসবে যোগ দিবার জন্য তথায় গমন করিয়া-
ছিলেন। প্রাতঃকালে পণ্ডিত বিজয়রত্ন গোস্বামী আট-
দশ কার্য নির্বাহ করেন। প্রায় বেলায় ব্যাপী এবং

জীবনের প্রত্যেক কার্যের সঙ্গে যে, ধর্মের সংসারের কাজই করি। জীবনের ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া রক্ষার জন্য আহারই করি, কি শয়ন করি, অথবা শ্রমের জন্য খাটিয়া খাটিয়া মরি, সকল বিষয়ে যে ধর্মের ইহা না বুঝিতে পারিয়াই লোকে সংসার হইতে ধর্মকে পৃথক করিয়া ফেলিয়াছে এবং এই জন্যই বাহারা সংসারের কাজ কর্তৃক করেন, তাহারা মনে করেন তাহাদের দ্বারা আর ধর্ম রক্ষা হইল না। আর বাহারা ধ্যান ধারণায় ও তপস্যায় জীবন যাপন করেন তাহারা আপনাদিগকেই কেবল ধার্মিক বলিয়া অভিমান করেন। ঈশ্বর আমাদের পৃথিবীর জীব করিয়া সৃজন করিয়াছেন। দিনের ২৪ ঘণ্টা পৃথিবীর কার্যে ব্যস্ত থাকিতে হয়, এমন অবস্থায় যদি মানুষ মনে করে, যে, সে সর্বদাই পাপ কার্যে রত রহিয়াছে, তাহা হইলে মানুষের সমুদয় জীবন অবনত হইয়া যায়, মনুষ্য সমাজ হীন-নীতি হইয়া পড়ে। জীবনের সকল কার্যই পরমেশ্বরের অভিপ্রেত। যত দিন পর্যন্ত মানব সমাজে এই উচ্চ নীতি স্থান না পাইবে, ততদিন পর্যন্ত ধর্মের মহিমা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে না, এই মনোবৃত্তির বাবু একটি তেজস্বী উপদেশ প্রদান করেন। উপদেশটি শ্রবণ করিয়া অনেকের মনে ওত, আন্দোলন উপস্থিত হয়।

অপরায় ৫ ঘটিকার সময় শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র দেবের সহ, ধর্মিনী শ্রীমতী অম্বিকাদেব কর্তৃক গঙ্গাতীরে নব নির্মিত একটি ঘাট প্রতিষ্ঠিত হয়। অনেকেই জানেন 'কোরগর ব্রাহ্মসমাজ গঙ্গাতীরে স্থাপিত। ব্রাহ্মসমাজের সমুদয় গঙ্গাকুলে এই ঘাটটি নির্মিত হইয়াছে। অপরায় গঙ্গার যে শোভা হয় তাহা বাহারা স্বচক্ষে দেখেন নাই তাহারা অনুভব করিতে সমর্থ হইবেন না। নদী বক্ষে নৌকা গুলি পক্ষ বিস্তার করিয়া উড়িয়া যাইতেছে, কোন কোনটি নীরবে ভাসিয়া চলিয়াছে। সুদূর পর পার বাসস্থি রক্ষণতার রমণীয় শোভা ধারণ করিয়াছে। এমন মনোহর সময়ে, এমন পরম সুন্দর স্থানে বহুলোক ঘাট প্রতিষ্ঠার জন্য সমবেত হইলেন। মহিলাগণও পার্শ্ববর্তী একটি গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। চারিদিকের এই পরম রমণীয়তার মধ্যে ব্রহ্মোপাসনা আরম্ভ হইল। সকলে নিমগ্ন নীরব। কেবল গঙ্গার কুল কুল ধ্বনি ও বাসস্তিবিহঙ্গের সুমধুর স্বর সে নিমগ্নতা ভঙ্গ করিতেছিল। ব্রহ্মোপাসনা হইলে বিজয় বাবু দণ্ডায়মান হইয়া প্রতিষ্ঠাপত্র পাঠ করিলেন। প্রতিষ্ঠা পত্র অতি সুন্দর ভাবে পরিপূর্ণ, তাহাতে 'প্রতিষ্ঠাতার' উদার হৃদয়ের পরিচয় প্রদান করিতেছে। সে পত্র ধ্যান আমাদের হৃদয়গত না হওয়ার প্রকাশ করিয়া পাঠকদিগের কোতূহল নিবৃত্ত করিতে পারিলাম না। ঘাট প্রতিষ্ঠা, ব্রাহ্মসমাজে এই নতুন ব্যাপার, আমরা এই প্রথম ব্যাপারে যাহা দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি তাহাতে প্রাণে বড় আনন্দ হইয়াছে।

ঘাট প্রতিষ্ঠার পরই কলিকাতার ব্রাহ্মগণ প্রত্যাগত হন। রাত্রিতে আদি সমাজের আচার্য্য শ্রীযুক্ত বেচারাম চট্টোপাধ্যায় উপাসনার কার্য করেন।

শ্রীযুক্ত বাবু এই উৎসব উপলক্ষে বহু সংখ্যক ব্রাহ্মকে

বৎসর বৎসর একত্র করিয়া আমাদের সহিত তাহাদের অর্থার্থনা করিয়া থাকেন। এইরূপ কার্যে পরস্পরের পরিবারের ও এক সমাজের লোক তাহা বিশেষরূপে আগ্রহ করিয়া যায়।

শিরাজ গঙ্গ।

শিরাজগঙ্গ ব্রাহ্ম সমাজের সম্পাদক বাবু রামলাল দাছা তৎকাল উৎসবের নিম্ন লিখিত বিবরণ প্রেরণ করিয়াছেন।

গত ২৪এ যমুন শিরাজগঙ্গ ব্রাহ্ম সমাজের সপ্তম সাপ্তাহিক উৎসব হইয়া গিয়াছে। উৎসবোপলক্ষে পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন মহাশয় আগমন করিয়াছিলেন। তিনি এক সপ্তাহ কাল এখানে ছিলেন, তদ্ব্যতীত অত্রস্থ ইংল্যান্ড-গৃহে তিনটা প্রকাশ্য বক্তৃতা করিয়াছিলেন। বক্তৃতায় বহু লোকের সমাগম হইয়াছিল এবং বক্তৃতা শুনিয়া সকলেই সুখী হইয়াছিলেন। বক্তৃতার বিষয় "ঈশ্বরকে ডাকিব কেন, প্রকৃতি, এবং 'সার্বভৌমিক ধর্ম'"। উৎসবের দিবস পূর্বাঙ্কে ও অপরাহ্নে সমাজে যে ধর্মোপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা অত্যন্ত স্নেহগ্রাহী হইয়াছিল। উৎসবের দিন প্রাতঃকালে উপাসক-গণ সংকীর্তন করিতে করিতে এখাকার বাসারিয়া পাড়ার রাস্তা প্রদক্ষিণ করত সমাজ গৃহে উপস্থিত হইয়া উপাসনাদি করিয়াছিলেন, তৎপর সন্ধ্যার পূর্বে রীতিমত নগর সংকীর্তন বাহির হইয়াছিল। তাহাতে এখাকার অনেক ভক্তলোক যোগ দিয়াছিলেন। সংকীর্তন করিতে করিতে আসিয়া সমাজের প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া প্রচারক মহাশয় সাধারণ লোক-দিগকে একটি উপদেশ দিয়াছিলেন। উৎসব দিবস মধ্যাহ্নে প্রায় ৩০ জন লোককে দধি চিড়া কলাহার করান হইয়া ছিল। তৎপর আলোচনার সময় এখাকার এডিশনল ডিপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট এবং অন্যান্য অনেক ভক্তলোক উপস্থিত হওত আলোচনা এবং তর্ক বিতর্কাদি করিয়াছিলেন। দয়াময়ের ইচ্ছায় উৎসব কার্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছিল। প্রচারক মহাশয়ের সহিত আলোচনাদি করায় সকলেরই উৎসাহ বৃদ্ধি হইয়াছে। সমাজে তিন জন নূতন মেম্বর হইয়াছেন। জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা যে তাহার কৃপায় যেন আমরা ক্রমশই ধর্মের দিকে আগ্রহ হইতে পারি।

রামপুরহাট ব্রাহ্মসমাজ।

রামপুরহাট ব্রাহ্মসমাজের সহকারী সম্পাদক এই বিবরণ পাঠাইয়াছেন।

বিগত ১লা চৈত্র ঐবিবার হইতে চারিদিন রামপুর হাট ব্রাহ্ম সমাজের ৭ম সাপ্তাহিক উৎসব অতীত আনন্দ ও উৎসাহের সহিত সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। কলিকাতা, মাহেশ, বর্দ্ধমান, আমালপুর ও নিকটবর্তী কোন কোন স্থান হইতে বহুদূর আসিয়া উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন।

রবিবার প্রাতে আমালপুর ব্রাহ্ম সমাজের শ্রীযুক্ত বাবু পুণ্ডরীকান্ন সুখোপাধ্যায় স্বাভাবিক মধুরকণ্ঠে ও তত্ত্ব উদ্ভীপক সঙ্গীতে উপাসক ও দর্শক মণ্ডলীর হৃদয় এত আকৃষ্ট করিলেন, যে উদ্বোধন দ্বারা ঈশ্বরের আবির্ভাব অন্তরে সঞ্চারিত করিবার অপূরণ্য রহিল না। সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ

প্রদেয় শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় উপাসনা আরম্ভ করিলেন। উপাসনাসভা-স্তর নামেই জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। যদি নাহয় তবে উপাসনামন্দিরের উপর পড়াকা, দূর হইতে বহু বাক্যের আগমন সকলই বুঝা। বাহিরের সকলই পড়িয়া থাকিবে। প্রাঙ্গের বাস্তবিক বাহিরের কিছুই নাই, কেবল উপলব্ধি মাত্র। সব অন্তরে। প্রাঙ্গ এ সভা বৃদ্ধিতে পারেন নাই। হিরণ্যুর কোষ, মধ্যে তাহার উপাসনা। অন্তরের সাধনই বার্থসাধন। পুস্তক, বক্তৃতা, সমালোচনা, আন্দোলন, জড় অগতির বস্ত, এখানেই পড়িয়া থাকিবে। প্রাঙ্গের নিগূঢ় প্রদেশে চির-কালেক্ষণ্য যদি কোন মন্দির, শাস্ত্র, গুরু পাইয়া থাকি, প্রেম ভক্তিতে তাঁহাকে দেখিতে পাই, তবেই সার্থক নতুবা কিছুই হয় নাই। এই মর্মে উপদেশ দেন। অপরাহ্নে সম্প্রদায়ের ভবন হইতে প্রার্থনার পর ব্রাহ্মগণ বহু বান্ধব, স্বানীর ও অন্যান্য লোক সমেত কীর্তন করিতে করিতে ভিন্ন ভিন্ন পল্লী ও হাট দিয়া মন্দিরে আসিলেন। তৎপরে তামালপুর ব্রাহ্ম সমাজের শ্রীযুক্ত বাবু আশুতোষ ঘোষ সামাজিক উপাসনা করিলেন।

২রা সোমবার প্রাতে মন্দির হইতে “উঠ জয় ব্রহ্ম বলে” সঙ্গীত গাইতে গাইতে হাটের মধ্য দিয়া সামান্য একটা নির্ঝরিতীর তীরবর্তী জন কোলাহলের বাহিরে একটা নির্জন আশ্রয় কাননে উপাসকগণ ও কয়েকটি বহু উপস্থিত হইলেন। সঙ্গীত, বায়ু হিলোল, চারিদিকের গাভীর্ষা জন্মে উপাসনার উদ্বোধন করিল। প্রাঙ্গের নগেন্দ্র বাবুও সেই গাভীর্ষ্যে বোঝ দিয়া গভীর জ্বরে ও ভাবে উপাসনা করিলেন। তদনন্তর “একময়ঃস্বীয়ম্” সঙ্গীত করিতে করিতে সকলে প্রত্যাগত হইলেন। অপরাহ্নে নিকটবর্তী দুইটা পল্লীগ্রামের মধ্যদিয়া সঙ্গীত করিতে করিতে হাটের মধ্যে সকলে উপস্থিত হইলেন। নগেন্দ্র বাবু স্বন্দর রূপে গল্প ও উপদেশ ছন্দে সাধারণের বোধগম্য “সংসার অনিত্য, মৃত্যু সমুখ, দৈবরই সত্য, প্রবঞ্চনা, ব্যভিচার, অত্যাচার যে না করে সেই সাধু।” এই কয়েকটি সত্যসমবেত সকলের অন্তরে দৃঢ় রূপে আঁকিয়া দিলেন।

৩রা মঙ্গলবার প্রাতঃ সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের প্রদেয় শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় উপাসনা করেন। পক্ষীর পক্ষোদ্ভেদ হইলেই যেমন স্বপ্নেরও সৌভাগ্যের অবস্থা প্রাপ্তি হয় ও সে স্বপ্নে উচ্চ আকাশে বিহার করে, মনুষ্যের অন্তরে বৈরাগ্য ও ব্রহ্মাহুয়াগ পক্ষদ্বয় হইলেই তাহার চরম স্বপ্ন প্রাপ্তি হয়—এই বিষয়ও, কিরূপে বার্থ বৈরাগ্যও, ব্রহ্মাহুয়াগ জন্মে, সেই মর্মে উপদেশ প্রদান করেন। অপরাহ্নে ব্রাহ্মগণ প্রতিপাদক প্লোক পাঠ ও ব্যাখ্যা; উপাসক-নির্দেশ সারকথা ও সংক্ষিপ্ত প্রার্থনা, সঙ্গীতে অভিযোজিত হইল। সন্ধ্যার পর উপাসনাসভা-প্রীতির অধিকারী বলিয়াই মনুষ্যের জ্যেষ্ঠতা। সকল জীবকে, সকল মনুষ্যকে প্রেম করনে দেখিতে হইবে। প্রীতি স্বার্থপরতা, হিংসা সঙ্গীততা বিনষ্ট করিয়া মনুষ্যকে স্বর্গের উপযোগী করে এই মর্মে প্রাঙ্গের উমেশ বাবু উপদেশ দেন।

৪ঠা অপরাহ্নে মন্দিরের প্রাঙ্গণে আগত প্রায় ৭৫০ হুঃখী ও আতুরকে চাউল ও পরসা ও তদ্ব্যবস্থ বিশেষ উপস্থিত প্রায় ১০ জনকে বস্ত্রদান করা হইরাছিল।

রামপুরহাট ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্গত চারিটা বিভাগ আছে। ১ম উপাসনা সমাজে প্রতি রবিবার সন্ধ্যার পর নিয়মিত রূপে উপাসনা হয়। ঐ বার প্রাতেও কয়েকটা উপাসক সম্মিলিত হইয়া মন্দিরে উপাসনা করেন। ইহা কঠোর আবশ্যিক মত বিশেষ উপাসনাও হইয়া থাকে। ২য় সঙ্গত সভার প্রতি শনিবার রাত্রে ধর্ম্মালোচনা হয়। অন্য বর্ষের ন্যায় সঙ্গত বর্ষে ইহার প্রতি বিশেষ উৎসাহ ব্রাহ্মদিগের মধ্যে দেখা যায় নাই। ৩য় দাতব্য বিভাগ হইতে প্রতি রবিবার অন্তর ৪০ জন হুঃখীকে কিছু কিছু চাউল দেওয়া হইরাছে। ৪র্থ নৈশ বিদ্যালয়ে অন্তর গড়ে ৫০ জন শ্রমজীবিকে রীতিমত শিক্ষা দেওয়া হয়। ১ম শ্রেণীর ছাত্রেরা চাকুপাঠ প্রথম ভাগ, বহরাশিক, মানসিক প্রভৃতি পড়ে।

ব্রাহ্মসমাজ

গত ২৫শে ফেব্রুয়ারী বাবু চণ্ডীচরণ সেন মহাশয়ের বাসায় বরিশাল ব্রাহ্মিকা সমাজের চতুর্থ সাধারণিক উৎসব মহা সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইরাছে। উপাসনার কার্য্য শ্রীমতী মনোরমা মজুমদার সম্পন্ন করেন। তিনি তদুপলক্ষে এমন একটি উপদেশ প্রদান করেন, যে উপস্থিত অনেকানেক শিক্ষিত লোকও তাহা অত্যন্ত আগ্রহের সহিত শ্রবণ করিয়া ছিলেন। ঐশ্বর্য্যহুরাগেই যে, মাহুষের প্রকৃত সুখ ইহা স্বন্দর রূপে বুঝাইয়া দেন। উপদেশের শেষ ভাগে উপস্থিত ভক্ত লোকদিগকে সোধোদন করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন যে নারীজাতিকে পশ্চাতে ফেলিয়া কেহ যেন ধর্ম্ম জগ্যে অগ্রসর হইতে আকাঙ্ক্ষা না করেন। সমুদায় ব্রাহ্ম সমাজ এই মহিলায় ধর্ম্মভাবে ও উৎসাহে গৌরবান্বিত হইরাছে। শ্রীমতী মনোরমা দেবীর সাধু দৃষ্টান্তে ব্রাহ্মিকাগণের চক্ষু উজ্জ্বলিত হওয়া কর্তব্য। শিক্ষিতা, কত মহিলা আছেন। কই মনোরমা দেবীর মত ব্রাহ্ম সমাজের কার্য্য করিতে তো কাহাকেও দেখিতে পাই না। কলিকাতার ব্রাহ্মিকাগণ চেষ্টা করিলে ব্রাহ্ম সমাজের হুতন শ্রী বৃদ্ধি করিতে পারেন।

কতক দিন হইল পণ্ডিত বিহারকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় ঢাকা হইতে কলিকাতার কিরিয়া আসিয়াছেন। তিনি আর শীঘ্র ঢাকা বাইতে পারিবেন না। প্রচারার্থ তিনি শীঘ্রই কলিকাতা হইতে বহির্গত হইবেন।

গত ২৬ই চৈত্র সোমবার রাত্রি ৭ ঘটিকার সময় পণ্ডিত বিহারকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উপাসনালয়ে “ব্রাহ্মধর্ম্ম ও নববিধান-প্রভেদ কি?” এই বিষয়ে দুই ঘণ্টাকাল ব্যাপী এক বাগ্মীতা পূর্ণ তেজস্বী বক্তৃতা করিয়াছিলেন। ১০০ শ্রদ্ধাধীন লোক যত্নে আগত হইয়া বক্তৃতা শ্রবণ করিয়াছিলেন। নববিধান যে ব্রাহ্মধর্ম্ম নয়, নববিধানীদিগকে

ব্রাহ্ম বলিলে যে ব্রাহ্মধর্মের কলঙ্ক হয় বলা যায়। ইতিয়ান মিরার” হইতে স্থানে স্থানে উক্ত কথা কহিয়া বৃষ্টিয়া দেন। শ্রোতাগণও আনন্দ ধ্বনি দ্বারা বক্তার প্রকাশিত মতের প্রতিপোষকতা করিয়াছিলেন। সে দিন নব বিধানদিগের কার্য কলাপের বিষয় বর্ণিত হইয়াছিল কিন্তু দীর্ঘ সময়ের তাহাদিগের দৃষ্টির মতের আলোচনা করা যাইতে পারে নাই। এই জন্য ১৬ই চৈত্র সোমবার রাত্রি ৭ ঘটিকার সময় উপাসনালয়ে “নব বিধানের গুঢ় রহস্য” এই বিষয়ে বিজয় বাবু আর একটি বক্তৃতা করিবেন।

পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন প্রচারার্থ কলিকাতা হইয়া রংপুরের দিকে গমন করিয়াছেন।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী উৎসাহের সহিত মাস্ত্রাজ নগরে ব্রাহ্ম ধর্ম প্রচার করিতেছেন। তিনি তথায় কয়েক দিন পৌড়িত হইয়াছিলেন, ঈশ্বর কৃপায় শীঘ্রই আরোগ্য লাভ করিয়াছেন। তিনি প্রায় প্রত্যাহুই হয় সমাজ সংস্কার, না হয় ধর্ম সংস্কার, না হয় ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্ত কিম্বা ব্রাহ্মসমাজের মত ও বিশ্বাস বিষয়ে বক্তৃতা করিতেছেন। সর্বত্রই অত্যন্ত লোকের জনতা হইতেছে। হিন্দু সমাজে ভয়ানক আন্দোলনের তরঙ্গ উঠিয়াছে, অনেকে ব্রাহ্ম সমাজে যোগ দিয়াছেন কেহ কেহ এইবার সমাজ ছাড় হইবেন। সেহরের অপরাংশে শীঘ্রই আর একটি সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইবে। তত্ত্বটা টাউন হলে “ভারতীয় সংস্কার কার্য” এই বিষয়ে একটি বক্তৃতা করেন, তাহাতে রাজ নৈতিক সম্বন্ধে উদার মত প্রকাশিত হওয়ায় ইউরোপীয় মহলে ও আন্দোলন উঠিয়াছে। তিনি টাউন হলে “বঙ্গ সমাজে ইংরাজী শিক্ষার ফল” এই বিষয়ে আর একটি বক্তৃতা শীঘ্রই দিবেন। উত্তর সরকারের রাজ মহেশ্রী হইতে তিনি নিমন্ত্রিত হইয়াছে। গত বৃহস্পতিবার তাঁহার তথায় বাওয়ার কথা ছিল।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের গত ২৪শে ফাল্গুন তর্কিধর্মের অধ্যক্ষ সভার বিশেষ অধিবেশনে স্থির হইয়াছে যে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজকে অহুরোধ করা হয়, যে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের কলিকাতা উপাসক, মণ্ডলীর আচার্য্য নিয়োগের ভার কার্য নির্বাহক সভার উপর দেওয়া হয়। কার্য নির্বাহক সভা স্বয়ং অথবা স্থানীয় উপাসক মণ্ডলীর মত গ্রহণ পূর্বক আচার্য্য নিয়োগ করিবেন। উক্ত দিবস উপযুক্ত সংখ্যক সভ্যের অভাবে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের বিশেষ অধিবেশনের কার্য অরক্ষণ চলিয়াই স্থগিত হইয়া যায়।

আগামী ১০ই এপ্রিল অধ্যক্ষ সভার প্রথম ত্রৈমাসিক সভা হইবে।

পাঠকগণ শুনিয়া আশ্চর্য্যিত হইবেন কালীঘাটে একটি নূতন ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হইয়াছে। আমাদের আনন্দের বিষয় এই যে উক্ত সমাজের সভ্যগণ পরম উৎসাহী লোক।

গত মাঘোৎসবের সময় শ্রীযুক্ত কালীনাথ দত্ত মহাশয়ের দ্বারা পাতালী উপাসনালয়ের সাহায্য ৫০০০ ত টাকা দান করিয়াছেন। উক্ত প্রাচীনা মহিলা অত্যন্ত ধর্ম পরায়ণ।

তিনি মাঘোৎসবের সময় একদিন ঈশ্বরের জন্য প্রার্থনা করিয়া অন্য উপাসনালয়ে আসিয়াছিলেন।

সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের কার্য নির্বাহক সভা স্থির করিয়াছেন যে প্রতি মাসের প্রথম সোমবার রাত্রিতে ব্রাহ্মদিগের সামাজিক সম্মিলন হইবে। তাহাতে ব্রাহ্ম সমাজের কল্যাণার্থ নানা প্রকার বিষয়ে কথোপকথন হইবে। পরস্পরের সহিত পরিচিত হওয়া হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে কিঞ্চিৎ জল যোগেরও ব্যবস্থা করা হইবে। এবং প্রতি সপ্তাহে শুক্রবার রাত্রিতে মির্জাপুর ষ্ট্রিটের ১০ সংখ্যক ভবনে ব্রাহ্মগণ উপাসনার্থ মিলিত হইবেন। এক একজন এক এক দিন আচার্য্যের কার্য্য করিবেন; এই উপায়ে আধ্যাত্মিক উন্নতির সুবিধা হইবে। এবং ব্রাহ্মগণ প্রকাশ্য উপাসনা কার্য্য শিক্ষা করিতে পারিবেন। কার্য্য নির্বাহক সভার নির্ধারণানুসারে গত ২৪ই চৈত্র রাত্রি ৭ ঘটিকার সময় ১০ নং মির্জাপুর ষ্ট্রিট ভবনে সামাজিক সম্মিলন হয়। অল্প সময়ের মধ্যে কার্য্য স্থির হওয়ায় সমুদয়কে সংবাদ দেওয়ার সুবিধা হইয়াছিল না। তথাপি প্রায় ৫০ জন ব্রাহ্ম একত্রিত হইয়াছিলেন। ব্রাহ্মগণ সে দিন মনের দ্বার খুলিয়া দিয়া পরস্পরের সহিত কথা বার্তার প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। সকলেই সুখী হইয়া গৃহে কিরিয়া গিয়াছিলেন। ব্রাহ্মদিগের মুখে তেমন আনন্দ, মন খুলিয়া তেমন আলাপ পরস্পরের প্রতি তেমন সৌহার্দ্য আমরা বহু দিন দেখি নাই। প্রতি শুক্রবার কার্য্য নির্বাহক সভার নির্ধারণানুসারে উপাসনা হইতেছে। ঈশ্বর আমাদের এই সকল উপায় দ্বারা বিশ্বাসের পথে আকর্ষণ করুন।

আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম, পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্নের সহায়তায় কিছুদিন হইল জলপাইগুড়ির অন্তর্গত দেবীগঞ্জে একটি ব্রাহ্ম সমাজ সংস্থাপিত হইয়াছে। ঈশ্বর তথাকার ব্রাহ্মদিগকে ধর্ম বিশ্বাসে বলীয়ান করুন।

গত ছাত্র সমাজে শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন বসু মহাশয় “ঈশ্বরের প্রেম” বিষয়ে একটি উপদেশ প্রদান করেন। বহু সংখ্যক ছাত্র উপাসনালয় পূর্ণ হইয়াছিল। এই সমুদয় ছাত্রদের মধ্যে বাহাতে পরস্পরের পরিচয় হইতে পারে তাহার উপায় করা ছাত্র সমাজের কর্তব্য। নতুবা কেবল উপদেশ শুনিয়া গৃহে গমন করিলে, বাস্তবিক ফল লাভের কোন সম্ভাবনা নাই।

সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের উপাসনালয় নির্মাণের সাহায্য প্রার্থনার জন্য শ্রীযুক্ত শুকচরণ মহলানবিশ মহাশয় ঢাকা নগরে গমন করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দচন্দ্র রায় ঈশ্বরচন্দ্র দার্লঙ গোবিন্দচন্দ্র দাস তাঁহাকে নানা উপায়ে সাহায্য করাতে আমাদের ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। নবাব আসাফুজা ৩০০ টাকা প্রদান করিয়াছেন ঢাকা আরো কেহ কেহ সাহায্য করিবেন এমন আশা আছে।

আমাদিগের উপাসনালয়ে বেকের অনেক অভাব রহিয়াছে প্রতিবার সিটি কালেক্ট হইতে বেক আনা হয় তথাপি বহু লোককে দণ্ডারমান থাকিতে হয়, গ্রীষ্মকাল আসিয়াছে পাখার ব্যবস্থা নানা থাকার এত লোকের একত্রিত হইয়া

উপাসনা করা কঠোর হইয়া উঠিয়াছে। সমাজে একটি হার-
জনিতর আশু প্রয়োজন। এ সমুদয় করিতে এক হাজার
টাকার ন্যূন হওয়ার সম্ভব নাই। এ টাকা না হইলে নয়,
অথচ কাহার নিকট বাচুড়া করিব? ব্রাহ্মগণ গরিব, পুত্র
বেধর! তুমি তাহারিগের সহায় হও।

গত ৩০শে আশ্বিনী মাসের শ্রীযুক্ত আওকোব বসু
মহাশয়ের নব কুমারের জাত কক্ষ হইয়া গিয়াছে। বাবু
কৈলাসচন্দ্র সেন আচার্যের কার্য করেন। ব্রাহ্মও হিন্দু
অনেকে উপস্থিত ছিলেন। এই অস্থানে আশু বাবুর
অনেক তীক্ষ্ণ বীকার করিতে হইয়াছে। তাহার পিতাও
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অনেক বাধা দিয়াছিলেন, তথাপি অটল উৎ-
সাহের সহিত বিবাহসম্বন্ধী কার্য করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

সিলিচাম্ ব্রাহ্ম সমাজের সম্পাদক লিখিয়াছেন যে একজন
কিত ব্রাহ্ম যদি তথায় গমন করেন তাহাকে তাহার
নির্বাহের জন্য মধ্য প্রেণীর ইংরেজী বিদ্যালয়ের
ক্ষমতা কার্যে নিযুক্ত করিতে পারেন এবং তিনি স্থানীয়
ব্রাহ্ম সমাজের আচার্যের কার্য করিবেন। যদি কোন
উৎসাহী যুবক ব্রাহ্ম এইরূপে ধর্ম প্রচার করিয়া জীবন যাপন
করিতে ইচ্ছা করেন আমাদিগকে জানাইলে সুখী হইব।

‘সঙ্গত সভা।

১৭ই ফাল্গুন ৫২ ত্রা, সং রবিবার—

অন্য সঙ্গতে “উপাসক মণ্ডলির পরম্পরের সহিত কিরূপ
সম্বন্ধ থাকি উচিত” এ সম্বন্ধে অতি বিস্তৃত রূপ আলোচনা
হয়। নির্দিষ্ট রূপে তাহার সার সংগ্রহ করা গেল।

দিক্ বিদিক্ হইতে বহু সংখ্যক উপনদী একের জল
অন্যে ঢালিয়া একের সহিত অন্যে মিলিত হইয়া, পরে সিদ্ধ
বা গঙ্গার ন্যায় প্রবল ও নির্মল প্রবাহে পরিগণিত হইয়া
জগতের উপকার করিতে করিতে, একই মহাসমুদ্রের দিকে
ধাবিত্ত এবং অগ্রহত গতিতে গিয়া তাহাতে পতিত হয়।
কিন্তু একটা উপনদী একাকী প্রবাহিত হইলে অনেক সময়
সাগর বা হ্রদ পর্যন্ত পৌঁছিতে পারে না এবং মরুর প্রান্তর
গর্ভে বিলীন হইয়া যায়। এক ঈশ্বরের উপাসকগণ ও এইরূপ
নদী সমূহের ন্যায়। জল ইহাদের পরম্পরের সরল প্রাণ।
মহাসাগর সেই পরব্রহ্ম। প্রভেদ এই যে নদীর প্রবাহ যতই
প্রবল হউক না কেন কখনই চিরদিন বিনাশ না পাইয়া থাকি-
বে না। কিন্তু ইহা অনন্তকালেও শেষ হইবার নয়। অথবা
এক ঈশ্বরের উপাসক মণ্ডলিকে একটি শরীর বলা যাইতে
পারে, প্রত্যেক উপাসক পৃথক পৃথক অঙ্গ এবং অবি-
ভিন্ন ব্রহ্মই প্রাণ স্বরূপ। কিবা এক ভীষের ক্ষত্রী বা
এক বিদ্যালয়ের ছাত্র বা এক পরিবারের লোক বলা
যাইতে পারে। যখন যাত্রী তখন তীর্থ ব্রহ্ম। যখন ছাত্র
তখন গুরু ব্রহ্ম। আর যখন এক পরিবারের লোক তখন
পরিবারের কর্তা ব্রহ্ম।

প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত তত্ত্বকৌমুদী সম্পাদক

মহাশয় সমীপে।

মহাশয় বিগত ১লা পৌষের তত্ত্বকৌমুদীর প্রেরিত তত্ত্ব
চাম্পারন সংবাদদাতা মতিজ্বরী ব্রাহ্মসমাজ সংক্রান্ত বাহা
লিখিয়াছেন পাঠ করিয়া যারপরনাই বিস্ময়াপন্ন হইলাম।
সমাজের সভাপনের সংখ্যা ও তাহার উৎসাহ ক্রমশঃ
হ্রাস হইতেছে দেখিয়া, আমি সময়ে সময়ে প্রকাশ্য স্থলে
বুদ্ধিবর্গ সমক্ষে যে সকল বিষয় আন্দোলন করিতাম পত্র
প্রেরক তাহারি কিঞ্চিৎ ভাবান্তর করিয়া প্রকাশ্যে সংবাদ
পত্রে প্রকাশিত করিয়াছেন।

পত্র প্রেরক বোধ হয় ব্রাহ্ম সমাজের সভ্য এই শব্দে
কেবল আস্থানিক ব্রাহ্ম নির্দেশ করিয়াছেন। তিনি যদি
সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নিয়মাবলী পাঠ করিয়া দেখেন তাহা
হইলে জানিতে পারিবেন, যে প্রকৃত প্রস্তাবে আস্থানিক
না হইলেও অপরাপর আবশ্যকীয় গুণ বিশিষ্ট ব্যক্তি সমা-
জের সদস্যরূপে পরিগণিত হইতে পারেন। এখন এ
সময়ে অনানু পাঁচজন সভ্য আছেন সঙ্গের ব্যয় নির্বাহ
জন্য ইহার শুভোদ্দেশীগণ স্বেচ্ছাপূর্বক ও আদরের সহিত
চান্দ দিয়া আসিতেছেন। মন্দির নির্মাণার্থ অর্থ সংগ্রহ হই-
তেছে এবং তদ্বিমিত্ত ৬০০ টাকা উঠিয়াছে। পত্রপ্রেরক
বলেন “উপস্থিত ব্রাহ্মবাসীত সংগৃহীত অর্থ কিরূপ ব্যবহৃত
হইতেছে তাহা অপর কেহই অবগত নহেন ইত্যাদি” এই
কথা বাস্তবিক নহে। কারণ আমি সরাসর করণের সহিত
কত টাকা সঞ্চিত হইল পাত্রাপাত্র বিবেচনা রহিত হইয়া
অত্র জন সমাজে ব্যক্ত করিয়া আসিতেছি। বাটী
নির্মাণাভিলাষীদের পক্ষে এক খণ্ড ভূমি লাভ করা যে
কত আয়াস ও ব্যয়সাধ্য, তাহা বোধ হয় চাম্পারন সংবাদ
দাতার অবিদিত নাই। উপযুক্ত ভূম্যভাবে আমাদের
অতি প্রিয় বস্ত্র মন্দিরটি প্রস্তুত হইতেছেন তাহাও তিনি
অজ্ঞাত নহেন। প্রবন্ধনা ও প্রতারণা করাই যদি আমার
কার্য হইত আজ তিন বৎসর কাল লাহিত, অপমানিত ও
ভিন্নকৃত হইয়া, টাকা সংগ্রহ করা অপেক্ষা নিজ আকির্ষে
প্রত্যহ সন্ধ্যার সময়ে অধিক নহে দুইটা মাত্র অলৌকিক কথা
ব্যয় করিলে যে প্রত্যেক বৎসর অতি সম্মানের সহিত (বাহা
আমি জগতের সহিত যুগা করি) ইহার চতুর্গণ অর্থ উপার্জন
করিতে পারিতাম। আমার শিথিল উৎসাহ ও উদ্যম
পুনরুদ্ধাপক পত্রপ্রেরক মিত্রবৎ বলুন দেখি একথা কি
অবধা? যাহা হউক তাহার প্রায় চতুর্গণের যথোচিত উত্তর
নিম্নে দিলাম সম্পাদক মহাশয় প্রকাশিত করিয়া বাধিত
করিবেন।

১। আপাততঃ একটা আস্থানিক ব্রাহ্ম পরিবার ও
তিনজন সদস্য আছেন এতদ্বিধি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে
অধিকাংশ লোকেই এই সমাজের সহায়ত্ব ও পরিপোষণ
করিয়া থাকেন। এখন ইহা প্রকৃত প্রস্তাবে ব্রাহ্মসমাজ

বলিয়া অতিহিত হইতে পারে কি না পারিতব্য ইহার বিচার করিবেন ।

২। যখন ইহা সমাজ বলিয়া পরিগণিত হইতেছে ও নিয়মালুসারে ইহার সমস্ত কার্য নির্বাহ হইতেছে, তখন ইহা সাধারণের অর্ধাঙ্গুল্য সাপেক্ষ, ইহা বলা বাহুল্য মাত্র । ব্রাহ্মসমাজের নামে সাধারণের নিকট হইতে ব্যয় সংকুলনার্থ অর্থ সংগ্রহ করা অসম্ভব হওয়া দূরে থাকুক, একজন সহৃদয় সভ্য মাসিক চাঁদা মাসে মাসে নির্জে পাঠাইয়া থাকেন ও করেকজন দাতা শুভকর্মে দান স্বরূপ ব্রাহ্ম সমাজের অন্তর্গত দাতব্য বিভাগে অর্থাচিত সাহায্য প্রদান করিয়াছেন এবং অদ্ব্যাবধি অন্যান্য দাতৃবর্গ নিঃসন্দেহে ও সাদরে অর্থের দ্বারা সমাজের সমস্ত কার্যের সাহায্য করিতেছেন । দাতৃ-বর্গের নিকট অর্থের হিসাব দিতে বাধ্য কি, না, এ প্রশ্নের উত্তর আর কি দিব । লেখক সৌজন্যতার অহুরোধ রাখিলে এ প্রশ্ন কখনই করিতেন না । কেন না যদি হিসাব দিতে বাধ্য না হইতাম তবে তিনি কি প্রকারে জানিতে পারিতেন যে ৬০০ টাকা মন্দির নিৰ্ম্মাণার্থ সংগৃহীত হইয়াছে তিনি কি জানেন না যে আমি সরলভাবে এই সমাজের আর ব্যয় স্থিতি সর্বত্রই ব্যক্ত করিয়া থাকি । ভাল, তথাপি পাঠক বর্গের গোচ্যার্থে ও দাতৃবর্গের সন্তোষার্থে ইহার সম্পূর্ণ হিসাব অচিরে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইবে ।

৩। সদস্যবর্গের মধ্যে কাহারো স্থানান্তরিত হওন বা কালগ্রাসে পতন মঙ্গলময় বিশ্বনিয়ন্তর শুভ ইচ্ছাধীন । যদি আমার সমস্ত প্রিয় জিনিষ অপেক্ষা এই প্রিয় মন্দিরটি নিশ্চিত হয়, যদি আমার প্রিয় বন্ধুবর্গকে আহ্বান করিয়া এই প্রিয় মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করিতে পারি, তবেই ইহার যথারীতি ট্রুস্ট নিয়োগ করা হইবে । নতুবা বাটী নিৰ্ম্মাণোপযোগী ২২৬ টাকার উপাদান ক্রীত রহিল ও বাকি টাকা সেভিংস ব্যাঙ্কে পাইবেন ।

৪। যখন এই স্থলে ব্রাহ্ম সমাজ আছে । তখন সমাজের নামে যে পত্রিকা বিন্যাস মূল্যে আসিতেছে ও যখন সমাজের সম্পত্তি বলিয়া পরিগণিত হইতেছে তখন গ্রহণ করিবার আপত্তি কি, আমি স্বয়ং একখানি ঐ পত্রিকা গ্রহণ করিতাম এবং বিন্যাস মূল্যে পত্রিকা লইয়া সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজকে ভাণ্ডারস্থ না করিয়া, আমার পত্রিকা দ্বারা সমাজের কার্য নির্বাহ হইতে পারে, তত্পূর্ব সম্পাদক মহাশয়ের সময়ে বরং এ প্রস্তাব আমিই করিয়াছিলাম কিন্তু আমি দৈবাৎ স্থানান্তরিত হইলে এই গরিব সমাজ তখন বিন্যাস মূল্যে পত্র খানি পাছে নী পুন এই বলিয়া সে প্রস্তাব অগ্রাহ্য হইল, এই কথা কি অপ্রামাণিক এবং অতঃপর আমাদের কোন পরম হিতকারী মিত্র, সমাজে একখানি পত্রিকা আসিতেছে দেখিয়া আমাকে ঐ পত্রিকা লইতে নিবেদন করিয়াছিলেন এবং আমি সে শুভাকাঙ্ক্ষী মিত্রবরের কথা অগ্রাহ্য করিয়াছিলাম । একথা কি অপ্রামাণিক ? অবস্থা বৈকল্য বশত প্রাচ্যে লম্বে হাস্য হইতে এই কাগজখানি লইতে পারি না ইহা নিশ্চয় আমি সংবাদ-পত্র-পাঠ প্রিয়

নই বলিয়া আমার পরম হিতকারী সহৃদয়দের দৈমিক ইংরাজী পত্র (Timesman) অনারাস প্রাপ্য সর্বত্র তাহা পাঠের জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ করি না, ভাল, একথাও কি অপ্রামাণিক ? সমাজের সভ্যবর্গের উদ্যোগ ও আন্তরিক প্রবর্তা শোচনীয় দেখিয়া আমি আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলাম যে যখন সমাজের এরূপ অবস্থা তখন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নিকট হইতে বিন্যাস মূল্যে যে কাগজ আসিতেছে তাহা লইবার অধিকার (তৎকালে আমার স্বরণ হয়—Privilege কথাটি ব্যবহৃত হইয়াছিল) নাই । এ যে সত্যবিশেষ, তাহার অপ্রামাণিকতা—ভাল একথাও কি অপ্রামাণিক ।

পরিশেষে নিবেদন পত্র প্রেরক অল্প ব্রাহ্মসমাজের প্রতি অথবা আক্রমণ দ্বারা বিশেষ উপকার করিয়াছেন—শুভাকাঙ্ক্ষী হিতৈষী বন্ধু মাঝেই বিশেষ উত্তেজিত হইয়া সমাজের উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধির জন্য বিশেষ ব্যগ্র ও যত্নশীল হইয়াছেন তজ্জন্য পত্র প্রেরক আমার কৃতজ্ঞতা ও ঐতি উপহার গ্রহণ করুন ।

শ্রীউমাচরণ ঘটক ।

আমাদের পূর্ব পত্র প্রেরক কেন প্রভেদ উমাচরণ বাবুর বিরুদ্ধে অনর্থক কতকগুলি মানি করিয়াছিলেন তাহা আমরা বুঝিতেছি না । যদি না জানিয়া মানি করিয়া থাকেন আশা করি এই পত্র পাঠ করিয়া তাহার মনের সমুদয় সন্দেহ চলিয়া যাইবে ।

তং সং ।

মহাশয় !

অগ্রহ পূর্বক নিম্নলিখিত পত্র খানি প্রকাশ করিয়া বাধিত করিবেন ।

বিগত ২৫শে মাঘ তারিখে নদীয়া জিলার অন্তঃপাতী মাজদিয়া (কৃষ্ণগঞ্জ রেলওয়ে স্টেশন ও পোষ্ট আফিস এই মাজদিয়াতে) গ্রামে একটি ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত হইয়াছে, প্রতি রবিবারে সন্ধ্যার পর উপাসনা হইতেছে । প্রথম অধিবেশন দিবসে প্রভাস্পদ বাবু শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আচার্য্যের কার্য নির্বাহ করেন ও একটি ছন্দগ্রাহী উপদেশ প্রদান করেন । তাহার পর কয়েক সপ্তাহ বাবু হরিনাথ দাস মহাশয় ঐ কার্য সম্পাদন করেন । প্রথম অধিবেশন দিবসে নিম্নলিখিত ভক্তলোক গুলি উপস্থিত ছিলেন ।

বাবু শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ।

“ রাখাল দাস ঠা । ”

“ হরিনাথ দাস । ”

“ নৃসিংহপ্রসাদ বাগ্‌চি । ”

“ মহেন্দ্রনাথ বিশ্বাস । ”

“ ভগবতিচরণ মলিক । ”

“ শ্রীধর গাঙ্গুলি । ”

“ ভুবনমোহন বিশ্বাস । ”

“ উমেশচন্দ্র চক্রবর্তী । ”

এবং অন্য কয়েক জন ভক্তলোক ।

শান্তিপুর প্রার্থী বেরূপ ভক্ত লোকের বাসস্থান তাহাতে নরনারীর আশ্রয় উৎকর্ষ সাধন জন্য একটি ব্রাহ্মসমাজ ইতিপূর্বেই সংস্থাপিত হওয়া উচিত ছিল। এতদিনে শান্তিপুর বাবুর যত্নে এই অভাবটি পরিপূর্ণ হইল। ইহা আমাদের পরম সৌভাগ্য। যাহাতে সমাজটা স্থায়ী হইয়া অত্রস্থ সর্ব সাধারণের সর্বস্বার্থ সাধিত হয় তজ্জন্য প্রার্থনা করি।

পরম প্রভাস্পদ বাবু বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের অত্রস্থানে আগমন করার বাবু রাখাল দাস বা মহাশয়ের বাসস্থান নির্দিষ্ট হয়, এবং তথায় তাহার বক্তৃতা প্রবণ জন্য অনেকগুলি ভক্তলোকের সমাগম হইয়াছিল। বর্তমান সময়ে ভারতে ধর্মের হীনতা ও অভাব এবং পুরাকালীন ঋষিদিগের ধর্ম শাস্ত্রের নিগূঢ় অর্থ প্রকাশ করিয়া উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছিল, তাহার বক্তৃতা যে সকলের হৃদয় আকর্ষণ করিয়াছিল একথা বলা বাহুল্য। সময়ে সময়ে একরূপ সাধু লোকের সমাগম হইলে নর নারীর মনে ধর্মভাব উত্তেজিত হইবার বিলক্ষণ আশা করা যায়।

একান্ত বশব্দ

শ্রীরাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্পাদক।

গত ১৭ই ফাল্গুন শান্তিপুর ব্রাহ্মসমাজের কার্য পুনরায় আরম্ভ হইয়াছে। সেদিন নিম্নলিখিত মহোদয়গণ উপস্থিত ছিলেন এবং নিম্নোক্ত প্রস্তাব সমুদয় ধার্য হয়।

শ্রীযুক্ত বাবু প্রাণনাথ মল্লিক।

“ হরিশচরণ পাল।

“ বীরেশ্বর প্রামাণিক।

“ হীরালাল প্রামাণিক।

“ কৃষ্ণকুমার মিত্র।

“ কালীশঙ্কর মুকুল।

“ কনকচন্দ্র শর্মা।

“ মলিনীকান্ত রায়।

“ বিজ্ঞানেশ্বর সেন।

“ অন্নদাচরণ সেন।

“ গগনচন্দ্র হোম।

“ কেশবচন্দ্র মল্লিক।

“ উমেশচন্দ্র চক্রবর্তী।

১ম প্রস্তাব। আজি প্রায় দেড় বৎসর হইল শান্তিপুর ব্রাহ্মসমাজের কার্য বন্ধ আছে; এখন এখানকার আবাস-স্থান

স্থিক অবস্থা অত্যন্ত হীন হইয়া পড়িয়াছে, আমরা এই স্থানের এবং আমাদের উন্নতির জন্য পুনরায় শান্তিপুর ব্রাহ্মসমাজের কার্য আরম্ভ করা উচিত মনে করিতেছি।

প্রস্তাবক বাবু প্রাণনাথ মল্লিক পোষক বাবু হরিশচরণ পাল।

২য় প্রস্তাব। শ্রীযুক্ত বাবু বীরেশ্বর প্রামাণিক মহাশয়ের প্রতি এই সমাজের উপাসনা কার্য সম্পন্ন করিবার ভার দেওয়া হউক।

প্রস্তাবক বাবু হীরালাল প্রামাণিক পোষক বাবু হরিশচরণ পাল।

৩য় প্রস্তাব। শ্রীযুক্ত বাবু প্রাণনাথ মল্লিক মহাশয়কে এই সমাজের সম্পাদক এবং শ্রীযুক্ত বাবু হরিশচরণ পাল মহাশয়কে সহকারী সম্পাদক করা হউক।

প্রস্তাবক বাবু হীরালাল প্রামাণিক পোষক বাবু বীরেশ্বর প্রামাণিক।

৪র্থ প্রস্তাব। শান্তিপুর ব্রাহ্মসমাজের পুনরায় কার্যারম্ভের বিষয় এই ব্রাহ্ম সমাজের অন্যান্য সন্তানদিগকে অবগত করা হয়।

প্রস্তাবক বাবু প্রাণনাথ মল্লিক পোষক বাবু বীরেশ্বর প্রামাণিক।

বিজ্ঞাপন।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের দাতব্য, প্রচার কেন্দ্রের দাতব্য, এবং পুস্তকের মূল্য হিসাবে গাঁহার নিকট যাহা প্রাপ্য আছে, অগ্রহণপূর্বক এই সময় প্রেরণ করিলে বিশেষ উপকৃত হওয়া যায়। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অনেক ব্যয়ের প্রয়োজন, অর্থাভাবে তাহা স্থল ও স্থূলরূপে নির্বাহিত হইতে পারে না, ইহা বলা বাহুল্য। অতএব সভ্য, গ্রাহক ও স্থানীয় এজেন্ট মহোদয়গণ এবিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হন, একান্ত প্রার্থনা।

উপরিউক্ত দাতব্য ও মূল্য অন্য নামে পাঠাইলে গোলযোগ হয়, এই জন্য আমার নামেই প্রেরণ করিলে বাধিত হইবে।

১৮০১ ১৫ ই জুলাই

শ্রীউমেশচন্দ্র দত্ত

১৩ নং মুজাপুর ষ্ট্রীট কলিকাতা

সম্পাদক।

রবিবাসরী সন্ধ্যা সমাজে পঠিত শিবনাথ শাস্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত উপদেশ সকল গ্রন্থাকারে মুদ্রিত করিয়া বিক্রীত হইতেছে। গ্রহণেচ্ছুক ১৩ নং মুজাপুর ষ্ট্রীট ভবনে আমার নামে মূল্য সহ পত্র লিখিলে, উক্ত গ্রন্থ তাহাদের নিকট প্রেরিত হইবে।

প্রার্থনার আবশ্যিকতা ও যুক্তিযুক্ততা

জাতি ভেদ

ধর্মভাষা

ভারতবর্ষে সাধারণতঃ প্রচলিত প্রবাদ

তত্ত্ব-কৌমুদী

[পাক্ষিক পত্রিকা]

৩য় ভাগ।

২২শ সংখ্যা।

{ ১লা বৈশাখ মঙ্গলবার, ১৮৬৩ শক। ব্রাহ্ম সংবৎ ৫২।

{ বাৎসরিক আশ্রম মূল্যঃ ১০
মুদ্রাবল ৩২
প্রতি বণ্ড নগদ ১০

(কোন নাস্তিক চিকিৎসক এক ধর্মোপদেশটাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল “আপনি কি আত্মার পরিত্রাণের জন্য উপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন?” উপদেশটা বলিলেন “আত্মার পরিত্রাণের সাহায্য করাই উপদেশ প্রদানের উদ্দেশ্য।” নাস্তিক জিজ্ঞাসা করিলেন “আপনি কি কখনও আত্মা দেখিয়াছেন?” উপদেশটা বলিলেন “না।” “আত্মা কি কখনও শ্রবণ করিয়াছেন?” “না।” “কখনও কি আত্মার স্বাদ গ্রহণ করিয়াছেন?” “না।” “কখনও কি আত্মার গন্ধ পাইয়াছেন?” “না।” “আত্মার অস্তিত্ব কি কখনও অনুভব করিয়াছেন?” উপদেশটা বলিলেন “হাঁ।” চিকিৎসক তখন বলিলেন “পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের মধ্যে কেবল একইন্দ্রিয় বলিতেছে যে আত্মা আছে। অতএব ইহার অস্তিত্বে সন্দেহ করা উচিত।” তখন উপদেশটা প্রস্তাব করিতে আরম্ভ করিলেন “আপনি চিকিৎসক কখনও কি বেদনা দর্শন করিয়াছেন?” চিকিৎসক বলিলেন “না।” “বেদনা কখনও শ্রবণ করিয়াছেন?” “না।” “কখনও আত্মা করিয়াছেন?” “না।” “কখনও বেদনার গন্ধ পাইয়াছেন?” “না।” “বেদনা কখনও অনুভব করিয়াছেন?” চিকিৎসক উত্তর করিলেন “হাঁ।” উপদেশটা বলিয়া উঠিলেন পাঁচ ইন্দ্রিয়ের মধ্যে চারিটি ইন্দ্রিয় বলিতেছে, বেদনা বলিয়া কোন পদার্থ নাই। তথাপি আপনি বেদনার অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন—আমিও সেই রূপে আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস করিয়া থাকি।” উপদেশটার যুক্তি পূর্ণ কথা শ্রবণ করিয়া নাস্তিক নিরুত্তর হইলেন এবং গম্যস্থলে চলিয়া গেলেন।

আমরা হুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, বিগত ১৯ ক্রক্কাব্দী রাজা রামমোহন রায়ের পরম বন্ধু উইলিয়ম আড্যাম সাহেব ইংলণ্ডে আর পঞ্চবত্তি বৎসর বয়সক্রমে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্ত বিষয়ে বিশেষতঃ ব্যক্তিগণের নিকট উইলিয়ম আড্যাম সাহেবের কথা অবিস্মৃত নহে। আমরা নূতন প্রকাশিত রাজা রামমোহন রায়ের জীবন চরিত পুস্তক হইতে আড্যাম সাহেব লব্ধ কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিলাম। এই সময় উইলিয়ম আড্যাম নামক একজন খ্রিস্টান ব্যাপ্ত

টিষ্ট খ্রিষ্টীয়ান মিসনারি ভারতবর্ষে আগমন করেন। রামমোহন রায়ের সহিত তাঁহার আলাপ হইলে তিনি তাঁহাকে খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত করিবার জন্য অত্যন্ত যত্ন করিতে লাগিলেন। কিন্তু ফল বিপরীত হইয়া দাঁড়াইল। রামমোহন রায় খ্রিষ্টীয়ান না হইয়া, আড্যাম সাহেব তাহার মতে আসিলেন। তিনি তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন যে, পরমেশ্বরের জিহ্বা, খ্রীষ্টের ঈশ্বরত্ব, ও তাঁহার রক্তে পাপীর পরিত্রাণ ইত্যাদি মত বাইবেল বিবদ্ধ। আড্যাম সাহেব রামমোহন রায়ের উপদেশে ইউনিটেরিয়ান হইলেন। চতুর্দিকে হলদুল পড়িয়া গেল। আড্যাম সাহেবকে গোড়া খ্রিষ্টীয়ানেরা “Second fallen Adam,” বলিতে লাগিলেন। অর্থাৎ সরতানের প্রবোচনায় আড্যামের (প্রথম মানুষের) যেমন পতন হয়, সেই রূপ রামমোহন রায়ের হাতে পড়িয়া দ্বিতীয় বার পতন হইল।

“আড্যাম সাহেব বুদ্ধিমানও সরল লোক ছিলেন। মত পরিবর্তনের পর তিনি বিলক্ষণ উৎসাহের সহিত একেশ্বরবাদ প্রচারে প্রবৃত্ত হইলেন। হরকরা নামক সংবাদ পত্রের আফিস বাড়ির দ্বিতীয় তল গৃহে “ইউনিটেরিয়ান সোসাইটি” (Unitarian Society) নামক এক সভা সংস্থাপন করিলেন। এই সভাতে ইউনিটেরিয়ান খ্রিষ্টীয়ান দিগের মতানুসারে ঈশ্বরোপাসনা হইত। রাজা রামমোহন রায় এই সভাতে তাঁহার পুত্রগণ, কয়েকজন দূর সম্পর্কীয় জ্ঞাতি এবং তারাতীর্ক চক্রবর্তী ও চন্দ্রশেখর দেব এই দুই শিষ্য সমভিব্যাহারে গমন করিতেন। এক দিবস সভা ভঙ্গ হইলে তাঁহার গৃহে গমন করিতেছেন এমন সময় তাঁহাকে তারাতীর্ক চক্রবর্তী ও চন্দ্রশেখর দেব বলিলেন যে, বিদেশীয় দিগের উপাসনা স্থলে আমাদের বাইবার প্রয়োজন কি? আমাদের নিজের একটী উপাসনা গৃহ প্রতিষ্ঠা করা আবশ্যক। এই কথাটি রামমোহন রায়ের মনে লাগিল। এইরূপে আড্যাম সাহেবের ইউনিটেরিয়ান সভা হইতে ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠার সূচনা হইল।” পূর্বোক্ত প্রবন্ধে অপর এক স্থলে এইরূপ আছে। “আড্যাম সাহেব ট্রিনিটেরিয়ান খ্রীষ্ট ধর্ম পরিত্যাগ পূর্বক ইউনিটেরিয়ান মত অবলম্বন করিতে তিনি একেবারে জীবিকাচ্যুত হইয়া পড়েন। রামমোহন রায় তাঁহার কষ্ট নিবারণ ও ধর্ম প্রচার করিবার জন্য বিলক্ষণ সাহায্য করিতেন।”

আড্ডার সাহেব বেশী দিনের পরম বন্ধু ছিলেন। ইটরোপীয় বৈশীরাগের মধ্যে সন্মিলন আবশ্যিক বিবেচনার কাশীপুরে তাঁহার বাটতে তৎকালীন শিক্ষিত যুবকগণকে লইয়া সামাজিক সন্মিলন হইত। কলিকাতা ও নিকটবর্তী স্থান হইতে অনেকে এই উপলক্ষে তথায় গমন করিতেন। আড্ডার সাহেব সুপণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। এ দেশে অস্থিতি কালে তিনি “ইতিহাস গেজেট” নামক সংবাদ পত্র বিলুপ্ত করিয়া সহকারে সম্পাদন করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রকাশিত (Educational Reports) অন্ত্যস্ত প্রসংসা লাভ করিয়াছিল। তাঁহার প্রণীত An Enquiry into The Theories of History নামক গ্রন্থ তাঁহার গভীর চিন্তাশীলতার পরিচয় প্রদান করিতেছে।

এতদ্ব্যতীত তিনি বিলাতে রামমোহন রায়ের বিষয়ে একটা বক্তৃতা করেন। বক্তৃতাটা সম্প্রতি এদেশে মুদ্রিত হইয়াছে। উহাতে রামমোহন রায় সংক্রান্ত কতকগুলি অতি প্রয়োজনীয় বিষয় অবগত হওয়া গিয়াছে। যদিও তিনি প্রথমে ট্রিনিটীরিয়ান খ্রীষ্ট ধর্ম পরিভ্রাণ পূর্বক ইউনিটেরিয়ান মত গ্রহণ করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি পরিশেষে উহার, অসাম্প্রদায়িক ব্রাহ্ম ধর্মেরই আশ্রয় গ্রহণ করেন।

প্রসিদ্ধ সংস্কৃতবিদ্বদ্ভ্যাপক মণিরায় ইউলিয়ামস্ কিছুদিন ইটল গ্রেট ব্রিটেন ও আয়ারল্যান্ডের রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটিতে “ভারতীয় একেশ্বর বাদী সংস্কারক” এই সম্বন্ধে এক বক্তৃতা করিয়াছেন। বিলাতের সমুদায় প্রসিদ্ধ দৈনিক পত্রে এ বক্তৃতার ভূমী প্রসংসা বাহির হইয়াছে। অতি প্রাচীন কাল হইতে ভারতে যে সমুদয় একেশ্বর বাদ মত প্রচলিত হইয়াছিল তাহার সংক্ষেপ বর্ণনা করিয়া বক্তা ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধেই অধিকাংশ সময় যাপন করিয়াছেন। রামমোহন রায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্র সেন ব্রাহ্ম সমাজকে কোন দিকে পরিচালিত করিয়াছেন এবং অবশেষে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজই বা কোন দিকে সমাজকে লইয়া বাটতেছেন বক্তা বিশেষ রূপে তাহা বর্ণনা করেন। রামমোহন রায় সম্বন্ধে বক্তা বলিয়াছেন যে, তিনি সামাজিক ও ধর্ম সংস্কারক ছিলেন, জীবাতি ও সাধারণ লোকের উন্নতির জন্য সর্বদা যত্ন করিতেন, ভারতে শিক্ষা বিস্তারের জন্য বিবিধ উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন; লর্ড উইলিয়াম বেন্টিকের দ্বারা নৈতিক সংস্কারের বিশেষ সাহায্যকারী ছিলেন। এ প্রকার লোকের স্মৃতি কেবল যে ভারতবাসী যুগের সহিত সজ্জিত রাখিবে তাহা নহে; কিন্তু সমুদয় মানব জাতি চিরদিন জ্ঞানে গাঁথিয়া রাখিবে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্বন্ধে বক্তা বলিয়াছেন যে, তিনি স্পষ্ট দেখিয়াছিলেন যে ভারতবর্ষে বহি ব্রাহ্ম ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হয়, তবে তাহার জন্য সুশৃঙ্খল প্রণালী প্রবর্তিত করা নিতান্ত প্রয়োজন। ইহাকে ধর্ম সমাজ রূপে পরিণত করিতে হইলে, ইহার বিবিধ মতে নিযুক্ত সত্যাপতি, আচার্য্য হওয়া উচিত, নির্দিষ্ট উপাসনা প্রণালী এবং ধর্ম বিশ্বাস ও অনুষ্ঠান থাকা

কর্তব্য। তিনি নিজে ব্রাহ্ম ধর্ম গ্রহণের প্রতিজ্ঞা এবং ব্রাহ্ম ধর্ম গ্রহণ করেন। সংক্ষেপতঃ বলিতে গেলে তিনিই মৃত জায় ব্রাহ্মসমাজের প্রাণদাতা। বাবু কেশবচন্দ্র সেনের সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, তিনি ব্রাহ্ম সমাজে বাধীন চিন্তা ও বিশ্বাসাভিযায়ী অহুষ্ঠান আনয়ন করেন এবং বাল্য-বিবাহ নিবারণ জন্য ও অন্যান্য সমুদয়ে ১৮৭২ সনের ৩ আইন প্রচলনের প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। এবং বিস্তৃত রূপে উৎসাহের সহিত প্রচারের উপায় অবলম্বন করেন। অবশেষে বক্তা বলেন যে কেশব বাবুর নিকট অথবা আহুগতা স্বাক্ষরই ব্রাহ্মসমাজে বিচ্ছিন্নতা আনয়ন করিয়াছে। কেশব বাবু অসাধারণ পরিশ্রম, ক্রেশ ও উৎসাহের সহিত ব্রাহ্ম সমাজের কল্যাণ করিতেছিলেন; কিন্তু তিনি অতি প্রসংসার বিপদ হইতে আপনাকে রক্ষা করিবার উপযুক্ত হইয়াছিলেন না। যখন দুঃখ ক্রেশ পাইয়াছেন তখন সমাজের প্রকৃত মঙ্গল করিয়াছেন, কিন্তু সোভাগাই তাঁহার বিপুল আনিয়াছে। ভারতবর্ষের মত আর কোন স্থানেই ক্ষমতার এত পূজা হয় না,—তাঁহার অহুষ্ঠানগণ তাঁহাকে অমাত্যমিক সম্মান প্রদান করিতে আরম্ভ করিল,—তিনি ঐশ্বরিক সম্মান গ্রহণ করেন এপ্রকার অভিযুক্ত হইলেন। তিনি ইহা অস্বীকার করিলেন বটে; কিন্তু বাল্যকালের বৈষ্ণব শিক্ষার তাঁহার আত্মপ্রাচুর্য্যতা জন্মিয়াছিল এবং স্বয়ং যে বিশেষ ভাবে ঐশ্বরিক দান প্রাপ্ত হন তাহা প্রকাশ করেন। “আমি কি এত্যা-দিষ্ট মহাপুরুষ” এই বক্তৃতার যদিও মহাপুরুষ অস্বীকার করিয়াছেন, তথাপি এমন সব গুণ আপনাতে আরোপ করিয়া ছেন যাহা মহাপুরুষেই কেবল সম্ভব। তিনি বলিয়াছেন তাঁহার সমুদয় কাণ্ডাই ঐশ্বরাদেশে সম্পন্ন হয় এবং মানুষের ইহা স্বরণ রাখা উচিত যে তাঁহার কাণ্ডের বিরুদ্ধবাদী হওয়া আর সর্বশক্তিমান ঐশ্বরের বিরুদ্ধে দণ্ডারমান হওয়া একই কথা। কেশব বাবু যে ধর্মমত ও বিশ্বাস সম্বন্ধে একাধি-পত্তি ছিলেন তাহা নহে; কিন্তু সামাজিক সমুদয় কাণ্ডের এক মাত্র পরিচালক ছিলেন। সমাজের কাণ্ডের বিষয় কাতার ও কিছু বলিবার সাধ্য ছিল না। কেশবচন্দ্র সেন একাধারে বিসপ, প্রিষ্ট ও ডিকন ছিলেন। তিনি পোপ, তাঁহার নিম্পত্তির পর আর আপীল নাই। কুচবেহার বিবাহে প্রকাশ পাইল যে সংস্কারক মহোদয় আপনার উন্নত মত সমূহ অলাঞ্জলি দিলেন; কেশব বাবু উত্তর দিলেন, বিবাহ সম্বন্ধে তাঁহার হাত ছিল না। প্রাচীন মহম্মদের অনুকরণ করিয়া বলিলেন, ঐশ্বরাদেশেই এ কাণ্ড হইয়াছে। আরো বলিলেন তিনি সামাজিক সংস্কারক নন। ইহার পর নানা অসুত কাণ্ড আরম্ভ হইল।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে বলিয়াছেন “সাধারণ” এই নামে প্রকাশ করিতেছে যে, উহারতা ইহার লক্ষ্য। এই সমাজে কেশবচন্দ্র সেন বা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মত ধর্ম বিষয়ক প্রতিভাশালী কোন একজন বিশেষ লোক নাই অথবা প্রতাপচন্দ্র বসু, দ্বারনাথ রায়নারায়ণ বসু, বসু একজন বিশেষ লোক নাই। কিন্তু এ সমাজে সব সংস্কার

উপযুক্ত পরিচালক আছে, বাহাদিগের পরিচালক, বাহাদিগের
সাহায্য কার্য ক্ষমতা দ্বারা অনেক সংকারণের আশ্রয়
হইবে। এবং হরত, তাহাদিগের সমস্ত ভারতবর্ষে
পরিচালক পদ গ্রহণ করিবে।

নব বিধানীদিগের মত কি নূতন ?

নববিধানীগণ গৌরব করিয়া থাকেন, সকল দেশের
সামুদ্রিকের বন্দনা তাহারা পৃথিবীতে প্রথম প্রচলন করি-
তেছেন। এ পর্য্যন্ত পৃথিবীর এক এক সম্প্রদায় এক জন
মহাপুরুষের প্রতি ঐশ্বরিক ভক্তি দান করিয়া আসিত-
ছিল; কিন্তু সকল সম্প্রদায়ের মহাপুরুষদিগকে সমভাবে
কোন সম্প্রদায়ই ভক্তি করিতে পারে নাই। তাহারা যে যৌ-
পুষ্টি, মহম্মদ, নানক চৈতন্য প্রভৃতির ধ্যান ধারণা, তাহা-
দের রক্ত মাংস ভোজন, তাহাদের প্রসাদ ভক্ষণ করেন;
কোরান বাইবেল ও ভগবদ্গীতা প্রভৃতিকে পুস্তি চন্দনে
চর্চিত করিয়া সম্মান করেন এসমুদয় কাঁও ভারতবর্ষে
আরও অভিনীত হইয়াছে। সুতরাং নববিধানীগণ
এ বিষয় লইয়া আর কেন বুঝা গৌরব করেন। পাঠকদিগের
পরিতৃপ্তির জন্য আমরা ১৭৭২ শকের বৈশাখ মাসের ত্রু-
বোধিনী পত্রিকা হইতে “রামভদ্ভতি দলের” বিবরণ উদ্ধৃত
করিতেছি, পাঠকগণ দেখিবেন নববিধানীদিগের নব প্রচ-
লিত মত নূতন কি না ?

“এই সাম্প্রদায়িক লোকে তৎপ্রবর্তক রামভদ্ভকে শিব
স্বরূপ স্বীকার করে, এবং প্রতি বৎসর শিব চতুর্দশীর দিবসে
পাঁচ ঘণ্টা গ্রামে প্রবর্তকের উদ্দেশে এক উৎসব করিয়া থাকে।
ইহারা সর্ব শাস্ত্রকে সমান জ্ঞান ও সর্ব শাস্ত্রোক্ত দেবতা-
দিগকে সমান বোধ করেন, অতএব ঐ উৎসব কালে কোরাণ,
বাইবেল ও ভগবদ্গীতাও পাঠ হয়। সে স্থানে “পরম সত্য”
নামে এক বেদী আছে, তথায় সর্ব জাতীর লোকেই একত্রিত
হইয়া সর্বশঙ্কর ভোজন করেন। অতঃপর গিয়াছে, ইহারা
বেচরার ও গো মাংসাদি সকল দ্রব্যেরই ভোগ দিয়া থাকেন।
যিও খ্রীষ্ট, মহম্মদ ও নানকের এক এক ভোগ হয়, এবং এক
এক জন তত্ত্বস্বরূপ হইয়া তদীয় ভোগ দ্রব্য ভক্ষণ করেন।
“ইহাদের মতে সকলকে সমান জ্ঞান করিবেক, সকলের নিকট
নম্রতা স্বীকার করিবেক ও পরস্পর প্রগাঢ় প্রণয় রাখিবেক,
আর পরদ্রব্য এবং পরস্পর স্পর্শ ও দর্শনও করিবেক না।”

“রামভদ্ভতিগের প্রার্থনা।

হে পরমেশ্বর ! তোমার দাসের এই প্রার্থনা, যে উপরের
লিখিত আজ্ঞা পালনে সকলে সক্ষম হয়, ইহাতে আপনকার
বেশন ইচ্ছা তাহাই হউক।

“ইহাদিগের মত প্রতিপাদক গান।

কালী কৃষ্ণ গড় খোদা, কোন নামে নাহি বাধা, বাদির
বিবাহ বিধা, তাতে নাহি টলোরে। কালি কালি গাড়
খোদা বোদোরে।”

নববিধানীগণ যেমন জৈনা, বুঝা, মহম্মদ, চৈতন্য, নানক
কবীর, হুগী, কালী প্রভৃতির নামে সঙ্গীত রচনা করিয়া হুপু-
পারে নৃত্য করেন, রামভদ্ভতিগণও সেইরূপ কালী, কৃষ্ণ,
গড়, খোদা বলিয়া আনন্দে সঙ্গীত ধ্বনি করিত। নববিধানী-
গণ যেমন জৈনা বুঝা মহম্মদ প্রভৃতির বিশেষ ভাবে আর্জনা
করেন, রামভদ্ভতিগণও সেইরূপ মহম্মদের মৃত আত্মাকে
গোমাংস এবং যীতকে, গো ও শূকর মাংস দ্বারা, কৃষ্ণ
রের আত্মাকে খেচরার দ্বারা ভোগ দিত। এবং “কখনও
কখনও কালী, কখনও কৃষ্ণ, কখনও গড়, কখনও বা
খোদা নামে আহ্বান করিত, যেমন এখন নববিধানীগণ
ঐশ্বরকে রক্ষাকালী, শীতলা, অভয়া, বরদা, কৃত্তাবী, মোহিনী,
হুগী, কালী নামে আহ্বান করিতেছেন। তবে নববিধানী-
দিগের এ বিষয়ে নূতন নাই।

ত্রফলাভ।

মাহুষের যত প্রার্থনীর বিষয় আছে, সমুদয়ের সার সংগ্রহ
করিয়া একটী মাত্র কথাতে তাহা প্রকাশ করা যাইতে
পারে। সে কথটি “মুক্তি”। মানব জীবনের উদ্দেশ্য
একটী মাত্র;—সে উদ্দেশ্যটি মুক্তি লাভ। মাহুষের যত
কাগী, লম্বনেরই লক্ষ্য এই একটী বিষয়। এ লক্ষ্য হইতে
একটুকু এদিক ওদিক সরিলেই পাপের সম্ভাবনা। এই
লক্ষ্য সাধার জীবনের লক্ষ্য নয় সেই লক্ষ্য ব্রহ্ম। এই
মুক্তিরই পরিষ্কৃত অর্থ ব্রহ্মলাভ। ব্রহ্মলাভ ব্যতীত যদি
মুক্তির অন্য কোন অর্থ করা হয়, তবে সে মুক্তি মাহুষের
অনন্ত জীবনের লক্ষ্য নয়। তাহাতে মাহুষের কোন প্রয়ো-
জনও নাই। মানবের অনন্ত পিপাসার পদার্থ সেই অনন্ত
পরব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই হইতে পারে না। এখন ব্রহ্ম
ভ্রাতৃগণের নিকট একটী কথা জিজ্ঞাস্য আছে। আমরা
ব্রহ্ম সমাজে আসিয়াছি কি জন্য ? আমরা পৌত্তলিকতাকে
হৃদয় হইতে দূরীভূত করিয়াছি। আমাদের মতের উচ্চতা
যত সম্ভবনীয় লাভ করিয়াছি। আমরা অজ্ঞান শাস্ত্র, গুরু
ও মধ্যবর্তী কিছুই মানি না। আমরা সজ্ঞানে ও নির্জনে
উপাসনা করিয়া থাকি। আমরা সকল প্রকার সংকারণ
অকুণ্ঠিতভাবে যোগ দান করিতেছি। আমাদের নিয়মতন্ত্র
সমাজ আছে। বহুতর সভা আছে। অনেক পত্রিকা
আছে। আমরা নান্য প্রকার উৎসব ও অমুষ্ঠান করিয়া থাকি।
কিন্তু জিজ্ঞাস্য করি, ইহাতেই কি আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য
সম্পন্ন হইতেছে ? আমাদের অনন্ত জীবনের লক্ষ্য কি
এই ? এই সকল ন্যায় সম্ভব কর্তব্য তাহাতে সন্তো-
স নাই; কিন্তু ইহাই আমাদের কর্তব্যের লীমা কি না ? এই
আমাদের মানব জীবনের মূলোদ্দেশ্য কি না ? ইহাই
জিজ্ঞাস্য। যদি ইহাই মূলোদ্দেশ্য হয়, যদি ইহাই মহামূল্য
মানব জীবনের গর্ভে প্রচুর হয়, তবে ইহাকে মহামূল্য
না বলিয়া অকিঞ্চিৎকর বলাই ভাল। তবে এই জীবনভার
দীর্ঘকাল বহন অপেক্ষা ত্যাগ করাই ভাল।

এই নির্মল মনস্তম্বনের বক্ষ্য হইতে যদি ঐ অলস সূর্য্য মণ্ডলটিকে নির্মালিত করিয়া দেওয়া হয়, যদি উহার চিরুণী প্রক্ষালিত করিয়া কেদার হয়, তবে সুহৃৎ মধ্যে এই বিশাল জগতের সমস্ত শোভা, ভাংপর্বা ও কোণল বিলুপ্ত হইবে। সমস্ত পর্বার্শ্রী ও অর্ধ বিহীন হইয়া বিলয় প্রাপ্ত হইবে। কিন্তু এক মাত্র সূর্য্যের দ্বারা এই মহান সৃষ্টি রূপারের এক শোভা সৌন্দর্য্য, এক আনন্দময়িকতা ও এক মধুরতা। জামাদেরও জীবনের আকাশে, আত্মার ব্রহ্মাণ্ডে সূর্য্য আছে। 'সে সূর্য্য স্বয়ং পরম ব্রহ্ম। এই পর ব্রহ্ম হৃদয়ে উদয় না হইলে ইহাকে প্রাণে লাভ না করিতে পারিলে আত্মার জীবনের এবং ব্যবহারের শোভা, সৌন্দর্য্য, সুগন্ধ এবং ভাংপর্বা কিছুই রক্ষা পাইতে পারে না। আমরা ব্রহ্ম লাভ করিতে পারি নাই, তাই আমাদের কি আত্মার কি জীবনের কি কার্য্যের কিছুই সৌন্দর্য্য নাই। এই ব্রহ্ম লাভের জন্য বহু চেষ্টা, বহু আগ্রহ ও সাধন চাই। যখন প্রবল বাধা আসিয়া আমাদের দৃষ্টিকে অবরোধ করে তখনই সূর্য্যাস্ত হয়, তখনই আমরা সূর্য্যকে দেখিতে পারি না কিন্তু বাস্তবিক সূর্য্য নিত্যকাল আকাশে পরিভ্রমণ করিতেছে। যখন বাধা দূরে যায় তখনই সূর্য্য দেখিতে পাই। আমাদের আধ্যাত্মিক সূর্য্যের-সেই ব্রহ্ম সূর্য্যের দর্শন পথেও প্রবল বাধা আছে। সেই বাধা আমাদের চির সঞ্চিত অভ্যাস ও নৈমিত্তিক পাপরাশি। যদিও এই বাধা অন্তর্হিত হইবার পক্ষে ব্রহ্মকৃপা, সেই ব্রহ্ম দত্ত বলই এক মাত্র প্রধান উপায় তথাপি আমাদেরও কিছু কর্তব্য আছে। দ্বারও গবাক্ষ বন্ধ করিলে গৃহে সূর্য্যালোক প্রবেশ করে না, কিন্তু দ্বারও গবাক্ষ খুলিয়া দিলেই গৃহ আলোকিত হয়। আলোক প্রোতঃ আসিয়া গৃহ প্রান্তরে ফোঁড়া করিতে থাকে। আমাদের জন্মের সমস্ত গুঢ় দ্বারও গবাক্ষ খুলিয়া দিতে হইবে। মনের সকল পাপ, সকল কথা খুলিয়া বলিতে হইবে। বহিরাবণ দ্বারা জন্মের মলিনতা ও অন্ধকার লুক্কায়িত রাখিলে চলিবে না। সরল ভাবে প্রাণ খুলিয়া প্রার্থনা করিতে হইবে। এই প্রার্থনার বলে সমস্ত বাধা অন্তর্হিত হইবে এবং ব্রহ্ম স্বয়ং আসিয়া কৃপা করিয়া আমাদের জন্মে সমুচিত হইবেন। তিনি ব্যাকুল প্রার্থনায় সরল প্রার্থনাকে কখনই নিষ্ফলে বিদ্যার দেন না। এখন সরলতার সাধন চাই। এই সরলতা পাইলেই প্রকৃত যুক্তির পথ পাইব এবং ক্রমে ক্রমে ব্রহ্মলাভ দ্বারা জীবনের উদ্দেশ্য সাধনে সমর্থ হইতে পারিব।

নববিধানের কুসংস্কার।

ভারতবর্ষে কতবার একেশ্বরবাদ প্রচলিত হইল কিন্তু এদেশের লোক বাহুর কোন ঘোষ আছে কি না জানি না, প্রতিবারই তাহা পৌত্তলিকতাতে পরিণত হইয়াছে। দ্বাদশ, ত্রয়োদশ পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীর বৈষ্ণব ধর্ম্ম সংস্কারকগণ ঈশ্বরের একত্ব ও ব্যক্তিত্ব স্থাপনের জন্য কত চেষ্টা করিয়াছেন; রাবাহক, বাঘর, বরুড় ও চৈতন্য অনন্ত শক্তি, জ্ঞান

ও বরাতে পরিপূর্ণ ঈশ্বরের ভাব দেশে প্রচার করিবার কত চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু সকলই পৌত্তলিকতার সূক্ষ্মত্ব গ্রাসে কবলিত হইয়াছে। কোন কোন কুসংস্কার পূর্ণ মতের পরিপোষণ তাহাদের সর্ব্বনাশের কারণ হইয়াছিল। ষোড়শ শতাব্দীতে কবিরের জন্ম হয়। কবির প্রাণ দিয়া একেশ্বরবাদ প্রচার করিলেন। তাহার পর শিখ ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিতা নানক জন্মগ্রহণ করেন। ইহারা উভয়ে এক ঈশ্বরের প্রতি অসুরাগ শিক্ষা দেন—ঈশ্বরকে বিষ্ণু বল বা কৃষ্ণ বল অথবা কোন দেশ প্রচলিত দেবতার নামে আহ্বান কর তাহাতে তাহাদের কোন আপত্তি ছিল না। হায়! এই এক ভ্রমে, দুঃখে জন্ম বিদীর্ণ হয়, নানকের একেশ্বরবাদ আজ পৌত্তলিকতা সংস্কৃত হইয়াছে—সেই ঈশ্বর অপরাধে আজ দেখিতে পাওয়া যায় যে, শিখদিগের দরবারগৃহে পৌত্তলিক দেব দেবীর স্থান হইয়াছে। এই জন্য যদি কোন আপাতঃ মমোরম্য কুসংস্কার আমরা দর্শন করি আমাদের প্রাণ চমকিত হয়, আমরা ভবিষ্যৎ ভাবিয়া অন্ধকার দর্শন করি—কুসংস্কারের বিন্দুমাত্র আবির্ভাব দেখিয়া ভীত হই। ভারতবর্ষ পৌত্তলিকতা প্রবণ দেশ। ৫০ বৎসর যাইতে যাইতেই, হায় এ দুঃখ রাখিব্যবস্থান কোপায়, ব্রাহ্মধর্ম্মের সর্ব্বনাশের আরোজন হইল—বাহারার রক্ষক তাহারাই জীকনহস্তারক হইলেন—বাহাদিগের সহায়তায় ব্রাহ্মধর্ম্ম গৌরবান্বিত হইতেছিল, তাহাদিগের নান শ্রমণ করিয়া আত্ম ধর্ম্ম লজ্জায় অবনত মুখ হইল। ঈশ্বরের নাম শ্রমণ করিয়া, পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মের নাম শ্রমণ করিয়া, আমাদের কর্তব্যের গুরুতর অবহেলা হইবে তাহা মনে করিয়া, বাহারার ব্রাহ্মধর্ম্মে কুসংস্কারের অঙ্গাল মিশ্রিত করিতে প্রয়াস পাঠিতেছেন, তাহাদের প্রচলিত মতের দৃষ্টান্ত সাধারণের নিকট প্রকাশ করিতে আগ্রহ হইলাম—সময় থাকিতে আমরা আমাদের কর্তব্যে নিযুক্ত হইলাম। ঈশ্বরের মহিমা মহিমান্বিত করা বাহারের লক্ষ্য—সমস্ত কুসংস্কার বিবর্ত্তিত পুণ্যালোকে শোভিষ্ঠ ব্রাহ্ম ধর্ম্ম দ্বারা বাহারার নরনারীর বহু শতাব্দী প্রচলিত দুষ্কৃত্য নিগড় ছিন্ন দেখিতে বাসনা করেন, জর্জাগিনী জন্মভূমির অনন্ত দুঃখ অপসারিত করিতে আকাঙ্ক্ষা করেন, তাহার কখনও প্রাণে বিন্দুমাত্র বল থাকিতে ব্রাহ্মধর্ম্মের বিন্দুমাত্র কলঙ্ক নিশ্চিন্তমনে সহ্য করিবেন না। ভারতে যে উপায়ে অন্যান্য পৌত্তলিকতা অবতীর্ণ হইয়াছে, নব-বিধানীগণ ব্রাহ্ম ধর্ম্মে সেই সকল উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। পাঠকগণ বিচার করিবেন তদ্বারা ব্রাহ্ম-সমাজের সর্ব্বনাশ হইয়াছে কি না? আমরা নিজে মনঃকমিত কিছু বলিব না, তাহাদের প্রচারিত পত্র হইতে উদ্ধৃত করিয়া আমাদের কথা প্রতিপন্ন করিব।

১। নিধান পূজা।

“সায়ংকালে আরতির সময় একটি নুতনবিধ ব্যাপার সমুপস্থিত হয়। সমুদ্রে নববিধান অধিক পজা উত্তোলিত হয়, এবং তাহার নিম্নে বেত, ললিতবিহার, বাইবেল, কৈরাণ রক্ষিত হয়। প্রেরিতমণী এই পজাকার চারিদিকে দণ্ডায়মান হয় এবং হৃদে আলোক দিয়া আরতি, এবং দ্বার

বাজন করেন। দৃশ্যটি অতি চমৎকার এবং গীতীরা হইয়াছিল। এসময়ে আচার্য্য প্রেরিতগণকে স্বীকার করেন এবং কি প্রকারে সমুদয়ের সমন্বয় রক্ষা করিতে হইবে সংক্ষেপে তাহা বলেন। পরিশেষে একে একে সকলে পতাকা স্পর্শ করেন এবং সেই স্থলে ভূমিষ্ঠ হইয়া ঈশ্বরকে প্রণাম করেন।” ইহার পর কয়েকজন দীক্ষিত হন, তৎপর “উপদেশান্তে আচার্য্য মহাশয় বলেন নববিধানের বাহারা বিশ্বাস করেন তাঁহার পতাকা স্পর্শ করিয়া সহজে তাঁহাদিগের বিশ্বাস বাতুল করুন। * * * পতাকা স্পর্শকারীগণ কেবল পতাকা স্পর্শ করিয়া ক্ষান্ত থাকেন না, স্পর্শ, প্রণাম, কেহ কেহ আলিঙ্গন, চুষন করেন।” ধর্ম্মতত্ত্ব ১৬ই ফাল্গুন ১৮০২ শক ৪১ পৃষ্ঠা।

নগর সন্মার্জনের পর “কমল কুটারের প্রান্তরে ভক্তগণ উপস্থিত হইলে অট্টালিকার উপর হইতে ব্রাহ্মিকারা পুষ্পবৃষ্টি ও গোলাপজল বর্ষণ করিলেন। সেখানে ভক্তগণ অনেককণ গান ও নৃত্য করেন। আচার্য্য-নারী সমাজের সন্তোষ রক্তবস্ত্র পরিধান করিয়া দীপহস্তে আল্লায়িত কেশে একটা নূতন গান গাহিয়া নববিধানের পতাকাকে প্রদক্ষিণ করিয়া বরণ করিয়াছিলেন।” ধর্ম্মতত্ত্ব ১৬ই ফাল্গুন ১৮০২ শক ৪৫ পৃষ্ঠা।

পাঠকগণ দেখিবেন নিশানের আরতি, চামর বাজন, স্পর্শন চুষন, প্রণাম ও বরণ সকলই হইয়াছে। ব্রাহ্মগণ! বল প্রাক্ত ধর্ম্মের কি এই লক্ষণ? দোলের হলির পর যখন গোপাল ঠাকুর ঘরে আসেন, তখন কুল-কন্যারা এইরূপে ঠাকুরকে বরণ করেন। ব্রাহ্মসমাজ কি নূতন গোপাল না পাইলে বাঁচে না? নব বিধানের নূতনের মধ্যে আমরা এই এক নূতন দেখিয়াছি এবং যুগাও লজ্জার অবনত মুস্তক হইয়াছি।

২। সাধুর ব্রত মাংস ভোজন।

“গত বৃহস্পতিবার হইতে তিন দিনের জন্য সাধুর রক্ত মাংস ভোজনের ব্রত অবলম্বিত হইয়াছে।” ধর্ম্মতত্ত্ব ১৬ই ফাল্গুন ১৮০২ শক ৪৮ পৃষ্ঠা।

নূতন বিধানে কি কি নূতন বলিতে গিয়া ধর্ম্মতত্ত্ব বলেন “প্রেরিত পুরুষ ও মহর্ষিদিগকে ভোজন নূতন।” ধর্ম্মতত্ত্ব ১৬ই চৈত্র ১৮০২ শক ৭১ পৃষ্ঠা।

এ বিষয়টি কি প্রকার কুসংস্কার পূর্ণ তাহা বুঝিতে চেষ্টা করিয়া আমরা পাঠকদিগের জ্ঞান বৃদ্ধির অবমাননা করিতে চাই না। নববিধানীগণ অরুচি-ধ্বংসের মাংস এবং জলকে রক্ত মনে করিয়া ভোজন করিতেছেন।

৩। মাখা নেড়াত দরিদ্র ব্রত এবং ভেক গ্রহণ।

“৩রা চৈত্র মঙ্গলবার বসন্ত পূর্ণিমা ও ত্রিচৈতন্যের জন্মদিন উপলক্ষে বিশেষ উৎসব হয়। তৎপূর্ব্ব দিবস অপরাহ্নে আচার্য্য মহাশয় মস্তক স্বেদন করেন। উৎসবের দিন প্রাতে প্রচারক কর্ম্মচারী ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্র প্রেরিত-দিগের পদ প্রক্ষালন ও উপাখ্যায় ভাই গৌরগোবিন্দ রায় পা মুছাইয়া দেন * * *। তৎপর আচার্য্য মহাশয় গৌরিক বস্ত্রের আলখালা পরিয়া বেদীর আসন এই পূর্ব্বক প্রত্যাদেশ কপোত অর্ঘ্যদীপ হটক বলিয়া উদ্বোধন ও বধাত্রি আরাধনা,

খান করেন। সাধারণ প্রার্থনার পর পরিধেয় বসন ছিন্ন করিয়া কোপিন আকারে পরেন এবং ভিক্ষার ঝুলি কক্ষেও লগ্ন হস্তে ধারণ করেন। ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্র, লক্ষণচন্দ্র সিংহের প্রদত্ত তণ্ডুল হইতে তাঁহাকে ভিক্ষা দেন। পরে উপাখ্যায় নববিধানের প্রেরিত মেডল, আচার্য্য মহাশয়ের গলে পড়াইয়া দিলেন এবং আচার্য্য মহাশয় উপাখ্যায়ের ও ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের ও ভাই সমুত্তলাল বসু ও ভাই অঘোনাথ গুপ্তের ও ভাই জৈলোকানাথ সাম্রালের গুলে মেডল ধারণ করেন। * * *

উপাসনান্তে আচার্য্য মহাশয় স্তব্ধ ছিন্ন বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া গৈরিক বসন পরিধান করিলেন। * * * তদবধি তিনি ভিক্ষায় জীবন ধারণ করিতেছেন।” ধর্ম্মতত্ত্ব ১৬ই চৈত্র ১৮০২ শক ৭২ পৃষ্ঠা।

“প্রচারার্থ গাজিপুর গমনের পূর্বে প্রতাপ বাবু “নব-বিধানাঙ্কিত নিশানে শরীর আচ্ছাদিত করিয়া ভিক্ষার ঝুলি হস্তে গ্রহণ পূর্ব্বক একটি হ্রদে ভেদী প্রার্থনা করিয়াছিলেন” এবং সকল প্রচারকই “নববিধানাঙ্কিত পতাকা, ভিক্ষার ঝুলি ও দণ্ড” গ্রহণ করিয়াছেন। ধর্ম্মতত্ত্ব ১৬ই চৈত্র ১৮০২ শক ৭১ পৃষ্ঠা।

পাঠকগণ বিবেচনা করুন নেড়া, বাউলের, আলখালা কোপিন, গেরুয়া বস্ত্র, বৈরাগীদের রাধাকৃষ্ণ নামাঙ্কিত নামাবলীর ন্যায় নববিধানাঙ্কিত নিশান দ্বারা গাত্ৰাচ্ছাদন, ভিক্ষার ঝুলি ও দণ্ড প্রভৃতি সকলই আগমন করিয়াছে। দেশে শত সহস্র বৈরাগীদের বৈরাগ্য প্রদর্শনের যে কিছু উপকরণ সকলই আসিয়াছে। বাহ্যিক বৈরাগ্য যদি ধর্ম্ম হইত, তবে পথে পথে যে সমুদয় বৈরাগী ভ্রমণ করে তাঁহাদের দ্বারাও দেশে ধর্ম্মের স্রোত প্রবহমান হইত। বাহ্যিক বৈরাগ্যে ধর্ম্মের যে দুর্দশা হয়, হৃৎখের বিষয় নববিধানীগণ চক্ষের উপর জলন্ত দৃষ্টান্ত থাকিতে তাহা শিক্ষা করিতে পারিলেন না।

৪। মূপূর পারে নৃত্য।

“উপরের ঘরের বারাতার সন্ধ্যা গলা ধরাধরি করিয়া গান ও নৃত্য করেন। নৃত্যে এবার মূপূরের সমাদর হইয়াছে। * * * বালক বৃদ্ধ যুবা সকলে মিলিয়া নানা ভঙ্গীতে নৃত্য করেন।” ধর্ম্মতত্ত্ব ১৬ই ফাল্গুন ১৮০২ শক ৭৫ পৃষ্ঠা।

নববিধানের এই চতুর্থ নূতন বটে; কিন্তু লোকে মূপূর পারে নৃত্য করিলে তাহাতে কি আধ্যাত্মিকতা বাড়ে আমরা মানব বুদ্ধিতে বুঝিতে পারি না।

৫। সাধুদিগকে ঐশ্বরিক শক্তি প্রদান।

“ধ্বংসের হস্তে ব্রহ্মজ্ঞানীর বিচার।”

“পাপীদিগকে লজ্জা দিয়া অমৃতপুত্র করিবেন বলিয়া ঈশ্বর তাঁহার পবিত্র সন্তান বীতকে স্বর্গের প্রধান স্থানে স্থাপন করিয়াছেন। কে কত বৈরাগ্য, ভক্তি, প্রেম, পবিত্রতা উপার্জন করিয়াছেন, তাহা ঐ স্থলে বিচারিত হইবে। পাপ ও অবিধানী, ব্যভিচারী সংসারাত্মক অপটচারীদিগকে বিচার করিবার জন্য মহর্ষি ঈশা জ্যোতির্পর পবিত্র বসনে আবৃত;

হইয়া শিরে পুণ্যের মুকুট পরিধান করতঃ ধর্ম্মানুষ্ঠিত উজ্জল দণ্ড ধারণ পূর্ব্বক স্বর্গীয় বিচারে বসিয়া আছেন। *** অনেক একেশ্বর বাদী মনে করিয়াছিলেন, আমাদের পক্ষে আর কোন বাধা বিঘ্ন নাই, আমরা একেবারেই ঈশ্বরের সিংহাসন তলে গিয়া উপনীত হইব, কিন্তু যখন ঐ স্থানে গিয়া পৌঁছিলেন তখন তাঁহাদের মুখ মলিন হইল, অবিশ্বাস ও পাপ ব্যাধির দুর্গন্ধময় ক্ষত সকল বাহির হইয়া পড়িল ; *** কিন্তু ঈশ্বরের বিচারে কাহারও নিস্তার নাই, তাঁহার সুচরিত্র কপটিদিগের পথ বন্ধ করিয়া তাহাদিগকে তিরস্কার করিতেছে। তিনি উহাদের ছুরাচার দেখিয়া মহা নিনাদে হিঙ্‌মণ্ডল কম্পিত করতঃ এখনও বলিতেছেন : রে অন্ন বিশ্বাসী, কঁকটা সংসারের দাস পাষণ্ড কাল সর্পের বংশগণ ! তোদের বিনয়ভক্তি প্রেম পবিত্রতা পিতৃসেবা শিক্ষা দিব্যরক্ষণ্য আমিত্রুপে প্রাণ পরিত্যাগ করিলাম, বহু নির্গাতন সহ্য করিলাম, তথাপি তোদের অবিশ্বাসী পাষণ্ড মন বুলিল না ? রে অন্ধ পথভ্রান্ত ধর্ম্মাভিমাত্রী লোক সকল ! তোরা হৃৎক্লিষ্ট হইয়া পাপের দাসত্ব করিয়া কেবল কি কথার জোরে যুক্তি বলে আমার পিতার রাজ্যে প্রবেশ করিবি ? কখনই পারিবি না। *** ঈশ্বর হস্তে ব্রহ্মজ্ঞানীর এইরূপ বিড়ম্বনা দেখিয়া স্বর্গের সাধুগণ হাস্য করিতেছেন। এ অতি হৃস্ব বিচার, ধর্ম্মাভিমাত্রী ইহা দ্বারা চূর্ণীকৃত হইয়া যায়, এই অন্য এক শ্রেণীর ব্রহ্মজ্ঞানীরা তাঁহাকে শীঘ্র শীঘ্র ধর্ম্মরাজ্য হইতে বিদায় করিবার চেষ্টায় আছেন। কিন্তু তাহা অসম্ভব, ঈশা ব্রাহ্ম চরিত্রকে অপেক্ষা করিয়া বসিয়াছেন। তথায় পুণ্যের প্রভা বিস্তার করিতেছেন।” ধর্ম্মতত্ত্ব ১৬ই কাণ্ডিক ১৮০১ শক ২৩২।৩৩ পৃষ্ঠা।

• আমরা জানি ঈশ্বরই মানবের পাপ পুণ্যের বিচারকর্তা। ঈশ্বরই মানবের পরিজ্ঞাতা ; কিন্তু নববিধানীগণ নব শিক্ষা দিতেছেন যে ঈশ্বর হস্তে ব্রহ্মজ্ঞানীর বিচার হইবে। উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে ইচ্ছা হয় যে ব্রাহ্ম ধর্ম্মের নামে একরূপ কুসংস্কার প্রচলিত হইতেছে।

৬। নববিধানের মূল সত্যঃ

নববিধানের সার্বভৌম মূল সত্যের মধ্যে “রাজভক্তি” একটি। এবং “প্রেরিত মহর্ষি একাঙ্গা” অপরাট। “একমাত্র অদ্বিতীয় ঈশ্বরের উপাসনা করাট পুরাতন ব্রাহ্মদিগের জীবনের কার্য, নববিধানীপ্রিত ব্রাহ্মদিগকে উক্ত সার্বভৌম মূল সত্য জীবনে সাধন করা করিলে হয় না। পুরাতন ব্রাহ্মধর্ম্মে ও নববিধানে এই বিশেষ প্রভেদ।” ধর্ম্মতত্ত্ব ১৬ই চৈত্র ১৮০২ শক ৬৮ পৃষ্ঠা।

বর্তমান শতাব্দীতে রাজভক্তিকে ধর্ম্মের মূল সত্য করা কেবল ভারতবর্ষেই শোভা পায়। পতিত দেশকে চিরদিন রসাতলে রাখিবার অন্য কোন শ্রেষ্ঠ উপায় নাই। রাজা যদি অত্যাচারী হয়, প্রজাদিগকে হুশাসন করিতে না পারেন, তথাপি তাহাকে ভক্তি করিব। ভক্তির অপব্যবহার ইহা অপেক্ষা অধিক কি হইতে পারে ? রাজা থাক বা না থাক, তাহাকে ভক্তি করি আর অতক্তি করি, তাহার সহিত আমার

পরিজ্ঞানের সাক্ষ্য কি ? অত্যাচারীকে ভক্তি না করিলে যদি আমার পরিজ্ঞান না হয়, যে ধর্ম্মে এ উপদেশ সে ধর্ম্ম যেন আমার প্রাণে স্থান না পায়।

“প্রেরিত মহর্ষি একাঙ্গা” যতদিন জ্ঞান বুদ্ধি হারা না হইবে, ততদিন এ কথার বিরূপে বিশ্বাস করিব ? এ পৃথিবীতে যেমন প্রত্যেক মনুষ্য ভিন্ন ভিন্ন, মৃত্যুর পরও সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন থাকে। আর “প্রেরিত মহর্ষি” কেন ? পৃথিবীর কোটি কোটি নরনারী কি আপনা হইতে ঈশ্বরসিমাছে ? তাহারা কি প্রেরিত নয় ? কেবল মহর্ষিগণই কি প্রেরিত ? বুদ্ধিহীন না হইলে এ মহর্ষিঃম বিশ্বাস হইতে পারে না।

• ১৮৭২ সনের ১৪ই ডিসেম্বরের রবিবারের মিরার “ভারতমাতার অজ্ঞান” বলিয়া বাহা প্রকাশ হইয়াছে, তাহাতে লিখিত হইয়াছে, যে ভারত মাতা (ঈশ্বর) বলিতেছেন “ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট আমার গবর্ণমেন্ট। *** আমার কন্যা রাণী ভিক্টোরিয়াকে আমিই নিয়োগ করিয়াছি।”

ভিক্টোরিয়া যে দেশের রাণী সে দেশের সেনাকে রাজাকে ঈশ্বর নির্দিষ্ট বলিয়া বহুদিন বিদ্যমান করিতে নিযুক্ত হইয়াছে। যে দিন অত্যাচারী প্রথম চন্দ্রসেনের মৃত্যু প্রজা কুর্তৃক ছিন্ন হইয়াছে সে দিন হইতে এই অকল্যাণের কন্যা এই অনিষ্টকর মত ইংলণ্ড হইতে দূর বিদায় পাপ হইয়াছে। আজ কিনা মিরার প্রকাশ করিতেছেন যে, ঈশ্বর স্বয়ং বলিতেছেন ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট তাহার নিজের গবর্ণমেন্ট। তবে রাণী গবর্ণমেন্টের অন্যায় কার্যের প্রতিবাদ, ঈশ্বরের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হইয়া উঠিল, তাহাও রাজ কন্মচারীদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে কথা বলা পাপ হইয়া উঠিল। তবে যে ঈশ্বর অত্যাচারীর সহায় হইয়া পড়িলেন ? হা ঈশ্বর ! মানুষ কত রূপে তোমার অবমাননা করিল, নিজের অপরাধ তোমার উপর নিক্ষেপ করিতে সাহসী হইল, নিজের অভিসন্ধি তোমার নামে চাপাইতে চেষ্টা করিল।

৭। ধর্ম্ম বিশ্বাসে কেশব বাবু প্ররোজনীয়তা।

“আমি ব্রাহ্ম সমাজের নেতাদিগের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তির প্রত্যাদেশে ও সত্য শিক্ষা দিবার শক্তিতে বিশ্বাস করি এবং সর্দাপেক্ষা কেশবচন্দ্র সেনের এইরূপ শক্তি আছে বিশ্বাস করি।” থিওলজিক্যাল কোলেজের প্রিন্সিপাল পত্র।

মাহুকের প্রতি বিশ্বাসের সহিত ব্রাহ্মধর্ম্মের কোন সাক্ষ্য নাই। শত শত কেশবচন্দ্র সেন বা তাহা অপেক্ষা প্রিয়তর আমাদের বহুজন রসাতল যান, তাহাতে ব্রাহ্ম ধর্ম্মের বিন্দুমাত্র ক্ষতি হইবে না। আমাদের উপায়, গতি, মুক্তি সকলই ব্রহ্মের প্রতি বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে। ব্যক্তি বিশেষের প্রতি বিশ্বাস, ধর্ম্ম বিশ্বাসে প্রবেশ করাইবার চেষ্টার উদ্দেশ্য কি ব্রাহ্মগণ সহজেই বুঝুন। ১৮৭২ সনের ৭ই ডিসেম্বরের মিরার পক্ষে ঈশ্বর বাদী প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে উক্ত পত্রলেখকের ঈশ্বর কেশব বাবুর সাক্ষ্য বলিতেছেন। “তাঁহার গার্হস্থ্য ব্যবহার (Unofficial Position) সাক্ষ্যে আমাদের কিছু করিবার নাই। যদি তিনি গৃহস্থ লোক

নীতি বিহীন, স্বার্থপর, উচ্চাভিলাষী, ক্রোধী, এবং অন্যায়, হিংসা-পরায়ণ, অসত্যবাদী হন তোমরা নিশ্চয়ই তাঁহাকে অনুকরণ করিবে না। * * * তাহার আচার্য্য পদ (Official Position) সম্বন্ধে ভিন্ন কথা। যখন তিনি তোমার আধ্যাত্মিক অভাব দূর করেন, প্রার্থনা করেন, প্রচার কাৰ্য্য পরিচালন করেন, তখন আচার্য্য বলিয়া তাঁহার নিকট অবনত হও এবং সমুদয় উপাসক মণ্ডলী তাঁহার উপদেশ গ্রহণ ও অনুসরণ করুক। * * * তিনি যখন আচার্য্য পদে থাকেন, তখন নিযুক্ত আচার্য্য রূপে উপাসক মণ্ডলীর প্রত্যেক সন্তোর আত্মগত্যা অবশ্যই লাভ করিতেন। * * * যদি তোমাদের তাঁহার বিরুদ্ধে কিছু বলবার থাকে, এস আমার কাছে বল।” এইরূপ কৌশল অবলম্বন করিয়া ঈশ্বরের দ্বারা কেশব বাবু আপনাকে বিচারাতীত করিয়া তুলিয়াছেন। তিনি যাহাই হউন তাঁহাকে আচার্য্য বলিয়া তাঁহার কথা শিরোধার্য্য করিতে হইবে। হা! ধর্ম্ম কোথায় গেলে!! নিজের অভিসন্ধি নফল করিবার জন্য ঈশ্বরের নামে অসত্য প্রচার।

“আমরা বিশ্বাস করি আমাদের আচার্য্য মহাশয় উক্ত (নব) বিধানের একটি অংশ, প্রধান অংশ এমনকি মধ্য বিন্দু। তিনিই ইহাকে জীবন ও বল প্রদান করিয়াছেন এবং তাঁহার জীবন ইহার সহিত একীভূত, তাঁহার উপদেশ ও মত সমূহকেই আমরা সেই বিধান বলিয়া গ্রহণ করি। অতএব আমরা এই ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দিতে পারি না, কারণ ইনি নেতা, ইনি মুখপাত্র স্বেচ্ছা এবং ইনিই ব্রাহ্ম সমাজের ঈশ্বর নির্দিষ্ট পুস্ত্যক।” রবিবাসরী মিশার ১৬ই নবেম্বর ১৮৭৮।

নব বিধানীগণ মধ্যে মধ্যে বলেন নব বিধান ঈশ্বর প্রচারিত, মনুষ্যসম্মত নহে। উপরের কয়েক পংক্তি পাঠ করিলে স্পষ্ট হওয়া কথা বাহির হইয়া পড়ে। নব বিধান যে কেশব বাবু সম্মত তাহার আর সন্দেহ নাই। যদি কুণ্ড জ্ঞান না হারা হইয়া থাকি তবে “তাঁহার উপদেশ ও মত সমূহকেই আমরা সেই বিধান বলিয়া গ্রহণ করি” ইহার অন্য অর্থ নাই। অতএব দেখা যাইতেছে নববিধান নামে যাহা প্রচারিত হইতেছে, তাহার একই উদ্দেশ্য কেশব বাবুকে ধর্ম্ম বিখ্যাসের অপরিহার্য্য মূল সত্য রূপে নির্দিষ্ট করা—কেশব বাবুকে নব বিধানের খুঁট বা মহম্মদ বা চৈতন্য, করা।

৮। পুরাতন কথাকে নূতন বলা।

নব বিধানীগণ বলেন “এই বিধানে ব্রহ্মদর্শন নূতন; ব্রহ্ম শ্রবণ নূতন, পর ব্রহ্মকে জননী রূপে পূজা করা নূতন, এই উনবিংশ শতাব্দীতে সভ্যতার সময়ে কল্যাকার জন্য চিন্তা করা নাই এরূপ সম্বন্ধ করা নূতন, যোগ বাহাতে জীবাত্মা ও পরমাত্মার প্রভেদ জ্ঞান নিরত বিদ্যমান নূতন, * * * সুগভীর যোগ, উন্নত বিজ্ঞান, দেশ, হিতৈষিতার উদ্যম, সুমধুর প্রেম, কঠোর বৈরাগ্য এই সকলের একত্র সম্মিলন নূতন; গৃহবাসী যোগী, বিদ্বান প্রমত্ত, কর্ম্মী প্রত্যাধিষ্ট নূতন; অন্যের নিকট ভূমি যতদূর পাইতে প্রত্যাশা কর, তত্ত্বি ওপদেশ। অধিক তাহাকে

দান কর এই সুমধুর মত নূতন।” ধর্ম্মতত্ত্ব ১৬ই চৈত্র ১৮০২ শক ৭১ পৃষ্ঠা।

উপরে যাহা উক্ত হইল তাহাকে ব্রাহ্মগণ দেখিবেন বহুদিন হইতে ব্রাহ্ম সমাজে যাহা আজ কাল “নূতন” বলিয়া প্রচারিত হইতেছে, তাহা চলিয়া আসিতেছে। ব্রাহ্ম সমাজ বহুদিন হইতে যাহা যত্নে সাধন করিয়া আসিতেছে, তাহাকে এতদিন পরে জগতের নিকট “নব” বলা হইতেছে। মানুষ আপনায় অস্তিত্ব বিস্তৃত না হইলে কেমনভাবে ভ্রম করিতে পারে না, অথবা চক্ষু বুজিয়া নিজের অভিসন্ধি সম্পন্ন করিবার জন্য অনেকে আলোককে অন্ধকার বলিয়া থাকে, দিনকে রাত্রি বলিতে পারে। ব্রাহ্ম সমাজ বর্জের সমাজ নয়, বৈধানিকগণ কোন সাহসে এরূপ অসত্য প্রকাশ করিতে সাহস করিয়া থাকেন! একজন লোকের নূতনত্ব (Originality) স্থাপন করিতে গিয়া নব বিধানীগণ সত্যের দিকেও দৃষ্টি করিলেন না।

বিশ্বাস ও স্বার্থত্যাগ।

জগদীশ্বরের রূপায় যে ব্যক্তির প্রেম একবার তাঁহার উপর অর্পিত হইয়াছে, সে কি আর তাঁহার জন্য কোন ত্যাগ স্বীকারকে ত্যাগ স্বীকার বলিয়া মনে করে, না কোন ক্লেশ সহ্য করিতে কুন্তিত হয়? পরম প্রভুর অমুগত হওয়াই তাহার পক্ষে পথম সুখ হয় এবং তাঁহার সেবাই তাহার আশ্রয় পক্ষে অমুপান স্বরূপ হয়। বাইবেলে এরূপ উক্ত আছে, যীশুর নিকটে যখন কেহ ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ করিতে আসিত, তখন তিনি পূর্বে লক্ষ্য করিয়া দেখিতেন কোন বস্তুর কারণে অমুরাগ। যে পদার্থে বার অমুরাগ দেখিতেন, তাহাকে বলিতেন, সে পদার্থ না ছাড়িলে সে ব্যক্তি তাহার ধর্ম্ম পাইবে না। কয়েক জন জাল জীবী জাল বরন কার্য্যে বাস্তব ছিল, যীশু দেখিলেন, উক্ত কান্যে তাহাদের মনের বড় আসক্তি, সুতরাং যখন তাহারা তাঁহার কথা দ্বারা আকৃষ্ট হইল এবং ধর্ম্ম জানিবার জন্য উৎসুক হইল, তখন তিনি বলিলেন তোমাদের জাল পরিত্যাগ থাক, তোমরা আমার সঙ্গে এস। ধনীরা ব্যাকুল হইলেই বলিতেন, তোমাদের সমুদয় সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া দরিদ্রদিগকে দান কর, তবে আমার ধর্ম্মগ্রহণ করিতে পারিবে। নাইকডিমস নামে এক ব্যক্তি ভয়ে ভয়ে রাত্রিকালে তাঁহার নিকট আসিত, তাহাকেও তিনি এইরূপ কঠিন পদার্থকে ফেলিয়া দিলেন। এরূপ করিবার অভিপ্রায় কি? যীশু এতদ্বারা অমুরাগের পরীক্ষা করিতেন। তিনি ভাবিতেন, সেই বাস্তবিক ধর্ম্ম চায়, যে ব্যক্তি নিজের জন্য সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় বস্তুটা পরিত্যাগ করিতে পারে। তিনি আরও দেখিতেন, এতদূর বাহাদের অমুরাগ তাহারাই শেষ পর্যন্ত থাকিবে; তাহারাই সংসারের প্রবল বন্ধা সমূহ সহ্য করিতে পারিবে; তাহারাই প্রবল প্রোভোজন সকল উত্তীর্ণ হইতে পারিবে। নতুবা যাহারা সংসারের সহিত জীবনের অমুরাগের অংশ করিতে চায়; যাহারা সংসারাসক্তিকেও রাখিতে চায়, ঈশ্বরকেও রাখিতে

চায়; বাহাদুরের অমুগ্ধতা এত ক্ষীণ যে ধর্মের জন্য ও ঈশ্বরের জন্য সামান্য স্বার্থও ছাড়িতে প্রস্তুত নয়; যীশু তেমন শিষ্য পাইলে আপনাকে লাভবান মনে করিতেন না। তিনি সর্বদাই বলিতেন, “তোমরা যুগপৎ দুই প্রভু সেবা করিতে পার না।” সংসার ও ঈশ্বরের দাসত্ব এক সঙ্গে চলিবে না। যদি ঈশ্বরকে চাও আর কাহারোও প্রভু করিতে পারিবে না।

এরূপে ধর্ম গ্রহণ করা অনেকের পক্ষে কঠিন তাহা জানি, ধর্মের জন্য এতদূর ব্যাকুলতা ও তৃষ্ণা সহজে হয় না তাহাও জানি; কিন্তু এ কথাও সত্য কথা। ধর্মকে যদি অবলম্বন করাই উচিত, ঈশ্বর যদি প্রার্থনীর পদার্থ হন, তবে তাঁহাকে এই রূপে সর্বাঙ্গতঃ করণেই চাওয়া উচিত। যে তাঁহার অপেক্ষা অধিক অথবা তাঁহার ন্যায় আর কোন পদার্থকে প্রার্থনীয় মনে করে, সে কি তাঁহাকে চায়? কখনই না।

ঈশ্বরকে এভাবে যে চায় সে কি আর লোকের মুখ দেখে? সে কি আর লোক-ভরে মলিন হয়, বা অপরের তর্জন তাড়নায় ভয় করে। তাঁহাকে পাইতে এবং তাঁহার অমুগ্ধ হইতে যদি প্রাণও যায় তাহাও স্বীকার, সে এই কথাই বলে। এরূপ ব্যক্তি সহস্র ক্রেশের মধ্যে কেমন প্রসন্ন চিত্ত থাকেন দেখিয়া লোক মুগ্ধ হইয়া যায়। এরূপ ব্যক্তি ঈশ্বরের জন্য সকল সহ্য করিতে প্রস্তুত।

আমরা যদি প্রার্থনা পূর্ণ অন্তরে এবং সরল ভাবে নিজ নিজ হৃদয় পরীক্ষা করি, তাহা হইলে লজ্জিত ও হুঃখিত হইতে হয় যে, আমাদের বিশ্বাস ও প্রীতিক্রমে বিশ্বাস বা প্রীতি বলাই উচিত নয়। আমাদের মধ্যে কয়জন এরূপ আছেন যাহারা ঈশ্বরকে বলিতে পারেন,—“যে যায় যাক্ যেথাকে, থাক্, শুনে চলি তোমারি ডাক”। এরূপ অমুগ্ধাঙ্গী লোকের সংখ্যা বর্দ্ধিত না হইলে, ব্রাহ্মসমাজের দ্বারা পরমেশ্বরের মহৎ ইচ্ছা সুসম্পন্ন হইবে না। অগদীশ্বর করুন এরূপ লোকের সংখ্যা যেন আমাদের মধ্যে দিন দিন বর্দ্ধিত হয়।

সভাপতির বার্ষিক বক্তৃতা।

সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের বিগত বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতি শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র দেব যে বক্তৃতা করেন, নিম্নে তাহার বাস্তব্য অমুবাদ দেওয়া গেল।

“ভদ্র মহিলা ও ভদ্র মহোদয়গণ! যে বার্ষিক বিবরণ পঠিত হইল তাহা শ্রবণ করিয়া আমার অন্তঃকরণ ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতার পূর্ণ হইয়াছে। যখন আমার চতুর্দিকস্থ সমস্ত ধর্ম্মবী ব্যক্তিদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করি, যখন তাঁহাদিগের আধ্যাত্মিক আনন্দে পরিপূর্ণ হৃদয়ের প্রতি চাহিয়া দেখি, তখন আমার মনে হয়, আমি এতকাল বুঝা বাচিয়া রহি নাই। যখন আমি সেই দিনের কথা স্মরণ করি, যে সময়ে আমি যুবক ছিলাম এবং ব্রাহ্ম সমাজের সংস্থাপনতার পদতলে সিয়া থাকিতাম, যে সময়ে নিরম্বক কোন সমাজ ছিল না এবং সমুদয় দেশে ঈশ্বরোপাসনার জন্য একটি গৃহও

উৎসর্গীকৃত হয় নাই, এবং যখন আমি এই হৃদয় গৃহের প্রতি দৃষ্টিপাত করি এবং সমোপাসকদিগের হৃদয় পরিপূর্ণ হৃদয়ের দিকে নিরীক্ষণ করি, তখন আমার প্রাণে এমন ভাবের উদয় হয় যাহা বাক্যে প্রকাশ করিতে পারি না। গত ৫০ বৎসরের উন্নতি সমুদ্রে বিদ্যমান দেখিতেছি এবং ঈশ্বরের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার সীমা নাই। যদিও আমার শরীর দুর্বল এবং বয়স ভারে ভারাক্রান্ত হইয়াছে, তথাপি প্রাণে যে পবিত্র কাণ্ড স্থান দিয়াছি তাহার চিন্তা এবং অনন্ত পরিপূর্ণ ঈশ্বর জ্ঞান প্রচারের কথা এবং এতগুলি উৎসাহী সাহায্যকারীর কথা মনে উদয় হয়, তখন আমার প্রাণে এমন বল আসে, যাহা আমি বর্ণনা করিতে অসমর্থ। কাণ্ড বিবরণে যে সমুদয় বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে, তাহার উপর সুদীর্ঘ মন্তব্য প্রকাশ করিবার কোন প্রয়োজন নাই। কাণ্ড বিবরণেই তাহা সুন্দর রূপে বর্ণিত হইয়াছে। যখন সর্ব সাধারণের জন্য প্রথম আমরা সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ স্থাপন করিতে চেষ্টা করি, তখন অনেকেই তাহাকে অল্প-প্রলাপবৎ মনে করিয়া ছিলেন। কিন্তু আধ্যাত্মিক নিগূঢ় রহস্য এই যে, আমরা ঈশ্বরের কথায় স্মরণ করা উচিত, প্রতিবন্ধকতার বিষয় মনেও স্থান দেওয়া কর্তব্য নয়। যখন আমরা ব্যাকুল-চিত্ত হইয়াছিলাম, ঠিক সেই সময়ে, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেই, এক ব্যক্তি যিনি দেব জীবন যাপন করিতে মনস্ত কবিরাজের, আমাদের সমাজ নির্মাণের জন্য বহু সংখ্যক টাকা প্রদান করিলেন। এ ঘটনার চারিদিকের লোক স্তম্ভিত হইল। যাহার কথা উল্লেখ করিলাম তিনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর—যাহার নিকট বঙ্গভূমি, কেবল বঙ্গভূমি কেন সমুদয় ভারতবর্ষ আধ্যাত্মিক উন্নতি ও ঈশ্বরের প্রতি প্রেম বিকাশক এবং নাস্তিকতা ও উপধর্ম্ম বিনাশক ভাবের নানা স্থানে প্রতিষ্ঠিত সমাজের জন্য ঋণী। অন্যান্য দাতাদিগকে, তাঁহাদের দানের পরিমাণ যাহাই হউক, আমরা আমাদের কৃতজ্ঞতা অর্পণ করিতেছি। ধর্ম্মভাবে যিনি একটি পরমাণু দিয়াছেন তাহাও কৃতজ্ঞতার সঙ্গিত স্বীকৃত হইতেছে। এই বিষয়ের উল্লেখ করা আমি উচিত মনে করিতেছি, কেননা এখনও এই গৃহের জন্য অনেক টাকা ঋণ রহিয়াছে। যদি প্রত্যেক সভ্য তাহার পরিচিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে কিছু অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা করেন, আমাদের যথেষ্ট সাহায্য হইবে।

কেবল এই গৃহের জন্যই আমরা সন্তোষ প্রকাশ করিতেছি না। বিগত বৎসরে যে সমুদয় কার্য সম্পন্ন হইয়াছে, তাহা এই সমাজের কার্য-শীলতার প্রমাণ। ইতিহাস প্রদর্শন করে নারী জাতির সাহায্য সর্বাপেক্ষা রলশালী। নারী জাতিই সামাজিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির অগ্রণী। আমরা নিকট ইহা অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় যে আমাদের সমাজে অনেকটি মহিলা সভ্য আছেন, যাহারা সমাজের উন্নতির জন্য যথেষ্ট অমুগ্ধতা প্রদর্শন করেন। তাঁহাদের সংখ্যা যেন দিন দিন বর্দ্ধিত হয়। ঈশ্বর তাঁহাদিগকে আশীর্বাদ করুন, যে জন্য সমাজ স্থাপিত হইয়াছে তাহারা যেন তাহার সহায় হইতে পারেন।”

কমিটিও সব কমিটির সভ্যগণ এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য প্রচারকগণ যে যে কার্য্য করিয়াছেন, তাহা প্রতি আপনাদিগের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি। অচাণ্ডাও সমপরিশ্রমীদিগকে আমি ধন্যবাদ দিতেছি। ঈশ্বরের কার্য্যে তাহারা তাহার সহায়তা লাভ করেন। যদিও আমি আমার সহযাত্রীদিগের প্রতি কৃতজ্ঞ হইতেছি এবং তাহাদের কার্য্যের প্রশংসা করিতেছি কিন্তু আমার হৃৎ এই, শারীরিক বলের অভাবে আমার ইচ্ছাক্রমে তাহাদের সহিত কার্য্য করিতে সমর্থ নই।

এই সমাজের উদ্দেশ্য সকলে স্পষ্ট রূপে উপলব্ধি করিতে না পারেন এই আশঙ্কায় আমি বলিতেছি যে এই সমাজ মহাপুরুষ উপাসনাকে ঘৃণা করেন। প্রত্যেক আত্মাতে ঈশ্বর বাস করেন, জীবনের পবিত্রতা ও ধর্ম্মভাব দ্বারা পরিচালিত হইয়া আমরা ঈশ্বর জ্ঞান লাভ করিয়া থাকি কিন্তু কেমন মনুষ্যকে অহুপ্রানিত গুরু মনে করিয়া তাহার অহুসরণ দ্বারা এবং তাহার পূজা দ্বারা কখনও ঈশ্বর-জ্ঞান লাভ করা যায় না। আমরা সকলকে লাভপ্রিয় মনে করি এবং ঈশ্বরের দৃষ্টিতে তুলাঙ্গন করি। আমরা জান এ কথা কখনও বিস্মৃত না হই যে আমরা কোন মানবের অধীনায়কত্বের ভাবীনে নই। আমরা সকলে তুলা রূপে উন্নত না হইতে পারি। আমাদের অভাব কি তাহার পণ্যালোচনা করি এবং আন্তরিক আলোক প্রাপ্ত হইয়া অভাব দূর করিবার জন্য চেষ্টা করি। খ্রিস্টের পার্কারের তেজস্বী বাক্য উদ্ধৃত না করিয়া আমি অদ্য শব্দ করিতে পারি না। “শরীরের প্রত্যেক অঙ্গের, আত্মার প্রত্যেক বৃত্তির এবং প্রত্যেক সভাবজ্ঞ ও উপাঞ্জিত শক্তির সম্বোধন, দিকশি এবং স্বাভাবিক ব্যবহার দ্বারা ঈশ্বরের সেবা করাই ধর্ম্ম।” আমি যে সমাজ সভাপতির কর্তব্য সম্পন্ন করিতে পারি নাই, সে জন্য আপনাদিগের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি। এত কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিবার সময় আমি আপনাদের ক্রমোন্নতির জন্য আনন্দ প্রকাশ করিতেছি এবং ইচ্ছা আমার আন্তরিক প্রার্থনা যে আপনারা অবিশ্রান্ত আধ্যাত্মিক সুখ সম্বোধন এবং এই সমাজের পবিত্র কার্য্যের উন্নতি করিতে থাকুন।

প্রচারার্থীদিগের প্রথম বার্ষিক পরীক্ষার প্রশ্ন।

পরীক্ষক শ্রীযুক্ত পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।

- ১। ঈশ্বরের প্রয়োজন কি?
- ২। ব্রহ্মজ্ঞান কাহাকে বলে?
- ৩। জ্ঞানেও বিশ্বাসে প্রভেদ কি?
- ৪। ব্রহ্মবিদ ও ব্রহ্মবাদীর প্রভেদ কি?
- ৫। ব্রহ্ম দর্শন তিরুপে হয় এবং তাহার লক্ষণ কি?
- ৬। উপাসনা কাহাকে বলে?
- ৭। প্রীতি ও প্রিয় কার্য্য কাহাকে বলে?
- ৮। ব্রহ্মাহ্মণ ও ব্রহ্মজ্ঞানের লক্ষণ কি?
- ৯। ঈশ্বরের স্বরূপ কি?

১০। ঈশ্বরের শক্তিও ইচ্ছার প্রভেদ কি?

১১। শক্তিও ইচ্ছা এক হইলে কতি কি?

১২। অজ্ঞ জগতের সহিত ঈশ্বরের সম্বন্ধ কি?

১৩। মনুষ্য কোন্ কালে অভয় পদ প্রাপ্ত হয়?

১৪। মানবাত্মার চরম লক্ষ্য কি?

১৫। ভূমানন্দ, ব্রহ্মানন্দ, নিত্যানন্দ এই তিন প্রকৃত অর্থ কি?

প্রদেশীয় ব্রাহ্মসমাজ।

দেবী গঙ্গা।

শ্রীযুক্ত বাবু নীলচন্দ্র ঘোষাল লিখিয়াছেন—

মহাশয়! বিগত ববিবার (২১শে চৈত্র) পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন মহাশয় অত্র দেবীপক্ষে নিম্ন লিখিত রূপকার্য্য নিষ্পন্ন করিয়া, ঐ দিবস প্রজনোক্ত রেল পথে দার্জিলিং যাত্রা করিয়াছেন। প্রাক্কালে সুমধুর সংগীত সহকারে উপাসনা আরম্ভ হয়; উদ্‌বোধন, আরাধনা, ধ্যান, প্রার্থনাদি উপাসনার অঙ্গ চতুষ্টয় অতি গভীর ভাব ব্যঞ্জক হইয়াছিল। কতিপয় ব্রাহ্ম বিগত নানাবিধ পাপ কার্য্য ক্ষমণ করিয়া অত্যন্ত অক্লান্ত হইয়াছিলেন। উপাসনার পর “ঈশ্বরই আমার শক্তি দাতা” এই সম্বন্ধে একটি জন্মগ্রাহী বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন। তৎপর যুদ্ধ সহকারে সঙ্গীত হইয়াছিল। মাধ্যাহ্নিক আহ্বারান্তে উপাসনা গৃহে সকলে সম্মিলিত হইলে এই সকল বিষয়ের প্রমোদিত হয় যথা; বিবেকের স্বরূপ বর্ণন, আদেশবাদ, পরকাল, আত্মার অমরত্ব, উপাসনার কল কি? এবং “ব্রাহ্মের চরিত্র কি প্রকার হওয়া উচিত?” এ বিষয় আলোচনা হইয়া সভা ভঙ্গ হয়। সন্ধ্যার সময় উপাসনাও অতি সরল হইয়াছিল। উপাসনান্তে “ধর্ম্ম জীবনই সুখের জীবন” এ সম্বন্ধে একটি সুন্দর বক্তৃতা দিয়াছিলেন। গৃহে স্থান না হওয়ার, অনেকে বাহিরে দাড়াইয়াছিলেন। তাহার উপাসনার গভীরভাবে ও জলন্ত উৎসাহ কর বক্তৃতা অত্র প্রমোদিতপাশকগণ বিশেষ প্রীত হইয়াছেন। প্রচারক মহাশয়ের এ প্রকার মধ্যে মধ্যে এখানে আসিয়া উপদেশাদি প্রদান করেন, অত্রতু উপাসক মণ্ডলীর ইচ্ছা আন্তরিক ইচ্ছা। এ স্থান ডোমার-ষ্টেশনের ২২ ক্রোশ পশ্চিমে স্থিত। প্রচারক মহাশয়ের দার্জিলিং জলপাই গুড়ী যাত্রার সময় এখানে আগমন করিলে বিশেষ উপকার হয়। পণ্ডিত মহাশয় এই দুই বার আসিলেন; তাহার যত্ন ও উদ্যোগেই সমাজটা সংস্থাপিত হইয়াছে। এখানে যে তরুণ ব্রাহ্ম জাতি, তাহারা সকলেই গরিব। বর্ধোৎসাহী শ্রীযুক্ত শমসের আলী মিক্রা ও শ্রীযুক্ত বাবু রাধাকৃষ্ণ চক্রবর্তী অর্থ সাহায্যে বর্তমান উপাসনা গৃহটি নির্মিত হইয়াছে। এই গৃহ নিত্যন্ত সুস্থ হওয়ার ব্রাহ্মগণ স্থির করিয়াছেন, যে নূতন সমাজ গৃহ প্রস্তুত করিবেন, এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অনুদিত হওয়ার প্রার্থনায় আবেদন পত্র প্রেরণ করিবেন। ইতিমধ্যেই গৃহ নির্মাণের কতক টাকা সংগৃহীত হইয়াছে।

বরাহ নগর ।

শ্রীযুক্ত বাবু কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছেন ।

গত ১০ই চৈত্র শনিবার রাত্রিতে, ধর্মদাস নামক জনৈক শ্রমজীবীর বাড়ীতে, “বরাহ নগর শ্রমজীবী” সভার একাদশ বর্ষের প্রথম মাসিকাবিবেশন হইয়া গিয়াছে । সভাপ্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত বাবু অমৃতানন্দ পঞ্চাশ জন লোক উপস্থিত ছিল । কলিকাতা হইতে শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত বাবু শরৎচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় দ্বয় আসিয়া সভায় উপাসনা ও উপদেশের কাহা নির্বাহ করিয়াছিলেন । উপস্থিত ভক্ত লোকদিগকে শ্রমজীবীগণ বিশেষ অভ্যর্থনার সহিত জল ধোয়া দিয়া ও সুকৃতি সম্পন্ন জলপানের ও সামান্যোপকরণে গৃহ সজ্জা দর্শন করিয়া উৎসাহিত ভক্ত ব্যক্তিগণ বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছেন ।

শ্রমজীবীগণের ধর্ম্মানুরাগ অত্রত্য ভক্ত লোকদিগের বিশেষ অনুরাগী । আমরা ঈশ্বরের নিকট ঈশ্বরের সহিত এই শ্রমজীবী সভার দীর্ঘ জীবন ও মঙ্গল প্রার্থনা করি । এবং ইহার প্রতিষ্ঠাতাকে ধন্যবাদ করি ।

মহানগরী হইতে ব্রাহ্মগণ আগমন করিয়া এই দুইখী শ্রমজীবী ভ্রাতাদিগকে উৎসাহিত করেন ইহা একান্ত মনে আশীর্বাদ ।

কোরগর ব্রাহ্মসমাজ বাট প্রতিষ্ঠা পত্র ।

অদ্য শুক্লা ১৮০২, বঙ্গাব্দ ১২৮৭, ব্রাহ্ম সংবৎ ৫২ বর্ষে চৈত্রের তৃতীয় দিবসে মঙ্গল বাসরে পূর্ণিমা তিথিতে মঙ্গলময় পরমেশ্বরের প্রীতিকাম হইয়া কোরগর নিবাসী শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র দেবের সহধর্ম্মিণী শ্রীযুক্তা অধিকা দেবতারা পূজা ব্যয়ে এই বাট প্রতিষ্ঠা করিলেন । জাতি, ধর্ম্ম ও অবস্থা নির্বিশেষে সর্ব সাধারণে স্নানাদি প্রার্থনায় কাহা সম্পাদনার্থ ইহা ব্যবহার করিতে পারিবেন । যদি এই ক্ষুদ্র বাট দ্বারা একটি ভ্রাতা পণিকের পথ প্রাপ্তি দূর হয়, একটি তাপিত কলেবর ব্যক্তির শরীর সুস্থিত হয়, একটি তৃণাচ্ছন্ন জীবের পিপাসা শান্তির উপায় হয়, এবং একটি প্রার্থিত কোন প্রকারে হিত সাধন হয়, তাহা হইলে ইহার প্রতিষ্ঠাতার উদ্দেশ্য সফল হইবে । সর্ব সিদ্ধিলাভ পরমেশ্বর এই মনস্কামনা দিক করুন ।

হে মঙ্গল বিধাতা! পরম দয়িতা! তোমার অনন্ত মঙ্গল ইচ্ছা এই সমুদয় গন্ধা স্রোতের ন্যায় নিরন্তর প্রবাহমান হইতেছে এবং সর্বকাল সকল জীবের অশেষ কল্যাণ সাধনে নিযুক্ত রহিয়াছে । তোমার সেই মঙ্গল ইচ্ছার সাফল্য সাধন করিবার নিমিত্ত গঙ্গাতীরস্থ বাণুকা কনার ন্যায় এই বাটটি প্রতিষ্ঠিত হইল । তোমার শুভ আশীর্বাদে তাঁহার উপর বর্ষণ কর; ইহা যেন তোমার মঙ্গল ইচ্ছা সম্পাদনের সহকারিতা করিতে পারে । কালুর তরঙ্গে মনুষ্যের হস্ত নিশ্চিন্ত পদার্থ এবং মনুষ্যের প্রতিষ্ঠিত কাহা ভগ্ন ও বিলীন হইয়া যাউবে, কিন্তু যে দীনবন্ধু কৃপাসিদ্ধ পরমেশ্বর! যে শুভ সঙ্কল্প দ্বারা এই ক্ষুদ্র কার্য অকুণ্ঠিত হইল, তাহা তুমি গ্রহণ কর এবং তাহার উপর তোমার প্রসন্নতা প্রকাশ কর, তাহা হইলে তোমার চির সেবিকার সকল আশা পূর্ণ হইবে । হে ধর্ম্মময় পিতা! তোমার প্রসাদে বহুদিনের সঙ্কলিত এই শুভ কার্য যে আদ্য সম্পন্ন হইল, তজ্জন্য কৃতজ্ঞতা ভরে তোমার চরণে কোটি কোটি নমস্কার করি ।

ছাত্র সমাজ ।

এই সমাজের কার্য নিয়মিত রূপে চলিয়া আসিতেছে । শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন বসু ইহার কার্য, চালাইয়া আসিতেছেন । বিগত ২২শে চৈত্র নিয়মিত কার্যের পর পাণকথ

সভা হইয়া তাহাতে অনেকই আপনাদের মতামত প্রকাশ করেন । এ বৎসর ছাত্র সমাজ নিম্নলিখিত রূপে কার্য করিবে । একপ স্থির হইয়াছে । প্রতি রবিবার প্রাতে নিয়মিত উপাসনা ও উপদেশ ব্যতীত ছাত্রদিগের প্রতি বাসায় বাহাতে উপাসনা সভা হইতে পারে তাহার উদ্যোগ করিতে হইবে । এবং পরস্পর তাহাতে যোগ দিতে হইবে । মধ্যে মধ্যে কোন বাগানে গমন করিয়া তথায় উপাসনা আহার ও আলাপাদির আয়োজন হইবে । সমাজের একটি কার্য নির্বাহক সভা গঠন করিয়া তাহার সভাপতি ছাত্রদিগের বাসায় বাসায় গমন করিবেন ও পরস্পরের সাহায্যকারী হইবেন এবং সম্ভাব বন্ধনের উপায় করিবেন । কলিকাতার কোন কোন স্থানে মধ্যে মধ্যে একত্র মিলিত হওয়ার উপায় বিধান করিতে হইবে । যে সমুদয় উপদেশ প্রদত্ত হয় তাহার সারংশ এবং সমাজের কাহা বিবরণ রক্ষা করা কর্তব্য । যে সমুদয় উপদেশ বিশেষ উপযোগী তাহা মুদ্রিত করিয়া প্রচলিত করিবার চেষ্টা করিতে হইবে ।

আগামী ৬ই বৈশাখ রবিবার প্রাতে শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন বসু মহাশয়ের দমদমাত্য ফেরারি হ'ল নামক বাগানে গৃহে ছাত্র সমাজের অধিবেশন হইবে এই প্রস্তাব উক্ত ব্রহ্মসমাজে স্থিরীকৃত হয় । ঐ দিবস ছাত্র সমাজের কাহা নির্বাহক সভার কয়েক জন সভা নিয়োজিত হন ।

ব্রাহ্মসমাজ ।

পণ্ডিত রামকৃষ্ণ বিদ্যাসুন্দর দার্জিলিং ব্রাহ্মসমাজের সাধারণিক উপলক্ষে তথায় গমন করিয়াছেন । দার্জিলিং ব্রাহ্ম সমাজের উৎসব এবার নয় দিবস ব্যাপী হইবে । তপাকার উৎসবান্তে বিদ্যাসুন্দর মহাশয় পাবনা গমন করিবেন এবং তৎপর পূর্ব বাঙ্গলায় প্রচারার্থ বহির্গত হইবেন ।

পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী হাজারিবাগ ব্রাহ্মসমাজের সাধারণিক উৎসবের কাহা সম্পাদন করিবার জন্য গমন করিয়াছেন । তিনি তথ্য হইতে পশ্চিমাঞ্চলে প্রচারার্থ গমন করিবেন ।

৪ঠা এপ্রিল সোমবার রাত্রিতে শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দত্তের সর্ব কনিষ্ঠা কন্যার নাম করণ হইয়াছে । তাহার নাম বিভূলা । রাখা হইয়াছে । পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী নাম করণ ক্রিয়া সম্পন্ন করেন ।

উক্ত দিবস রাত্রি ৭টার সময় ব্রাহ্মদিগের সামাজিক সন্মিলন হইয়া গিয়াছে । এবার কয়েকটি বালক অতি সুন্দর সুন্দর কবিতার আবৃত্তি করিয়া সকলের মনোরঞ্জন করিয়াছিল । এই সামাজিক সন্মিলনে বাহাতে আরো অনেক ব্রাহ্ম উপস্থিত হইতে পারেন এবং বাহাতে ইহা দ্বারা ব্রাহ্মসমাজে প্রেম শান্তি ও সম্ভাব বর্দ্ধিত হইতে পারে তাহার উপায় বিধান করা কর্তব্য । এই স্থলে সুন্দর সুন্দর নীতিপূর্ণ আখ্যায়িকা অভিনীত হইলে, সুন্দর সুন্দর কবিতা আবৃত্তি করিলে, সুন্দর সুন্দর চিত্র প্রদর্শিত হইলে, ও উপযোগী সঙ্গীতও বাদ্যের আয়োজন করিলে নানা প্রকার কাজ কর্ম্মে ব্যস্ত প্রাণের আরাম স্থান হইতে পারে ।

আমরা পূর্বে লিখিয়াছি যে প্রতি শুক্রবার সন্ধ্যার পর ১০ সংখ্যক মির্জাপুর ষ্ট্রীট ভবনে পরস্পরের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য বিশেষ উপাসনা হইয়া থাকে । তাহাতে এক একজন এক একদিন উপাসনা করিয়া থাকেন । বাবু বিষ্ণুচরণ চট্টোপাধ্যায়, সীতানাথ দত্ত ও শরৎচন্দ্র চৌধুরী গত তিন দিবস উপাসনা করিয়াছেন । এ বৎসর সমুদয় মনোবৃত্তি কাটিয়া সন্ধ্যায় ব্রাহ্মসমাজ প্রকৃত উন্নতি পাবে

অগ্রসর হইতেছেন। বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক সৰ্ব্ব প্রকার উন্নতির জন্য ব্রাহ্মসমাজে ব্যাকুল হইয়াছেন। আমরা তাহার পূৰ্ব্বাভাস দেখিয়া পুলকিত হইয়াছি।

কয়েকদিন হইল অক্সফোর্ড হইতে প্রেরিত খৃষ্টীয় প্রচারকগণ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কয়েক জন সভাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। প্রচারকগণ নিমন্ত্রিতদিগের সহিত নানা প্রকার সম্বাদবাহার করেন। এই প্রচারকগণ তাহাদের বিদ্যা ভদ্রতাও ধর্ম্য ভাবের জন্য বিখ্যাত। কিন্তু তাহারা যত চেষ্টাই করুন না কেন ভারতবর্ষে আর খৃষ্ট ধর্মের স্থান নাই। পৌত্তলিকতার জাল ছেদন করিয়া আর বিচক্ষণ ভারতবাসী মহোদয়ের পদতলে বিবেকের স্বাধীনতা বিক্রয় করিতে পারিবেন না। এই প্রচারকদিগকে দেখিয়া হৃৎকম্প হয় যে কেবল কষ্ট সহ্য করিবার জন্যই এদেশে আসিয়াছেন, তাহাদের কষ্টের কোন ফল হইবে না।

ভাগলপুরের জনিয়ার শ্রীযুক্ত সারদারিলাল বঙ্গ মহিলা সমাজের জ্ঞানিকা বিভাগে মাসিক ১০ টাকা সাহায্য দান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। আমরা এই দানের জন্য তাহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ পুস্তকালয়ের দিন দিন উন্নতি দেখিয়া আমরা অত্যন্ত আহলাদিত হইয়াছি। কিছুদিন হইল ইংলণ্ড হইতে একেশ্বরবাদ প্রতাপাদক অতি মূল্যবান কতকগুলি পুস্তক ক্রয় করিয়া আনা হইয়াছে। শীঘ্রই আরো পুস্তক ক্রয় হইতে আসিবে। আমরা শুনয়া সুখী হইলাম ইংলণ্ডের ইউনিটেরিয়ান সমাজ তাহাদের প্রচারিত কতকগুলি পুস্তক প্রেরণ করিবেন। এখানেও অনেকে পুস্তকালয়ের উন্নতির জন্য বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী প্রায় ৬০ টাকা মূল্যের আতি উপাদেয় কয়েক খানা পুস্তক দান করিয়াছেন। ফ্রিচার্চের প্রচারক শ্রীযুক্ত ম্যাকডোনাল্ড সাহেব প্রায় ১৮৮ খানা পুস্তক এবং বিবি নাইট সাহেব ৭ খানা পুস্তক প্রদান করিয়াছেন। এই সমুদয় দানের জন্য আমরা প্রদাতাদিগকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

বিগত ১৬ই চৈত্র পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী “নববিধানের গুরু রহস্য” বিষয়ে এক বক্তৃতা করেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের গৃহ লোকে লোকারণ্য হইয়াছিল। গৃহের নিম্নভাগ ও গ্যালারিতেও লোক সমাবেশ হওয়া হ্রস্ব হইয়া উঠিয়াছিল। প্রায় ২৫০০ লোক বক্তৃতা শ্রবণের জন্য উৎসুক হইয়া আগমন করিয়াছিলেন। বক্তৃতা তিন ঘণ্টার অধিককাল স্থায়ী হইয়া ছিল। এতগুলি লোক এই দক্ষিণ গ্রীষ্মকাল্ণে মুগ্ধপ্রায় হইয়া বক্তার অগ্নিকুল্লিঙ্গবৎ তেজস্বী বক্তৃতা শ্রবণ করিয়াছিলেন। নববিধানদিগের প্রচলিত মত যে কি ভয়ানক ও ব্রাহ্মধর্মের মূল ক্ষয়কারী তাহা বক্তা বিশদরূপে বুঝাইয়াছেন। এই বক্তৃতার পর কলিকাতার নববিধানীদিগের আর কিছু আশা করিবার নাই। বিদেশে নববিধানীগণ আপনাদিগের প্রকৃত মত গোপন করিয়া সমাজে চলিয়া যাইবার উপায় করেন। কিন্তু বাহারা তাহাদের

বিকৃত মত সমূহ পর্যালোচনা করিবেন, তাহারা আর কখনও তাহাদিগকে ব্রাহ্মধর্মের শত্রু ভিন্ন আর কিছু বলিবেন না। বিজয় বাবুর বক্তৃতা দুটি শীঘ্র পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইবে।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মাস্ত্রাজ হইতে কোম্বাইটুর নগরে গমন করেন ওখায় প্রায় ১০ দিন অবস্থিতি করিয়া সম্প্রতি বাঙ্গালোরে গমন করিয়াছেন। মাস্ত্রাজ ব্রাহ্মসমাজের মুম্পাদক, শিবনাথ বাবুর অগ্রগমন করিয়াছেন। কোম্বাইটুর নগরে বেশ ধর্ম্মান্দোলন উঠিয়াছে। তিনি বাঙ্গালোর হইতে মাস্ত্রাজে ফিরিবেন। মাস্ত্রাজের ব্রাহ্মও অপরাপর ভদ্র মহোদয়গণ তাহাকে আরো কয়েক মাস রাখিবার জন্য অত্যন্ত পীড়াপিড়ি করিতেছেন। মাস্ত্রাজের ব্রাহ্মও সংবাদ পত্র পাঠে অবগত হওয়া গেল, বিগত কয়েক সপ্তাহের মধ্যে অনেকে ব্রাহ্মসমাজের সভ্য হইয়াছেন। কেবল গোলমাল করিয়া ঢাকঢোল বাজাইয়া আড়ম্বর করিলে ধর্ম্ম প্রচার হয় না, যদি প্রাণ দিয়া খাটা যায় তাহা হইলে কৃত লোকে ঈশ্বরানীর্বাদে ব্রাহ্মসমাজেরদিকে আকৃষ্ট হইবে।

কুড়িগ্রামস্থ কোন ব্রাহ্মিকা ভগিনী সংবাদ দিয়াছেন যে রংপুরের অন্তর্গত মদ্যপুষ্করিণী গ্রামে বিগত ১লা চৈত্র ১৮৭২ সনের ৩ আইন অনুসারে এক বিবাহ হইয়া গিয়াছে। পাত্রের নাম বাবু হরিদাস রায় বয়স ২৭২৮। পাত্রীর নাম শ্রীমতি স্বর্গময়ী বয়স ১৯ বৎসর। ইহারা উভয়েই সমস্ত বংশের সম্মান। উভয়েরই বাড়ী ময়মনসিংহ জেলায়। পাত্রের এই প্রথম বিবাহ, পাত্রীর এই দ্বিতীয় পরিণয়।

গুইডেন চইতে আপমালা কলেজের এক যুবক সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নান্য কার্য্য কলাপ শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত উৎসাহ পূর্ণ এক পত্র লিখিয়াছেন। তিনি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্য হইতে ইচ্ছা করেন। আগামীবারে আমরা তাহার পত্রের সারাংশ প্রদান করিব।

শিলং হইতে ববু অক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায় লিখিয়াছেন যে তৎকালিক নিকটবর্তী কোন স্থানে ২০০০০০ খাসিয়া স্ত্রী পুরুষ একত্র হইয়া এক ব্রহ্মের উপাসনা করেন। তাহাদের চেলাপুত্ৰী নামক গ্রামে এক সমাজ আছে। ইহারা হিন্দু নহে। ইহাদের মধ্যে কিছু কিছু কুসংস্কার দৃষ্ট হয়। শিলংস্থ ব্রাহ্মগণ শীঘ্র তাহাদিগের সমাজ দর্শন করিতে যাইবেন। আমরা এই আশ্চর্য্য সংবাদে অত্যন্ত পুলকিত হইয়াছি। শিলংস্থ ব্রাহ্মদিগকে আমাদের বিশেষ অনুরোধ এই বাহাতে এতগুলি স্ত্রী পুরুষ কুসংস্কার পরিত্যাগ করিয়া নিম্নলিখিত ধর্ম্মের সত্য গ্রহণে সমর্থ হয় তাহার উপায় বিধান করেন। আমরা ইহাদিগের সঙ্ঘক্ষে আরো সংবাদ জানিবার জন্য উৎসুক হইয়া রহিলাম।

রবিবাসরীর নৈতিক বিদ্যালয়ের কার্য্য পুনর্বার আরম্ভ হইয়াছে। ভদ্রব্যবহার, সত্যাহরণ, চরিত্রগঠন এই তিনটি বিষয় উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। এবার যাহাতে ইহার কার্য্য আরো সুন্দর রূপে চলিতে পারে তাহার জন্য বিশেষ যত্ন করা হইবে। এই বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ বিশেষ যত্ন সহকারে নানা প্রকার উদাহরণও আধ্যাত্মিক দ্বারা প্রত্যেক

বিষয় বালকদিগের বোধগম্য করিতে- চেষ্টা করিয়া থাকেন। এই বিদ্যালয়ের দ্বারা বালকদিগের যে বিশেষ উপকার হইবে এবং ভবিষ্যতে যে উপায়ে সুমিষ্ট রূপ উৎপাদন করিবে তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। নীতি বিহীন জ্ঞান শিক্ষার যে অনিষ্ট হয়, তাহা সকলেই জানেন। ইহারা প্রকৃত পক্ষে সন্তানের মঙ্গল প্রার্থনা করেন তাহারা বিশেষ রূপে তাহাদিগের নীতি শিক্ষার বিষয়ে মনোযোগী হউন। এবার বিদ্যালয়ের নিম্ন শ্রেণীস্থ বালকদিগের জন্য আর একটি স্বতন্ত্র শ্রেণী স্থাপনের প্রস্তাব হইয়াছে।

প্রেরিত।

মহাশয়!

১৬ই চৈত্রের তত্ত্বকৌমুদীতে “একটি সংপরামর্শ” বলিয়া যে বিষয়টি লিখিত হইয়াছে তাহা স্বাস্থ্যবিক বর্ধমান অবস্থায় ব্রাহ্মসমাজের নিত্য উপযোগী। যদিও দেখিতে পাওয়া যায় ব্রাহ্মসমাজের প্রায় সমস্ত লোকই বিষয় কণ্ঠ করিয়া জীবিকা নির্বাহ করেন, কেহই তাহা পাশা খেলিয়া দিন কাটান না, কেহই পিসাব ভাই, মামার স্বস্ত্রের উপর নির্ভর করিয়া থাকেন না, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ব্রাহ্মসমাজে “ধনী” কেহ আছেন কি না সন্দেহ। আমি একটি বড় নগরে অনেক কাল বাস করিয়াছি। তথায় আধুনিক ব্রাহ্মের সংখ্যা বোধ হয় কেবল কলিকাতা অপেক্ষা কম হইবে, কিন্তু দুঃখের বিষয় যে “ধনী নাই” এরূপ ব্রাহ্মের সংখ্যা আছে কি না জানিতে পারিলাম না। অন্ততঃ এ পর্য্যন্ত বিশেষ রূপে অবগত আছি সম্প্রতিশালী কেহই নাই। এরূপ অবস্থায় আপনার “সংপরামর্শ” অতি উত্তম হইয়াছে। জন্মে যে কত আশ্রয় হইয়াছে তাহার তাহা প্রকাশ করিতে পারি এরূপ সাধ্য নাই। ব্রাহ্মসমাজের এবম্বিধ প্রকার শোচনীয় অবস্থাতে ইহারা এ প্রকার সংপরামর্শ দিয়া থাকেন, তাহাদিগকে জন্মের সহিত ধন্যবাদ প্রদান করি।

আপনি যুটী কার্য এবং পৌরাত ও চিত্র কার্য শিক্ষা দেওয়ার জন্য যে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন তৎসম্বন্ধে আমার কয়েকটি কথা বলিবার আছে, আপনি লিখিয়াছেন “আমাদিগের মধ্যবিত্ত গৃহস্থ রমণীদিগের কতক সময় গৃহস্থার্থে প্রদান করিতে হয় অবশিষ্টাংশ নিম্নোক্ত বা বৃথা গল্পে কাটিয়া যায়।” বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় ব্রাহ্মসমাজে মধ্যবিত্ত লোকের সংখ্যাই অধিক। কিন্তু “মধ্যবিত্ত” ব্রাহ্মিকা গৃহিনী বোধ হয় অধিক নাই। আজ কাল দেখিতে পাওয়া যায় ব্রাহ্মিকা ভগিনীগণ বাস্তবিক গৃহিনীর কার্যে নিত্য অপটু। আমরা হিন্দু সমাজে অনেক দেখিয়াছি কত কত গৃহিনী নিজের সাতটা আটটা সন্তান নিম্নোক্ত সংসারের সমস্ত কার্য করিতেছেন, অথচ কত গল্প অবসর করিয়াছে। তাহারা সূর্যোদয় হইতে সূর্যাস্ত পর্য্যন্ত ব্যটিতেছেন। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজে এরূপ

দৃষ্টান্ত কোথায়? ব্রাহ্মিকা ভগিনীদিগের একটি দৃষ্টান্ত সন্তান হইলেই রাধাবার একটি লোকের আবশ্যক হয়, তানা হইলে তিনি সংসারের কাজ কর্তে এক পদ ও অগ্রসর হন না। দিনের বেলায় তাহাদের কার্যের মধ্যে ছ চারি পৃষ্ঠা পুস্তক পড়া, আর দু একটু উলের কাজ করা। এ সকল বিষয় দৃষ্টান্ত হইলেও বড় মনুষ্যের কতকটা সাজে। কিন্তু মনে করুন যে সকল ব্রাহ্ম ব্রাহ্মা পনের কি, কুড়ি টাকা বেতনে কাজ করেন তাহাদের পক্ষে কি প্রকার কষ্ট দায়ক; আমার একটি বন্ধু আছেন যিনি কুড়ি টাকা বেতনে কাজ করিয়া থাকেন, কিন্তু তাহার স্ত্রী পাক করিতে পারেন না বলিয়া তাহাকে তিন টাকা বেতন দিয়া আর একটি লোক রাখিতে হইয়াছে।

তাঁহার স্ত্রী পাঠ করিয়া থাকেন। হিন্দুসমাজে এরূপ অনেক বড় লোক আছেন ইহাদের স্ত্রীদিগের উত্তম পাক করিতে পারেন বলিয়া কৃত প্রশংসা শুনিতে পাওয়া যায়। আমি এরূপ বলিতেছি না কোন ব্রাহ্মিকাই ভাল পাক করিতে জানেন না। কিন্তু অধিকাংশই সে বিষয়ে দক্ষ নন। অনেক সময় শুনিয়াছি কত মহাত্মা গগণ বিদারিনী বড়লোক বলিয়াছেন, মনোযোগ পূর্বক বিষয় কণ্ঠ করা দৈবের আশ্রয় তাহা না করিলে পাপ হয় কিন্তু এরূপ কথা কোথায় ও তিনি নাই রমণীদিগের “প্রকৃত গৃহিনী হওয়া উচিত তাহা না হইলে পাপ হয়” আমরা চিরকাল স্ত্রী স্বাধীনতার পক্ষপাতী, দেশীয় ভগিনীগণের বন্দিদশা দেখিলে অথবা একবার চিন্তা করিলে হৃদয় কাটিয়া যায় কিন্তু স্ত্রী স্বাধীনতার অর্থ কি সুকোমল পর্যাঙ্কোপরি রাখিয়া আলস্যের স্রোত বৃদ্ধি করা!

যাহারা সর্বাঙ্গীন উন্নতি হইবে বলিয়া, নান্য অত্যাচার, নান্য ক্লেশ সহ করিয়া ব্রাহ্মসমাজে আসিয়াছেন এ সকল দেখিলে তাহাদের প্রাণে বড় আঘাত লাগে। ব্রাহ্মিকা ভগিনীগণ! আমাকে ক্ষমা করিবেন। আমি কাহারও নিন্দা করিবার জন্য এরূপ কতকগুলি কথা লিখি নাই কিন্তু এ সব দেখিলে কান্না আসে বলিয়াই আজ আপনাদের নিকট একটুকু কাদিলাম। দিনীত প্রার্থনা এই হিন্দু সমাজের লোকেরা যেন আর কাহারও মোহোন্মত্ত করিয়া আমাদের তিরস্কার করিতে না পারেন। সম্পাদক মহাশয় আগামীতে প্রকৃত গৃহিনী হওয়া সম্বন্ধে কয়েকটি কথা লিখিলে বাধিত হইব। যদি আমার এ মত কুসংস্কার বলিয়া বোধ করেন অগ্রহ পূর্বক যাহাতে ভবিষ্যতে এরূপ না থাকে তৎসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ “সংপরামর্শ” দিলে বাধিত হইব।

বশব্দ।

ঐরজনীকান্ত ভট্টাচার্য,
হুমার খানী।

সাধারণের আলোচনার জন্য আর্থীক পত্রখানি প্রকাশ করিলাম। বলা বাহুল্য যে পত্র প্রেরকের মতের জন্য আর্থীক দায়ী নই।

তৎ সং

তত্ত্ব-কৌমুদী

[পাক্ষিক পত্রিকা]

৩য় ভাগ।

২৩য় সংখ্যা।

১৬ই বৈশাখ বুধবার, ১৮০৩ শক। ব্রাহ্ম সংবৎ ৫২।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ১০।
মুদ্রণ ৫০।
প্রতি খণ্ড নগদ ১০।

অপদীশ্বর! জীবনের সুখ দুঃখ লইয়া আর এক বৎসর গত হইল। নববর্ষের প্রারম্ভে হে প্রাণেশ্বর! তোমার নিকট প্রার্থনা করিতেছি, তুমি আমাদের জীবনকে সম্পূর্ণরূপে তোমারই করিয়া লও। তোমাকে পাইব, সংসারশক্তিও ছাড়িব না, এ ভ্রম্যক্তি হইতে আমাদের রক্ষা কর। তুমি কৃপা করিয়া বুদ্ধিতে দিয়াছ, প্রাণ না দিলে জগতে তোমার কাজ কল্যাণ হয় না। যে তোমার প্রতি নির্ভর করিয়া প্রাণ সমর্পণ করিয়াছে, ভগবতের লোকে তাহাকে নির্যোধ বলিয়া উপহাস করে; কিন্তু আমরা প্রমাণ পাইয়াছি, যে তোমার নাম লইয়া সংসারের সর্বস্ব ছাড়িয়াছে, সে কখনও প্রবঞ্চিত হয় নাই। যে তোমার আশ্রয় গ্রহণ করে, সে ক্ষয়, তুমি তোমার অনন্ত দয়ার তাহাকে রক্ষা করিয়া থাক। আমাদের মহাপ্রভু এই যে, পরমেশ্বর! তোমার প্রতি নির্ভর করিয়া সমস্ত মোহ অতিক্রম করিতে পারিলাম না। শুধু হয় পাছে তোমার প্রতি নির্ভর করিয়া প্রাণ ভাসাইয়া দিলে অকল সাগরে ডুবিয়া মরি। তোমার প্রদত্ত প্রত্যক্ষ প্রমাণও আমাদের কিছু হইল না। পাপীর গতি পরমেশ্বর! চিরদিন তুমি নিজ ককণার মৃদুস্বর দ্বারা, আপনার কার্য সম্পন্ন করিয়াছ। যাহারা অপদার্থ ছিল, এমন লোকের দ্বারা পৃথিবীতে গৌরবান্বিত করিয়াছ। আমাদের মত অপদার্থ হীন লোকের দ্বারা তোমার কার্য সম্পন্ন হউক, তুমি কৃপা করিয়া আমাদের তাহার উপযুক্ত কর। নববর্ষে যাহাকে প্রাচীন পাপ, প্রাচীন মোহ, প্রাচীন আসক্তি ধরিয়া রাখিয়া এ জীবন তোমার কার্যে সমর্পণ করিতে পারি তুমি এই কৃপা কর।

ব্রাহ্ম সন্তানদিগের শিক্ষার উপায় স্থান করা যে শীঘ্র প্রয়োজন তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। অনেক ব্রাহ্ম বালক বালিকাদিগের জীবন দেখিয়া আমাদের সৈবিত্যস আরো দৃঢ়ীভূত হইতেছে। অপর দশ জনের সন্তানেরা যে প্রকার শিক্ষা পায়, ব্রাহ্মের সন্তানেরাও সেই প্রকার শিক্ষা পাইয়া থাকে। ধর্মহীন নীতিশূন্য শিক্ষার ফলে দেশের যে দুর্বৃত্তা হইতেছে, তাহা আর কাহারও অবিদিত নাই। আমাদের সমাজ একটি ধর্মসমাজ, ব্রাহ্মদের সন্তান যদি ধর্মহীন হয়, তাহার আর ব্রাহ্মসমাজে স্থান হইবে না। ধর্ম

লইয়াই আমাদের সকল কপা। সেই জন্য বাল্যকাল হইতে সুশিক্ষা প্রদানের উপায় করা প্রত্যেক ব্রাহ্ম পিতা মাতার কর্তব্য। যাহারা বিদেশে বাস করেন, তাহাদের এ বিষয়ে শীঘ্র মনোযোগ প্রদান করা উচিত। কলিকাতার বালক বালিকা-দিগের জন্য বোর্ডিং হওয়ার প্রস্তাব অনেক দিন হইয়াছে। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ তাহার জন্য স্থানে স্থানে কত চিঠি লিখিলেন অনেকই তাহার উত্তর প্রদান করিলেন না। ইহাতে বোধ হয় ব্রাহ্মগণ এ বিষয়ে বিশেষ চিন্তা করেন না। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ পুনরায় সর্বত্র চিঠি পাঠাইতেছেন। আশা করি ব্রাহ্মগণ আর এ গুরুতর বিষয়ে উদাসীনতা দেখাইবেন না। ২০টি বালক ও বালিকা হইলে যখন বোর্ডিং আরম্ভ হইতে পারে, তখন ব্রাহ্মদিগের আর নিশ্চিন্ত থাকা ভাল দেখায় না।

এক কলিকাতার ভারতবর্ষের সমুদয় প্রদেশের লোক দেখিতে পাওয়া যায়। ব্রাহ্মসমাজ প্রচারের জন্য কত অর্থব্যয় করিয়া, কত ক্লেশ সহ্য করিয়া দেশের নানা স্থানে প্রচারক প্রেরণ করিয়া থাকেন। নানা স্থানবাসী ব্রাহ্ম-দিগের সহায়তার জন্য এবং দেশে ব্রাহ্ম নাম প্রচারের জন্য তাহা যে নিত্য প্রয়োজনীয় তাহার আর সন্দেহ নাই। ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ হইতে শত শত লোক কেহ বা বসমা উপলক্ষে, কেহ আন উপার্জনের উদ্দেশ্যে, এখানে বাস করিয়া থাকেন। যদি তাহাদের মধ্যে ধর্ম প্রচারের কোন উপায় অবলম্বন করা যায়, তাহা হইলে তাহাদের দ্বারা ভারতের বিভিন্ন স্থানে ধর্ম প্রচার অতি সহজে হইতে পারে। অন্য লোকের কথা যাক, যাহারা বিদ্যা শিক্ষার জন্য কলিকাতায় বাস করেন, অতি সহজে তাহাদের মধ্যে ধর্ম প্রচার হইতে পারে। এই সময়ে তাহাদের মধ্যে ধর্ম প্রচার করিলে, যখন তাহারা কার্যোপলক্ষে দেশের নানা স্থানে গমন করিবেন, তখন তাহাদের এক একজনের দ্বারা একস্থানে ধর্মের ক্ষুদ্র আন্দোলন উঠিতে পারে। এইরূপ সহজে ধর্ম প্রচারের পথ শীঘ্র অবলম্বন করা আমাদের নিত্য কর্তব্য। আমরা আশা করি শীঘ্রই এমন কয়েকজন লোক প্রস্তুত হইবেন, যাহারা আপনারদের কষ্টকে কষ্ট মনে না করিয়া এই গুরুতর বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবেন।

তাহা চিরদিন বঞ্ছাচারিতা রাখা করিয়া আসিয়াছে দেশে নিয়মতন্ত্র প্রণালী সংস্থাপন সহজ কথা নয়। আমাদের রক্ত মাংসের সহিত বঞ্ছাচারিতা সংশ্লিষ্ট গিয়াছে স্বতরাং স্বাধীন ব্রাহ্মসমাজ নিয়মতন্ত্র লী স্থাপন করিতে গিয়া যে পথে পথে বিপদগ্রস্ত বন তাহার আর সন্দেহ নাই। আমাদের দেশের লোকের স্বভাব এই যে, যদি এক জনে আজ্ঞা করে, তবে বাকীরা লোকে নিরাপত্তিতে সে আজ্ঞা অনায়াসে পালন করিয়া থাকে; কিন্তু সেই কার্য্য করিতে যদি দশজনের মত গ্রহণ করা যায়, তবে কখনও সে কার্য্য দশজনে এক হইয়া সম্পন্ন করিতে পারেনা। আমাদের অভিজ্ঞতাতে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি। যাহাতে সকলে নিয়মতন্ত্র প্রণালীর মূল নিয়ম সমুদয় শিক্ষা করিয়া তদনুসারে চলিতে পারেন, তাহার উপায় বিধান করা স্বাধীন ব্রাহ্মসমাজের আন্তরিক্তব্য কার্য্য। এমন কয়েকটি নিয়ম সংস্থাপন করা উচিত সভা প্রভৃতিতে যাহার একটিও ত্রুটি না হইতে পারে। আমাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস, এই রূপ কয়েকটি নিয়ম হইলে আমরা অনেক গোলমালের হস্ত হইতে বক্ষা পাইব।

অনেকে মনে করেন স্বাধীনতা বতই বুদ্ধি হইবে, ধর্ম সমাজ নানা দলে বিভক্ত হইয়া যাইবে। আমরা এমতে কখনও বিশ্বাস করি না। যতদিন পর্য্যন্ত ধর্ম সমাজের মূল লক্ষ্য পরমেশ্বর ধর্মসমাজই সোচ্চারিতভাবে জীবনের একমাত্র লক্ষ্য থাকেন, ততদিন সমাজ ভঙ্গের কোন আশঙ্কা থাকে না। যতদিন মানুষ নিজের মতের প্রতি সম্মান অপেক্ষা ঈশ্বরের মহিমাকে মহিমাবিত করা উচিত মনে করে, ততদিন স্বাধীন ভাবের দ্বারা সমাজ ভঙ্গের আশঙ্কা নাই। সমাজ নানা দলে তখনই বিভক্ত হয়, যখন মানুষ নিজের মতের গৌরব সংস্থাপন করিতে প্রয়াস পায়, নিজের প্রাধান্য স্থাপন করিতে আকাঙ্ক্ষা করে, ঈশ্বর যখন লক্ষ্য না থাকেন। স্বাধীন ভাব আশুক, স্বাধীন চিন্তা দশগুণ বেগে সমাজ মধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রবল আন্দোলন উত্তীর্ণ করুক, প্রাচীন অজ্ঞানতা ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিক্ তাহাতে ভয় কি? আমাদের দশজনের মত দশটি হউক এবং তাহাই হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু ঈশ্বর আমাদের মধ্যবিন্দু, ঈশ্বরের মহিমা সংস্থাপন আমাদের লক্ষ্য, আমাদের নিজের যাহা কিছু সর্ব্বস্ব সে জন্য বিসর্জন করিতে আমরা সর্ব্বজন প্রস্তুত। ধর্ম সমাজে যতদিন এই স্বাভাবিক অবস্থা থাকে, ততদিন আর তাহার কোন ভয় নাই। আমার নিজের চির গোপিত প্রিয় মতটি টিকিলনা, আমার মতের প্রতি অপর দশজনে আস্থা প্রদর্শন করেনা, যতদিন পর্য্যন্ত এইরূপ “আমার আমার” শব্দ উচ্চারিত হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত নানা ভয়ে প্রাণ অবশ্যই আন্দোলিত হইবে। আশ্রমজ প্রচলিত ও সমাহৃত হউক না হউক, কিন্তু দশবিক হইতে দশটি স্বাধীন মত-আগিয়া সমাজকে পরিপূর্ণ করুক এই বাঞ্ছনীয়। কেবল

আমার মতই যদি সমাজে স্থান পায়, অপর দশ জনের মত যদি সমাজে উপেক্ষিত হয়, তাহা হইলে সমাজের এক অঙ্গ পরিপূর্ণ, অঙ্গহীন অঙ্গ শীর্ণ হইয়া যায়। অতএব দশজনের স্বাধীন মত সমাজে অবশ্যই আদৃত হইবে, কিন্তু সকল মতই ঈশ্বর সেবাতে নিয়োজিত হইবে। যতদিন পর্য্যন্ত এই ভাব বর্তমান থাকে, ততদিন ভয়ের কোন কারণ নাই। ধর্ম সমাজে নিজের গৌরব স্থাপন করিতে অসি নাই, ঈশ্বরের গৌরব স্থাপিত দেখিতেই আসিয়াছি। আমাদের দশজনের স্বাধীনতা ঈশ্বরের চরণে অর্পিত হউক। ঈশ্বর এক, অপরিবর্তনীয়, আমাদের কোন ভয়ের কারণ নাই।

বর্ষশেষ ও নববর্ষ উপলক্ষে উপাসনা।

বর্ষ শেষ উপলক্ষে গত ৩০শে চৈত্র সোমবার রাত্রি ৭।০ ঘটিকার সময় বিশেষ উপাসনা হয়। ১লা বৈশাখ নববর্ষ উপলক্ষে প্রাতে ও সন্ধ্যায় উপাসনা এবং অপরাক্ষে কয়েকটি সংক্ষেপ বক্তৃতা ও সঙ্গীত হয়। উভয় দিবসই বাবু উমেশ-চন্দ্র দত্ত আচার্য্যের কার্য্য করেন। এই সময়ের উপাসনাটি আমাদের বড় প্রিয় পদার্থ। এক দিকে বিগত বৎসর চিরদিনের জন্য বিদায় লইতেছে, আমাদের উন্নতি অননতির সাক্ষী হইয়া কালের অকুল সাগরে ডুবিয়া যাচ্ছে, মানুষ আপনায় বিযুক্ত মত ও কার্য্য তাহার প্রাণে যে বিষ ঢালিয়া দিয়াছে তাহাতে বিবর্ণ হইয়া মলিন মুখে প্রস্থান করিতেছে, অপরদিকে মানুষ আপনায় স্বার্থগ্রাস করিয়া, আপনায় সুখে জলাঞ্জলি দিয়া, মানব জাতির কল্যাণের জন্য যে আপনায় সহস্র দুঃখ আহ্বান করিয়া আনিয়াছে বিগত বর্ষ সে জন্য প্রকৃত মনে শেষ বিষয় গ্রহণ করিতেছে। এক দিকে হয়, এক দিকে দুঃখের চিক্র লইয়া বিগত বর্ষ বিদায় লইল। অপর দিকে নববর্ষ আপনায় “অন্ধকার” গর্ভে কি লইয়া আসিতেছে তাহা কে বলিবে? এই সময় আত্ম চিন্তার অতি প্রশস্ত কাল। এক বৎসরে জীবনে কতদূর অগ্রসর হইয়াছি, নববর্ষে কিরূপে জীবন যাপনে যত্ন করিয়াছি, তাহা ভাবিবার এই সুসময়।

নববর্ষের প্রথম দিনে যে কয়েক বিষয় আলোচিত হয় তাহার মধ্য হইতে আজ বাবু নবকুমার সমাদার কর্তৃক পঠিত নিম্ন লিখিত প্রবন্ধটি আমরা এখানে গ্রহণ করিলাম।

মতের ধর্ম ও বিশ্বাসের ধর্ম।

একগর্তে যত একার ধর্ম সম্প্রদায় বর্তমান আছে, তাহাদের প্রায় প্রত্যেক শ্রেণীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে ইহাই দেখা যায় যে, এক এক সম্প্রদায়ের কতকগুলি লোক ধর্ম ধর্ম করিয়া প্রাণ দিতেছে, আর কতকগুলি লোক সংসার ও ক্রীড়ার লইয়া ব্যতিব্যস্ত রহিয়াছে। ইহারা কোন না কোন ধর্ম-সমাজের সহিত সংশ্লিষ্ট, স্বতরাং তৎসমাজ-প্রতিষ্ঠিত প্রণালী অনুসারে চলিতে হয়। যদিও ইহাদের প্রাণে ও

মতে অহুষ্ঠানাদিতে যোগ দান করিতেছে। এখানে আমি হিন্দু সম্প্রদায়ের কথা বলিতেছি না, কারণ ধর্ম বলিয়া তাহারা যাহা কিছু করে, তাহাতেই তাহাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে যে তদ্বারা তাহাদিগের যুক্তির পথ পরিষ্কৃত হইতেছে। ধর্মমত কেবল সত্য শিক্ষা দেয় মাত্র, কিন্তু বিশ্বাস সেই সত্য মানব জীবনে কার্যে পরিণত করায়। একবার তোমার আপনার ঘরে দৃষ্টি কর, হে ব্রাহ্ম! দেখিতে পাইবো সেখানে মত ও বিশ্বাস তোমাদের প্রত্যেককে কেনন শাসন করিতেছে।—খ্রীষ্টীয়ান সম্প্রদায়ের প্রতি চক্ষু নিক্ষেপ কর, দেখিবে সেখানেও এই ভাব বিদ্যমান রহিয়াছে। অষ্টা সম্প্রদায় সম্বন্ধে আলোচনা করা এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নহে; এভাবে ব্রাহ্মসমাজের মতো, এভাবে প্রত্যেক ব্রাহ্মের অভ্যন্তরে কিরূপ কাজ করিতেছে তাহাটী এ প্রস্তাবের আলোচ্য।

ধর্ম বিশ্বাস ও ধর্ম মত গঠন দুইটি ভিন্ন কথা—স্বতন্ত্র উদ্দেশ্যসম্পন্ন এবং স্বতন্ত্র ফল প্রসবকারী। একটা দ্বাদশ বর্ষীয় বালককে জিজ্ঞাসা কর ঈশ্বর আছেন কি না? সে চরম উত্তর করিবে হাঁ তিনি আছেন। আবার আর একটা জানী পাণ্ডিত্যকু এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কর ঈশ্বর আছেন কি না? তিনি বিজ্ঞান ও দর্শন শাস্ত্রের পাতা উলটিয়া পালটিয়া “অতএব” “কেনহেতু” দ্বারা তোমাকে রুদ্ধাশ্রয় দিবেন, হাঁ তিনি আছেন। অন্য দিকে ধ্যানস্থিত লোচন প্রেরণ করিলে বুদ্ধকে জিজ্ঞাসা কর দেখি, তিনি কি বলেন? তাহার সেই অর্দ্ধবিক্ষারিত নয়নই যেন তোমার প্রশ্নের গভীরতম পদেণে যাইয়া তোমাকে বলিয়া দিবে, ঐ দেখ ঈশ্বর এই বিশ্ব চরাচর পরিপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন—তোমার হৃদয় মন ভরিয়া বসিয়া আছেন। এখন বল দেখি কোন উত্তরটিতে তোমার তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা প্রশ্ন যুড়াইল? কোন উত্তরটি তোমার হৃদয়ের মধ্যে আঘাত করিয়া বলিয়া দিল হাঁ ঈশ্বর আছেন? যদি তুমি ঐকান্তিক হৃদয়বান এবং সরল তব পিপাসু লোক হও, তবে তোমাকে অনিশ্চয়ই বলিতে হইবে যে বুদ্ধের উত্তর তোমার ঐ চক্ষুর সমক্ষে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রকাশিত করিয়া দিয়াছে। কেন এরূপ হইল? না, বালক শিক্ষক ক্রি মাতার নিকট এই সত্যটি শিখিয়াছে যে ঈশ্বর বলিয়া জগতের একজন স্রষ্টা আছেন, জানী অধ্যয়ন ও জ্ঞানালোচন দ্বারা জানিয়াছেন ঈশ্বর আছেন—তাঁহারা যাহা বলিলেন তাহাদের কথা নহে, শিক্ষিত কথা মাত্র, সুতরাং প্রশ্ন ভরিয়া উত্তরটি উঠিল না, তোমার হৃদয়ে জুড়াইল না। আমাদের সমাজের দিকেও যদি দৃষ্টি নিক্ষেপ করি দেখিতে পাইব, কত লোক রবিবাসগীর উপাসনার যাইতেছেন—ধর্ম সাধন জন্য নহে, কেবল যাইতে হয় বলিয়া যাইতেছেন। উপাসনার আবশ্যকতা তাঁহাদের অধিকাংশই স্বীকার করেন—কিন্তু নিজের জীবন শুদ্ধির জন্য নহে—অপরের কল্যাণের জন্য; পৌত্তলিকতার সংস্রব অন্যায় মনে করেন—স্বয়ং ঈশ্বরের প্রিয় কার্য সাধন করিবেন সেই জন্য নহে—বাহ্যিক ঈশ্বরকে চাহ তাঁহাদের মত; এরূপ জ্ঞানী লোকের জীবনের আশা ও লক্ষ্য

নির্দিষ্ট সীমা বিনষ্ট; তাঁহারা ধর্মকে মুখ্য ও সংসারকে গৌণ লক্ষ্য বলিয়া মনে করেন না। সংসারের মধ্যে বিষয় কর্ত্তে সময় দিয়া অবসর মতে, ঈশ্বরকে ডাকিবে এই তাঁহাদের ঈশ্বরভক্তি ও ঈশ্বর প্রীতির উচ্চতম ভাব। ঈশ্বরকে লাভ করা আমার সর্বোচ্চ লক্ষ্য, এজন্য সংসার করিতে হয় সংসার করিব, সংসার ছাড়িতে হইলে সংসার ছাড়িব, এভাবে তাঁহাদের হৃদয়ে স্থান পায় না। তাঁহারা ধর্মের জন্য ধর্ম গ্রহণ করেন না—যেদ্রুপ কোন বিশেষ অহুষ্ঠান উপলক্ষে কতকগুলি লোককে দেখা যায় যে তাহারা খাটিবার জন্য কোমর বাধিয়া প্রস্তুত রহিয়াছে, একবার এদিক, একবার ওদিক, একবার ঘরে আবহর বাহিরে ছুটাছুটি করিতেছে, একবার একসঙ্গে ব্যস্ত মনস্ত হইয়া কাণাকাপি করিতেছে, আবার ওকে ডাকিতেছে, বস্ত্রের কাজ কিছুই করিতেছে না,—সেইরূপ ধর্ম সম্বন্ধেও কতকগুলি লোক এরূপ আছেন যে রবিবার তাহাদিগকে মন্দিরে আসিতে দেখা যায়, সভা সমিতিতে উচ্চঃস্বরে বক্তৃতা করিতে শুনা যায় এবং সামাজিক কাণ্ডের কোথাও তাহাদের দর্শন লাভে বঞ্চিত হওয়া যায় না;—কিন্তু এসকল ব্যক্তি প্রকৃত কাজ কি করিতেছেন তাহা যদি একবার অনুসন্ধান করিয়া দেখা যায়, তবে হয়ত দেখিতে পাইয়া যাইবে, নিজেরা দিন দিন প্রতারিত হইতেছেন, জীবনের প্রকৃত উন্নতি কিছুই হইতেই না। এই শ্রেণীর লোক যে ধর্ম মানেন, তাহাই মতের ধর্ম বলিয়া অভিহিত করা যায়। ইহারাও বালক এবং পণ্ডিতের ন্যায় সত্য সকল শিক্ষা করিয়াছেন মাত্র। এই শ্রেণীর লোকেরা প্রকৃত পক্ষে ঈশ্বরকে বিশ্বাস করেন না—ঈশ্বরকে প্রাণের সহিত ভাল বাসে না। ইহাদের চরিত্রের নিম্নত্ব স্থান যদি দেখিবার শক্তি থাকিত, তবে দেখা যাইত যে সেস্থান অপবিত্রতার পুত্র গন্ধে পরিপূর্ণ—কারণ এটা একটা পুরোক্ষিত সত্য যে ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস যখনই একটু শিথিল হয়, অননি হৃদয়ের পবিত্র ভাব অহুষ্ঠান করে এবং অপবিত্রতা জীবনের উপর সর্বোচ্চ অধিকার হারান করিতে আরম্ভ করে। যিনি জানেন গঙ্গায় হাপর আছে তিনি যেমন কখনও গঙ্গা-বক্ষে গাঁতার দিতে সাহসই হন না, শত প্রকার যুক্তি ও প্রলোভন দ্বারা যেমন তাঁহার বিশ্বাস বিচলিত করা যায় না, সেইরূপ যিনি জানেন ঈশ্বর আছেন—ঈশ্বরের প্রতি বাহার হৃদয়ের দৃঢ় বিশ্বাস আছে, তিনি কখনও অপবিত্র ভাব হৃদয়ে স্থান দিতে পারেন না এবং পাপমাগরে ঝাঁপ দেওয়া তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। ঈশ্বরের বাহার সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে ঈশ্বরে তাহার ভক্তি আছে, শ্রদ্ধা আছে, প্রীতি আছে। আমরা যাহাকে ভ্রাস বাগি, তাহার যেরূপ অপ্রিয় কার্য করা দূরে থাকুক মনেও ভাবিতে পারি না, সেইরূপ ঈশ্বর-পরায়ণ ব্যক্তি ঈশ্বরের প্রিয় কার্য সাধন করাকেই জীবনের ব্রত মনে করেন, তিনি চিন্তাতেও তাঁহার অপ্রিয় কার্য অর্থাৎ পাপ হৃদয়ে স্থান দেন না। তিনি সংসারের মুখ হৃদয়, স্বার্থ-নিঃস্বার্থ ভাবিয়া ধর্ম করিতে আসেন না; ধর্ম না করিয়া থাকিতে পারেন না তাই তিনি ধর্মাহুষ্ঠান

করেন। তিনি একটা সত্য জীবনে গ্রহণ করিবার জন্য সংসার সংগ্রামে জীবন ত্যাগ করিয়াছেন মনে করেন না। বাহা অসত্য তাহা পরিচয় করিতে যদি পিতা কষ্ট হন, মাতা কাঁদিয়া কাঁদিয়া শরীর জীর্ণ নীর্ণ করেন, ভ্রাতা পরিচয় করেন, বিষয়ের সমতা ছাড়িতে হয়, তাহাতে তাঁহার কষ্ট কিছুই নাই, কেবল পিতার ইচ্ছা প্রতিপালন করিতে সক্ষম হইলেন বলিয়া মনে কত আনন্দ অনুভব করেন। তাহাকে ডাকডাকি হাঁকাহাঁকি করিয়া জীবনে সত্য সাধন করিতে হয় না; তাহার কাজ তিনি করিয়া যাইতেছেন, লোকের তানে জাহুক অথবা আত্মিতে ইচ্ছা করে করুক, তাঁহার কুংসা করিতে হয় কিছুকাল অথবা তাহাকে প্রশংসা করিতে হয় করুক, তৎপ্রতি তাঁহার ক্ষেপণ নাই। ইহার অবলম্বিত ধর্মকেই বিশ্বাসের ধর্ম বলিয়া অভিহিত করা যায়, এবং এইরূপ ধর্মের বলই জীবনের বল; ইহার বলে পরিত সঙ্গ প্রতিবন্ধককে ত্যাগ জান করা যায়।

এখন এই দুই ভাবের কোন ভাবটা ব্রাহ্ম সমাজের উন্নতি ও মঙ্গলের ব্যাঘাত করে তাহা দেখা যাক। সকলেই হয়ত সম্মুখে বলিবেন “মতের ধর্ম ব্রাহ্ম সমাজের ভূমি ভূমি অনিষ্ট সাধন করিতেছে।” একজন বিশ্বস্ত লোকের মুখে শুনা গিয়াছে যে কোন গ্রামে পুরোহিত শ্রমীর কতকগুলি ব্রাহ্ম বাস করেন, সেখানে একটা ব্রাহ্ম সমাজ আছে। নিরমিত রূপে সেখানে উপাসনা, প্রার্থনাদি হইয়া থাকে। সমাজের আচার্য্য যিনি তিনিও হিন্দু সমাজ সংস্থষ্ট। তাহাদের প্রাত্যহিক জীবন তৎসম্মানীয় লোকদিগের প্রতি একরূপ ভাবে কাল করিতেছে যে, যদি অন্য কোন ব্রাহ্ম সেখানে উপনীত হইয়া আসিয়া, হিন্দু সমাজ হইতে সম্পূর্ণ রূপে ব্রাহ্মকে দূরে থাকিতে হইবে ইত্যাদি প্রচার করেন, তবে স্থানীয় লোকে মনে করেন এ আবার কেমন ধর্ম; অথচ ব্রাহ্ম সমাজটা প্রায় ২০ বিংশতি বৎসর হইল স্থাপিত হইয়াছে। এই ঘটনাটা হইতে ইহা স্পষ্টই দেখা যায় যে, এই শ্রমীর লোক ব্রাহ্ম ধর্মের পরিচয় নষ্ট এবং উপাসনা সংকীর্ণ করিতেছেন। যেখানে কথা ও কার্যের সামঞ্জস্য নাই, সেখানে লোকের বিশ্বাস জন্মিতে পারে না। এই জন্য আজকাল চারিদিকে ব্রাহ্ম সমাজের নিন্দা শুনা যায়। ধর্মহীন জীবন, বিশ্বাস-হীন ধর্মগঠন ধর্ম সমাজের যে রূপ অনিষ্ট করিতেছে, ভারতবর্ষে মঙ্গলের স্রোত প্রতিরোধ করিতেছে এরূপ আর কিছুই নহে।

আমাদের বিশ্বাস এই ব্রাহ্ম সমাজে ব্রাহ্ম সমাজের মঙ্গল কামনা করেন, সুতরাং প্রত্যেক ব্রাহ্মেরই এই বিষয়ে গভীর ভাবে চিন্তা করা উচিত। কি কি উপায়ে ধর্ম জীবন গঠন করা যায় তৎসম্বন্ধে ব্রাহ্ম সমাজে অনেক দিগ্গজ আশেচনা হইয়াছে তৎসম্বন্ধে কিছু বলা নিম্নয়োজন। এখন জিজ্ঞাসা করি, প্রভু জ্ঞাতঃ! তুমি ব্রাহ্ম সমাজে আসিয়াছ কেন? কখন কি তুমি আসিয়াছ, তুমি ব্রাহ্ম সমাজে আসিয়াছ কেন? যদি পৌরব পাতেই আসিয়া থাক, তবে প্রত্যাশিত হইলে। যদি সঙ্গীত কি বক্তৃতা শুনিতে আসিয়া থাক, তবে

সঙ্গীত ও বক্তৃতা শুনিয়াই যাইবে। আর যদি কতকগুলি সত্য শিক্ষা করিতে আসিয়া থাক, তবে সত্যে জ্ঞান লাভই তাহার পরিণাম। রক্ষণাবে দীনরাত্রি লোক গমনাগমন করিতেছে, তাহাদের মধ্যে কাহারও বা মনে দীপমালা পরিশোভিত লোক সমাকীর্ণ একটা গৃহ দেখিয়া ভিতরে কি হইতেছে তাহা দেখিবার জন্য কৌতুহল জন্মিতেছে, আর তিনি আসিয়া ব্রহ্ম মন্দিরে প্রবেশ করিতেছেন। সঙ্গীত-ধ্বনি কাহারও বা কণকূহরে প্রবেশ করিয়া তাহাকে ডাকিয়া আনিয়াছে, কেহবা বক্তৃতা-ধ্বনি শ্রবণ করিয়া আসিতেছেন এবং কেহবা অপর আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া গৃহে প্রবেশ করিতেছেন। ইহারা আসিয়া কি করেন, তাহা যদি বিশেষ ভাবে দেখা যায়, তবে কি ইহাই দেখিতে পাওয়া যায় না যে যাহারা কেবল দেখিতে আসিয়াছিলেন, তাহারা দেখিয়াই চলিয়া গেলেন; যাহারা সঙ্গীত শুনিতে আসিয়াছিলেন সঙ্গীত দেখে ধামিল, তাহারাও বাহির হইলেন; যাহারা বক্তৃতা শুনিতে আসিয়াছিলেন, বক্তৃতা ভাল লাগিল না থাকিলেন, অন্যথা সরিয়া পড়িলেন; আর যাহাদিগের অন্য আকর্ষণ আছে, আকর্ষণের বস্তু যতক্ষণ না তিরোহিত হইল তাহারা রহিয়া গেলেন; কিন্তু ঘরের বাহির হওয়া মাত্রই তাহাদের এই মঙ্গল ভাব যেন শূন্য মিশাইয়া গেল। ব্রাহ্মবন্ধু, বল দেখি তুমি ব্রহ্ম-মন্দিরে আসিয়া উপাসনা করিলে, উপদেশ শুনিতে, বাহির হইলে, আর কি সব আকাশে মিশাইয়া গেল? না অন্ততঃ এক সপ্তাহ কাল জীবনের অবলম্বনীয় কিছু জিনিষ নিয়া বাহির হইলে? যেমন সময়ে আহারা না করিলে শরীর শুষ্ক হইতে আরম্ভ করে, সেইরূপ আমাদের আত্মাকে পরিপুষ্ট রাখিবার জন্য যদি সত্য জীবনে গ্রহণ না করা যায়, তবে আত্মার ভাব শুষ্ক হইয়া যায়। ধর্মমত আত্মাকে পুষ্ট রাখিতে পারে না। সংসারে এমন লোক আছেন কিনা সন্দেহ, যিনি শুধু কতকগুলি ধর্মমত শিক্ষা করিয়া নিজের জীবনকে সকল অবস্থায় ঠিক রাখিতে পারেন, — তাহা কোন কাণ্ড হয় নাই, কখনও হইবে না। ব্রাহ্ম সমাজের উদ্দেশ্য কখনও এরূপ নহে যে কতকটা নিকিট প্রচারক মাত্র ব্রাহ্ম-ধর্ম প্রচার করিবেন, ব্রাহ্ম সমাজের উদ্দেশ্য আমাদের নিকট এরূপ প্রতীয়মান হয় যে প্রত্যেক ব্রাহ্ম তাহার জীবনের দৃষ্টান্ত গারা তাহার সহবাসী ও প্রতিবাসীদিগের মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করিবেন। ব্রাহ্মধর্ম প্রচার শুধু বক্তৃতার কাজ নয়, তাহাতে জীবনে উজ্জল সজ্জিততা ও ধর্ম ভাবের দৃষ্টান্ত আবশ্যিক। ধর্ম জীবন গঠিত না হইলে সজ্জিততার কথা বড় কঠিন। ব্রাহ্মবন্ধু! যখন তুমি তোমার ব্রাহ্ম জাতীয় চরিত্রের কলঙ্কের কথা শুনিতে পাত, তখন কি তোমার প্রাণ কাঁদে? যখন চারিদিকে হইতে অবিধানী, ধর্মহীন বলিয়া লোকে আমাদিগকে অভিহিত করে, তখন কি তোমার মন ব্যথিত হয় না? ব্রাহ্ম সমাজের নিমিত্ত তাহা দেখিয়া তোমার প্রাণ ইহার উত্তর জন্য উৎকর্ষ করিতে কি ইচ্ছা করে না? ব্রাহ্ম নাম গ্রহণ করিয়া তোমার মন কি রক্ষিত

পাওয়ার জন্য ব্যাকুলিত হয় না? যদি তাহা না হয়, তাহা হইলে, নিজে প্রযুক্তি হইও না। আমাদের চরিত্র দেখিয়া জনবান্দী লোক ব্রাহ্ম ধর্মের প্রতি কলঙ্কারোপ করিবে ইহা প্রাণে লক্ষ্য করা যায় না।

আজ বৎসরের প্রথম দিনে, হে প্রাণের প্রিয়তম ব্রাহ্ম-বন্ধু! একবার নিজের জীবনের প্রত্যেক স্থান ভাল করিয়া দেখ, একবার জগৎ ভূমির প্রতি দৃষ্টিপাত কর। দেখ তাহাতে অবিবাহিত এবং নাস্তিকতার স্রোত ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইতেছে, জীবনের ধর্ম ভাব যেন শুকাইয়া যাইতেছে, অপবিত্রতা জীবনকে কলুষিত করিতেছে। এই শুভদিনে, শুভ মুহূর্ত্তে এস আমরা সকলে একত্রিত হইয়া দৃঢ়ব্রত হই, পিতার কাণ্ডাকে জীবনের একমাত্র লক্ষ্য করিয়া সংসার ক্ষেত্রে প্রবেশ করি, অবিবাহিতের স্রোত সবেগে রোধ করি, জীবন সরস হইবে, আমরা ধনা হইব, আমাদের দৃষ্টান্তে জগৎ মাস্তিবে; দুঃখ বলিবে চালাবে না, যিনি সর্বশক্তিমান, তাহার সন্তান আমরা, আমরা দুঃখ এ বড় অবিবাহিতের কথা। ঈশ্বরে বিশ্বাস করিয়া এস তাঁহাকে আশ্রয় সমর্পণ করি, তিনি আমাদের সাহায্য হইবেন—আমাদিগকে বশীকরণ করিবেন।

আমাদের পারিবারিক সম্বন্ধ।

কোন সময়ে লেখক পঞ্জাব প্রদেশে ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন। ভ্রমণ করিতে করিতে পঞ্জাবের কোন সুবিখ্যাত নগরে উপনীত হন। লেখকের পরিচিত একটি লোকও তথায় ছিলেন না। সে নগরে একটি ব্রাহ্মসমাজ আছে, একটি আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম পরিবারও বাস করেন। লেখক তাঁহাদের গৃহে আশ্রয় লইলেন। গৃহ স্বামী চিরপরিচিতের ন্যায় আপনার সন্তানের ন্যায়, তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন। গৃহ স্বামীর পুত্র কন্যাগণ তাঁহার পরিচর্যায় নিযুক্ত হইলেন, গৃহ-স্বামিনী মাতার ন্যায় সম্মুখে তাঁহাকে আদরের লাহিত আহার করাইতে বসিলেন। লেখক দেখিয়া শুনিয়া অবাক, কোন দিনের পরিচয় নাট, কোন সম্বন্ধ নাই অথচ এত প্রেম, এত ভালবাসা, এত স্নেহ, লেখক অশ্রুজল নিবারণ করিতে পারিলেন না। ব্রাহ্মের প্রতি ব্রাহ্মের এত প্রাণের টান দেখিয়া লেখকের আনন্দ বরিল না, ঈশ্বরকে প্রাণ ভরিয়া ধন্যবাদ দিলেন। ব্রাহ্মসমাজের উচ্চল ভবিষ্যৎ ভাবিয়া, ব্রাহ্মসমাজের দ্বারা সকল লোক এক পরিবারে সম্বন্ধ হইবে তাহার পূর্ণাঙ্গ প্রত্যক্ষ করিয়া আনন্দে পরিপূর্ণ হইলেন। দুঃখের বিষয় এই, এক স্থানে বাহা দেখিলাম ব্রাহ্মদের মধ্যে সর্বত্র সে ভাব দেখা যায় না। পারিবারিক আকর্ষণ ও সম্বন্ধ সমাজবন্ধনের শ্রেষ্ঠ উপায়। আমরা দেখিতে পাই, শত শত লোক ধর্মের জন্য হিন্দু সমাজ হইতে চিরকালের জন্য বিচ্ছিন্ন হইয়াছেন। পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনীর পবিত্র স্নেহ ভালবাসা হইতে চিরদিনের জন্য বঞ্চিত হইয়াছেন, পারিবারিক যে সুখ তাহার মুখের অব

লোকন করিতে পারেন না। পারিবারিক সম্বন্ধে আবহ থাকিলে প্রাণের যে কোমলতা ও মধুরতা থাকে তাহাও তাহার প্রায় হারাইয়া ফেলেন। প্রাচীন সম্বন্ধ, সম্পর্ক, বন্ধন সমুদয় ছিন্ন হয়, অথচ নতুন কোমল সামাজিক বন্ধন ও পারিবারিক পবিত্র মধুর সম্বন্ধে আবহ হইতে পারেন না। খামরা অনেক সময় দেখিয়াছি আমাদের সমাজের মধ্যে মমতার একটি দৃঢ় বন্ধন স্থাপিত হইতেছে না। বাহারা যুবক ও অবিবাহিত, তাহারাই কতদিন প্রাণের টান ঈশ্বরের দিকে থাকে, যত দিন প্রাণে দৃঢ় বিশ্বাস ও অনন্য উৎসাহ থাকে, ততদিন প্রবৃত্ত পরাক্রমের সহিত ব্রাহ্মসমাজের কার্যে জীবন ক্ষেপ করেন, কিন্তু জীবনে যখন বিশ্বাসের শূন্যতা হয়, উৎসাহের বল টলিয়া যায়, তখন আর তাহাদিগকে সুপথে রাখিবার অন্য কোন উপায় থাকে না। সে দুঃসময়ে, আধ্যাত্মিক রক্ষার সে দুদিনে, যদি মাতার স্নেহের ন্যায় স্নেহ, ভগিনীর ভালবাসার ন্যায় ভালবাসা, ভ্রাতার অমুরাগের ন্যায় অমুরাগ, ব্রাহ্ম ও ব্রাহ্মিকাগণ পরস্পরকে বিভরণ করিতে পারেন, তবে ব্রাহ্মসমাজ এই পিতৃ-মাতৃহীন মরুভূমির তুল্য সংসারে প্রাণের আশ্রয়ের, জীবনের আকর্ষণের বস্তু হয়। কত যুবক ব্রাহ্ম পিতার গৃহ, মাতার স্নেহ হইতে দূরে থাকিয়া বিদেশে নিঃসহায় অবস্থায় কত দুঃখে বাস করেন, হায়! তাহাদিগকে আপনার সন্তানের ন্যায় ভালবাসা ও স্নেহ দেখায়, এমন ব্রাহ্ম পরিবার কয়টি আছে? আমরা সমাজ সংগঠন করিতে যাইতেছি, অথচ তাহাদিগকে লইয়া সমাজ তাহাদিগের দিকে একবারও দৃষ্টিক্ষেপ করিতেছি না।

বাহারা যুবক ও অবিবাহিত ব্রাহ্ম, কেবল যে তাহাদিগকে সামাজিক সুখ ও পারিবারিক মধুরতা হইতে বঞ্চিত হইয়া আছেন তাহা নহে। বাহারা স্ত্রী পুত্র লইয়া ব্রাহ্ম সমাজে বাস করিতেছেন, তাহাদের পরস্পরের মধ্যেও তেমন একটা পারিবারিক বন্ধন দৃষ্ট হয় না। দেশের সর্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়, বাহারা এক গ্রামে বাস করে, যদিও তাহাদের মধ্যে রক্তের কোন সম্বন্ধ নাই, তথাপি তাহাদের মধ্যে এত ভালবাসা, এত আত্মীয়তা হয়, যাহা দেখিয়া প্রাণে দুঃখ হয়, যে ব্রাহ্মগণ এক লক্ষ্য করিয়া সর্বত্র ছাড়া হইলেন, অথচ তাহাদের মধ্যে তেমন যোগ হইয়া উঠিল না। এক পরিবার অন্য পরিবারকে আপনার জ্ঞাতি, আত্মীয় হইবে ন্যায় ভাল বাসিতে পারিলেন না।

প্রস্তাবের প্রারম্ভে পঞ্জাবের যে ব্রাহ্ম পরিবারের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, প্রত্যেক ব্রাহ্ম পরিবারের সে দৃষ্টান্তের অনুসরণ করা বৈ কৰ্ত্তব্য তাহা বলা বাহুল্য। প্রত্যেক ব্রাহ্মের সহিত বাহাতে প্রত্যেক ব্রাহ্ম পরিবারের ঘনিষ্ঠ যোগ স্থাপিত হয়, পরস্পরের মধ্যে নিকটতর আত্মীয়তা বৃদ্ধিপ্রায় তাহার সৃষ্টি উপায় অবলম্বন করা উচিত। ব্রাহ্মিকাগণ আপনারদের পবিত্র ভালবাসাও স্নেহ দ্বারা ব্রাহ্ম সমাজকে অমুপ্রাণিত ও মাদুর্য্য পূর্ণ করুন, ব্রাহ্মগণ আপনাদের প্রভা ভক্তি দ্বারা ব্রাহ্ম সমাজকে আশা উৎসাহে উদ্বীর্ণিত করুন। এক ধর্ম অবলম্বন করিয়াছি, এক সমাজে

চিত্রকলি বর্ণ করিব, তাহাতেও যদি পরস্পরের সহিত পরিচিত হইতে লজ্জা বোধ করি, কোন ব্রাহ্মকে নিজগৃহে আমন্ত্রণ করিতে সঙ্কুচিত হই, তবে আমাদের সমুদয় আয়োজন বুঝা হইবে। বর্তমান সময়ে দেখিতে পাই, কোন গৃহে যদি কোন অহুষ্ঠান উপলক্ষে ব্রাহ্মদিগের নিমন্ত্রণ হয়, তাহা হইলে ব্রাহ্মগণ এক প্রান্তে বসিয়া আহাৰাদি সম্পন্ন করেন; ব্রাহ্মকাগণ হৃদয় প্রকোষ্ঠে বসিয়া আপনাদের কাৰ্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকেন। এ প্রকার ভ্রম যাহাতে শীঘ্র সূচিত হয় সৰ্ব্ব প্রযত্নে তাহার উপায় অবলম্বন করা বিধেয়। কোন ব্রাহ্ম, গৃহে আনিলে যাহাতে গৃহ স্বামী বা গৃহ স্বামিনী তাঁহাকে ভাতা বা সন্তানের মত স্নেহের চক্ষে অবলোকন ও ব্যবহার করিতে পারেন, সে দিন শীঘ্র আগমন করুক। আমাদের পারিবারিক সন্ধন নাই, বলিলে বড় অত্যাচার হয় না। ঈশ্বর করুন আমরা যেন পরস্পরকে আপনান্ন বসিয়া গ্রহণ করিতে সমর্থ হই। সমুদয় ব্রাহ্মগণ যেন এক পরিবারে বদ্ধ হইতে পারেন।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য নির্বাহক সভার প্রথম ত্রৈমাসিক কার্য্যবিবরণ।

গত ঈশা ফেব্রুয়ারি বর্তমান কার্য্য নির্বাহক সভা সংগঠিত হয়, ইহার দুই মাসের অধিক কার্য্য করিবার অবসর হয় নাই। ত্রৈমাসিক বিবরণ পূর্ণ করিবার জন্য ভূতপূৰ্ব্ব কার্য্য নির্বাহক সভার জাহুয়ারি মাসের কার্য্য বিবরণও ইহার সহিত সংযুক্ত হইল।

মাঘোৎসব—জাহুয়ারি মাসের অধিকাংশ সময় মাঘোৎসব ও তাহার আয়োজনে গত হইয়াছে। ১৬ ই হইতে ৩০ এ জাহুয়ারি পর্য্যন্ত নিম্নলিখিত অগালীতে এক পঞ্চাশ মাঘোৎসবের কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে।

৩ ঠা মাঘ রবিবার (১৬ ই জাহুয়ারি) অপরাহ্ন ৩ টা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভবনে মহাত্মা রামমোহন রায়ের স্মরণার্থ সভা। শ্রীযুক্ত বাবু বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সহিত যোগে এবং তাঁহারি সহায়তার ও আশীর্বাদে এই সভা হয়। ইহাতে তিনি এবং বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় রাজা রামমোহন রায় সন্মুখে বক্তৃতা করেন।

৫ ই মাঘ সোমবার—ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণার্থ ব্রাহ্ম পরিবার সকলে বিশেষ উপাসনা। এই শুভকর অহুষ্ঠানটি এট বৎসর প্রথম প্রযুক্ত হয় এবং একটি প্রার্থনার স্থল আদর্শ মুদ্রিত করিয়া ব্রাহ্ম পরিবার সকলে বিতরিত হয়।

৬ ই মাঘ মঙ্গলবার—রাত্রি ৬। বেণিয়াটোলা ৪৫ নং ভবনে সমস্তের সাধুসঙ্গিক সভা হয়। বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত উপাসনার কার্য্য করেন। সম্পাদক বাবু বিকুচরণ চট্টোপাধ্যায় কার্য্যবিবরণ পাঠ করিলে, বাবু হুম্মদি বোধ, দেবী-প্রসন্ন রায় চৌধুরী, কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি ব্রাহ্মগণ বক্তব্য প্রকাশ করেন।

৭ ই মাঘ বুধবার—রাত্রি ৬। বেণিয়াটোলা ৪৫ নং ভবনে

পণ্ডিত রামকুমার ভট্টাচার্য্য মহাশয় মাঘোৎসবের উদ্বোধন উপলক্ষে উপাসনা করেন।

৯ ই মাঘ শুক্রবার—অপরাহ্ন ৪। টা, ১৩ নং মজাপুর ষ্ট্রীট ভবনে ব্রাহ্ম বালক বালিকাদিগের সন্মিলন হয় ও তাহাদিগকে খাদ্য ও খেলনা বিতরিত হয়। শতাধিক বালক বালিকা ও তাহাদিগের পিতা মাতা উপস্থিত হন।

১০ ই মাঘ শনিবার—প্রাতে ৬। বেণিয়াটোলা ৪৫ সংখ্যক ভবনে হইতে নতুন মন্দির পর্য্যন্ত নগর সংকীর্ণন হয়। প্রাতে ৭। টার সময় নতুন মন্দির সভাপতি শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র দেব মহাশয় দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়। বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী এবং পণ্ডিত শিবনারায়ণ অগ্নিহোত্রী কর্তৃক বাঙ্গালা ইংরাজী ও হিন্দি ভাষায় লিখিত প্রতিষ্ঠাপত্র যথাক্রমে পঠিত হয়। বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে আচার্য্যের কার্য্য করেন। রাত্রি ৭ টা নতুন মন্দিরে ছাত্র সমাজের উৎসব হয় এবং তাহাতে সম্পাদক বাবু হুম্মদি বোধ মিত্র কাৰ্য্য বিবরণ পাঠ করিলে, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী একটা বক্তৃতা করেন।

১১ ই মাঘ রবিবার—নতুন মন্দিরে সন্ধ্যোদয় হইতে রাত্রি প্রায় ১০ ঘটিকা পর্য্যন্ত ব্রহ্মোৎসব হয়। প্রাতে পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, মধ্যাহ্নে বাবু বহুনাথ চক্রবর্তী অপরাহ্নে বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত ও পণ্ডিত শিবনারায়ণ অগ্নিহোত্রী এবং রাত্রিকালে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী আচার্য্যের কার্য্য করেন। উপাসনা, উপদেশ, পাঠ, ব্যাখ্যা, বক্তৃতা, সঙ্গীত ও সংকীর্ণন অবিভক্ত চলিয়াছিল।

১২ ই মাঘ সোমবার—প্রাতঃকালে নতুন মন্দিরে উপাসনা, অপরাহ্ন ৪ টার সময় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশন এবং রাত্রি ৭ টার সময় “খ্রিষ্টিক সোসাইটীর” সাধুসঙ্গিক সভা হয়। এই সভায় পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী একটা বক্তৃতা করেন।

১৩ ই মাঘ মঙ্গলবার—প্রাতঃকালীন উপাসনা শ্রীযুক্ত বাবু কেশরনাথ রায় সম্পন্ন করেন। সন্ধ্যার সময় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের স্থগিত অধিবেশন এবং রাত্রিকালে সামাজিক সন্মিলন ও প্রীতিভোজন হয়।

১৪ ই মাঘ বুধবার—নতুন মন্দিরে প্রাতঃকালে ব্রাহ্মিকা সমাজ হয়, পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত আচার্য্যের কার্য্য করেন। অপরাহ্নে বঙ্গমহিলা সমাজের সাধুসঙ্গিক সভা হয় এবং তৎপরে বালক বালিকাদিগের উৎসব হয়।

১৫ ই মাঘ বৃহস্পতিবার—অপরাহ্ন ৬। টার সময় পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন ব্রাহ্মধর্ম প্রচার বিষয়ে বক্তৃতা করেন।

১৬ ই মাঘ শুক্রবার—সন্ধ্যার পর বেণিয়াটোলা ৪৫ নং ভবনে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের স্থগিত অধিবেশন হয়।

১৮ ই মাঘ রবিবার—প্রমত্তীভীষণ বরষা নগর হইতে নতুন মন্দির পর্য্যন্ত নগর সংকীর্ণন করিয়া আইলেন, তৎপরে তাহাদিগের জন্য বিশেষ উপাসনা হয়।

মাঘোৎসব উপলক্ষে ভবনবর্ষের সর্ব্ব স্থানের ব্রাহ্ম

সমাজও ব্রাহ্মগণকে আহ্বান করা যায়। নিম্নলিখিত স্থান সকল হইতে ব্রাহ্মসভা ও ভগিনীগণ আসি। উৎসবে যোগ দান করিয়াছেন:—

লাহোর, দেবানন্দ, লজ্জিলিঙ, লক্ষ্মী, জামালপুর, রামপুরহাট, বঙ্গপুর, ময়মনসিংহ, ঢাকা, কক্সবাজার, কটক, শ্রীহট্ট, বগুড়া, ধুবড়ী, কাকীনিয়া, কুষ্টিয়া, গোয়ালন্দ, ডুমুরাঙ্গন, বাগমচড়া, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, টাঙ্গাইল, সৈদপুর, বিনিদা, জলপাইগুড়ী, বর্ধমান, বরাহনগর, কোরগর, হরিনাভি, বাকুইপুর, সাতক্ষীরা, আজিমগঞ্জ, পাবনা ইত্যাদি।

উপাসনা গৃহ—গত মাঘোৎসবের পূর্বে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের নূতন মন্দিরের নির্মাণ কার্য যাহাতে সমাধা হয়, পূর্ব হইতেই একপ সঙ্কল্প ছিল। কিন্তু গত বর্ষে নানা কারণে মন্দির নির্মাণ সম্বন্ধে যেক্রপ বিঘ্ন বাধা উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাতে উক্ত সঙ্কল্প যে সিদ্ধ হইবে একপ আশা ছিল না। কল্পনাময় পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ, তাহারই কৃপায় সন্ন্যাস কাল মধ্যে নির্মাণ কার্য সমাধা হইয়া গত ১০ ই মাঘ মন্দিরটি বিধি পূর্বক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই কার্যের জন্য ২৪ পরিগণার সুযোগ্য ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত বাবু রাধিকাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে অন্তরের প্রগাঢ় কৃতজ্ঞতা উপহার প্রদান না করিয়া আমরা কান্ত থাকিতে পারি না। তিনি তাড়ন যত্ন, উদ্যম, পরিশ্রম ও ত্যাগ স্বীকার না করিলে এত সত্ত্বর একাধা কখনই একপ সূচকরূপে সম্পন্ন হইতে পারিত না। শ্রীযুক্ত বাবু যত্ননাথ সেন মহাশয়ও বহু পরিশ্রম ও সময় ব্যয় স্বীকার পূর্বক এই কার্যে সহকারিতা করিয়াছেন, তজ্জন্য তাহাকে সহস্র ধন্যবাদ। মন্দির নির্মাণ ফণ্ডে গত কেরুয়ারি মাস পর্যন্ত ২৩,০৩৭৪৫ আদায় এবং ২৭,৫৫০৮০ ব্যয় হইয়াছে, ফাঁকীল ৪৫১৬/১৫ ঋণ ঈড়াইয়াছে। ইহার সহিত কন্ট্রাক্টারের হিসাবেও অপরাপর ক্ষুদ্র হিসাবে দেনা ধরিলে মোট ঋণ প্রায় ১১০০০ টাকা হইবে। এখনও বারাতা প্রভৃতি নির্মাণ, আসন, পাখা, বাদ্যযন্ত্র ও অন্যান্য আবশ্যিক কার্য সম্পাদনে অসুমান আরও ১০০০০ টাকার প্রয়োজন। সর্বমুদ্র ৩২০০০ টাকা স্বাক্ষরিত হইয়াছে, তন্মধ্যে প্রায় ২২০০০ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে, সুদূর ব্যয় সাধনোপযোগী অর্থ সংগ্রহ হইবার এখনও বিলম্ব আছে। ঐশ্বরোপাসনা কার্য বঁত শীঘ্র আরম্ভ হইতে পারে, তাহা নিত্য প্রার্থনীর, এই জন্য ঋণদার স্বীকার করিয়াও কার্য নির্বাহক স্ত্রী মন্দিরটি এক প্রকার প্রস্তুত করিয়া তুলিয়াছেন। আমরা আশা করি, যাহাদের নিকট চাঁদার টাকা বাকী আছে এবং যে সকল সন্তান মহোদয়ের এই উপাসনা গৃহের প্রতি স্নেহ ও সহানুভূতি আছে, তাহারা অবিলম্বে স্ব স্ব অভিপ্রেত সাহায্য প্রদান করিয়া সমাজকে ঋণ দার হইতে মুক্ত করিবেন। কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করা যাইতেছে মন্দির নির্মাণের অন্যান্য সাহায্য দাতা মহাশয়দের মধ্যে বিষ্ণুর রাজা সুন্দরনারায়ণ ভূপ ৫০০ টাকা এবং চাকরি নবাব জালালুদ্দীন বাবাহার ৩০০ টাকা প্রদান করিয়াছেন। অধিক আত্মাদের বিবরণ এই

২৪ পরিগণার বহু গ্রাম নিবাসিনী এক প্রাচীন রমণী মন্দির ফণ্ডে ৫০০ টাকা দান করিয়াছেন।

নূতন মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়া, অবশিষ্ট ইহাতে সাংগঠিত উপাসনা কার্য নিম্নলিখিত রূপে সম্পন্ন হইতেছে। টেউডিডের ব্যবস্থাসূত্রে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কর্তৃক অধ্যাপিত নিযুক্ত হইতে না পারাত, নিম্নলিখিত সভাগণ উপাসনাও ধর্ম বিষয়ক বক্তৃতার জন্য এই গৃহ ব্যবহার করিবার অনুমতি লইয়াছেন:—পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, শিবনাথ শাস্ত্রী, বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত, যত্ননাথ চক্রবর্তী ও আনন্দমোহন বসু। আচার্য্য নিরোগ সম্বন্ধে অধ্যক্ষ সভার বিশেষ অধিবেশনে সভাগণ স্থির করিয়াছেন, এ কার্যেই তাঁর কার্য নির্বাহক সভার উপর অর্পিত হয়। এ বিষয়টি সাধারণ সমাজের বিবেচনার উপস্থিত করা হইবে।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য সৌকর্যার্থে যে সকল সব কমিটি নিযুক্ত হইয়াছে, নিম্নে তাহার বিবরণ লিখিত হইতেছে:—

বিল্ডিং ফণ্ড ও বিল্ডিং কমিটি—সভ্য শ্রীযুক্ত বাবু গুরুচরণ মহলানবিশ, বাবু হুকাড়ী ঘোষ ও বাবু অম্বোদনাথ মুখোপাধ্যায়। সম্পাদক বাবু গুরুচরণ মহলানবিশ। আপাততঃ নির্মাণের কার্য অধিক না থাকিতে পূর্ব বর্ষের দুই কমিটি একীভূত করা হইয়াছে। 'এক কমিটি পুরাতন স্বাক্ষরিত চাঁদা আদায়ে এবং নূতন চাঁদা সংগ্রহে নিযুক্ত হইয়াছেন। কিছুদিন হইল কমিটির সম্পাদক মহাশয় ঢাকা অঞ্চলে গমন করিয়া ৭০০ টাকার অধিক সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছেন।

ফিনান্স বা অর্থ সংগ্রহক কমিটি—সভ্য বাবু কালী প্রসন্ন দত্ত, বাবু কালীপ্রসন্ন স্কুল, বাবু দেবীপ্রসন্ন রায়। সম্পাদক বাবু কালীপ্রসন্ন দত্ত। ইহারা সমাজের পুরাতন প্রাপ্য টাকা সকল সংগ্রহ করিবেন এবং নানা উপায়ে সমাজে আয় বৃদ্ধি করিবেন। এই সব কমিটি চিঠি মুদ্রিতও বিশেষ লোক নিযুক্ত করিয়া প্রাপ্য টাকা সংগ্রহার্থ বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। তাহাদিগের চেষ্টা অনেক পরিমাণে সফল হইতেছে।

পুস্তক প্রচার সব-কমিটি—সভ্য বাবু ভুবনমোহন দাস কৃষ্ণকুমার মিত্র, এবং যত্ননাথ চক্রবর্তী। সম্পাদক বাবু ভুবনমোহন দাস। ইহাদিগের কার্যের কোন বিবরণ প্রাপ্য হইয়া যায় নাই।

উপাসক মণ্ডলী সংগঠন সব-কমিটি—সভ্য বাবু আনন্দমোহন বসু, উমেশচন্দ্র দত্ত, কৃষ্ণকুমার মিত্র, গোপালচন্দ্র মল্লিক, কেদারনাথ মুখোপাধ্যায়, যত্ননাথ চক্রবর্তী, ডাক্তার মেহিনীমোহন বসু, এবং পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী। সম্পাদক বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র। ইহারা কলিকাতার ব্রাহ্মদিগের সাধারণ সভা আহ্বান করিয়া উপাসক মণ্ডলী সংগঠন এবং সভ্য হইবার নিয়ম প্রণয়ন করিয়াছেন। অন্যান্য নিয়ম প্রস্তুত করিবার জন্য উক্ত সভার একটি সব-কমিটি নিযুক্ত হইয়াছেন এবং তাহারা নিয়মের পাণ্ডুলিপি স্থির করিয়াছেন।

লাইব্রেরী সন্থকমিটি—সভা বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র, ডাক্তার মোহিনীমোহন বসু, বাবু কালীশঙ্কর স্কুল, প্রসন্নকুমার চৌধুরী, উমেশচন্দ্র দত্ত ও সুীতানাম দত্ত। সম্পাদক বাবু কালীশঙ্কর স্কুল। রেবরেণ্ড ব্যাকডোনেল ১৮৮ খৃঃ এবং বিবি নাইট ১৮৮ খৃঃ পুস্তক প্রদান করিয়াছেন। ইংলণ্ডের কুমারী ম্যানিঙের নিকট পুস্তক ক্রয় করিয়া কিছু টাকা প্রেরণ করা যায়, তিনি অতি শ্রুত মূল্যে উৎকৃষ্ট পুস্তক ক্রয় করিয়া পাঠাইয়াছেন। উক্ত রেবরেণ্ড মহোদয় এবং এই মহিলা দ্বয়কে বিশেষ ধন্যবাদ করা কর্তব্য।

ব্রাহ্ম বালক বালিকাদিগের শিক্ষাবিধান সমিতি—সভা বাবু আনন্দমোহন বসু, উমেশচন্দ্র দত্ত, এবং কালীশঙ্কর স্কুল। সম্পাদক বাবু কালীশঙ্কর স্কুল। এই কমিটি অতি অল্পদিন হইল নিযুক্ত হইয়াছেন।

তব-কৌশলী—পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী প্রচারার্থ বালিকাভ্যো গমন করিতে এই পত্রিকার ভার শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্রের উপর সমর্পিত হইয়াছে। কোন কোন সভা এই পত্রিকার উন্নতির জন্য বিশেষ উৎসাহ প্রকাশ করিয়াছেন।

হিতসাহিনী সভা—সই সভা নিম্নলিখিত কয়েকটি উপায়ে আপনাদের উদ্দেশ্য সাধনে উদ্যত হইয়াছেন।

(১) দরিদ্র, পীড়িত ও অসুস্থ ব্যক্তিদিগের তত্ত্বাবধান ও সাহায্যে সাহায্য দান।

(২) ব্রাহ্ম পরিবার ও ব্রাহ্মদিগের তত্ত্বাবধান।

(৩) মির প্রেসিডেন্ট লোকের শিক্ষা বিধান।

(৪) অর্থ সংগ্রহ ও তদ্বারা দাতব্য কার্য সম্পাদন।

—একটি ব্রাহ্ম পরিবার নিরাক্ষর হইয়া পড়াতে ব্রাহ্মগণের মধ্যে মাসিক চাঁদা করিয়া ৪০ টাকার অধিক উঠিয়াছে এবং তদ্বারা তাহাদিগের আপাততঃ কলিকাতার থাকিবার সাহায্য করা হইয়াছে।

প্রচার কমিটি—পূর্ব বৎসরের কমিটি দুই বৎসরের জন্য নিযুক্ত হওয়াতে এ বৎসরেও তাহারা কার্য করিতেছেন। প্রচারার্থী সেনী পুনরায় খুলিয়াছে এবং প্রথম বার্ষিক পরীক্ষা গৃহীত হইয়াছে। পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও বাবু যত্ননাথ চক্রবর্তী পরীক্ষক। এবার ২০টি ছাত্র পরীক্ষা দিয়াছেন।

প্রচার কার্য—পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী গত জাহ্নবী হইতে কলিকাতায় অধিক সময় ক্ষেপন করিয়াছেন। উৎসবের কথ্য ভিন্ন কলিকাতায় সাপ্তাহিক উপাসনার কার্য, ছাত্র-শিক্ষার বক্তৃতা এবং অন্যান্য উপায় এখানে ধর্ম প্রচারের সহায়তা করিয়াছেন। মধ্যে একবার ঢাকা গিয়া অত্র সভাসভার উপাসনা কার্য ও “নববিধান” বিষয়ে বক্তৃতা করেন। তিনি চট্টা মহেশদেব, হরিনাভি এবং কোরগর ব্রাহ্মসমাজের সাধারণিক উৎসবও সম্পন্ন করিয়াছেন। ঢাকা হইতে কলিকাতায় করিয়া আসিয়া এখানকার সাপ্তাহিক উপাসনার কার্য করিতেছেন এবং “নববিধান ও ব্রাহ্মধর্ম” এবং “নববিধানের গৃহ রহস্য” এই বিষয়ে দুইটি বক্তৃতা করিয়াছেন। ইনি পশ্চিম বাঙ্গলা, উত্তর পশ্চিম প্রদেশ ও পূর্ব প্রদেশে প্রচারার্থ বহির্গত হইবেন স্থির হইয়াছে।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী—কলিকাতায় সাপ্তাহিক উপাসনা ও ছাত্র সমাজের কার্য করিয়া নিরীহ করেন। মধ্যে মেসিনীপুর ব্রাহ্মসমাজের অষ্টত্রিংশ সাধারণিক উৎসব সম্পাদনার্থ আহত হইয়া তথায় গমন করেন এবং ১০ দিন তথায় অবস্থিতি করেন। যে কয়েক দিন মেসিনীপুর ছিলেন, প্রতিদিন কোন না কোন ব্রাহ্মের ভবনে পারিবারিক উপাসনা করেন। দুইটি প্রকাশ্য বক্তৃতা হয়, একটি “চরিত্র গঠন বিষয়ে” ২য় “আমাদিগের সময় ও কর্তব্য” বিষয়ে ইংরেজী বক্তৃতা। গড়ের সম্মুখস্থ খোলা মাঠে একদিন বক্তৃতা হয়, তাহাতে ৩৭ শত লোক উপস্থিত হইয়াছিলেন। গোপগিরি নামক পর্বতে একদিন বিশেষ উপাসনা সম্পন্ন করেন। “ঈশ্বর চির নূতন” এই বিষয়ে উপদেশ দেন। তিনি সাধারণিক উৎসব দিনে প্রাতে ও বাত্রে উপাসনা করেন এবং “পাপ থাকিলে ঈশ্বরে দেখা যায় না” এবং “ঈশ্বর আমাদের মুক্তি দিবেনই দিবেন” এই দুই বিষয়ে উপদেশ দেন। ফেব্রুয়ারি মণ্ডাভাগে ইনি মাদ্রাস গমন করিয়াছেন। তথায় প্রায় প্রতিদিন উপাসনা দক্ষিণোচ্চনা ও বক্তৃতা করিতেছেন। রাজ মহেন্দ্রী এবং কুইয়াট ও বাঙ্গালীর হইতে ইহার আহ্বান পত্র আসিয়াছিল। কুইয়াটের কয়েক দিন অবস্থিতি করিয়া বাঙ্গালীর গমন করিয়াছেন।

পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন—মাদ্রাসসভার সময় কোন কোন বিশেষ দিনে উপাসনার কার্য নিরীহ করেন এবং প্রচার প্রণালী সম্বন্ধে এক সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। মাদ্রাস শেষে তিনি উত্তর বাঙ্গালার গমন করেন। প্রথমে জলপাইগুড়ি সনাজের সাধারণিক উৎসব কার্য সম্পন্ন করেন। তথায় মানব জীবনে ঈশ্বর রূপা ও অনন্ত ঈশ্বর ভিন্ন মনুষ্যের শাস্তি নাই, এই দুই বিষয়ে উপদেশ দেন। ব্রাহ্মধর্মে ঈশ্বর পূজা এই বিষয়ে এক প্রকাশ্য বক্তৃতা করেন। তিনি সিলিগুড়ির সাধারণিক উৎসব উপলক্ষে তথায় গমন করিয়া উপাসনার কার্য সম্পন্ন করেন, আত্মজ্ঞান ও ঈশ্বরের উপাসনা বিষয়ে উপদেশ দেন এবং রেলওয়ে স্টেশনে “একতা” বিষয়ে এক প্রকাশ্য বক্তৃতা করেন।

ইনি সৈয়দপুর সভায় হিন্দুগণের মধ্যে এক বক্তৃতা করেন। হলদিবাড়ী ও রঙ্গপুরে গিয়া উপাসনার কার্য করেন এবং শেষোক্ত স্থানে “শক্তি” বিষয়ে একটি বক্তৃতা করেন। সেরাজগঞ্জ ব্রাহ্ম সমাজের সাধারণিক কার্য সম্পন্ন করেন ও জলপাইগুড়ির নিকটে দেবীগঞ্জ নামক স্থানে একটি নূতন উপাসনা সমাজও প্রতিষ্ঠা করিয়া আসিয়াছেন।

পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন—খুবড়ী ও কুড়িগ্রাম ভ্রমণ করিয়া দারজিলিংয়ের সাধারণিক উৎসব কার্য সম্পাদনার্থ তথায় গমন করিয়াছেন। তথা হইতে পূর্ব বাঙ্গলা অঞ্চলে ভ্রমণ করিবেন।

পণ্ডিত শিবনারায়ণ অগ্নিহোত্রী—গত জাহ্নবী মাসে মাদ্রাসসম্মেলনে কলিকাতায় আসিয়া দ্বিখিত্তে বক্তৃতা উপদেশ দান করেন। পরে কলিকাতা হইতে লাহোর দ্বিখিত্ত পথে কানপুরে ব্রাহ্মসমাজের উদ্দেশ্য ও সভা বিষয়ে

একটী বক্তৃতা করেন। লাহোরে যে সকল কার্য করিয়াছেন, তাহার সংক্ষেপ বিবরণ এই—

প্রতি শনিবার মধ্য পঞ্জাব ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা করণ্য নির্মাণ করেন এবং উর্দ্ধ ভাষার এই কয়েকটী বিষয়ে উপদেশ দেন; ঈশ্বরের, নিকট হওয়া ওষ্ঠাধা হইতে দূরে গমন, শান্তি কি, ও পাইবার উপায় কি? ব্রাহ্ম আত্মাদিগকে পরি-
তাগ করেন নাই, আমরা যেন তাঁহাকে পরিত্যাগ না করি, জন্মের প্রেমোচ্ছ্বাসে ঈশ্বরের পূজা কর, সংসারী এবং ব্রহ্ম পরায়ণ ব্যক্তির মৃত্যু, অনন্ত জীবনের মূল, আমরা ঈশ্বরে প্রতিষ্ঠিত হইব, পাপ ও ঈশ্বরের কৃপা।

ছাত্র সম্মিলনী সমাজ প্রত্যেক সাপ্তাহিক অধিবেশনে সভাপতির কার্য করেন। এই সমাজে ভিন্ন ভিন্ন ধর্মাবলম্বী লোক একত্র হইয়, ধর্ম ও নীতি বিষয়ে আলোচনা করেন। তত্ত্ব সম্বন্ধে সভা পুনরুজ্জীবিত ছাত্রসভার সহিত মিলিত হইয়াছে, ইহার সহিতও তাঁহার যোগ আছে।

‘বিরাটরই হিন্দ’ নামক মাসিক পত্রের সম্পাদন কার্য করিয়া আসিয়াছেন। তাহার সম্বন্ধে পুষ্পাবলী বর্ধিত আক্যুরে দ্বিতীয়বার মুদ্রিত হইয়াছে।

পঞ্জাব ব্রাহ্মসমাজ ও মধ্য পঞ্জাব ব্রাহ্ম সমাজের সম্মিলন প্রস্তাব হওয়াতে তিনি দুইটী বক্তৃতা করেন (১) পুরাতন পঞ্জাব সমাজের উদাসীন ভাব, (২) সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের স্বত্ব। শৈশবোক্ত বক্তৃতায় নিয়মতন্ত্র দ্বারা ব্রাহ্মসমাজের বন্ধ উপকার তাহা প্রদর্শন করেন। গৃহমাসে ব্রাহ্মধর্ম কি? এবিষয়ে এক বক্তৃতা করেন। বেনারসের পাদরী নীলকণ্ঠ লাহোর স্থলে এক বক্তৃতা করেন, ইহা তাহারই উত্তর।

অমৃতান—বাবু মধুসূদন চক্রবর্তী নামে এক বাঙ্গালী ব্রাহ্মের মৃত্যু হয়, তাহার শ্রাদ্ধকার্য্য এবং বাবু শিবচন্দ্র সেনের কন্যার জাতকর্ম্ম অমৃতান ইনি সম্পাদন করেন।

সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের কয়েকটী সভ্যের সাহায্যে শান্তি-পুরের ব্রাহ্ম সমাজ পুনরুজ্জীবিত হইয়াছে এবং মতিহারীর নিকটবর্তী ত্রিকোলা নামক স্থানে একটী নূতন উপাসনা সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সাধারণ সমাজের একজন যুবক সভা কাছাড়ে উৎসাহ পূর্বক ধর্ম প্রচার করিয়াছেন। রামপুরহাট, বরাহনগর, হরিনাক্তি প্রভৃতির সাপ্তাহিক উৎসব সম্পাদনার্থ কয়েকটী সভ্য গমন করিয়াছিলেন।

উপাসনার উন্নতি এবং উপাসকদিগের পরস্পরের মধ্যে সদ্ভাব বর্দ্ধনার্থ দুইটী ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ১ম, মুঙ্গাপুর ষ্ট্রীট ১৩ নং ভবনে যে দৈনিক উপাসনা হয়, শুক্রবার তাহার একটী বিশেষ উপাসনা হইবে এবং পর্য্যায়ক্রমে এক একজন উপাসক তাহাতে উপাসনা কার্য্য সম্পাদন করিবেন। ২য়, প্রকৃতি ইংরাজি মাসের প্রথম সোমবার রাত্রিতে, কলিকাতার ব্রাহ্মদিগের সামাজিক সম্মিলন হইবে। এই ব্যবস্থাদ্বারা বেকার কার্য্যারম্ভ হইয়াছে, তাহাতে অনেক তত্ত্ব ফল লাভের প্রত্যাশা করা যায়।

প্রতিনিধি নিয়োগ—তবানীপুর (স্বর্বারণ) ব্রাহ্ম সমাজ হইতে বাবু কলীপ্রমোহন বসুর পরিবর্তে বাবু বাণীকর্ষ রাই-

চৌধুরী প্রতিনিধি প্রেরিত হইয়াছেন। এবং দারজিলিং ব্রাহ্মসমাজ হইতে শ্রীযুক্ত বাবু আতকোবু বসুর পরিবর্তে শ্রীযুক্ত বাবু ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী প্রতিনিধি প্রেরিত হইয়াছেন। বাবু যদুনাথ রাই এবং সরণ রামপুরহাট ব্রাহ্মসমাজের প্রতিনিধি থাকিবেন। প্রতিনিধি পরিবর্তন বা নতুন নিয়োগ সম্বন্ধে অন্য কোন সংবাদ প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই।

এজেন্ট—সমাজের ভিন্ন ভিন্ন মঞ্চস্থল স্থানে এজেন্ট বাহাদুর ছিলেন, এবং সরণ তাঁহার রহিয়াছেন। এজেন্টগণ বাহাতে সমাজের দাতব্য আদায় ও অগ্নি বুদ্ধির সুব্যবস্থা করিতে পারেন, তজ্জন্য তাঁহাদিগকে বিশেষ সজ্জারোধ করা হইয়াছে।

বোম্বাই প্রার্থনা সমাজের সভ্য ডাক্তার আশ্বারাম প্রভৃতি কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি কলিকাতার তিনটী সমাজের ঐকা-বন্ধন জন্য উৎসুক হইয়া একখানি দীর্ঘ পত্র প্রেরণ করিয়াছেন। তাঁহাদিগের সাধু চেষ্টার জন্য ধন্যবাদ করা কর্তব্য। তাঁহাদিগের পত্রের প্রত্যুত্তর দানার্থ শ্রীযুক্ত বাবু ভুবনমোহন দাস ও বাবু আনন্দমোহন বসুর উপর ভারপণ করা হইয়াছে।

ছাত্র সমাজ।

গত ১৭ ই এপ্রিল ছাত্র সমাজের উদ্যান উপাসনা উপলক্ষে প্রায় ৫০ জন ছাত্র ও অন্যান্য ব্রাহ্ম শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন বসু মহাশয়ের দমদমাত্ম উদ্যান বাটীতে গমন করেন। প্রাতে ৮ টার সময় সুশীতল ছাত্রাবিধিষ্ট আশ্রয় কাননে উপাসনা হয়। বৃক্ষগুলি ফলতরে অবনত হইয়াছে, কোকিল কুহশব্দে অনন্ত আকাশ পূর্ণ করিতেছে, নানা জাতীয় বিহঙ্গম স্মৃতি স্বরে কানন শব্দায়মান করিয়াছে বসন্তের আগমনে প্রকৃতি নব সাজে সজ্জিত হইয়া স্রষ্টার অপার মহিমা ও হস্তচিহ্ন জগতের নিকট ঘোষণা করিতেছে, এমন মধুর স্থানে এমন মধুর ভাবে মিলিত হইয়া ঈশ্বরের নামে সঙ্গীত ধ্বনি উত্থিত হইল, মানব জন্মের সঙ্গীত জড় প্রকৃতির সঙ্গীতের সহিত মিলিত হইয়া স্রষ্টার গুণ কীর্তনে প্রবৃত্ত হইল। উপাসক ব্রাহ্মের দেদীপমান সছাতে নিমগ্ন হইয়া প্রাণ কৃতার্থ করিলেন। বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত আচার্য্যের কার্য্য করেন। উপাসনাতে প্রাচীনকালে ঋষিকুমারগণ আশ্রমে বাস করিয়া কি প্রকারে ব্রহ্মবিদ্যা অধ্যয়ন করিতেন এবং কি প্রকারেই বা বর্দ্ধমান শতাব্দীতে ব্রাহ্মী যুবকগণ ব্রহ্ম বিদ্যা উপার্জন করিতে পারেন, তাহা বিবেচনা উপদেশ হয়। অবশেষে শ্রীযুক্ত আনন্দ মোহন বসু মহাশয় একটি ‘হৃদয় উচ্ছ্বাসক প্রাণপূর্ণ প্রার্থনা করেন। ঈশ্বর প্রার্থনা শ্রবণ করিলেন। যুবক জন্মে সে প্রার্থনার আশ্রয় লাগিল, অনেকের প্রাণ ভাগিয়া উঠিল। নিজ জীবনের গুরুতর দায়িত্ব অহুতব করিয়া অনেকে ঈশ্বরের স্মরণাপন্ন হইলেন।

আহারান্তে যুবকগণ পুনরায় মিলিত হইলেন। যুবক জীবন কি প্রকারে সংকার্য্যে নিয়োজিত হইতে পারে তাহা বিবিধ প্রশ্ন উঠিল। সে সম্বন্ধে আলোচনা এক সন্ধ্যা

হইয়াছিল ৮৬ টি যুবক সাধারণ লোকদিগের শিক্ষার জন্য আপনাদের সময় প্রদান করিতে অগ্রসর হইলেন। (তাঁহারা নিম্নমিত রূপে এখন প্রতি রাত্রিতে সাধারণ লোকদিগকে শিক্ষা দিতেছেন।) আরো ৮ টি যুবক কলিকাতার কোন স্থানের গরিব লোকদিগের শিক্ষা, উন্নতি, চিকিৎসার সাহায্য প্রভৃতির জন্য আপনাদিগকে নিয়োজিত করিতে অভিলাষ করিলেন। (তাঁহারা এখন বীর অভিপ্রেত কার্গো বিযুক্ত হইয়া কিয়ৎপরিমাণে সকল কাম হইয়াছেন।) ১৭শ জাতদিগের বাসায় বাসায় বাহাতে নিম্নমিত রূপে একত্রে উপাসনা হইতে পারে তদ্বিষয়ে আলোচনা হয়। অনেকে উৎসাহের সহিত আপন আপন বাসায় একত্র উপাসনার প্রথা সংস্থাপিত করিতে কৃতসঙ্কর হইলেন। (আমরা সুখী হইলাম অনেকে সে বিষয়ে চেষ্টা করিতেছেন।) অবশেষে স্থির হইল যে যে বাসায় যে দিন এইরূপে উপাসনা হইবে, তাহার একটি তালিকা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কার্যালয়ে প্রকাশ্য স্থানে নিবন্ধ থাকিবে, বিদেশ হইতে কোন ব্রাহ্ম আসিয়া কোন স্থানের উপাসনার যোগ দিতে ইচ্ছা করিলে সহজেই তাহা সম্পন্ন করিতে পারেন। ছাত্রদিগের বাসায় বাহাতে প্রকৃষ্ট রূপে উপাসনা হইতে পারে তাহা সন্দর্ভন করিবার জন্য বাহাতে শীঘ্র করেকটি লোক একত্র হইয়া পেন উপায় অবলম্বন করেন সেই বিষয়ে কথোপকথন হয়। এইরূপ বিবিধ সমালোচনা ও ভবিষ্যৎ কার্য প্রণালী স্থির করিয়া অনেকে বিস্তৃত উদ্যানের নানা স্থান পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। অবশেষে ৫টার সময় জল যোগের পর সকলেই কলিকাতা অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। পরস্পর সম্ভাবে মিলিত হইয়া গঙ্গাপ্রসঙ্গে প্রাণের সহিত এইরূপ যোগ দেখিলে হৃদয় তাপা উৎসাহে পূর্ণ হয়।

আনন্দমোহন বাবু তাঁহার ভ্রাতা ও সহধর্ম্মিণী স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া ছাত্র সমাজের সভ্যদিগকে যে যথোচিত অভ্যর্থনা করিয়াছেন, তজ্জন্য ছাত্র সমাজ তাঁহাদিগকে কৃতজ্ঞতা অর্পণ করিতেছেন।

২৯শে এপ্রেল রবিবার শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় ছাত্র সমাজের কার্য সম্পন্ন করেন এবং আশ্রয় বলি দান সম্বন্ধে অতি সুন্দর একটি উপদেশ দেন।

প্রাদেশীয় ব্রাহ্মসমাজ ।

শ্রীহট্ট ।

২৮শে চৈত্র শনিবার ৭ ঘটিকার সময় অত্রস্থ জাতীয় স্থল গৃহে বাবু ব্রজেননাথ সেন “ব্রাহ্মধর্ম্ম ও নববিধান” বিষয়ে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতা স্থলে আশ্রয়-রূপ সভ্য উপস্থিত ছিলেন। নববিধান যে ব্রাহ্মধর্ম্ম হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র; ভারত বঙ্গ যে সকল উপধর্ম্ম দ্বারা কৃত বিকৃত হইতেছে ইহাও যে তাহারই একটি তাহা তিনি প্রোডুবর্গের মনে বিশদরূপে অঙ্কিত করিয়া দিয়াছেন।

২৯শে চৈত্র রবিবার প্রাতে বাবু ককতিশোর মজুমদার

মহাশয়ের বাসায় পারিবারিক উপাসনা হয় বাবু ব্রজেননাথ সেন বেদির কার্য করেন। বৈকালে সামাজিক উপাসনার বাবু রত্নচন্দ্র চৌধুরী বেদির কার্য করেন।

৩০ চৈত্র সোমবার প্রাতে বাবু ব্রজেননাথ সেন মহাশয়ের বাসায় পারিবারিক উপাসনা হয়, বাবু রত্নচন্দ্র চৌধুরী বেদির কার্য করেন অপরাহ্ন ৪০ ঘটিকার সময় (প্রাথমিক সমাজের নিজের কোন মন্দির না থাকা প্রযুক্ত) অত্রতা নাটক বঙ্গ হইতে নগর সঙ্কীর্ণন বাহির হয়। সঙ্কীর্ণনে প্রায় ২১০ শত লোক যোগ প্রদান করিয়াছিল। ভাবে প্রায় সকলই মুক্তিরা উদ্ভিগাছিল, এমন কি কয়েক জন মুসলমানকেও আমরা ইহাতে যোগ প্রদান করিতে দেখিয়াছি। সঙ্কীর্ণনের আব একটা দৃশ্য অতীব মনোরম হইয়াছিল, গৃহের অনতি দূর হইতে এক দল বালক সঙ্কীর্ণনের আগে আগে “ব্রহ্ম রূপাহি কেবলম্” “সত্যমেব জয়তে” “একমেবা দ্বিতীয়ম্” এই সত্য সকল উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে করিতে নাচিতে নাচিতে গৃহের দ্বার পর্য্যন্ত আসিয়াছিল। সঙ্কীর্ণন হইতে ফিরিয়া আসিয়া প্রায় রাত্রি ৮ ঘটিকার সময় নাটক গৃহে উপাসনা হয়। এই দিন উপাসনাতে প্রায় ১০০ লোক উপস্থিত ছিল। বাবু ব্রজেননাথ সেন বেদির কার্য করেন।

১লা বৈশাখ মঙ্গলবার প্রাতে ৭ বৈকালে নাটক বঙ্গ বিশেষ উপাসনা হয়। প্রাতে বাবু রত্নচন্দ্র চৌধুরী ও রাতে বাবু ব্রজেননাথ সেন বেদির কার্য করেন।

এবার উৎসবের কার্য সুচালাকপেই নির্বাহ হইয়াছে। অনেকেই ইহাতে মন বুলিয়া যোগ দিতে পারিয়াছেন, এমন কি অনেকে ইহা হইতে নতন জীবন লাভ করিয়া নতন বর্ষে নতন উৎসাহের সহিত কার্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছিলেন। হৃৎকের বিষয় যে শ্রীচট্ট প্রাচীন সমাজের একটি মন্দির নাই স্থানীয় ও বিদেশীয় সহৃদয় ধর্ম্মোৎসাহী ব্যক্তিগণ যৎকিঞ্চিৎ সাহায্য করিলেই এই কাজটা অনায়াসে সম্পন্ন হইতে পারে।

সাপুর।

১০ই এপ্রেল সাপুর ব্রাহ্মসমাজের সাপ্তাহিক উৎসব হইয়া গিয়াছে। প্রাতে এবং রাত্রিতে উপাসনার কার্য সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের করেকটি যুবক সভ্য সম্পন্ন করেন। কলিকাতা ভবানীপুর ও কালীঘাট হইতে অনেকটি ব্রাহ্ম উৎসবে গমন করিয়াছিলেন।

কাঁথি।

বাবু উপেন্দ্রনাথ রায় লিখিয়াছেন—

উৎসবে আপনাদের কেহ আসিতে পারিলেন না তজ্জন্য অনেকেই নিকরুসাহ হইয়া পড়িয়াছিলেন। এখানকার যেকোন অবস্থা তাহাতে একজন প্রচারক আসিলে অনেক উপকার হয়। এ স্থানে অনেক গুলি শিক্ষিত লোক আছেন। তাঁহাদের ভিতর দুই একজন ছাড়া কেহই কোন ধর্ম্মে তেমন আস্থা প্রকাশ করেন না, যে তাহাতে তাহাদিগের দৃষ্টান্তে নিরস্নেহী লোকেরা কিছু উপকার প্রাপ্ত হয়। বিশেষ অনেকেই নিরস্নেহী লোকদিগকে নিজ নিজ পদ যথাসাধ্য ছেঁড় ছেঁড় করিয়া দিতে পারেন। এমনকি যদি কেহ সদ্ব্যবহার করেন

তাহাকে বিজ্ঞপ করিতে ক্রটি করেন না। এই উচ্চ শ্রেণীস্থ শিক্ষিত লোকদিগের অবস্থা। আবার দেশস্থ জনগণের কেমন উন্নত মননর যে, সকল সত্য ধারণ করিয়া বিশ্বাসী হওয়াই কার্য করে। তবে অধিকাংশ লোক ভক্তি প্রবণ ও সরল ধর্ম্মাভিরাগী। প্রায় ১০ বৎসর হইল প্রভুর বানু ধারকানাথ বাব মহাশয় এই স্থানে এই উপাসনা সমাজটি স্থাপন করেন। তাহাতে শিক্ষিত সম্প্রদায় পূর্ব কয়ই যোগ দিতেন। কেবল কতক গুলি দেশস্থ ধর্ম্মাভিরাগী লোক লইয়া তাহার জাগ্রা করিতেন। তাহার সংস্পর্শে অনেক গুলি লোক অনেক প্রকার কুনীতিও গহিত কর্ম্ম হইতে বিরত হইয়া এখন পরব্রহ্মের উপাসনা করিতেছেন। এই দশ বৎসর কাল এই সমাজের প্রতি শিক্ষিত সম্প্রদায় সকলেই অনন্যোন্মাদী শিক্ষিত জন্ম য একরূপ সংকার্য্যে বিতৃষ্ণা ও ঘৃণা করে তাহা ভাবিলে বড় দুঃখ হয়। পরে দারকা বাবু স্থানান্তরিত হইলে অত্রস্থ স্থলের একজন শিক্ষক সেট কার্য্য করিতে থাকেন। তাহারও জীবন পূর্ণ জীবন তটোৎকর্ষ পরিবর্তিত হইয়াছে তাহা দেখিলে সেট পথিপাশনকে ধর্ম্মবাদ না দিয়া শিক্ষা যুগ না। পরে দয়াময়ের রূপায় শ্রীযুক্ত বাবু কাশনাথ দে মহাশয়ের এখানে আগমনে এখানকার অনেক আশা হইয়াছে। আমাদিগের দুর্ভাগ্য বশতঃ তাহার এখানে আশা অবশি তিনি আফিসের কার্য্যে এত বিবৃত হইয়াছেন, যে সমাকরূপে আমাদের উপকার করিতে পারিতেছেন না। কদাপি মধ্যে মধ্যে যোগ দিয়া অনেক কার্য্য করিতেছেন এবং উৎসবের পূর্বে তাহাকে উৎসবের কার্য্য করিতে অহু-বোধ করা যায়। কিন্তু তিনি এক দিন বই সময় পান নাই। সেট দিনে তিনি উপাসনা কার্য্য করেন ও জীবনের উদ্দেশ্য কি এই আখ্যায় একটা এমন জন্ম উদ্ভেজক বক্তৃতা করেন, যে তাহাতে আমাদিগের প্রচারক না থাকার দরুণ যে নিকটস্থ তাহা দূর হইয়া গিয়াছে। তাহার উপদেশের সার মর্ম্ম বহুদূর পারি লিখিতে চেষ্টা করিব। প্রথমে তিনি হুল্লর রূপে এই বুঝাইয়া দেন, যে আত্মা অনন্তকাল স্থায়ী পরমাত্মা ও জীবাত্মা এই দুই ভিন্ন ভিন্ন। জীবাত্মা যতদিন দেহ মধ্যে থাকে ততদিন মনুষ্য জীবন বলে। জীবন যখন অনন্ত কাল স্থায়ী আত্মার আধার, ইহার উদ্দেশ্য কখন সীমা বদ্ধ হইতে পারে না। সেই পরমাত্মার সহিত যোগই জীবাত্মার উদ্দেশ্য। তজ্জন্য যত দিন জীবাত্মা মনুষ্য জীবন বলিয়া পরিচিত তত দিন সেই পরম দেবের সহিত যোগই জীবনের কার্য্য। তাহার উপর নির্ভর, তাহাকে ভক্তি, প্রীতি করা ও তাহার প্রিয় কার্য্য সাধন করা এবং ইহা সর্বদিকে সমানভাবে করাই জীবনের উদ্দেশ্য। এই জড় সংসারে কি করে তাহার উপর নির্ভর করা যায়, তাহা তিনি এমন সুন্দররূপে বুঝাইয়াছেন, যে নিত্যস্থ অবিশ্বাসী জন্মও তত্ত্বিত হইয়াছিল। প্রত্যেক কার্য্যে তাহার মনুল ইচ্ছা নিহিত আছে জানিয়া সকল সময়ে তাহার উপর নির্ভর করিতে হইবে, কি করে ঈশ্বরকে ভক্তি প্রীতি করা যায় তাহাও তিনি বেশ সুন্দরভাবে বুঝান। কেবল পিতার গুণ বর্ণন করিলে অথবা কোন বিশেষ সময়ে বিশেষ স্থানে তাহার

গুণ গান করিলেই যে ভক্তি হইল, তাহা নহে। কি বিষয় কার্য্যে কি পথে কি ভুলে কি স্থলে সকল স্থানে সকল সময়ে তাহার জীবন্ত সত্তা অমুভব করিয়া তাহার প্রিয় কার্য্য করিতে হইবে। কেবল উপাসনাই যে তাহার প্রিয় কার্য্য, তাহা নহে এই বিশ্ব সংসারে সকল প্রকার কর্তব্য পালন করাই তাহার প্রিয় কার্য্য সাধন। একটা সংকার্য্যে যোগ থাকিলেই যে তাহার প্রিয় কার্য্য সাধন হইল, তাহা নহে। যত প্রকার বিবেকাত্মবায়ী কার্য্য আছে, সকলই যথা সাধ্য সাধন করিতে হইবে। অতএব সেই জীবন, ধর্ম্ম জীবন, যিনি এট গুলি সম্যক রূপে করিতে পারেন। তাহার উপদেশ শুনিয়া বিজ্ঞপকারীদের জন্মও তৎকালের জন্য পরিবর্তিত হইয়াছিল। কালীনাথ বাবু, যদি সাব-কাশ করিয়া মধ্যে মধ্যে এইরূপ সার গর্ত উপদেশ দেন তবে এখানকার অনেক উপকার হয়। সে দিন শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলেই সমাজে যোগ দিয়াছিলেন ও সেই দিনই নগর সঙ্কীর্ণন বাহির হয়, তাহাতে সকলেই যোগ দেন। এখানকার উপাসক মণ্ডলী অনেকেই ভাবতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু এখন দেখিতেছি অনেকেই কেবল দুট এক জন ছাড়া তাহাদের (ভাঃ সং) উপর ভিন্ন ভাব হইয়াছেন এবং সেই কারণ দেখিলাম যিনি উপাচার্য্যের কার্য্য করিতেন তিনিই আমাদিগকে অগ্ররোধ করিলেন যে বিজয় বাব বা আর কাহাকেও আমিতে লেখা হয়। তাহা হউক ঈশ্বরের সত্য ধর্ম্ম জগতে প্রচার হয় এই আমাদের প্রার্থনা। দয়াময় এই ভারতকে যেন আর কুসংসার ও অন্ধত্বের না ফেলেন।

দৈবপুত্র।

বাবু কৈলাশচন্দ্র সেন লিখিয়াছেন—

পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন মহাশয় অত্রস্থ উন্নত বিদ্যা-বিশী সভায় মণ্ডন সাহসময়িক উৎসব উপলক্ষে গত ১৯ই এপ্রেল বৃহস্পতিবার এখানে আগমন করিয়াছিলেন তিনি উক্ত সভা গৃহে “আমাদিগের কি আছে” এই সম্বন্ধে একটা হৃদীয় বক্তৃতা করেন। বক্তৃতাটা সাধারণের জন্মগ্রাহী হইয়াছিল। এমন কি, শ্রীক ব্রাহ্ম, কি হিন্দু, কি মুসলমান সকলেই এই বক্তৃতাটা শ্রমণ মাত্র আপন আপন হৃদয়লতা স্বীকার করিয়া অন্তর হইতে কুটিলতা কে যেন তদ্রূপে দূর করিয়া দিয়া, মিলে মিলে কিসে আমাদের উন্নতি হয় তদ্বিষয়ে যত্নবান হইলেন। আর অজিক কি বলিব এখানে অনেক দিন থেকে একটা দলাদলির ভাণ ছিল এই বক্তৃতাটা প্রবণ মাত্র সে ভাবটা আর নাই। সকলেই হৃদয়ে শান্তি লাভ করিয়াছেন। যেমন রোগ জানিতে পারিয়া চিকিৎসক ঔষধি প্রদান করিলে অবশ্যই তাহার ঔষধিতে মহারোগ পরিত্যক্ত আরোগ্য হইয়া যায়, ঠিক যেন বিদ্যারত্ন মহাশয় এত দিন পরে আমাদিগের প্রকৃত রোগ জানিতে পারিয়া ঔষধ স্বরূপ এই বক্তৃতাটা প্রদান করিয়াছেন।

হাকারিবাগ।

২৯শে চৈত্র রবিবার পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী হাকারিবাগ ব্রাহ্ম সমাজে উপাসনা করেন। উপাসনার পর বিষ্ণু পুরাণ হইতে ঋষিগণ ও বেদ-ব্যাসের প্রস্তোতর আবুলখন

করিয়া মানব-প্রকৃতির পূর্ণ বিকাশই বে ধর্ম এ বিষয়ে উপদেশ প্রদান করেন। সোমবার সন্ধ্যার পর উৎসব উপলক্ষে বিশেষ উপাসনা হয়। উপাসনার পর মহানিষ্ঠা তত্ত্ব হইতে নিরাকার ব্রহ্ম উপাসনা যে মহাব্যোম মুক্তির একমাত্র কারণ এই বিষয়ে উপদেশ দেন। ১শা বৈশাখ উৎসবের দিন। সে দিবস প্রাতে উপাসনার পর “নব বর্ষ কিং” এই বিষয়ে উপদেশ হয়। সায়ংকালে উপাসনা প্রার্থন করিয়া ব্রাহ্মগণ উৎসাহের সহিত নগর কীর্তনে বাহির হন। রাত্রি ১১ টা পর্যন্ত নগর কীর্তন করিয়া শ্রীযুক্ত বাবু যজ্ঞবাহু বুর্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ভবনে সমাগত হইলে, তৎপরে কীর্তন প্রার্থনার পর শ্রীতি তোজন হইয়া উৎসব শেষ হয়। ২রা বৈশাখ প্রাতে মন্দিরে উপাসনা হয়।

মাস্ত্রাজ।

দক্ষিণ ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজের ষোড়শ সাংসদিক উৎসব নিম্নলিখিত রূপে সম্পন্ন হইয়াছে।

১১ই এপ্রিল অপরাহ্ন ৬ ঘটিকার সময় পি. রঘুনাথ ব্রদেলিয়ার কর্তৃত্ব উপাসনা। বার্ষিক সাধারণ সভা এবং বার্ষিক কার্য বিবরণ পাঠ।

১২ই প্রাতে ৭৪ টার সময় পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী এম, এ কর্তৃত্ব উপাসনাও উপদেশ। অপরাহ্ন ১৪৫ মিনিট হইতে ৪১৫ মিনিট পর্যন্ত বুঢ়িয়া পেটালু কর্তৃত্ব হিন্দুশাস্ত্র পাঠ। ৬ টার সময় পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী এম, এ কর্তৃত্ব “ব্রাহ্ম সমাজের আশা ও উদ্দেশ্য” বিষয়ে বক্তৃতা। ১৩ই অপরাহ্ন ৬৪ টার সময় পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী এম, এ কর্তৃত্ব উপাসনাও উপদেশ।

বঙ্গ মহিলা সমাজ।

গত ২৪শে মার্চ বঙ্গ মহিলা সমাজের দ্বিতীয় সামাজিক সম্মেলন হইয়া গিয়াছে। তথায় ২৪টি মহিলা ও অনেক বালক বালিকা উপস্থিত ছিলেন বালক বালিকাদিগের মনোরঞ্জননের জন্য নানা আয়োজন হইয়াছিল। কুখ্যার সন্ধ্যাতের সূতা, লণ্ডন বিশ্ব বিদ্যালয়ের গৃহ বিস্তার ও চিত্র-শালা স্থাপন এবং মহিলাগণ কর্তৃত্ব চিত্র সন্দর্শন, ওয়াশিংটন নগরে আমেরিকার ইউনাইটেড স্টেটেশের নতুন সভা পত্রির অভিবেদ, পূর্বদেশে ফরাসী প্রচারকদিগের আত্ম ত্যাগ ও ৬০০ নর নারীর হৃদয় রূপে জীবন যাত্রা নির্বাহ, কিরল সোসাইটি বাহা মহিলাদিগের দ্বারা সংগঠিত এবং বাহারা হাস্য পাতাল ও পরিবের পূর্ণ কুটির সুসজ্জিত রাধিতে নিযুক্ত আছেন এবং যে সভার পক্ষম সাংসদিক সভা অল্পদিন হইল সম্পন্ন হইয়াছে, চিলি নিবাসীদিগ কর্তৃত্ব লেনিয়া নগর আক্কেষণ, লক্সো নগরের কৃষি প্রদর্শনী মেলা, পবর্নমেটের আর বায়ের হিসাব, মহিশ্বরের মহারাজার রাজ্যাভিষেক এই সকল সংবাদ বলা হয়। তৎপর বাক্সলা কোন কাগজ হইতে আমোদ জনক একটি প্রবন্ধ পাঠিত হয়। তার পর চর্চা এবং তাহার কার্য কারিতা সম্বন্ধে একটি সহজ বক্তৃতা হয়। মহিলাদিগের জ্ঞানোন্নতির জন্য যে এই সভা নানা প্রকার যত্ন করিতেছেন, তজ্জন্য বঙ্গমহিলা সমাজ সাধারণের ধন্যবাদার্থ। আমরা আশা করি সমাজ যথো নারীজাতির যে উচ্চ পবিত্র অধিকার এবং সে অধিকার রূপে চাপন করিলে যে মহা কল্যাণ সংসিদ্ধ হইতে পারে, এই সমাজ সে বিষয়ের আলোচনা করিতে কখনও বিমূঢ় হইবেন না।

ব্রাহ্মসমাজ।

১৫ই মার্চ অমৃতসুন্দর শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র সেন মহাশয়ের কন্যার গাতকর্ষ হইয়াছে। পণ্ডিত শিবনারায়ণ অগ্নিহোত্রী উক্ত কার্য সম্পন্ন করেন।

পচাষা কুলের প্রধান শিক্ষক সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের সম্পাদকের নিকট একজন ব্রাহ্ম শিক্ষকের জন্য লিখিয়াছেন। তাহার স্থানীয় সমাজের ও কুলের দ্বিতীয় শিক্ষকের কার্য করিতে হইবে। তাহার গণিত জ্ঞান আবশ্যিক। বেতন আপাততঃ ২৫ টাকা, মৌখ ৩০ টাকা হওয়ার সম্ভাবনা।

পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন পাবনা ব্রাহ্মসমাজের উৎসব সম্পন্ন করিয়া, কুষ্টিয়া গমন করেন। তথাকার গৃহ প্রতিষ্ঠা করিয়া সমাধা করিয়া কোন অস্থান উপলক্ষে কুড়িগ্রাম গমন করিয়াছেন। তথা হইতে করিমপুর হইয়া ঢাকা অঞ্চলে গমন করিবেন এবং কিছুদিন পূর্ব-বাক্সলার প্রচার কার্যে যাপন করিবেন।

পণ্ডিত বিজয়রক্ষা গোস্বামী হাজারিবাগ হইতে প্রচারার্থ গয়া গমন করিয়াছেন।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মাস্ত্রাজ হইতে কুটম্বাটন গমন করেন। সেখানে এক সপ্তাহের অধিক কাল বাস করিয়া ব্রাহ্ম ধর্মের সভা সকল প্রচার করেন। সেখানে কিছুদিন হইল একটি ব্রাহ্মসমাজ হইয়াছে ইহা মনোব আধিক্যলষ্ট সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভা হইয়াছেন। তথায় ব্রাহ্মধর্ম লইয়া বিশেষ আন্দোলন চলিতেছে—অনেকে সমাজের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছেন। ওদিকে হিন্দুগণ উচ্চাঙ্গিগকে দমন করিবার জন্য নানা উপায় অবলম্বন করিতেছেন। পণ্ডিত শাস্ত্রী বাক্সলোরে ছয় দিন অবস্থিতি করেন। সেখানে তিনটি উপদেশ ও তিনটি প্রকাশ্য বক্তৃতা দেন। সেখানে শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে কিয়ৎ পরিমাণে আন্দোলন উঠিয়াছে। তাহার কার্যের উপর জগদীশ্বরের রূপা বর্ষি হইয়াছে। অনেকগুলি নতুন লোক ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করিয়াছেন। বয়্যাপেটা নামক স্থানে একটি উপাসনা সভা স্থাপিত হইয়াছে। শিক্ষিত ব্যক্তিগণ সামাজিক উন্নতির উদ্দেশ্যে একটি সভা স্থাপন করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন। মাস্ত্রাজ সমাজের অনেক সভার অন্তরঙ্গ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছে। তিনি মাস্ত্রাজ হইতে কোকনদ নামক সমুদ্রোপকূলবর্তী নগরে পৌছিয়াছেন—তথা হইতে রাজ মহেন্দ্রী গমন করিবেন। কোকনদ নগর গোদাবরী সঙ্গমে অবস্থিত। তথাকার একজন সম্রাট ধনবান বণিক তাহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া নিয়াছেন।

আগামী ১৪ই মে ২রা কৈষ্ঠ শনিবার সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের জন্মদিন উপলক্ষে উৎসব হইবে। সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ সংস্থাপন, ঈশ্বর-রূপা একটি বিশেষ ঘটনা—ব্রাহ্ম সমাজের পবিত্রতা ও উদারতা ব্রহ্মার জন্যই এসমাজের জন্ম। এমন শুভদিনে বিধাতাকে প্রার্থনার সহিত ডাকিব, হৃদয়ের গভীর ভক্তি প্রজ্ঞা অর্পণ করিব। সে শুভদিনের জন্য ব্রাহ্মগণ প্রস্তুত হউন।

শ্রীচৈত্র ব্রাহ্মসমাজ ছই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। সমাজের আচার্য্য প্রমুখ আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্মগণ প্রাচীন সমাজ পরিত্যাগ করিয়া “প্রার্থনা সমাজ” নামক একটি ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিয়া উৎসাহের সহিত কার্য করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্মগণ প্রাচীন সমাজ লইয়া আছেন। নব বিধানরূপ বহুবংশের শেল এই বিজিততার মূল কারণ।

আগামী ২রা মে সোমবার রাত্রি ৬৪ ঘটিকার সময় ১৫ সংখ্যক মির্জাপুর টীট ভবনে ব্রাহ্মগণের সামাজিক সম্মেলন হইবে।

তত্ত্ব-কৌমুদী

[পার্শ্বিক পত্রিকা]

৩য় ভাগ।

২৪শ সংখ্যা।

১লা জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার, ১৮০৩ শক। ব্রাহ্ম সংবৎ ২৫২।

বাৎসরিক দ্ব্যগ্রিম মূল্য—

মকস্বল ৫০

পুস্তি থও নগদ ৫০।

চারিদিকে পৌনলিকতা, কুসংস্কার ও কদাচার; সামাজিক বৈষম্য ও রাজনৈতিক নিগ্রহ; পারিবারিক অশান্তি ও আত্মীয় হীনতা; জীবনের বিষাদ ও আধ্যাত্মিক মলিনতা;—এভীয়ণ চিত্র অহর্নিশি সম্মুখে দেদীপ্যমান থাকিতে কল্পুর না চিত্র সময়ে সময়ে বিচলিত হয়? কত সময়ে ভাবিতে ভাবিতে চক্ষু হইতে অশ্রুধারা বিগলিত হয়। বর্তমান, দুঃসহায় গত হইতেছে, ভবিষ্যৎ অন্ধকারের গর্ভে, লুকায়িত, এ অবস্থায় প্রাণ কেনইবা বিধাদিত না হইবে? বর্তমান অবস্থায় অতৃপ্তি, অসন্তোষ ও অশান্তি শুভ লক্ষণ বটে, কিন্তু আমাদের জাতীয় প্রধান কলঙ্ক এই, আমরা কল্পনারাজ্যে বিচরণ করিয়া উন্নতি, অবনতি, সুখ, দুঃখের মূল কারণ নির্ণয় করিয়া বিধাদিত হইতে বক্ত ব্যক্ত, পুণিষ্টের সহস্র রূপাবাত সহ্য করিয়া পলিকুল অবস্থার সহিত সংগ্রাম করিয়া উন্নতি ও সুখের দ্বার উদঘাটিত করিতে তাহার সহস্রাংশের একাংশও ব্যাকুল নই। চক্ষের জল অবিরল ধারে প্রবাহিত কর, দুঃখের অবসান হইবে না। দুঃখের তীব্র কশাঘাতে উত্তেজিত হইয়া কার্যক্ষেত্রে প্রবেশ কর, ভীমবলে দুরবস্থা অপনয়নের জন্য আপনায় প্রাণ নিয়োগ কর, যেজন্য আজ চক্ষের জলে পৃথিবী সিক্ত হইতেছে, সে দুঃখে প্রাণ আজ স্রিয়মাণ হইয়া আছে, অচিরে সে সম্ভাপ চলিয়া যাইবে। ব্যক্তিগত, পরিবার-গত ও জাতিগত যে অপার দুঃখ তাহার হাস হইবে। চিন্তা ও কার্যের একতা আমাদের চরিত্রের প্রধান অভাব। আমাদের চরিত্রে উত্তরের সামঞ্জস্য সম্পাদিত হউক।

“আমি নাস্তিক, ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিনা” অনেক অল্পবুদ্ধি জ্ঞানগর্ভিত যুবককে আজিকালি এই কথা বলিতে শুনা যায়। কিন্তু ঈশ্বরে বিশ্বাস আমাদের প্রকৃতিগত। ঐ প্রকৃতিগত বিশ্বাস জন্ম হইতে উদ্ভূত করা কত কঠিন আমাদের বিবেচনার ঐ সকল কপট নাস্তিকেরা তাহা অগ্রহাবন করিতে অসমর্থ। প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ডেভিড হিউম একজন চর্চা নাস্তিক বলিয়া অগতে পরিচিত। কিন্তু নিজে তাঁহার জীবন চরিত্র হইতে যে আধ্যাত্মিক উদ্ভূত করা হইল, তাহা পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, তিনি তর্কে নাস্তিক হইলেও বীর অন্তর হইতে ঈশ্বরের বিশ্বাস ক্রীড়া করিতে পারেন নাই। ১৭৪২ খ্রিষ্টাব্দে তাঁহার মাতার বৃত্তান্ত পর তাহার বন্ধু বয়েল সাহেব তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ

করিতে গিয়া দেখিলেন, হিউম মাতৃশোকের অত্যন্ত অভিভূত হইয়া পড়িয়াছেন। প্রথম সন্তাষের পর হিউমের শ্রোকের আধিক্য দেখিয়া বয়েল বলিলেন, আপনার নিরীশ্বরতা আপনায় শোকের আতিশয্যের একমাত্র কারণ। নতুবা যদি আপনার ঈশ্বরে ও পরকালে বিশ্বাস থাকিত, তাহাহইলে আপনার ধর্মপরায়ণা মাতা স্বর্গে পরম সুখে বাস করিতে-ছেন, এই বিশ্বাস অন্য আপনার সকল শোক অপনোদন করিত। হিউম উত্তর করিলেন আমি তাত্ত্বিকদিগের তৃপ্তি সাধনের নিমিত্ত নানা প্রকার মত প্রকাশ করি মাত্র, নতুবা আমার জন্মগত ভাব সমুদ্র সাধারণ লোকের হইতে কোন প্রকার বিভিন্ন, এরূপ মনে করিবেন না।

জড়-বাদ।

জড়-বাদীগণ বলেন, সকলের আদি কারণ জড় পদার্থ। সচেতন, জ্ঞান-বুদ্ধি-বিবেক-সম্পন্ন-প্রাণীগণ অচেতন জড় পদার্থ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। জড়বাদ যদি সত্য হয় তাহা হইলে বিশ্বাস করিতে হইবে, আমরা অনন্ত-জ্ঞান-সম্পন্ন ঈশ্বরের সৃষ্ট জীব নই; কিন্তু আমরা সকলেই জড় পদার্থ হইতে সৃষ্ট হইয়াছি। বিশ্বের আদি কারণ কোন জ্ঞানময় পুরুষ নন, কিন্তু জড় পদার্থ। আমরা এই মতের সংক্ষেপ সমালোচনা করিব।

মনে কর এক খণ্ড কুদ্র বা বৃহৎ জড় পদার্থ অনাদি কাল হইতে বর্তমান আছে। আমরা, সহজেই বুঝিতে পারি, সে জড় পদার্থ হইতে কিছুই উৎপন্ন হইতে পারে না। এক খণ্ড প্রস্তর অনন্তকাল হইতে এক স্থানে অবস্থিতি করিবে, যদি অন্য কেহ সে প্রস্তর খণ্ডকে স্থান-ভ্রষ্ট না করে। ইহা আমাদের প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতা হইতে জানিতেছি। অপরের দ্বারা চালিত না হইলে জড় পদার্থের চলিবার কোন কমতা নাই। জড় পদার্থ গতিশীল নহে। এ বিষয় আর কাহাকেও তর্ক করিয়া বুঝাইতে হইবে না। অতএব প্রমাণিত হইল, জড় পদার্থ স্বয়ং গতি উৎপাদন করিতে পারে না।

অতএব জড় পদার্থের গতি হই প্রকারে উৎপন্ন হইতে পারে। (১) যদি গতি-অনাদি কাল হইতে বর্তমান থাকে। (২) যদি জড় পদার্থ হইতে কমতাশালী কোন ক্রবণ গতি

উৎপাদন জড় পদার্থে সংযোগ করে। মনে কর গতি ও অনাদিকাল হইতে বর্তমান। তবুও আমরা বুঝিতে পারি না, অচেতন চিন্তা-বিহীন জড়পদার্থ এবং গতি কি প্রকারে চিন্তা উৎপাদন করিতে পারে। জড় পদার্থ ও গতি মিলিত হইয়া আকার গঠন ও পরিমাণের বিবিধ পরি-
বর্তন করিতে পারে এবং অহর্নিশ পরিবর্তন সংঘটন করি-
তেছে। ভূতত্ত্ববিদগণের মতামতানুসারে পৃথিবী আদিকালে
তরলপদার্থ ছিল, শত সহস্র বৎসর ঘুরিতে ঘুরিতে তরল
পদার্থ কঠিন হইয়াছে; পৃথিবীর উত্তর দক্ষিণ কেন্দ্রে প্রদেশ
চাপিয়া গিয়াছে। কতকাল অতীত হইল পৃথিবীর সৃষ্টি হই-
য়াছে এপদ্যন্ত কেহ নির্ধারণ করিতে সমর্থ হয় নাই; কিন্তু
এই সংখ্যাতীত কাল মধ্যেও পৃথিবী এবং গতি মিলিত
হইয়া একটি চিন্তার ও সৃষ্টি করিতে পারে নাই, একটিও জ্ঞান
পদার্থ উৎপন্ন করিতে সমর্থ হয় নাই। সুতরাং দেখা যাই-
তেছে, যদিও বিশ্বাস করি যে জড় পদার্থ এবং গতি অনন্ত
কাল হইতে বর্তমান, তথাপিও তাহা চিন্তা ও জ্ঞানের মূল
কারণ বলিয়া প্রতিপন্ন হইল না। সৃষ্টির মধ্যে চিন্তা ও
জ্ঞানের মূল তত্ত্ব নির্ণিত হইল না। জড়বাদ চিন্তা ও
জ্ঞানের মূল কারণ নির্ণয় করিতে পারিল না।

জড় পদার্থ আপনাপনি উৎপন্ন হইয়াছে, একথা আমরা
মনেও ধারণা করিতে পারি না। জড় পদার্থ হইতে জ্ঞান
ও চিন্তার উৎপত্তি যেমন সম্পূর্ণ অসম্ভব, শূন্য হইতে জড়
পদার্থ উৎপন্ন হইয়াছে ইহাও তেমনি অসম্ভব। দুই আর
দুই পাঁচ যেমন আমাদের বুদ্ধির অগম্য, শূন্যপদার্থ হইতে
জড়ের উৎপত্তি তেমনি আমাদের বুদ্ধির অগম্য। মানব-
জ্ঞান দ্বারা বিচার করিতে গেলে, এই সিদ্ধান্তে উপনীত
হওয়া যায়,—জড় আপনাপনি উৎপন্ন হয় নাই। জড়ের
কারণ আছে। সকলের আদিকে যদি শূন্য হয়, তবে জড়
পদার্থ উৎপন্ন হইতে পারে না। গতিবিহীন জড় পদার্থ
যদি আদি পদার্থ হয়, তবে অনন্ত গতির উৎপন্ন হইতে
পারে না,—যদি গতি ও জড়-পদার্থ সকলের আদি হয়, তাহা
হইলে চিন্তা ও জ্ঞানের উৎপত্তি হইতে পারে না। সুতরাং
সৃষ্টির মূল তত্ত্বের ব্যাখ্যা করিতে হইলে তিনটি মূল পদার্থের
অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়। (১) জড় পদার্থ। (২) গতি
(৩) চিন্তা ও জ্ঞান, কিন্তু আমরা পূর্বে প্রদর্শন করিয়াছি,
জড়-পদার্থ ও গতির স্বতঃউৎপত্তি মানব-বুদ্ধি কল্পনাতেও
ধারণা করিতে পারে না। অন্য জীবের সম্পর্কে বাহ্য হউক,
কল্পনের পক্ষে জড় পদার্থের আদি কারণ আছে। আমরা
বিশ্বের সর্বত্র জ্ঞান, চিন্তা, প্রেম, ইচ্ছা, কৌশল প্রভৃতির
কার্য দেখিতে পাই। এবং আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই—
জ্ঞানসম্পন্ন পুরুষ বাতীত সেরূপ কার্য আর কেহ করিতে
পারে না, অতএব আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে,
সৃষ্টির মূল কারণ কোন জ্ঞান ও ইচ্ছাময় পুরুষ। এই পুরুষ
কেই মাতৃ স্বর্গ সংজ্ঞায় অভিহিত করে।

প্রস্তোত্তর ।

• জনৈক পুত্র প্রেরক আমাদেরকে দুইটি প্রশ্ন পাঠাইয়া
দিয়াছেন। আমরা যথাসাধ্য নিম্নে তাহার উত্তর প্রদান
করিলাম।

প্রশ্ন। আপনারা যেমন ত্রৈলোক্যপাসনার সময় ঈশ্বরের
এক একটি স্বরূপ গ্রহণ করিয়া উপাসনা করেন, তেমনি
যদি একজন হিন্দু ঈশ্বরের সমস্ত স্বরূপ একত্র করিয়া মনে
ধারণা করিতে না পারে, এবং একটি একটি স্বতন্ত্র করিয়া,
যেমন লক্ষ্মী, সরস্বতী, কালী, দুর্গা, জগদ্ধাত্রী প্রভৃতি ঈশ্বরে
একটি একটি স্বরূপ কল্পনা করিয়া তাহার উপাসনা করে,
তাহাতে কি দোষ ও পাপ হইতে পারে?

উ। ঈশ্বরের সমগ্র স্বরূপ,—তাহার জ্ঞান, শক্তি, পবি-
ত্রতা ও মঙ্গলভাব-সমবিত্ত অনন্ত-স্বরূপ মনুষ্য আপনার ক্ষুদ্র
হৃদয়ে এককালীন ধারণ করিতে অক্ষমতা বশতঃ যদি স্বতন্ত্র
স্বতন্ত্ররূপে তাহার এক একটি স্বরূপ চিন্তায় নিযুক্ত হয়,
তাহাতে কোন দোষ নাই; প্রত্যুতঃ উহাতে অত্যন্ত উপকারই
হইয়া থাকে। আমাদের সংকীর্ণ হৃদয় সেই ত্রৈলোক্য-পূর্ণতার
স্বরূপ লক্ষণ সকল এককালীন আয়তাবলী করিতে গিয়া
পরাস্ত হইয়া পড়ে, সেই জন্য আমরা উপাসনার সময় তাহার
এক একটি গুণ স্বতন্ত্ররূপে চিন্তা করিতে ও তাহা যতদূর
সম্ভব মঙ্গল করিতে চেষ্টা করি।

স্বতন্ত্ররূপে চিন্তা করি বটে, কিন্তু কল্পনা দ্বারা সেই গুণ
গুলিকে গুণের আধার পরমেশ্বর হইতে বিচ্ছিন্ন করি না।
গুণ কখন গুণের আধার হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে পারে না।
শরীরার মিত্ততা শরীরে নিরত বর্তমান; নিদ্রের তিত্ততা
নিদ্রা অভিন্নভাবে স্থিতি করিতেছে। আমরা কল্পনা-শক্তি-
বলে গুণকে গুণের আধার হইতে প্রত্যাহার করিয়া ভাবিতে
পারি, সত্য; কিন্তু তাহা বলিয়াই গুণ বাস্তবিক তাহার
আধার হইতে কখন বিচ্ছিন্ন হইতে পারে না।

পরমেশ্বর সম্বন্ধেও সেইরূপ। তাহার গুণ সকল কখনই
তাহা হইতে ভিন্ন নহে। গুণের চিন্তা দ্বারা আমরা সকল
বস্তুর চিন্তা করি। গুণ ছাড়িয়া দিলে গুণাধার সম্বন্ধে
আমাদের মনে কোন জ্ঞান, কোন ভাবই থাকি সম্ভব নহে।
ঈশ্বর হইতে ঈশ্বরের গুণ সকলকে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিলে,
ঈশ্বরবিষয়ে আমাদের কোন জ্ঞানই থাকিতে পারে না;
এবং সম্পূর্ণরূপ জ্ঞানের অভাবে তাহার উপাসনা হইতে
পারে না; তাহার বিষয়ে চিন্তা অসম্ভব হইয়া পড়ে।

তবে যদি “ঈশ্বরের এক একটি স্বরূপ কল্পনা করিয়া
তাহার উপাসনা” করা যায়, তাহাতে প্রকৃত ঈশ্বরের উপাসনা
হয় না; আমার নিজের কল্পনারই পূজা করা হয়।

সত্য আমাদের লক্ষ্য। আমরা সত্যেরই চির উপাসক।
ঈশ্বরের গুণ গুলিকে লক্ষ্মী, সরস্বতী প্রভৃতি স্বতন্ত্র মূর্তি
দিয়া তাহাদের পূজা করিলে তাহাতে অনাদ্যন্ত পরমেশ্বরের
তো পূজা হইল না, আপনার কল্পনা-সৃষ্ট কতকগুলি দেব-
তার পূজা করা হইল মাত্র। সৃষ্ট পদার্থের উপাসনাকেই

পৌত্তলিকতা বলে; স্বতরাং ঐ প্রকার উপাসনাও পৌত্তলিকতা। তির আর কিছুই নহে।

শরীর মধুরতা শরীর নহে; নিষেধ তিক্ততা নিষেধ নহে; সেইরূপ ঐশ্বর্যের স্বরূপ হইতে তাঁহার কোন গুণকে বিচ্ছিন্ন করিলে তাহাতে কখন ঐশ্বর্য থাকিতে পারে না, আমি আমার কল্পনা দ্বারা তাহাকে সৃষ্টি করিলাম, সে কেমন করিয়া আমার ঐশ্বর্য-কর্তৃবে।

বাস্তবিক হিন্দুগণ পত্র প্রেরকের বর্ণিত প্রণালী অনুসারে দেবার্চনা করেন না। যিনি শৈব, তিনি শিবকেই জগতের কারণ পরমেশ্বররূপে উপাসনা করেন; যিনি ভৃগু, বা কৃষ্ণ বা গণপতির উপাসক তিনি স্রী উপাস্য দেবতাকেই আদি ব্রহ্ম বলিয়া বিশ্বাস করেন। যে পুরাণ যে দেবতার পূজা সমর্থন করে, সে পুরাণে সেই দেবতাকেই সকলের মূল পরমেশ্বর বা পরমেশ্বরীরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। উৎসাহ দেবতা যে পরমেশ্বরের একটি গুণমাত্র, তাঁহার সত্ত্ব অস্তিত্ব নাই, হিন্দুগণ কখনই এপ্রকার বিশ্বাস করেন না। পুরাণাদি শাস্ত্রে কোন কোন স্থলে সে প্রকার কথা আছে বটে, যথা “সাধ-কানঃ হিতার্থায় ব্রহ্মণঃ রূপ কল্পনা” কিন্তু সাধারণ হিন্দুগণের সে প্রকার বিশ্বাস নহে।

যাহারা আপনাদের উপাস্য দেবতাকে ক্ষুদ্র জ্ঞান অল্প, শীত নিবারণের জন্য বস্ত্র, নিদ্রার জন্য শয্যা, মশকের অত্যাচার নিবারণের জন্য মশারি পর্যন্ত দিয়া থাকেন; তাহারা উক্ত শ্লোকোক্তের তাৎপর্য্য কিরূপে বুঝিবেন? পত্র প্রেরক মহাশয়কে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, ঐশ্বর্যের গুণ লইয়া দেবতা করা দূরে থাকুক, মাছুষ আপনাদের গুণ ও প্রকৃতি লইয়াই আপনাদের উপাস্য দেবতা সৃষ্টি করিয়াছে।

পত্র প্রেরক ভ্রমাসা করিয়াছেন যে, তাহার বর্ণিত প্রণালী অনুসারে উপাসনার দোষ কি? দোষ এই যে, তাহাতে মিথ্যার উপাসনা করা হয়; সত্য স্বরূপ ব্রহ্মের উপাসনা হয় না। সত্যের উপাসনা ও মিথ্যার উপাসনায় সে প্রভেদ, এই উভয় প্রকার উপাসনাতে সেই প্রকার প্রভেদ। সত্য পুণের অনুসরণ ও মিথ্যার পুণের অনুসরণের ফল কি কখন সমান হইতে পারে? আলোক ও অন্ধকার কি কখন তুল্য হইতে পারে? যেমন কারণ, তদনুরূপ কার্য্য ইহাই প্রকৃতির নিয়ম। যেমন বৃক্ষ, তাহার ফলও সেইরূপ হইবে।

কিন্তু সংসারে দেখা যায় যে অনেক সময় মিথ্যার মধ্যেও কিয়ৎ পরিমাণ সত্য থাকে। “There is a soul of truth in things. erroneous.” * পৌত্তলিকতার মধ্যেও সত্য আছে; এবং যে পরিমাণে সত্য আছে, সরল পৌত্তলিক অবশ্য সেই পরিমাণে তাহার ফল লাভ করিবেন। সকল প্রকার পৌত্তলিকতার চরম লক্ষ্য ঐশ্বর্য।

পৌত্তলিকতার অনুসরণ করিলে কি পাপ করা হয়? বিধানী, সরল, ও ভক্তিমান পৌত্তলিকগণ যে পৌত্তলিক অনুষ্ঠানের জন্য পরমেশ্বরের নিকট অপরাধী এরূপ কখনই

বলা যায় না। আমাদের ভ্রম তাহান পিতৃ-পিতামহগণ যে পৌত্তলিক-অনুষ্ঠান করিয়া পাপ করিল পিয়াছেন আমরা এরূপ কখনই বলিতে পারি না।

সরল বিদ্বানী সম্বন্ধে এই কথা। কিন্তু যাহারা উপযুক্ত জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, পৌত্তলিকতার মধ্যে যে অসত্য ও কল্পনা রহিয়াছে তাহা অনুভব করিতে পারিয়াছেন, তাহাদের পক্ষে অবশ্য স্বতন্ত্র কথা। অন্ধ কূপে পড়িলে লোকে তাহাকে দূর করে, কিন্তু কোন ব্যক্তি চক্ষু থাকিতে জানিয়া ওজিয়া কূপে পড়িলে সে কন্মার খোঁগা নহে। আজ কাল যে সকল শিক্ষিত ব্যক্তি জানিয়া শুনিয়া সকল বখিয়া পৌত্তলিকতার সহিত বোগ দেন, তাহাদের কার্য্য আমরা সন্মতঃ করণে ঘৃণা করি; তাহারা যে পরমেশ্বরের নিকট গুরুতর অপরাধী তদ্বিবরে সন্দেহ কি?

২য়। প্রশ্ন। যদি মনে কল্পনা করিয়া তাহার পূজা করা যায়, তাহা হইলে সেই সমুদয় কল্পনা আকৃতিতে পরিণত করিয়া তাহার উপাসনা ও পূজা করাতেই বা দোষ কি?

উ। মনে কল্পনা করিয়া পূজা করা যখন দোষ বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে, তখন তাহার আকৃতি নির্মাণ করাও অবশ্য দোষ। প্রথম প্রশ্নের উত্তরেই এ প্রশ্নের উত্তর হইয়াছে।

উপাসনা কণ্টক।

উপাসনার প্রথম কণ্টক অবিদ্যাস। অবিদ্যাস মহাশয়ের অসাড়চিত্ত ভাব অথচ বাণ্যকাল হইতে এক দেশদর্শী শিক্ষাতে অবিদ্যাসই আমাদের বিত্তীয় স্বভাব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কহ চেষ্টা করি কিন্তু আগের মধ্যে হঠাৎ অবিদ্যাস আসিয়া আমার সাধনের সমুদয় আয়োজন বিচ্ছিন্ন করিয়া দেয়। এই অবিদ্যাসের হস্ত হইতে কিরূপে পরিদ্রাব পাটব।

যে বাণ্যকাল হইতে কেবল পৃথিবী বিষয় দেখিয়াও অনুভব করিয়া আসিতেছে, তাহার আধ্যাত্মিক রাজ্যের তত্ত্ব সমুদয় জানিবার যে ইচ্ছা তাহা বিকল হইয়াছে। স্বতরাং প্রথমে আধ্যাত্মিক রাজ্যের সত্য সমুদয় উপলব্ধি করিতে কখনও সমর্থ হইতে পারে না। জ্যামিতি শিক্ষার্থীর যেমন সংজ্ঞা, স্বীকার্য্যও স্বতঃসিদ্ধ না জানিয়া কোন প্রতিজ্ঞা প্রমাণ করিতে যাতায়াত বিভ্রম, ঠিক সেইরূপ আধ্যাত্মিক রাজ্যের প্রাথমিক নিয়ম সমুদয় পালনও সাধন না করিলে মনুষ্য উচ্চতর সত্য লাভের অধিকারী হয় না। অতএব যাহারা প্রথমে ধর্ম্ম সাধন আরম্ভ করেন, তাহাদের এই বিশেষণা করা উচিত যে যাহা কখনও দেখি নাই বা অনুভব করি নাই, তাহাতে প্রথমতঃ অবিদ্যাস হওয়া আশ্চর্য্য নয়। কিন্তু ঐশ্বর্য্য ধারণ করিয়া সাধন করিলে এ অবিদ্যাস বহুদিন থাকে না।

যাহারা কিছুদিন সাধন করিয়া আসিতেছেন, তাহাদের মধ্যেও কত লোক অবিদ্যাসের হস্তে পড়িয়া ধর্ম্ম হইতে বঞ্চিত হন। অনেকে আপনাদের আগের বলে ধর্ম্ম পথে অগ্রসর হইবেন, এই আশা করেন, অবশেষে যখন বিফল সাধনের

হন, তখনই নানা প্রকার অবিবাহ আসিয়া তাঁহাদিগকে আক্রমণ করে। অনেকে কিছুদিন অগ্রসর হইয়া যখন দেখেন ধর্মপথে গমন করিলে সংসারের অনেক সুখে ভলা-ভালি দিতে হয়। তখনই পশ্চাদ্গমন ইন এবং ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর টলিয়া গিয়া নানা অবিবাহে পতিত হন।

অবিবাহ দূর করিবার প্রথম উপায় এইঃ—একটুকু ধর্মভাব জীবনে উপলব্ধি করিলে চিন্তা দ্বারা সেই ভাবকে উজ্জ্বল করিবার চেষ্টা করিতে হইবে, জীবনে সেই ভাবকে সর্ব-ভাবে রক্ষা করিতে হইবে, সর্বদা আগ্রহের সহিত সেই ভাবকে জীবনের সহিত সংশ্লিষ্ট করিবার জন্য প্রার্থনা করিতে হইবে।

ঈশ্বর জ্ঞাত অশুভগতে ও বহিজগতে প্রাণরূপে বর্তমান থাকিয়া সমুদয় রক্ষণাবেক্ষণও পরিচালন করিতেছেন, এইটি স্পষ্টরূপে অনুভব করিলে চেষ্টা অবিবাহ দূরের বিকীর উপায়।

উপাসনার দ্বিতীয় কটক অলসতা। শোণিত যেমন শরীরের সৌভাগ্য রক্ষা করে উৎসাহ তেমনি প্রাণের সজীবতা রক্ষা করে। একজন উপাসনা স্থলে নিরমিতরূপে আসিতে পারেন, প্রতিদিন প্রাতঃসন্ধ্যা উপাসনা করিতে পারেন, তিনি হুচরিত্র ও স্নানীতি পরায়ণ হইতে পারেন, কিন্তু যদি প্রাণে উৎসাহ না থাকে, যদি সকল কাগাই ভাল মানুষের মত নিজীবভাবে সম্পন্ন করেন, তাহা হইলে পঞ্চাশ বৎসরেও তাঁহার বিশেষ উন্নতি লক্ষিত হইবে না। দশ বৎসর পূর্বেও তাঁহাকে যে অবস্থার দেখিয়াছি আজও তাঁহাকে সেই অবস্থার দেখিতে পাইব। একজন উৎসাহশীল যৌবন নারকী যদি পাপ পথ পরিত্যাগ করে, তবে সে অতি অল্প দিনে ঐ নিজীব মানুষ বাকি অপেক্ষা অধিক উন্নত হইতে পারে। ভাল হওয়ার ইচ্ছা থাকিলেই লোক ভাল হইতে পারে না, সংসারে অসংখ্য প্রতিবন্ধক, সে সমুদায় উন্নয়ন করিবার জন্য অদম্য উৎসাহের প্রয়োজন।

অলসতা দূরের প্রথম উপায়ঃ—জীবনের আদর্শটিকে সর্বদা সম্মুখে জাজ্জল্যমান রাখিতে হইবে। আদর্শ সম্মুখে বর্তমান থাকিলে প্রাণের সমুদয় শক্তি ও ইচ্ছা তাহা জীবনে পরিণত করিবার জন্য বলবতী হইয়া উঠে। আদর্শ উজ্জ্বল থাকিতে কখনও মৃত্যুবরণ হইতে পারে না।

দ্বিতীয়তঃ—লক্ষ্য কতদূর সাধন হইল অর্থাৎ লক্ষ্যের দিকে কতদূর অগ্রসর হইয়াছি, আর কতদূর আটকে, এটি চিন্তা করা উচিত। বর্তমান অগ্রসর হইয়াছি ততক্ষণ প্রাণ আশা ও উৎসাহে পূর্ণ হইয়া বিগুণ বলে অগ্রসর হইতে থাকে। পথিক যেমন সন্ধ্যার প্রাকালে গম্য স্থান লাভ করিবার জন্য উজ্জ্বল পথ চলিতে থাকে, লক্ষ্যের দূরতা অনুভব করিয়াও ধর্ম পথের ব্যতীর্ণগণ তেমনি কোন ক্রমকে বেশ মনে না করিয়া অগ্রসর হইয়া থাকেন। অতএব কত পথ আনিয়াছি কত পথ বাকী প্রতিদিন তাহা নির্জনে চিন্তা করা ধর্মসাধকদিগের নিত্য প্রয়োজন।

উপাসনার তৃতীয় কটক—ধর্মভাবের বিকলোচ্চারণ করা। সাধন করিতে করিতে সাধনের ফল প্রত্যেক জীবনে স্পষ্ট পরিলক্ষিত হয়। ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস নিষ্ঠাও তত্ব বৃদ্ধি পায়,

পাপ সমুদয় হীন প্রাণ হইয়া পড়ে, প্রাণে পবিত্র বায়ু সঞ্চারিত হইতে থাকে, সদিচ্ছা, সচ্ছন্দসাহে প্রাণ পরিপূর্ণ হইয়া যায়। কিন্তু একবার এই উদ্যোগ পবিত্র ও সত্যবোধ বিকলোচ্চারণ করিলে আর সে ভাব সহজে লাভ করা যায় না। এই পবিত্র ভাবের বিকলোচ্চারণ মহাপাপ। বারংবার এ ভাবের প্রতিরোধ করিলে, সে ভাবের প্রতি অবিবাহ হয় এবং অবশেষে এ ভাবের মুখ আর প্রাণে দর্শন করা যায় না। ধর্মভাব স্বর্গের পবিত্র কুসুম। ইহার নিয়ে সর্বতনে জল সিকণ কর, পুষ্প স্বীয় গন্ধে চারিদিক আশ্রয়িত করিবে, স্বীয় স্নানার্থে দর্শকের মন মোহিত করিবে। হস্ত স্পর্শ কর, পুষ্প সেই মুহূর্ত্তে মলিন হইয়া যাইবে, ইহার লাবণ্য ও সৌরভ লুপ্ত হইবে। এই ধর্মভাবকে কোমল রমণী স্নদয়ের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। রমণী স্নদয় যেমন ভাল বাসার কাকালী, ভালবাসা পাইলে হৃদয় ক্রমশঃ তুলু করিয়া আশ্রয় স্থল সৌভাগ্য উপেক্ষা করিয়া প্রাণ পণীয় বলিদান করিতে ভীত হয় না, এ ভাবকেও সমাদর করিলে, এ ভাব সমুদয় বাধা বিপত্তি অতিক্রম করিয়া নরকে স্বর্গ শোভা প্রদর্শন করে, মানুষকে স্বর্গীয় শোভায় শোভমান করে। মানুষ এ ভাবে পরিচালিত হইলে পৃথিবীকে তুলু করিতে পারে। রমণীর সহিত করুণ ব্যবহার কর, তাহার লাবণ্য দেখিতে দেখিতে বিলুপ্ত হইবে। তাহার স্নদয়ে সে তরঙ্গ সে মাহুগা কিলীন হইয়া বাটবে এই ধর্মভাবকেও একবার অনাদর কর ইহা দেখিতে দেখিতে অশুদ্ধ হইবে। অতএব সাধক! সর্বতনে ইহাকে প্রাণের মধ্যে রক্ষা কর।

উপাসনা সঙ্কেত।

ঈশ্বরকে সমস্তাগ করাট উপাসনা। ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করিয়া তাহাতে যত্ন ও আসক্ত হওয়াই উপাসনার প্রকৃত লক্ষ্য। জড় জগৎ পর্যালোচনা দ্বারা ঈশ্বরের সত্তা উপলব্ধি করিতে হইবে কিন্তু তাহা প্রকৃত উপাসনা নহে। যখন কাগ্য দেখিতেছি তখন অবশ্য কারণ আছে, কারণ ব্যতীত কোন কাগ্যের উৎপত্তি হইতে পারে না। এইরূপ যুক্তি পরস্পরা দ্বারা ঈশ্বরের সত্তা স্থির করা কঠোর ওক ঈশ্বরের কল্যাণ মাত্র। ইহা প্রকৃত উপাসনা নহে। কোন যুক্তি, আশ্রয় অবলম্বন না করিয়া যখন নিজের সত্তার ন্যায় ঈশ্বরকে জাজ্জল্যমান রূপে প্রত্যক্ষ করিতে পারি তখনই প্রকৃত উপাসনা আরম্ভ হয়। একরূপ সত্তা অনুভব করিতে পারিলে ঈশ্বরের নিত্য আগ্রহ অতিশয় ভাব আত্মাতে স্পষ্ট প্রকাশিত হয়। তখন জড় জগতের অস্তিত্ব দ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে হয় না, ঈশ্বরের অধিষ্ঠানে জগৎ বর্তমান ইহাই প্রকৃতি হয়। অতএব উপাসনার দুইটি লক্ষ্য (১) ঈশ্বরকে জড় জগতের বহুর ন্যায় প্রত্যক্ষ করা (২) ঈশ্বরে আমাদের আত্মার অবিচ্ছিন্ন অধিষ্ঠিত। উপাসনাই মানুষের মনে একপ্রকার বিশ্বাস উৎপাদনে যান কারণ। কি উপায় অবলম্বন করিলে এ প্রকার বিশ্বাস

লাজকরা যার তাহাই এ প্রস্তাবের আলোচ্য বিষয়। আমরা যে প্রশালীতে উপাসনা করিয়া থাকি, তাহার চারি অঙ্গ (১) উদ্বোধন (২) আরাধনা (৩) ধ্যান (৪) প্রার্থনা। উপাসনার কোন অঙ্গ কি প্রকার ভাবের সহিত সম্পন্ন করা উচিত তাহাই আলোচনা করা যাইতেছে।

উদ্বোধন।

উদ্বোধনের দ্বারা এই কয়েকটি ভাব মনে উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করা উচিত (১) একটি সর্বব্যাপী সর্বগত জ্ঞানময় জীবন সমুদয় জগৎকে অবিরণ করিয়া রহিয়াছেন। যেমন আত্মার অধিষ্ঠানে শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল সংশ্লিষ্ট হইবে, সেইরূপ তাহার অধিষ্ঠানে জগতের চৈতন্য অচেতন সমুদয় পদার্থের জীবন, সৌন্দর্য ও বল, ইহা উপলব্ধি করিতে হইবে।

(২) তাহার সহিত নিজের সম্বন্ধ অহুত্ব করিতে হইবে। তিনি আত্মার আমি আশ্রিত, তিনি পিতা আমি পুত্র, তিনি গুরু আমি শিষ্য, তিনি প্রভু আমি ভূতা, তিনি উপাস্য আমি উপাসক ইত্যাদি সম্বন্ধ প্রত্যক্ষ করিতে হইবে।

(৩) তাহার সম্মুখে আপনাকে নিতান্ত দীন হীন ও অহুত্ব-যুক্ত মনে তুলিয়া উপস্থিত হইতে হইবে। তাহার অসীম মহত্ত্ব ও পবিত্রতা এবং নিজের পাপ কলঙ্ক ও নানা প্রকার অযোগ্যতা অহুত্ব করিতে হইবে। একান্ত বিনীত ও অহুত্ব-যুক্ত হইয়া তাহার নিকটে দণ্ডায়মান হইলেই আরাধনাতে প্রবৃত্ত হওয়ার অবস্থা উপস্থিত হইল।

আরাধনা।

“সত্যং জ্ঞানমনসং ব্রহ্ম আনন্দরূপমমৃতং।

বহিভাতি শান্তং শিবমৈবং শুদ্ধমপাখিকং ॥

এইটি উপাসনার প্রকৃত আরাধনা। যখন তাহার সত্য-স্বরূপ চিন্তা করি, তখন তাহা বাতীত সমুদয়ই যে অসত্য তাহা উপলব্ধি হইবে। যখনই তাহার সত্য ভাব জানা যায়, তখনই জগৎকে অসত্য বলিয়া তাহাকে পাইতে ইচ্ছা হয় এবং নিজের অনত্য ভাবের প্রতি দৃষ্টিপড়তে তাহা হইতে পরিজ্ঞান পাইতে ইচ্ছা হয় এবং তিনি যে প্রাণ স্বরূপ তাহা বাতীত আমরা যে কিছুই নই, তাহা উপলব্ধি হয়। তিনি জ্ঞান স্বরূপ অর্থাৎ আমাদের দৈখিক চৈতন্য, এইটুকু অহুত্ব করিলে, ত্রিভুবনের রাজা পরমহংসবর্ণী দরিদ্রকে দর্শন করিলে দরিদ্রের মনে যেমন ভাব হয়, আমাদের মনেও সেইরূপ ভাবের উদ্রেক হয়। তিনি মহান্ অনন্ত এই ভাব মনে আসিবা মাত্রই অন্তর যত কেন উদ্ভত হউক না, পৃথিবীর ধূলির ন্যায় আত্মা বিনীত হইয়া পড়ে। তিনি আনন্দ স্বরূপ, যে আনন্দ জীবন্ত ভাবে পৃথিবীর সর্ব বটনার বিচরণ করিতেছে। সে আনন্দ অহুত্ব করিলে, সংসারের সুখ অকিঞ্চিৎকর ও কণ বিকল্য বোধ হয়, আত্মা আনন্দময়ের আশ্রয়ে গিয়া পতিত হয়; যদিও তাহার নিকট সহস্র দোষে কলঙ্কীকৃত্যপি তাহার নিকট বাইতে সাহস হয়, পরিজ্ঞানের আশা হয় ও তাহাকে নিকট বলিয়া বোধ হয়। তখন তাহাকে দীন করিয়া তাহার বলিতে প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠে, তাহার দিকে

প্রেম-স্নেহ প্রবাহিত হইয়া থাকে এবং প্রাণমাত্র তিনিই যে ভক্তি ও প্রেমের আশ্রয় তাহা অহুত্ব হয়। ঈশ্বর পুণ্যময় যেই এই ভাব মনে উদয় হয়, অমনি নিজের অসারতা ও পাপের প্রতি দৃষ্টিপতিত হয় এবং ঈশ্বরের ন্যায় পবিত্র হইবার ইচ্ছা জন্মে ও তাহার পবিত্র ক্রিয়ণে পাপীর হৃদয়ে নূতন জীবন্ত আলো প্রবেশ করে।

এইরূপে আরাধনা দ্বারা উপাসক আপনার জীবনের কোন অংশে অত্যাচার আছে, তাহা বিলম্বন রূপে দেখিতে পান। যেমন আলোকের দর্শন না হইলে অন্ধকারের রূপ ও তারতম্য দ্বারা তাহার অকিঞ্চিৎকর অহুত্ব করা যায় না, সেইরূপ অহুত্বরূপে এই আরাধনা উপাসনাটি না হইলে, হৃদয়ের পাপজনিত কষ্ট অহুত্ব করা যায় না। এই প্রকার উপাসনাকেই আত্মার সমুদয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সম্যক রূপে পরিচালিত হয়। মধুমক্ষিকা যেমন আপনা তুলিয়া মধুভাণ্ডে পতিত হয়, আত্মাও সেইরূপ বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া পরব্রহ্মের ধ্যান-সাগরে নিমগ্ন হয়।

ধ্যান।

আমাদের উপাস্য দেবতা সম্পূর্ণ ইন্দ্রিয়াতীত ও আধ্যাত্মিক। আমাদের ধর্ম জীবনও ইন্দ্রিয়াতীত,—আধ্যাত্মিক জগতের ক্রিয়া মাত্র। এই জন্য ধ্যানের বিশেষ প্রয়োজন। আধ্যাত্মিক জগৎ ও ঈশ্বরকে ইন্দ্রিয়গোচর পদার্থের ন্যায় আত্মাতে অহুত্ব শিকাই ধ্যান। অন্তর্জগতে প্রবেশ করিয়া ঈশ্বরকে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিতে না পারিলে, তাহার প্রতি প্রেম ও ভক্তি, এবং তাহার ইচ্ছা পালনের ভাব কেন হইবে? অনেকেই আধ্যাত্মিক জগতে প্রবেশ করিয়া ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ অহুত্ব করিতে পারে না বলিয়াই, কেবল বাহিরের আভ্যন্তর পূর্ণ কার্য কলাপ দ্বারা ধর্মভূক্তা চরিতার্থ করিতে বাধ্য হয়।

ধ্যান ধর্ম সাধনের একটি প্রধান অঙ্গ। ধ্যানের দ্বারা জীবনে তিনটি ফল লাভ হয়। (১) মনের শাসন। (২) ধর্ম ভাবের স্বাভাবিকতা। (৩) অন্তর্জগৎ ও ঈশ্বরভাবের প্রত্যক্ষ অহুত্ব।

(১) উপাসনার প্রধান প্রতিবন্ধক মনের ঝলমলতা। সচরাচর দেখা যায়, উপাসনা ও প্রার্থনার সময় মন সহসা অজ্ঞাতসারে দৌড়িয়া বিষয়াস্তরে নিযুক্ত হয়। এইরূপ অস্থিরতা লইয়া আধ্যাত্মিক জগতে প্রবেশ অসম্ভব। শান্ত সমাহিতমন না হইলে কখনও ধর্মরাজ্যে প্রবেশাধিকার হয় না। বাহিরের কোন উপায়ই মানসিক চঞ্চলতা নিবৃত্ত করিতে পারে না। অতএব হৃদয়কে স্থির ও সমাহিত করার জন্য ধ্যানের আবশ্যক। সাধারণতঃ আত্মার অপবিত্র ভাব-যোগই চিত্ত চাকল্যের প্রধান কারণ। অতএব ঈশ্বরের পবিত্র ভাব লইয়া, নিভৃত পুরাতন ভূমিত ভাবকে বিস্তৃত করিতে হইবে। এই রূপেই হৃদয় শাসন হয়।

(২) এখন আমাদের প্রতি হল যে পাপই যেন স্বাভাবিক ও ধর্ম স্বাভাবিক। পাপাশ্রয়ান অতি সহজে হয়, ধর্মোপার্জন অনেক চেষ্টা ও যত্নে হইয়া থাকে। আমরা

দেখিতে পাই। ধর্মের সমুদয় ব্যাপার সম্পূর্ণরূপে ইচ্ছার অধীনে নহে। বহিঃকর্তার প্রয়োজনীয় সমস্ত বস্তুই যেমন সংগ্রহ করিতে হয়, সেইরূপ আধ্যাত্মিক জগতের ব্যাপার সকল আমাদের নিজের জিনিশ নয়, অন্য হইতে লইতে হয়। আধ্যাত্মিক পদার্থের সঙ্গে যদি স্থায়ীরূপে যোগ প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা হইলেই ধর্ম স্বাভাবিক হইতে পারে। সেই যোগ সাধনের জন্যই ধ্যানের প্রয়োজন।

(৩) ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ জীবন্ত আবির্ভাব উপলব্ধি করা ধ্যানের একটি প্রধান অঙ্গ। অনেক সময় আমরা জগতের কার্যকোশল ও ঈশ্বরের দুই একটি স্বরূপ চিন্তা করিয়া তাঁহার উপাসনা করিতে বাই। কিন্তু তদুপায় বাস্তবিক তিনি যাহা তাহা অনুভব করিতে সমর্থ হইল না। এজন্য ঈশ্বরের রূপার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া ধ্যান ধারণা দ্বারা তাঁহার উজ্জল সত্তা উপলব্ধি করিতে মনোযোগী হওয়া চাই।

ধ্যানের পূর্বে সজীব অন্তর্দৃষ্টি ও আত্মবোধ আবশ্যিক। ইন্দ্রিয়াতীত আত্মাকে উপলব্ধি করিয়া লক্ষ্যের সহিত তাহাকে সংযুক্ত করিতে হইবে। তবেই মনের একাগ্রতা সম্পাদিত হইবে। কারণ এক ভাবে এক লক্ষ্যে দৃষ্টি স্থাপিত না হইলে ধ্যানের আরম্ভ হয় না। আত্মাতে ঈশ্বরের অবস্থিতি অনুভব করিতে হইবে। তিনি আত্মার মধ্যে ওতপ্রোত হইয়া রহিয়াছেন, আমি তাঁহা হইতে কোন রূপেই দূরে থাকিতে পারি না। ঈশ্বরের এই জীবন্ত সত্তা উপলব্ধি করা চাই।

প্রার্থনা।

ধ্যানে ঈশ্বরকে অনুভব করা যায়, এই জন্যই তাহার পর প্রার্থনা সুভাবসিদ্ধ। প্রার্থনা সম্বন্ধে আমাদের কয়েকটি বিষয় সাধন করিতে হইবে।

(১) প্রার্থনা জন্মের চিরস্থায়ীভাব হওয়া উচিত। প্রত্যেক কার্যে, প্রত্যেক মুহূর্তে, অনন্তকাল পর্যন্ত প্রার্থনা জন্মের স্বাভাবিক ভাব হইবে। তাহার বিরুদ্ধে কোন ভাব উপস্থিত হইলেই প্রাণে আঘাত লাগিবে। কোন সময়েই সেই প্রার্থনার ভাব জন্ম হইতে দূর হইতে পারিবে না। যেমন আহারীয় সার বস্তু রক্ত মাংস রূপে পরিণত হইয়া শরীরের সহিত মিলিত হইয়া যায়, সেইরূপ জন্ম হইতে যে প্রার্থনা প্রকৃতভাবে বহির্গত হইবে, তাহা সকল সময়েই আত্মার সহিত মিলিয়া থাকিবে। যাহার ধনস্পৃহা বলবতী সে যেমন জীবনের প্রত্যেক কার্যে উক্ত স্পৃহার পরিচয় দেয় এবং ঐ স্পৃহাটি তাহার জীবনে চিরদিনের জন্য বদ্ধমূল রাখে, সেইরূপ প্রার্থনার ভাব জীবনের প্রত্যেক কার্যে প্রকাশিত হওয়া চাই এবং জীবনে বদ্ধমূল হওয়া আবশ্যিক। এইরূপে প্রার্থনা আত্মার স্বাভাবিক ভাব না হইলে, প্রকৃত রূপে ফল লাভ হইতে পারে না। এবং যে প্রার্থনা জীবনে বদ্ধমূল না হয় তাহা প্রকৃত প্রার্থনা নহে।

(২) যে অভাবের জন্য জন্মের প্রকৃত বন্ধনা ও ব্যাকুলতা না হয়, তাহার অন্য প্রার্থনা করা উচিত নহে। প্রার্থনা করা উচিত বলিয়া প্রার্থনা করিবে না। ব্যাকুল জন্মে

যথার্থ অভাব বোধ না করিয়া প্রার্থনা করিলে ঈশ্বর তাহা পূর্ণ করেন না এবং অভাব বোধ না করিয়া প্রার্থনা করিলে অবি-
শ্বাস জন্মে। যখন অভাব বোধ না হইবে, তখন করনা করিয়া অভাব বুঝিয়া প্রার্থনা করা উচিত নহে; এমনতরালে “হে ঈশ্বর আমি অভাব বোধিতে পারি না এ দুর্দশা হইতে আমাকে রক্ষা কর” এই বলিয়া প্রার্থনা করা উচিত। চিন্তা করিয়া অবোধ করিয়া অভাব ব্যতির পূর্বক প্রার্থনা করিলে প্রকৃত ফল লাভ হয় না।

(৩) যে বিষয়ের জন্য প্রার্থনা করা যায় তাহা লাভের জন্য দৃঢ় আশা ও বিশ্বাস রাখিতে হইবে। ঈশ্বর আমার কথা শুনিতেছেন, তিনি আমার দুঃখ নিশ্চয়ই মোচন করিবেন, কখনই আমাকে নিরাশ করিবেন না, জীবনের প্রত্যেক ঘটনায় জানিয়াছি তিনি কখনও আমাকে পরিত্যাগ করেন না, এই নিশ্চয় দৃঢ় বিশ্বাস হইলে তখনই প্রার্থনার ফল অনুকূলে লাভ হয়; হৃদয়ে শান্তি, পবিত্রতা ও বুদ্ধি হইতে থাকে।

আমাদের প্রতিদিনের প্রার্থনার যোগ থাকিবে। আমরা আজ একরূপ, কাল অন্যরূপ প্রার্থনা করি; কিন্তু একরূপ প্রার্থনা না করিয়া বাহ্যতে প্রত্যেক দিনের প্রার্থনার সহিত প্রত্যেকের যোগ থাকিতে পারে, তজ্জন্য বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্তব্য। প্রত্যেক বিশেষ প্রার্থনা মূল একটি প্রার্থনার সাহায্যকারী মাত্র। ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস পূর্বক নির্ভরই প্রার্থনা সফল হইবার বিশেষ সহায়। ঈশ্বরকে যিনি প্রাণ দিয়া বিশ্বাস করেন না, তাহার প্রার্থনা সফল হইবার পক্ষে বহু বিঘ্ন।

প্রচারার্থীদিগের প্রথম বার্ষিক পরীক্ষার প্রশ্ন।

২২ এ মার্চ—১৮৮১।

পরীক্ষক ত্রিযুক্ত যত্নাথ চক্রবর্তী।

১। (ক) ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কি কি প্রমাণ আছে এবং সর্বাপেক্ষা প্রবল প্রমাণ কি? (খ) অস্তিত্ব সম্বন্ধে কার্য-মূলক ও কারণ-মূলক যুক্তি কি কি?

২। (ক) ঈশ্বরকে কেবল সর্বশক্তিমান বলিলে কি দোষ? (খ) তাঁহার ন্যায়-ভাব ও দয়া এতদুভয়ের সামঞ্জস্য কি রূপে হইতে পারে?

৩। (ক) পরলোকের অস্তিত্ব বিষয়ে প্রমাণ কি? (খ) পরলোক বলিয়া কোন একটি নির্দিষ্ট স্থান আছে ইহা আমরা স্বীকার করি কি না? যদি করি তাহা কোথায়, যদি না করি তবে আমাদের পরলোক সম্বন্ধে মত কি?

৪। (ক) ঈশ্বরের উপাসনার আবশ্যিকতা ব্যাখ্যান কর। (খ) উপাসনার কয় সচরাচর বলা হইয়া থাকে?

৫। (ক) মুক্তি কাহাকে বলে? (খ) সম্পূর্ণ মুক্ত অবস্থা একটি স্থায়ী অবস্থা কি না? (গ) যদি মনুষ্যের স্বাধীনতা না থাকিত, তাহা হইলে মুক্তির প্রয়োজন থাকিত কি না? (ঘ) মুক্তি লাভের উপায় কি কি? (ঙ) মুক্তির ভাবগত ও অভাব-গত ব্যাখ্যান কর।

৬। ধর্ম ও বিবরণ দুইটা পরস্পর বিরোধী কি না এবং ভাষাভেদে সামঞ্জস্য কি প্রকারে সম্ভব ?

৭। ধর্ম ও নরক লব্ধে ব্রাহ্মধর্মের মত অন্যান্য ধর্মের সহিত কি প্রভেদ ?

প্রাদেশীয় ব্রাহ্মসমাজ ।

দারজিলিং ।

দারজিলিং ব্রাহ্মসমাজের উৎসব নিম্ন লিখিত রূপে সম্পন্ন হইয়াছে ।

২৮এ চৈত্র পূর্ণিমা, অপরাহ্ন ৬ টা হইতে বার্মালা বক্তৃতা, এবং উৎসবের উদ্বোধন ।

২৯এ চৈত্র রবিবার, প্রাতঃ ৭টা হইতে ১০টা উপাসনা ; অপরাহ্ন ১টা হইতে ৩টা নেপালী ভাষায় উপাসনা, ৩টা হইতে ৫টা বার্মালা ভাষায় উপাসনা, ৫টা হইতে ৬টা সঙ্গীত, ৭টা হইতে ৯টা সাংকলীন উপাসনা ।

৩০এ চৈত্র সোমবার, প্রাতঃ ৭টা হইতে ১০টা উপাসনা ১টা হইতে ২টা সঙ্গীত ও সমালোচনা, ২টা হইতে ৪টা ব্যাখ্যান, ৪টা হইতে ৫টা সঙ্গীত, ৫টা হইতে বার্মালা বক্তৃতা, ৭টা হইতে ৯টা উপাসনা ।

১লা বৈশাখ মঙ্গলবার, প্রাতঃ ৭টা হইতে ৯টা, ও সাংকলীন ৭টা হইতে ৯টা উপাসনা ।

২রা বৈশাখ বুধবার ত্রিযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তীর ভবনে পারিবারিক উপাসনা ।

৩রা বৈশাখ রুহপতিবার, সাংকলীন ৬টা হইতে বার্মালা বক্তৃতা, ও উপাসনা ।

৪ঠা বৈশাখ শুক্রবার, প্রাতে (Park) প্রান্তরে উপাসনা, সাংকলীন ত্রিযুক্ত মতিলাল হালদারের ভবনে পারিবারিক উপাসনা ।

৫ই শনিবার, প্রাতে নিম্নলিখিত অরুণ উপাসনা ; সাংকলীন ৭টা হইতে ৯টা ব্রাহ্মমন্দিরে উপাসনা ।

৬ই রবিবার, প্রাতঃ ৭টা হইতে ১০টা উপাসনা ; ১টা হইতে ৩টা নেপালী ভাষায় উপাসনা ; ৩টা হইতে ৫টা ব্যাখ্যান, ৫টা হইতে বার্মালা বক্তৃতা, ৭টা হইতে ৯টা সাংকলীন উপাসনা ।

এবংসর নেপালী ভাষায় “ ব্রহ্মোপাসনা পদ্ধতি ” তথাকার সমাজ কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে এবং প্রতি সপ্তাহে নেপালী ভাষায় সমাজমন্দিরে উপদেশ প্রদত্ত হইয়া থাকে । কয়েকটি নেপালী যুবক নিয়মিত রূপে আসিয়া থাকেন । আশ্রয় স্থানীয় সুখী হইলাম সমাজ হইতে ৪টি নৈশবিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ হইয়াছে । ইহার মধ্যে ৩টি খোলা হইয়াছে ।

পাবনাব্রাহ্মসমাজের সহকারী সম্পাদক বাবু শশধর চাহাড়ী লিখিয়াছেন—

পাবনাব্রাহ্মসমাজের পঞ্চবিংশতি সাপ্তাহিক উৎসব বিবরণ নিয়ে লিখিত হইল অল্পগ্রহ পূর্বক তত্ত্বকৌমুদীর এক পার্শ্ব স্থান দিয়া বাধিত করিবেন ।

৪ঠা বৈশাখ শুক্রবার—অদ্য অপরাহ্ন ৬ ঘটিকার সময় ত্রিযুক্ত পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন মঠাশর দারজিলিং হইতে এখানে আসিয়া উপস্থিত হন । সাংকলীন সমাজে উপাসনা হয় ।

৫ই বৈশাখ শনিবার—প্রাতে ৭ ঘটিকার সময় উপাসনা হয় । উপাসনার পর রামকুমার বাবু যে উপদেশ দেন তাহা অত্যন্ত মধুর হইয়াছিল । অপরাহ্ন ৬ ঘটিকার সময় রামকুমার বাবু অত্র বঙ্গ বিদ্যালয় গৃহে “মহাবোধ ও মহাযাগের বিকাশ” বিষয়ে এক বক্তৃতা করেন । আকাশের তুর্যোগ নিবন্ধন আশামুগ্ন লোকসমাগম হয় নাই ।

৬ই বৈশাখ রবিবার—প্রাতে ৭ ঘটিকার সময় আরম্ভ করিয়া বেলা ১০টা পর্যন্ত উপাসনা, সংগীত ও সঙ্গীতন হয় । ২টা হইতে ৪টা পর্যন্ত আলোচনা ও বিবিধ ধর্ম্মালাপ হয় । আলোচনার অনেকেই আশ্রমের সহিত যোগ দিয়া ছিলেন । ৫টা হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত অত্যন্ত উৎসাহের সহিত কীর্তন করা হইয়াছিল । রাত্রি ৭টাটার সময় আরম্ভ করিয়া ১০টা পর্যন্ত উপাসনা হইয়া উৎসব শেষ হয় । উপাসনান্তে ও অত্যন্ত মত্ততার সহিত কীর্তন পাওয়া হইয়াছিল ।

৭ই বৈশাখ সোমবার—অদ্য অপরাহ্ন ৬ ঘটিকার সময় রামকুমার বাবু বঙ্গবিদ্যালয়-গৃহে “সার্বভৌমিক ধর্ম্ম” বিষয়ে আর এক বক্তৃতা করেন । অদ্যকার বক্তৃতা অত্যন্ত জরগ্রাহী হইয়াছিল । বক্তৃতা শুনিয়া অনেকেই স্তম্ভ হইয়াছিলেন ।

৮ই বৈশাখ মঙ্গলবার—অদ্য প্রাতে ৭ ঘটিকার সময় রামকুমার বাবু অত্র গবর্ণমেন্ট স্কুলের ছাত্রদিগের নিকট “চরিত্র” বিষয়ে এক বক্তৃতা করেন । অপরাহ্ন ৫টা ঘটিকার সময় নগর সঙ্গীতন বাহির করিবার জন্য সমুদয় আয়োজন করা হইয়াছিল ; কিন্তু সেই সময় হইতে অত্যন্ত বৃষ্টি আরম্ভ হওয়ায় সংকীর্ণনের দল বাহির হইতে পারে নাই । রামকুমার বাবু আর অপেক্ষা করিতে পারিলেন না ; তিনি পর দিবস প্রাতঃকালে কুটীয়া চলিয়া গেলেন । তৎপর রবিবার অপরাহ্নে নগর সংকীর্ণন বাহির করা হইয়াছিল । এবার এসময়ে এ স্থানে অত্যন্ত গরম হওয়ায় এবং ওলাউটার প্রাহুর্ভাব বশতঃ উপাসনায় এবং বক্তৃতা দিতে তাদৃশ লোক-সমাগম হয় নাই ।

ব্রাহ্ম সমাজ ।

পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোপাধ্যায় মহাশয় এখনও গয়া অবস্থিত করিতেছেন । বাহালা ব্রাহ্ম নন, তাঁহারও অত্যন্ত আগ্রহ ও উৎসাহের সহিত তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণ করিতেছেন ।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মাস্ত্রাজ হইতে রাজমহেন্দ্রী হইয়া কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিয়াছেন । ঈশ্বর তাঁহার কার্যের প্রতি আশীর্বাদ বর্ষণ করিয়াছেন । মাস্ত্রাজের বঙ্গগণ তাঁহারে একটি বড়ী এবং কেইবাছাইয়ের বঙ্গগণ একটি রৌপ্য প্লাস তাঁহারে উপহার দিয়াছেন ।

পণ্ডিত ব্রাহ্মসমাজের বিদ্যারূপ ঢাকা নগরে গমন করিয়াছেন। ঢাকা প্রকাশ পাঠে অবগত হওয়া গেল, তিনি তথায় “ঈশ্বর ও মানবাত্মা” বিষয়ে অতি উৎকৃষ্ট এক বক্তৃতা করিয়াছেন।

আমরা শুনিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম ঢাকার ছাত্রগণ “পূর্ববঙ্গ ছাত্রসমাজ” নাম দিয়া উপাসনার জন্য একটি সভা-সংস্থাপন করিয়াছেন।

কলিকাতার যুবকদিগের মধ্যে ধর্মের বিশেষ আন্দোলন উঠিয়াছে। যুবকগণ উৎসাহের সহিত ধর্ম শিক্ষার জন্য দুইটি শ্রেণী খুলিয়াছেন। তাহাতে প্রায় ৬০-৮০টি যুবক উৎসাহের সহিত ঈশ্বর-তত্ত্ব সমুদয় শিক্ষা করিতেছেন। এই সমুদয় যুবকদিগের জন্য প্রতি বুধবার অপরাহ্নে উপাসনা হইয়া থাকে। ইহাধিকের নৈতিক উন্নতির জন্যও কয়েকটি সভা সংস্থাপিত আছে। এই সমুদায় দেখিয়া আমরা পুলকিত হইয়াছি, ধর্মের জন্য কয়েকটি যুবক বাকুল হইয়াছেন। অল্প বয়স্ক বালকদিগের ধর্ম ও নীতি শিক্ষার জন্যও প্রতি রবিবার অপরাহ্নে উপদেশ হইয়া থাকে; তাহাতেও অনেকটি বালক বিশেষ উপকৃত হইতেছে।

কলিকাতার ন্যায় ভবানীপুর ও কালিঘাটেও যুবকদিগের মধ্যে ধর্মের আন্দোলন উঠিয়াছে। কয়েকটি যুবক উৎসাহের সহিত কালীঘাটে একটি ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিয়াছেন। প্রতি শনিবার রাত্রিতে ভবানীপুরেও আর একটি উপাসনা সমাজ গঠন করিয়াছেন। প্রতি শনিবার ধর্ম সম্বন্ধীয় বক্তৃতার জন্য বিশেষ আয়োজন করিয়াছেন। গত দুই শনিবার তাঁহাদের কর্তৃক অমূল্যক হইয়া বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় দুইটি বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন; তাহাতেও অনেক লোক আগমন করিতেছেন। ভবানীপুরের সুব্যবস্থাপন ব্রাহ্মসমাজেও অনেকটি যুবক নতুন যোগ দিয়াছেন। ভবানীপুরের ব্রাহ্মগণও উৎসাহিত হইয়া একটি ব্রহ্মসমাজ স্থাপনের জন্য আপনাদিগের মধ্য হইতে চাঁদা সংগ্রহ করিতেছেন। আশা করি বার তাঁহারা শীঘ্রই একটি মন্দির প্রতিষ্ঠিত করিতে কৃতকার্য হইবেন। এই সমুদয় শুভ আন্দোলনের ও সদিচ্ছার উপর ঈশ্বর তাঁহার শুভ আশীর্বাদ বর্ষণ করুন।

বিদ্যাপুরে আর্সিষ্টার্ট সার্জন বাবু যোগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের কন্যার নামকরণ হইয়াছে। বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত উক্ত ক্রিয়া সম্পন্ন করেন। স্থানীয় অনেক ব্রাহ্ম ক্রিয়াস্থলে উপস্থিত ছিলেন।

শ্যামবাজার ব্রাহ্মসমাজের অষ্টাদশ সাধারণিক উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। প্রাতঃকালে বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত এবং রাত্রিতে আদিসমাজের পণ্ডিত বেচারাম চট্টোপাধ্যায় ও পণ্ডিত হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য উপাসনা কার্য সম্পন্ন করেন।

২রা মে সোমবার ব্রাহ্মদিগের সামাজিক সম্মিলন হইয়া গিয়াছে। পরস্পরের প্রতি আঁতি সর্জনদের ইহা একটি উপায়ের উপায় হইয়াছে।

৮ই মে রবিবার সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রায় ৪০টি সভ্য কালীগঞ্জের কোন উদ্যানে গমন করিয়া বিবিধ সংগ্রহে বিশ্রাম করেন। কি উপায়ে ব্রাহ্মগণ এক পরিবারের

লোকের মত সুস্থ মমতার বন্ধ হইতে পারেন; তদ্বিষয়ে অনেক কথা হয়।

কোরগর ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক কুমারী কলেটকে যে পত্র লিখিয়াছেন, আমরা নিজে তাহা অনুবাদ করিয়া দিলাম। ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণের জন্য যিনি শারীরিক ও আর্থিক অংশে ক্রেশ সহ্য করিতেছেন, তাঁহাকেই নব-বিধানীর্ণ অমাত্যবোচিতভাবে আক্রমণ করিতেছেন, এমন সময়ে কুমারী কলেটের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা প্রত্যেক ব্রাহ্ম ও ব্রাহ্মসমাজের কর্তব্য। আমরা আশা করি সকলেই কোরগর ব্রাহ্মসমাজের সদ্‌ভাষ্য অনুসরণ করিবেন।

“মহাশয়া! আপনি ব্রাহ্মসমাজের উন্নতির বধাধ বিবরণ প্রকাশ করিয়া যে মহোপকার সাধন করিয়াছেন, তজ্জন্য কোরগর ব্রাহ্ম সমাজের সভাগণ অদ্য সম্মিলিত হইয়া তাঁহাদের গভীর কৃতজ্ঞতা জানাইবার জন্য আদেশ করিয়াছেন। ব্রাহ্ম সমাজের কল্যাণের জন্য আপনার অপ্রান্ত ও নিঃস্বার্থ পরিশ্রমের উপযুক্ত প্রশংসা করা হুকর। আপনি এতরূপ পরিশ্রম না করিলে, ব্রাহ্মসমাজের প্রকৃত ঘটনা কখনও ইউরোপীয়দিগের জ্ঞান-গোচর হইতে পারিত না। আমি আপনাকে আরো জানাইতে আদিষ্ট হইয়াছি যে, আপনি আপনার ইহার-বকে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজ সম্বন্ধে যে যথার্থ বিবরণ লিখিয়াছেন তাহা মিথ্যা প্রতিপাদন কুরিবার জন্য যে চেষ্টা হইয়াছে এবং উক্ত সমাজের একজন প্রধান সভ্য আপনার মন্তব্যে প্রকার কঠোরভাবে সমালোচনা করিয়াছেন, তজ্জন্য এ সমাজের সভাগণ অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছেন। আমরা আপনাকে এইতেছি যে, আপনার পূর্বোক্ত মন্তব্য সমুদয় অত্যন্ত যথার্থ ও ন্যায় সঙ্গত এবং প্রকৃত ঘটনার উপরে প্রতিষ্ঠিত। আপনার পরমোপকারী গ্রন্থের অভ্যুদিত ও অমূল্য সমালোচনা দ্বারা আপনি যে ক্রেশ পাইয়াছেন, তজ্জন্য আপনার ক্রেশে আমরা ও ক্রিষ্ট হইয়াছি। আপনি শুনিয়া সুখী হইবেন যে আমাদের সমাজের কোন সভ্যই নববিধান নামে প্রচলিত পদার্থকে গ্রাহ্য করেন না। তাঁহারা এই নতুন মতকে ব্রাহ্মধর্মের মূল মত হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন জানিয়া অত্যন্ত দুঃখের সহিত ইহার প্রতি অবলোকন করিয়া থাকেন।”

২রা জ্যৈষ্ঠ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের চতুর্থ অয়োৎসব নিম্নলিখিত প্রণালী অনুসারে সম্পন্ন হইবে।

প্রাতঃকাল	
৬—৭	সঙ্গীত সঙ্গীতন।
৭—৯	উপাসনা।
	অপরাহ্ন
৩—৪	ধর্মজীবন সম্বন্ধীয় প্রস্তাব পাঠ।
৪—৫	সার কথা পাঠ।
৫—৬	বক্তৃতা।
৬—৭	সঙ্গীতন।
৭—৮	উপাসনা।

প্রেরিত।

মেদিনীপুর ব্রাহ্মসমাজ।

অনেক দিন পূর্বে আপনার তত্ত্বকৌমুদীতে মেদিনীপুর ব্রাহ্মসমাজের সাংসদিক কার্য বিবরণ পাঠ করিয়া সাত্ত্বিক হৃৎকম্প অনুভব করিয়াছি। পরম প্রত্যাশাপূর্ণ পণ্ডিত শ্রদ্ধাশ্রম বাবুর আগমনে মেদিনীপুর এবার যে বিশেষ উপকৃত হইয়াছেন তাহা অসম্ভব সন্দেহ নাই। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় তাহার সেই অসম্ভব তত্ত্বকৌমুদী বক্তৃতা কতদিন তাহাদিগের হৃদয়কে আকৃষ্ট করিয়া রাখিবে বলিতে পারি না। মেদিনীপুর সমাজের অস্তিত্ব নাট একথা বলিলে বোধ হয় অস্বাভাবিক হয় না। একে ব্রাহ্ম সংখ্যা নিতান্ত অল্প, তাহাতে আবার যে কয়েক জন ব্রাহ্ম আছেন ২১ জন ব্যতীত তাহাদিগের মধ্যে প্রকৃত ব্রাহ্মজীবন দেখিতে পাওয়া যায় না। এই ব্রাহ্ম সমাজে আমাদের পরম ভক্তি ভাজন রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের কার্য ক্ষেত্র। তাহার এই স্থানটি পরিত্যাগের পর সমাজটি নিরুজ্জীব প্রায় হইয়া পড়িয়াছে। হায়! এই মেদিনীপুর ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা পাঠ করিয়া কত লোক বিদেশীয় লোকের হৃদয়ে পবিত্র ব্রাহ্মবীজ অঙ্কুরিত হইল কিন্তু (এত কম পরিতাপের বিষয় নয়) অত্যা ব্রাহ্মদিগের মধ্যে কোন প্রকার উন্নতি দৃষ্ট হয় না। ইহার মধ্যে কয়েক জন সভা এবং সম্পাদক মহাশয় নিম্নলিখিত হইয়া এই সমাজের অস্থিত্ব একটী সভা স্থাপন করিয়াছেন। আমাদের দেশের লোক অজ্ঞান সভা স্থাপনের বড় পক্ষপাতী। সম্পাদক মহাশয়! আমিও তদাশ্রয় একজন। তবে হৃৎকম্পের বিষয় এই যে অতি নৈশবাবস্থায় সভা গুলি প্রাণত্যাগ করিয়া থাকে। আশা করি ইহার মৃত্যু অকালে ঘটবে না। কিন্তু ইহার স্থাপনিতাপের মধ্যে যদি কাহারও হৃদয় যশ লিপ্সু হইয়া থাকে, তাহা হইলে ইহার ভাবী অবস্থা যে বিশেষ শোচনীয় তাহা অসম্ভব সন্দেহ নাই। আমার মনে এটিও বিশেষ ধারণা যে এই সভাটি দ্বারা দেশের কতকটা উন্নতি সংসাধিত হইতে পারিবেক। কিন্তু যে প্রজ্জ্বলিত উৎসাহে দেশের মঙ্গল সাধনে কৃত সংকল্প হওয়া যায়, সে উৎসাহ এখনও ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত। মেদিনীপুর ব্রাহ্ম মণ্ডলি! আপনারা ব্রাহ্ম সমাজের উন্নতির জন্য ভক্তি, উপাসনাশীলতা ও যোগশিক্ষা বিষয়ে কতদূর চেষ্টা পাইতেছেন? আপনাদিগের আত্মার উন্নতির জন্য কোন প্রকার সভা (অর্থাৎ সম্মত সভা) স্থাপন করিয়াছেন কি? এই কয়েকটি প্রশ্ন আপনাদিকে করিলাম; আপনারা ইহার উত্তর দানে বাধিত করিবেন। আপনারা আমাকে আপনাদিগের একজন শত্রু বলিয়া মনে করিবেন না। আমি আপনাদিগের সমাজের একজন হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু, এবং মেদিনীপুর সমাজের মঙ্গলের জন্য আমার প্রাণ সর্বদা কাঁদে, কারণ এই মেদিনীপুর ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা শুনিয়া আমি পবিত্র ব্রাহ্মধর্মকে আমার হৃদয়ের একমাত্র প্রিয়

বস্তু করিয়াছি। আমার মতে আমাদের দেশে এই প্রকারে গঠিত করা বিধেয় যে লোকে তাহা দেখে হৃৎকম্প অনুভব করিয়া পড়িবেন। কিন্তু হৃৎকম্পের বিষয় ভাব আজ কোথায়!! রাজনারায়ণ বাবুর শরীর যে প্রকৃত, তাহাতে তিনি পুনরায় সেই প্রকার নব উৎসাহ উৎসাহিত হইয়া এই সমাজের উদ্ধারের জন্য বন্ধ পাই হইবেন সে আশা আমরা মনে স্থান দিতে পারি না। সাধ ব্রাহ্ম সমাজ দিন দিন যে প্রকার ব্রহ্মাঙ্গি চতুর্দিকে প্রসারিত হইতেছেন তাহাতে বোধ হয়, তিনি এই মুক্ত প্রায় ব্রাহ্ম সমাজের প্রতি উদাসীন থাকিবেন না। একবার শ্রী মহাশয়কে পাঠাইয়া পবিত্র ব্রাহ্ম ধর্মের ধ্বনি যে প্রকার দিকে নিবৃত্ত করাইয়াছেন, তাহাতে স্পষ্ট অস্বাভাবিক হইয়া যেমতো মধ্যে তাহাকে তথায় পাঠাইয়া ইহার জীব করিবেন। এ সম্বন্ধে আরো কিছু বলবার ইচ্ছা রহিল শান্তি: শান্তি: শান্তি:।

মেদিনীপুর ব্রাহ্ম সমাজের
২৬ এ বৈশাখ। ১৮০৩
হিতাকাঙ্ক্ষী একজন বন্ধু।

এতদেশীয় জীলোকদিগের অর্থেপার্জন সম্বন্ধে ২ গুলি প্রতিবন্ধক আছে যথা—

- ১। জীলোকে অর্থেপার্জন করিবে!!! তাহাদের ম অনেকের নিকট ইহা একটা সম্পূর্ণ কৌতুকজনক ব্যাপার। এই গুণ তত্ত্বের যথার্থ মর্ম অনুভব করিতে না তাহার ইহা হইতে অনেক অন্তরে অবস্থিতি করিতেছেন।
- ২। অর্থেপার্জনের অধিকার পুরুষদিগের এবং সেই অর্থ সুপ্রণালী মত ব্যয় করিবার অধিকার জীলোকদিগের তাহাদের মধ্যে অনেকের ইহাই প্রবৃত্তি ও বিশ্বাস। এতদ্ভিন্ন অর্থেপার্জনের সহিত তাহাদের কোন সম্বন্ধ নাই। সংস্কারের বশবর্তী হইয়া তাহারা এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত আছেন।
- ৩। বহুস্ত্র প্রস্তুত করিয়া কোন দ্রব্যাদি বিক্রয় করিতে অনেক নীচ প্রবৃত্তির কণ্ঠ্য বলিয়া ঘৃণা করিয়া থাকেন।
- ৪। অনেক আবার অর্থেপার্জনের ইচ্ছা সবেও প্রকৃত উৎসাহ অভাবে কৃতকার্য হইতে পারিতেছেন না। বিবাহ ও পরিশ্রমের সহিত ও বহু ক্লেশ স্বীকার করিয়া যথার্থ কোন দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় না হইলে ভগ্নে ভগ্নোৎসাহ হইতে হয় সুতরাং এরূপ স্থলে বিশেষতঃ নানা প্রকার প্রতিবন্ধক ও অসুবিধা থাকতে ও অর্থেপার্জন সম্বন্ধে নিরস্ত আছেন ইহা কিছু বিস্ময় বিষয় নহে।

৫। অনেক আবার যে সকল দ্রব্যাদির সহজে ও নীচ বিক্রয় হইবার অনেক সম্ভাবনা আছে সেই সকল দ্রব্য প্রস্তুত করিতে শিক্ষা করেন না এবং জানিলে ও তাহা বিক্রয়ার্থ কখনই প্রস্তুত করিবেন না।

একটি যদি প্রতি গৃহস্থ মধ্যে অন্ততঃ এক জন ও যথা

কিণের অর্থোপার্জন সম্বন্ধে বহু পরিকর হইয়া লুপ-
হউক বা নানা প্রকার উৎসাহ প্রদান করিয়া হউক বা
এমন সমুদায়ই নষ্টক, উপরোক্ত প্রতিবন্ধক তুলি তিরো-
করিয়া পরিবারহ ত্রীলোকদিগকে অর্থকরী কার্যা দ্বারা
নষ্ট সময়ের সম্ভাবহার করিতে শিক্ষা দেন, তাহা হইলে,
দক মহাশয় আপনায় উদ্দেশ্য অতি শীঘ্রই কার্যে পরি-
হইবে আশা করা যাইতে পারে।

২ উপলক্ষে আপনাদিগের পক্ষ হইতে দ্বারার একটি
relative women work shop খুলিলে এ সময় বোধ হয়
বিশেষ উপকার বর্ণিতে পারে নিবেদন ইতি।

এক জন গ্রাহক।

মহাশয়,

আজি পর্য্যন্ত জগতে বহু প্রকার ধর্ম প্রচারিত হইয়াছে,
হার মধ্যে ব্রাহ্মধর্মের প্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করিতে যাইলে কি
এ ধর্ম হইতে হয়? “নিরাকার পরব্রহ্মের উপাসনা” ইহার
রূপ হইতে পারে না। যেহেতু অনেক ধর্ম সম্প্রদায় দৃষ্টি
যাহারা নিরাকার ঈশ্বরের পূজা করিয়া থাকে। আত্মার
নৈশ্বর্য, সকল ধর্মের সমন্বয়ের উচিতোত্তম অনেক ধর্ম
মায়ের বিকাশ আছে। যে ব্রাহ্ম এই সকল কারণ দেখা-
যাহা ব্রাহ্মধর্মের গৌরব বৃদ্ধি করিতে যান, ব্রাহ্মধর্মের গভীর
ব্রাহ্মত্বের অজ্ঞানতা তিনি নিজ প্রকাশ করিয়া ফেলেন।
ধর্ম এই সকল মত একত্রীভূত হইয়াছে সত্য, কিন্তু ইহা
কোন নতুন আনীত হয় নাই। যাহাতে কোন
নতুন নাই তাহা লইয়া এবিধের গৌরব করিতে যাইলে
নীচ বৃত্তিকে প্রভুর দেওয়া হয় মাত্র। যে আলোক প্রজ্জ্বলিত
করিয়া ব্রাহ্মধর্ম-ব্রাহ্ম পথিকদিগকে সংপথে আনয়ন করিতে-
ছেন যে আলোক উদ্দীপ্ত করিয়া ব্রাহ্মধর্ম কুসংস্কার, উপধর্ম
ব্রাহ্ম ও অজ্ঞানান্ধকার ভেদ করিতেছেন, যে সরোবর খনন
করিয়া ব্রাহ্মধর্ম যথেষ্টাচার-সাহারা-দগ্ধ ভাবপিপাসুদিগের
তৃপ্তি সাধন করিতেছেন, যে রাজবস্ত্র প্রদত্ত করিয়া ব্রাহ্ম-
ধর্ম উন্নতির পথ ঋজু করিয়া দিয়াছেন, যে সন্যাস বাহির
করিয়া ব্রাহ্মধর্ম “তাক্য” সভ্যদিগকে ঈশ্বরের স্বর্গ রাজ্যের
দিকারী করিতেছেন, তাহা কি? এবং কেবল তাহাই ব্রাহ্ম-
ধর্মের প্রেষ্ঠতা প্রতিপাদক। কতবার তত্ত্বকৌমুদী ইহার
প্রদান করিয়াছে। বিবেক ও স্বাধীন চিন্তার কৃতিত্বই
ধর্ম সর্বোচ্চ ও নতুন মত। এই হীরক মুকুটে ধারণ
ব্রাহ্মধর্ম সকল ধর্মের রাজ্য হইয়াছেন। ব্রাহ্ম
তত্ত্ব বলে এই মূল মতে বিশ্বাস-নিষ্ঠাতা আবশ্যিক। অন্য
সকল কার্য বিশুদ্ধ মত সম্বন্ধে যে ধর্ম সম্প্রদায় এই মতের
কার্য দেখিতে পাওয়া যায় না, তাহাকে কোন প্রকারে ব্রাহ্ম-
ধর্ম সম্প্রদায় বলা বিধেয় নহে। যাহারা এই মতের বিরুদ্ধে
উপদেশ দেন, তাহাদের ত কথাই নাই। এতদিনের পর এই
কথার উল্লেখ করিয়া তত্ত্বকৌমুদীর স্থান পূর্ণ করিতে ইচ্ছা
করিতেছি কেন? তাহার কারণ এই।

গত ১লা কাশ্বদের ধর্ম তত্ত্ব দেখিতে পাইবেন যে “সমুদায়
রাজি ভাগরণ ইত্যাদি আত্মব্রহ্মের পর আচার্য্য তাঁহার শিষ্য-
দিগকে উপদেশ দিতেছেন—“অধো, অমৃত, গৌরগোবিন্দ
তিন জন (আমার) সমক্ষে বস, পরস্পরের হস্ত স্পর্শ কর,
তিন ভাই একমন একজ্ঞান হও—ছয় চক্ষু এক চক্ষু, তিন
জ্ঞানকে এক জ্ঞান কর, তিন বুদ্ধিকে এক বুদ্ধি কর। * * *
আমি এখানে আছি, আমার সঙ্গে তিনের মিলন। এক হই
চারি জন।” (বন্ধনীর ভিতরের আমার কথাটি আমার নিজের
উপর ভিন্ন “সমক্ষের অন্য সম্বন্ধ হইতে পারে না বলিয়া
ইহা এ স্থানে প্রবিষ্ট করা হইল)। এখন দেখা যাক
আচার্য্যের উপদেশের অভিপ্রায় কি? ভ্রাতৃত্বাব বন্ধন ইহার
উদ্দেশ্য হইতে পারে না। কারণ সমস্ত রাজি ভাগরণ করিয়া
শেষ রাজিতে ভ্রাতৃত্বাবের উপদেশ কেন? এবং তাঁহার
উপদেশে এমন অন্য কোন কথা নাই, বাহা দ্বারা এই উদ্দে-
শ্যের পোষণ করা যাইতে পারে; তার ভ্রাতৃত্বাব বৃদ্ধি
করিতে হইলে, কেবল ছয় চক্ষু, তিন জ্ঞান কেন? সেখানে
এ ভিন্ন অনেক চক্ষু, অনেক জ্ঞান উপস্থিত ছিল, যাহাদের
মিলন ছয় চক্ষু ইত্যাদি মিলনের মত আবশ্যিক। ইহার অর্থ
অতি পরিষ্কার কিন্তু অন্ধদিগের নিকটে নহে। যিনি ব্রাহ্ম-
ধর্মে “মহর্ষি আত্মা” ও “রাজভক্তি” যোগ করিয়া ব্রাহ্ম-
ধর্মকে “পুরাতন ও তাঁহার সম্প্রদায়কে “নব” বলিয়া ঘোষণা
করিতে ত্রুটি করেন না, যিনি স্বার্থ সিদ্ধির জন্য বালা
বিবাহকে ঈশ্বরের ইচ্ছা বলিয়া প্রকাশ করেন, তাঁহার
অভিপ্রায় “বুদ্ধিতে বিবেক তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টির আবশ্যিকতা
হয় না। সামান্য দৃষ্টিতেই “পট ব্রহ্ম” যাইতে পারে।
“আমাদের সকল চক্ষু এক প্রকার দেখুক, আমাদের
জ্ঞান এক প্রকার চিন্তা করুক, আমাদের বুদ্ধি এক হইয়া
যাক” ইহার অর্থ কি এই নহে, যে সকলের স্বাধীন
দৃষ্টি পরিভাগ করিয়া একজনের চক্ষু দ্বারা দেখ, সকলের
স্বাধীন ভাব উৎসর্গ করিয়া একজনের ভাব গ্রহণ কর,
সকলের বিবেক বিসর্জন দিয়া এক জনের মতের অনুসরণ
কর, এবং এখানে “দেখিবার ও চিন্তা” করিবার অধিকার
তাহার তাহাও কাহাকে বলিয়া দিতে হইবেক না। যিনি
আচার্য্য হইয়া উপদেশ দিতেছেন, যিনি আমার সমক্ষে হস্ত
স্পর্শ করিয়া বস, বলিয়া তাঁহার শিষ্যদিগকে আজ্ঞা করি-
তেছেন, তখন এ অধিকার উপদেশের ভিন্ন আর কাহারও
থাকিতে পারে না। তোমরা কাতর হয়ে চিৎকার করিয়া
আমাকে জানাও, আমি তোমাদের অন্তর বুদ্ধির আমার
ইচ্ছামত আহ্বান করিতে দিব। স্ব ইচ্ছার একপদ অগ্রসর
হইওনা, তোমাদের পালককে অমান্য করা হইবে।

সর্বনাশ! ব্রাহ্মধর্মের আচার্য্য হইয়া “স্বাধীন চিন্তাও
বিবেককে বলিমান দিতে উপদেশ। যিনি “আমি সাধু-
রূপ পুষ্প লহি” বলিয়া দণ্ড করিতে পারেন, তিনি একপ
উপদেশ দিবেন কিছু বিচিত্র নহে। কিন্তু ব্রাহ্মধর্মের
সমূহ বিপদ। সম্প্রদায় মহাশয়! আমিও আপনার

সহিত অন্তরের গূঢ় হাস হইতে চীৎকার করিয়া বলি,
“হা ধর্ম কোথায় গেলে!

শ্রী:—শিমলা

১৮৮০ সালের অক্টোবর, নবেম্বর, ও

ডিসেম্বর মাসের দাতব্য।

প্রচার মাসিক।

বাবু শিবচন্দ্র দেব, কোন্নগর	৬
,, কৃষ্ণকুমার মিত্র, কলিকাতা	১
,, হুর্গামোহন দাস, ভবানীপুর	৩০
,, ভুবনমোহন দাস, ঐ	২৫
সম্পাদক কোন্নগর সমাজ	১২
,, আনন্দমোহন বসু, কলিকাতা	৬২
,, বহুনাথ চক্রবর্তী ঐ	৪
,, আদিত্যকুমার চট্টোপাধ্যায়, ঐ	১
,, কেশবনাথ রায় ঐ	২
,, লক্ষীকান্ত দাস, বিহুনাথ	৬
,, হারকানাথ বসু, বগুড়া	০১৥

১৫৬৥০

প্রচার বার্ষিক।

বাবু কেশবনাথ শুক,	১
এককালীন	১
,, রাখাধরমণ সিংহ,	৫
,, মহেন্দ্রনাথ দা,	৪
,, শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়,	১০
,, কেশবনাথ চৌধুরী,	৪
,, হারপ্রচন্দ্র বসু,	৩

২৬

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মাসিক—

বাবু যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ, ভবানীপুর	৩
,, হুর্গামোহন দাস, ঐ	৪
,, কৃষ্ণকুমার রায়, রঙ্গপুর	১
,, রাখালচন্দ্র সেন, কলিকাতা	১
,, শিবচন্দ্র দেব, কোন্নগর	১
,, ভুবনমোহন দাস, ভবানীপুর	৩
,, বহুনাথ চক্রবর্তী, কলিকাতা	৬
,, গিরীশচন্দ্র রায়, ঐ	২
,, মোহিনীমোহন বসু, ঐ	৪
,, গোপালচন্দ্র ঘোষ, শিবগঞ্জ	১০
,, প্রাণকৃষ্ণ দত্ত, কলিকাতা	১

বাবু আনন্দমোহন বসু ঐ	৬
,, হরকুমার রায় চৌধুরী, বালিগঞ্জ	১০
,, শিবকৃষ্ণ দত্ত, কলিকাতা	১০
,, কালীপ্রসন্ন দত্ত, কলিকাতা	৩
,, শ্রীকৃষ্ণ সেন, গোকরডাঙ্গা	১

৩৫।

এককালীন।

শ্রীমতী কালীমুন্দরী দাসী	১
বাবু গোবর্দ্ধন মল্লিক, শান্তিপুর	১
সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ বার্ষিক	২
,, শশীকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, এলাহাবাদ	৬
,, হরকিশোর সেন, কলিকাতা	১০
,, হুর্কড়ি ঘোষ, ঐ	৩
শ্রীমতী বামাসুন্দরী ঐ	১০
বাবু গোপালচন্দ্র মল্লিক, ঐ	১
,, রামহর্ষভ মজুমদার, তেজপুর	২
,, মহিমচন্দ্র চক্রবর্তী	১
,, রামোত্তম ঘোষ, ঝামাপুকুর	২
,, রামধন মজুমদার, কুমারবাণী	১
,, ভগবতীচরণ দে, ডাফুনীরা	১
,, নরসিং গাম, রাক্তমহেশ্বরী	১
,, গণেশচন্দ্র ঘোষ, শিলং	০
,, নমঃ শিবায়, কলিকাতা	১
,, গোপালকৃষ্ণ মিত্র, চৈতলা	১
,, তিনকড়ি মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা	১
,, হারধন বন্দ্যোপাধ্যায়, ঐ	১
,, আদিনাথ চট্টোপাধ্যায়, ঐ	১
,, উমাচরণ ঘটক, মতিহারী	১০
শ্রীমতী ভুবনমোহিনী ঘটক,	০
বাবু হরিচরণ চক্রবর্তী ঢাকা	২
,, জগবজ্জু লাহা, ঢাকা	৩
,, দেবেন্দ্রনাথ পাল, কলিকাতা	১
,, হুর্গাদাস দত্ত, ধুবড়ী	৪
,, রামগোপাল ঝাঁ, আসাম	১০
,, কৈলাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ঢাকা	৬
,, রাজচন্দ্র চৌধুরী, সিলেট	১
,, শ্রীনাথ মিত্র, কলিকাতা	১
,, রামকানাই দত্ত, ব্রাহ্মবাড়িয়া	১০
,, কেশবনাথ মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা	১০
,, উপেন্দ্রচন্দ্র বসু,	২
,, হুর্গাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়,	১
,, কালীচরণ রায়,	১
,, আনন্দচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়,	১০
,, বহুনাথ সেন,	১

বাবু শশধর ভট্টাচার্য, পাবনা	১
„ আনন্দগোপাল শুই,	১
„ বাদবলাল রায়, বগুড়া	৪১০
„ হারানচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়,	১
„ গুরুনাথ দত্ত, নওগাঁ	৪১
শ্রীমতী স্বর্ণলতা দত্ত, ঐ	১
বাবু অভয়চরণ বাগ, কলিকাতা	১
„ গোবর্দ্ধন মল্লিক, শান্তিপুর	১
„ গিরিশচন্দ্র দেব, কোমরগঞ্জ	১
„ পাঁচকোড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, কোমরগঞ্জ	১
„ গোপালচন্দ্র দেব, ঐ	১
„ শিবচন্দ্র ভট্টাচার্য	৪১০



তত্ত্বকৌমুদী

জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি ১৮৮১।

বাবু ক্ষেত্রগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, মোবেলগঞ্জ	৫
„ শিবচন্দ্র দাস, ভবানীপুর	১
„ উপেন্দ্রনাথ রায়, কাইতি	১১
„ বরাহনগর ব্রাহ্মসমাজ	৩
„ গুরুনাথ দত্ত, নওগাঁ ব্রাহ্মসমাজ	৩
„ হরচন্দ্র চৌধুরী, সেরপুর	৩
„ রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বহরমপুর	৩১
„ মহারাজী স্বর্ণময়ী, কানিমবাজার	৩
„ গঙ্গাদাস সেন, শ্রীহট্ট	৩
„ প্রমথকুমার চৌধুরী, কলিকাতা	১
„ উমেশচন্দ্র স্ত্র, ঐ	২০
„ মহেন্দ্রনাথ মিত্র, ঐ	২০
„ গোপীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, সৈদপুর	১
„ শিবনারায়ণ অধিহোত্রী, লাংহোর	৩
„ রাধাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপালপুর	৬
„ কালীদাস চট্টোপাধ্যায়, ঐ	৩
„ কৃষ্ণচন্দ্র দাস, মাহিগঞ্জ	৬
„ জগন্নাথ সরকার, কোমরগঞ্জ	৪
„ নবদীপচন্দ্র দাস, গোপালপুর	১
„ প্রিয়নাথ রায়, খুলনা	১
„ পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়, গোপালপুর	১
„ বলরামকুমার ভরদ্বাজ, শিলিগুড়ি	১

বাবু দুর্গাচরণ সরকার, ডেওয়ানখলা, ময়মনসিংহ	৩
„ বাদবলাল রায়, বগুড়া	৩
„ কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত, কেশাপাড়া	৩১০
„ ফেনারনাথ ভট্টাচার্য, রাণিগঞ্জ	৩
„ রামলাল রায়, ঝাটাল, মেদিনীপুর	৩
„ দীননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সৈদপুর	৩
„ নবীনন্দ্র ঘোষ, জলপাইগুড়ি	৩
„ গিরিশচন্দ্র দাস, কাছাড়	৫১০
„ গোপালচন্দ্র মল্লিক, কলিকাতা	১১০
„ হরিপ্রসন্ন মজুমদার, নবাবগঞ্জ	১
বগুড়া ব্রাহ্মসমাজ	৩
ময়মনসিংহ ব্রাহ্মসমাজ	১
„ শরচ্চন্দ্র রায়, ময়মনসিংহ	৩

৪১

বিজ্ঞাপন।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্র ।



এই যন্ত্রে ইংরেজী ও বাঙ্গালা মুদ্রাঙ্কন কার্য
সুচারুরূপে, অল্প মময়ে এবং উচিত মূল্যে সম্পন্ন
হয়। সংবাদপত্র, পুস্তক, চেক, দাখিলা, রসিদ,
বিল, গিরোনামা, নানা প্রকার ক্ষুদ্র কার্য,
নানী প্রভৃতি মুদ্রাঙ্কন, স্বর্ণময় মুদ্রাঙ্কন, ইত্যাদি।
দ্রুত করা যাঁহার প্রয়োজন হইবে, তিনি
কক্ষ ফ্রাঙ্কের নিকট কলিকাতা ৯৩ নং কলেজ
স্ট্রীট ভবনে অনুসন্ধান করিবেন।

মহাবিবাসরীর ছাত্র সমাজে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী কর্তৃক
উক্ত উপদেশ সকল গ্রন্থাকারে মুদ্রিত করিয়া বিক্রীত হই-
তেছে। গ্রহণেচ্ছুক ১০ নং মুজাপুর স্ট্রীট ভবনে মূল্য
২ পত্র লিখিলে, উক্ত গ্রন্থ তাঁহাদের নিকট প্রেরিত
হইবে।

প্রার্থনার আবশ্যকতা ও যুক্তিবৃত্ততা	১০
জাতি ভেদ	১০
পরকাল	১০
ভারতবর্ষের সংস্কার কার্য ও ভগ্নপ্রাচীরের উপায়	১০

